শ্রীশ্রীসাম্ব-শিবায় নমঃ।

গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত-শ্রীশিবমহিম্নঃ

স্তোত্রবার্ত্তিকব্যাখ্যানাত্মক-

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ-

নামধেয়-মহাগ্রন্থাবয়বভূত-প্রাথমিক-

দর্শনখণ্ড।

শ্রীশাণ্ডিল্যগোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাসদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভ-শ্রীশিবসাযুজ্যসম্পন্ন-

মহোদয়-শ্রীমদঘোরনাথস্বামিসূনু-

ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত।

শ্রীকালীঘট্টস্থ-শ্রীকালিকাভৈরবদৈবতশ্রীনকুলেশ্বর-মন্দির-সুসন্নিহিত-

শ্রীমদঘোর-যোগাশ্রম হইতে

শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী সমিতির তত্ত্বাবধানে

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-

মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible]চারী- শ্রীবিপিনবিহারি-বেদান্তভূ[illegible] [মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

"শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।"

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা, বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী,
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি, যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ,
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥"

শ্রীশিব-শঙ্কর-হর-মহাদেবের অনুগ্রহে সর্ব্ব-গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্ত-বিরচিত-শ্রীশিব-মহিম্নঃ-স্তোত্রাবলম্বনে উক্তানুক্তদুরুক্তার্থ-ব্যক্তকারী বিশদ-বিস্তৃত-বার্ত্তিকাখ্য-ব্যাখ্যান-স্বরূপে দিবারাত্রিনির্ব্বিশেষে অতি গুরুতর-ষোড়শবৎসরব্যাপী বিপুল-পরিশ্রম-স্বীকার-পুরঃসর "শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ" নামে আমি একখানি সার্দ্ধষট্-সহস্র-পত্র-পৃষ্ঠাত্মক মহাগ্রন্থ রচনা করিয়াছি। অবশ্য এই মহাগ্রন্থের রচনা-কার্য্য এখনও পর্য্যন্ত পরিসমাপ্ত হয় নাই সত্য; কিন্তু গণ্য-মান্য-বহুতর-বিজ্ঞ-বিদ্বজ্জনের অনুরোধে আনুমানিক-সার্দ্ধৈকসহস্র-পত্র-পৃষ্ঠাত্মক গ্রন্থের রচনাকার্য্য অপরিসমাপ্ত বা অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও রচিত-বৃহত্তরাংশের মুদ্রাঙ্কনার্থ সম্প্রতি আমি অগ্রসর হইয়াছি। মনে মনে আশা আছে যে, একটী ভারবাহীর বহন-যোগ্য-রচিত-বৃহত্তর-গ্রন্থাংশের মুদ্রাঙ্কন-কালের মধ্যে অবশিষ্ট গ্রন্থাংশের রচনাকার্য্য সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইব।

আমি যখন শ্রীপুষ্পদন্ত-বিরচিত-শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্রাবলম্বনে এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য মহত্তর-গ্রন্থের রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্রে শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-পরিগৃহীত-প্রতিপাদিত-বিষয়-সমূহই প্রধানতঃ মদীয়-শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-গ্রন্থে প্রতিপাদ্য-বিষয়রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। অতএব শ্রীশিব-মহিম্নঃ-স্তোত্রে শ্রীশঙ্করদেবের মাহাত্ম্য-সংস্তবনকল্পে শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য কর্ত্তৃক

পরিগৃহীত ও প্রতিপাদিত শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতিনিরাকরণ ১, স্তুতি-সমর্থন ২, প্রকারান্তরে স্তুত্যনর্হতা ৩, স্তুত্যত্রাসমর্থন ৪, অস্মদাদি-কৃত-স্তুতির ব্যর্থতা ৫, স্তুতিসার্থক্য ৬, পারমেশ্বর ঐশ্বর্য্য-সদ্ভাবে বিবাদ-পরায়ণ-বাদি-গণের নিরাকরণ ৭, প্রতিকূল-তর্ক-নিরাস ৮, অনু-কূল-তর্কের উদ্ভাবন ৯, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা-বশে শাস্ত্র-সমূহের শ্রীপরমেশ্বর-স্বরূপে তাৎপর্য্যাবধারণ ১০, অর্ব্বাচীন-পদ-প্রদর্শন ১১, স্তুতি-প্রকার-নিরূপণ ১২, হংস ও বরাহরূপধারী ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ঈশ-সাক্ষাৎকার ১৩, রাবণের প্রতি শ্রীভগবদনুগ্রহ ১৪, দর্পিত রাবণের নিগ্রহ ১৫, বাণরাজার সমুন্নতি ১৬, সমুদ্রমন্থনে বিষপান ১৭, মদন-ভস্ম ১৮, জগৎরক্ষণার্থদেবদেব-নর্ত্তন ১৯, গঙ্গাবতরণ ২০, ত্রিপুরদাহ ২১, বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রলাভ ২২, মীমাংসক-মত-নিরাস ২৩, অভক্তের অনর্থপ্রাপ্তি ২৪, প্রজাপতি-দণ্ড-বিধান ২৫, শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর প্রতি অনুকম্পা ২৬, শ্মশানবাস ২৭, নির্গুণ-ব্রহ্ম-নিরূপণ ২৮, অদ্বিতীয়ত্ব-স্থাপন ২৯, আগমপ্রমাণ দ্বারা শ্রীপরমেশ্বর-দেবের সর্ব্বাত্মকত্ব-সাধন, অথবা অখণ্ড-বাক্যার্থ-কথন ৩০, সর্ব্ব-সাধারণ শ্রীভগবন্নাম-নিরূপণ ৩১, দুরূহ-মহিমত্বকীর্ত্তন ৩২, সর্ব্বার্থ-সংক্ষেপ বা উপসংহার ৩৩, উপহার-অর্পণ ৩৪, ইত্যাদিরূপ বিষয় সকলই যে অস্মৎ-প্রণীত শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-গ্রন্থে প্রধানতঃ বর্ণনীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পাঠক মহোদয়গণের অবশ্য অবগত হওয়া উচিত।

এই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রথম হইতে স্তুতি-প্রকার-নিরূপণ পর্য্যন্ত বিষয়াবলম্বনে চতুঃশতাধিক-পত্র-পৃষ্ঠব্যাপী একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং স্তুতি-প্রকার-নিরূপণের পরবর্ত্তী এক একটী বিষয়ের বিবরণ-প্রসঙ্গে ছোট বড় এক একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তথা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর প্রতি অনুকম্পা, এই একটীমাত্র বিষয়সমাশ্রয়ণে শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত-ত্রয়োবিংশ-শ্লোকীয় ইতিবৃত্ত-ভাগ-সংগ্রহ-প্রসঙ্গে আনুমানিক-সার্দ্ধ-চতুঃ-সহস্র-পত্র-পৃষ্ঠ-ব্যাপী মহত্ত্বে ও ভারবত্ত্বে মহাভারতকল্প একখানি বৃহত্তর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-খানির স্থূল স্থূল অবয়ব সকলের বিভাগ সাধিত হইলে, বিভক্ত

অবয়ব সকল অন্যূন ত্রিশখানি বিমল আনন্দদায়ক, আবান্তরিক-বিভিন্ন বিষয়-সমূহের চেতশ্চমৎকার-জনক-বিবরণে পূর্ণ, বিদ্বজ্জন-গণ-মনো-হর, বঙ্গভাষাময়-গদ্যসাহিত্যে বা দার্শনিক-পৌরাণিক-প্রবন্ধ-সম্পৎ-প্রাচুর্য্যে, গৌরবান্বিত-গ্রন্থের আকার ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্রান্তর্গত-ত্রয়োবিংশ-শ্লোকীয়-সমগ্র ইতিবৃত্তভাগ মহত্ত্বে ও ভারবত্ত্বে মহাভারতস্থানীয় হওয়ায় প্রসঙ্গাগত-সপ্রয়োজন-তত্তদ্-বিষয়ের বাহুল্য-বশতঃ বিচিত্রতরোপকরণ-সম্ভার-রমণীয়তা-বলে বিবুধ-প্রবর, বিদ্যা-রসিক, শাস্ত্রার্থ-সাগরে সন্তরণ-কুশল বিবুদ্ধ-হৃদয় প্রত্যেক পাঠকের বিদ্যা-বধূ-জন-সুলভ-মধুরাধর-সুধারস-লোভী চিত্তচঞ্চরী-কটীকে অবশ্যই পুষ্পরস-পূর্ণ-প্রস্ফুটিত-পঙ্কজের ন্যায় সমাকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইবে।

প্রিয়-ভদ্র-মহোদয়-গণ! আপনাদের অবগতির জন্য এ স্থলে আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই ত্রয়োবিংশ-শ্লোকীয়-বিচিত্রতর মহত্তর মহা-ভারতকল্প ইতিবৃত্ত-গ্রন্থ-গর্ভে একদিকে যেমন বহুবিধ নূতন নূতন চিত্র, চরিত্র, শাস্ত্রীয়বিচার, তর্ক, যুক্তি ও রাশীকৃত প্রমাণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, অপরদিকেও সেইরূপ নগাধিরাজ-হিমালয়ের গৃহে জগন্ময়ী জগজ্জননী মহামায়া-স্বরূপিণী অশেষ-জগদীশ্বরী ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী পরম-ব্রহ্ম-মহিষী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, যথাক্রমে তাঁহার কৈশোরাপগমে নব-যৌবন-বিলাসোল্লাস-সমাগম-প্রারম্ভে গিরি-রাজ-রাজ-নগরী বা ঔষধী-প্রস্থসমীপবর্ত্তী গঙ্গাবতার-প্রস্থে তপঃ-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেবের বলিপুষ্পাবচয়ন, বেদীসম্মার্জ্জন, নিয়ম-বিধি-জল-কুশ-পত্র-পুষ্প-ফল-মূলাদি-সমানয়ন-রূপ-পরিচরণাভিলাষে পিতা হিমালয়ের সহিত তদীয় তপোবনে গমন, শ্রীশিব-পরিচরণ, মদন-দহনাবসানে পিতৃ-গৃহে পরাবর্ত্তন, বিরহ, নারদোপদেশে তপশ্চরণাভিপ্রায়ে গৌরীশৃঙ্গে গমন ও তপশ্চরণবিবরণান্তে হিমালয়ের আক্ষেপ, তপস্বিনী পার্ব্বতী-দেবীর দর্শনার্থে মেনকা-মৈনাকাদি-পত্নী-পুত্র-পরিজন-বর্গের সহিত হিমালয়ের তদীয় তপোবনে গমন ও প্রত্যাগমন, বিবিধরূপে মূল্যবান্ বহু উপদেশ-পূর্ণ-বিচিত্রতর-পার্ব্বতী-জটিল-সংবাদ, শ্রীমতী

পার্ব্বতী দেবীর অভিমতবরলাভ, ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তি-জনোচিত-মহত্তর-সমারোহ-সহকারে শ্রীশিব-পার্ব্বতী-পরিণয়, মদনোজ্জীবন, শ্রীকৈলাসালয়ে গমন, শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের বিচিত্রতর ত্রৈমাসিক ও শাতবার্ষিকবিহার প্রভৃতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তথা এই শাতবার্ষিক-বিহার-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতগত-দশমস্কন্ধীয়-রাস-পঞ্চাধ্যায়ী-প্রতিপাদিত, উপক্রমোপসংহার-বর্জ্জিত, নিরবচ্ছিন্ন-রাসলীলা-বর্ণন-পর-গ্রন্থাংশের "দেবকীনন্দন-গোপিকানন্দন-মধুসূদন-রামানুজ-কেশবাদিনামনিচয়ের শ্রীশিব-পক্ষীয়-নির্ব্বচন বা ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-পুরঃসর শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-পক্ষে অভিনবতরা অদৃষ্টচরা অভূতপূর্ব্বা বিচিত্র-পদ-পদার্থ-শব্দ-শব্দার্থ-বাক্যার্থশালিনী বিদ্বজ্জন-গণ-মনোহারিণী বহুতরবিজ্ঞবর-বৈষ্ণবজন-মানসমোহিনী দ্বিতীয়রহিতা ব্যাখ্যা, তদন্তে মহারাজ-পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে পরদারাভিমর্ষণাভিযোগানয়ন, শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক তৎপরিহার, মহত্তরাড়ম্বরসহকারে দ্বিত্রি-সহস্র-পত্র-পৃষ্ঠে শ্রীশুকদেবের মতখণ্ডন, শ্রীশুকদেবের মত-খণ্ডনাবসরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, নারদ, পর্ব্বত, দুর্ব্বাসাঃ, চ্যবন, সৌভরি, শঙ্খ, লিখিত, একত, দ্বিত, ত্রিত, পরাশর, বেদব্যাস ও শ্রীশুকদেবাদির ক্ষুদ্র বৃহৎ এক একখানি গ্রন্থের আকারে আংশিক-জীবন-চরিত-সংগ্রহ, জীবন্মুক্ত-লক্ষণ-বিচার, অষ্টাঙ্গ-যোগ-নিরূপণ, অলোক-সলোক-ভূমিভেদে শত-কোটি-প্রবিস্তর অণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চাশৎকোটি-যোজন-পরিমিত-সলোক-ভূমি-ভাগের সংস্থানবর্ণন, যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ-নির্দ্দিষ্ট-জনকাদির জীবন্মুক্তত্বখণ্ডন প্রভৃতি বিষয়-সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অনন্তর শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর জীবন্মুক্তত্ব, আদি-মুক্তত্ব, অনাদি-মুক্তত্ব, বা নিত্য-মুক্তত্ব-স্থাপন, শ্রীশঙ্করদেবের জীবন্মুক্তত্বাদির প্রতি বহুতর আক্ষেপ ও তৎসমাধান-প্রসঙ্গে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের অদ্বিতীয়-পরম-ব্রহ্মত্ব বা পরমেশ্বরত্ব-নিরূপণ, শ্রীকৃষ্ণ-বিষ্ণু-রাম-নারায়ণ-নৃসিংহাদির পরম-ব্রহ্মত্ব বা পরমেশ্বরত্ব-নিরাকরণ, শ্রীশিব-পার্ব্বতীদেবীর আংশিক-চরিত-সঙ্কলন, পুনরপি শ্রীশুকদেবের মত-খণ্ডন, পরীক্ষিৎ-প্রশ্নের বিকৃতার্থ-নিরসন, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরদেবের

ব্যভিচার-দোষ-সম্পর্ক-শূন্য-নিষ্কলঙ্ক আদিভূতাকৃত্রিম-সপ্রমাণ-রাসলীলা-বর্ণন, তথা শ্রীশিবপার্ব্বতীদেবীর সাহস্রবার্ষিকবিহার বা সম্ভোগ-বর্ণন, সম্ভোগভঙ্গ, কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি, তারকাসুরবধ ও শ্রীমতী পার্ব্বতী-দেবীর গৌরীত্বলাভ-বিষয়কবিবরণপুরঃসর তৎকর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেবের-শরীরার্দ্ধহরণ ও তদ্‌বর্ণনান্তে ত্রয়োবিংশশ্লোকব্যাখ্যা সন্নিবেশিতা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্রের প্রথমাবধি তেইশটীমাত্র শ্লোকা-বলম্বনে লিখিত আনুমানিক-সার্দ্ধ-ষট্‌-সহস্র-পত্র-পৃষ্ঠাত্মক এই শ্রীশিব-মহিমবিকাশাখ্য গ্রন্থগর্ভে সংগৃহীত ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিরূপণ, শ্রীশাঙ্কর-সর্গ-সংরক্ষণ-সংহরণবিষয়ক-সলক্ষণ-কর্ত্তৃত্ব-নিরূপণ, সাংখ্যের সৎকার্য্য-বাদ, বৌদ্ধের ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদ, বৈশেষিকের ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যবাদ, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিগ্‌, দেহী ও মনঃ, এই নব-বিধ-দ্রব্য-পদার্থের অনেকানেক-ন্যায়-তর্ক-তীর্থেরও বিস্ময়াবহ-স্বরূপ-নিরূপণ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অহংপ্রভুত্ব-মূলক-বিবাদ-ভঞ্জন, শ্রীশিবসৃষ্ট-কৃপাণ-পাণি-ভৈরব-কর্ত্তৃক ব্রহ্মার পঞ্চম-শিরশ্ছেদন, ব্রহ্মার পঞ্চম-মস্তকাবির্ভাব-কারণ-কথন, রাবণের ত্রিভুবনবিজয়যাত্রা, ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্য-যম-কুবেরাদিলোকে গমনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক তাঁহাদিগের পরাজয়-সাধন, বাণপরাজয়, শোণিতপুরে শ্রীশঙ্করদেবের সহিত গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকার বেশে অপ্সরোগণের বিহার, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি পারদারিকত্বারোপ, তৎপরিহার, শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর অবতরণাবসরে শ্রীবিষ্ণুদেবের পাদপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর-সঙ্গম-পর্য্যন্ত দ্বিপ্রকারে যাবতীয় বিবরণ, শিপ্র-সরোবর হইতে শিপ্রানদীর উৎপত্তি-বিবরণ, ব্রহ্ম-কামিতা সন্ধ্যার তপস্যা, মেধাতিথির যজ্ঞকুণ্ডে তনুত্যাগ, অরুন্ধতীর উৎপত্তি, বশিষ্ঠারুন্ধতী-পরিণয়-প্রভৃতি-যথারীতি-সমালোচিত-বিষয়সকল যেমন পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবে, ব্রহ্মার নক্ষত্রলোকে মৃগশিরোনক্ষত্ররূপে পরিণতি, ব্রহ্মার প্রতি শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত-সপত্র-শরের মৃগশিরোনক্ষত্র-পশ্চাদ্‌ভাগে বাণাকারে আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপে পরিণাম, দশদিকে সূর্য্যোদয়, রাত্রিকালে সূর্য্যোদয়,

অমাদি-পৌর্ণমাস্যন্ত-ষোড়শতিথিরই পূর্ণিমাত্বকথন প্রভৃতিও অবশ্যই সেইরূপ সহৃদয় পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ, গায়ত্রীমন্ত্রের চত্বারিংশৎ প্রকারে ব্যাখ্যা, আচমন-মন্ত্র বা বিষ্ণু-স্মরণ-মন্ত্রের আনুমানিক সার্দ্ধ-দ্বিশত-পত্র-পৃষ্ঠ-ব্যাপী ব্যাখ্যান, শ্রীশঙ্করদেবের সপ্রমাণ-কপাল-মালাভরণ-বিবরণ, সুবর্ণ-বর্ণ-বিশিষ্ট-বিগ্রহধারী বিষ্ণুদেবের নূতন-জলধর-রুচিতার প্রতি কারণ-কথন, তপঃ-পরায়ণ বিষ্ণুদেবের শ্রীশঙ্করদেব-সকাশাৎ ষোড়শাষ্টক বর গ্রহণ, শ্রীশিব-নির্ম্মাল্যের অগ্রাহ্যতাবিষয়ক ইতিহাসের আনুমানিক-সার্দ্ধ-দ্বিশত-পত্র-পৃষ্ঠ-পূর্ণ-খণ্ডন, বৈকুণ্ঠ-লোক-দাহ, কাশী-দাহখণ্ডন, মদন-দহনফলে রতির শোক ও ক্রোধাপনয়ন-কল্পে কাম-পক্ষীয়-গণের অভ্যুত্থান, সকল-নিষ্কল-রূপ-ভেদে শ্রীশঙ্করদেবের পরস্পর-সমানাধিকরণ শ্রীপরম-ব্রহ্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব-স্থাপন, তথা শ্রীশঙ্করদেবাতিরিক্ত-দেবগণের জীবত্ব বা কর্ম্ম-পরতন্ত্রত্ব-প্রতিপাদন, শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর বিষ্ণুপদীত্বখণ্ডন, শ্রীশঙ্কর-দেবের গঙ্গাধারণ তথা শ্রীবিষ্ণুদেবকর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণার্চ্চনার্থে সমানীত উপায়নীকৃত সহস্র-দল-সহস্র-কমল-বলির মধ্যে একটীর অভাবে “যাতু যাতু সুখেনৈব নেত্রং কিং কমলং নহি ?” এতাদৃশরূপে বিচার-পূর্ব্বক স্বহস্তে সমুৎপাটিত নিজেন্দীবর-বিনিন্দিত বা নীলোৎপল-দল-ললিতায়তাকর্ণবিশ্রান্তলোচন-কমল-বলি-সমর্পণ, অথবা মোহিনী-মূর্ত্তি-ধারণ-গুণ-ত্রয়-স্বরূপাবধারণাদিরূপ-নিগদ-বিশদ-বিবৃত-সুচিন্তিত-সম্যক্-সমা-লোচিত-বিষয়-সকলও অবশ্যই বিদ্যা-বধূ-জীবন-বিদ্যা-রস-রসিক-শেখরেশ্বর, শাস্ত্রামোদী বিচক্ষণ-পাঠকবর্গের মানস-সন্তোষ-সম্পাদন-সমনন্তর তাঁহা-দিগের বিবিধ-শাস্ত্র-বিদ্যা-বিকসিত-হৃদয়ে বিমলানন্দ-সুধা-ধারা ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

ফল কথা হইতেছে যে, যাঁহাদের অনন্ত-জ্ঞান-রত্ন-প্রভব-স্থানভূত পরোক্ষার্থ-দর্শন-সাধন-স্থানীয় আর্ষাপ্রতিহত-জ্ঞান-প্রসূতবেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসা-ন্যায়-বৈশেষিক-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারত-বিবিধ-পুরাণা-দিরূপ-শাস্ত্র-গ্রন্থে শ্রদ্ধা আছে, যাঁহারা শাস্ত্রীয়ার্থে বিশ্বাসসম্পন্ন, যথোপদর্শিত-শাস্ত্রপ্রাপ্ত-বিষয়-সকল অবগত হইবার জন্য যাঁহারা

আগ্রহান্বিত, সেই সকল সংস্কৃতশাস্ত্র-বিদ্যানুরাগী শাস্ত্রীয়তত্ত্বানুসন্ধিৎসু শ্রীপরমেশ্বরদেবের অবিকৃত স্বরূপ কিম্বা লোচনগোলকযুগলে অঙ্গুলী-প্রবেশনপূর্ব্বক অতিবিশদ-যথাযথভাবে ইনিই সেই সত্যসনাতন অনাদিনিধন শ্রীপরমব্রহ্ম, ইনিই সেই "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" সর্ব্বপ্রাণিহৃদন্তর্জ্যোতির্ম্ময় শ্রীপরমেশ্বর, অন্য কেহ নহেন, এতাদৃশ সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রতিবোধিত প্রত্যায়িত প্রদর্শিত তদীয় যাথার্থ্যাধিগমমূলক, পরমার্থতঃ লক্ষ্যলক্ষণবর্জ্জিত, অপ্রাকৃত-পরমতত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু ধীর পাঠকই মৎপ্রণীত এই শ্রীশিবমহিম-বিকাশ গ্রন্থ পাঠে অপ্রত্যাশিত, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, স্বর্গীয়, আনন্দসুধারসসমাস্বাদনে সমর্থ হইবেন।

ইক্ষুযষ্টি মধুররসে পরিপূর্ণা হইয়াও বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীন বিগলিত-দশন বৃদ্ধকে রসদান করিতে পারে না বলিয়াই যে তাহাকে রসহীনা মনে করিতে হইবে, তৎপ্রতি সুষ্ঠুতর যুক্তিযুক্ত কোন কারণ নাই। অথচ বৃদ্ধের নিকটে রসহীনারূপে প্রতীতা মধুররসবতী সেই ইক্ষু-যষ্টিই যেমন প্রকটিতদশন-যুবজনের করতলগতা হইয়া, তদীয়-সুদৃঢ়-দন্তযোগে নিপীড়িতা বা চর্ব্বিতাবস্থায় তাহাকে মধুররসদানে পরিতৃপ্ত করে, সেইরূপ মদীয় এই শ্রীশিবমহিম-বিকাশাখ্য গ্রন্থও যাঁহারা বি, এ, এম, এ, পরীক্ষানির্দ্দিষ্ট অধ্যয়নকালে পরমানুরাগভরে পরীক্ষাপাঠ্য-তত্তৎ-সংস্কৃত-গ্রন্থে বিপুল-পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা একদ্বিত্রি-চতুরাদিতীর্থপরীক্ষায় যত্ন করিয়াছেন ও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাদৃশ অধীতবিদ্য, সঞ্জাতবিদ্যানুভব, সমাসাদিত-শুদ্ধভাবন, শ্রীশিব-তত্ত্বনিষ্ঠ, আচার্য্যবান্, ধীর, সজ্জনগণের করকমলগত হইয়া, তাঁহাদিগের আচার্য্যপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মল-মনোযোগযুক্তাবস্থায় তাঁহাদিগকে অপার-সচ্চিৎসুখবারিরাশি, অথবা স্বর্গীয়-পরমানন্দ-সুধামহাহ্রদনির্গত-দিব্য-সন্তোষামৃতধারা দ্বারা নিশ্চিতই সন্তর্পিত বা পরিষিক্ত করিবে।

কিঞ্চ, যাঁহারা কাব্যামোদী, তাঁহারা মদীয় এই শ্রীশিবমহিম-বিকাশাখ্য-গ্রন্থ-পাঠে দশকুমারচরিত, শ্রীহর্ষচরিত, বা কাদম্বরী-প্রভৃতি-গদ্য-কাব্য-পাঠজন্য-সান্দ্রানন্দসমান অপূর্ব্বতর-কাব্যামৃতরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইবেন। যাঁহারা দার্শনিক, তাঁহারা বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-

বৈশেষিক-মীমাংসাদি-দর্শনৈকৈকদেশ-পাঠজন্য আংশিকাংশিক আনন্দানুভবে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা পৌরাণিক, তাঁহারা বিবিধ-পুরাণালোচনাজন্য-বিমলানন্দরসাস্বাদনে পরিতুষ্ট হইবেন। যাঁহারা ভক্তিরসের রসিক, তাঁহারা ভক্তিরসের নির্ম্মলধারায় সুস্নাত হইবেন। যাঁহারা ঔপন্যাসিক, তাঁহারা উপন্যাস-পাঠজন্য সুখানুভবে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা ঐতিহাসিক, তাঁহারা বহুতর-শাস্ত্রীয় ইতিহাস-পাঠজন্য আমোদে আমোদিত হইবেন। যাঁহারা প্রত্নতত্ত্ববিৎ, তাঁহারা বহুবিধ-পুরাতনতত্ত্বাধিগমে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা অনেকবিধ যোগতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। যাঁহারা সাধক, তাঁহারা বহুতর-সাধনতত্ত্ব জানিতে পারিবেন। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সংসারকারণাজ্ঞানান্ধকার-নিরসনপটু-প্রচণ্ডভাস্করকর-নিকরালোকে আলোকিত-গন্তব্যপথে অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারিবেন। যাঁহারা অধ্যাপক, তাঁহারা এই গ্রন্থ-সাহায্যে নিজ-নিজ-বিদ্যার্থিগণকে বহুবিধ নূতন-নূতন-শিক্ষা-দানে-সমর্থ হইবেন। যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহারা প্রেমের পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হইয়া, প্রেমানন্দসাগরে ভাসমান হইবেন। যাঁহারা শ্রীপরমব্রহ্ম-পরমেশ্বরতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংস্কার-সংস্কৃত-মানসনয়নে শ্রীপরমব্রহ্ম-পরমেশ্বরতত্ত্ব সম্যক্ অবলোকন করিয়া, তদ্‌বিষয়িণী অনুসন্ধিৎসা-পরিহারে বাধ্য হইবেন।

এইরূপ কামুক কামকলালীলাবিলাসবিহারবৈচিত্র্য-বিবরণ-পাঠ করিতে করিতে মানসে কামকলাক্রীড়ারসাস্বাদনে সমর্থ হইবেন। ভাবুক ভাবনাবিষয়ীভূত-ভাব্যবাহুল্যদর্শনে বিস্মিত হইবেন। গুরু বা কুলগুরুগণ কেবলমাত্র শিষ্যসকলের বিত্তহরণের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানান্ধকারনিরোধ-দ্বারা তাঁহাদিগের সংসারানলসন্তাপোপশমনসমর্থ-বিবিধ-বিষয়ক-জ্ঞানগাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারিবেন। শিষ্যগণ নিজ নিজ গন্তব্যপথের পরিচয় বা কর্ত্তব্যবোধ-সংগ্রহে মহত্তর-সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। কথকগণ সর্ব্বজনমনোরঞ্জন-বিবিধবিষয়ক-প্রবন্ধ-পাঠ করিতে করিতে ক্রমে কথাসরিৎসাগরে ভাসমান হইবেন। চিত্রকরগণ বহুতর-চিত্রচয়নে সমর্থ ও সন্তুষ্ট হইবেন। দুষ্টগণ ভীত হইবেন। সজ্জনগণ উৎসাহান্বিত-মানসে পরমানন্দ অনুভব করিবেন।

তথা সৌন্দর্য্যপ্রিয়, মাধুর্য্যমুগ্ধ, বিলাসী, বিত্তশালী, জনগণ বহুবিধ-বিচিত্রতর-বিলাসোপকরণদর্শনে প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহে হাস্যবিকসিতবদনে প্রমোদমানমানসে আশ্চার্য্যান্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ, ভাষাসম্পদে, বচন-বিন্যাসে, রচনা-চাতুর্য্যে, অনুপ্রাস সংযোজনে, বিষয়-বৈচিত্র্যে, বৃহদ্বৃহত্তর-বাক্য-কুসুম-গ্রথনে, ভাব-গাম্ভীর্য্যে, ব্যাখ্যানকৌশলোদ্ভাবনে, কল্পনা-কানন-সৌন্দর্য্যে, শাস্ত্রার্থ-সমাবেশে, শাস্ত্রীয়-তাৎপর্য্যোদ্ঘাটনে, গূঢ়ার্থ-প্রকাশনে, দুষ্ট-দলনে, বাদি-নিরাকরণে, অভিনব-বিবিধ-তত্ত্ব-সংগ্রহণে, ভাষা-গত-গাম্ভীর্য্যোদার্য্য-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যসম্পাদনে, অসাধারণত্ব-সংরক্ষণে, অপরাপর-গুণ-গৌরবে, অথবা ললিত-মধুর-পদ-বিন্যাসে, হৃদয়াধিকার-সংস্পর্শন-ক্ষম-রস-ভাব-পারিপাট্যে, সর্ব্ব-জন-প্রতিপালনীয়-যুক্তি-তর্ক-বিচার-প্রমাণ-প্রয়োগ-সমলঙ্কৃত-ধর্ম্মজ্ঞানোপদেশে, ধর্ম্মোপদেশ-পূর্ণ-মনোহরৈতিহাসিকোপাখ্যানাখ্যানে, সর্গ-প্রতিসর্গাদি-বর্ণনে, অথবা রূপ-বর্ণনাদিবিষয়ে মদীয় গ্রন্থের বঙ্গভাষাময়ানিতরগ্রন্থসাধারণত্ব-প্রদর্শনাভিপ্রায়ে, কিম্বা সংস্কৃতেতর-ভারতবর্ষীয়-যাবতীয়-ভাষাময়-সমালোচনামূলক গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে আয়তনে মহত্তর, বিষয়-গৌরবে অতীব ভার-বিশিষ্ট, দ্বিগুণিত-মহাভারত-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবার উপযুক্ত, পুরাণ-স্মৃতি-বেদ-বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-ন্যায়-মীমাংসা-বৈশেষিকাদিদর্শনেতিহাসাদিলব্ধ-প্রমাণ-পুঞ্জোপবৃংহিত, সর্ব্বত্রশাস্ত্রীয়াদর্শ-সমূহ-সমুদ্ভাসিত, শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্র-ব্যাখ্যানাত্মক "শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ"নামা নানাদেশীয়-বিদ্বজ্জন-মুকুট-মণি-মহনীয়-বিবুধ-বর-সমাজ-সমক্ষে সমুপস্থাপিত মামকীন এই গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা, অনন্য-সাধারণতা, সজ্জন-গণ-সমাদরণীয়তা, কোবিদ-বৃন্দ-সমুপাদেয়তা, ধীর-জন-রমণীয়তা, দোষজ্ঞজন-গণাপ্রত্যাখ্যেয়তা, ভব্য-জন-ভাবনীয়তা, সুধী-জন-সেব্যতা, চিন্তাশীলজন-চিন্তনীয়তা বঙ্গীয় বা ভারতীয়-যাবতীয়-ভাষাময়-গ্রন্থাগারগততত্তদ্-গ্রন্থদ্বারা অনুপমেয়তা, অপ্রত্যাশিতপূর্ব্বতা, অভূতপূর্ব্বতা, অদৃষ্টচরতা, সর্ব্বতোমুখী স্বতন্ত্রতা, অত্যুজ্জ্বলতর-মহামূল্য-রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ জন-গণসমন্বেষণীয়তা, দুষ্ট-জন-গণাপ্রধৃষ্যতা, প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-প্রতীকাশতা, বা শীতকিরণসুশীতলতা

সংসাধনাভিলাষে উপক্রম ও প্রতিপাদ্য-পরিচ্ছেদ-সমন্বিত শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর প্রতি অনুকম্পাপ্রদর্শন-বিষয়ক অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদ-সমাপ্তি-পর্য্যন্ত প্রতিপংক্তি-বিন্যাসে সমানযত্নানুরাগসহকারে অন্যের অচিন্তনীয়-বিপুলতর-পরিশ্রম স্বীকৃত হইয়াছে।

এই অনুত্তমগ্রন্থখানি যদি কোন বিদ্যানুরাগী বা বিদ্যোৎসাহী রাজা বা মহারাজাদি·কর্ত্তৃক বিশিষ্টতর-বিজ্ঞবর-বহুতর-পণ্ডিত·প্রকাণ্ডের সমাবেশ-সাধন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সাহায্যে সম্পাদিত হইত, তবে নিশ্চিতই তাদৃশ-ধনি-প্রবরের লক্ষাধিকরজতমুদ্রা-ব্যয় হইত। পক্ষান্তরে অন্য কোন পণ্ডিত-জন-প্রদত্ত-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, শ্রীশিব-শঙ্কর-বিশ্বনাথ-প্রসাদাৎ আমি একাকী এই অশ্বত্থ-তরু-রাজের তল-দেশে অবস্থিতিপুরঃসর যথোপবর্ণিত-বিপুল-কায়-মহাগ্রন্থের রচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রিয়-পাঠক-মহোদয়গণ! আমার যথোপন্যস্তবচনা-বলী শ্রবণ বা পঠনপূর্ব্বক আপনারা এরূপ মনে করিবেন না যে, মদীয় শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-নামাঙ্কিত-মহাগ্রন্থের মূল্য লক্ষ-মুদ্রা-মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে আপনারা যদি প্রণিহিতমানসে কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি-কারক-কলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, শব্দ. শব্দার্থ, পদ, পদার্থ, বা বাক্য, বাক্যার্থ-পরিচয়ের সহিত যথারীতি অর্থাববোধপুরঃসর অস্মাকীন-গ্রন্থ-পাঠে প্রবৃত্ত হন, তবে নিশ্চিতই আপনাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, এই মহাগ্রন্থের মূল্য লক্ষসংখ্যা-পরিমিত-রজত·মুদ্রা-মাত্র নহে; পরন্তু বঙ্গীয়-গগনে বা ভারতাকাশে সমুদিতসূর্য্যসম-সমুজ্জ্বল বঙ্গীয় বা ভারতীয় সাহিত্যমন্দিরের চূড়ামণিভূত এই অপূর্ব্ব অমূল্য মহাগ্রন্থরত্নের কোনরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

আমরা এক্ষণে নিশ্চিতই মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে, শ্রীমদ্‌-ভাগবত, শ্রীমন্মহাভারত, শ্রীবাল্মীকি-মহারামায়ণ, শ্রীশিবপুরাণ, শ্রীকালিকাপুরাণ, শ্রীযোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ বা শ্রীমদ্দেবীভাগবতাদির ন্যায় মদীয় এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য অমূল্য-রত্ন-স্বরূপ মহাগ্রন্থ যাঁহা-দিগের গৃহে অবস্থিত হইবে, তাঁহাদিগের মহত্তর মঙ্গল ত সাধিত হইবেই; অধিকন্তু মামকীন এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-নামধেয়-দ্বিগুণিত-

মহাভারততুল্য-মহাকায়-মহাগ্রন্থ যাঁহাদিগের শ্রবণ, লোচন ও রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইবে,' তাঁহাদিগের যে অশেষবিশেষরূপে সুমহত্তর মঙ্গল সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহলেশমাত্রেরও অবসর নাই। কারণ, হেমন্ত, বা শীতঋতু-সমাগমে রাত্রিকালে যেমন প্রতি বৃক্ষের প্রতি পত্রে নিশির শিশির পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অস্মদীয় শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থ-রূপ মহাবৃক্ষের পত্রে পত্রে বিভু-পরমেশ্বর-শ্রীশিবহর-শঙ্কর-দেবের অনন্ত-কল্যাণময়-মহিম-গুণ-গাথা-গানামৃতকণা পতিতা হইয়া যে নাসাগ্রমৌক্তিকসৌন্দর্য্যের অনুকরণ করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিতরূপেই অবগত হওয়া উচিত।

সত্য বটে যে, আজকাল অনেকানেক-গ্রন্থকার স্ব-প্রণীত গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগ অন্যান্য প্রসিদ্ধ-লেখক বা গ্রন্থকারের দ্বারা লিখাইয়া লইয়া থাকেন; পরন্তু আমি ভিন্ন-রুচিতা-প্রযুক্তই হউক, অথবা বিভিন্ন-জ্ঞান-বিবেক-বিচার-বশতই হউক, উক্তরূপ পন্থার অনুসরণ না করিয়া, স্বয়ং ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অত্রাপি কারণ এই যে, ভূমিকা লিখিতে হইলে, যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে হইবে, লেখককে অবশ্যই সেই গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ পূর্ব্বক মার্জ্জিত-মুকুর-স্বচ্ছ-প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-কুশল-ভূমিকা-গর্ভে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়রূপ-প্রতি-বিম্বার্পণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মদীয় এই ষট্-সহস্রাধিক-পত্র-পৃষ্ঠব্যাপী বিপুল-কায়-পুস্তক-পাঠ-পুরঃসর ভূমিকা-রচনা লেখকের পক্ষে অনায়াসসাধ্য না হইয়া, বহুতর কষ্টেরই কারণ হইতে পারে। অত-এব আমি উক্তকারণে অপর-লেখকের কষ্টের কারণ না হইয়া, নিজেই নিজ-নির্ম্মিত-গ্রন্থের ভূমিকা-রচনা-কার্য্যে অগ্রসর হইয়া, যথামতি-বিভবানুসারে ভূমিকা-মধ্যে গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত সারতর-পরিচয়-প্রদানে চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে কথা হইতে পারে যে, অন্যান্য গ্রন্থকার অপরাপর-প্রসিদ্ধ-লেখক বা গ্রন্থকারের দ্বারা ভূমিকা লিখাইয়া লইয়া, নিজ নিজ গ্রন্থের প্রশস্ততর-প্রশংসা-সাহায্যে গৌরব-বর্দ্ধনেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন; সুতরাং নিজ-নির্ম্মিত-গ্রন্থের নিজ-মুখে ভূয়সী-প্রশংসা-সাহায্যে

গৌরব-বিস্তারের চেষ্টানুষ্ঠান প্রকারান্তরে আত্মশ্লাঘা, আত্মগর্ব্ব, বা বিকত্থনমধ্যে পরিগণিত হইলে, উহা দোষ বা পাপরূপে পরিণত হওয়ায়, তাদৃশপন্থা-পরিহার-পুরঃসর বুদ্ধিমান্ চতুর অপরাপর-গ্রন্থকারগণ নিজ-নিজ-নির্ম্মিত-গ্রন্থের প্রশংসা-বাহুল্য-বশতঃ গৌরব-বিস্তারাভিলাষে অন্যান্য-লেখক বা গ্রন্থকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ভূমিকা লিখাইয়া লইয়া থাকেন ; এবং উক্তরূপ নিষ্পাপ-নির্দ্দোষ-নিষ্কণ্টক-পন্থার অনুসরণই অধুনাতন-শিক্ষিত-সজ্জনগণসম্মত।

এই কথার উত্তরে এ স্থলে আমার এইমাত্র বক্তব্য হইতেছে যে, নীতি-নিপুণ-জন-গণ-কৃত-নিন্দন, বা স্তবন, শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নারিকেল-ফলাম্বুবৎ অলক্ষিতরূপে আগমন, কিম্বা গজ-ভুক্ত-কপিত্থবৎ অলক্ষিতভাবে নির্গমন, অদ্যৈব শতাব্দান্তে যুগান্তে বা মরণ প্রভৃতিও স্বীকার পূর্ব্বক ধীর-জন-গণের পক্ষে যখন শাস্ত্র-সঙ্গত-ন্যায্য-পথে অপ্রবিচলিত-পদে অবস্থান বিহিত হইয়াছে, তখন অনিকেত-জনোচিত-স্থিরমতিতা-সমাশ্রয়ণে শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে ভক্তি-প্রবণ-মানসে যে কোন প্রকারে সন্তোষ-সংরক্ষণাভিপ্রায়ে বস্ত্রপূত-জল-পান, অথবা দৃষ্টি-পূত-পাদ-প্রক্ষেপণের ন্যায় শাস্ত্র-প্রাপ্ত-বিহিত-মনঃ-পূত-সমাচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, ভূমিকা-গর্ভে সত্য-পূত-বচনমাত্র কথন করিয়াছি। অতএব আত্মশ্লাঘা, আত্মপ্রশংসা, আত্মগর্ব্ব বা বিকত্থন মিথ্যা-প্রযুক্ত হইলে, যথাশ্রুত-যথাভিহিত অর্থাভিধান-প্রতিপাদন-প্রদর্শনে অসামর্থ্য-বশতঃ বাগ্-বজ্ররূপে বক্তার স্বকীয়াপযশোলক্ষণ মৃত্যুর কারণভাবপ্রাপ্তিফলে অতি গুরুতর-মহত্তর-দোষাবহ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আমি যখন অকপটে অসঙ্কোচে এই মহাগ্রন্থের অবিকৃত-স্বরূপ-পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত-সত্য-বচন-মাত্রই কথন করিয়াছি, তখন যে সকল কথা না বলিলে, প্রকৃত-পক্ষে মদীয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-স্বরূপ-পরিচয়ই প্রদত্ত হইতে পারে না, তাদৃশ অবশ্য অপেক্ষিত অনতিরঞ্জিত অবিকৃত অবিতথ বিবরণ-বচন-কথন আত্মশ্লাঘা, আত্মগর্ব্ব, বা বিকত্থন-মধ্যে গণ্য হইবে কেন ?

অপরাপি কথা এই যে, মৎপ্রণীত এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য

গ্রন্থ সম্বন্ধে ভূমিকাগর্ভে আমি যে সকল কথা লিপিবদ্ধা করিয়াছি, তৎপ্রতি যদি কোন পাঠকের মানসে সত্যানৃত-বিষয়ক-সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে যেমন "হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা", সেইরূপ মামকীন এই মহত্তর গ্রন্থের আদিতঃ অন্ত-পর্য্যন্ত পাঠে আগ্রহ-পরায়ণ-ধৈর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডিত্যাভিমানী শাস্ত্রার্থ-কুশল অধ্যেতৃ-বর্গের মধ্যে যে কোন বিদ্যা-রসিক-বিচক্ষণ-গুণ-দোষজ্ঞ-পাঠক শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত, মনন-মণ্ডিত, উপপত্তি-প্রদীপিতনৈজ-জ্ঞানাগ্নি-সাহায্যে পরীক্ষা করিলেই, মদীয়া কাঞ্চনকল্পা কথার বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা সহসা সংলক্ষিতা হইতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে এ স্থলে এ কথাও বলা উচিত মনে করিতেছি যে, আজকালকার দিনে বিদেশীয়-সভ্যতার মনো-নয়ন-প্রভাপহরণ-কুশল-প্রকটতর-বিকটোৎকট আলোকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বা অভ্যস্ত-বিদ্য যৌবনে বিষয়ৈষী অথচ বার্দ্ধক্যে মুনি-বৃত্তি-রহিত-ভারতীয়-ভব্যতর-সভ্যভূত-ভূদেব-নরদেব-নির্ব্বিশেষে সকলেই যেন কি এক অপূর্ব্বতর-গহনতর-মোহ-মহিম-মাধুর্য্য-মুগ্ধ-হৃদয়ে সমাকৃষ্ট-চিত্তে সাম্য-বাদ-সমাশ্রয়ণে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ-ভগ্নী-ভগ্নীপতি-শত্রু-মিত্র-সুহৃদ-স্বজন-বান্ধব-বর্গের সহিত আহারে, বিহারে, বসনে, ভূষণে, শয়নোপবেশনে, বনে, ভবনে, সভাস্থলে, রঙ্গালয়ে, বিদ্যালয়ে, বিচারালয়ে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, রেলে, ষ্টীমারে, ষ্টেশনে, বিলাসভবনে, প্রমোদোদ্যানে, রাজকীয়-পরিষদ্‌ভবনে সর্ব্বত্র একাকারের পথেই চলিয়াছে। কালক্রমে যুগ-ধর্ম্ম-প্রভাবে বিধাতারই নিয়মানুসারে এই নব-সমাগত একাকারের স্রোতঃ-সলিলে মাদৃশ-ত্বাদৃশ-ভবাদৃশ-ব্যক্তি-বর্গকেও যে নিশ্চিতই বহু-বিধ-বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন না কোন প্রকারে গা ভাসাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহলেশমাত্রও নাই।

অতএব ঐ সকল ব্যাপার-ব্যবহার-সম্বন্ধে যে কোনরূপ দুরাগ্রহ বা দুরাশা-পোষণ-প্রবৃত্তি-পরিহার-পুরঃসর অপরাপর ধর্ম্ম, বা ধর্ম্মাবলম্বি-গণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় উচ্চাবচ-হিন্দু-সমাজ-শরীরান্তর্গত-তত্তদবয়বভূত শ্রীশঙ্কর-কৃষ্ণ-বিষ্ণু-রাম-নারায়ণ-নৃসিংহ-গোপাল-

গোবিন্দ-গণেশ-সূর্য্যাগ্নিদেব, কিম্বা অশেষ-জগদীশ্বরী-জগন্ময়ী-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি শ্রীমতী শক্তিদেবীর উপাসক-ভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে, অপরিমিতা-নিরূপিত-শক্তি-বিশেষ-বিশিষ্ট মায়া-সহিত-শ্রীপরমেশ্বরদেব, আহোস্বিৎ নিরস্ত-নিখিল-দ্বৈত-বিভ্রমাখণ্ড-সচ্চিদানন্দৈকরস-সর্ব্ব-প্রপঞ্চোপশম-শ্রীশিব-শান্তাদ্বিতীয়-নিষ্কল-নিষ্ক্রিয়-নিরবদ্য-নিরঞ্জন-নির্ব্বিশেষ-শ্রীপরমব্রহ্মদেব যে কে? এইরূপ প্রশ্নোপস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রান্তর্গত-স্বলাবণ্যাশংসেত্যাদি-ত্রয়োবিংশ-শ্লোকীয়-বার্ত্তিকাত্মক-বৃহত্তর-ব্যাখ্যান-প্রণয়নাবসরে বিবিধ-যুক্তি-তর্ক-বিচার-প্রমাণ-প্রয়োগ-পুরঃসর মূর্খ-দরিদ্র-জন্মান্ধ-পুত্রের বিদ্যাধর-লক্ষ্মীধর-দিবাকর-পদ্মলোচন-নাম-করণের পরিবর্ত্তে যথার্থরূপে বাণীর বর-পুত্র, লক্ষ্মীর প্রিয়-পাত্র রাজ্যেশ্বর, খরতর-তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-বিশিষ্ট কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত-নয়ন-সম্পন্ন পুত্রের যথাক্রমে বিদ্যাধর-লক্ষ্মীধর-দিবাকর-পদ্মলোচন-নাম-করণ-পক্ষপাত-সমাশ্রয়ণে নিজ-বুদ্ধি-বিভবানুসারে আমি যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, শ্রীশিব-হর-শঙ্কর-দেবের শ্রীপরম-ব্রহ্মত্ব-সমানাধিকরণ-শ্রীপরমেশ্বরত্ব, অথবা শ্রীপরমেশ্বরত্ব-সমানাধিকরণ-শ্রীপরম-ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদনপর সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যথোক্ত-সম্প্রদায়-সমূহের নির্ব্বাচিত-বিদ্যা-বিনয়ান্বিত শাস্ত্রবিশ্বাসী যে কোন ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি আমার নিকটে সমাগত হইয়া, স্বীয়-মত-সমর্থনে সমর্থ হইবেন, বা শ্রীশিব-হর-শঙ্করদেবের তাদৃশ-পরমেশ্বরত্ব-খণ্ডন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে একসহস্র-রজত-মুদ্রা পুরস্কাররূপে প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়া, আমি উচ্চতর-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর যদি এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই থাকেন, তবে সেই এক পরমেশ্বর যে কে? তাহা স্বরূপতঃ নির্ণয় করিয়া, চরম-সিদ্ধান্ত-সম্মত সেই একমাত্র শ্রীপরমেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলের সুখ-শীতল-ছায়াবলম্বনে অবস্থিতি পুরঃসর শ্রীপরমেশ্বরদেব-বিষয়ক-সাম্প্রদায়িক-বিবাদ-বিদ্বেষ প্রভৃতিকে বিস্মৃতির অতল-জলে ডুবাইয়া দিয়া আসুন, আমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, এককণ্ঠে সমস্বরে শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-দর্শন-পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাদি-সর্ব্ব-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত মূলতঃ মুখ্যতম-নির্ব্বিকার-নিরাকার একাকার-বিভু-শ্রীপরমেশ্বরদেবের অনন্ত-কল্যাণময়-গুণগাথা-গান করিতে করিতে

একাকারের বৈচিত্র্যবর্দ্ধনকল্পে নিখিল-বিশ্ববাসীকে সোৎসাহে আহ্বানার্থ অগ্রসর হই।

কিঞ্চ, অপর বক্তব্য এই যে, সঞ্জাত-বিদ্যানুভব বেদান্তাদি-বিবিধ-দর্শন-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ বিদিত-বেদ্য অধিগতাখিল-শাস্ত্রার্থ শিক্ষা-দীক্ষাচার্য্য গুরু-পাদ-পদ্ম-যুগল-সেবা-নির্ম্মল-চিত্ত যতান্তর্মনাঃ পাঠক-মহোদয়গণ! আপনাদের শ্রীকর-কমলতল-গত-মূল্য-লব্ধ-মৎ-প্রণীত শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্র-বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানাত্মক এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ বা তদন্তর্গত প্রাথমিক-দর্শনখণ্ড আমি ইচ্ছা করিলে, "সর্ব্বেষামেব দানানাং বিদ্যাদানং বিশিষ্যতে।" ইত্যাদিরূপ-শাস্ত্র-প্রাপ্ত-বোধানুসরণে অনায়াসে বিনা-মূল্যে বিতীর্ণরূপে আপনাদের কর-কমল-তল-গত করিতে পারিতাম বটে; কিন্তু ঐরূপ করিলে, অনেক স্থলেই বিনামূল্যে লব্ধ পুস্তক নিজ-ন্যায্য-প্রাপ্য আদর, গৌরব বা সম্মান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, অনাদৃত উপেক্ষিতাবস্থায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়, অনেক-স্থলে অযোগ্য-পাত্রের হস্তগত হইয়া, বহুতর-লাঞ্ছনা ভোগ করে, অনেক স্থলে উপ-যুক্ততর-যোগ্যপাত্রের হস্তগত হইতে না পারিয়া, তাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তির পরিতাপের কারণ হয়, তথা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইলেও যাঁহারা দানস্বরূপে পুস্তকগ্রহণে অনিচ্ছুক, অথচ মূল্য-লব্ধ হইলে, গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ-স্থলে একদিকে যেমন বিনামূল্যে প্রদত্ত-পুস্তক স্বয়ং উক্তরূপে প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখ শ্রীমান্, বিদ্যা-রসিক, শাস্ত্রানুশীলন-পরায়ণ, বিবিধ-বিচিত্র-বিবুধ-বৃন্দ-বেদ্য-নব-নবতর-কল্যাণতর-শাস্ত্রার্থ-সাগর-সন্তরণে কুশল বা উৎসাহান্বিত, মধুগন্ধলুব্ধ-ব্যালোল-মধুপ-কুলের বৃত্তি-সমাশ্রয়ণে জ্ঞানানন্দ-মকরন্দ-পানাভিলাষে ঐকৈক-গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্ত-রান্তরে বিচরণপরায়ণমানসে মহনীয়-মনীষিবৃন্দের মনীষামণ্ডিতমনঃ-পরি-চালিত-সুকোমলকরকমল-সংসর্গজাত-সুখময়-সংস্পর্শ-লাভের অভাবে আত্মীয়কৃতার্থতা অনুভব করিতে পারে না, অপরদিকেও সেইরূপ যথোক্ত-কারণে যথোপবর্ণিতগুণদোষজ্ঞ-জ্ঞানবৃদ্ধ-বিজ্ঞজনগণের হৃদয়-গতা আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-সম্পাদনে অসামর্থ্য-নিবন্ধন স্বীয় সাফল্যও অনুভব করিতে পারে না।

অপরাপিচ কথা এই যে, এই একখানিমাত্র গ্রন্থ হইলেও না হয় যে কোন প্রকারে উহার মুদ্রণাপেক্ষিত-ব্যয়ভারবহন-পূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রদত্ত হইতে পারিত সত্য; কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথদেবের যদি ইচ্ছা হয়, তবে বোধ করি, আমাকে এই উপক্রমে একে একে এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বরূপে ত্রিশ চল্লিশখানি পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারকার্য্যে ব্রতী থাকিতে হইবে। অতএব বর্ত্তমানে এই সমস্ত-পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, অথবা ভবিষ্যতে এই সকল-পুস্তকের পুনর্ম্মুদ্রণ-ব্যবস্থা রাখিতে হইলে, যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সকল-কারণে এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থ, তথা পদ্যানুবাদ-সহিত আত্মবোধ, বৈরাগ্যশতক, নীতিসার ও শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্র এবং বঙ্গ-ভাষা-সাহায্যে রচিত এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের হিন্দীভাষা-ময় অনুবাদ-পুরঃসর মুদ্রণাদিকার্য্যের জন্য বিপুল অর্থের অপেক্ষা থাকায়, এই "দর্শন-খণ্ডের" যথাসম্ভব স্বল্পমুল্য নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

কিঞ্চ, এ স্থলে এ কথা বলা উচিত মনে করিতেছি যে, শ্রীশিব-মহিম-বিকাশান্তর্গত এই দর্শন-খণ্ডের মুদ্রণারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যথোক্ত-গ্রন্থ-সমূহের মুদ্রণকার্য্য-শৃঙ্খলা-স্থাপনকল্পে আমি "শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী" নামে একটী সমিতি-সংস্থাপন-পূর্ব্বক উক্ত-সমিতির হস্তে "বেদান্ত-ভূষণ-গ্রন্থাবলী"র মুদ্রণ ও প্রচার-ভার সমর্পণ করিয়াছি। এই সমিতি চিরদিনই "বেদান্ত-ভূষণ-গ্রন্থাবলী"র মুদ্রণ ও প্রচারকার্য্যে তৎপরা হইয়া, যথোক্তগ্রন্থ-সমূহের প্রচারলব্ধ-যাবতীয় অর্থে খরচ বাদে বঙ্গদেশের অথবা সামর্থ্য হইলে, সমগ্রভারতের জলাভাব-দূরীকরণকল্পে "বেদান্ত-ভূষণ-ধন-ভাণ্ডার" নামে একটী ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া, নিজ-কর্ত্তব্য-প্রতিপালন দ্বারা দেশের ও দশের উপকারার্থে মনোযোগিনী হইবেন। অপিচ, আমি যৌবনসমাগমে যখন হইতে সংবাদ-পত্র-পাঠ আরম্ভ করিয়াছি, সেই সময় হইতেই প্রায়শঃ সংবাদপত্রে বঙ্গদেশে জলাভাবের কথা পাঠ করিয়া, মনে মনে যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিয়া আসিতেছি।

বিদ্যাভ্যাসের পরবর্ত্তী কাল হইতে বর্ত্তমানে ষাট বাষট্টি বৎসর

পর্য্যন্ত বয়ঃকালের মধ্যে এই ভারতবর্ষের অধুনা বঙ্গদেশের হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণা সুপ্রশস্তবহুতররাজবর্ত্ম বিরাজিতা বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের লীলা-বিলাস-ভূমি, রাজকীয়-সম্মান ও পদ-মর্য্যাদা-সম্পন্ন-বিশিষ্টতর-শিষ্টজনগণের গৌরবে গৌরবান্বিতা, সর্ব্ব-বিধ-ভূষণ-ভূষিত, গোপুর-প্রমোদোদ্যানাদি-পরি-শোভিত, সর্ব্বোপকরণ-পূর্ণ, সুধা-ধবলামলাট্টালিকা-প্রাসাদ-সৌধ-হর্ম্ম্যাবলী-বিরাজিতা, পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা-বিশিষ্ট-বাণিজ্য-পরায়ণ বণিক্‌গণের বহুকার্য্যভার-গুরুতর-ব্যাপারাবিষ্ট-চিত্ত, ধন-দানোপার্জ্জিত-ভৃত্যকুলের ও যানবাহনাদির কর্ণকঠোর-বিকটোৎকটরবে সর্ব্বদা মুখরিতা, ধন-জন-বিততা রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর ক্রোড়ে বা উপকণ্ঠে অবস্থিতি পূর্ব্বক এতদিন কালোপযোগী "সাধুগিরি" করিতেছি সত্য; কিন্তু ভিক্ষুক সাধুদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কাশী-গয়া-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-হৃষীকেশ-প্রভৃতি-দূরদূরতরবর্ত্তী স্থান-সকল হইতে কলিকাতা সহরে সময়ে সময়ে সমাগত-সাধু-মোহান্ত-মহারাজগণের ন্যায় শিষ্যগণের মানসসন্তাপহরণে সামর্থ্য থাক, বা না থাক, বিদেশীয়-বিজাতীয়-শিক্ষাপ্রাপ্ত-সরলবিশ্বাসী ধনী গৃহস্থ সজ্জন-গণের বিত্তাপহরণাভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা আত্মীয়-কুটুম্ব-পরিজনবর্গের সহিত সর্ব্বথা বিধিবর্জ্জিতরূপে কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিয়া, যদি এতদিন "গুরুগিরি" করিতাম, তবে নিশ্চিতই আমি এতদিনে দুই চারিলক্ষ-রজতমুদ্রা হস্তগতা করিতে পারিতাম।

পক্ষান্তরে "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি ?" এই মহাবাক্য স্বপ্নেও একবার না ভাবিয়া, কিম্বা নিজের ঘর-বাড়ী-বিষয়-বৈভব-মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া, সংসারত্যাগী হইয়া, পুনরপি ভোগরাগপ্রসক্ত-মানসে বান্তাশী সারমেয়ের বৃত্তি অবলম্বনে বসন-ভূষণ-চন্দন-পুষ্পমাল্য, অথবা বিবিধ-ব্যঞ্জনসমন্বিত, পদে পদে স্বাদু স্বাদু, সঘৃত-পয়ো-দধি-যুত-রাম-রম্ভাফল-পায়স-সহিত-শাল্যন্নভোজনাদির লোভে বিদ্যা ও পরিশ্রম বিনা কেবলমাত্র চাতুর্য্যসাহায্যে ধনসংগ্রহাভিলাষে শত শত সহস্র সহস্র শিষ্য করিয়া, তাহাদিগের প্রত্যেকের উপার্জ্জিত লঘিষ্ঠ ভূয়িষ্ঠ পাপপুণ্যের আংশিক ভার দ্বারা নিজের পাপের বা পুণ্যের বোঝার ভার বর্দ্ধিত করি কেন ? এইরূপ বিচার না করিয়া, পরের মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র

ও সংসার লইয়া, পুনশ্চ অপরাপর সাধু-সন্ন্যাসী-মোহান্ত-মহারাজের ন্যায় মহাবিলাসী, মহাভোগী, মহারাগী বা মহাসংসারীর সাজে সজ্জিত হইবার ইচ্ছা না হওয়ায়, অদ্যাপি আমি একটীও শিষ্য করি নাই।

অতএব জুয়াচুরির নামান্তর গুরুগিরির অভাবে যথোক্তপ্রকারে আমার পক্ষে অর্থসংগ্রহ সম্ভবপর না হওয়ায়, অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসী বা মোহান্ত-মহারাজের অনাচরিত অভিনব এই শ্রবণোত্তরকালীন শাস্ত্রার্থ-মননরূপ-গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, "পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি জল-মন্নং সুভাষিতম্। মূঢ়ৈঃ পাষাণখণ্ডেষু রত্নমিত্যভিধীয়তে।" এই মহাজনবচনস্মরণপুরঃসর জন্মভূমির ভূ, জল, অনল, অনিল ও আকাশের সাহায্যে তাঁহার প্রদত্ত ফল-মূল-ব্রীহি-যব-গোধূম-ঘৃত-দুগ্ধ-দধি-নবনীত-বিবিধ-মিষ্টান্নাদির দ্বারা পরিপুষ্ট-কলেবরে জননী জন্মভূমির ভাষা-সমা-শ্রয়ণে সুভাষিতরূপ যে সকল রত্নসংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি, জননীরূপা বঙ্গভূমির ভাষার ভাণ্ডারে সেই সমস্ত-সুভাষিতরূপরত্ন-সমর্পণ-ফলে বঙ্গ-জননীর একনিষ্ঠ-সেবক সুসন্তান বিদ্যাবধূ-জীবন বা পরমাত্ম-বিদ্যা-কান্তা-সুখাভিলাষী দেশবাসী সদয়-সহৃদয়-সরলোদারান্তঃকরণ সুধী সজ্জন সুভা-ষিত-রত্নার্থী ভ্রাতৃবৃন্দের স্বকরে সাদরে সাগ্রহে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত সমাগত সমস্ত অর্থের সাহায্যে বঙ্গজননীর নিদাঘ-কালীন প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-নির্গত-খরতর-কর-নিকর-সম্ভূত-তাপ-সন্তপ্ত-তৃষ্ণার্ত্ত পানীয়-জলাভিলাষী দেশবাসী অপরাপর জাতি-বর্ণ-বালক-বালিকা-যুবা-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বি-শেষে সন্তান-সকলের বা ভ্রাতা ও ভগিনী-বৃন্দের "তৃষ্ণার জল" সংগ্রহের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া, জল-রূপ-রত্ন-দানাভিলাষে শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী-সমিতি-কর্ত্তৃক বঙ্গীয় বা সামর্থ্য হইলে, ভারতীয়-জলাভাব-দূরীকরণ উদ্দেশ্যে স্থাপিত-"বেদান্তভূষণ"-ধনভাণ্ডারে বেদান্তভূষণ-গ্রন্থাবলীর প্রচার-লব্ধ সমস্ত অর্থ সঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী বিদ্যা-রস-রসিক বঙ্গ-জননীর সুসন্তান সুধী-সজ্জন-মহোদয়-গণ বেদান্ত-ভূষণ-গ্রন্থাবলীর ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত এক এক খণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, যথোপদর্শিত উদ্দেশ্য-মূলক-বেদান্ত-ভূষণ-ধন-ভাণ্ডারে পরোক্ষভাবে যে অর্থ সাহায্য করিবেন,

অথবা আমার পরিচিত ও অপরিচিত-ভক্ত-সজ্জন-মহোদয়-গণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত-মানসে যথোপবর্ণিত-মহত্তর উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে বেদান্ত-ভূষণ-ধন-ভাণ্ডারে স্ব-স্ব-শক্তি-অনুসারে অপরোক্ষভাবে যে অর্থসাহায্য করিবেন, সাদরে গৃহীত সেই অর্থসাহায্যের প্রতিই যে শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী-সমিতির উক্তরূপ-মহত্তর উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। অপিচ এই শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী-সমিতি বেদান্ত-ভূষণ-গ্রন্থাবলীর প্রচারদ্বারা স্বাভিপ্রেত উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে ১০০০ এক হাজার ফর্ম্মা বা অষ্ট-সহস্র-পত্র-পৃষ্ঠাত্মক শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য মদীয় অভিনব-বহু-বিচিত্রতর-তথ্য-পূর্ণ-শাস্ত্রার্থ-সমলঙ্কৃত-মহাগ্রন্থের প্রতি ফর্ম্মার বিশুদ্ধহিন্দী অনুবাদের জন্য একটী করিয়া রজতমুদ্রা পারিশ্রমিক বা দক্ষিণাস্বরূপে দান করিতে প্রস্তুতা বা উদ্‌যুক্তা হইয়া, অত্রবিষয়ে উপযুক্ততর-বিদ্যা-বিভব-বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী সদাশয় উদারচেতাঃ অল্পসাহায্য-লাভে সন্তুষ্ট দ্বিজ-বর্য্য-প্রভবান্বিত-পণ্ডিত-প্রবর-কর্ত্তৃক দীয়মান অবধান প্রার্থনা করিতেছেন।

অপরথা বক্তব্য এই যে, আনুমানিক ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৩ সালের কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাসাভিলাষে শ্রীত্রিপুরারিরাজ-নগরী কাশীক্ষেত্রে অবস্থিতিকালে তান্ত্রিকবৈদিক সাধু সন্ন্যাসী বা গুরু-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থলবিশেষে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, বা অনুভব করিয়াছি এবং ১৩১৩ সালের ১৮ই ফাল্গুন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এই ৺কালীঘাটে ৺নকুলেশ্বরতলায় পিপ্পলতরুতলে ৺অঘোরযোগাসনে শত শত সহস্র সহস্র লোকলোচনের গোচরে অবস্থিতিপূর্ব্বক বস্ত্রান্নপান ও অর্থলোলুপ সাধু সন্ন্যাসী, শিষ্যলোলুপ গুরু ও প্রশংসাপত্রলোলুপ-গ্রন্থকারসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থলবিশেষে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, বা অনুভব করিয়াছি, তৎসংগৃহীত-সংক্ষিপ্ততর-সারভূত দুই একটী কথা ভূমিকা লিখিতে-লিখিতে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি সত্য; কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল সাধারণভাবেই যে আমি উক্তরূপা দুই একটী কথা বলিয়াছি, তাহা সুনিশ্চিত জানিতে হইবে।

অধুনা এই ভূমিকাপ্রবন্ধের উপসংহারাবসরে শিক্ষিত-সজ্জন-মহোদয়গণের নিকটে অতীববিনীতবচনে অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, এই শ্রীশিবমহিম-বিকাশাখ্য-মহাগ্রন্থের রচনা, মুদ্রণ ও সম্পাদন-কার্য্যে একমাত্র আমাকেই ব্যাপৃত জানিয়া, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই প্রবাদ-বাক্য স্মরণ করিয়া, ভুলের রাজত্বে ভ্রমময়-সংসারে বহু চেষ্টা বা প্রযত্ন-সত্ত্বেও অনভীপ্সিতরূপে অলক্ষিতভাবে অনিবার্য্যতাপ্রযুক্ত আপতিত ভ্রমপ্রমাদ বা ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দয়াপরবশচিত্তে তাঁহারা স্বয়ং সংশোধন-ভারগ্রহণ করিয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন, তথা মৎ-প্রণীত-প্রতিগ্রন্থ-সংগ্রহ-সময়ে প্রতিপুস্তকে আমার "স্বাক্ষর" দেখিয়া লইবেন এবং যিনি মদীয় স্বাক্ষরবিহীন পুস্তকের সংবাদপ্রদানে সমর্থ হইবেন, তিনি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারলাভের উপযুক্তরূপে বিবেচিত হইবেন। অলমধিকেনেতি শম্।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৩৯ সাল,
তারিখ ১৮ই ফাল্গুন।

ভবদীয়-বশম্বদ-বিনীত-ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ।

সংসারবাসংপরিবর্জ্য নিত্যং।

সচ্চিৎসুখাকারমবর্ণনীয়ং,

ঘোরৈর্বিহীনং সততং স্মরামঃ,

নমামি মূর্দ্ধ্নাহমঘোরনাথম্ ॥

স্বর্গীয় অঘোর নাথ স্বামী

পূজ্যপাদ-স্বর্গীয়-পিতৃদেব
সুপ্রসিদ্ধ-যোগী অঘোরনাথ-স্বামি-মহোদয়ের
শ্রীচরণসরসিজযুগলে

ভক্তি-উপহার

হে দেব।

বিদ্যাভ্যাসাবসরে আপনার অনুমতি অনুসারে বহরমপুর, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, পূর্ব্বস্থলী, অথবা শ্রীত্রিপুরারি-রাজনগরী শ্রীকাশীপুরী হইতে যখন যখন আমি ভবদীয়-ভব-ভয়-বারণ-শ্রীচরণ-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তত্তৎকালে প্রায়শঃ আপনি আমার প্রতি অভিনব-পুস্তক-প্রণয়নার্থ আদেশ করিতেন এবং আমিও তত্তৎকালে এই কথাই বলিতাম যে, আমাদের শিক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমস্তই পূর্ব্বতন মুনিমহর্ষিগণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং আমি আর নূতন কি লিখিব? পরন্তু শ্রীবিশ্বনাথ-দেবের আহ্বানবশতঃ আপনার ইহধাম পরিত্যাগের অনন্তর ভবদীয়-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-পরাগ-পূত পুণ্যপ্রদ-পূর্ব্বোপার্জ্জিত-পুণ্য-পুঞ্জগমক-পুণ্য-জন-লভ্য যোগাসনে বহু সৌভাগ্য-বলে উপবেশনফলে কালক্রমে আপনারই কৃপা-কটাক্ষগুণে মদীয়-মানসে গ্রন্থ-প্রণয়নেচ্ছা সমুদিতা হওয়ায় শ্রীশিব-মহিম্নঃস্তোত্রাবলম্বনে সম্প্রতি শ্রীশিবমহিম-বিকাশনামা আমি যে একখানি অভিনব-বৃহত্তর গ্রন্থ লিখিয়াছি, এই অভিনব-গ্রন্থ-রত্নের প্রথম ভাগ **"দর্শন-খণ্ড"** মদীয়-সর্ব্বস্ব-ধন ভবদীয়-শ্রীচরণ-কমল-যুগলে ভক্তিভরে বাক্য-পুষ্পোপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিতেছি। প্রার্থনা এই যে, অমর-বর-লোক হইতে উদ্দেশে আমার ভক্তিপূর্ণ-সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম-গ্রহণ-পুরঃসর আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমি সমারব্ধ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নিরবশেষতঃ সমাপ্ত করিতে পারি। ইতি।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৩১ সাল, তারিখ
১৮ই ফাল্গুন।

আপনার শ্রীচরণ-রজঃ-প্রার্থী
ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ।

(সংখ্যা ১২৬৮২)

শ্রীরাজধান্যাং কলিকাতিকায়াং, বিরাজতে শ্রীনকুলেশ্বরস্য,
শ্রীকালিকাভৈরবদৈবতস্য। সুসন্নিধানে বিপিনেবিহারী

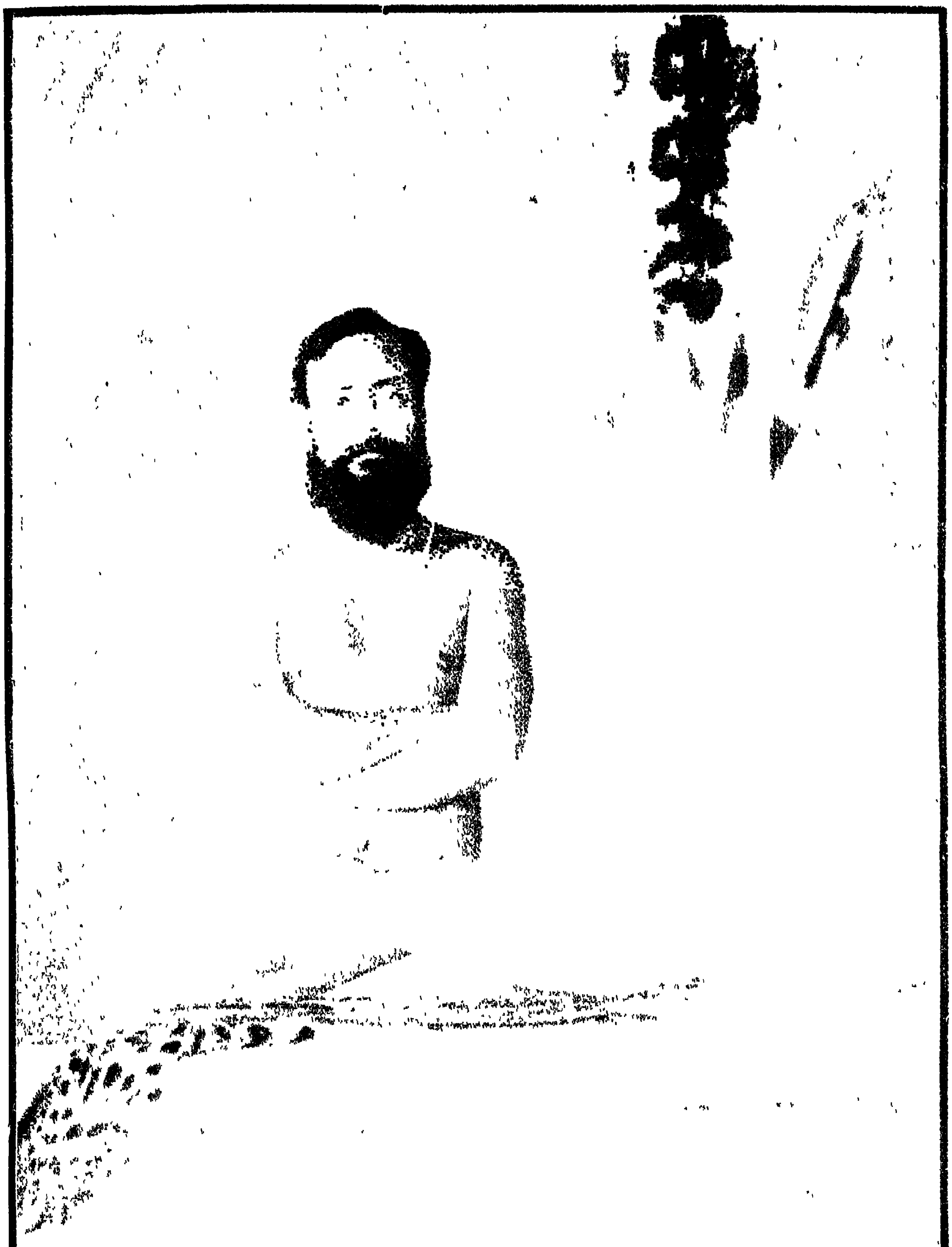

ব্রহ্মচারী—শ্রীবিপিনবিহারী বেদান্ত ভূষণ

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।

শ্রীব্রহ্মচারিশতকম্।

শ্রীবিশ্বনাথং প্রণিপত্য সন্ততং তথান্নপূর্ণাং জগতোঽস্য মাতরম্।
শ্রীঢুণ্ঢিরাজঞ্চ নতার্ত্তিহারিণং সংবর্ণয়ে শ্রীবিপিনে বিহারিণম্॥ ১॥
শ্রীরাজধান্যাং কলিকাতিকায়াং শ্রীকালিকা-ভৈরবদৈবতস্য।
বিরাজতে শ্রীনকুলেশ্বরস্য সুসন্নিধানে বিপিনে বিহারী॥ ২॥
শ্রীব্রহ্মচারী প্রণতার্ত্তিহারী শ্রীশম্ভুদেবাচ্ছকৃতানুকারী।
যথা পবিত্রং ভুবি গাঙ্গবারি তথা জয়ী শ্রীবিপিনে বিহারী॥ ৩॥
কলৌ যুগেঽস্মিন্ ন চ কোঽপি দৃষ্টো ন বা শ্রুতস্তাদৃশপুণ্যকর্ম্মা।
অনন্যসাধারণরম্যধর্ম্মা স যাদৃশঃ শ্রীবিপিনে বিহারী॥ ৪॥
ন্যায়েষ্বয়ং গৌতমতুল্যবুদ্ধিঃ শাব্দেঽস্য বৈ পাণিনিবৎ প্রসিদ্ধিঃ।
বেদান্তশাস্ত্রেষু চ শঙ্করাভো বেদান্তদর্শী বিপিনে বিহারী॥ ৫॥
সিদ্ধাসনে যঃ কমলাসনেন বিরাজমানো মহতা নয়েন।
মহানুভাবো বহুপূজনীয়ো বেদান্তবিদ্বান্ বিপিনে বিহারী॥ ৬॥
অহো ধরায়াং ভ্রমতানিশং ময়া সঙ্খ্যাবিহীনা বিবুধা বিলোকিতাঃ।
পরন্তু তুল্যো বিপিনে বিহারিণো দেবস্য দৃষ্টো ন হি কোঽপি সংযমী॥৭॥
মন্যে মুকুন্দো ব্যভিচারজন্যং হাতুং কলঙ্কং ধৃতবর্ণিধর্ম্মা।
ভূত্বাধুনা শ্রীবিপিনে বিহারী বিরাজতে ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৮॥
ত্রিকোণযন্ত্রে সততং সুশোভিতে দিব্যং ত্রিশূলত্রিতয়ং বিরাজতে।
সদা সমক্ষং বিপিনে বিহারিণো নিহন্তি তাপত্রিতয়ঞ্চ পশ্যতাম্॥ ৯॥
দত্তোঽয়মাহো মুনিযাজ্ঞবল্ক্যো গুরুর্বশিষ্ঠঃ কিমু সর্ব্ববর্য্যঃ।
এবং প্রতীতিঃ কিল যং বিলোক্য ভবেন্নরাণাং যমিবর্গবর্য্যম্॥ ১০॥
সমাধিমাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠমানং সুব্রহ্মচর্য্যেঽতিসাবধানম্।
মানেঽপমানে সুতরাং সমানং শ্রয়ে মুনীন্দ্রং গুণলব্ধমানম্॥ ১১॥
সমাগতানাং বহুমানবানাং দয়াদৃশৈবাশু নিহন্তি কষ্টম্।
সিদ্ধং প্রসিদ্ধং ন চ কামবিদ্ধং বন্দে সদা তং দয়য়াতিবিদ্ধম্॥ ১২॥

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-নিতান্ত-রাগিণং কলেশ্চ ধর্ম্মস্য কদাপ্যভাগিনম্।
সিদ্ধ্যষ্টকেনাপি সদা নিষেবিতং বন্দে মুদা শ্রীবিপিনে বিহারিণম্ ॥ ১৩ ॥
বৃন্দাবনস্থো বিপিনে বিহারী কালীং প্রতি প্রেমকৃতোঽবতারী।
বিরাজমানো জনতাপহারী বেদান্তদর্শী বিপিনে বিহারী ॥ ১৪ ॥
অত্যন্তরম্যো বপুষাপি কর্ম্মণা পূর্ণশ্চ সর্ব্বোত্তমদিব্যশর্ম্মণা।
স্পৃষ্টো ন যো লৌকিকনিন্দ্যকর্ম্মণা বন্দে সদা তং বিপিনে বিহারিণম্ ॥১৫॥
অহন্তু মন্যে নকুলেশ-ভৈরব-সমক্ষদেশে নকুলেশ-ভৈরবঃ।
চরস্বরূপো বিপিনে বিহারী বিরাজতে সুব্রতকর্ম্মচারী ॥ ১৬ ॥
তদৈব কালে সফলং নৃজন্ম তদৈব কালে সফলং নৃকর্ম্ম।
যদৈব কালে বিপিনে বিহারী বিলোক্যতে সর্ব্বনৃ-তাপহারী ॥ ১৭ ॥
শ্রীকাশিকায়াং শিবরাজধান্যাং অধীত্য বিদ্যাঃ সকলা ব্রতাঢ্যাঃ।
শ্রীকালিকায়াঃ পদয়োঃ সকাশে বিরাজতে শ্রীবিপিনে বিহারী ॥ ১৮ ॥
বিরাজতে যস্য ললাটপট্টকে লসৎত্রিপুণ্ড্রং রচিতং বিভূতিভিঃ।
ব্যাঘ্রস্য কৃত্তৌ স্থিতমীশ-সন্নিভং শ্রয়ে সদা তং বিপিনে বিহারিণম্ ॥ ১৯ ॥
লোভেন কামেন সদা বিহীনং স্বাত্মাতিতুষ্ট্যা সুমুখং সুপীনম্।
বন্দে মহাদেবমহং নবীনং নবীনমীশানুভবে প্রবীণম্ ॥ ২০ ॥
দয়াদৃশা পশ্যতি যং দয়ালুস্তদৈব তদ্দুঃখমধঃ শয়ালু।
সমস্তদুঃখং ভুবি তস্য নশ্যেৎ লক্ষ্মীঃ কটাক্ষেণ চ তং প্রপশ্যেৎ ॥ ২১ ॥
মহাকরো যো ভুবি সদ্গুণানাং সুধাকরো যো জনলোচনানাম্।
দয়াকরো যো বহুদৈন্যভাজাং বিচক্ষণঃ শ্রীবিপিনে বিহারী ॥ ২২ ॥
সার্দ্ধদ্বিসম্বৎসরকঞ্চ যং শিশুং তত্যাজ মাতা সুরলোকগামিনী।
তদাপি সানন্দমনা বভূব যঃ বন্দে সদা তং বিপিনে বিহারিণম্ ॥ ২৩ ॥
তদুত্তরং বাল্যবয়স্কমেব তত্যাজ তাতোঽপি বিরক্তচিত্তঃ।
যত্রাপি কুত্রাপি ততোঽক্ষরাণামভ্যাসমেষোঽপি চকার ধীমান্ ॥ ২৪ ॥
মাত্রাথ পিত্রাপি বিহীনমেনং নিনায় গেহে দয়িতাভিধানঃ।
শ্রিয়াশুতোষঃ প্রথিতোঽথ বিদ্যারত্নো ভরদ্বাজ-কুলাবতংসঃ ॥ ২৫ ॥
নিষ্ণাতবুদ্ধির্লঘু শব্দশাস্ত্রে জগাম কাশীং শিবরাজধানীম্।
বিদ্যাধিদেবীং জড়জাড্যহন্ত্রীং তদ্ব্রহ্মতত্ত্বস্য প্রকাশয়িত্রীম্ ॥ ২৬ ॥

ফলাশনঃ সন্ বিদধে যথাবৎ শমাদিসম্পত্তিবিভূষিতশ্চ।
গুরুপ্রিয়ঃ স্বাধ্যয়নংশ্রমেণ স পাণিনিব্যাকরণক্রমেণ ॥ ২৭ ॥
ততশ্চ তর্কং প্রতিবাদিবাদিনাং বিতর্কদূরীকরণেঽতিকর্কশম্।
কৈলাসচন্দ্রাভিধ-ভট্টদেশিকাৎ শিরোমণেরধ্যগমৎ শিরোমণিঃ ॥ ২৮
অধীত্য যোগং দ্বিবিধপ্রয়োগং যোগক্রিয়ায়াং বিদধে সুযোগম্।
যোগেশ্বরান্বেষণ-লগ্নচিত্তো বভূব যোগী পরমেশবিত্তঃ ॥ ২৯ ॥
যদাদিবৃদ্ধৈঃ কপিলাদিসিদ্ধৈঃ সন্নির্ম্মিতং ভূরি মহিষ্ঠসাঙ্খ্যম্।
যোধীত্য তৎ তত্ত্বকথাসু মুখ্যং কুতার্কিকান্ সংসদি সন্নিরাস্থৎ ॥ ৩০ ।
বেদান্তশাস্ত্রেঽপ্রতিমো মনীষী বেদান্ত-সদ্ভূষণ-নাম যুক্তম্।
প্রাপ্তো মহাত্মা ন কদাচিদেব জহাতি বেদান্তবিমৃশ্যতত্ত্বম্ ॥ ৩১ ॥
কাব্যাদিবোধঃ স্বত এব সিদ্ধঃ প্রত্যক্ষরং যঃ শ্রুতিশাস্ত্রবিদ্ধঃ।
মহাত্মনস্তস্য বভূব পূর্ণঃ সুধর্ম্মণঃ সর্ব্বজনপ্রিয়স্য ॥ ৩২ ॥
সঙ্খ্যাবিহীনৈঃ পঠিতঞ্চ কাশ্যাং অদ্যাপ্যসঙ্খ্যেঃপরিপঠ্যতে চ।
পঠিষ্যতে কিঞ্চ পরার্দ্ধসঙ্খ্যৈঃ কিন্ত্বস্য লোকোত্তর এব পাঠঃ ॥ ৩৩ ॥
ত্রিকালসন্ধ্যান্বিত ঈড্যকর্ম্মা তৃপ্তঃ সদানুষ্ঠিতপাঠকর্ম্মা।
স্নাত্বা চ গঙ্গা-সলিলে ত্রিকালং দদর্শ বিশ্বেশ্বরমিন্দুভালম্ ॥ ৩৪ ॥
কৌপীনমচ্ছঞ্চ কটৌ দধানঃ তুম্বীং করে কিঞ্চ দয়ানিধানঃ।
যঃ সিদ্ধশালাস্বভবৎ প্রধানঃ সমস্তকার্য্যে প্রণমামি তস্মৈ ॥ ৩৫ ॥
যথা পুরারাতিরতিঃপ্রসিদ্ধাঽধীতিং তথাসৌ বিদধেতি সিদ্ধঃ।
আজ্ঞাং ললঙ্ঘে ন কদাচিদেষঃ শ্রুতেঃ স্মৃতের্বা স্তবনীয়বেশঃ ॥ ৩৬ ॥
অনেন বেদান্তবিভূষণেন ত্যক্তং ন লেশাদপি কর্ম্মঠেন।
বিধ্যাদিকং কর্ম্ম মনোহরেণ বিশুদ্ধচিত্তেন বিদাম্বরেণ ॥ ৩৭ ॥
প্রাতঃ সমুত্থানমথেশচিন্তনং স্নানঞ্চ সন্ধ্যাবিধি-দেববন্দনম্।
কদাপি নাহীয়ত যস্য বাগ্মিনঃ প্রসিদ্ধনাম্নো বিপিনে বিহারিণঃ ॥ ৩৮
বিদ্যাসু পূজ্যাঃ প্রভবন্তি বঙ্গাঃ যথা সরিৎস্বস্তি প্রসিদ্ধগঙ্গা।
তত্রাপি পূজ্যোঽভবদিষ্টধারী শ্রীব্রহ্মচারী বিপিনে বিহারী ॥ ৩৯ ॥
এতাদৃশী কাপি ন কাশিযাত্রা স্বনুষ্ঠিতানেন ন যা শ্রুতাস্তি।
এতাদৃশী কাপি তিথির্ন পুণ্যা যাভূদ্‌ব্রতেনাস্য বুধস্য শূন্যা ॥ ৪০ ॥

অধীতমধ্যাপিতমর্জ্জিতং যশঃ সমঞ্চ ভাগীরথদৈবতাম্ভসা।
শ্রীকাশিকায়াং শিবরাজধান্যাং মহাসরিৎ-পূর্ণ-বিভূষিতায়াম্ ॥ ৪১ ॥
মহত্তমানাঞ্চ বুধোত্তমানাং সদ্বৃত্তমানাং সুগুণোত্তমানাম্।
দয়াকরাণাং ভুবনে বরাণাং মধ্যে বরেণ্যোঽতি বভৌ নরাণাম্ ॥ ৪২ ॥
পুরে পুরে বাথ বনে বনেঽথবা গৃহে গৃহে বাথ জনে জনেঽথবা।
যস্য প্রশংসা শরদচ্ছকারিণঃ সুকর্ম্মকৃত্যে বিপিনে বিহারিণঃ ॥ ৪৩ ॥
কাশীতি কাশীতি শিবে শিবেতি শিবা শিবেতি প্রথিতং হরেতি।
বচো যদীয়ং মৃদুলস্বরেণ শ্রোতুর্মনোঽঘঞ্চ জহার সর্ব্বম্ ॥ ৪৪ ॥
এতাদৃশং নির্ম্মলমস্ত বর্ত্তনং কায়েন বাচা মনসাঘকর্ত্তনম্।
পুণ্যপ্রপূরৈর্মম পূর্য্যতাং মনঃ সদেতি যশ্চিন্তনতৎপরঃ পরঃ ॥ ৪৫ ॥
কৌপীনধারী নখকেশহারী জাড্যপ্রহারী পরমাধিকারী।
ন বা বিকারী শ্রুতিকর্ম্মচারী বভৌ গতারির্বিপিনে বিহারী ॥ ৪৬ ॥
এবং স কাশ্যামতিবাহ্য কালং সংপ্রাপ্যদিষ্টঞ্চ মহাকরালম্।
অগস্ত্যবৎ পূর্ণপ্রভাবধারী জহাবিমাং শ্রীবিপিনে বিহারী ॥ ৪৭ ॥
হা কাশি কাশীত্যতিখিন্নচেতাঃ লোভেন কুত্রাপ্যথ শর্ম্মনৈতা।
তীর্থান্তরেষু ভ্রমণং চকার তদুত্থপুণ্যং বিপুলং বভার ॥ ৪৮ ॥
যাবন্তি তীর্থানি পরাবরাণি মহীতলে সন্ত্যথ তানি তানি।
সুশ্রদ্দধানো বিদধে, ন যানি পরেণ কেনাপি চ সঙ্গতানি ॥ ৪৯ ॥
এবং দিনং বাসরয়োর্দ্বয়ং বা দিনত্রয়ং বাথ চতুষ্টয়ং বা।
প্রত্যেকতীর্থেঽথ ততোঽধিকং বা চকার বাসং ন গতঃ শ্রমং বা ॥ ৫০
বিলোকনেনৈব জনৈঃ প্রতীতো মধ্যেপথং যশ্চ বিমৃষ্য গীতঃ।
সংপ্রাপ্য মার্গেষ্বপি যোঽপ্যভীতঃ সুসূক্ষ্মজন্তুর্দ্দনভীতিভীতঃ ॥ ৫১ ॥
সম্ভূয় সৌখ্যান্যপি লৌকিকানি বৈ ন ব্রহ্মমোদস্য প্রয়ান্তি তুল্যতাম্।
যথা তথা চাপি সমস্ত লোকনং ন কাশিকালোকনসাম্যমাগতম্ ॥ ৫২
ন তাদৃশী সংস্থিতিরীক্ষিতা বুধা মহাত্মনাং কিঞ্চ সতাং ধৃতাত্মনাম্।
স্বকীয়দেশে দিশি বাথ কুত্রচিৎ যথৈব কাশ্যামমুনা মহাত্মনা ॥ ৫৩ ॥
ক্ব তাদৃশানি প্রচুরাণি ভূম্যাং যথা হি গঙ্গাপুলিনানি কাশ্যাম্।
দিবানিশং যানি সমাশ্রিতানি সমাগতৈঃ সাধুভিরীড়িতানি ॥ ৫৪ ॥

ক্ব তাদৃশো মন্দিরসন্নিবেশো ন যত্র সৌরাতপসম্প্রবেশঃ।
শ্রীকাশিকায়া মহতো ব্রিয়োগঃ কথং ন কুর্য্যাৎ হৃদয়ং বিদীর্ণম্॥ ৫৫
ক্ব তাদৃশাঃ সন্তি সবেণুদণ্ডাঃ সন্ন্যাসিনস্ত্যক্তসমস্তভোগাঃ।
স্পৃশন্তি যান্ নো মদমোহখণ্ডাঃ ভাগীরথীগর্ভগৃহৈকবাসান্॥ ৫৬॥
ক্ব তাদৃশাঃ সন্তি চ বর্ণধর্ম্মিণো জিতেন্দ্রিয়াঃ শ্রৌতবিশুদ্ধকর্ম্মিণঃ।
বারাণসীবাসরতাশ্চ যাদৃশাস্তস্যা বিয়োগস্তু কথং ন দুঃখদঃ॥ ৫৭॥
ক্ব তাদৃশং তীর্থবরং জগৎসু হা যাদৃশং শ্রীমণিকর্ণিকাখ্যম্।
ক্ব বাস্তি বিশ্বেশ্বরলিঙ্গতুল্যং লিঙ্গং সমস্তাঘবিনাশদক্ষম্॥ ৫৮॥
তত্রৈব কাশ্যাং বসতির্মদীয়া কদা ভবত্যেবমমুষ্য চিন্তা।
প্রতিক্ষণং ধর্ম্মভৃতাং বরস্য গুণোত্তমস্য প্রথিতান্বয়স্য॥ ৫৯॥
সঞ্চিন্তয়ন্ শ্রীপরমেশতত্ত্বং হিত্বা সমস্তং জনতা-মমত্বম্।
শ্রীরাজধান্যাং কলিকাতিকায়াং প্রাপ্তোঽয়মারব্ধবশাৎ নিকায়ম্॥ ৬০
তত্রৈব গঙ্গাস্থিতিপূততীর্থে কাল্যাখ্যয়া সম্প্রথিতে জগৎসু।
স্থিতিং প্রপেদে নকুলেশ্বরস্য ক্রোড়ে তলে পিপ্পলভূরুহস্য॥ ৬১॥
অত্রাত্মবোধৈর্ভিনিবিষ্টচিত্তং সিদ্ধাসনস্যোপরি রাজমানম্।
সিদ্ধৈঃ প্রসিদ্ধৈরথ সেব্যমানং মানেঽপমানে নিতরাং সমানম্॥ ৬২॥
শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যানুকৃতিং দধানং যতীশ্বরাণাং তপসা প্রধানম্।
সন্নিগ্রহানুগ্রহয়োঃ সমর্থং বসুন্ধরা-জঙ্গমকল্পবৃক্ষম্॥ ৬৩॥
শমাদি-সম্ভূষিতশুদ্ধচিত্তং যোগাসনারূঢ়গতিপ্রসন্নম্।
সম্যক্-বিচারাদৃতসর্ব্বপক্ষং সন্ত্যক্ত-নিঃশেষকনিষ্ঠকল্পম্॥ ৬৪॥
অদ্বৈততত্ত্বং সুবিচারয়ন্তং দয়াদৃশান্যানপি তারয়ন্তম্।
মায়াবিহীনং ন কদাপি দীনং তনৌ ন পীনং ন তরাঞ্চ দীনম্॥ ৬৫॥
শ্রিয়া জ্বলন্তং তপসো মহত্তমং বিদ্বত্তমং দীনদয়াসু সত্তমম্।
শান্তং সুদান্তং বপুষা মনোহরং পশ্যন্তমন্তঃ সততং পরাবরম্॥ ৬৬॥
পার্শ্বাগত-প্রাণিসমূহ-দুঃখাহহৃতৌ নৃপাভং রচিতং বিধাত্রা।
পাপাটবীনাশন-বহ্নিরূপং সমাদৃতাশেষ-মহাত্মরূপম্॥ ৬৭॥
মহানুভাবং বিদিতপ্রভাবং সর্ব্বত্র সন্ত্যক্তবিশেষভাবম্।
দীনার্ত্তিনাশং করুণা-সমুদ্রং নিজাসনে সংধৃত-যোগমুদ্রম্॥ ৬৮॥

সুসংস্কৃতং সুব্রতকৃত্যনিষ্ঠং সাক্ষাৎ দ্বিতীয়ং কথিতং বশিষ্ঠম্।
শিষ্টেষু শিষ্টং যতিনং বিশিষ্টং কায়েনবাচা মনসা প্রকৃষ্টম্॥ ৬৯॥
দদর্শ তাতং জিতসর্ব্ববাতং প্রাপ্তং কদাচিন্ন কলিপ্রপাতম্।
চকার চাসৌ বহুলাশ্রুপাতং বভার রোমাঞ্চিতমঙ্গজাতম্॥ ৭০॥
বদ্ধাঞ্জলির্মীলিতকিঞ্চিদক্ষঃ তাতাঙ্ঘ্রি-সন্দর্শন-পূর্ণদক্ষঃ।
স্থিতশ্চিরং কালমদূরভূমৌ গিরিং শ্রিতস্তম্ভ ইবাবভৌ সঃ॥ ৭১॥
সমাপ্তযোগক্রিয় আত্মনিষ্ঠঃ উন্মীল্য নেত্রে স্ববশী বশিষ্ঠঃ।
দদর্শ পুত্রং চিরকালদৃষ্টং ততঃ প্রণম্যঃ কিল চাস্য পৃষ্টম্॥ ৭২॥
পস্পর্শ তাতস্য পদারবিন্দমানন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্।
দয়াদৃশা তেন নিরীক্ষিতশ্চ তদাজ্ঞয়া তন্নিকটে স্থিতশ্চ॥ ৭৩॥
কালঞ্চ কঞ্চিদ্ বিপিনে বিহারী শ্রীতাতপাদাশ্রয়ণেঽধিকারী।
ভূত্বা তদাজ্ঞাবশতো জগাম তীর্থান্তরে ক্বাপি মহাভিরামঃ॥ ৭৪॥
অত্রান্তরে কালখলপ্রভাবং তাতস্য চালক্ষ্য শরীরভাবম্।
ত্যক্তস্য দৃষ্ট্যা পরকীয়দৃষ্ট্যা তত্যাজ চাশ্রং জনতাশ্রুবৃষ্ট্যা॥ ৭৫॥
তড়িৎসমাচারমসৌ চ লব্ধ্বা গঙ্গাতটে কাহ্নপুরে স্থিতঃ সন্।
সমাগতোঽভূৎ কলিকাতিকায়াং স্বতাতপাদাশ্রিতভূমিকায়াম্॥ ৭৬॥
প্রাপ্যাপি তাতাঙ্ঘ্রিযুগাদ্ বিয়োগং হৃদ্যস্য পাদাম্বুজযুগ্মযোগাৎ।
ধৃত্বা কথঞ্চিচ্চ শরীরযষ্টিং চক্রে যথাশাস্ত্রমথাস্তিমেষ্টিম্॥ ৭৭॥
জীবন্বিমুক্তস্য পিতুর্মৃতস্য সদাত্মতত্ত্বে নিরতস্য তস্য।
নাপেক্ষিতা কা চ কৃতিস্তথাপি স্বনুষ্ঠিতা মানবসংগ্রহায়॥ ৭৮॥
ততো বিতৃষ্ণো বিষয়েষু ধীমান্ শ্রীব্রহ্মচারী বিপিনে বিহারী।
স্থলে স্বতাতাঙ্ঘ্রিরজঃপবিত্রে পরোপকারায় দধৌ সমাধিম্॥ ৭৯॥
তত্র স্থিতেঽস্মিন্ নিজতাততুল্য-প্রভাবশালিন্যথ তাতসেবী।
সর্ব্বো জনঃ সেবনতোঽস্য লেভে পুরেব সন্তোষপরম্পরাং সঃ॥ ৮০॥
কদাপি কালে ন মতির্যদীয়া মায়া-প্রপঞ্চেঽনুগতা বভূব।
সদৈব তত্ত্বানুগতা চকাস্তি জয়ত্যসৌ শ্রীবিপিনে বিহারী॥ ৮১॥
দৃষ্ট্বৈব যং সর্ব্বজনাশ্চমৎকৃতিং তন্বন্তি ধীরং মুনিপুঙ্গবোপমম্।
মহামহিষ্ঠং ন কৃতান্তগোচরং বন্দে সদা তং বিপিনে বিহারিণম্॥ ৮২

করোতি পীনং কৃপয়াতিদীনং যথাম্বুমীনং বহুঘর্ম্মলীনম্ ।
স্বভাবতোঽত্যন্তদয়ালুচিত্তং বন্দে সদা তং পরিহীনবিত্তম্ ॥ ৮৩ ॥
কে কে ন দৃষ্টা মনুজৈর্বরিষ্ঠাঃ অস্যাং জগত্যাং ন চ কায়নিষ্ঠাঃ ।
পরং সমানোঽস্য মহাত্মনশ্চ দৃষ্টাঃ শ্রুতা নৈব চ কেঽপি সন্তঃ ॥ ৮৪ ॥
শ্রীকালিকাঘট্টবিভাগভূমৌ সমাগতানাং বিদুষাং সতাঞ্চ ।
কায়েন বাচা মনসা প্রশস্তঃ সর্ব্বাশ্রয়ঃ শ্রীবিপিনে বিহারী ॥ ৮৫ ॥
বস্ত্রেণ হীনায় দদাতি বস্ত্রং বুভুক্ষবে ভৈক্ষ্যমনুত্তমঞ্চ ।
নিজোপদেশৈর্হরতি চ জাড্যং বিদ্বান্ মহান্ শ্রীবিপিনে বিহারী ॥ ৮৬ ॥
শিষ্যপ্রশিষ্যাঃ পঠনোদ্যতাশ্চ হ্যুপাসতে যং ত্রিতয়েঽপি কালে ।
শাস্ত্রেষু দক্ষং কৃততত্ত্বলক্ষ্যং বন্দে সদা তং বিহিতেষু দক্ষম্ ॥ ৮৭ ॥
নৈতাদৃশাঃ সন্তি পুরং গতা জনাঃ
নৃপা ধনেশা অপি পণ্ডিতা জনাঃ ।
জানন্তি যে নো বিপিনে বিহারিণং
শ্রীমন্মহারাজ-মহাধিরাজকম্ ॥ ৮৮ ॥
স্বপ্নেঽপি জাতা ন হি যস্য চেষ্টা বেদেষু শাস্ত্রেষু চ যা ন চেষ্টা ।
সদৈব ধর্ম্ম্যাখিল-লোকরম্যা জয়ত্যসৌ শ্রীবিপিনে বিহারী ॥ ৮৯ ॥
ব্যাঘ্রাম্বরাঢ্যং শুচিভূতিভূষং শুভাসনস্থং বিনিমীলিতাক্ষম্ ।
বিলোক্য যং সর্ব্বজনা বদন্তি সাক্ষাৎ শিবং কাশিবনেবসন্তম্ ॥ ৯০ ॥
পরোপকারব্রতমাত্মনিষ্ঠং মহামহারাজসুসেবিতাঙ্ঘ্রিম্ ।
গতাভিমানঞ্চ মহাভিরামং শ্রয়ন্তু সর্ব্বে গতসর্ব্বকামম্ ॥ ৯১ ॥
তদৈব ধন্যং মনুজস্য ভাগ্যং ফলেন যুক্তং জনুরাদিসর্ব্বম্ ।
যদা মহানেষ সদৈব শান্তঃ বিলোক্যতে শ্রীবিপিনে বিহারী ॥ ৯২ ॥
সনাতনং ধর্ম্মমথোপদেশৈঃ বিবর্দ্ধয়ন্তং কমনীয়কান্তম্ ।
দান্তং দয়ালুং ন দিনে শয়ালুং শ্রয়ে সদা সর্ব্বজনৈকহৃদ্যম্ ॥ ৯৩ ॥
শক্তির্মদীয়া ন হি কাচিদস্তি যয়া ভবেৎ তৎ-সুগুণপ্রশস্তিঃ ।
সংবর্ণিতস্ত্বেষ যথা কথঞ্চিৎ তেন প্রসীদেদ্ বিপিনে বিহারী ॥ ৯৪ ॥
ততশ্চ সংরব্ধসমস্তকর্ম্মণাং অস্যান্তনাবেব সমস্তভুক্তয়ে ।
ব্রণাঃ শরীরান্তকরা মহাত্মনোঽপ্যাসংস্তনৌ শীঘ্রবিমুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ৯৫ ॥

অথ ললিতকুমারঃ শ্রেষ্ঠকায়স্থবংশঃ,
সকলগুণ-নিধানো ভূরি-বিত্তব্যয়েন।
প্রথিতভিষজ আনায্যাস্য পুণ্যং শরীরং,
প্রথমমিব গতার্ত্ত্যাঽচীকরৎ ধন্যধন্যঃ ॥ ৯৬ ॥
গিরিজাসুন্দরী নাম্নী ভার্য্যাস্য পতিদেবতা।
পুত্রাদপ্যধিকাং ধত্তে করুণাং ব্রহ্মচারিণি ॥ ৯৭ ॥
যদি ললিতকুমারো ধর্ম্মপত্ন্যা সমেতঃ,
সুতমিব খলু তাতো রক্ষণং নাকরিষ্যৎ।
ন হি বিপিনবিহারী তর্হি নোহাঽভবিষ্যৎ,
নয়নযুগসমক্ষে কিং ব্রুবে কীর্ত্তিমস্য ॥ ৯৮ ॥
হেমন্তে শিশিরে প্রসহ্য সকলাং বাধাঞ্চ শীতোদ্ভবাং,
বর্ষায়ামপি বর্ষজাং চ তপনে সন্তাপজাতামপি।
বাসন্তীমথ শারদীং ন গণয়ন্ কান্তিং সমস্তৈকদৃক্,
শ্রীবেদান্তবিভূষণোঽনুদিবসং দিব্যং তপস্তপ্যতে ॥ ৯৯ ॥
অযোধ্যানাথাখ্যো দ্রুতকবিরিদং শ্লোকশতকং,
ব্যধাৎ শ্রীবেদান্তজ্ঞ-বিপিনবিহারীড্য-চরিতে।
শ্রুতং গীতং চোক্তং শুভমনুমতং চেতসি ধৃতং,
বিধত্তে সংসিদ্ধিং হৃদয়মত-কার্য্যং চ সকলম্ ॥ ১০০ ॥
জয় বিপিনবিহারিন্ বেদবেদান্তদর্শিন্,
সপদি নিজজনানাং সর্ব্বপাপাপকর্ষিন্।
নিজমনসি নিতান্তং সর্ব্বদাতিপ্রহর্ষিন্,
ভব ময়ি সুদয়াবান্ দ্রাগ্‌দয়াম্ভঃপ্রবর্ষিন্ ॥ ১০১ ।

ইতি কাশীস্থ-পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীঅযোধ্যানাথাখ্য-দ্রুতকবি-বিরচিতং
ব্রহ্মচারি-শতকং সমাপ্তম্।

শ্রীশিবায় নমঃ

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রম

"আদ্যন্তমঙ্গলমজাতসমানভাব-
মাদ্যন্তবিশ্বমজরামরমাত্মদেবম্।
পঞ্চাননং প্রবলপঞ্চবিনোদশীলং,
সম্ভাবয়ে মনসি শঙ্করমম্বিকেশম্" ॥ ১ ॥
"বাণী গুণানুকথনে, শ্রবণৌ কথায়াং,
হস্তৌ চ কর্ম্মসু, মনস্তবপাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং, শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে,
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্" ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বরের অনুকম্পাপ্রযুক্ত শ্রীরুদ্রদেবের অনুচর শ্রীমান্ কুবেরের নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত পুত্রদ্বয় রুদ্রানুচরত্ব লাভ করিয়া অত্যন্ত শ্রীসমন্বিত অবস্থায় বলদৃপ্তমানসে স্ফীতকলেবরে পদ্মরাগ-মরকতাদি নানারত্নে উপশোভিত, নানা জাতীয় বৃক্ষলতাগণে আকীর্ণ, অনেকবিধ-পক্ষিরবে মুখরিত, সর্ব্বসময়ে বসন্তাদি সকল-ঋতুজাত-সুগন্ধিত নানা পুষ্পের সুস্নিগ্ধ মধুর আমোদে আমোদিত, মন্দ মন্দ সঞ্চালিত শৈত্য-সৌগন্ধ্য-পূর্ণ-বায়ুপ্রবাহে উপবীজিত, অপ্সরোগণের সঙ্গীত-কলধ্বনির দ্বারা নিনাদিত, স্থিরচ্ছায়বৃক্ষ-সমূহের সুশীতল ছায়ায়

সমাচ্ছন্ন, চিক্কণ স্নিগ্ধ ও সুন্দর শিলাতলে বিশোভিত, মত্ত কোকিল-কলাপের পঞ্চমকলনাদে মুখরিত, রমণীয়-কুঞ্জকাননে মনোহর, সর্ব্বদা স্বগণের সহিত ঋতুরাজ কর্তৃক নিষেবিত, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও গাণপত্যগণে সমাবৃত, অতীব রমণীয় গিরীন্দ্রশ্রেষ্ঠ কৈলাস-পর্ব্বতের পুষ্পিত উপবনে বারুণী মদিরা পান করিয়া, মদাঘূর্ণিত লোচনে নৃত্য-গীত-পরায়ণ স্ত্রীজনের সহিত বিচরণ করিতেন। কখনও বা অম্ভোজবন-রাজিবিরাজিত গঙ্গাজলে প্রবেশ করিয়া, করেণু-সমুদায়ের সহিত মদমত্ত গজদ্বয়ের ন্যায় দেবযুবতীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেন।

একদা ভগবান্ দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে শিবগুণগাথা গান করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে মন্দাকিনীজলে যুবতিগণ-সমভিব্যাহারে ক্রীড়াসক্ত নলকূবর ও মণিগ্রীবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র বিবস্ত্র-দেবকামিনীগণ শাপ-ভয়ে ভীত হইয়া, লজ্জিত অন্তঃকরণে সত্বর বসন পরিধান করিলেন সত্য, কিন্তু শ্রীমদান্ধ এবং মদিরামত্ত সুরাত্মজ নলকূবর ও মণিগ্রীব বস্ত্র পরিধান করিলেন না। ভগবান্ নারদ উক্ত কারণবশতঃ গুহ্যকদ্বয়ের ঐশ্বর্য্যমদ ও মদিরামত্ততা অবগত হইয়া, শাপপ্রদান-মানসে অথচ দেবকুমারদ্বয়ের প্রতি মদনাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণদর্শনরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য স্বগত নিম্নোক্তরূপ বিচার-পরায়ণ হইলেন।

যাহারা প্রিয়বোধে নিয়ত ভোগ্য বিষয়ের সেবা করে, একমাত্র শ্রীমদ ভিন্ন অন্য কোন সৎকুল, বিদ্যা, বিনয়াদি, অথবা রজঃকার্য্য হাস্য-হর্ষাদি-কারণবশে তাহাদিগের তাদৃশ বুদ্ধিভ্রংশ হইতে পারে না, যাদৃশ বুদ্ধি-ভ্রংশ উপস্থিত হইলে স্ত্রী, দ্যূত ও আসব সেবনে উন্মত্ত হইয়া, জীব-নিচয় নিয়ত নিরয়ের পথে অগ্রসর হয়। শ্রীমদে মত্ত অজিতাত্মা নির্দ্দয় জীব জরামরণশীল নিজদেহকে জরামরণরহিত বিবেচনা করিয়া, তাহার পোষণের জন্য অনায়াসে পশু সকলকে বিনষ্ট করে। যে দেহের সৌন্দর্য্য-সম্পাদনের জন্য ভূতদ্রোহকারী ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত জীব সকল অপর জীবের প্রাণসংহারে কিছুমাত্র শঙ্কা বোধ করে না, ভূদেব-নরদেবাদি-সংজ্ঞিত সেই দেহ মরণান্তে যদি মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত হয়, তবে

কৃমি সংজ্ঞা, কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা সংজ্ঞা, এবং অগ্নিতে দগ্ধ হইলে ভস্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ দেহের জন্য প্রাণিবিনাশ করিয়া, যাহারা নিরয়ের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা স্বীয় প্রকৃত স্বার্থ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পুনশ্চ সর্ব্বথা ক্ষণবিনশ্বর দেহে অহন্তা বা মমতার নির্দ্ধারণ কখনই সম্ভবপর নহে। কারণ, যাঁহার অন্নে দেহ বর্দ্ধিত হয়, যিনি জায়াগর্ভে বীর্য্য নিষিক্ত করেন, যিনি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করতঃ প্রসবান্তে স্তন্যদানে পালন করেন, অথবা যিনি মাতৃশরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি ভৃতি প্রদান পূর্ব্বক শরীরক্রয় করেন, বিষ্ট্যাদির জন্য যাহারা বলপূর্ব্বক শরীর অধিকার করে, যাহারা এই দেহের রক্তপানে বা মাংসভক্ষণে অভিলাষী এবং যে অগ্নি এই দেহ দগ্ধ করেন, ইঁহাদিগের সকলেরই রক্ত, মাংস, শিরা ও অস্থিময় দেহের প্রতি সমান অধিকার; সুতরাং সাধারণ এই দেহ অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পুনরায় অব্যক্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে। এতাদৃশ দেহে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া, তাহার পুষ্টির জন্য অসাধু ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন মেধাবী বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্য জীবের জীবন নাশ করিতে পারেন না।

দেবর্ষি নারদ উক্তরূপে শ্রীমদান্ধের চেষ্টিত বিষয়ে আলোচনা করিয়া, ধনগর্ব্বপরিহারার্থ প্রতিকার-চিন্তা-বিষয়ে ইহাই স্থির করিলেন যে, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত মদান্ধ অসাধু ব্যক্তির মদাপনয়নে পরম-দারিদ্র্যই উৎকৃষ্ট উপায়। দরিদ্র জন আত্ম-দৃষ্টান্তে অন্য প্রাণিবর্গকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং কাহারও দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয় না। যাহার পাদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আত্মদুঃখ স্মরণ করিয়া, অন্য জন্তুর তাদৃশ—কণ্টকবেধজনিতা ব্যথা ইচ্ছা করে না। পক্ষান্তরে তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক দ্বারা যাহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই, সে কখনও কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির ব্যথা অনুভব করিতে পারে না। দরিদ্রের কোনরূপ অভিমান থাকে না, ধনিত্বাদি গর্ব্ব বিগলিত হয়, অন্নাদির অভাব প্রযুক্ত স্বভাবতঃ দরিদ্রেরা যে সুমহৎ কষ্ট ভোগ করে, তাহাতে তাহাদিগের পাপের ক্ষয় ও পরমতপস্যা-জনিত

পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে ; পরিশেষে দরিদ্রজন সর্ব্ব-মদ-বিমুক্ত হইয়া, মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। অন্নাকাঙ্ক্ষী দরিদ্রের ক্ষুধাপীড়িত দেহ প্রতিদিন ক্ষীণ ও শুষ্ক হইতে থাকে ; দেহশোষের সহিত দরিদ্রের ইন্দ্রিয়গণও নিত্যই বিষয়রস হইতে বিরত হয়। উক্তরূপে ইন্দ্রিয়ের শুষ্কতা সাধিতা হইলে, প্রাণিহিংসা স্বয়ং নিবৃত্তি ভজনা করে। দরিদ্রের সহিত সমদর্শী সাধুগণ সঙ্গত হইয়া থাকেন ; সাধুদিগের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশে দরিদ্রের বিষয়তৃষ্ণা দূরীভূতা হয় এবং বিষয়-বাসনার অবসানে দরিদ্রগণ শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করে। যাঁহাদিগের মনঃপ্রাণ দেবদেব শ্রীশঙ্করের মোক্ষপ্রদ শ্রীচরণে সমর্পিত হইয়াছে, শ্রীশঙ্করচরণসরোজরতিবলে যাঁহাদিগের লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি বাসনা-কলুষরাশি দূরীভূত হইয়াছে, সেই সমচিত্ত সাধুগণ সমদর্শিতা প্রযুক্ত কৃপা পূর্ব্বক ধনস্তম্ভরহিত ভক্ত ধনী ও দরিদ্র উভয়ের ভবনে গমন করিলেও দরিদ্রগণই বন্দন, সম্ভাষণ, সংবাদ ও সেবাদি দ্বারা মহাপুরুষগণের অধিকতরা পূজা করিয়া থাকে। ধন-মদান্ধ ব্যক্তিবর্গের সমীপে সাধুদিগের সম্মান নাই। কারণ, এই ধন-মদান্ধ গুহ্যকদ্বয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া আমি এ বিষয়ে বর্ত্তমান উৎকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ হইয়াছি। অতএব অজিতাত্মা, স্ত্রৈণ শ্রীমদান্ধ, বারুণীমদে মত্ত নলকূবর ও মণিগ্রীবের তমোমদ আমি অচিরাৎ নিশ্চিতই বিনষ্ট করিব। সুদুর্ম্মদ গুহ্যকদ্বয় লোকপাল-পুত্রত্ব লাভ করিয়া, এতই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াছে যে, আপনারা স্বয়ং বিবস্ত্র অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিতেছে না। অতএব ইহাদিগের গর্ব্ব-রোগের এরূপ চিকিৎসা-বিধান করা উচিত, যদ্দ্বারা ইহারা এবম্বিধ গর্হিত কার্য্য কদাপি না করে।

দেবর্ষি নারদ উক্তরূপে বিচার করিয়া, অনন্তর নলকূবর ও মণিগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে গুহ্যকদ্বয়! তোমরা লোকপাল-পুত্রতা লাভ করিয়া, ঐশ্বর্য্যমদে ও মদিরামদে এতই প্রমত্ত হইয়াছ যে, আমার সম্মুখে নির্লজ্জভাবে নগ্নশরীরে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাও জানিতে পারিতেছ না। অতএব তোমরা তমঃপরিব্যাপ্ত স্থাবরশরীর

প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। আমার প্রসাদে তোমাদের স্মৃতি অপগতা হইবে না, দেবপরিমাণে শতবৎসর অতীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধি লাভ করিয়া, শাপমুক্ত হইবে এবং ভগবদ্ভক্তিপূত হইয়া, পুনর্ব্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কুবেরপুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীবও ব্রজমণ্ডলে যমলার্জ্জুনবৃক্ষরূপে পরিণত হইলেন।

অনন্তর দিব্য শতবর্ষান্তে শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশে রজ্জুবদ্ধ উদূখলের আকর্ষণে যমলার্জ্জুন সমূলে উৎপাটিত হইলে, শাপবিমুক্ত-সিদ্ধ-দেবকুমারদ্বয় স্বীয় দিব্য-শরীরপ্রভায় দশ দিক্ উদ্ভাসিতা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে প্রণাম পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে নানাবিধ-স্তুতি ও কৈলাসধামে প্রতিগমন-বাসনায় অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনার অনুগ্রহে যেন আমাদিগের মনঃপ্রাণ পবিত্র হয়, ভগবদ্গুণানুবর্ণনে বাণী যেন সর্ব্বদা নিযুক্তা থাকে, যে শ্রবণযুগলে পূর্ব্বে দেবকামিনীকুলের কলকণ্ঠে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাহা যেন শ্রীভগবদ্গুণগাথা শ্রবণে নিয়ত আনন্দ অনুভব করে, হস্তদ্বয় যেন দেবগৃহমার্জ্জনাদিরূপভগবৎসেবাকার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত হয়, অশেষবিধ ক্লেশকর বিষয়রাশি পরিহার করিয়া, হে দেব! আমাদিগের মানস যেন আপনার শ্রীচরণকমলযুগলের অবিচ্ছিন্ন স্মরণে প্রবৃত্ত হয়, আমাদিগের দিব্য দেহের উত্তমাঙ্গ মস্তক যেন আপনার নিবাসভূত-জগৎমন্দিরদ্বারে অনবরত প্রণাম করে, আর যে লোচন-যুগল-সাহায্যে রমণীয়-দেবরমণীগণের রূপসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আত্মহারা হইয়াছি, হে দেব! আমাদিগের সেই লোচনদ্বয় যেন আপনার ভক্ত শ্রীনারদাদি-সাধুমহাত্মগণের এবং ভবদীয় শ্রীবিগ্রহের দর্শনে সতত সতৃষ্ণ হয়। এই কথা বলিয়া কুবেরপুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব প্রেমপুলকিতকলেবরে ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে অখিললোকপতি শ্রীকৃষ্ণদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বিপদ জীবের বান্ধবস্থানীয়, অথবা পিতা, মাতা, পতি, পুত্র

প্রভৃতি বন্ধুজন অপেক্ষা অধিকতর হিতকারী। বান্ধববর্গের জ্ঞানোপদেশে যাহাদের চৈতন্যসঞ্চার হয় না, তাহারা কখনও যদি বিষম বিপদে পতিত হয়, তবে তাদৃশ সুদুর্ব্বৃত্ত জীবেরও চরিত্র বিমলতা লাভ করে। এ বিষয়ে শত শত দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নলকূবর ও মণিগ্রীবের চরিত্র একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যে নলকূবর ও মণিগ্রীব বিষয় ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র চরাচরলোকগুরু প্রেমভক্তিদাতা বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুর প্রিয়তমভক্ত স্বচ্ছস্ফটিকাক্ষমালা-কমণ্ডলুধারী ত্রিলোকবিহারী সর্ব্বলোকপূজ্য দেবর্ষিসত্তম শ্রীমান্ নারদদেবকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়াও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল না, অথবা বস্ত্রাচ্ছাদন-শূন্য দেহে বসন পর্য্যন্ত পরিধান করিল না, সেই নলকূবর ও মণিগ্রীব নারদের অভিশাপে দিব্য-শতবর্ষকাল স্থাবরশরীরে দুঃসহ, অশেষবিধ, দুস্তর, দুঃখ-দুর্দ্দশাভোগ করিয়া, পরিশেষে যখন বিপৎ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইল, তখনই রাহুগ্রাস-বিমুক্ত সূর্য্য-শশধরের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়-শরীরে ভগবদ্ভক্তি প্রার্থনা করিল। বিপদে পতিত না হইলে, কেহই বিপদ্ভঞ্জনের আশ্রয় লইতে চাহে না। এই জন্য বৈরাগ্যপরায়ণ মহাপুরুষগণ আপাতমনোরম সাংসারিক ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, বহুবিপৎপূর্ণ-সন্ন্যাসপথে দুঃখ-দারিদ্র্যদুর্দ্দশাকে মিত্র ভাবিয়া আলিঙ্গন করতঃ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া বিচরণ করেন।

কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মহারাজচক্রবর্ত্তিরূপে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকানগরী অভিমুখে প্রস্থানোন্মুখ হইলে, ব্রহ্মতেজোবিনির্ম্মুক্ত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিতা হইয়া, জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডবত্রয়ের জননী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে প্রবৃত্তা হইয়া কহিলেন, হে নাথ! বৃকোদরের বিষমোদক ভোজন, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্বাদিরাক্ষসদর্শন, দ্যূতসভা, বনবাসক্লেশ, প্রতিযুদ্ধে অনেকানেক মহারথের অস্ত্রাঘাত এবং সম্প্রতি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে আমরা তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছি। আমরা যখন যে বিপদে পতিত হইয়াছি, তখনই তুমি সর্ব্বলোকাতীত-রমণীয়

মূর্ত্তিতে দর্শনদান করিয়া, আমাদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়াছ। বিপদ্ উপস্থিতা না হইলে, আমরা তোমার এই রমণীয় মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হই না। হে কৃষ্ণ! আমরা বরং সর্ব্বদা বিপৎসাগরে ভাসমান হইতে ইচ্ছা করি, পরন্তু তোমার বিরহ কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। হে নন্দগোপকুমার! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে পঙ্কজনাভ! হে জগদ্গুরো! আমরা মিলিত হইয়া সর্ব্বদা তোমার নিকটে বিপদ্ ভিক্ষা করিতেছি। এক্ষণে আমাদের সম্পদ্ উপস্থিতা হইয়াছে, বিপদ্ দূরীভূতা হইয়াছে, সেই জন্যই ত তোমার মুনিজন-মনোহারিণী সর্ব্বলোকাতিশায়িনী মূর্ত্তি-দর্শনে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, তুমি এক্ষণে দ্বারকা গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব হে নাথ! নিরন্তর আমাদিগের বিপদ্ উপস্থিতা হউক। যেহেতু আমরা সর্ব্বদা তোমার দর্শনলাভ করিতে পারিব, আর তোমার দর্শনলাভ করিতে পারিলে পুনর্ব্বার আমাদিগকে ভবদর্শন করিতে হইবে না। হে কৃষ্ণ! লোকমাত্রেরই সম্পদ্ বহু দুঃখের কারণ, কেন না, সৎকুলে জন্ম, বিশাল রাজ্যৈশ্বর্য্য, বহুশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং প্রচুর-ধনরত্ন-দ্বারা পুরুষের অভিমান বর্দ্ধিত হয়, মদগর্ব্ব বর্দ্ধিত হইলে, ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে যাদব! ইত্যাদি তোমার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারে না। অতএব একান্ত দরিদ্র ভক্তজনই তোমার নাম-কীর্ত্তনে অধিকারী। হে যাদব! তুমি অকিঞ্চনের বিত্তস্বরূপ, তোমাকে শতকোটী নমস্কার। হে কৃষ্ণ! তোমার বরে আমরা সতত বিপন্ন হইয়া যেন নিরন্তর তোমার মূর্ত্তি দর্শন ও নাম স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, এই কথা বলিয়া কুন্তী দেবী শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণচন্দ্র-বিনিন্দিত শ্রীমুখে কাতর-দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, বিপৎ জীবের পরম-বান্ধবস্থানীয়া। বিপদে পতিত না হইলে কি গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্তের শ্রীমুখ-পঙ্কজ হইতে এই ত্রিলোকরমণীয় শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্র নির্গত হইত? না আমরা এই অনু-ত্তম স্তোত্ররত্নের গদ্যে ও পদ্যে উভয়বিধ ব্যাখ্যান করিবার অবসর পাইতাম?

গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত শ্রীশঙ্করদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি শিবপূজার্থ প্রতিদিন কোন এক রাজার প্রমদাকেলিবনের যাবতীয় প্রস্ফুটিত সুগন্ধপূর্ণ নেত্রমনোহর কুসুম সকল অপহরণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের ভবপারাবারপারসাধন শ্রীচরণে সমর্পণ করতঃ পরম আনন্দ অনুভব সহকারে কৃতার্থতা বোধ করিতেন। পূজা, মান ও সৎকারার্থ তপস্যা, বাদিপরাজয়, উচ্চ বিদায় বা যশোলাভার্থ অধ্যয়ন, দম্ভার্থ স্বস্ববর্ণাশ্রমাদি-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি বা সন্ধ্যাউপাসনাদির অনুষ্ঠান, দুঃসহ শীত, বাত ও ক্ষুধা সহ্য করিয়া ধনোপার্জ্জন, কিম্বা আত্মভোগার্থ প্রচুরতর—সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্নের গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক বিত্তাদির আহরণ, এ সকলই পাপের কার্য্য সত্য; পরন্তু গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত জানিতেন যে, ঈশ্বর-সন্তোষার্থ তপস্যা, তৃতীয় জ্ঞাননেত্র সাহায্যে স্থিরচরসুরনরনিকরাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চের কার্য্যকারণভাব অবগত হইয়া জীব, জগৎ ও পরমাত্মপদার্থ-বিচার-বিবেকার্থ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, চিত্তনৈর্ম্মল্য ও ঈশ্বর-সন্তোষসাধনার্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান, বৈখানস-ধর্ম্ম-পরিপালনার্থ দুঃসহ শীত, বাত, আতপ ও ক্ষুধা সহন এবং দুর্ভিক্ষাদি দেশোপদ্রবদমনার্থ অথবা দেবপূজার্থ বল ও কৌশলে শ্রীমানের বিত্ত ও পুষ্পাদি আহরণ শুভ-পুণ্যকার্য্যমধ্যে পরিগণিত। সেই জন্যই গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত আকাশমার্গাবলম্বনে প্রতিদিন রাজকীয় প্রমোদোদ্যান হইতে পুষ্প অপহরণ করিয়া শিবপূজা করিতেন।

রাজা প্রমোদকেলিবনের যাবতীয় কুসুম প্রত্যহ অপহৃত হইতেছে জ্ঞাত হইয়া পুষ্পরক্ষণার্থ বহুতর প্রহরী নিযুক্ত করিলেন বটে; কিন্তু উক্ত উপায়ে পুষ্পাপহারক ধৃত হইল না দেখিয়াই, পরিশেষে উপবনের চতুঃপার্শ্বে শিবনির্ম্মাল্য ছড়াইয়া রাখিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, চোর যদি দৈবশক্তি-সম্পন্ন হয়, তবে শিব-নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন দ্বারা অন্তর্দ্ধানাদি সর্ব্বশক্তিবিহীন হইলে অনায়াসে ধৃত হইবে। গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত কিন্তু উক্ত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না; সুতরাং প্রতিদিনের ন্যায় পুষ্প-সঞ্চয়ন করিয়া, প্রস্থান-সময়ে আপনাকে কুণ্ঠিতশক্তি জানিয়া, প্রণিধান সহ বিচার দ্বারা স্থির করিলেন যে, শ্রীশিব-নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন মদীয় শক্তিস্তম্ভের

একমাত্র কারণ। অতএব তৎকালে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত স্বয়ং নিরতিশয়-বিপদ্‌গ্রস্ত অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া, অশিব-বিনাশের জন্য সর্ব্বতঃ শিবময় শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, আশুতোষ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মাহাত্ম্যস্তবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘোর নিশীথকালে গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন, লতাকুঞ্জকানন-পরিবৃত, প্রস্ফুটিত নানাপুষ্পের পরাগপূর্ণ, রসামোদে আমোদিত, জীব-রর্বরহিত, অনেকবিধ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত-রত্নবেদিকা-বিশোভিত, বহুবৃক্ষ-সমন্বিত, রাজকীয়-প্রমদকেলি উপবনে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত রত্নবেদিকামণ্ডিত একটী বিশাল বিল্ববৃক্ষের মূলদেশে সিদ্ধাসনে সমাসীন হইয়া, সমকায়শিরোগ্রীবভাবে স্বীয় অচল শরীর ধারণ পূর্ব্বক চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়গণের বহির্ব্বিষয়-সমূহের প্রতিকূলে অন্তর্ম্মুখতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক সংকল্প-বিকল্পাত্মক মানসটীকে বৃত্তি-শূন্য করিয়া, স্বহৃদয়াম্বুজে যোগশাস্ত্রোপদিষ্টমার্গে অষ্টাঙ্গযোগপ্রকারাবলম্বনে স্থাপন করতঃ প্রমদসলিলপূর্ণ-নয়নে পুলকিত-কলেবরে অমৃতময় আহ্লাদ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া, পরম আহ্লাদজনক উমাবিজড়িত অর্দ্ধনারীশ্বররূপ সন্দর্শন করিয়াই যেন কহিলেন, হে নাথ! আমি তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, গুণকথনের নাম স্তুতি; হে দেব! তুমি ত অনন্ত, তোমার গুণ-পরিমাণও অনন্ত, আমি অতি পরিচ্ছিন্ন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন, তোমার গুণ-পরিমাণ-জ্ঞান আমার ন্যায় অল্পপ্রজ্ঞ জীবের পক্ষে অসম্ভব, তবে কি দেব! আমি তোমার স্তুতি করিবার অনুপযুক্ত? অজ্ঞাত ত্বদীয় গুণ-সমুদায়ের কথন অসম্ভব হওয়ায় এবং তোমার গুণ-পরিমাণের অনন্ততা প্রযুক্ত মৎকৃতা স্তুতি যদি অনুরূপা না হয়, পক্ষান্তরে বিদ্বৎসমাজে উপহাসের কারণ হয়, তবে ত দেব! অসর্ব্বজ্ঞ-ব্রহ্মাদিদেববৃন্দ-বিরচিতা স্তুতিও তোমার গুণকথনবিষয়ে অযোগ্যা হইতে পারে; কারণ, তাঁহারাও ত তোমার অনন্ত-গুণের ইয়ত্তা অবধারণ করিতে পারেন না। অতএব এরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না যে, যাঁহারা তোমার মহিমার পরপার অবগত নহেন, তাঁহাদিগের স্তুতি অনুরূপা হইবে না। পক্ষান্তরে যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যতদূর অগ্রসরীভূতা হইয়াছে, তিনি বাক্‌সৃষ্টি-সাফল্যের জন্য স্ববুদ্ধিবিষয়

অতিক্রম না করিয়া, তাবৎপর্য্যন্ত গুণকথন পূর্ব্বক যদি নিন্দনীয় না হন, তবে অন্যান্য স্তাবকবৃন্দের ন্যায় আমার এই স্তোত্রবিষয়ে আরম্ভ অখণ্ড-নীয় স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে যোগ্যতর বিবেচিত হইবে না কেন? হে হর! তুমি সকলের দুঃখ-হরণ কর বলিয়া, হর নাম ধারণ করিয়াছ দেখিয়া, পক্ষিগণ যেমন নিজ-শক্তি অনুসারে আকাশে উৎপতিত হয়, আমিও সেইরূপ তোমার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে দেব! আমার দুঃখ-হরণের জন্য তোমাকে পৃথক্ ব্যাপার করিতে হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিপাদ্য

বেদার্থ-স্মরণকর্ত্তা ঋষিদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীরুদ্রদেবের শ্রীমহিমস্মর্ত্তা শ্রীমান্ গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত পূর্ব্বোক্তরূপে শিবমহিম্নঃ স্তোত্রের আরম্ভ সমর্থন পূর্ব্বক একত্রিংশ অথবা মতভেদে দ্বাত্রিংশসংখ্যক শ্লোক রচনা করিয়া, একদিকে যেমন স্বীয় অসাধারণ-শাস্ত্রীয়-মৌলিক-তত্ত্বার্থাবগাহন-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ অপ্রদর্শিতপূর্ব্ব-শ্রীশিব-তত্ত্বনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া, ভক্তসমাজে সর্ব্বোচ্চ-প্রেমিক ভক্তের উচ্চ-আসন অধিকার পুরঃসর পরমহংসাস্বাদিত-পরতত্ত্ববিজ্ঞানি-শ্রেষ্ঠগণেরও শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় হইয়াছেন। বঙ্গীয় বিদ্বৎকুলধুরন্ধর বেদান্তাচার্য্য সন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী উক্ত শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রের বিদ্বজ্জনমনোহারিণী একটী টীকা প্রণয়ন করিয়া, স্তোত্রের তাৎপর্য্যার্থ লোকবুদ্ধির গোচরীভূত করিয়াছেন। অন্যথা মহিম্নঃ স্তোত্রের তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হইত না। মহিম্নঃ স্তোত্রে কাব্যকলা-চাতুর্য্যের সহিত সর্ব্ববিধ দর্শনের সারসিদ্ধান্ত-সমুদায় এরূপ কৌশলে সুনিহিত হইয়াছে যে, পণ্ডিতের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতপ্রবর-মহাশয়েরাও প্রগাঢ়-গাম্ভীর্য্যশালিনী কোন টীকার সাহায্য ব্যতীত, অনেক স্থলে তদীয় তাৎপর্য্যার্থের উদ্‌ঘাটনে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। মহিম্নঃ স্তোত্রের প্রকৃত-ভাবার্থ অবধারণে যাঁহারা নিতান্ত অনুরাগী, শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী টীকা প্রণয়ন করিয়া, সেই সকল শিবপ্রেমপিপাসু ভক্তগণের যে কতদূর মহোপকারসাধন করিয়াছেন, তাহা মহিম্নঃ স্তোত্রের পঠন, পাঠন ও অর্থাবধারণ অবসরে ভুক্তভোগী ভিন্ন, অন্য কে বুঝিবে? অতএব যাঁহারা মহিম্নঃ স্তোত্রের অর্থ আলোচনা-বিষয়ে শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতী-প্রণীতা টীকার দিব্য আলোকে নিজ গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নিশ্চিতই সেই সকল গুণমুগ্ধ মহাপুরুষগণ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর শ্রীচরণে

চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। সরস্বতী মহাশয় একত্রিংশসংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়া, টীকা গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা স্থির করা যাইতে পারে যে, গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত মহিম্নঃ স্তোত্রে একত্রিংশ শ্লোকের অধিক শ্লোক রচনা করেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রের দ্বারা শ্রীমন্মহেশ্বরদেব সংস্তুত হইয়া, গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্তকে সেই নিশীথ-কালে সাক্ষাৎ সন্দর্শন দান করিয়া, অতি ঘোর বিপৎ হইতে মুক্ত করিয়া-ছেন। গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত নিজকৃত-স্তোত্র-প্রভাবে শ্রীশিবসন্দর্শন লাভ করিয়া, মনে মনে গর্ব্বিত হওয়ায়, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বাহন তাহা অবগত হইয়া, উচ্চহাস্য করেন এবং হাস্যসময়ে বৃষভেশ্বরের ব্যাদিত বদনে সংলগ্ন দ্বাত্রিংশসংখ্যক দশনে পুষ্পদন্ত নিজকথিত দ্বাত্রিংশ শ্লোক অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিয়া, লজ্জিত অন্তঃকরণে গর্ব্ব পরিহার করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, বেদমন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ঋষিগণের ন্যায় পুষ্পদন্ত মহিম্নঃ স্তোত্রের আবির্ভাবয়িতা মাত্র; পরন্তু রচয়িতা নহেন। অতএব বেদমন্ত্রের ন্যায় মহিম্নঃ স্তোত্রের রাত্রিকালে পাঠ নিষিদ্ধ। পুনশ্চ মহিম্নঃ স্তোত্র শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং মহিম্নঃ স্তোত্র-পাঠকালে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পাঠকের সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অতএব শিবরাত্রি ব্যতীত রাত্রিকালে অথবা অনধ্যায় অবসরে মহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-চাঞ্চল্য উপস্থিত করা, ভক্তজনের অনুচিত কার্য্য।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রের বিশদ ব্যাখ্যা প্রণয়ন অবসরে বিদ্বজ্জনমনোরঞ্জন ব্যাখ্যান-পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, যথেষ্ট-তর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি মহিম্নঃ স্তোত্রের প্রতি শ্লোকের শিব ও বিষ্ণু উভয় পক্ষে অন্বিতার্থসঙ্গতি-প্রদর্শন পূর্ব্বক সুমহৎ-পাণ্ডিত্য-কৌশলের সহিত বিপুল-শাস্ত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইবে যে, মহিম্নঃ স্তোত্রের প্রতিপাদ্য-পরদেবতা একমাত্র শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ভিন্ন, অন্য কেহই হইতে পারেন না। কারণ, যে সকল উপাদানে মহিম্নঃ স্তোত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ সকল উপাদান শিবসম্পর্ক ব্যতীত, অন্য পক্ষে

সুসঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসসম্পন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে কোন পাণ্ডিত্যপ্রতিভাবান্ ব্যক্তি যথারীতি মহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ করিলে যে অর্থ পাঠমাত্রে প্রতীত হয়, সেই অর্থই বক্তার প্রকৃত তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত হইতে পারে। বক্তা অনেক স্থলে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু প্রথম প্রতিভাত প্রসিদ্ধ অর্থই বলবান্। শব্দ একবারমাত্র উচ্চারিত হইয়া, একবারমাত্র অর্থবোধ উৎপাদন করে। যাহার কোন বিরোধী উপসঞ্জাত হয় নাই, তাদৃশ প্রথম প্রতীত অর্থই অধিকতর আদরণীয়। বিশেষতঃ স্তবের অবয়বস্বরূপ যে উপাদান দ্বারা স্তবনীয়ের সমধিক গৌরব বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, পুনশ্চ তাদৃশ স্তবনীয়ের উচ্চাসনে স্তবের সেই উপকরণভূত বস্তুবিশেষকে কিরূপে স্তবনীয়রূপে আরোপিত করা যাইতে পারে?

মহিম্নঃ স্তোত্রের দশম, ষোড়শ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শ্লোকে বিষ্ণুর উপকরণভাব বিস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। অতএব পুনরপি বিষ্ণু মহিম্নঃ স্তোত্রের প্রতিপাদ্য-দেবতা হইতে পারেন কিরূপে? যদিচ বশিষ্ঠদেবের কপিলা অথবা কল্পতরুর ন্যায় গীর্ব্বাণবাণী সর্ব্বার্থদানে সমর্থা, তথাপি, স্তুতিকর্ত্তার অবস্থা ও হৃদয়ের ভাব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুষ্পদন্ত অপর রাজার বন্দী অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, স্বীয় মুক্তি ও লুপ্তা ঐশ্বর্য্যশক্তির পুনরাবির্ভাব-বাসনায় একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে প্রাণ-মনঃ সমর্পণ করিয়া, তদ্গতচিত্তে একাগ্রতা ও পরম ভক্তির সহিত যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহাতে কখনই অর্থান্তরকল্পনা সম্ভবপরা হইতে পারে না। "কৈলাস" শব্দে শ্রীমন্মহেশ্বরের অধিবসতিস্থান রজতস্ফটিকময় পর্ব্বতবিশেষকে বুঝায়। আধার অর্থে কৈলাস শব্দের সহিত সপ্তমী বিভক্তির একবচন যোগ করিলে "কৈলাসে" এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। সরস্বতী মহাশয় হরিপক্ষে ব্যাখ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সপ্তম্যন্ত পদের সম্বোধনে পরিণাম করিয়াছেন এবং তিনি সম্বোধন পক্ষে "কেলিঃ ক্রীড়া, সৈব প্রয়োজনং অস্য ইতি কৈলঃ, কৈলঃ অসিঃ খড়্গো যস্য, স কৈলাসিঃ, তৎসম্বোধনে "কৈলাসে!" অর্থাৎ হে নন্দকধারিন্!" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। উক্তরূপ অর্থ হইতে পারে

না, আমি এ কথা বলিতেছি না, আমার বক্তব্য এই যে, শিবনির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন-জনিত-বিপদে পতিত হইয়া, ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে একাগ্রমানসে স্তবনে প্রবৃত্ত পুষ্পদন্ত যৌগিক-কূটার্থ-কল্পনা-পুরঃসর মানসী একাগ্রতা পরিহার করিয়া, নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে অন্তরায় উপস্থাপিত করিতে পারেন না। ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণের হরিশঙ্কর বিষয়ে অভেদবোধ উৎপাদনের জন্য সরস্বতী মহাশয় যত্ন পূর্ব্বক উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, উপসংহারসময়ে বলিয়াছেন, যত্নাতিশয় অবলম্বনে বক্ররীতি অনুসারে প্রকারান্তরেও মহিম্নঃ স্তোত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু আমি সরল মার্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিরত হইতেছি। অভিজ্ঞ পাঠক মহাশয় কৈলাস শব্দের ব্যাখ্যানে সরস্বতী মহাশয়ের সরলতার পরিচয় আভাসে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রের বিশদ তাৎপর্য্য পদ্যানুবাদ প্রণয়ন অবসরে পূর্ব্বোক্তরূপ অথবা অন্যবিধ তর্কবিতর্ক মদীয় মানসে সমুল্লসিত হওয়ায়, আমি হরিপক্ষে স্তোত্রার্থ বিবরণে কোনরূপ যত্ন আশ্রয় করি নাই। পাঠমাত্রে হৃদয়ে প্রথমতঃ যে অর্থ প্রতীত হইয়াছে, শ্রীবিশ্বনাথের প্রেরণায় তাহারই বিবৃতি করিয়াছি। ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীও প্রথম প্রতীত শিবপক্ষে আদ্যন্ত শ্লোকাবয়বের যথাশ্রুতি ব্যাখ্যান করিয়া, পরে সম্বোধন পদের, অথবা পরিবর্ত্তন-যোগ্য শ্লোকাংশ-বিশেষের বহু কষ্টকল্পনা সহকারে হরিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতীর দ্বিতীয় ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তি কেন হইল? অনেকে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন; কিন্তু উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। প্রায়শঃ দেখা যায়, ভাষ্য ও টীকাকারগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহার যে সম্প্রদায়, বা যিনি যে মন্ত্রের উপাসক, তিনি সেই সম্প্রদায় বা সেই মন্ত্র-প্রতিপাদিতা দেবতার পক্ষপাত অবলম্বন করিয়া, টীকা অথবা ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্ম-সূত্র-সমূহের সম্প্রদায়-ভেদে বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কেহ সমুচ্চয়-বাদ স্থাপন করিয়াছেন, কেহ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, কেহ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন, বঙ্গীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্য

রচনা করিয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্মসূত্রের পাঁচ ছয়খানি বা ততোধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। টীকাকারগণ প্রায়শঃ দেবতাভক্ত, শ্রীধরস্বামী নৃসিংহদেবের উপাসক, তিনি নৃসিংহদেবকে প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোবিন্দানন্দস্বামী রামচন্দ্রের উপাসক, তিনি রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া, অদ্বৈতবাদপর-শাঙ্কর-ভাষ্যের রত্নপ্রভা টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আনন্দগিরি গণেশের উপাসক, তিনি হেরম্বদেবকে প্রণাম করিয়া, গীতাভাষ্যের টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল নিদর্শনে মধুসূদন সরস্বতী বিষ্ণু বা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গন্ধর্ব্ব-রাজ পুষ্পদন্ত-প্রণীত মহিম্নঃ স্তোত্র শৈব সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ এবং বেদমন্ত্রের ন্যায় অভ্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। মহিম্নঃ স্তোত্রে যেরূপ তেজস্বিতা সহকারে অন্য দেবতা সকলকে অধঃকৃত করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের জগৎকারণত্বাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্বিতীয়-ব্রহ্মরূপতা সমর্থিতা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অন্য সম্প্রদায়ের, অথবা বিভিন্ন দেবতা-উপাসকের তীব্র গাত্রদাহ, বা মুখবিকৃতিকারক। এই মহিম্নঃ স্তোত্রের যদি প্রকারান্তরে একটী ব্যাখ্যাগ্রন্থ নির্ম্মিত হয়, তবে স্বসম্প্রদায়ের সন্তোষ-সাধন পূর্ব্বক ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্বয়ং প্রাণে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সরস্বতী মহাশয় ব্যাখ্যান্তর রচনা করিয়াছেন কি না? তাহা বলা কঠিন, ভাবুক মহোদয়গণ ভাবিয়া দেখিবেন। শিব ও বিষ্ণুপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মনোভাব প্রচ্ছন্ন করিবার অভিপ্রায়ে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "যত্নতো বক্রয়া রীত্যা কর্ত্তুং শক্যং বিধান্তরম্।" আমরা বলি, যদি পঞ্চবিধ উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোন পাণ্ডিত্যপ্রতিভাসম্পন্ন মহাকুশলী ব্যক্তি পঞ্চবিধ ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তথাপি আচন্দ্রতারক সগর্ব্বে স্থিরপদে অবস্থিত হইয়া, এই শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্র শ্রীশিবমহিমবিকাশ-সাধন পূর্ব্বক দেবতান্তরীয়প্রভাব মন্দীভূত করিবে। কারণ, দিবাকরের প্রখরপ্রভামধ্যে চিরদিনই খদ্যোতের ক্ষীণপ্রভা অভিভূতা হইয়া থাকে।

পুনশ্চ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী টীকার উপক্রমে বলিয়াছেন, “শিব-নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনেনৈব মম এতাদৃশং বৈক্লব্যমিতি প্রণিধানেন বিদিত্বা, পরমকারুণিকং ভগবন্তং সর্ব্বকামদং তমেব তুষ্টাব” এবং প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা উপসংহারকালে বলিয়াছেন, “অন্যচ্চ গন্ধর্ব্বরাজস্য মহাকুশলত্বাৎ একেনৈব শ্লোকেন যথাশ্রুতি বক্ররীত্যা চ হরিশঙ্করয়োঃ স্তুতিস্তয়োর-ভেদজ্ঞানায় অভিপ্রেতা”। অত্রাবসরে বক্তব্য এই যে, যদি একই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা শ্রীমন্মহেশ্বরের স্তুতিনিরাকরণচ্ছলে সর্ব্বদুরধিগমমহিমত্বরূপা স্তুতি করিয়া, পশ্চিমার্দ্ধ দ্বারা স্তুতিসমাধানব্যাজে সর্ব্ব-স্তুত্যত্ব-রূপা স্তুতির সমর্থন পূর্ব্বক মহাকুশল গন্ধর্ব্বরাজের হরিশঙ্কর-বিষয়ে অভেদজ্ঞানের জন্য, হরি এবং শঙ্কর, এই উভয়েরই স্তুতি অভিপ্রেতা হয়, তবে অন্য-যোগব্যবচ্ছেদার্থক “শিবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনেনৈব” “তমেব” এই এবকারদ্বয় প্রযুক্তই হইতে পারে না। ক্ষণে বামে, ক্ষণে দক্ষিণে সঞ্চরণশীল কাকাক্ষির ন্যায় যদি পুষ্পদন্তের চিত্ত ক্ষণে হরি ও ক্ষণে শঙ্করের প্রতি ধাবিত হয়, তবে “অনন্যচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে” “অনন্যা-শ্চিন্তয়ন্তো মাম্” এইরূপ শাস্ত্রের এবং “তমেব তুষ্টাব” এইরূপ বাক্যের সার্থকতা থাকিতে পারে না। এই অরুচিকর প্রবন্ধের অধিক বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া, সম্প্রতি আমরা বিরত হইতেছি। আচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর মতানুসরণে ভবিষ্যতে শ্রীমন্মহেশ্বরের ইচ্ছা হইলে মহিম্নঃ স্তোত্রাবলম্বনে বিষ্ণুপক্ষে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিব।

উপক্রান্ত এই শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রের নাতিবিস্তৃত অনুশীলন করিবার ইচ্ছা বহুদিন যাবৎ আমার হৃদয়ে সমুদিতা হইয়াছে। স্তোত্রে পরি-গৃহীত-বিষয়-সমূহের উপন্যাস ব্যতীত অনুশীলন সুখজনক হইতে পারে না; সুতরাং এস্থলে পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রে বিচারিত-বিষয়-সকলের নির্দ্দেশ অসঙ্গত হইবে না।

(১) শ্রীমন্মহেশ্বরের স্তুতিনিরাকরণ, (২) স্তুতিসমর্থন, (৩) প্রকারান্তরে স্তুত্যনর্হতা, (৪) স্তুত্যতাসমর্থন, (৫) অস্মদাদিকৃতা স্তুতির ব্যর্থতা, (৬) স্তুতিসার্থক্য, (৭) পরমেশ্বর-সদ্ভাবে বিবাদ-পরায়ণ-বাদিগণের নিরাকরণ, (৮) প্রতিকূল তর্কনিরাস, (৯) অনুকূল

তর্কের উদ্ভাবন, (১০) সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাবশে শাস্ত্রসমূহের শ্রীপরমেশ্বরে তাৎপর্য্যাবধারণ, (১১) অর্ব্বাচীন পদপ্রদর্শন, (১২) স্তুতিপ্রকারনিরূপণ, (১৩) হংস ও বরাহরূপধারী বিরিঞ্চি ও বিষ্ণুর ঈশসাক্ষাৎকার, (১৪) রাবণের প্রতি ভগবদনুগ্রহ, (১৫) দর্পিত-রাবণের নিগ্রহ, (১৬) বাণরাজার সমুন্নতি, (১৭) সমুদ্রমন্থনে বিষপান, (১৮) মদনভস্ম, (১৯) জগৎরক্ষণার্থ দেবনর্ত্তন, (২০) গঙ্গাবতরণ, (২১) ত্রিপুরদাহ, (২২) বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রলাভ, (২৩) মীমাংসক-মত-নিরাস, (২৪) অভক্তের অনর্থপ্রাপ্তি, (২৫) প্রজাপতি-দণ্ড-বিধান, (২৬) পার্ব্বতীর প্রতি অনুকম্পা, (২৭) শ্মশানবাস, (২৮) নির্গুণ ব্রহ্মনিরূপণ, (২৯) অদ্বিতীয়ত্বস্থাপন, (৩০) আগমপ্রমাণ দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মকত্বসাধন অথবা অখণ্ড বাক্যার্থ কথন, (৩১) সর্ব্বসাধারণ ভগবন্নামনির্দ্দেশ, (৩২) দুরূহমহিমত্ব, (৩৩) সর্ব্বার্থ-সংক্ষেপ বা উপসংহার, এবং (৩৪) উপহার অর্পণ প্রভৃতি বিষয়ের ক্রমশঃ আলোচনায় আমি এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব। পাঠকগণ বিষয়ের আধিক্য-দর্শনে বিচলিত হইবেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্তুতি-নিরাকরণ

"মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী,
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ ॥"

উপরি-উপন্যস্ত চতুস্ত্রিংশসংখ্যক আলোচনীয় বিষয়ের মধ্যে শ্রীমন্ম-হেশ্বরের স্তুতিনিরাকরণ-রূপ প্রথম বিষয়টী অতীব দুরবগাহ। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে, সৃষ্টিতত্ত্বের আমূল আলোচনা আবশ্যক; নচেৎ কেন যে পরমেশ্বরের স্তুতি নিরাকরণযোগ্যা, তাহা পাঠকগণ বিস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। অতএব পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমাকে সৃষ্টিতত্ত্বের উদার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

জগতের উপাদানস্বরূপ মহাভূতাদি দ্রব্য, জন্মের নিমিত্ত কর্ম্ম, গুণক্ষোভকারী কাল, গুণপরিণাম-হেতু-স্বভাব এবং ভোক্তা জীব শ্রীমন্মহেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি মায়াকার্য্য এবং মায়াও জীব মহেশ্বরের শক্তিস্বরূপ। বেদসকল মহেশ্বরের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন, দেবগণ মহেশ্বরের অঙ্গসম্ভূত, লোক সকল মহেশ্বরের অঙ্গাশ্রিত, যজ্ঞ, যোগ, তপঃ, জ্ঞান ও গতি একমাত্র শ্রীমন্মহেশ্বরে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। ঈশ্বরসৃষ্ট ব্রহ্মা, অখিলাত্মা কূটস্থ দ্রষ্টা পরমেশ্বরের কটাক্ষপ্রেরিত হইয়া, তাঁহার সৃজ্যবস্তু সর্জ্জন করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর নির্গুণ হইলেও সৃষ্টিকালে স্থিতি, সর্গ ও নিরোধের জন্য সত্ত্ব রজঃ, ও তমঃ এই গুণত্রয় মায়াবশে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়, অধিভূতকার্য্য, অধ্যাত্মকারণ এবং অধিদৈব কর্ত্তৃধর্ম্ম-বিষয়ে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া অর্থাৎ ভূত দেবতা ও ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় অর্থাৎ কারণভূত হইয়া, তত্তদভিমানজনন দ্বারা ঈশ্বরের তটস্থ শক্তিবৃত্তি-রূপ নিত্যমুক্ত জীব অর্থাৎ পুরুষকে মায়াসঙ্গবশে বদ্ধ করিয়া থাকে।

যিনি সকলের ঈশ্বর, সেই ভগবান্ মহেশ্বর পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়রূপ দ্বারভূত লিঙ্গবশে সুষ্ঠু অলক্ষিত অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ অনুমিত হইলেও ঐকান্তিক ভক্তের হৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকেন। মায়ানিয়ামক মহেশ্বর বিবিধ রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, স্বীয় মায়াশক্তিবশে স্বস্বরূপে পরিলীন কাল এবং জীবাত্মরূপে পরিলীন কর্ম্ম অর্থাৎ জীবাদৃষ্ট ও স্বভাবকে যদৃচ্ছাক্রমে সৃষ্টির জন্য গ্রহণ করেন। কালবশে গুণত্রয়ের ব্যতিকর অর্থাৎ সাম্যত্যাগরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে, স্বভাবতঃ পরিণাম অর্থাৎ রূপান্তরাপত্তি ঘটে এবং পরমেশ্বর জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হইলে, মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। অনন্তর সত্ত্ব ও রজোগুণে উপবৃংহিত, পুরুষাধিষ্ঠিত বিক্রিয়মাণ-মহত্তত্ত্ব হইতে অধিভূত দ্রব্য, অধিদৈব জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম ক্রিয়াত্মক অর্থাৎ দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার কারণ তমঃপ্রধান অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। উক্ত অহঙ্কার বিকারোন্মুখ হইয়া, বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও তামসভেদে পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সম্যাবস্থ গুণত্রয়রূপ প্রধানের কালবশে সত্ত্বাংশোদ্রেকে মহত্তত্ত্ব ও রজঃঅংশোদ্রেকে মহত্ত্বভেদ সূত্রতত্ত্ব উৎপন্ন হয় এবং তমঃ অংশের উদ্রেকে উৎপন্ন অহঙ্কারতত্ত্ব সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, ক্রমে জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্যোৎপাদন-সামর্থ্য প্রকাশ করে। অনন্তর মহেশ্বরাধিষ্ঠিত বিকারোন্মুখ তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। যদিচ তামস অহঙ্কার হইতে প্রথমতঃ শব্দের অভিব্যক্তি হয়, এইরূপ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি, তথাপি ঐ শব্দ আকাশের মাত্রা অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ এবং গুণস্বরূপ অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্মরূপ হওয়ায় ব্যাবর্ত্তক শব্দ দ্বারা আকাশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিজ্ঞ পাঠকগণ স্পর্শাদি গুণবিষয়ে উক্তরূপ সমাধান বুঝিয়া লইবেন। কোন ব্যক্তি কুড্যাদিব্যবহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'গজ' 'গজ' এইরূপ উক্তি করিলে গজদ্রষ্টা ও দৃশ্য গজ এই উভয়েরই একমাত্র শব্দ জ্ঞাপক হওয়ায় বোধকত্বই শব্দের লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিকারোন্মুখ আকাশ হইতে শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট অনিল উৎপন্ন হয়। প্রাণ, ওজঃ, সহ এবং বল বায়ুর লক্ষণ ; ক্রমে দেহধারণ, ইন্দ্রিয়ের পটুতা,

মনের পটুতা ও শরীরের পটুতা সম্পাদন উহাদের কার্য্য। পুনশ্চ বিকারোন্মুখ বায়ু হইতে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাববশে শব্দ, স্পর্শ ও রূপবিশিষ্ট অনল উৎপন্ন হয়। বিকারোন্মুখ অনল হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসবিশিষ্ট সলিল উৎপন্ন হয় এবং ঈশ্বরাধিষ্ঠিত বিকারোন্মুখ সলিল হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্না হইয়া থাকে। অনন্তর সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে অধিষ্ঠাত্রী চন্দ্রদেবতার সহিত মনঃ উৎপন্ন হয় এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এই পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সমুদায়ে সাত্ত্বিকী দশ দেবতা উৎপন্না হন। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত বিকারোন্মুখ তৈজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞান-শক্তি বুদ্ধি ও ক্রিযাশক্তি প্রাণ উৎপন্ন হয়। যেহেতু বুদ্ধি ও প্রাণ তৈজস, অতএব জ্ঞান ও ক্রিয়ার অর্থাৎ বুদ্ধির ও প্রাণের বিশেষ স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত দশবিধ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় তৈজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত ভূতেন্দ্রিয়াদি ভাবসকল কারণরূপে সৃষ্ট হইয়া, অসঙ্গত অবস্থায় যখন আয়তনরূপ শরীরকার্য্যনির্ম্মাণে সমর্থ হইল না, তখন তাহারা অন্তঃ-প্রবিষ্ট ভগবানের সংহননকারিণী শক্তিবশে প্রেরিত ও পরস্পরে মিলিত হইয়া, প্রধানগুণভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সমষ্টি ও ব্যষ্ট্যাত্মক অণ্ডরূপ শরীর সর্জ্জন করিল। ঐ অণ্ড সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অচেতন অবস্থায় জলরাশিমধ্যে শয়ান থাকিলে পর কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, সকলের জীবনদাতা পরমাত্মা অজীব অণ্ডকে চেতনাযুক্ত করেন। অনন্তর হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী সেই পরম পুরুষ সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র নয়ন, সহস্র বাহু, সহস্র উরু ও সহস্র চরণবিশিষ্ট হইয়া, অণ্ড ভেদ করতঃ তাহা হইতে নির্গত হইয়া, বহিঃস্থিত হয়েন। মনীষিগণ এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে যে পুরুষের কট্যাদি অধঃসপ্ত-অবয়ব দ্বারা অতলাদি অধঃ সপ্তলোক এবং জঘনাদি ঊর্দ্ধসপ্ত অবয়ব দ্বারা ভূরাদি ঊর্দ্ধ-সপ্তলোক

কল্পনা করেন, সেই মহেশ্বরের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদযুগল হইতে শূদ্রগণ জন্মলাভ করিয়াছে। কোন কোন মনীষী সপ্তলোক পক্ষাবলম্বনে বলেন, পরমেশ্বরের কটিদেশ পর্য্যন্ত পদদ্বয় দ্বারা পাতাল অবধি ভূর্লোক, নাভিদেশে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক, বক্ষঃস্থলে মহর্লোক, গ্রীবাদেশে জনলোক, ওষ্ঠদ্বয়ে তপোলোক ও মস্তক সকলে সত্যলোক কল্পিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-লোক সনাতন অর্থাৎ নিত্য, উহা সৃজ্য-প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তী নহে। যাঁহারা চতুর্দ্দশলোকবাদী, তাঁহারা মহেশ্বরের জঘনাদি ঊর্দ্ধ সপ্ত অবয়বে পূর্ব্বোক্ত ভূরাদি সপ্তলোক স্বীকার পূর্ব্বক কট্যাদি নিম্নতন সপ্ত অবয়বের মধ্যে কটিদেশে অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্‌ফদ্বয়ে মহাতল, পদযুগলে রসাতল এবং পাদতলে পাতাল কল্পনা করিয়া লোকময় পুরুষের সংস্থান বর্ণনা করেন এবং যাঁহারা ত্রিলোকবাদী, তাঁহাদিগের মতে উপাসকগণ শ্রীমন্ম-হেশ্বরের পদদ্বয়ে পাতালাদি সহিত ভূর্লোক, নাভিদেশে ভুবর্লোক এবং মস্তকপ্রদেশে স্বর্লোক কল্পনা করিয়া পরমেশ্বরসংস্থান বর্ণনা করিয়া থাকেন।

উপরিতন গ্রন্থে মায়াশক্তি সহিত পরমেশ্বর হইতে সূক্ষ্মভূতে-ন্দ্রিয়াদি কারণ সৃষ্টিকথন পূর্ব্বক স্থূল সমষ্টিভূত বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি প্রতিপাদিতা হইয়াছে। সগুণ পক্ষে সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের ব্রহ্মলোকস্থ সাধকগণের হিতের জন্য বাগ্‌বহ্ন্যাত্মাত্মক চিদংশভূত সর্ব্বাতিশায়ী যে নিত্য চিন্ময় রূপবিলাস কল্পিত হইয়াছে, বিরাট্ পুরুষের সহস্র আননাদি পূর্ব্বোক্ত মায়িক অহঙ্কারকার্য্যভূত বাগ্-বহ্ন্যাদি অবয়ব সকল সেই অদ্বিতীয় ভগবৎরূপবিলাসের বিভূতিমাত্র। অতএব পরমেশ্বরের কোন্ কোন্ অঙ্গ হইতে বিরাট্ পুরুষের কি কি অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই দেখাইতে হইবে। নচেৎ মহেশ্বরের মহিমার অপারতা সুন্দররূপে অনুভূতা হইবে না। সমষ্টি বৈরাজ পুরুষের এবং ব্যষ্টি বিশ্বচৈতন্যের বাগিন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বহ্নি সচ্চিদানন্দময় মহেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন;

গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দঃ তাঁহার ত্বগাদি সপ্তধাতু হইতে উৎপন্ন; দেবতাদিগের অন্ন হব্য, পিতৃলোকের অন্ন কব্য, হব্য ও কব্যের শেষ মনুষ্যদিগের অন্ন অমৃত, মধুরাদি ষড়্‌বিধরস, জিহ্বেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বরুণ তাঁহার জিহ্বা হইতে উৎপন্ন; তাঁহার দুই নাসা অস্মদাদির প্রাণ ও বায়ুর উত্তম ক্ষেত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ওষধিসকল, মোদ ও প্রমোদ অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষরূপ গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন; রূপ ও রূপপ্রকাশক তেজঃপদার্থসকল তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন; স্বর্গ ও সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্গোলকদ্বয় হইতে উৎপন্ন; দশদিক্ ও আগম সকল তাঁহার কর্ণবিবরদ্বয় হইতে উৎপন্ন; আকাশ ও শব্দ তাঁহার শ্রোত্রেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন; যাবতীয় বস্তুর সারাংশ অর্থাৎ শক্তি এবং সর্ব্ববিধ সুভগতা তাঁহার গাত্র হইতে উৎপন্ন; স্পর্শ বায়ু ও সর্ব্বযজ্ঞ তাঁহার ত্বক্ হইতে উৎপন্ন; সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতি অথবা যজ্ঞের সাধনভূত বৃক্ষসকল তাঁহার রোম হইতে উৎপন্ন; মেঘ সকল তাঁহার কেশ হইতে উৎপন্ন; বিদ্যুৎ তাঁহার মুখলোম হইতে উৎপন্ন; শিলা ও লৌহ সকল তাঁহার পাদ ও করনখর হইতে উৎপন্ন এবং পালনকর্ত্তা লোকপালগণ তাঁহার বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার পাদন্যাস ভূর্ভুবঃস্বর্গলোকের আশ্রয়; শ্রীমহেশ্বরের শ্রীচরণ ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধের রক্ষণ, শরণ অর্থাৎ ভয় হইতে রক্ষণ এবং সর্ব্ববিধ কাম ও বরের আস্পদ; জল, বীর্য্যসর্গ, পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্যমাণ জল, ও প্রজাপতি পরমেশ্বরের শিশ্ন হইতে উৎপন্ন; প্রজাত্যানন্দ অর্থাৎ সন্তানার্থ সম্ভোগজনিতা তাপশান্তি মহেশ্বরের উপস্থ হইতে উৎপন্না হইয়াছে। তাঁহার পায়ু অর্থাৎ গুহ্য ইন্দ্রিয় যম মিত্র ও পরিমোক্ষ অর্থাৎ মলত্যাগের আশ্রয়; তাঁহার পায়ু অর্থাৎ গুহ্যগোলক হিংসা অলক্ষ্মী মৃত্যু ও নরকের ক্ষেত্র; পরাভব অধর্ম্ম ও অজ্ঞান মহেশ্বরের পৃষ্ঠসম্ভূত; নদ ও নদী সমুদায় তাঁহার নাড়ী সকল হইতে সঞ্জাত এবং তাঁহার অস্থিসমূহ হইতে পর্ব্বত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। শম্ভুদেবের উদর অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান, রস অর্থাৎ অন্নাদিসার, সপ্তসিন্ধু ও

প্রাণিমাত্রের লয়স্থান; তাঁহার হৃদয় আমাদিগের মনঃ অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীরের আশ্রয়; ধর্ম্ম, ব্রহ্মা, নারদাদি দেবর্ষি, সনকাদি কুমারগণ, বিষ্ণু, শ্রীরুদ্র, বিজ্ঞান ও সত্ত্বের একমাত্র আধার শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের চিত্ত। এইরূপে শ্রীমহেশ্বরদেব হইতে এই অখিল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। কুণ্ডল যেমন সুবর্ণ হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ এই বিশ্ব পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। সেই পরমাত্মদেব সকলের নিয়ন্তা, সকলের প্রকাশক এবং নিত্যমুক্তস্বরূপ। তিনি এই বিশ্বকে নানারূপে পূর্ণ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে পুরুষ বলা যায়, পুরুষ হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, অতএব পুরুষ সর্ব্বাত্মক। ব্রহ্মা, নারদাদি দেবর্ষি, পালনকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু, সংহারকর্ত্তা শ্রীরুদ্র, সনকাদি কুমারগণ, সুর, অসুর, নর, নাগ, খগ, মৃগ ও সরীসৃপগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ, যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত ও উরগগণ, পশুগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, চারণগণ ও দ্রুমগণ, এতদ্ভিন্ন জল, স্থল ও অন্তরীক্ষবাসী বিবিধ জীব, তথা গ্রহ, নক্ষত্র, কেতু, তারা, তড়িৎ, ও স্তনয়িত্নু এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এ সমস্তই সেই পরমপুরুষের স্বরূপ, কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। প্রপঞ্চকারণ পরমেশ্বর উক্তরূপে সমগ্র বিশ্ব আবৃত করিয়া, বিশ্ব হইতে বিতস্তিপ্রমাণ অর্থাৎ দশ দশ গুণিত অঙ্গুলি-প্রমাণ দেশ অধিকরূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। যেরূপ প্রত্যক্ষ আদিত্য বা প্রসিদ্ধপ্রাণ আদিত্যমণ্ডল বা দেহান্তর্ভাগ জ্যোতির্বিকিরণ অথবা শ্বাস দ্বারা প্রকাশ ও প্রতাপযুক্ত করিয়া, বহির্ভাগ প্রকাশ ও প্রতাপযুক্ত করে, সেইরূপ পরমপুরুষ মহেশ্বর অন্তর্যামিরূপে বৈরাজ পুরুষকে জ্ঞানক্রিয়াদি শক্তিবিশিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বহির্ভাগে প্রকাশিত হন। তিনি সংসার-ভয়রহিত অমৃতের ঈশ্বর, ভোক্তা, ভোজয়িতা ও দাতা এবং তিনি মরণধর্ম্মক বৈষয়িক সুখ অতিক্রম করিয়াছেন। যিনি অমৃতভোজী, তাঁহার চণক-চর্ব্বণে রুচি হইতে পারে না সত্য, কিন্তু লৌকিক সঘৃতপায়সান্নভোজীরও কদাচিৎ চণকচর্ব্বণে প্রবৃত্তি দেখা যায়। সেইরূপ পরমেশ্বরও সর্ব্ব-যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভুরূপে বৈরাজ পুরুষকে অন্তরে নিয়মিত করেন।

পুনশ্চ স্বয়ং প্রপঞ্চ স্বরূপ হইয়াও যেহেতু তিনি সংসার-ভয়রহিত অমৃতের ঈশ্বর, অতএব সেই পরম পুরুষের মহিমা অপার।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকর্ত্তা পরমপিতা পরমেশ্বরের অপার বিভূতির কথা আমি আর কি বলিব? বেদ, সংহিতা, পুরাণ ও ইতিহাসাদি সমগ্র বাঙ্ময় শাস্ত্র অনন্তকাল ব্যাপিয়া, তাঁহার গুণগান করিয়াও অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। পৃথিবীর রেণু, আকাশের নক্ষত্র, বৃষ্যমাণ জলধারা, বৃক্ষলতানিচয়ের পত্র, মরুভূমির বালুকা ও সমুদ্রের তরঙ্গ প্রভৃতির যদি কেহ গণনা দ্বারা সংখ্যা নিরূপণ করিতে সমর্থ হন, তবে তিনিও শ্রীবিশ্বনাথের বীর্য্য গণনা করিতে পারেন না। আদিদেব অনন্তনাগ দশশত আননে গুণগান করিয়া যাঁহার গুণের পার অদ্যাপি প্রাপ্ত হন নাই, সনকাদি মুনিগণ, ব্রহ্মা আদি দেবগণ যে মহেশ্বরের মায়াশক্তির অন্ত জানিতে পারেন নাই, অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন পশ্চাৎ জাত জীবগণ তাঁহার মহিমার পার অবগত হইবে কিরূপে? যদি পরমেশ্বরের মাহাত্ম্যের অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে না পারা যায়, তবে তদ্বিষয়ে কোন কথা বলা চলে না। কারণ, জ্ঞাত বিষয়েই লোকের কথোপকথনপ্রবৃত্তি দেখা যায়। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা মহেশ্বরের মহিমা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন, অন্যথা তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভবপরা হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বজ্ঞ সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগেরও নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণের স্রষ্টা একমাত্র পরমপুরুষ মহেশ্বরই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অন্যান্য দেবগণের সর্ব্বজ্ঞতা আপেক্ষিকী। যদি সকল দেবতার নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করা যায়, তবে বিশ্বরাজ্য-পরিচালন-কার্য্যে নানারূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। একটী সাম্রাজ্যের দুই জন বা দশ জন সর্ব্বকর্তৃত্ব-সম্পন্ন সম্রাট্ থাকিলে, তাদৃশ বহুনায়ক রাজ্যের অকালে অনিষ্টাপাত অথবা সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই বিশ্বরাজ্যে নিরঙ্কুশ নিয়ন্তৃত্ব, নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা একমাত্র মহেশ্বর ভিন্ন,

অন্য কাহারও স্বীকার করা যায় না, যাইতে পারে না। অথবা সর্ব্বজ্ঞতা সদ্‌বিষয়িণী, অস্তিত্বসম্পন্ন পদার্থের অপরিজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞতার হানি ঘটিতে পারে; কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের সৌন্দর্য্যবিষয়িণী অপরিজ্ঞানতা নিবন্ধন যেমন কোন বিজ্ঞ জনের মূর্খতা প্রতিপাদিতা হয় না, সেইরূপ অপরিমেয়-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন মহেশ্বরের মহিমার সীমা না থাকা প্রযুক্ত ইয়ত্তার অপরিজ্ঞানে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইতে পারে না। যাঁহার উদরবিবরে অথবা প্রতি রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আকাশে খদ্যোতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর, কারণত্রয়ের কারণ মহেশ্বরের মহিমার অপারতা নিবন্ধন মাহাত্ম্য-স্তুতি নিতান্ত অসম্ভব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তুতি-সমর্থন

অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধিগৃণন্,
মমাপ্যেষঃ স্তোত্রে হর ! নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বরের স্তুতিনিরাকরণ পরিচ্ছেদে বৈদিকী সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আমূল আলোচনাবশে সূক্ষ্ম-মহত্তত্ত্ব-তন্মাত্রাদি-কারণসৃষ্টি-কথন-পূর্ব্বক প্রধান-গুণভাবাবলম্বনে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাধিষ্ঠিত পরমেশ্বর পুরুষস্বরূপে উপাসকগণের চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনার্থ শ্রীবিশ্বনাথের স্থূল রূপান্তর সহস্র ঊরু, অঙ্ঘ্রি, বাহু, অক্ষি, আনন ও মস্তকবিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি কথিতা হইয়াছে। অনন্তর উক্ত বিরাট্ পুরুষের পাদতলে পাতাল, পদযুগলে রসাতল, গুল্ফদ্বয়ে মহাতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, জানুদ্বয়ে সুতল, ঊরুদ্বয়ে বিতল, নিম্ন-কটিদেশে অতল, ঊর্দ্ধকটিদেশে ভূর্লোক, নাভিস্থলে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, উরোদেশে মহর্লোক, গ্রীবাদেশে জনলোক, ওষ্ঠদ্বয়ে তপোলোক এবং শিরোদেশে সত্যলোক কল্পনা করিয়া, মহাপুরুষের সংস্থানবর্ণন পুরঃসর অধ্যাত্মাদি-ভেদে পূর্ব্বোক্ত বিরাট্ বিভূতি পুরুষসূক্ত সাহায্যে দৃঢ়ীকৃতা হইয়াছে। যে পরমপুরুষ মহেশ্বর একাংশভূত পাদাবয়বে সর্ব্বভূত-বিধারণ করিয়া, লোকসমুদায়ে ফল-বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য শোকমোহপরিভূত ত্রিতাপ-তপ্ত মরণধর্ম্মক ত্রিলোক্যাদি অতিক্রম পূর্ব্বক ভূরাদি লোকত্রয়ের মূর্দ্ধাস্বরূপ মহর্ল্লোকের উপরিতন লোকত্রয়ে যথাক্রমে অমৃত অর্থাৎ মরণাভাব ক্ষেম অর্থাৎ রোগাদ্যভাব, অভয় অর্থাৎ পরস্পর হেতুক অথবা ভগবদপরাধহেতুক ভয়ের অভাব স্থাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় মর্ত্ত্যান্নমাত্রাত্মকত্বপ্রযুক্ত একপাদরূপ-ত্রিলোক কল্পান্তকালে প্রলয়াগ্নির সুতীব্র জ্বালামালায় দগ্ধীভূত হইলে তন্নির্গত প্রবল উষ্ম দ্বারা নিতান্ত পীড়িত ভৃগু আদি মহর্ষিগণ মহর্ল্লোক ক্রমমুক্তিস্থান

হইলেও তথায় অবিনাশী সুখ নাই জানিয়া, অক্ষেম দর্শন পূর্ব্বক ত্রিপাদমৃত-লাভাশয়ে ক্রমে, জনলোকে, তপোলোকে ও সত্যলোকে গমন পূর্ব্বক অবিনাশী সুখ, রোগশোকোপশান্তিরূপ পরম-ক্ষেম এবং মোক্ষরূপ অভয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুনরপি যে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ত্রিলোকীর বহিঃস্থ অমৃতাদিময় ভগবৎপাদত্রয়ে অপ্রজ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণ নির্ভয়ে নিবাস করেন, যাঁহার মানসেরও অচিন্তনীয় মহিমবশে অবৃহদ্ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যবিহীন গৃহমেধিগণ স্বকৃত-সুকৃত-ফল-ভোগার্থ স্বর্গাদি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া, অশেষবিধ স্বর্গীয় সুখভোগে আত্মচরিতার্থতা অনুভব করেন; যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে ভীত অন্তঃকরণে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, হুতাশন প্রভৃতি লোকপালগণ স্ব স্ব কার্য্য নিয়তকাল সপ্রণিধান সাধন করিতেছেন, সমুদ্রাদির হ্রাসবৃদ্ধি, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত, বৃক্ষাদি উদ্‌ভিজ্জের ফলাদি শস্যপ্রসব, গাভীর দুগ্ধ, মেঘের জল, পক্ষিগণের কলতান, বজ্রের কর্ণকঠোর গর্জ্জন, পুরুষের কাঠিন্য, কামিনীর কোমলতা, তাহাদের মিথুনীভাব ও সন্তানজননী শক্তি, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য ও তৎসাধনীভূত সুরাসুরভাববিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ান্তঃ-করণাদি বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই স্থিরচর-সুরনরাত্মক নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অখিল-লোকগুরু পরমকারুণিক পরমেশ্বর যদিচ বিশ্বাত্মক, যদিচ ত্রিপাদ অমৃতের ঈশ্বর এবং যদিচ অপার মহিমত্বপ্রযুক্ত নিরতিশয় স্তুতির অবিষয়, তথাপি তিনি সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অনন্ততা রক্ষার জন্য কথঞ্চিৎ স্তবনীয় না হইবেন কেন? যদি তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাদি হইতে মাদৃশ অল্পজ্ঞ জন পর্য্যন্ত সকলের সর্ব্বথা স্তবনীয় না হন, তবে তাঁহার মহিমা বিকশিত হইবে কিরূপে? তবে কি বাগিন্দ্রিয়-সৃষ্টির কোন সফলতা নাই? হায়! তবে কি দার্দ্দুরিকী জিহ্বার ন্যায় আমাদিগের জিহ্বা নিতান্ত অসতী অর্থাৎ অসচ্চরিত্রা স্ত্রীর ন্যায় সুকৃতসর্ব্বস্বের বিপ্লাবন হেতু নহে? তবে বিভুর কল্যাণময় গুণগানে অনন্ত বাঙ্ময় শাস্ত্রের বিশাল কলেবর পূর্ণ হইল কিরূপে? হইতে পারে, যাহাদিগের প্রতি শ্রীবিশ্বনাথ দয়া করেন নাই, তাহারা ভগবানের স্তুতি করিবার অনুপযুক্ত; কিন্তু যাহারা কপটতা পরিহার

পূর্ব্বক শ্রীবিশ্বনাথের শ্রীচরণে সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা উরুগায়-গুণোদার-গাথা গান করিবে না কেন ? যাঁহার গুণগানে গুণোর্ম্মি-চক্র প্রতিনিবৃত্ত হওয়ায় জ্ঞান ও চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে এবং মায়ারচিত-সর্ব্বভোগ্যবিষয়ে অসঙ্গ অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, কৈবল্য-সম্মত ভক্তিযোগপথে বিচরণকারী কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ-গুণগানে অনুরাগ বিসর্জ্জন করিতে পারে ? প্রতিদিন দিবাকর উদিত ও অস্তমিত হইয়া, প্রাণি-নিচয়ের আয়ুর্হরণ করিতেছেন জানিয়াও, জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৎপর কোন্ ব্যক্তি উত্তমশ্লোকবার্ত্তা পরিহার করিয়া, স্বীয় অমূল্য-জীবিত-কালের অপব্যবহার করিতে পারেন ? তরুগণ কি জীবন-ধারণ, অথবা ফল ও পুষ্প-প্রসব করে না ? ভস্ত্রার উদর-বিবর হইতে কি শ্বাস বিনির্গত হয় না ? পশুগণ কি মল-মূত্রত্যাগে ও আহার-বিহারে রত হয় না ? পশুগণের ন্যায় নরনিকরের আয়ুঃকাল কি আহার-বিহারের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ? যাহার কর্ণপথে কখনও শ্রীমন্মহেশ্বরের গুণকথাধ্বনি প্রবিষ্ট হয় নাই, তাদৃশ মানব গ্রাম্য-পশুগণের তুল্যত্ব পরিহার করিতে পারে কি? যাহারা অমেধ্য ভোজনে, দুঃখপ্রদ বিষয়কণ্টকের চর্ব্বণে ও পরকীয় ভারবহনে সর্ব্বদা নিরত, তাহারা কি সারমেয়, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের সমান নহে ? যাহারা কর্ণপুটে মহেশ্বরের উরুগুণবিক্রম শ্রবণ করে না, তাহাদের শ্রবণবিবর কি বৃথা ছিদ্রমাত্র, অথবা গ্রাম্য-বার্ত্তা-ভুজঙ্গ-গৃহতুল্য নহে ? ভগবান্ শ্রীবিশ্বনাথের কল্যাণময় গুণগানের জন্য যদি রসনেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি না হইয়া থাকে, তবে তাদৃশী কটকটভাষিণী ভেকজিহ্বার প্রয়োজন কি ?

পুনশ্চ ভগবচ্চৈতন্য-বিভাসিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমন্বিত এই মনোহর শরীরেন্দ্রিয়াদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? যদি পট্টবস্ত্র-বিরচিত উষ্ণীষ ও স্বর্ণকিরীটে মণ্ডিত মস্তক মহেশ্বরের মন্দিরদ্বারে প্রণত না হইয়া, নিয়ত ঐশ্বর্য্যস্ফীতধনি-নিকরের সেবা করে, তবে তাদৃশ উত্তমাঙ্গ শরীরভার অর্থাৎ সংসার-সাগরে প্রবিষ্ট ব্যক্তির অধিকতর নিমজ্জন-হেতুরূপে পরিগণিত হইবে না কেন ? যদি কাঞ্চন-কঙ্কণে বিভূষিত করদ্বয় মহেশ্বরের সপর্য্যা বা পরিচরণ হইতে বিরত হইয়া, অনবরত বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তবে

কি শবকরের সহিত পরিঘ-বিনিন্দিত স্বীয় বাহুযুগলের তুলনা অনুপযুক্তা হইবে? তথা বিকসিত রক্তোৎপলে উপমিত লোচন-যুগল মুনিমানস-মোহিনী অর্দ্ধনারীশ্বরময়ী মধুর-হরগৌরী-মূর্ত্তির মধুর-দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া, যদি সদাকাল কালরূপী বিষয়-সৌন্দর্য্য অবলোকনে অনুরক্ত হয়, তবে কি ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চন্দ্রচিহ্নের ন্যায় নয়নদ্বয়ের নিরর্থকতা উপলব্ধা হইবে না? অপিচ যে চরণযুগল শ্রীমন্মহেশ্বরের পদরেণু-রঞ্জিত লীলা-তীর্থ-ক্ষেত্রে বিচরণ করে না, মানবনিবহের বৃক্ষমূলতুল্য সেই চরণদ্বয় যমদূতগণ কর্ত্তৃক কুঠার দ্বারা নিশ্চিত ছিন্ন হইবে। স্বয়ং মরণধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু দ্বারা নিজ-অঙ্গসকল পবিত্র করে না, অথবা শ্রীমন্মহেশ্বরের পাদপদ্মে সংলগ্ন বিল্বপত্রের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া, অন্তরে অভিনন্দিত হয় না, সেই মানব জীবিত হইলেও শব-শরীরের ন্যায় নিন্দনীয়। যাঁহারা নির্ম্মৎসরতা বশতঃ উত্তমাধিকারী, শ্রীশিবশতসহস্রনাম-সংকীর্ত্তন-শ্রবণে তাঁহাদিগের হৃদয়ে নামমাধুর্য্য-রস অনুভূত হয়, নামমাধুর্য্যরসানুভব হইলে, হৃদয়ে বিক্রিয়া উপস্থিতা হয়, বিক্রিয়া অর্থাৎ সত্ত্বাভাস প্রযুক্ত হৃদয়ের দ্রবীভাব আবির্ভূত হইলে, ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি এবং ভগবদ্বসতিস্থলে প্রীতি, নেত্রে জল ও গাত্ররুহে হর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহারা উক্তরূপ গম্ভীর-মহানুভাব-ভগবদ্ভক্তবিলক্ষণ, তাহাদিগের ক্ষমা বিলুপ্তা হয়, ব্যর্থকাল-যাপনে ক্ষোভ সমুদিত হয় না, বিষয়-বৈরাগ্য বা নিরহঙ্কারিতা পলায়ন করে, আশা দুরারোহিণী হয়, বিষয়পিপাসা বর্দ্ধিতা হয় এবং নামগানে রুচি, ভগবদ্গুণবর্ণনে আসক্তি, তীর্থবিষয়ে অনুরাগ, নেত্রে প্রেমাশ্রু ও শরীর-রোমের হর্ষ দূরীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ ভগবদ্বিমুখ পাষণ্ড জনের হৃদয় পাষাণ বা লৌহ-বিনির্ম্মিত বলিলেও অত্যুক্তি হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ধর্ম্মময়, তপোময়, জ্ঞানময়, দানপর, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবেত্তা, মঙ্গলমূর্ত্তিগতক্লম, বিজ্ঞগণ যাঁহার কীর্ত্তন, শ্রবণ, স্মরণ, ঈক্ষণ, বন্দন, ও অর্হণ দ্বারা স্বীয় জন্মজন্মার্জ্জিত কল্মষরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীপতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধিপতি, লোকপতি,

ধরাপতি, সাধুপতি, শ্রীপার্ব্বতীপতির প্রসন্নতার জন্য পশুপতি-চরণ-যুগলের ধ্যান ও সমাধি-ধৌত-বুদ্ধি-সাহায্যে কবিগণ যথারুচি ভগবচ্চরণ-গুণগানে বিরত হইবেন কেন? কল্পাদিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়িণী স্মৃতির বিস্তার-সাধন পূর্ব্বক যে পরম-পুরুষ স্বীয় প্রেরণাবশে ব্রহ্মদেবের আনন-চতুষ্টয় হইতে বিভুগুণগাথাপূর্ণ-বেদবাণী-রূপা ভগবতী-সরস্বতী-দেবীর আবির্ভাব সাধন করিয়াছেন, মহাভূত-মাত্রা-সাহায্যে শরীরেন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া, স্তুতিকর্ত্তৃগণের হৃদয়-ভবনে অন্তর্যামিরূপে শয়নকারী সেই পরমেশ্বর ভক্তবৎসলতা-প্রযুক্ত ভক্তজনের হৃদয়োচ্ছ্বাস-সম্ভূত-শৃঙ্গার-করুণাদি-রস-শোভিতা, শ্রোতৃজনের আহ্লাদজননী, বিশ্বস্রষ্টার উদার-গুণ-গাথা-ময়ী স্তুতিবাণীর আবির্ভাব-সাধন করিবেন না কেন?

নাভিরূপ মূলাধার হইতে প্রথম উদিত তারাখ্যবর্ণরূপ নাদ পরা নামে অভিহিত হয়। অনন্তর হৃদয় অর্থাৎ চিত্তগত উক্ত নাদ পশ্যন্তী নামে অভিহিত হয় এবং বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মধ্যম ও বক্ত্রে বৈখরী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনশ্চ শব্দোচ্চারণে ইচ্ছুক মানবের সুষুম্নাবদ্ধ ঐ নাদ পবন-প্রেরিত হইয়া ক্রমে বর্ণরূপে পরিণত হয়। অথবা শব্দনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বৈখরী, শ্রুতিগোচর পর্য্যন্ত মধ্যমা, অর্থদ্যোতন পর্য্যন্ত পশ্যন্তী এবং সার-সূক্ষ্মার্থ-প্রকাশন পর্য্যন্ত অনপায়িনী বাক্ চতুর্দ্ধা বিভক্তা হইয়াছে। রোদনেচ্ছু জন্তুর রোদন-সময়ে নাসামধ্যস্থিত-সুষুম্না নাড়ী দ্বারা বদ্ধ নাদ-স্বরূপের যথাকথঞ্চিৎ নাসা দ্বারা প্রত্যক্ষ সাধিত হয় এবং বৈখরী-দশা-পন্ন নাদ হইতে পবনপ্রেরিত-বর্ণ-সমূহ বহির্দেশে সকলের প্রত্যক্ষ-বিষয়তা প্রাপ্ত হয়। পরা ও পশ্যন্তী-দশাপন্ন নাদ কেবল যোগিগণেরই প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত, সকলের নহে। বর্ণ, শব্দ, পদ ও পদসমূহাত্মক বাক্যের উচ্চারণ-সাধন বাগিন্দ্রিয়ের শাস্ত্রমুখে যথাশ্রুত ভগবদ্গুণকীর্ত্তন পরম-লাভ। সুশ্লোকমৌলির গুণবাদ দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের অপবিত্রতা দূরীভূতা হয়, বিদ্বজ্জন-কথিতভগবৎকথা-সুধারসাস্বাদনে শ্রবণযুগলের সার্থকতা সম্পাদিতা হয়। অতএব সুরাসুর-ভাববিশিষ্ট-সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির অসুর-ভাব অর্থাৎ পাপাসঙ্গ-পরিহার পূর্ব্বক দেবভাব অর্থাৎ শাস্ত্রার্থবিষয়ক

বিবেক-জ্যোতিঃসাহায্যে উদ্ভাসিত সাত্ত্বিক-ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য-বিষয়-সমূহে বৈরাগ্য, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মোক্ষেচ্ছা-বিষয়ে নিয়ত অনুশীলন-বর্দ্ধন, প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

আবহমান কাল হইতে দেবাসুর-সংগ্রাম-গাথা লৌকিক, পৌরাণিক ও বৈদিক-সমাজে শুনিতে পাওয়া যায়। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুবধ, তারকাসুরবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ, শম্বর-বধ, রাবণ-বধ, অন্ধকবধ, জালন্ধর-বধ ও ত্রিপুরবধাদি অসুরবধ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, দেবগণ জয়মাল্য-ধারণ পূর্ব্বক নিষ্কণ্টক স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন জানিয়া, আমরাও নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে স্ব স্ব ভাগ্যলব্ধ-বিষয়-ভোগে রত রহিয়াছি। কিন্তু হায়! আমরা ভ্রমেও একবার ভাবিয়া দেখি না যে, আমাদের শরীর-রূপ-স্বর্গরাজ্য দেবনিকেতনের স্থলে মর্কটগণের ক্রীড়া-কাননে, এবং পত্র, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, কুঞ্জকানন, মৃগ, পক্ষী, সরিৎ ও সরোবর-শোভিত তপোবন মরু-প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। যজ্ঞার্থ পশু-বধ অন্তর্হিত হইয়াছে, শরীর-মাংস-বৃদ্ধির জন্য প্রত্যহ বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, অস্তেয় দূরে বিদূরে পলায়িত, স্তৈন্য সন্নিহিত, পরদার-সংরক্ষণ অন্তর্হিত ও পরদারধর্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে। সত্যের স্থলে অসত্য প্রলাপ, মাধুর্য্যের স্থলে পারুষ্য, সরলতা বা মৃদুতার স্থলে খলতা, বা কাঠিন্য ও ঋতস্থলে মিথ্যা রাজত্ব করিতেছে। পরদ্রব্যে নিস্পৃহতা লুপ্তা, আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রণেচ্ছা বলবতী, সর্ব্বজীবে দয়া বা হৃদ্যতা অস্তমিতা; অমিত্রতা বা নির্দ্দয়তা প্রকটিতা, কর্ম্মফল-স্বর্গনরকে অস্তিত্ব-বিশ্বাস বিনষ্ট ও অবিশ্বাস প্রবল হইয়াছে। শাস্ত্রা-পেক্ষা ব্যতীত স্বভাববশে প্রবর্ত্তমান স্বাভাবিক তমঃ-আত্মক ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ অসুরগণ উপাসক-শরীরে অবস্থিত শাস্ত্রোদ্ভাসিত করণাবস্থ সত্ত্বাত্মক ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ দেবগণের সহিত পরস্পর-বিষয়াপহার-লক্ষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, অহিংসা, অস্তেয়, আর্ত্তত্রাণ, সত্যভাষণ, মাধুর্য্য ও সরলতা প্রভৃতি সাত্ত্বিকধর্ম্মাচরণাদিরূপ দৈব বিষয়-সকল বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া, দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছে। শ্রেয়োর্থী

দেবগণ পাপের বিনিবৃত্তি, বিবেক-বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি ও সিদ্ধির জন্য প্রতিদিন অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াও বিজয়লাভে সমর্থ হইতেছেন না। উক্তরূপে প্রতিদেহে অনাদিকাল-প্রবৃত্ত দেবাসুর-সংগ্রাম চলিতেছে। বর্ণিত দেবাসুর-সংগ্রামের প্রধান নায়ক অনাদি অবিদ্যা-কামকর্ম্মবীজ-বাসনাবাসিত পঞ্চভূমিক চিত্ত। নির্ম্মলসত্ত্বপরিণামরূপ চিত্তের অঙ্গাঙ্গিভাব-পরিণতিরূপ বৃত্তিসকলের মধ্যে যখন রজোগুণের প্রবল উদ্রেকবশে অত্যন্ত অস্থিরতা-নিবন্ধন সন্নিহিত, অথবা ব্যবহিত, বিকল্পিতবাহ্যসুখ-দুঃখ-বিষয়িণী বৃত্তি উৎপন্না হয়, তৎকালে চিত্তের ক্ষিপ্ততা, অর্থাৎ দৈত্যদানবাদিভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে। যখন তমোগুণের প্রবল উদ্রেকবশে কৃত্যাকৃত্যবিভাগগণনা না করিয়া, কাম-ক্রোধ-লোভাদি-পরিভূত অবস্থায় বিরুদ্ধকৃত্যমাত্রে বৃত্তি উৎপন্না হয়, তৎকালে চিত্তের মূঢ়তা, অর্থাৎ রক্ষঃ-পিশাচ-ভাব আবির্ভূত হয়। পুনশ্চ যখন সত্ত্বগুণের সমুদ্রেকবশে বিশেষতঃ দুঃখ-সাধন-পরিহার-পূর্ব্বক সুখসাধন-শব্দাদি-বিষয়ে অথবা শান্তিসাধন-স্তুতি-জপ-শম-দম-জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বিষয়ে বৃত্তি উৎপন্না হয়, তৎকালে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা অর্থাৎ দেবভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে। দুর্জ্জন যেমন সজ্জনের সহবাস ভালবাসে না, সেইরূপ দৈত্য-দানব-রক্ষঃ-পিশাচগণ দেবতার আবির্ভাব ইচ্ছা করে না; সুতরাং পরস্পরে বিবাদ সংঘটিত হয়। দুর্জ্জনের নিকটে সুজনের লাঞ্ছনা অপরিহার্য্যা, অতএব দেবাসুরসংগ্রামে অসুরগণ-কর্ত্তৃক দেবগণ বারম্বার পরাভূত, ক্ষতবিক্ষত এবং মৃতপ্রায় হইয়াছেন।

শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে ব্রহ্মবর্চ্চসকামী মানব বেদপতি ব্রহ্মার, ইন্দ্রিয়ের পটুতাকামী ইন্দ্রের, প্রজাকামী দক্ষাদি প্রজাপতির, শ্রীকামী দেবী দুর্গার, তেজস্কামী অগ্নির, বসুকামী অষ্টবসুর, বীর্য্যকামী একাদশ রুদ্রের, ভক্ষ্যভোজ্যকামী অদিতির, স্বর্গকামী অদিতিপুত্রগণের, রাজ্য অর্থাৎ রাজকীয় কর্ম্মকামী বিশ্বদেবগণের, দেশস্থপ্রজাগণের স্বাধীনতাকামী সাধ্যগণের, আয়ুস্কামী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, পুষ্টিকামী পৃথ্বী দেবীর, প্রতিষ্ঠাকামী লোকমাতার, রূপকামী গন্ধর্ব্বগণের, স্ত্রীকামী উর্ব্বশীর, সকলের প্রতি আধিপত্যকামী পরমেষ্ঠীর, যশস্কামী শ্রীবিষ্ণুর,

কোষকামী প্রচেতার, বিদ্যাকামী শ্রীগিরিশদেবের, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রণয়কামী শ্রীমতী উমাসতীর, ধর্ম্মার্থকামী উত্তমশ্লোক অর্থাৎ শ্রীনলরামযুধিষ্ঠিরাদি পুণ্যজনের অথবা শ্রীবিষ্ণুর, সন্তানকামী পিতৃগণের, রক্ষা বা বাধানিবৃত্তিকামী পুণ্যজন অর্থাৎ যক্ষগণের, ওজঃ অর্থাৎ বলকামী মরুদ্‌গণ অর্থাৎ দেবসমুদায়ের, রাজ্য অর্থাৎ রাজত্বকামী মন্বন্তরাধিপ দেবগণের, অভিচার অর্থাৎ শত্রুমরণকামী নির্ঋতি অর্থাৎ রাক্ষসগণের, কামকামী অর্থাৎ ভোগেচ্ছু সোমদেবের, এবং বৈরাগ্যকামী মানব পরমপুরুষ অর্থাৎ প্রকৃত্যোপাধিক ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অকামী অর্থাৎ শ্রীপরমেশ্বরদেবের একান্ত ভক্ত, অথবা উক্তানুক্ত সর্ব্বকামী, কিম্বা উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মোক্ষকামী মানবপ্রবর তীব্র-ভক্তিযোগ-সহকারে ভজনীয়-পদাম্বুজ শ্রীপরমেশ্বরের শ্রীচরণ-স্মরণ-সুখার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, "হে নাথ! সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে স্বীয়-কর্ম্মফল-নির্দ্দিষ্ট যে কোন যোনি প্রাপ্ত হই না কেন, যাহাতে তোমার চরণাব্জ-যুগলের স্মৃতি ক্ষণকালের জন্যও বিরত না হয়, তাদৃশ উপায়োপদেশ পুরঃসর দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্মে সংসরণ-পরায়ণ মাদৃশ জীবের যাহাতে ভগবচ্চরণরতি সুদৃঢ়া হয়, অতিশয়শূন্য অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপে চিত্ত বিশ্রান্ত হয়, পুনশ্চ ভগবদাশ্রিত ভক্ত মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিতে সমর্থ হয়, এরূপ অনুগ্রহ-প্রদর্শনে ভক্তবৎসলতার পরিচয় প্রদানে পাপমলিন-মাদৃশ জীবের সংসার-সন্তাপ দূর কর" ইত্যাদি প্রার্থনা পুরঃসর সর্ব্বকামনা-রহিত অন্তঃকরণে নিরুপাধিক-পূর্ণ-পরম-পুরুষের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, স্বাভাবিক তমঃ-আত্মক অসুরগণের পাপ্মা অর্থাৎ অধর্ম্মাসঙ্গরূপ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ মৃতকল্প জ্যোতির্ম্ময় নাসিক্য-প্রাণাদিরূপ আমাদিগের শরীরে আশ্রিত দেবগণের উদ্ধারসাধনার্থ পাপ অজ্ঞান-দূরীকরণার্থ উপরি-উক্ত নিয়মানুসরণে "বিদ্যাকামস্তু গিরিশং" বিদ্যাকামী হইয়া, শ্রীগিরিশদেবের শ্রীচরণ আরাধনায় অকপট অন্তঃকরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়া কি আমাদিগের একান্ত সমুচিত নহে? আমরা যদিচ নির্গুণ উপাসনায়, নিষ্কাম সাধনায়, উত্তমব্রহ্মসদ্ভাবে, অথবা পূর্ব্ববর্ণিত-বিশাল-বিরাট-বিশ্বব্যাপী

লোকময়-মহাপুরুষের সংস্থান-ধ্যানে সমর্থ, বা উপযুক্ত না হই, তথাপি সাধুকর্ম্মানুষ্ঠানফলে আমরা শাস্ত্রীয় অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইব কেন? বহির্ম্মুখে পরিণতিরূপ-বৃত্তিসকলের বিচ্ছেদ-সাধন-পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখ-পরিণাম-সম্পাদন দ্বারা প্রতিলোম-পরিণতিক্রমে চিত্তবৃত্তির স্বকারণে লয়রূপ নিরোধ অবস্থা-সম্পাদনে অসমর্থ মন্দাধিকারিগণের জন্য শাস্ত্র-স্তুতি ও জপভাবের বিধান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে চিত্তের একাগ্রতা-সাধন-উদ্দেশ্যে সুরবিরোধী দুষ্ট-দানবদলের দলনার্থ স্তুতি ও জপবিষয়ক শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে স্বীয় অভীষ্ট দেবতার অপার মহিমার আংশিক গুণকথনরূপ স্তবনে প্রবৃত্ত হইয়া, যে কোন স্তোতা যদি জনসমাজে নিন্দনীয় না হন, প্রত্যুত যদি ব্রহ্মাদি স্তাবকবৃন্দের শ্রম ও স্তুতিরূপ বাক্য সকলের পারবেত্তা অর্থাৎ স্তুতিগতগুণদোষবিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব স্বমতিপরিণামাবধি বা নিজ বুদ্ধি-পরিপাক অর্থাৎ মতি-বিষয়তার সীমা অতিক্রম না করিয়া, স্তবনে প্রবৃত্ত স্তোতার আভিমুখ্যে সম্ভাষণ অর্থাৎ স্তুতিফল প্রদান দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তবে দেব-তান্তরীয় অনল্প ও অনুরূপ স্তবনে পরাঙ্মুখ মাদৃশ-জনের স্তুতিবাণী তদ্বিষয়ে অবসন্না, অল্পীয়সী, অসদৃশী ও অননুরূপা হইলেও শ্রীমদ্বিশ্ব-নাথের করুণাকটাক্ষপাতে পূত আমাদিগের স্তোত্রবিষয়ক এই পরিকর আরম্ভ অর্থাৎ নমস্কারাদিপ্রবন্ধ নিরপবাদ অর্থাৎ অখণ্ডনীয় অনিন্দ-নীয় দূষণশূন্য হইবে না কেন? অতএব যাঁহার অনন্ত-গুণালঙ্কারে অল-ঙ্কৃত শ্রীশিবময়মহিমার বিকাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে স্থিরচরসুরনরাত্মক এই নিখিল-বিশ্বসংসার ঐশ্বর্য্যশক্তির একপাদ মাত্রে পরিগণিত হওয়ায় এবং চতুরানন বিরিঞ্চিদেব, বিষ্ণু, হরি, প্রজাপতি দক্ষ, প্রজানাথ ব্রহ্মা, শ্রীমতী উমা দেবী, দেবাসুরদুর্নিবার কামদেব, অর্ক, সোম, পবন ও হুতবহাদি দেবগণ স্তুতিবিষয়ে উপসর্জ্জনভাব ভজনা করায়, সমগ্র-জগৎ শিবময় প্রতীত হয়, তাদৃশ সর্ব্বাত্মক সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বর হইতে অন্য স্তবনীয় কিম্বা নমস্য দেবান্তরসদ্ভাব না থাকায় অদ্বিতীয় শ্রীমন্মহেশ্বর দেবই যে একমাত্র সর্ব্বদা সকলের সেব্য, স্তবনীয় ও নমস্যতর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ভক্তপাঠকগণ! আসুন আমরা অসন্দিগ্ধ-

মানসে সকলে একসঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া অনুরাগাতিশয়সহকারে নিজ নিজ হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপিত শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দযুগলের মঙ্গলময় স্মরণ-রূপ সন্নিধিফলক মাহাত্ম্য-গুণগানে অগ্রসর হই। আমরা যদিচ অযোগ্য, তথাপি শ্রীমন্মহেশ্বরের ভক্তবাৎসল্যবায়ুবশে অপার করুণামৃত-সাগর হইতে সমাগত একটীমাত্র করুণামৃতকণা লাভ করিতে পারিলেই যে আমরা নিরতিশয় চরিতার্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হইব, তদ্বিষয়ে কিছু-মাত্রও সন্দেহ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্তুত্যনর্হতা

"অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো-
রতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ?"

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে শ্রীমদ্বিশ্বনাথের স্তুতি-সমর্থনে যথোচিত প্রযত্ন অবলম্বিত হইয়াছে; পরন্তু সিকতাময়দেশে সেতু-নির্ম্মাণ-প্রযত্নের ন্যায় উক্ত স্তুতিসমর্থন-প্রযত্ন এক্ষণে নিষ্ফল প্রতিভাত হইতেছে। কারণ, শ্রীবিশ্বনাথ কখনও কাহারও স্তুতিযোগ্য হইতে পারেন না। যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী-দেবতা অন্তরে বর্ত্তমান যে বিশ্বনাথকে অবগত নহেন; পৃথিবী যাঁহার শরীর অর্থাৎ পৃথিবী-দেবতার স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত কার্য্যকরণ দ্বারা যিনি শরীরাদি-বিশিষ্ট, অথচ পরার্থকর্ত্তব্যতাস্বভাবত্ব-প্রযুক্ত পরকীয়-কার্য্যকরণে শরীরযুক্ত হইয়াও স্বীয় কর্ম্মের অভাববশে যিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ; যে পরমেশ্বর-চৈতন্যের সন্নিধিমাত্রে দেবতাগণেরও শরীরেন্দ্রিয়াদি নিয়মিতরূপে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভজনা করে; যে মহেশ্বর পৃথিবী-দেবতার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া পৃথিবী-দেবতাকে ভূতধারণ-কার্য্যে নিয়মিতা করেন, তোমার, আমার ও সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা সেই অন্তর্যামী দেব সর্ব্ব-সংসারধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া কিরূপে স্তবনীয় হইতে পারেন? যিনি জলে, অনলে, অন্তরিক্ষে, পবনে, স্বর্গে, আদিত্যে, দশদিক্‌চক্রে, চন্দ্রতারকে, আকাশে, আবরণাত্মক বাহ্য অন্ধকারে, অন্ধকার-বিপরীত প্রকাশসামান্যস্বভাব তেজঃপদার্থে, তথা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতমাত্রে, পুনশ্চ প্রাণবায়ু সহিত ঘ্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক্, বিজ্ঞান ও জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত, অথচ অধিদৈব, অধিভূত ও অধ্যাত্মভেদ ভিন্ন ঐ সকল পদার্থ যাঁহাকে অবগত নহে, পুনশ্চ ঐ সকল পদার্থ যাঁহার শরীর, অথচ যে পরমেশ্বরের সন্নিধিমাত্রে

ঐ সকল পদার্থ নিয়মিত হইয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভজনা করে, তোমার, আমার ও সর্ব্বপদার্থের নিয়ন্তা সেই সর্ব্বান্তর্যামী দেবপ্রবর সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া, তোমার, আমার ও অন্যের কিরূপে স্তবনীয় হইতে পারেন ? প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাভাগ পৃথিব্যাদি-দেবতাগণ স্বীয় শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত নিয়ামক অন্তর্যামী দেবপ্রবরকে মনুষ্যাদির ন্যায় কি কারণে অবগত হইতে সমর্থ নহেন ? উক্ত প্রশ্নের প্রতিবচন এই যে, শ্রীবিশ্বনাথ অদৃষ্ট, অর্থাৎ কাহারও চক্ষুর্দর্শনের বিষয়ীভূত নহেন, পরন্তু সকলের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে সন্নিহিত হওয়ায় দৃশিস্বরূপ দ্রষ্টামাত্র, তথা অশ্রুত, অর্থাৎ কাহারও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়তা প্রাপ্ত না হইয়াও স্বয়ং অলুপ্তশ্রবণশক্তি এবং সকল-শ্রোত্র-প্রদেশে সন্নিহিততা-নিবন্ধন শ্রোতা, তথা অমত, অর্থাৎ মনঃসঙ্কল্পবিষয়তার অতীত। তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুমাত্রেই সকল লোক সঙ্কল্প এবং বিকল্প করিয়া থাকে ; পরন্তু অদৃষ্ট ও অশ্রুত বস্তুবিষয়ে কাহারও কোনরূপ সঙ্কল্প বা বিকল্প হইতে পারে না। শ্রীবিশ্বনাথ দৃষ্ট ও শ্রুত নহেন ; সুতরাং সঙ্কল্প ও বিকল্পের অতীত হইয়াও অলুপ্ত-মনন-শক্তি-সম্পন্ন ও সকল মনের সন্নিহিততা প্রযুক্ত মন্তা, তথা অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ রূপাদি-বৎ, অথবা সুখাদিবৎ নিশ্চয়বিষয়তা প্রাপ্ত না হইয়াও, অলুপ্ত-বিজ্ঞান-শক্তিত্ব ও বিজ্ঞান-সন্নিহিততা প্রযুক্ত বিজ্ঞাতা। অতএব উক্তরূপ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীমন্মহেশ্বরদেব হইতে অন্য দ্রষ্টা, অন্য শ্রোতা, অন্য মন্তা, বা অন্য বিজ্ঞাতা না থাকা প্রযুক্ত শ্রীবিশ্বনাথই একমাত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা। যিনি দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত নহেন, তাদৃশ আত্মভূত অন্তর্যামী শ্রীবিশ্বনাথ অদৃষ্ট, অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত হইয়া, সর্ব্ব-সংসারধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া এবং সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হইয়া, কিরূপে তোমার, আমার ও অন্যের স্তুতির বিষয় হইতে পারেন ?

পুনশ্চ, যিনি দৃশ্য অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয় সকলের গম্য নহেন, গ্রাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের বিষয় নহেন, যাঁহার গোত্র অর্থাৎ বংশ, অন্বয়, বা মূল উপলব্ধ হয় না, বর্ণনার বিষয়ীভূত-দ্রব্যধর্ম্ম-স্থূলত্বাদি, অথবা

শুক্লত্বাদি যাঁহার বিদ্যমান নাই, যিনি নাম ও রূপ-বিষয়ক শ্রোত্র এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিরহিত, যাঁহার হস্ত-পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অভাব শ্রুতি-শাস্ত্রে পরিশ্রুত হইতেছে, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি মহা-প্রভাব-সম্পন্ন দেবগণ যাঁহার তত্ত্বাধিগমে সমর্থ নহেন, যিনি তর্কের অতীত, অপিচ মনঃ, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার ইচ্ছা-মাত্রে প্রেষিত হইয়া, স্ব স্ব বিষয়-নির্দ্ধারণে সমর্থ হয়, যিনি শব্দশ্রবণের সাধন শব্দাভিব্যঞ্জক শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনঃ, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষুঃ, যিনি শ্রোত্রাদির আত্মভূত ও ব্রহ্মস্বরূপ, সেই মহেশ্বরে বাগিন্দ্রিয় গমন করিতে পারে না, চক্ষুরিন্দ্রিয় গমন করিতে পারে না, মনঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণ সঙ্কল্প অধ্যবসায়াদি দ্বারা যাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, তাদৃশ ব্রহ্মভূত মহেশ্বরকে আমরা কিরূপে অবগত হইতে, অথবা স্তুতি করিতে সমর্থ হইব? কারণ, গোচরীভূতবস্তু জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও বিশেষণ-দ্বারা আচার্য্যগণ শিষ্যবৃন্দকে উপদেশ করিতে সমর্থ হন। যিনি জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও বিশেষণ-বর্জ্জিত, আচার্য্যগণ তাদৃশ বস্তুর উপদেশ করিবেন কিরূপে? যিনি বিদিত অর্থাৎ বিদি-ক্রিয়ার কর্ম্মভূত-নামরূপাত্মক-ব্যাকৃত-পদার্থ হইতে ভিন্ন, তথা অবিদিত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিদিত-বিপরীত, অবিদ্যা-লক্ষণ-ব্যাকৃতবীজস্বরূপ অব্যাকৃত হইতে পৃথক্, অর্থাৎ হেয়োপাদেয়-বিলক্ষণ, তাদৃশ আত্মস্বরূপ মহেশ্বর কিরূপে তোমার, আমার ও অন্যের স্তুতির বিষয়ীভূত হইবেন? যিনি বাগিন্দ্রিয়ের প্রকাশক, অথচ বাগিন্দ্রিয় যাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, কামাদিবৃত্তিবিশিষ্ট মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও প্রাণ যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, পরন্তু ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-গ্রামের বিষয়তা-পথ অতিক্রম করিয়া যিনি অবস্থিত, যিনি অচল-স্বভাবে অব-স্থিত হইয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান অবস্থায় যিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মদ, অমদ, হর্ষ, অহর্ষাদি-বিরুদ্ধ-স্বভাব-বিশিষ্ট আত্মদেবকে অবগত হইতে সমর্থ? অনেকবেদার্থস্বীকাররূপ প্রবচন, গ্রন্থার্থধারণা-শক্তিরূপা মেধা ও কেবল বহুশ্রুত দ্বারা যাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না, সর্ব্বভূতের হৃদয়-গুহায় গূঢ় অর্থাৎ অপ্রকাশিত

রূপে অবস্থিত, তাদৃশ পরমাত্মদেবকে স্বাভাবিক-শব্দাদি-পরাগ্-বিষয়-মাত্রে প্রবৃত্তি-সম্পন্ন শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ করিতে পারে না। নির্দ্দেশের অবিষয়ীভূত যে আত্মবিজ্ঞান-সুখরূপ-পরমপুরুষকে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নিদেব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন, বাক্য ও মনের অগোচর সেই মহেশ্বরদেব কাহারও স্তুত্য হইতে পারেন না।

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি অনন্তত্ব ও নির্ধর্ম্মকত্ব-প্রযুক্ত মহেশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ মহিমা সর্ব্বথা বাক্য ও মনের অতীত হয় এবং বাক্য মনের সহিত তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবে অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্যের অবিসংবাদিত প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কিরূপে? শ্রীমন্মহেশ্বরের শ্রীমুখ-নির্গত বেদ-চতুষ্টয় একমাত্র শ্রীমন্মহেশ্বরের গুণগানে পূর্ণ রহিয়াছে। বিদ্বজ্জনসমাজ একমাত্র সেই পরমপুরুষের অনুগ্রহলাভের জন্য বৈদিকক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পৌরাণিক, অথবা স্মৃত্যাদি-সম্মত যে কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রসন্নতা বা সন্তোষসাধনার্থ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি পরমেশ্বরদেব উপায়-সকলের মধ্যে যে কোন উপায় অবলম্বনে কোনরূপে মানব-নিবহের বোধগম না হন, তবে তাঁহার ধ্যেয়ত্ব, উপাস্যত্ব, পূজ্যত্ব ও শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? যদি সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রামের ও অন্তঃকরণের সর্ব্বথা অবিষয়তা-নিবন্ধন শ্রীপরমাত্মদেবের ধ্যেয়ত্ব, উপাস্যত্ব, বেদৈকসমধিগম্যত্ব ও পূজ্যত্বাদি-বিষয় সকল অপহৃত হয়, তবে বিষয়াপহার প্রযুক্ত বিষয়-বিহীন-শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রের সুতরাং অপ্রামাণ্য আপতিত হইবে না কেন? এবম্বিধ প্রশ্নসকল উপস্থাপিত করিয়া, শাস্ত্রকারগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাস্তাবিক পক্ষে শ্রীমন্মহেশ্বরের অচিন্তনীয়-চিন্ময়-রূপ শাস্ত্রের, মনের ও বাক্যের অবিষয়। পরন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত চরমদেহে সাক্ষাৎকারাত্মক-জীবব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক-বিজ্ঞান সমুদিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের বিনিবৃত্তি না হওয়ায়, অবিদ্যাধিকারে সংসারাবস্থায় নামরূপাত্মক-দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অহং, মম ইত্যাদি অভিমান-বিশিষ্ট অবিদ্যাবান্ প্রমাতা অর্থাৎ জীবের আশ্রয়ে আত্মা ও অনাত্মপদার্থের পরস্পর

অবিবেক-পুরস্কারে সর্ব্ববিধ প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার এবং লৌকিক-বৈদিক-বিদ্বজ্জন-সমাজ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ, নামরূপাত্মক-দেহেন্দ্রিয়াদি-বিষয়ে অহং, বা মম এতাদৃশ অভিমান-রহিত পুরুষের প্রমাতৃত্ব সম্ভবপর না হওয়ায়, প্রমাণ-প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। পুনশ্চ মমতাস্পদীভূত-ইন্দ্রিয়াদিকে সাধনরূপে গ্রহণ না করিয়া, প্রত্যক্ষাদি-প্রযুক্ত দ্রষ্টা, অনুমাতা, অথবা শ্রোতা ইত্যাদিরূপ-ব্যবহার নিতান্ত অসম্ভব। অন্ধ, বা বধিরজনের নেত্রে বা শ্রোত্রে মমকারাভাববশতঃ আমি দ্রষ্টা, বা আমি শ্রোতা, এতাদৃশ ব্যবহার দেখা যায় না। অপিচ ইন্দ্রিয় সকলের ব্যবহার-সম্পাদনার্থ অবশ্য-স্বীকার্য্য আশ্রয়স্বরূপ দেহে আত্মভাব আরোপিত না করিয়া, কেহ কোনরূপ ব্যাপারানুষ্ঠানে অগ্রসর হইতেই পারেন না; এবং দেহেন্দ্রিয়ের ও দেহেন্দ্রিয়ধর্ম্মের আরোপ ব্যতীত অসঙ্গ আত্মচৈতন্যের প্রমাতৃত্ব, অর্থাৎ প্রমা, বা যথার্থ জ্ঞানের আশ্রয়তা উপপন্না হয় না। পুনশ্চ প্রমাতৃত্ব-বিনা সতত-বিমুক্ত অসঙ্গ আত্মচৈতন্যের প্রমাণ প্রবৃত্তি সুদূরপরাহতা। অতএব অসঙ্গ আত্মচৈতন্যের প্রমাতৃত্বাদি-ব্যবহার-সম্পাদনার্থ দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অহং বা মমকারাধ্যাস অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, আত্মপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাক্‌কালে দেহে আত্মত্বনিশ্চয় অর্থাৎ অহং গৌর, অহং কৃশ, অহং স্থূল ইত্যাদি-প্রতীতি-সাক্ষিক দেহাত্মপ্রত্যয় যেমন প্রমাণরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ ব্যবহার-কালে অবিদ্যাবান্ প্রমাতার আশ্রয়ে সর্ব্ব-প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার এবং বিধি-প্রতিষেধ ও মোক্ষপর বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্র স্ব-স্ব-বিষয়-সমর্পণ দ্বারা কথঞ্চিৎ চকিত অন্তরে শ্রীমন্মহেশ্বরের ধ্যেয়ত্ব, পূজ্যত্ব ও উপাস্যত্ব সমর্থন-পূর্ব্বক ব্যবহার-তত্ত্বাবেদক প্রামাণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ বিষয়ে বলিবার কথা অনেক; কিন্তু সে সকল কথার অবতারণা এখানে প্রসঙ্গ-সঙ্গতা ও রুচিকরী হইবে না ভাবিয়া, আবশ্যকীয়-বক্তব্য-মাত্র বিবৃত করিয়া, বিরত হইতেছি।

পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না যে, উপরি-উক্তরূপে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বেদবাণী নিরাপৎ হইলেন। বেদবাণীর গতি

অন্যত্র অপ্রতিহতা হইলেও শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের মহিমার বিকাশ-অবসরে বেদাদি শাস্ত্র-সকল ভীতিভাব-পরিহার করিতে সমর্থ নহেন। কারণ, বেদ-শাস্ত্রে সগুণনির্গুণ-ভেদে দ্বিরূপ ব্রহ্ম অবগত হইয়া থাকেন। নামরূপাত্মক-সর্ব্ব-জগৎলক্ষণ-বিকার-মধ্যে হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি-রূপ-বিশেষ উপাধিবিশিষ্ট সগুণরূপ এবং সর্ব্ব-বিকারোপাধি-বিবর্জ্জিত-সগুণ-বিপরীত নির্গুণরূপ। এই উপলব্ধ-রূপদ্বয়ের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় যখন দ্বৈতের ন্যায় জগৎ কল্পিত হয়, তৎকালে ভিন্ন-ভাব-প্রাপ্ত হইয়া,একজন অপরকে অবলোকন করে, অর্থাৎ দৃশ্যোপাধি-বস্তুসকল প্রতিভাত হয়। পুনশ্চ জীব, জগৎ ও পরমাত্ম-বিচারজনিত-জ্ঞানকালে বিদ্বান্ ব্যক্তির অপরোক্ষ ঐক্য-বিজ্ঞানে যখন এই সম্পূর্ণ জগৎ এক অদ্বিতীয় আত্মমাত্রে পরিণত হয়, তৎকালে কোন দৃশ্যবস্তুর পৃথক্ সত্তা না থাকায়, ভূমব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন-বিদ্বান্ স্বরূপ হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় শব্দ, স্পর্শ, রূপাদি-বিষয়ের শ্রবণ, স্পর্শন ও অবলোকন অথবা বুদ্ধি-বিজ্ঞান না করিয়া, ভূমা ও নির্গুণ-পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত হন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভূমব্রহ্ম-বিদ্যাধিকারে কোন্ কর্ত্তৃপুরুষ কোন্ করণের সাহায্যে কোন্ বিষয় গ্রহণ করেন? আক্ষেপের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানকালে কোন কর্ত্তৃপুরুষ কোন করণের সাহায্যে কোন বিষয় গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে অবিদ্যাবস্থায় অন্য অন্য রূপের দর্শন, অন্য অন্য শব্দের শ্রবণ ও অন্য অন্য বিষয়ের বিজ্ঞান করেন সত্য; কিন্তু তৎকালীন দৃশ্য, শ্রাব্য ও বিজ্ঞেয় বিষয় সমুদয় অল্প বা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন-সগুণ-রূপ কখনই মরণধর্ম্ম, বা অল্পতা-পরিহার করিতে পারে না। সর্ব্বব্যাপক-একমাত্র-ব্রহ্মবস্তুই অমৃত, অর্থাৎ সর্ব্বথা মরণধর্ম্ম-বর্জ্জিত; সুতরাং নিত্য সত্য। চেতন ধীর পরমাত্মা স্বয়ংই সর্ব্বরূপের বিশেষতঃ চয়ন অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়া, যোগ্যতা অনুসারে তাহাদিগের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বুদ্ধি-গুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, জীব-সংজ্ঞা-লাভ করিয়াছেন। পুনশ্চ যে পরমাত্মা উক্তরূপে সর্ব্বব্যবহার-সম্পাদন করিয়া, সগুণ-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে নির্গুণ অমৃতরূপে অবগত হইয়া, অব-গন্তা যখন স্বয়ং অমৃতত্ব লাভ করেন, তখন তাদৃশ পরমাত্মস্বরূপ-মহেশ্বরের

নিরতিশয় অমৃতত্ব-বিষয়ে অধিক বলিবার কিছুই নাই। যে মহেশ্বর কাহার উৎক্রান্তিবশে উৎক্রান্ত হইব ? ও কাহার প্রতিষ্ঠাবশে প্রতিষ্ঠিত হইব ? এইরূপ আলোচনা করিয়া, সর্ব্বপ্রাণিকরণাধার-হিরণ্যগর্ভাখ্য-প্রাণ, প্রাণ হইতে সর্ব্বপ্রাণীর শুভকর্ম্ম-প্রবৃত্তিহেতুভূতা শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, ও অন্ন হইতে বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম এই ষোড়শ-কলা সৃষ্টি করিয়া, ষোড়শ-কল পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছেন ; পুনশ্চ তিনিই নিষ্কল-নিরংশত্ব-প্রযুক্ত নিষ্ক্রিয়, অতএব শান্ত অর্থাৎ পরিণামশূন্য, নিরবদ্য অর্থাৎ রাগাদি দোষ-রহিত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মূল অজ্ঞান-সম্বন্ধশূন্য, অতএব স্বয়ং বাক্যোত্থ অখণ্ডাকারবৃত্তিবিশেষে অবস্থিত হইয়া, লৌকিক সেতুর ন্যায় অমৃত-স্বরূপ পরমোৎকৃষ্ট মোক্ষের প্রাপকরূপে দগ্ধেন্ধন অনলের ন্যায় অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য-সমুদয় দগ্ধ করিয়া, নিস্তরঙ্গ-গভীর-বারিরাশি-সদৃশ প্রশান্ত-ভাবে নির্গুণ-পরমাত্ম-রূপে প্রতিষ্ঠা হেতু, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ-দ্বৈত-বর্জ্জিত ও স্থূল, অণু, বা হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভাবরহিত হওয়ায় কখন সগুণ রূপ ন্যূন অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন দ্বৈতস্থান, কখনও বা সগুণ হইতে অন্য সম্পূর্ণ নির্গুণ-রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। উক্তরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয়-ভেদে বহুসহস্র-বেদান্তবাক্য একবাক্যতার সহিত শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছেন। তন্মধ্যে অবিদ্যা অবস্থায় শ্রীমদ্ব্রহ্মদেবের সম্বন্ধে উপাস্য-উপাসকাদিলক্ষণ সর্ব্ববিধ ব্যবহার প্রকল্পিত হইয়াছে। পুনশ্চ ঐ সকল উপাসনা সত্যকামত্বাদি-গুণ-বিশেষ ও হৃদয়াদিরূপ-উপাধির ভেদ বশতঃ কখন অভ্যুদয় সাধন করে, কখনও বা ক্রমমুক্তি-সম্পাদন করে এবং কখনও বা যজ্ঞাদি কর্ম্মের সমৃদ্ধি-সিদ্ধি করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে একই পরমেশ্বর বেদান্ত-প্রসিদ্ধ-গুণবিশেষ-বিশিষ্ট হইয়া যদ্যপি উপাস্য হন, তথাপি যথাগুণ উপাসনা-ভেদে ফলেরও ভেদ হইয়া থাকে।

জ্ঞেয়-নির্গুণ-ব্রহ্ম-বিজ্ঞানার্থ আরোপিত প্রপঞ্চের আশ্রয়ে জীবব্রহ্মের ঐক্যবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, গুড়জিহ্বিকা-ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ রোগোপশমনার্থ ঔষধ পান করাইতে ইচ্ছা করিয়া বালকের প্রবৃত্তি

আকর্ষণের জন্য পিতা যেমন শিশুর জিহ্বাগ্রে গুড় অর্পণ করেন, সেইরূপ পিতেব হিতকারী বেদ সংসার-রোগগ্রস্ত জীবের জিহ্বাগ্রে সুস্বাদু কামচারাদি অভ্যুদয়, ক্রমমুক্তি ও কর্ম্ম-সমৃদ্ধি ফলরূপ গুড় অর্পণ করিয়া, ক্রমে নাম-ব্রহ্মোপাসনা, দহরোপাসনা ও উদ্গীথাদি উপাসনার বিধান করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যা-বিষয়-সগুণ-কল্পিতোপাস্য ব্রহ্মোপাসনা এবং বিদ্যা-বিষয়-জ্ঞেয়-নির্গুণ-সত্য-ব্রহ্মোপাসনা সাহায্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত সাধকের চিত্তৈকাগ্র্য সাধন দ্বারা মুখ্য-জ্ঞানরূপ-ফল উৎপন্ন হইলে, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত জীবের সংসাররোগ সমূলে নিবৃত্ত হইবে। অতএব উপাসনা-বাক্য সকলের, অথবা সৃষ্টি-বাক্যের পরম্পরা-বশে অদ্বিতীয়-মহেশ্বরে মুখ্য-তাৎপর্য্য বেদার্থানুশীলী অভিজ্ঞ পাঠকগণ বুদ্ধি-বৈশারদ্য-বশে স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। ফল কথা হইতেছে যে, বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা-বশে শ্রীমন্মহে-শ্বরের দ্বৈরূপ্য প্রতিপন্ন হওয়ায়, বেদ যখন মহেশ্বরের সগুণ ঐশ্বর্য্য-কীর্ত্তনে অগ্রসর হন, তৎকালে তিনি যদি কোনরূপে মহেশ্বরের বিভূতির কোন অংশ অনুক্ত হয়, এই ভয়ে নামরূপ-বিকৃত প্রত্যক্ষাদি-বিষয় এই সমস্ত জগৎ যে মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন, সর্ব্ব-জগৎ যাঁহার কর্ম্ম, ধর্ম্মাবিরুদ্ধ, দোষরহিত, সর্ব্বকাম, সর্ব্বসুখকর গন্ধ, ও সর্ব্বসুখকর রস যাঁহার সৃষ্ট, যিনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতাধিপতি ও ভূতপাল এবং যিনি জলসকলের সম্ভেদ অর্থাৎ সঙ্করভাব-নিবারণের জন্য বিধারক সেতুর ন্যায় লোক-সকলের অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের মর্য্যাদাহেতু সেতুস্থানীয়, ইত্যাদি রূপ অবিশেষ-বাক্যে সর্ব্বাভেদ-কথন-পূর্ব্বক বেদান্তের আচার্য্য-ভাষিতা অতদ্বাবৃত্তিরূপা প্রবৃত্তি অবলম্বনে শ্রীভগবানের ঊর্জ্জিত-সগুণ ঐশ্বর্য্যের তাৎপর্য্যতঃ সমর্থন করেন, এবং নির্গুণ পক্ষে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যস্বরূপ মহেশ্বরের অন্যাধীন-প্রকাশত্ব উচিত নহে, এই ভয়ে অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ জহল্লক্ষণার আশ্রয়ে অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যরূপ উপাধিদ্বয়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, অথবা মায়া বা অবিদ্যোপহিত চৈতন্যবাচক তৎপদের এবং মায়া বা অবিদ্যাকার্য্য-বুদ্ধ্যাদি উপহিত চৈতন্যবাচক ত্বং পদের ভাগত্যাগলক্ষণার আশ্রয়ে উপাধিভাগ পরিহার করিয়া,

চন্দ্র-সূর্য্যাদিরও অবভাসক অনুপহিত অখণ্ড স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যস্বরূপ হইলেও শ্রীমন্মহেশ্বরবিষয়ে অখণ্ডাকার-বৃত্তিমাত্র-জনন-দ্বারা অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের বিনিবৃত্তি সাধন পুরঃসর কথঞ্চিৎমাত্র তৎস্বরূপ বোধন করিয়া সভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীমদ্বিশ্বনাথের তাদৃশ সগুণ ও নির্গুণ-মহিমার স্তুতি করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবেন? সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, শ্রীমদ্বিশ্বনাথের সগুণ মহিমা অনেক প্রকার বা অনন্ত হওয়ায় এবং নির্গুণ মহিমা নির্ধর্ম্মক বা সকলের অবিষয় হওয়ায়, কাহারও স্তুত্যর্হ হইতে পারেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্তুত্যতা

"পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ?" ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহেশ্বরের সগুণ-মহিমা জ্ঞেয় হইলেও অনন্ততা প্রযুক্ত এবং নির্গুণ মহিমা একরূপ হইলেও অজ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত কাহারও স্তুতিযোগ্য নহে, ইহা সবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে অনেকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ঈশ্বরীয়-সগুণ ও নির্গুণ-মাহাত্ম্য সর্ব্বথা স্তুতিযোগ্য না হয়, তবে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্তের "স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্" এই উক্তি কিরূপে সঙ্গতা হইতে পারে? উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শ্রীমদ্বিশ্বনাথের সগুণ বা নির্গুণ মহিমা স্তুতিবিষয়তা অতিক্রম করিলেও, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য যদি শ্রীবিশ্বনাথ অর্ব্বাচীন অর্থাৎ নবীন-লীলা-রূপ পরিগ্রহণ করেন, তবে শান্ত, দান্ত ও প্রসন্নাত্মা কোন্ ভক্ত স্বীয় হৃদয়পঙ্কজে সমাসীন, উমার্দ্ধদেহধারী, ভুজচতুষ্টয়ে বিলসিত, নয়নত্রিতয়ে বিশোভিত, বিদ্যুৎ-সদৃশ-পিঙ্গলবর্ণ জটাভারে বিভূষিত, কোটি-সংখ্যক-সূর্য্য-সম-জ্যোতির্ম্ময়, কোটিসংখ্যক-চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, সর্ব্ববিধ আভরণে আভূষিত, নাগযজ্ঞোপবীতে শোভমান, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, হস্ত-চতুষ্টয়ে বর, অভয়, শূল ও ডমরুধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়-বিশিষ্ট, সুরাসুরনমস্কৃত, পঞ্চবক্ত্রে মনোহর, ললাটফলকে অর্দ্ধচন্দ্রধারী শ্রীশঙ্করদেবের মুনি-জনেরও মানস-মোহন তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, আকৃষ্ট না হন? আর এমন অকিঞ্চিৎকর ভক্তই বা কে আছেন? যিনি জানুদ্বয়ে ধরিত্রী দেবীকে আশ্রয় করিয়া, নিমীলিত-নয়নে সর্ব্বথা শ্রীশঙ্করদেবের শরণাগত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশিব-সহস্র-নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ভূমি-তলে বিলুণ্ঠিত-মস্তকে শ্রীবিশ্বনাথের চরণে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম না করেন? পুনশ্চ ঐ দেখুন, মরকতমণি-সদৃশকান্তি-বিশিষ্ট-শৃঙ্গদ্বয়

স্বর্ণখচিত হওয়ায় মনোহর, ইন্দ্রনীলমণি-সন্নিভ ঈক্ষণযুগলে শোভমান, হ্রস্ব-গলকম্বলে ভূষিত, রত্নময়-পৃষ্ঠাস্তরণ-সংযুক্ত, শ্বেত-চামর-শোভিত, ঘন্টিকা ও ঘর্ঘরী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, পীযূষ-মথনোদ্ভূত-বিশুদ্ধ-নবনীত-সদৃশ-সুকোমল ও শুভ্র বৃষভবরে উপবিষ্ট, শুদ্ধস্ফটিক-স্বচ্ছবিগ্রহধারী, কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ, কোটি-শীতাংশুশীতল, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বরধর, নাগযজ্ঞোপবীতধারী, সর্ব্বালঙ্কার-সংযুক্ত, বিদ্যুৎপিঙ্গ-জটা-সম্ভার-ভূষিত, নীলকণ্ঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ধারী, চন্দ্রশেখর, নানাবিধ আয়ুধে উদ্ভাসিত-দশবাহু-সমন্বিত, নয়নত্রয়-যুক্ত, যুবা, পুরুষশ্রেষ্ঠ, সচ্চিদানন্দময় শ্রীমন্মহাদেবের বামভাগে বৃষভোপরি সুখাসীনা শ্রীপার্ব্বতী-দেবীর ত্রিভুবনসৌন্দর্য্যাতিশায়িনী মাতৃময়ী মূর্ত্তি। ভক্ত সাধক! আসুন, আমরা একবার মানস-নয়নে উক্ত ভুবন-মোহনরূপ সন্দর্শন করি; নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া, সর্ব্ব-সংসার-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া, ক্ষণকালের জন্য উক্ত রূপের ধ্যান করি; বীজরূপে উপন্যস্ত হওয়ায় সর্ব্ব-জগৎ-সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার, মুনিজনেরও মানস-মোহন রূপের ধ্যান করিতে সাধক! যদি আপনার কোনরূপ অসুবিধা, বা সঙ্কোচ-বোধ হয়, তবে আমি জগন্মঙ্গলময় শ্রীরূপের বিকাশ-সাধন করিয়া, আপনার অসুবিধা দূর করিয়া দিতেছি, আপনি সঙ্কোচ-পরিহার-পূর্ব্বক নয়ন-যুগল মুদ্রিত করিয়া, ভবানী-দেবীর সহিত শ্রীভগবানের মধুর-মূর্ত্তির ধ্যানে অগ্রসর হউন।

পাঠক মহাশয়! মনে করুন, আপনি শ্রীশ্রীশিব-প্রসন্নতা লাভ করি-বার জন্য রামগিরির উপত্যকা-প্রদেশে গোদাবরীর পুণ্যময়-তটে যথাবিধি শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া, বিরজা-দীক্ষা-গ্রহণের অনন্তর ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, রুদ্রাক্ষাভরণধারণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত-শিবলিঙ্গের গোদা-বরী-সম্ভূত-পবিত্র-জলে অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বন্য-ফল ও বন্য-পুষ্প দ্বারা শ্রীমহাদেবের অর্চ্চনা পুরঃসর ভস্মাচ্ছন্ন-শরীরে ভস্ম-শয্যায় অথবা ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, দিবারাত্র অনন্যমানসে বেদসারাখ্য শিবসহস্রনাম পাঠ করতঃ প্রথম মাসে ফলাহার, দ্বিতীয় মাসে বৃক্ষের গলিত-পর্ণ ভোজন, তৃতীয় মাসে জলাহার ও চতুর্থ মাসে বায়ু ভক্ষণ

পূর্ব্বক শম ও দম-গুণ-যুক্ত হইয়া, প্রসন্ন অন্তঃকরণে স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বামভাগে শ্রীউমা দেবীর অর্দ্ধাঙ্গবিজড়িত, ভুজ-চতুষ্টয়ে বিলসিত, নয়ন-ত্রিতয়ে বিশোভিত, বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ-জটাকলাপে পরিশোভিত, মধ্যাহ্নকালীন-কোটি-মার্ত্তণ্ডের সমান তেজস্বী, পুনশ্চ মেঘমুক্ত-শারদীয়-শতকোটি-পূর্ণচন্দ্রের সমান সুস্নিগ্ধ-কান্তিবিশিষ্ট, কনক-কুণ্ডল-কিরীট-কেয়ূর-হারাদি সর্ব্ববিধ আভরণে আভূষিত, যে শ্রীশঙ্করদেব স্বীয় শ্রীবিগ্রহের দিব্যপ্রভাপ্রাচুর্য্যে ত্রিভুবন আলোকিত করিতেছেন, বাসুকি আদি মহাকায়-নাগগণ বামস্কন্ধ, বক্ষঃ, হৃদয়, উদর-দক্ষিণ-পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গমের সৌন্দর্য্য-বিস্তার-পূর্ব্বক যাঁহার স্ফটিক-মণিনিভ সুশুভ্র গঙ্গাজলধারা-ধৌত বিশাল-কলেবরে উজ্জ্বল-যজ্ঞোপবীত-কার্য্য-সম্পাদন করিতেছেন, বিষয়রূপ-মহারণ্যে বিচরণশীল কামাদি-বৃত্তি-বিশিষ্ট মনোরূপ-মৃত-মহাব্যাঘ্রের শ্বেত কৃষ্ণ, বা রক্ত-কুসুমস্তবকানুকারী চর্ম্মাম্বর, শ্বেত, পীত, নীল, বা রক্তাভ-রত্ন-খচিত দিব্যাম্বররূপে যাঁহার কটিদেশে আবেষ্টিত, দক্ষিণ ও বাম ভেদে যাঁহার হস্ত-চতুষ্টয়ে ভক্তজনের ভয়-নিবারণের জন্য ত্রিশূল ও বর অঙ্কুশ ও ডমরু সর্ব্বদা বিরাজমান, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার উত্তরীয়কার্য্যে নিযুক্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি দেবগণ ও দৈত্যদানবাদি অসুরগণ যাঁহার শ্রীচরণে সতত প্রণিপাত করিতেছেন, যাঁহার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও ঊর্দ্ধদিগ্‌দেশে কুণ্ডল-কিরীট-শোভিত, ইন্দু, অর্ক ও বহ্নিরূপ আকর্ণ-বিশ্রান্ত বিকসিত-পাটল-কমল-দল-সদৃশ-নয়ন-ত্রিতয়ে উদ্‌ভাসিত, অংসদ্বয়ে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে তাম্রবর্ণ জটাসকল ও কৃষ্ণবর্ণ সর্পগণ বিলম্বিত হওয়ায়, রক্ত ও নীলাভ মেঘ-বেষ্টিত-পূর্ণ-শশধরানুকারী আনন-পঞ্চক বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিমে অবস্থিত স্ফটিক-সন্নিভ-শুক্লবর্ণ সদ্যোজাতাখ্য প্রথম আনন হইতে প্রশ্নরূপ পশ্চিমাম্নায়, উত্তরে অবস্থিত বিদ্যুৎসদৃশ-পীতবর্ণ সৌম্য-মনোহর বামদেবাখ্য দ্বিতীয় আনন হইতে উত্তররূপ উত্তরাম্নায়, দক্ষিণে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ অঘোরাখ্য তৃতীয় আনন হইতে বর্ণরূপ দক্ষিণাম্নায়, পূর্ব্বে অবস্থিত, কর্ণিকার অথবা জবাকুসুমসঙ্কাশ রক্তবর্ণ তৎপুরুষাখ্য চতুর্থ আনন হইতে শব্দরূপ পূর্ব্বাম্নায় এবং ঊর্দ্ধে অর্থাৎ মুখ-চতুষ্টয়ের

মধ্যভাগে শ্যামলবর্ণ সর্ব্বদেবশিবাত্মক ঈশানাখ্য পঞ্চম আনন হইতে সিদ্ধান্তাগমরূপ ঊর্দ্ধাম্নায় উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ পূর্ব্বক যাঁহার অনন্ত-যশোগুণ-গান করিতেছে, সাধক একবার ভক্তিতৎপর হইয়া, সেই পরমপুরুষের চিন্তায় নিমগ্ন হউন, অপার আনন্দলাভে সমর্থ হইবেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, মতান্তরে তৎপুরুষাখ্য আননের তৃতীয় স্থান এবং কামদ কামরূপী জ্ঞানাধার ঈশানাখ্য আননের সর্ব্ববর্ণময়তা নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধক, নিজরুচি অনুসারে ধ্যান করিলে, বিশেষ কোনরূপ ক্ষতির কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অতএব যাঁহার ললাটফলকে অর্দ্ধচন্দ্র বিমল-শোভা বিস্তার করিতেছে, যিনি শাশ্বত অর্থাৎ একস্বভাব, শুদ্ধ অর্থাৎ কল্পিত-ধর্ম্মরহিত, ধ্রুব অর্থাৎ পরিণাম-শূন্য, অক্ষর অর্থাৎ অপক্ষয়-রহিত, অব্যয় অর্থাৎ নাশশূন্য, তাদৃশ নিত্য-চিদানন্দময় শ্রীরূপের চিন্তায় মাসচতুষ্টয় বিগত হইলেও, সাধক ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত পৃথিবীর একাংশে যাঁহাদের আধিপত্য, সেই সকল ক্ষুদ্র রাজার দরবারে সামান্য একটী পদ লাভ করিতে হইলে, সাধক! কত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়, একবার ভাবিয়া দেখুন, আর আপনি অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সাক্ষাৎকারলাভ পূর্ব্বক পরম-পাবন-মোক্ষপদের প্রতীক্ষায় যদি মাস-চতুষ্টয়, বৎসর-চতুষ্টয়, অথবা যুগ-চতুষ্টয় ব্যতীত করেন, তবে তাহা কি অধিক সময় বলিয়া বিবেচিত হইবে? সাধক! বিচলিত হইবেন না, ঐ শুনুন, ত্রিভুবন-মহারাজ-মহিষীর সহিত শ্রীমন্মহেশ্বরের শুভাগমন-সূচক মহানাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। সাধক! আপনি যদি বিখ্যাত যোদ্ধা ও বীর পুরুষ হন, তবে প্রলয়-পয়োধি-শব্দের ন্যায় ভীষণ, সমুদ্র-মন্থনকালে মন্দর পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর এবং রুদ্র-বাণাগ্নি-সন্দীপ্ত-ত্রিপুর-বিদারণ-শব্দের ন্যায় মহা-ভয়ঙ্কর নাদ শ্রবণ করিয়া যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবেন না। কারণ, হে বীরবর! আপনি সম্ভ্রান্ত-নয়নে গোদাবরীর জলে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যাবৎ স্বীয় ধনুঃ সজ্জীকৃত করিবেন, তাবৎকালের মধ্যে আপনার সম্মুখে যে মহাতেজঃ আবির্ভূত হইবে, সেই তেজোদ্বারা অন্ধীকৃত-ব্যাকুল-নয়নে

আপনি দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইবেন না এবং অচিরাৎ আপনাকে মোহমুগ্ধ হইতে হইবে। পুনশ্চ যদি নিজ-নিষ্কাম-তপোবলে কথঞ্চিৎ স্বস্থতা লাভ করিয়া, বিদ্যা, বিজ্ঞান, তপস্যা ও বীরত্বাতিশয্যবশে চিন্তা ও তর্ক দ্বারা পূর্ব্বকথিত "অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতং" সেই তেজোরাশিকে দুর্ব্বুদ্ধির আশ্রয়ে দৈত্যমায়া বিবেচনা করিয়া, আচার্য্যগণের প্রসন্নতা হেতুক বিশ্বামিত্র-প্রণীত দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ এই পাদ-চতুষ্টয়াত্মক ধনুর্ব্বেদোক্ত মুক্ত চক্রাদি, অমুক্ত খড়্গাদি, মুক্তামুক্ত শল্যাবান্তর-ভেদাদি ও যন্ত্রমুক্ত শরাদি চতুর্ব্বিধ আয়ুধের প্রয়োগে ও সংহারে শ্রীরামচন্দ্র ও অর্জ্জুনের ন্যায় পারদর্শিতা-নিবন্ধন আপনি মহাবীরত্বের সহিত স্বীয় ধনুঃ সজ্জিত করিয়া, অনন্তর যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়া, নিশিত-বাণসকল দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকেন এবং আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, মোহন, সৌর, পর্ব্বত, বিষ্ণুচক্র, মহাচক্র, কালচক্র, বৈষ্ণব, পাশুপত, ব্রাহ্ম, কৌবের, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও ভার্গব প্রভৃতি অভিমন্ত্রিত বহুবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ করেন, তবে মহামেঘ-সম্বন্ধিনী করকা অর্থাৎ বর্ষোপল-ধারা-সকল যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ আপনার প্রযুক্ত সর্ব্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্র প্রজ্বলিত-পর্ব্বতাকার সেই মহাতেজোমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। হে শুদ্ধশীল! হে গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বিন্! হে প্রিয়তম-ভক্তপ্রবর-সাধক! আপনি এখনও পর্য্যন্ত শ্রীদীক্ষাগুরুর পাদ-পদ্ম-যুগলের আমোদ-প্রবাহের উদয় অনুভব করিয়া, সাবধান হউন, অন্যথা ক্ষণকালমধ্যে আপনার পরিঘ-বিনিন্দিত-সুদৃঢ়-পীনবাম-বাহু হইতে সশর ধনুঃ পরিভ্রষ্ট হইয়া, প্রজ্বলিত হইবে এবং জ্যা আকর্ষণ-বিকর্ষণ-জনিত আঘাত-নিবারণার্থ চর্ম্ম-নির্ম্মিত আপনার অঙ্গুলিত্রাণ, তল-গোধিকা ও বর্ম্মাদি যুদ্ধোপকরণ অচিরাৎ ভস্মীভূত হইবে। হে প্রিয় ভক্ত সাধক! আপনি মনে করিবেন না যে, বল, বীর্য্য, স্মৃতি, ধৃতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, জপ, তপস্যা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পদ, মান, ধন, রত্ন, ও বিপুল ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধি-সমন্বিত যে কোন বীর্য্যবান্ উত্তর-সাধকের সহায়তায় পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, আপনার উক্তরূপ দুরবস্থা-দর্শনে আপনার সহিত

উত্তরসাধক মহাশয়ও ভীত অন্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইবেন।

হে প্রিয় সাধক! অনন্তর আর আপনি অগ্রসর হইবেন না। গর্ব্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করুন, আপনার বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং আভিজাত্য অভিমানাদি সর্ব্বথা অকিঞ্চিৎকর জানিয়া, জানুদ্বয় অবনীতলে পাতিত করুন, করদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া, হৃদয়দেশে স্থাপন করুন, নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, ভয়াবিষ্ট অন্তঃকরণে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের শরণাগত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশম্ভুদেবের বেদসারাখ্য সহস্র-নাম উচ্চারণ করুন, এবং শ্রীবিশ্বনাথের শ্রীচরণে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত-মস্তকে দণ্ডবৎ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করুন, দেখিবেন, পূর্ব্ববৎ দশদিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইয়াছে, কঙ্করবর্ষী বায়ু প্রশান্ত হইয়াছে, সরোবরের জল স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছে, অনুকূল বায়ু বহমান হইতেছে, পক্ষিগণ নানাবিধ কলধ্বনি করিয়া, বিভুগুণগাথা গান করতঃ, শ্রবণ-যুগলে কর্ণ-রসায়ন সুধা-ধারা ঢালিয়া দিতেছে, বা চতুর্দ্দিকে শুভলক্ষণ সকল পরিস্ফুরিত হইতেছে। আশুতোষ শ্রীমন্মহারাজ মহেশ্বরের শুভাগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ শুনুন সাধক! শ্রীমন্মহেশ্বরের বাহন পর্ব্বতাকার বৃষভবর ঘোররবে ধরণী ও ধরাধর সকল কম্পিত করিয়া, দশ-দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। হে প্রিয় সাধক-প্রবর! অবলোকন করুন, আপনার সম্মুখস্থ জ্বলিত-পর্ব্বতাকার প্রচণ্ড-তেজোরাশি ক্ষণকালমধ্যে শীতাংশু-শীতল কিরণ ধারণ করিয়াছে। আর ভয় নাই; নয়ন-যুগল উন্মীলিত করিয়া, একবার দেখুন, আপনার সম্মুখে কি মনোহর মধুর-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। হে ভক্তপ্রবর সাধক! আপনাকে কি আর পৃথক্ করিয়া ঐ মূর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে? দেখুন দেখি, আপনার হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট, মানস-নয়নে দৃষ্ট সেই চির-পরিচিত বৃষভ-পিনাক-পার্ব্বতী-পরিশোভিত অর্ব্বাচীন-পদ-প্রতিপাদ্য ভক্তার্থে লীলা-পরিগৃহীত অনন্ত-কল্যাণ-গুণাকর মনো-নয়ন-বিমোহন শিবময় রূপ কি না?

সাধক! প্রজ্বলিত অনল-পর্ব্বত পীযূষ-মথনোদ্ভুত নবনীত-পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। অন্তরে বাহিরে মনে নয়নে প্রণিধান সহকারে নিরীক্ষণ

করুন, দেখিবেন, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বাহন সর্ব্বাভরণ-ভূষিত বৃষভবর বিশুদ্ধ-নবনীত-শুভ্র-বিশাল-কলেবরে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার খুরচতুষ্টয় রজত-নির্ম্মিত পাদাভরণে অলঙ্কৃত, মরকত-মণিসদৃশকান্তি-বিশিষ্ট শৃঙ্গদ্বয় স্বর্ণ-জড়িতনানাজাতীয়-রত্ন-নিকরে খচিত, ইন্দ্রনীল-মণি-সদৃশ-কান্তিযুক্ত লোচনদ্বয় বিশাল, গলদেশ ভাস্কর-নৈপুণ্যে তরঙ্গায়িত-শ্বেতপ্রস্তরাকারনাতিদীর্ঘকণ্ঠকম্বলে ভূষিত, কোমল স্নিগ্ধ ও চাক্‌চিক্যযুক্ত বিশাল পৃষ্ঠদেশ রত্নময়-পৃষ্ঠাস্তরণে অর্থাৎ রত্ন-সিংহাসনে ও বহু শ্বেত-চামরে পরিশোভিত হইয়াছে। বৃষভবরের গল-দেশ ঈষদান্দোলিত হওয়ায়, কণ্ঠে নিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও ঘর্ঘরী-শব্দে দশদিক্ মুখরিতা হইতেছে। বৃষভবরের পৃষ্ঠস্থিত রত্ন-সিংহাসনে শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভ-স্বচ্ছ-শরীরে শ্রীমন্মহাদেব পদ্মাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ একদা সমুদিত কোটি-সূর্য্যের প্রকৃষ্ট প্রভায় প্রভাসিত, পুনশ্চ কোটি-চন্দ্রের সুধা-শীতল কিরণে বিমণ্ডিত ও কটিদেশ বিচিত্র ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরে বেষ্টিত হইয়াছে। মহাকায় নাগসকল বাম-স্কন্ধে, বক্ষো-দেশে ও উদরে যজ্ঞোপবীতাকারে বিলম্বিত হইয়া, অনন্ত-শোভা-বিস্তার করিতেছে। চরণ-যুগলে নূপুর, কটিদেশে কাঞ্চন-ভূষিত-মণিমেখলা, মণি-বন্ধে মণিময় কঙ্কণ, কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট, মুকুটে শশধর, জটা-কলাপে ফণী ও গঙ্গা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভস্ম ও মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন, চরণ-পৃষ্ঠে বিকসিত মন্দারাদি বহু পুষ্প, কোটি-বিধু-বিনিন্দিত-মুখপদ্মে চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানরতুল্য লোচনত্রয়, কণ্ঠে গরলাভরণ ও করে পিনাক বিধৃত হওয়ায় তাঁহার ত্রিলোক-রমণীয় শ্রীরূপসৌন্দর্য্য নিরতিশয় বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। প্রিয় সাধক! নবনীত-কোমল-ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ধারী নানাবিধ আয়ুধে উদ্‌ভাসিতদশবাহুসমন্বিত যুবা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ সচ্চিদা-নন্দময় শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের দেবেন্দ্র-বন্দিত, বিধি-বিষ্ণু-সংস্তুত, সেবক-জনের চিত্তানন্দ-দায়ক, সকল-পাপ-প্রণাশন, জগদুদ্ভব-পালন-নাশ-কর, মুনি-মানস-মোহন, নিরুপম-রূপরাশি অবলোকন করিয়া, মনের আনন্দ, নয়নের উৎসব ও জীবনের সফলতা-সম্পাদন করুন।

বর্ণিত-বৃষভবরের বিশাল পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হেম-মণিময়-রত্নসিংহাসনে

বিশ্ব-বিমোহন-বেশে পদ্মাসনে সমাসীন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের রজত-ভূধর-সঙ্কাশ-শ্রীমূর্ত্তির বামভাগে সুখাসীনা ত্রিজগন্মঙ্গলময়ী পার্ব্বতী দেবীর লোকত্রিতয়াতীত অত্যদ্ভুত মাতৃরূপ-সৌন্দর্য্যের অলোক-সামান্য-মধুময়-সম্মিলন অবলোকন করিয়া, হে প্রিয় ভক্ত সাধক! নয়নের ও মনের অপরিতৃপ্তা পিপাসার পরিতৃপ্তি-সাধন করুন, ব্যথিত অন্তরের ও তাপিত প্রাণের ভীষণ-সংসার-ব্যথা ও প্রবল-ত্রিতাপ-তাপ প্রশমিত করুন। সাধক! মায়ের শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্যের কথা আর আপনাকে কি বলিব? বোধ করি, শারদীয়-পূর্ণ-শশধর ত্রিজগন্মাতা অম্বিকা-দেবীর আনন-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াই, লজ্জিত অন্তঃকরণে মেঘান্তরালে আত্মগোপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। শ্রীপার্ব্বতী দেবীর বিকসিত-শত-সহস্র-নীল ইন্দীবরদাম-সদৃশ-শরীর-প্রভা উজ্জ্বল-মরকত-মণির শ্যামল-প্রভা সৌন্দর্য্য পরাজিত করিয়াছে। মায়ের শ্রীরূপ নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামল অঙ্গ সকলে ও সীমন্তে উজ্জ্বল-তেজোময় স্থূল ও শুভ্র মুক্তাফলের মাল্যাভরণ সমর্পিত হওয়ায়, তারাগণে অন্বিত রাত্রি-সৌন্দর্য্যের অনুরূপ অনুকরণ করিতেছে। ত্রিজগজ্জননীর অনন্ত-স্তন্য-পূর্ণ-স্তনযুগলের বিপুলতরা উন্নতি-দর্শনে লজ্জিত হইয়া, বিন্ধ্য-ধরাধর অগস্ত্যমুনিবরের পদযুগলে প্রণাম চ্ছলে উন্নত-মস্তক অবনত করিয়াছেন। মায়ের উত্তুঙ্গ কুচভারভরালস ঊর্দ্ধ-শরীরের ভার-বহনে অসমর্থ মধ্য-দেশ আছে, বা নাই, এতাদৃশ সন্দেহের বিষয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। মায়ের সর্ব্বশরীরাবয়বে সর্ব্ববিধ দিব্য আভরণ-সমূহ সংযুক্ত হইয়া, অপূর্ব্ব-শোভা-বিস্তার করিতেছে। মায়ের অঙ্গ সকল দিব্যগন্ধানুলেপনে বিলিপ্ত হইয়াছে, দিব্য-পারিজাত-মাল্য ও সূক্ষ্মাম্বরধারণে মায়ের দেহলাবণ্য উদ্ভাসিত হইতেছে, মায়ের বিকসিত-নীল ইন্দীবরদল-সদৃশ আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ্বয় ভক্ত-বাৎসল্যে, সন্তান-স্নেহে ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে ও মায়ের শ্রীমুখপদ্মে আপতিত চূর্ণ-কুন্তল সকল প্রস্ফুটিত-নীল-ইন্দীবর-গর্ভে বিলীয়মান ভ্রমর-শ্রেণীর সাদৃশ্য আহরণ করিতেছে। নানাবিধ-সুগন্ধি-দ্রব্য-পূর্ণ-তাম্বূল-ভক্ষণে মায়ের ওষ্ঠাধর পক্কবিম্বফলের সৌন্দর্য্য অনুকরণ

করিতেছে। শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধা হওয়ায় সঞ্জাত-পুলক-প্রকর্ষবশে সচ্চিদানন্দরূপিণী জগন্মাতা অম্বিকা দেবীর শ্রীবিগ্রহ উদ্ভাসিত হইতেছে। সাধক! সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের সারসম্মেলনে আনন্দ-স্বরূপিণী পার্ব্বতী-দেবীর সহিত সদানন্দময় শ্রীমন্মহেশ্বরের সর্ব্ব-লোকাতীত-লীলাবিগ্রহ-রূপ অবলোকন করুন। স্ব স্ব বাহনে ও ভূষণে সংযুক্ত দিক্‌পালগণ নিজ-নিজ-কান্তা-সমভিব্যাহারে নানাবিধ আয়ুধ সকল করে ধারণ করিয়া, বৃহদ্রথন্তরাদিভেদ-বিশিষ্ট সাম উচ্চারণ পুরঃসর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের অনন্ত-কল্যাণ-গুণগাথাগান করিতেছেন।

সাধক! ঐ দেখুন, সকলের অগ্রবর্ত্তী গরুড়ারূঢ় কালাম্বুদ-প্রতীকাশ শ্রীজনার্দ্দন-দেব বিদ্যুৎসদৃশ-কোমল-কান্তি-শালিনী শ্রীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া, একমনে রুদ্রাধ্যায় জপ করিতেছেন। পশ্চাতে দেববর চতুরানন ব্রহ্মা সরস্বতী-দেবীর সহিত মিলিত হইয়া, হংসবাহনে অবস্থান পূর্ব্বক বক্ত্র-চতুষ্টয়ে চতুর্ব্বেদোক্ত রুদ্র-সূক্ত উচ্চারণ করিয়া, অনন্য-মানসে দীর্ঘ-কূর্চ্চ ও জটাধর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি করিতেছেন। মুনিগণ অথর্ব্বশিরঃ-শব্দিত উপনিষদ্বিশেষ উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তুতি করিতেছেন। নীলাভ-শরীর-ধারী সপ্ত-সমুদ্র-মণ্ডল গঙ্গাদিতটিনীর সহিত মিলিত হইয়া, শ্বেতাশ্বতর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগিরিজাপতির স্তুতি করিতেছেন। কৈলাস-গিরি-সন্নিভ অনন্তাদি মহানাগগণ নানাবিধ-মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া, কৈবল্যাখ্য উপনিষৎ-পাঠ পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের অনন্ত-গুণ-মহিমা গান করিতে-ছেন। শ্রীমন্মহাদেবের অগ্রভাগে সুবর্ণ-বেত্র হস্তে ধারণ করিয়া, শ্রীমান্ নন্দী অবস্থিত রহিয়াছেন। দক্ষিণভাগে মূষকবাহনে আরূঢ় হইয়া, পর্ব্বতোপম বিঘ্নবিনাশন শ্রীমান্ গণাধিনাথ অবস্থিতি করিতেছেন। উত্তর-দিগ্‌বিভাগে ময়ূরবাহনে আরূঢ় হইয়া, দেবসেনাপতি ষড়ানন কার্ত্তিকেয় অবস্থিত রহিয়াছেন। পার্শ্বদ্বয়ে মহাকাল ও চণ্ডেশ্বর নামে প্রমথদ্বয় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং প্রজ্বলিত-দাবাগ্নি-সদৃশ কালাগ্নি-রুদ্র-দেব দূরে প্রতীক্ষা করিতেছেন। শ্রীমন্মহেশ্বরের পুরোভাগে পদত্রয়-যুক্ত কুটিলাকার ভৃঙ্গিরিটি-নামধেয় নট নাট্যাভিনয় করিতেছেন এবং

নানারূপে বিকট-বদন কোটি কোটি প্রথমাধিপতিগণ, নানাবাহন-সংযুক্তা ব্রাহ্মী আদি মাতৃমণ্ডল, শ্রীশিবপঞ্চাক্ষরী-জপে আসক্ত সিদ্ধবিদ্যাধরগণ, শ্রীরুদ্রদেব-সম্বন্ধী গীতাভিনয়ে তৎপর কিন্নরবৃন্দ, ত্রৈয়ম্বক মন্ত্র-জপ-পরায়ণ দ্বিজ-সমূহ, আকাশে বীণা-যন্ত্র সাহায্যে গীত ও নৃত্যপরায়ণ দেবর্ষি নারদ, নাট্য ও নৃত্যাসক্ত রম্ভাদি অপ্সরোগণ, তথা অন্যদিকে সঙ্গীতপরায়ণ চিত্ররথাদি গন্ধর্ব্বগণ স্ব স্ব কার্য্য-সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের চিত্তবিনোদনার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। হে প্রিয়ভক্ত সাধক! এই আমি আপনার সম্মুখে দেব-সভামধ্যগত পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের বিকশিত লীলারূপ যথাসাধ্য অঙ্কিত করিলাম। কম্বল ও অশ্বতর নামে প্রসিদ্ধ পন্নগদ্বয় যাঁহার কর্ণযুগলে কুণ্ডলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কপাল ও কম্বলাদি পন্নগকর্ত্তৃক গীয়মান এবং সিদ্ধ-বিদ্যাধর-গন্ধর্ব্বদেব ও মুনিবৃন্দকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান সেই সর্ব্বদেববরেণ্য শ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বর-দেবের মানস-নয়নে সাক্ষাৎ সন্দর্শন লাভ করিয়া, আপনি কৃতার্থতা অনুভব করুন। হে সাধক! ত্রিভুবনে এমন কে আছেন? যিনি বৃষভ-পিনাকপার্ব্বতী-পরিশোভিত ত্রিভুবন-রমণীয় লীলারূপ নিরীক্ষণ করিয়া, হর্ষগদ্গদবাক্যে দিব-সহস্রনাম-স্তোত্র দ্বারা স্তুতি পুরঃসর শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম না করেন? এবং কাহার মনঃ বা বাক্য উক্তরূপে আবিষ্ট না হয়? আসুন ভক্ত সাধক ও পাঠক, আমরা একত্রিত হইয়া, মানসে চিন্তিত শ্রীরূপের উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে স্তুতি করিয়া এবং শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মঙ্গলময় চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া দুর্লভ মানব-জন্ম সফল করি।

সুন্দর অতি সুন্দর—নিসর্গ-সুন্দর—ত্রিলোক-সুন্দর শ্রীমদ্ভগবৎ-রূপের চিন্তনে, স্মরণে, অবলোকনে, সৌন্দর্য্য-সুধা-রস আস্বাদনে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া, সাধক! উপন্যস্ত চিত্রটী প্রাণে, মনে, নয়নে, অন্তরেরও অন্তরতম-প্রদেশে, হৃদয়-সিংহাসনে অঙ্কিতা করিয়া রাখুন। এক্ষণে শ্রীমন্মহারাজ-মহেশ্বর-দেবের রথারোহণ-সময় উপস্থিত হইয়াছে, ঐ দেখুন, শ্রীশিব-প্রাদুর্ভাব-বশতঃ স্বর্গীয়-হিরণ্ময়-মহারথ স্ব-গাত্র-সংলগ্ন অনেকবিধ-দিব্য-রত্নের অংশুমালায় দশ-দিগ্-দিগন্তরকে বিচিত্র-বর্ণে উদ্ভাসিত

করিয়া প্রাদুর্ভূত হইতেছে। রথের মহা-চক্র-চতুষ্টয় গৌতমী নদীর উপান্তভব-পঙ্কদ্বারা বিলিপ্ত, মুক্তাময় তোরণ বা বহুপ্রবেশদ্বারে সংযুক্ত রথের মধ্যগত-রত্নময়-কাঞ্চন-বেদিকা-সকল শত-শ্বেতচ্ছত্রে সমাবৃত, শুদ্ধ-হেম-নির্ম্মিত-খুরভূষণ-ভূষিত-তুরঙ্গমগণ-সংযুক্ত-রথ-মধ্যগত ঊর্দ্ধদেশ মুক্তাজালমণ্ডিত-বহু-শ্বেত-চন্দ্রাতপে সমাচ্ছন্ন; রথের উপরিভাগ দিব্য-বৃষধ্বজ-চিহ্নিত এবং রথের অগ্রভাগ মত্ত-করিণীনিচয়দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। কিঞ্চ ক্ষিত্যাদি-পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণে উপশোভিত রথে পারিজাত-তরু-সম্ভূত-পুষ্পমালা-সকল মৃদুমন্দ-স্বর্গীয়-পবন-প্রবাহে আন্দোলিত হইতেছে। স্বর্গীয় অন্যান্য বহুবিধ পত্র ও কুসুম-নিকরে অভিরঞ্জিত রথ মৃগনাভি-সমুদ্ভূত-কস্তূরিকা-মদ-পঙ্কে পঙ্কিল-ভাব ধারণ করিয়াছে। রথোপরি নানা-স্থানে প্রজ্বলিত-কর্পূর, অগুরু ও ধূপোত্থিত-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, মধুব্রতগণ মধুর-গুঞ্জন করিতেছে। প্রলয়-কালীন মেঘের ন্যায় ঘোর-গর্জ্জন সহকারে পূর্ব্বোক্তরূপে উপকল্পিত রথ শ্রীমহেশ্বরদেবের সম্মুখে সমাগত হইলে, শ্রীশঙ্কর-দেব বৃষভবর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীপার্ব্বতীদেবীর সহিত বীণা ও বেণু-বাদনে আসক্ত-কিন্নরীগণে-পরিব্যাপ্ত, নানাবিধ-মধুর-বাদ্যরবে-মুখরিত রথবরে আরোহণ করিয়া, নানা-মণিরত্ন-ভূষিত-পট্টতল্পে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর বিকসিত-নীরজ-দল-সম-বিশাল আকর্ণ-বিশ্রান্ত-নেত্রে শোভমান-দেব-কামিনীগণ জগদম্বিকার সহিত রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের বামে, দক্ষিণে ও পৃষ্ঠদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বর্ণ-জড়িত ও বহুবিধ-মণিরত্নে খচিত-চামর-বৃন্ত ধারণ পূর্ব্বক শ্বেত চামর ও দিব্য ব্যজন-সঞ্চালন করিয়া, স্বর্গীয়-সৌরভে পূর্ণ বায়ু প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। যাঁহার কণ্ঠ নীল ও কেশ লোহিতাভ হওয়ায় নীললোহিত নাম বেদে ও লোকে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই শ্রীমন্মহারাজ মহেশ্বরদেব সুরগণের ও সুরসুন্দরীগণের সর্ব্ববিধ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে ভক্তবাৎসল্য-প্রযুক্ত সমবেত সকল ভক্তের প্রতি করুণা-রসার্দ্রা দৃষ্টি নিপাতিতা করিলেন। তৎকালে সুরাঙ্গনাগণের শব্দায়-মান-কঙ্কণের ধ্বনি, মনোহর নূপুর-শব্দ, বীণা ও বেণুর কলনাদ এবং

অপ্সরোগণের সুমধুর-সঙ্গীতধ্বনি দ্বারা জগত্রয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ দেখুন, সাধক! শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আবির্ভাবে শ্বেত পারাবতগণ ও শুক-শারিকা-সমূহ বাক্য-কলারাবে অর্থাৎ অব্যক্ত মধুর-শব্দে আনন্দাতিশয়ের সহিত নর্ত্তন পূর্ব্বক স্তুতি করিতেছে এবং শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আভরণরূপে অবস্থিত ও হর্ষবশে উল্লসিত-ফণিগণের দর্শনমাত্রে ময়ূর-সমূহ স্বীয় স্বীয় পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া, কোটি-সংখ্যক-চন্দ্রক-প্রদর্শন সহকারে নৃত্য করিতেছে। দেবদর্শনার্থ সমাগত-সুরাসুর-মুনিবৃন্দ কমণ্ডলু-জলে আচমন করিয়া, পবিত্র-মানসে নানা-স্তুতি পুরঃসর মহেশ্বরদেবের রথের নিম্নভাগে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন। হে সাধক ভক্ত! ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের জন্য লীলা-গৃহীত-বৃষভ-পিনাক-পার্ব্বতী-পরিশোভিত শ্রীশঙ্করদেবের নবীন রূপে যদি আপনার মনঃ ও বাক্য আবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে আপনি পরম-প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত শ্রীশিবসহস্রনাম-স্তোত্র-পাঠ করতঃ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করুন। দেবাদিদেব শ্রীমন্মহাদেব দেব-দুর্লভ স্বীয় অভয়চরণে স্থানদান করিয়া আপনার সংসারভয় দূরীভূত করিবেন। আপনি ত্রিলোকপালক জগৎপিতার ও স্নেহময়ী জগজ্জননীর স্নেহময়-ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া, নিরতিশয় আনন্দ-সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অস্মদাদিকৃতা স্তুতির ব্যর্থতা

মধুস্ফীতাবাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ ! কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্ ? ।

তৃতীয়-পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি-নিরাকরণ-প্রসঙ্গে সর্ব্ব-দুরধিগম-মহিমস্বরূপা মহতী স্তুতির অনুষ্ঠানে তাঁহার সর্ব্বজগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুনশ্চ প্রদর্শিত-জগৎ-কারণত্ব-বশে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্বজ্ঞতা তাৎপর্য্যতঃ প্রতিজ্ঞাতা হইয়াছে। কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা-ব্যতীত চেতন-মহেশ্বরের জগৎকারণত্ব-কথন সম্ভবপর হইতে পারে না। ঘটকার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণের পূর্ব্বে যেমন ঘটরচনা-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, ঘটনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বকারণ-মহেশ্বরদেবও জগৎরচনার পূর্ব্বে সর্ব্বকার্য্য-বিষয়ক-জ্ঞানময়-সংকল্প করিয়া, অনন্তর জগৎরচনা করিয়াছেন। যিনি যে কার্য্যের কর্ত্তা, তিনি যদি স্বীয় করণীয় কার্য্যে অভিজ্ঞ না হন, তবে তাঁহার সংকল্পিতকার্য্য কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে নাম ও রূপ দ্বারা প্রকটিত, অনেক কর্ত্তা ও ভোক্তৃগণে সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত-দেশ প্রতিনিয়ত-কাল ও প্রতিনিয়ত-নিমিত্তের সহায়-তায় উৎপন্ন ক্রিয়াফলের আশ্রয়স্বরূপ যে জগতের রচনা-প্রকার, মানবের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ পর্য্যন্ত মানসেও চিন্তা করিতে অসমর্থ, তাদৃশ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ লীলা-ন্যায়ে অনায়াসে ইচ্ছামাত্রে যাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, সেই সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত সর্ব্বকারণ ব্রহ্মরূপ শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে অধিক বলিবার কি আছে ? পুনশ্চ প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশনশক্তিবিশিষ্ট, গ্রন্থগৌরবে ও অর্থগৌরবে মহান্, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই দশবিদ্যা স্থানে উপকৃত, অতএব সর্ব্বজ্ঞকল্প, হিত-

শাসনতা প্রযুক্ত ঋগ্বেদাদিলক্ষণ-শাস্ত্র নিশ্বাসচ্ছলে যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাদৃশ মহেশ্বরদেবের সর্ব্বজ্ঞতা স্বয়ংই সমর্থিতা হইয়া থাকে। যেহেতু উক্তরূপ ঋগ্বেদাদি লক্ষণ সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত শাস্ত্রের সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন কারণান্তর হইতে উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব জ্ঞেয়-বিষয়-সমূহের মধ্যে শব্দসাধুত্বাদি একদেশমাত্রপ্রতি-পাদনে তৎপর ব্যাকরণাদি বিস্তরার্থ শাস্ত্র যে আপ্ত-পুরুষ-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই আপ্ততম পাণিন্যাদি পুরুষ-বিশেষ যেমন স্বনির্ম্মিত ব্যাকরণাদি তত্তৎশাস্ত্র হইতে অধিকতর অর্থজ্ঞানসম্পন্ন ইহা লোকপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ অনেক-শাখা-ভেদে ভিন্ন দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য-বর্ণ ও আশ্রমাদির প্রবিভাগ হেতু, সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের আকর ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের প্রযত্নাবলম্বন বিনা লীলান্যায়ে পুরুষ-নিশ্বাসবৎ নিত্যসিদ্ধ-সর্ব্বমহত্তম-সর্ব্বকারণ-কারণ যে মহেশ্বর-দেব হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, সেই মহেশ্বরের নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা কৈমুতিক-ন্যায়সিদ্ধা।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অচেতনত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞকল্প, সর্ব্বার্থাবদ্যোতী ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র, প্রমাণান্তর সাহায্যে অর্থজ্ঞান-প্রয়াসা-ঙ্গীকার-ব্যতীত, নিমেষাদি-ন্যায়ানুসারে শ্রীপরমেশ্বর-দেব হইতে উৎপন্ন হইলেও তাদৃশ সর্ব্বার্থ-প্রকাশন-শক্তি-বিশিষ্ট বেদের যোনি উপাদান বা কর্ত্তা পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা কিরূপে সম্ভাবিতা হইতে পারে? পুত্রের বিদ্বত্তা দ্বারা কখনও পিতার সর্ব্বজ্ঞতা অনুমিতা হইতে পারে কি? উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যাদৃশ-গুণবিশিষ্ট কার্য্য-পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উপাদান-পদার্থেও অবশ্য তদনুরূপ গুণসকল স্বীকার করিতে হইবে। উপাদানে তাদৃশ গুণ বা শক্তি-যোগ-বিনা কার্য্যে অনুরূপ গুণ বা শক্তি-যোগ হইতে পারে না। রক্ত-সূত্র হইতে শ্বেতবস্ত্রের উৎপত্তি, অথবা কপিত্থবীজ হইতে অমৃতফলের সম্ভব কখনও দেখা যায় না। অতএব সর্ব্বার্থ-জ্ঞান-শক্তি-বিশিষ্ট বেদের উপাদানভূত পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রশ্নদৃষ্টান্তে পুত্রের পাণ্ডিত্য-দর্শনে পিতার বিদ্বত্তা অনুমিতা না হইলেও পুত্রের শরীর ও

অবয়ব-সাদৃশ্য-দর্শনে "অমুকের পুত্র" এরূপ অনুমান করা অসম্ভব নহে। পুত্রের শরীর অথবা অবয়ব-সাদৃশ্যের প্রতি পিতৃশরীর অথবা অবয়ব-সাদৃশ্যের কারণত্ব স্বীকৃত হইলেও পুত্রের আয়ুঃ, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও নিধনের প্রতি পিতার কোনরূপ প্রভুত্ব নাই। পক্ষান্তরে গর্ভস্থ জীবের আয়ুঃ, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও নিধন পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং পুত্র-দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে। পুনশ্চ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি বেদ স্বীয় প্রতিপাদ্য-বিষয় সকল হইতে অধিক অর্থজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ-বিশেষ-কর্ত্তৃক প্রমাণবাক্যত্ব-হেতুক ব্যাকরণ ও রামায়ণাদির ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তবে ব্যাকরণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদির ন্যায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব অনিবার্য্য হইবে না কেন? এবং ভগবান্ পাণিনি, বাল্মীকি ও বেদব্যাসের ন্যায় বেদকর্ত্তারও বিনশ্বরত্ব সাধিত হইবে না কেন? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদের নিত্যত্ব-প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সর্ব্বহেতুতা থাকিতে পারে না, এইরূপ আক্ষেপ-সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায়, পরমেশ্বরের বেদহেতুতা-মাত্র কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ নিশ্বসিত-শ্রুতি বেদহেতুত্বপ্রতিপাদন দ্বারা পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা-সাধন করেন, অথবা করেন না, এইরূপ সন্দেহে, ব্যাকরণাদির ন্যায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলে, মূল-প্রমাণের অপেক্ষা বশতঃ, অপ্রামাণ্য-শঙ্কা আপতিতা হওয়ায়, উক্ত শ্রুতি বেদহেতুত্ব-প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সাধন করেন না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে জগৎকারণের চেতনত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, বেদের সর্ব্বার্থপ্রকাশনশক্তি কোথা হইতে আসিল? যদি বল, প্রকাশন-শক্তিত্ব হেতুক অথবা কার্য্যগতশক্তিত্বপ্রযুক্ত প্রদীপ-শক্তির ন্যায় বেদের সর্ব্বার্থপ্রকাশন-শক্তি বেদের উপাদান-ব্রহ্মগতা শক্তি হইতে উৎপন্না হইয়াছে, অথবা উপাদান-ব্রহ্মগতাশক্তি কার্য্যে সংক্রামিতা হইয়াছে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম বেদের উপাদান, এ কথা পূর্ব্ববাদীকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইল এবং পরমেশ্বরেরও বেদকর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকৃত হইলে আত্মসম্বন্ধ অশেষ অর্থ-প্রকাশনসামর্থ্যরূপ শ্রীমন্মহেশ্বরের সর্ব্বসাক্ষিত্ব স্বয়ং সিদ্ধ হইতেছে। সত্য

বটে যে, সর্ব্বার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ পরমেশ্বরের সর্ব্বসাক্ষিত্ব, চেতনত্ব ও বেদকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলেও ব্যাকরণাদির ন্যায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব-নিবন্ধন মূল-প্রমাণ-সাপেক্ষতা বশতঃ অপ্রামাণ্য-শঙ্কা পরিহৃতা হইল না, তথাপি যদি এইরূপ স্বীকার করা যায় যে, যেমন অধ্যেতৃবর্গ বেদ-পাঠের পূর্ব্বক্রম অবগত হইয়া, অনন্তর বেদপাঠমাত্রে "বেদং কুর্ব্বন্তি" এই প্রয়োগ অনুসারে বেদ-নির্ম্মাণ না করিয়াও বেদকর্ত্তৃরূপে পরিচিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ বিচিত্রগুণ ও মায়া-সহায় অনাবৃত অনন্ত স্বপ্রকাশচিন্মাত্র-স্বভাব শ্রীমন্মহেশ্বরদেব স্বপ্রণীত পূর্ব্বকল্পীয়-বেদক্রমানুসারে তৎসমানজাতীয় ক্রম-বিশিষ্ট বর্ত্তমান-কল্পীয় নিখিল-বেদরাশি ও যাবতীয় বেদার্থ যুগপৎ অবগত হইয়া, বেদ-নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা হইলে বেদের পৌরুষেয়তা অবশ্যই পরিহৃতা হইবে। যেহেতু যেখানে অর্থজ্ঞান পূর্ব্বক নিশ্চিত-বাক্যজ্ঞান বাক্য-সৃষ্টির প্রতি কারণ হয়, সেই স্থলেই পৌরুষেয়তা স্বীকৃতা হইয়া থাকে; পরন্তু শ্রীমন্মহেশ্বর-বিষয়ে নিজনির্ম্মিত-পূর্ব্বকল্পীয়-নিখিল-বেদরাশি ও বেদার্থ-সমূহ সহসা সমকালে আবির্ভূত হওয়ায় কদাপি পৌরুষেয়তা আত্মলাভে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব বেদকর্ত্তা পরমেশ্বর বেদরাশির ন্যায় আত্মসম্বন্ধ বেদার্থ সকল ও অবিনাভাব অর্থাৎ ব্যাপক পদার্থের স্থিতি অনুরোধে সত্তারূপ ব্যাপ্তিবশে অথবা ব্যাপক-নিরূপিত-ব্যাপ্যনিষ্ঠ-ধর্ম্মরূপে অবগত হইয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব অবিসম্বাদিত।

পুনশ্চ যদি কেহ বলেন যে, উক্তরূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-সমর্থন দ্বারা ব্যাকরণাদির ন্যায় বেদের পৌরুষেয়তা-নিবন্ধন মূল-প্রমাণান্তরের অপেক্ষা-বশতঃ অপ্রামাণ্যশঙ্কা পরিহৃতা হইলেও এবং শাস্ত্রের প্রতি হেতুতাবশে শ্রীপরমেশ্বরদেবের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বকারণতা সমর্থিতা হইলেও দৃষ্টান্তানুসারে ভগবান্ পাণিন্যাদির ন্যায় বেদকর্ত্তা পরমেশ্বরের বিনশ্বরতাপ্রসঙ্গ অপ্রতিষিদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে তাঁহার প্রতি এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীমন্মহেশ্বরের শ্রুত্যুক্ত-সর্ব্বজ্ঞত্ব দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য ভগবান্ পাণিন্যাদির ন্যায় বেদকর্ত্তা পরমেশ্বরের অধিক অর্থজ্ঞান-সত্তামাত্র সাধিত হইয়াছে, কিন্তু

অর্থ-জ্ঞানের বেদ-হেতুতা সাধিতা হয় নাই। দৃষ্টান্তের সর্ব্বাংশের অনুসরণ কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। "চাঁদের মত মুখ" বলিলে সাদৃশ্যাংশে চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদজনকতা অংশমাত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে, পরন্তু গোলাকারতা, শুভ্রতা, অথবা কলঙ্কযুক্তত্ব বক্তার উদ্দেশ্য-বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে কর্ত্তা অর্থজ্ঞান-পূর্ব্বক বাক্য-জ্ঞান দ্বারা বাক্য-সৃষ্টি করেন, সেই স্থলে বাক্যের পৌরুষেয়তা ও পুরুষের বিনশ্বরত্ব অবধৃত। পক্ষান্তরে যে স্থলে অর্থজ্ঞান-পূর্ব্বক বাক্যজ্ঞান-সাহায্যে বাক্যরাশি সৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু অর্থজ্ঞান ও বাক্য-জ্ঞানের যুগপৎ আবির্ভাব বশতঃ বেদরাশির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাদৃশ স্থলে বেদবাক্যের পৌরুষেয়তা অথবা ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়-দ্বারা অপরামৃষ্ট, দেশ ও কালাবচ্ছেদ-রহিত, ঈশ্বররূপ পুরুষবিশে-ষের বিনশ্বরত্ব সুদূর-পরাহত। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বেদ যদি পরমেশ্বর-প্রণীত হয়, তবে বেদের নিত্যত্ব থাকিতে পারে না। কারণ, পরমেশ্বর-প্রণীত ভূতাদিপ্রাণিজাত বা অন্য কোন পদার্থ নিত্য বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রত্যুত উহাদিগের অনিত্যত্ব সর্ব্ব-লোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। পুনশ্চ বেদ যদি নিত্য হয়, তবে বাচক বেদ-শব্দের ও বাচ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বদেবগণ ও মরুদ্-গণ এই সমুদায় বেদশব্দ-বাচ্য-অর্থ নিত্য নহে। যেহেতু ইঁহাদিগের উৎপত্তি কথিতা হইয়াছে। উৎপন্ন পদার্থমাত্রই বিগ্রহ-বিশিষ্ট, উক্ত বিগ্রহ-বিশিষ্ট আজান-সিদ্ধ দেবগণও যোগিগণের ন্যায় প্রাপ্ত অণি-মাদি ঐশ্বর্য্যবশে যুগপৎ অনেক-শরীর-যোগ প্রাপ্ত হইয়া, যজমানানু-ষ্ঠিত বহুযজ্ঞে সমকালে প্রত্যেকে যাগাঙ্গভাব ভজনা করিয়া থাকেন। অন্তর্দ্ধানাদি শক্তিবশে ঐ সকল দেবগণ অন্যের অদৃশ্য হইলেও তাঁহা-দিগের বিগ্রহবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, বেদ স্বয়ং ইন্দ্রাদি দেবগণের বজ্রধারী পুরন্দর ইত্যাদি রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুনশ্চ অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণেরও একশত বৎসর ব্রহ্মচর্য্য-বাস-পূর্ব্বক বিদ্যা-গ্রহণার্থ প্রজাপতির উপাসনা-প্রস্তাব বেদে দেখিতে

পাওয়া যায়। শরীর-ধারণ-ব্যতীত গুরুকুলবাস, ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাগ্রহণ, অথবা ঐরাবতে আরোহণ, বজ্রধারণ প্রভৃতি সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করা যায়, তবে উৎপত্তিমত্ত্ব-প্রযুক্ত বিগ্রহ-বিশিষ্ট-দেবতাদিগের অনিত্যতা অবশ্যম্ভাবিনী; এবং দেবতাদিগের অনিত্যত্ব-প্রসক্ত হইলে, দেবতা-বাচক বসু, রুদ্র ও আদিত্যাদি বেদ-শব্দের অনিত্যতা কে নিবারণ করিবে? ইহা লোকপ্রসিদ্ধ যে, দেব-দত্তের পুত্র উৎপন্ন হইলে, তাহার যজ্ঞদত্তাদি নামকরণ হইয়া থাকে; অনুৎপন্ন পুত্রের নামকরণ কখনও কাহারও শ্রুতিগোচর নহে। অতএব উৎপন্ন বিগ্রহ-বিশিষ্ট অনিত্য-দেবতা-বাচক অনিত্য শব্দের সম্বন্ধেরও অনিত্যতা অপরিহার্য্য। সুতরাং শব্দের অর্থের ও শব্দার্থ-সম্বন্ধের অনিত্যতা প্রযুক্ত বেদ অনিত্য। পুনশ্চ অস্মদাদির ন্যায় জরা-মরণ-বিশিষ্ট বিগ্রহব্যক্তি স্বীকার করিলে, তৎসম্বন্ধেরও অনিত্যতা-বশতঃ প্রমাণান্তর দ্বারা ব্যক্তি-জ্ঞান করিয়া, কোন পুরুষ কর্ত্তৃক শব্দের সঙ্কেত নিরূপিত হওয়া আবশ্যক; এবং যদি ঐরূপ হয়, তাহা হইলে, প্রমাণান্তরের অপেক্ষা-বশতঃ বেদের স্বতঃ প্রমাণ্য-বিষয়ে বিরোধ উপ-স্থিত হইবে না কেন?

উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে ঔৎ-পত্তিক সূত্রে শব্দ ও অর্থের অনাদিত্ব স্বীকার পূর্ব্বক শব্দার্থ-সম্বন্ধেরও অনাদিতা স্বীকার করা হইয়াছে এবং অর্থের সহিত শব্দের ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া, প্রমাণান্তরের অনপেক্ষা-হেতুক বেদের নিত্যতা ও স্বতঃপ্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা শব্দার্থ-সম্বন্ধের অনিত্যতা প্রযুক্ত বেদের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, তাঁহারা শব্দের অনিত্যতা প্রযুক্ত সম্বন্ধের অনিত্যতা সমর্থন করিতে চাহেন? অথবা অর্থের অনিত্যতাবশতঃ সম্বন্ধের অনিত্যতা স্থির করিতে ইচ্ছা করেন? যদি প্রথম কল্পে তাঁহাদিগের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে বেদের নিত্যত্ব-বাদিগণ বলিবেন যে, বৈদিক শব্দ হইতে যখন দেবাদি জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন শব্দের অনিত্যত্ব অসম্ভব। কারণ,

দেবাদি অর্থব্যক্তির পূর্ব্বকালে শব্দ সকলের অস্তিত্ব না থাকিলে দেবাদি-জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব উৎপন্ন-পুত্রের নামকরণ-দৃষ্টান্তে শব্দের অনিত্যতা সমর্থন যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি দ্বিতীয় কল্পে অর্থব্যক্তি সকলের অনিত্যত্ব অর্থাৎ সাদিত্ব-নিবন্ধন শব্দ-সম্বন্ধের অনিত্যতা তাঁহাদিগের অভিপ্রেতা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, তথাপি শব্দ-সম্বন্ধের অনিত্যতা হইতে পারে না। কারণ, যেমন গবাদি-শব্দের বাচ্য অর্থ গোত্বাদি, সেইরূপ বসু আদি শব্দের বাচ্য অর্থ বসুত্বাদি, আকৃতির সহিত শব্দের সম্বন্ধ স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত ; পরন্তু ব্যক্তির সহিত নহে। কারণ, ব্যক্তি সকলের অনন্ততাপ্রযুক্ত সকল ব্যক্তির সম্বন্ধ-গ্রহণ অসম্ভব। পুনশ্চ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে ব্যক্তি সকলেরই উৎপত্তি স্বীকার করা যায় ; পরন্তু আকৃতি-সমূহের উৎপত্তি কদাপি স্বীকার্য্যা নহে। অতএব ব্যক্তি সকলের উৎপত্তি স্বীকার্য্যা হইলেও আকৃতি-সমূহের নিত্যতা বশতঃ যেমন গবাদি শব্দে কোন বিরোধ দেখা যায় না, সেইরূপ দেবাদি ব্যক্তির প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, আকৃতি-নিত্যতা-প্রযুক্ত বসু আদি শব্দে কোন বিরোধ দেখা যায় না। অতএব শব্দ ও শব্দার্থ-জাতি সকলের নিত্যতা-প্রযুক্ত শব্দার্থ-সম্বন্ধ নিত্য হওয়ায় বেদ নিত্য। পুনশ্চ মন্ত্র ও "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" ইত্যাদিরূপ অর্থবাদাদি হইতে দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্বাদি অবগত হওয়ায় আকৃতির সহিত শব্দ সকলের সম্বন্ধ স্বীকার পূর্ব্বক বসু আদি শব্দের বিরোধ যেরূপে পরিহৃত হইল, শাস্ত্রকারগণ স্থান-বিশেষ-সম্বন্ধ-নিবন্ধন সেইরূপ প্রকারান্তরেও শব্দ-বিরোধের পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সেনা-সকলের সর্ব্বতঃ পরিপালন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, যিনি সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাদৃশ স্থানাধিরূঢ় ব্যক্তিমাত্রে যেমন সেনাপতি শব্দের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ দেবরাজ্যে পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন স্থানে যিনি অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিমাত্রে ইন্দ্র শব্দের প্রবৃত্তি। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে তাদৃশ স্থানাধিরূঢ় সেনাপতি প্রভৃতির ন্যায় শত সহস্র ইন্দ্র অতীত হইলেও স্থানের স্থায়িত্ব বশতঃ

শব্দার্থ-সম্বন্ধের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। যিনি যিনি তত্তৎস্থানে অধিরূঢ়, সেই সেই ব্যক্তি যদি ইন্দ্রাদি শব্দের অভিধেয় হন, তাহা হইলে বৈদিক-শব্দ-বিশেষ হইতে দেবাদি-জগদুৎপত্তির প্রতি বাদিগণের আর কোন বিরোধ থাকিল না। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, স্তুতি-নিরাকরণ-পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব হইতে সর্ব্ব-জগদুৎপত্তি-কথন করিয়া, এক্ষণে দেবাদি-জগতের বৈদিক-শব্দ-প্রভবত্ব-কীর্ত্তন করিলে পূর্ব্বাপর বিরোধ উপস্থিত হইবে, তাহার পরিহারের উপায় কি? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, সত্য; শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের স্তুতি-নিরাকরণ-পরিচ্ছেদে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মপ্রভবত্ব-কথন করা হইয়াছে; পরন্তু সেই স্থলে কেবল শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের উপাদান-কারণতা-মাত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং এ স্থলে দেবাদিজগতের শব্দ-প্রভবত্ব কথন করিয়া, শব্দের নিমিত্ততা-প্রযুক্ত শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সহকারি-কারণ-মাত্র কথিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, নিত্যার্থ--সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, বাচক-স্বরূপে অবস্থিত, সৃষ্টি অবসরে সংকল্পে আবির্ভূত নিত্য-শব্দ-সাহায্যে শ্রীবিশ্বনাথ তাদৃশ-শব্দ-ব্যবহার-যোগ্য অর্থব্যক্তির নিষ্পত্তিমাত্র সাধন করিয়াছেন এবং উক্তরূপ অর্থব্যক্তি-নিষ্পত্তি অভিপ্রায়ে দেবাদি-জগতের শব্দ-প্রভবত্ব-কীর্ত্তন করা হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধের কিছু-মাত্র অবসর নাই।

পুনরপি প্রশ্ন হইতে পারে যে, দেবাদি-জগতের শব্দপ্রভবত্ব পুনঃ পুনঃ সিদ্ধবৎ বিঘোষিত হইতেছে মাত্র। কিন্তু দেবাদি জগৎ যে বৈদিক-শব্দ-সম্ভূত, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? প্রমাণোপন্যাস ব্যতীত দেবাদিজগৎ যে শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা আমরা কিরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইব? উক্তরূপ প্রশ্নের প্রতিবচনে আচার্য্য বলিয়াছেন, শব্দ হইতে দেবাদি-জগদুৎপত্তির প্রতি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ স্বীয় প্রামাণ্যের প্রতি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা না থাকায় শ্রুতি ও অনুমান অর্থাৎ স্বীয় প্রামাণ্যের প্রতি মূল শ্রুতির অপেক্ষা বশতঃ মন্বাদি স্মৃতি প্রমাণস্বরূপে উপন্যস্তা হইতে পারে এবং উপন্যস্ত-শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণানুসারে দেবাদি-জগতের শব্দ-প্রভবত্ব অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি ও স্মৃতি শব্দপূর্ব্বক

সৃষ্টি কথন করিতেছেন। শ্রুতি বলিতেছেন, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব প্রজাপতিরূপে “এতৈঃ, অসৃগ্রং, ইন্দবঃ, তিরঃ পবিত্রং, আশবঃ, বিশ্বানি ও অভিসৌভগঃ” এই সকল মন্ত্রস্থ-পদ-সাহায্যে দেবাদিজগৎ স্মরণ করিয়া, অনন্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে “এতৈঃ” এই পদ সর্ব্বনামত্ব-প্রযুক্ত দেবতাদিগের স্মারক, “অসৃগ্রং” এই পদ রুধিরপ্রধান দেহে রমণশীল মানব-জাতির স্মারক, “ইন্দবঃ” এই পদ চন্দ্রলোকস্থ পিতৃগণের স্মারক, “তিরঃ পবিত্রং” এই পদ সোমস্থান-তিরস্কারকারী গ্রহগণের স্মারক, “আশবঃ” এই পদ ঋক্ সকলে বর্ত্তমান অর্থাৎ ব্যাপনশীল গীতিরূপ-স্তোত্রের স্মারক, “বিশ্বানি” এই পদ স্তোত্রের অনন্তর প্রয়োগে প্রবিষ্ট শস্ত্র সকলের স্মারক, এবং “অভিসৌভগঃ” এই পদ সর্ব্বত্র সৌভাগ্যযুক্তের স্মারক। প্রজাপতি ক্রমশঃ ঐ সকল পদ স্মরণ করিয়া, ক্রমে দেব, মনুষ্য, পিতৃগণ, গ্রহগণ, স্তোত্র, শস্ত্র ও অন্যান্য প্রজাসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা ছন্দোগ-ব্রহ্মাণ-বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। তথা অন্যত্র শ্রুত্যন্তর বলিতেছেন যে, প্রজাপতি মনঃ ও বাগ্‌রূপ মিথুন সম্ভাবিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মনঃ-সাহায্যে ত্রয়ীপ্রকাশিতা সৃষ্টির আলোচনা করিয়া অনন্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। তথা অন্যত্র “রশ্মিঃ” এই পদ উচ্চারণ করিয়া, আদিত্যদেবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিবাক্যে শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি শ্রাবিতা হইয়াছে। তথা স্মৃতি বলিতেছেন, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিকালে আদি ও নিধন-রহিতা, অতএব নিত্যা সর্ব্বার্থদ্যোতনবতী বেদময়ী তাদৃশী বাণীর উৎসৃষ্টি করিয়াছেন, যে বেদবাণী হইতে সর্ব্ববিধ-সৃষ্টির প্রবৃত্তি হইয়াছে। এই স্থলে বাণীর উৎসর্গ অর্থে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় অধ্যয়ন বুঝিতে হইবে। কারণ, আদি ও নিধন-রহিতা বাণীর গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্যাদৃশ উৎসর্গ সম্ভবপর নহে। তথা পুনরপি স্মৃতি বলিতেছেন যে, বেদ-প্রতিপাদিত প্রসিদ্ধমায়ী শ্রীমহেশ্বরদেব ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্ম্ম সকলের প্রবর্ত্তন প্রথমতঃ বেদ শব্দ হইতেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; পুনশ্চ স্মৃতি বলিতেছেন, সকলের নাম, রূপ, পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা প্রথমতঃ বেদ-শব্দ হইতেই শ্রীমন্মহেশ্বরদেব নির্ম্মাণ

করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, প্রজাপতিসৃষ্টি সৃষ্টিত্ব-প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ ঘটাদির ন্যায় শব্দ পূর্ব্বক হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, চিকীর্ষিত অর্থের অনুষ্ঠানকর্ত্তা তাহার বাচক-শব্দ পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া, অনন্তর অভিপ্রেত অর্থের কার্য্যের অনুষ্ঠান নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, ইহা যেমন সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেইরূপ স্রষ্টা প্রজাপতির মানসে প্রথমতঃ বৈদিক শব্দ-সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, পশ্চাৎ তিনি শব্দানুগত অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ। পুনশ্চ শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রজাপতি ভূরাদি-শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক উচ্চারিত-ভূরাদি-শব্দ হইতে ভূরাদি-লোক সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্তরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যের তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা করিলে, নিত্য-শব্দ-সকল হইতে দেবাদি-ব্যক্তি-সকলের প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি-বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা যায় না। অতএব ঈশ্বরাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কর্ত্তার অস্মরণাদি-হেতু-দ্বারা বেদের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, অনন্তর যদি নিত্য-বৈদিক-শব্দ হইতে দেবাদি-ব্যক্তির প্রভব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আর কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যুত মন্ত্রবর্ণ ও ভগবান্ বেদব্যাস, বেদের অবস্থিত-নিত্যত্বের দৃঢ়ীকরণ-পূর্ব্বক বলিয়াছেন, যেহেতু নিয়তাকৃতি-বিশিষ্ট-দেবাদি-জগতের বেদশব্দ-প্রভবত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, অতএব বেদ শব্দের নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। ঈশ্বরবৎ বেদ ও জগতের হেতু হওয়ায়, অবান্তর-প্রলয়ে বেদের অবস্থায়িত্ব-সম্বন্ধে মন্ত্রবর্ণের অভিপ্রায় এইরূপ যে, অবান্তর-কল্পে পূর্ব্ব-সুকৃত-বশে বেদলক্ষণ-বাক্যের লাভ-যোগ্যতা-প্রাপ্ত হইয়া, যাজ্ঞিকগণ, ঋষিমধ্যে প্রবিষ্টা বেদবাণীর সন্দর্শন-লাভ করিয়াছিলেন। বেদব্যাস বলিয়াছেন, যুগান্তকালে ইতিহাসাদির সহিত অন্তর্হিত-বেদ-সকল, স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কল্পাদিকালে মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ-বলে বেদের নিত্যত্ব অবধৃত হওয়ায়, আস্তিক সম্প্রদায়ে বেদ-নিত্যত্ব-বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ আশঙ্কা হইতেছে যে, পশ্বাদিব্যক্তির ন্যায় যদি দেবাদি-ব্যক্তি-সকল প্রবাহরূপে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে অভিধান,

অভিধেয় ও অভিধাতৃব্যবহারের অবিচ্ছেদ বশতঃ সম্বন্ধের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শব্দ বিষয়ে বিরোধ-পরিহার সম্ভাবিত হইতে পারে; পরন্তু যে সময়ে সকল ত্রৈলোক্য স্বীয় স্বীয় নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লেপভাবে প্রলীন হয় এবং পুনঃ সৃষ্টিসময়ে অভিনব ত্রৈলোক্য উৎপন্ন হয়, তৎকালে শব্দার্থ-সম্বন্ধের বিনাশ-প্রযুক্ত অভিনব-সৃষ্টি-সময়ে কোন পুরুষ কর্ত্তৃক শব্দার্থ-সঙ্কেত অবশ্য করণীয়। অতএব পুরুষবুদ্ধিসাপেক্ষত্ব-প্রযুক্ত বেদের অপ্রামাণ্য ও অধ্যাপক-রূপ আশ্রয়ের বিনাশ প্রযুক্ত আশ্রিত বেদের অনিত্যতা নিশ্চিতরূপে পুনঃ প্রাপ্তা হইতেছে। সুতরাং অবান্তর-প্রলয়ে ব্যক্তি-সন্ততি-প্রযুক্ত জাতি-সত্ত্ব-নিবন্ধন ব্যবহারের অবিচ্ছেদ বশতঃ শব্দার্থ-সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হওয়ায়, পুরুষ-বুদ্ধি-সাহায্য-ব্যতীত অনপেক্ষত্ব-হেতুক-বেদ-প্রমাণ্যে বিরোধ-পরিহার অকিঞ্চিৎকর। উক্ত আশঙ্কা-নিরাসার্থ আচার্য্য বলিয়াছেন যে, উপপত্তি ও উপলব্ধি বশতঃ সংসারের অনাদিতা প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্ববাদি-সম্মত অনাদি-সংসারে যেমন সুষুপ্তি ও প্রবোধ-বিষয়ে প্রলয় ও প্রভব শব্দ শ্রুত হওয়ায়, পূর্ব্ব-প্রবোধের ন্যায় উত্তর-প্রবোধেও ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিরোধ দেখা যায় না, সেইরূপ সৎকার্য্যবাদিগণের মতে মহাপ্রলয়েও নির্লেপ-লয়ের অসিদ্ধি-বশতঃ সংস্কাররূপে অবস্থিত শব্দ, অর্থ ও তৎসম্বন্ধের পুনঃ সৃষ্টিকালে অভিব্যক্তি হওয়ায় এবং অভিব্যক্ত-পদার্থ-সমূহের পূর্ব্ব-কল্পীয় নাম-রূপের সমানতা থাকায়, কোন পুরুষ-কৃত-সঙ্কেতের আবশ্যকতা নাই। কারণ, বিষম-সর্গেই সঙ্কেতের অপেক্ষা থাকে, পরন্তু তুল্য-সর্গে সঙ্কেতের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। স্বাপ ও প্রবোধবিষয়ে প্রলয় ও প্রভব শব্দ শ্রুত হইতেছে যথা:—"যৎকালে সুপ্ত পুরুষ কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন না, তৎকালে সুষুপ্ত-জীব প্রাণ-সংজ্ঞক-পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সকল নামের সহিত বাগিন্দ্রিয়, সকল রূপের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়, সকল শব্দের সহিত শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও সর্ব্ববিধ ধ্যানের সহিত মনঃ পরমাত্মস্বরূপ প্রাণে বিলীন হইয়া যায়। পুনশ্চ সুপ্ত-জীব জন্মান্তরীয়-কর্ম্মযোগবশে যৎকালে প্রতিবুদ্ধ হন,

তৎকালে যেমন আহত প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড হইতে দশদিকে বিস্ফুলিঙ্গ সকল বিপ্রকীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রাণাত্মস্বরূপ হইতে প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ আয়তনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রাণ হইতে দেবগণ ও দেবগণ হইতে লোকসকল উৎপন্ন হয়।” অতএব স্বপ্নবৎ কল্পিত পদার্থের অজ্ঞাত সত্ত্বের অভাব প্রযুক্ত দর্শন অর্থাৎ সৃষ্টি এবং অদর্শন অর্থাৎ লয় এই দৃষ্টিসৃষ্টিপক্ষও শ্রুতিসম্মত। পুনরপি আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদ্যপি অনাদি-সংসারে শব্দার্থ-সম্বন্ধের অনাদিত্ব-প্রযুক্ত স্বাপকালে পুরুষান্তরীয়-ব্যবহারের অবিচ্ছেদ-বশতঃ স্বয়ং সুষুপ্ত প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তি পূর্ব্ব-প্রবোধানুরূপ ব্যবহারানুসন্ধানে সমর্থ, তথাপি মহাপ্রলয়ে সর্ব্ববিধ-ব্যবহারের উচ্ছেদ-নিবন্ধন, জন্মান্তর-ব্যবহারবৎ কল্পান্তর-ব্যবহারানুসন্ধান-বিষয়ে কেহই সমর্থ নহেন। সুতরাং স্বাপ-প্রবোধ-দৃষ্টান্তের বৈষম্য প্রযুক্ত, পুনরপি বেদের অনিত্যতা আপতিতা হইতেছে। উক্তরূপ আশঙ্কার পরিহার এই যে, প্রাকৃত-প্রাণিগণের যদি চ জন্মান্তরীয়-ব্যবহারের অনুসন্ধান দেখা যায় না সত্য; তথাপি প্রাকৃত-জীবসমূহে প্রযোজ্য নিয়ম সকল ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সর্ব্ব-ব্যবহারের উচ্ছেদ-কারী মহাপ্রলয় ব্যবধানরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, পরমেশ্বরের অনুগ্রহ-হেতুক হিরণ্যগর্ভাদি দেব ও ঋষিগণের কল্পান্তরীয় ব্যবহারানুসন্ধান-বিষয়ে কোনরূপ ব্যাঘাত হইতে পারে না। যেমন প্রাণিত্বের অবিশেষ থাকা সত্ত্বেও মনুষ্যাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত দেহে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-শক্তির প্রতিবন্ধ ক্রমশঃ অধিকতর দেখা যায়, সেইরূপ মনুষ্যাদি হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত দেহে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি শক্তির অভিব্যক্তিও পরে পরে ক্রমশঃ ভূয়সী হইতে কোন বাধা নাই।

পক্ষান্তরে পরমেশ্বরানুগৃহীত হিরণ্যগর্ভ-পর্য্যন্ত দেব ও মুনিবৃন্দের জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তির আতিশয্য বহু শ্রুতি-স্মৃতিবাদে অসকৃৎ শ্রুত হওয়ায়, বিদ্বত্ত্বাভিমানী কোন বিচক্ষণপ্রবর উক্ত ঐশ্বর্য্যাতিশয়ের অপলাপে সমর্থ নহেন। অতএব অতীত কল্পে অনুষ্ঠিত-প্রকৃষ্ট-জ্ঞান ও কর্ম্ম-প্রভাবে বর্ত্তমান কল্পের প্রথমতঃ প্রাদুর্ভূত হিরণ্যগর্ভাদি-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন মহাপ্রাণগণের শ্রীপরমেশ্বরদেবের অনুগ্রহবশে উপরি-উক্ত

সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধ-ন্যায়ে কল্পান্তরীয় ব্যবহার অনুসন্ধানবিষয়ে কোনরূপ অনুপপত্তির অবসর নাই। শ্রুতি বলিতেছেন যে, দেবদেব মহেশ্বর কল্পাদিকালে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন, পুনশ্চ যিনি অনন্তর সৃষ্টিকার্য্য-সম্পাদনার্থ উৎপন্ন ব্রহ্মদেবের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্ম-মার্জ্জিত-বিশুদ্ধ-বুদ্ধিদর্পণে নিত্যসিদ্ধ-বেদের প্রতিবিম্ব-প্রেরণ, অথবা আবির্ভাবসাধন করিয়াছেন, বেদচতুষ্টয়ান্তর্গত-মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের বিশেষ-বিচারবশে উত্থিত অখণ্ডাকারবুদ্ধিবৃত্তিসাহায্যে প্রকাশমান-স্বাত্মাকার-নিঃশ্রেয়স-স্বরূপ সেই শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পরম অভয়-পদে মুমুক্ষুজনের সর্ব্বথা আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। অপিচ কেবলই যে উক্তরূপে শ্রী-হিরণ্য-গর্ভ-দেবের জ্ঞানাতিশয় সমর্থিত হইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু শৌনকাদি মুনিগণও মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক দশমণ্ডলাবয়ব-বিশিষ্ট ঋগ্-বেদের অন্তর্গত দাশতয়ী নামে ঋক্ সকল দৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন। পুনশ্চ প্রতি বেদে উক্তরূপে কাণ্ড, সূক্ত ও মন্ত্রসকলের দ্রষ্টা ঋষি-সমূহ বৌধয়নাদি কর্ত্তৃক স্পষ্টতঃ স্মৃত হইতেছেন। শ্রুতিও স্বয়ং ঋষি-বিজ্ঞান-পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতি বলিতেছেন, আর্ষেয় অর্থাৎ ঋষিযোগ, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ, অগ্ন্যাদি দৈবত ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিনিযোগ, এই সকল বিদিত না হইয়া, কেবল মন্ত্র দ্বারা যিনি যাজন, অথবা অধ্যাপনে রত হন, তাদৃশ ঋত্বিক্ বা উপাধ্যায় স্থাণু অর্থাৎ স্থাবরভাব, গর্ত্ত অর্থাৎ নরক-নিপাত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং পুরোহিত বা অধ্যাপকগণের প্রতি মন্ত্রে আর্ষেয়, ছন্দঃ, দৈবত ও বিনিয়োগ অবগত হওয়া, নিতান্ত আবশ্যক। অতএব জ্ঞানাধিক-পুরুষ-কর্ত্তৃক কল্পান্তরিত-বেদ-স্মরণ-পূর্ব্বক ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, বেদের অনাদিত্ব ও প্রমাণান্তরের অনপেক্ষতা সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ।

পুনশ্চ প্রাণিগণের সুখপ্রাপ্তির জন্য ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে এবং দুঃখ পরিহারার্থ অধর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণে প্রাণিগণের দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ ঐহিক ও আমুষ্মিক-বিষয়ে সুখরাগ-কৃত-ধর্ম্মের ফলে পুত্র-পশ্বাদি, গো-হিরণ্যাদি,

যান-বাহনাদি, কামিনী-কাঞ্চনাদি বা রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি যে কিছু অভ্যুদয় সম্পৎ, তৎসমুদয় দৃষ্ট পশ্বাদি-সদৃশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; কেন না, বিসদৃশ হওয়ার প্রতি অভিলাষ না থাকায়, হেতুর অভাব অনুভূত হইতেছে। তথা উক্ত ন্যায়ে দৃষ্ট-দুঃখের প্রতি দ্বেষ-কৃত অধর্ম্মের ফল দৃষ্ট-দুঃখ সদৃশই হইবে, পরন্তু তদ্বিপরীত হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে, কৃত অধর্ম্ম ও তৎফলের নাশ এবং অকৃতধর্ম্মফল সুখের সমাগমরূপ দোষের প্রসক্তি অনিবার্য্য হইবে। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল-ভূত উত্তর উত্তর নিষ্পাদ্যমান-সর্গ-পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-সৃষ্টিসদৃশই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এ বিষয়ে স্মৃতি বলিতেছেন, প্রাণি-সমুদায়ের মধ্যে যে সকল প্রাণী পূর্ব্ব-সৃষ্টি-সময়ে যাদৃশ কর্ম্মসকল প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল প্রাণী পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়া, তথাভূত-কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মসকল বিহিত ও নিষিদ্ধত্বাকারে অপূর্ব্ব উৎপাদন করিয়া, অনন্তর ক্রিয়াত্ব-প্রযুক্ত সংস্কার উৎপাদন করে। তন্মধ্যে অপূর্ব্ব হইতে ফলভোগ হইয়া থাকে এবং সংস্কারভাবিত প্রাণী পুনঃ তজ্জাতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অতএব হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রুর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ঋত ও অনৃত এই সকলের মধ্যে যে প্রাণী যাদৃশ ভাবে ভাবিত হয়, সেই প্রাণীর তাদৃশ ভাবে অভিরুচি উৎপন্ন হয়। সুতরাং কর্ম্মফলত্ব-হেতুক উত্তর-কালীনা সৃষ্টি পূর্ব্ব-সৃষ্টির সমান-জাতীয়া হওয়ায়, অভিরুচি-লিঙ্গবশে পাপ, পুণ্য অথবা পাপ-পুণ্যের সংস্কার অনুমিত হয় এবং অনুমিত পাপ ও পুণ্য-সংস্কার, স্বভাব, প্রকৃতি, অথবা বাসনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্তরূপ কর্ম্ম দ্বারা সৃষ্টিসাদৃশ্য-সমর্থিত হওয়ায়, সৃষ্টির উপাদানে লীন-কার্য্য-সকলের সংস্কার রূপ শক্তিবলে সাদৃশ্য সমর্থিত হইতেছে। অন্যথা সংস্কারের প্রলয় স্বীকার করিলে, জগতের বৈচিত্র্য আকস্মিক হইয়া পড়ে। অত-এব মহাপ্রলয়ে প্রলীয়মান জগৎ শক্ত্যবশেষ-রূপে প্রলীন ও শক্তি-মূল উৎপন্ন হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে জগদ্বৈচিত্র্যকারিণী ভিন্ন ভিন্ন শক্তির স্বীকারে, আকস্মিকত্ব পরিহৃত হইলেও বহুশক্তিকল্পনা-গৌরবের উপস্থিতি অনিবার্য্য এবং অবিদ্যাগর্ভে

পরিলীন-কার্য্যাত্মক-সংস্কার হইতে অন্য বহুবিধ শক্তি কল্পনার প্রতি যুক্তি, তর্ক, বা বিকল্পভার সহনশীল কোন প্রমাণেরও সম্ভাব দেখা যায় না। স্বীয় উপাদানে লীন-কার্য্যরূপ-শক্তির প্রতি "মহান্, ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য" এতাদৃশ শ্রুতির সম্ভাব হেতুক অবিদ্যা ও তৎকার্য্য হইতে অন্য-শক্তির সত্তা অঙ্গীকার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

অতএব আচার্য্যমতে একমাত্র আত্মাবিদ্যা তাদৃশীশক্তিরূপে সিদ্ধান্তিতা হইয়াছেন; সুতরাং নিমিত্ত-কারণ-স্থলেও উপাদানস্থ-কার্য্য-মাত্রই অবিদ্যা-ঘটনা-বশে শক্তি, অথবা অন্য পদার্থ, এরূপ আগ্রহপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। পুনশ্চ উপাদানে কার্য্য-সংস্কার-সিদ্ধির ফলে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উৎপদ্যমান ভূরাদি-লোক-প্রবাহ, দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি-লক্ষণ প্রাণি-নিকায়-প্রবাহ এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মফল-ব্যবস্থা সকলের নিয়তত্ব, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব-বিষয়-সম্বন্ধ-নিয়মের ন্যায়, অবশ্য প্রত্যেতব্য। অর্থাৎ সুপ্তোত্থিত পুরুষের যেমন পূর্ব্ব-চক্ষুর্জাতীয় চক্ষুঃ উৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্বরূপ-জাতীয় রূপই গ্রহণ করে; কিন্তু রসাদি গ্রহণ করে না, সেইরূপ ভোগ্য লোক, ভোগাশ্রয় প্রাণিসমূহ এবং ভোগহেতু-কর্ম্ম-সকল সংস্কারবলে পূর্ব্বলোকাদি-তুল্যরূপে নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-বিষয়-সম্বন্ধাদি-ব্যবহারের কখনও প্রতিসর্গে ষষ্ঠেন্দ্রিয়-বিষয়কল্প অন্যথাত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে না। অতএব কল্পসকলের ব্যবহার-তুল্যতা-নিবন্ধন এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্ম-সম্পন্ন পরমেশ্বরানুগৃহীত হিরণ্যগর্ভাদি ঈশ্বরগণের কল্পান্তরীয়-ব্যবহারানুসন্ধানে বিশেষ-সামর্থ্য প্রযুক্ত, পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পানুসারে প্রতিসর্গে ব্যবহ্রিয়মাণ ব্যক্তিসকল সমাননামরূপাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনশ্চ জগতের মহাপ্রলয় ও মহাসর্গ-লক্ষণ আবৃত্তি স্বীকার করিলে, সমান-নামরূপত্ব-প্রযুক্ত শব্দ-প্রামাণ্য-বিষয়ে কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই। সমান-নামরূপতা শ্রুতি ও স্মৃতি স্বয়ং প্রদর্শন করিতেছেন, যথাঃ—শ্রুতি বলিতেছেন, পরমেশ্বর পূর্ব্বকল্পে সূর্য্যাচন্দ্রমঃ প্রভৃতি জগৎ যেরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্পেও পরমেশ্বর তদনুরূপ জগৎ কল্পনা করিয়াছেন। স্মৃতি বলিতেছেন, যে যে ঋষির যে যে নাম

এবং যে যে ঋষির বেদ-বিষয়ে যাদৃশী দৃষ্টি পূর্ব্বকল্পে নিরূপিতা ছিল, প্রলয়াবসানে পুনরুৎপন্ন ঋষিদিগকে সেই সকল নাম ও বেদ-দৃষ্টি পরমেশ্বর পুনরপি প্রদান করিয়াছেন। পুনশ্চ যেমন বসন্তাদি ঋতু সকল পর্য্যায়ক্রমে সমাগত হইলে, নবপল্লবাদি-নানারূপ ঋতুলিঙ্গ পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ যুগাদিকালে ঘটীযন্ত্রবৎ জগদাবৃত্তি অবসরে পূর্ব্ব-সদৃশ-নাম ও রূপবিশিষ্ট ভাবপদার্থ সকল আবির্ভূত হয় এবং যাদৃশ অভিমানবিশিষ্ট দেবগণ পূর্ব্বকল্পে অতীত হইয়াছেন, তাঁহারা সাম্প্রতিক নাম ও রূপবিশিষ্ট দেবগণের সহিত সমান। অতএব সমাননামরূপত্বাঙ্গীকার-প্রযুক্ত বেদ, অথবা বৈদিক-শব্দের প্রামাণ্য বিষয়ে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না।

বর্ত্তমান-পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য-বিষয় শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অস্মদাদি-কৃতা স্তুতির ব্যর্থতা প্রদর্শন। শ্রীপরমেশ্বরদেবের সন্তোষসাধন পূর্ব্বক, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করাই, স্তোতার স্তুতিরচনার প্রতি মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন এক জন ব্যক্তি, সামান্য কোন এক জনের নিকট হইতে যদি কোনরূপ কার্য্যসিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তবে তাদৃশনিকৃষ্ট ব্যক্তিরও মনস্তুষ্টির জন্য এরূপ দুই দশটা মিষ্ট কথার প্রয়োগ করিতে হয়, যাহা দ্বারা উপকারকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। উক্ত সাধারণলোকব্যবহারনীতি অনুসরণ করিয়াই, দেবদেবীগণের স্তুতিপ্রথা প্রবর্ত্তিতা হইয়াছে। অথবা পূর্ব্বকালে পাপপরায়ণমৃতবেণ-রাজার মথ্যমান-দক্ষিণবাহু হইতে সমুৎপন্ন পৃথুরাজ বৈণ্যের অনুষ্ঠিত পিতামহ-দৈবত্য-যজ্ঞে সোমাভিষব ভূমিদেশে উৎপন্ন সূত এবং সৌত্যদিবসে উৎপন্ন মাগধের প্রতি "নীচো নিযুজ্যতে দণ্ডৈরুত্তমস্তু গুণোক্তিভিঃ" এই ন্যায়ানুসারে পৃথুরাজের ভবিষ্যগুণকথনার্থ মুনিগণ-কর্ত্তৃক বিহিতা স্তুতি-প্রবৃত্তি হইতে দেবদেবীগণের স্তুতি-প্রথা প্রবর্ত্তিতা হইয়াছে। সে যাহা হউক, স্তুতি করিতে হইলে, গুণাধিক উৎকৃষ্ট-পুরুষের স্তুতিই করণীয়া। শ্রীমন্মহেশ্বর-দেব হইতে নিরতিশয় উৎকৃষ্ট অনন্তগুণাধার শ্রেষ্ঠতম পুরুষান্তরের সদ্ভাব না থাকা প্রযুক্ত, তাঁহার স্তুত্যতা সর্ব্বথা সমর্থিতা হইলেও অস্ম-দাদিকৃতা স্তুতির কোনরূপ সফলতা নাই। কারণ, নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞ

শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের স্তুতি করিতে হইলে, স্তুতির অভিনবত্ব থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি আমরা জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা, মনের মলিনতা, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা, রুচির বিকলতা ও ভাবের অপরিস্ফুটতা-নিবন্ধন অভিনব স্তব করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে অনভিনব অকিঞ্চিৎকর স্তব দ্বারা তাঁহার মানসানুরঞ্জনে সমর্থ হইব না। পুনশ্চ যদি স্বমতি-পরিণামাবধি স্তুতি করিয়াও, আমরা শ্রীপরমেশ্বরদেবের চিত্তানুরঞ্জনে অসমর্থ হই, তবে তাঁহার চিত্ত-সন্তোষ-ব্যতীত কিরূপে প্রসন্নতা লাভ করিব? অপিচ স্তুত্য-পরমেশ্বরের প্রসাদ-বিনা স্তুতিকর্ত্তার স্তুতিফললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব পুনরপি শ্রীপরমেশ্বরদেবের স্তুতির ব্যর্থতা আপতিতা হইতেছে। পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করুন, মাধুর্য্যাদি-শব্দ-গুণালঙ্কারবিশিষ্টত্ব-নিবন্ধন মধুর, তথা অর্থগত-মাধুর্য্য-বিষয়ে পরম অমৃত অর্থাৎ নিরতিশয় অমৃততুল্য আস্বাদযুক্ত, পুনশ্চ মধু ও অমৃত-শব্দ-সাহায্যে যে সকল বাক্যের শব্দ ও অর্থগত মিথঃ তারতম্য দ্যোতিত হইতেছে, যে সকল বাক্যের শব্দগুণালঙ্কারাতিশয়-ব্যতীত অর্থগুণালঙ্কাররূপ মহান্ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাদৃশ-মধুস্ফীত-বেদলক্ষণা বাণীর নির্ম্মাণ অর্থাৎ নিশ্বাসবৎ অনায়াসে যিনি আবির্ভাব-সাধন করিয়াছেন, সুতরাং সুরগুরু ব্রহ্মদেবের নির্ম্মিত বাণীও যাঁহার বিস্ময়-পদ অর্থাৎ চমৎকার-কারণ হইতে পারে না, তাদৃশ-বিভু-পরমেশ্বরের গুণকথনে প্রবৃত্ত অস্মদাদি নরসুরাসুরগণের রচিতা স্তুতিবাণী তাঁহার চেতশ্চমৎকারতা-সম্পাদনে সমর্থা হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে যে স্থলে হিরণ্যগর্ভাদি দেববৃন্দের বাণীও শ্রীপরমেশ্বরদেবের বিস্ময় আধানে অসমর্থ, সে স্থলে অস্মদাদি-প্রণীতা স্তুতি-বাণী যে সর্ব্বথা অকিঞ্চিৎকরী, তদ্বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্তুতি-সার্থক্য

মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ,
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥ ৩ ॥

বেদার্থ-সম্প্রদায়ের আবিষ্কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে অধিকৃত ত্রৈবর্ণিক-সমাজের জন্য দুই প্রকারের নিষ্ঠা, স্থিতি, অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় তাৎপর্য্য কথন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক আত্মা ও অনাত্ম-বিষয়ে বিবেক ও জ্ঞান আলোচনা-সহকারে বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বারা সুনিশ্চিতার্থ হইয়াছেন, তাদৃশ-ব্রহ্মাবস্থিত-পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যগণের জন্য জ্ঞান-পরিপাকার্থ জ্ঞান-যোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি-সাহায্যে ব্রহ্মপরতা-রূপা নিষ্ঠা উক্তা হইয়াছে; এবং জ্ঞানভূমিকা আরোহণে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহাদিগের জন্য অন্তঃকরণ-শুদ্ধি-দ্বারা জ্ঞান-সোপানে আরোহণার্থ তদুপায়ভূত-কর্ম্মযোগনিষ্ঠা উক্তা হইয়াছে, যেহেতু আত্মজ্ঞানে বিনিযুক্ত-বেদবিহিত-কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান-ব্যতীত মানব নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-শূন্যতা লাভ করিতে পারে না এবং চিত্তশুদ্ধি-বিনা কেবল সন্ন্যাস-মাত্রে জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণ সিদ্ধি-লাভেও সমর্থ হয় না, অতএব অধিকারী মানবের জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ বেদে বিহিত হইয়াছে, এই সংসারে এমন এক জনও মানব দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম-রহিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে সর্ব্ব-প্রাণী প্রকৃতিজাত-সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে অবশ অবস্থায় লৌকিক বা বৈদিক কার্য্যে রত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকল সংযত করিয়া, মানসে ইন্দ্রিয়ার্থ-স্মরণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, তাহার তাদৃশ আচরণ মিথ্যা, বা পাপজনক বলিয়া উক্ত হয়; পরন্তু যিনি ফলাভিলাষরহিত হইয়া, বিবেক-যুক্ত-মানস-সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকলের নিয়মন পূর্ব্বক, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা, কর্ম্মরূপ যোগ অর্থাৎ উপায়ের অনুষ্ঠান করেন,

তিনি অশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী হইতে শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। যেহেতু সর্ব্বকর্ম্মের অননুষ্ঠান অপেক্ষা নিত্য-সন্ধ্যোপাসনাদিকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ-তর, অতএব ফল-সম্বন্ধ-শূন্য হইয়া, নিয়ত নিমিত্ত-বিহিত, বা অপ্রতিষিদ্ধ-শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই সুসঙ্গত। অন্যথা সর্ব্ব-কর্ম্মরহিত ব্যক্তির স্ব-শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহও অসম্ভব।

হইতে পারে কর্ম্ম বন্ধের কারণ; কিন্তু সকল-কর্ম্মই যে বন্ধের কারণ, তাহা নহে। পরমেশ্বরের প্রীতি-সাধন-উদ্দেশ্যে কর্ম্মফল-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইয়া, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তদ্দ্বারা কর্ম্মবন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং পরমেশ্বর-প্রীতির জন্য নিষ্কাম অন্তঃকরণে, সকলেরই নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত উচিত। পুনশ্চ সর্গাদিকালে বিহিত-কর্ম্মকলাপের সহিত প্রজাসৃষ্টি করিয়া, প্রজাপতি বলিয়াছেন যে, এই সকল যজ্ঞদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং এই সকল যজ্ঞই তোমাদের সর্ব্ববিধ অভীষ্টকাম অর্থাৎ ফলবিশেষ দোহন করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, ত্রৈবর্ণিক প্রজাগণ বর্ণাশ্রমোচিত-যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা হবিঃপ্রদান-পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দকে সম্বর্দ্ধিত করিলে, দেবগণ আপ্যায়িত হইয়া, বৃষ্ট্যাদি-দান করিয়া, অন্নোৎপত্তি-সাধন-পূর্ব্বক প্রজাবৃন্দেরও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন করিবেন এবং উক্তরূপে পরস্পরে পরস্পরের প্রীতি-সাধন করিলে, উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হইবে। পুনশ্চ যজ্ঞভাবিত-দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাদিগকে অভিলষিত পুত্র, পশু, বিত্ত, হিরণ্য ও স্ত্রী প্রভৃতি যে সকল ভোগ দান করিবেন, তোমরা যদি ঋণবৎপ্রদত্ত সেই সকল ভোগ দ্বারা স্বীয় দেহেন্দ্রিয়-মাত্রের প্রীতি-সাধন কর এবং দেবো-দ্দেশে যজ্ঞাদিকার্য্যে আহুতিপ্রদান না কর, তাহা হইলে তোমরা দেব-স্বাপহারী তস্কররূপে পরিগণিত হইবে। যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞা-বশিষ্ট অমৃতাখ্য অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা পঞ্চসূনাদিকৃত-সর্ব্ব-পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাহারা দেবঋণ অপা-কৃত না করিয়া, আত্মভোজনার্থ পাক করে, সেই সকল পাপকারী মানব পাপ-মাত্র ভোজন করিয়া থাকে। কেবলই যে প্রজাপতিবাক্যের

সার্থকতা সম্পাদনার্থ কর্ম্ম করণীয়, তাহা নহে ; কিন্তু জগচ্চক্র-প্রবৃত্তি-হেতুতা-প্রযুক্তও কর্ম্মের অবশ্যকরণীয়তা প্রতীতা হইতেছে। পিতৃ-মাতৃ-ভুক্ত অন্ন লোহিত ও রেতোরূপে পরিণত হইলে, তাহা হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়। পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে অন্নের সম্ভব হয়, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য উৎপন্ন হয় এবং ঋত্বিক্-যজমান-ব্যাপাররূপকর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ অক্ষর-মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়াও, নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকৃত হইয়াও, উক্তরূপে ঈশ্বরকর্ত্তৃক বেদ ও যজ্ঞপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত-জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন করে না, সেই পাপ-জীবন-পুরুষ ইন্দ্রিয়গণ সাহায্যে বিষয়মাত্রে সমন্তাৎ রমণপরায়ণ হইয়া, কেবল বৃথা জীবনভার বহন করে মাত্র। অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত পরমোৎকৃষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারা যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত আসক্তিরহিত অন্তঃকরণে আবশ্যকীয় নিত্য কর্ম্মের আচরণ করিয়া, অনন্তর পুরুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

পরমেশ্বরদেবের আরাধন-লক্ষণ কর্ম্ম চিত্তবিশুদ্ধি-দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি হেতু হওয়ায়, কর্ম্মযোগিগণ জ্ঞানোপায়ভূত-বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ দর্শপূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, ইন্দ্র, অগ্নি-আদি দেবতার পূজা করেন, অপরে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দরূপ তৎ-পদার্থ-ভূত-ব্রহ্মাগ্নি অধিকরণে যজ্ঞ অর্থাৎ প্রত্যগাত্মভূত ত্বংপদার্থের অভেদজ্ঞান-সাহায্যে হবন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করেন। অন্য অর্থাৎ নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী তৎতৎ ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ অগ্নি-মধ্যে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়-সকলের হবন অর্থাৎ প্রবিলাপন দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিরোধ-পূর্ব্বক সংযম-প্রধান-ভাবে অবস্থিতি করেন। অন্য গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নি অধিকরণে শব্দাদি বিষয়ের হবন অর্থাৎ অনাসক্ত অন্তঃকরণে বিষয়ভোগ-সময়ে অগ্নিত্ব-ভাবিত-ইন্দ্রিয়-নিচয়ে হবিষ্ট্ব-ভাবিত-শব্দাদি-বিষয়ের প্রক্ষেপ করেন। অপর ধ্যাননিষ্ঠগণ শ্রোত্রাদি-বুদ্ধীন্দ্রিয়-কর্ম্ম-শ্রবণ-দর্শনাদি, বাক্, পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-কর্ম্মবচন, উপাদান আদি, দশবিধ-প্রাণ-কর্ম্ম, অর্থাৎ প্রাণের বহির্গমন, অপানের অধোগমন, ব্যানের ব্যায়ন

আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের অশিত, পীত অন্নাদির সমুন্নয়ন, উদানের ঊৰ্দ্ধনয়ন, নাগের উদ্গার, কূর্ম্মের উন্মীলন, কৃকরের ক্ষুধাজনন, দেবদত্তের বিজৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয়ের মৃত-শরীরে ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপনরূপ-কর্ম্ম আত্ম-সংযম অর্থাৎ ধ্যানের একাগ্রতারূপ-যোগাগ্নি ধ্যেয়বিষয়ক-জ্ঞানদ্বারা প্রজ্বলিত হইলে, ধ্যেয়বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া, তন্মধ্যে মনঃসংযম পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণকর্ম্মসমূহের হবন অর্থাৎ উপরমণ করেন। পুনশ্চ কেহ তীর্থক্ষেত্রে উত্তম উত্তম দ্রব্যের বিনি-য়োগপূর্ব্বক দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কেহ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, তপোযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কেহ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধলক্ষণ-সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া, যোগযজ্ঞের সাধন করেন। কেহ ঋগাদিবেদ, রুদ্রাধ্যায় ও পুরুষসূক্তাদির অভ্যাস পূর্ব্বক, স্বাধ্যায়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কেহ শ্রবণ-মননাদির অনুশীলন-সহকারে শাস্ত্রার্থজ্ঞান-যজ্ঞের আচরণ করেন, এবং কেহ বা অত্যন্ত যত্ন-সহকারে পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠিতব্রতসকল সম্যক্‌শিত, তীক্ষ্ণীকৃত, দৃঢ়ীকৃত করিবার জন্য, সংশিতব্রত-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পুনশ্চ কেহ অধোবৃত্তি অপান-বায়ু-মধ্যে ঊর্দ্ধবৃত্তি প্রাণের হবন, অর্থাৎ পূরককালে প্রাণের অপান-বায়ুর সহিত একীকরণ করেন, তথা প্রাণে অপানবায়ুর হবন, অর্থাৎ রেচক-প্রাণায়াম-কালে প্রাণ-বৃত্তির সহিত অপান-বায়ুর একীকরণ করেন এবং কুম্ভক-প্রাণায়াম-যোগে মুখ-নাসিকা দ্বারা প্রাণের বহির্নির্গমন ও তদ্বিপর্য্যয়ে অপান-বায়ুর অধোগমনরূপ প্রাণাপান-গতিরোধ-পূর্ব্বক পূরক, কুম্ভক, বা রেচক-লক্ষণ-প্রাণায়াম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তথা যোগশাস্ত্রোক্ত-পরিমিত আহার-পরায়ণ অপর-যোগী কুম্ভক-সাহায্যে প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্ব্বক প্রাণসংযমনপরায়ণ হইয়া, বায়ুবৃত্তি-প্রাণে প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের হবন করেন, অর্থাৎ প্রাণ সকলের একীকরণপুরঃসর প্রাণমধ্যে লীয়মান ইন্দ্রিয়াধিকরণে হোম ভাবনা করেন। উক্তরূপে যজ্ঞবেত্তা পুরুষগণ বহুবিধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পাপরাশিবিনষ্ট করিয়া, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা কাল-সহকারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুনশ্চ উক্ত যজ্ঞ-সকলের ন্যায় শাস্ত্রীয়-সাধনান্তর্গত শ্রীভগবন্নাম-জপরূপ-যজ্ঞের ও ভগবদ্‌গুণ-কথনরূপা স্তুতির পাপনাশকতা শাস্ত্রে পরি-শ্রুতা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত সাধক! ভগবৎ-প্রদত্ত-স্বীয়-শরীরেন্দ্রিয়াদি ভগবৎ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, কেবলই যদি বিষয়-ভোগরসের আস্বাদনে নিযুক্ত কর, তবে নিশ্চিত তুমি প্রজাপতির বচনানুসারে তস্কর-রূপে পরিণত হইবে। অতএব নিজ অসাধুতা পরিহার কর, ভগবৎ-সেবা-কার্য্যে মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর, স্বয়ং শিবরূপ ধারণ কর, এই বর্ত্তমান নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বকালের জন্য সর্ব্বার্থ-সাধক-শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র জপ করতঃ শ্রীমন্মহেশ্বর-চরণে শরণাগত হও, সর্ব্বত্র শিবময় ভাব উপলব্ধি কর, আকাশ হইতে বায়ু যেমন কদাপি অপগত হয় না, সেইরূপ তোমার হৃদয়কোশ হইতে শ্রীশিবপঞ্চাক্ষর-মন্ত্র যেন কদাপি অপগত না হয়। আশাচক্র, ব্যোম, উর্ব্বী—অধিক কি এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই শ্রীবিশ্বনাথের স্বরূপ। স্বয়ং শিবময় না হইয়া শিবপূজা করিলে, শিবপূজার ফলভাগী হওয়া যায় না। অতএব স্বয়ং শিবস্বরূপ হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হও; কৈলাসধাম হইতে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আবাহন কর; শরীর-নগরে ইন্দ্রিয়রূপ-রাজমার্গের বিষয়সঙ্গ-ধূলি-সকল ত্যাগ-বারিসিঞ্চনে দূর কর; হৃদয়-গৃহে শম, দম, আদি-সাধনরত্ন-খচিত অনুরাগ-সিংহাসন-স্থাপন করিয়া, মহারাজের আসন কল্পনা কর, ক্ষীর-সমুদ্র হইতে শিশির-শীতল-জল আনয়ন করিয়া, মহারাজের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন কর, কল্পতরুজাত নানারত্ন-বিভূষিত-দিব্য-বসন-যুগল পরিধানার্থে কল্পনা কর, মলয়-পর্ব্বত-সম্ভূত চন্দন মৃগমদে মিশ্রিত করিয়া, বিলেপনার্থ সমর্পণ কর, জাতি ও চম্পক-পুষ্পের সহিত প্রভুর পদযুগলে বিল্বপত্র রচনা কর, দয়ানিধি পশুপতির উদ্দেশে বিকসিত পারিজাত ও পদ্মাদি প্রসূন মনঃ-কল্পিত ধূপ-দীপের সহিত অর্পণ কর, মণিখণ্ড-রত্নরচিত সুবর্ণময় পাত্রে সঘৃত পায়স, দধি, দুগ্ধ, কর্পূর-খণ্ডোজ্জ্বল রুচিকর জল ও তাম্বূল স্থাপন কর, মনঃকল্পিত-মুক্তাজাল-মণ্ডিত শ্বেতছত্র, চামর, ব্যজন ও নির্ম্মল-দর্পণ সমর্পণ কর; বীণা, ভেরি ও মৃদঙ্গাদি-বাদ্যযন্ত্র-সহ নৃত্য ও

গীত ত্রিভুবন-মহারাজের পূজোপকরণ-রূপে সংগ্রহ কর এবং সঙ্কল্প-কল্পিত-সর্ব্ববিধ পূজার উপহার সমর্পণ পূর্ব্বক, প্রেমভরে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত-পুরঃসর বহুবিধ স্তুতিবাক্য কীর্ত্তন কর।

সাধক! মনে ভাবনা কর, তোমার হৃদয়-গৃহে মণিময়-রত্ন-সিংহাসনে চৈতন্যময় জীব শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। তোমার মতি গিরিজা-দেবীরূপে তাঁহার বামভাগে উপবিষ্টা রহিয়াছেন, তোমার প্রাণ-সকল সহচর-রূপে শরীর-নগরে মহারাজের আজ্ঞা-প্রতীক্ষা করিতেছে; জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সাহায্যে তুমি যে কিছু বিষয়োপভোগ রচনা কর, তৎসমুদয় শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পূজাস্থানীয়; পূজার অবসানে ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপারোপরম-প্রযুক্ত তোমার নিদ্রা শ্রীমন্মহেশ্বরদেব উদ্দেশে সমাধি-সাধনস্বরূপ; প্রাতঃকাল হইতে যে কোন কার্য্য উপলক্ষে যে কোন স্থানে গমন কর না কেন, হে বিচক্ষণ সাধক উক্ত পর্য্যটন শ্রীবিশ্বনাথদেবের প্রদক্ষিণ-বিধি মনে কর; এবং তুমি প্রাকৃত, বা সংস্কৃত, ভাল, বা মন্দ, যে কোন বাক্য উচ্চারণ কর, তৎসমুদয় শ্রীবিশ্বনাথদেবের স্তুতি-স্বরূপ চিন্তা করিয়া, প্রণত-মস্তকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক, শ্রীবিশ্বনাথের শ্রীচরণে প্রার্থনা কর যে, হে পুরমথন দেব! তোমারই অনুগ্রহে এই বিনশ্বর-দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইয়া, যথাসাধ্য পূজাকার্য্য-সমাপন পূর্ব্বক আমি যে সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছি, তৎসমুদয় বিদ্যার্থী যেমন গুরুসমীপে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া, পুনরপি বিদ্যা-বৈশারদ্য-লাভেচ্ছায় গুরুসমীপে বিদ্যাবাক্য কীর্ত্তন করে, অথবা আচার্য্য-সকাশে যুদ্ধবিদ্যা অবগত হইয়া, পুনরপি অস্ত্রপ্রয়োগ-শিক্ষা-নির্ম্মল করিবার জন্য যেমন আচার্য্য-সমীপে অস্ত্র-পরিচালন করে, সেইরূপ সংসার-বিষয়িণী পাপ-পঙ্কিলা এই বাণী তোমার পবিত্র-গুণকথন-পুণ্য দ্বারা নির্ম্মল করিবার অভিপ্রায়ে মদীয়া বুদ্ধি ব্যবসিতা উদ্যতা হইয়াছে, হে নাথ! অভিনব-স্তুতি-কৌশল-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তোমার মানস-রঞ্জনার্থ প্রবৃত্তা হয় নাই, তুমি করুণা করিয়া মদীয়া বাণীর পবিত্রতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক আমার এই স্তুতির সার্থক্য বিধান কর এবং আমি দেহে-ন্দ্রিয়-সাহায্যে যে কোন কার্য্য করিব, হে দেব! সেই সমস্ত কার্য্য

যেন তোমার অনুগ্রহে তোমার আরাধনা-মাত্রে পরিণত হয়। পুনশ্চ গ্রীবাদেশ হস্তদ্বয়ে বেষ্টন করিয়া স্নেহময়-ক্রোড়ে উপবিষ্ট বালকের চন্দ্র-বিনিন্দিত-মুখোচ্চারিত অপরিস্ফুট আধ আধ বাণী যেমন পিতার বিরক্তি-সঞ্চার করে না, হে জগৎপিতঃ! সেইরূপ আমার এই স্তুতি-বাণী যেন তোমার বিরক্তির কারণ না হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

বাদি-নিরাকরণ

তবৈশ্বর্য্যং যত্তৎ জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ,
ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

বেদান্ত-শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি-ভেদে ষড়্‌বিধ-প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত প্রমাণ-ষটুকের প্রামাণ্য: অর্থাৎ প্রমাজনকতা, ব্যবহারিক-তত্ত্বাবেদকত্ব অর্থাৎ ব্যবহার-কালীন-বাধরহিত-ঘটপটাদি অর্থের স্বরূপাববোধকত্ব ও পারমার্থিক-তত্ত্বাবেদকত্ব অর্থাৎ কালত্রয়ে অবাধিত-ব্রহ্ম-স্বরূপাববোধকত্ব-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রমাণ-জন্যা প্রমিতির বিষয়-সকলের ব্যবহারকালে বাধ দেখা যায় না বলিয়া, পরমেশ্বর-স্বরূপ-বিষয়ক-প্রমাণ-ব্যতিরিক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ-সকলের ব্যবহারিক-তত্ত্ববোধকত্বরূপ আদ্য প্রমাণ্য শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এবং "হে সৌম্য, নামরূপে প্রকটিত এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সন্মাত্ররূপে অবস্থিত ছিল, বৎস! সেই সন্মাত্র ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ, তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহ" ইত্যাদি জীব-ব্রহ্মৈক্য-প্রতিপাদন-পর-প্রমাণভূত-বেদান্ত-বাক্যের জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ-বিষয়ের কালত্রয়ে বাধ না হওয়ায়, পারমার্থিক-তত্ত্বাবেদকত্ব-রূপ-দ্বিতীয়-প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে। উক্ত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থ জ্ঞানের অধীন হওয়ায়, প্রথমতঃ লক্ষণ ও প্রমাণ সাহায্যে 'তৎ' পদার্থের নিরূপণ আবশ্যক হইতেছে। স্বরূপ ও তটস্থ-ভেদে লক্ষণ-দ্বিবিধ। যেখানে বস্তুতঃ স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত লক্ষ্য-পদার্থবৃত্তি-ধর্ম্ম-বিশেষ উপলব্ধ হয় না, তাদৃশ স্থলে স্বরূপই লক্ষণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথা সত্য, জ্ঞান ও

অনন্ত হইতে অতিরিক্ত স্বরূপ না থাকায়, সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব ও অনন্তত্বই ব্রহ্মের লক্ষণ। স্বয়ং শ্রুতিও সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দ-স্বরূপে ব্রহ্মের অবগতি-বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন, অতএব সত্যত্বাদি ব্রহ্মভূত-মহেশ্বরদেবের স্বরূপলক্ষণ জানিতে হইবে। যে ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা লক্ষ্যপদার্থ প্রত্যায়িত হয়, তাহাকে লক্ষণ বলা যায়। লক্ষণ-শব্দের উক্তরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, স্বরূপের লক্ষণত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, স্বরূপ কখনও স্ববৃত্তি-ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হয় না। উক্তরূপা আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বাস্তবিক-পক্ষে স্বরূপে স্ববৃত্তিধর্ম্মরূপতা স্বীকৃতা না হইলেও, কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-কল্পনা করিয়া, স্বরূপাপেক্ষা বশতঃ স্বরূপের লক্ষ্য-লক্ষণ-ভাব সম্ভাবিত হইতে পারে। পঞ্চপাদিকাকার পদ্মপাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে, আনন্দ, বিষয়ানুভব অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও নিত্যত্বাদি-ধর্ম্ম চৈতন্য-স্বরূপ হইতে পৃথক্ না হইলেও, পৃথক্প্রায় অবভাসিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্ববিৎ-শ্রুতি মহেশ্বর-দেবের সর্ব্ব-জ্ঞানবত্ত্ব কথন করেন এবং সত্য-শ্রুতি জ্ঞানরূপতা মাত্র কথন করিয়া থাকেন; সুতরাং স্বরূপের শ্রুতিসিদ্ধ-লক্ষ্যলক্ষণ-ভাবে কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না। যাহার লক্ষণ নিরূপিত হইবে, সেই লক্ষ্য-পদার্থের যাবৎ স্থিতি, তাবৎকাল অবস্থিত না হইয়া, যে ধর্ম্মবিশেষ পদার্থান্তর হইতে লক্ষ্য-পদার্থের ব্যাবর্ত্তন অর্থাৎ ভেদসাধন করে, তাহাকে তটস্থ-লক্ষণ বলা যায়। মহাপ্রলয়-সময়ে পার্থিব-পরমাণু-সমূহে ও উৎপত্তিকালে ঘটাদি-কার্য্যে গন্ধগুণের অভাব প্রযুক্ত ন্যায়মতে গন্ধবত্ত্ব যেমন পৃথিবীর তটস্থ-লক্ষণ, সেইরূপ ব্যবহার-কালে তৎপদ-বাচ্য-শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের জগজ্জন্মাদিকারণত্ব অর্থাৎ কার্য্যসমুদায়ের জন্ম স্থিতি ও লয়কারণত্ব তটস্থ-লক্ষণরূপে নিশ্চিত হইয়াছে। অবিদ্যা, অদৃষ্ট ও কালেরও জগজ্জন্মাদির প্রতি কারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, উক্ত লক্ষণে অতিপ্রসক্তিরূপ-দোষের উপস্থিতি-পরিহারার্থ কারণত্ব অর্থে কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ জগদুপাদান-বিষয়ক-প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, কার্য্য-নির্ম্মাণার্থ ইচ্ছা ও চেতনগত আন্তর যত্নবত্ত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। অচেতনা অবিদ্যা, অদৃষ্ট ও কালে উক্ত-

রূপ কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন না হওয়ায়, জগজ্জন্মাদি-কারণত্ব-লক্ষণে অতি প্রসক্তি দোষের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের জগদুপাদান-বিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানের সম্ভাবে শ্রুতি বলিতেছেন, যিনি সামান্য-ধর্ম্মপুরস্কারে সর্ব্ব-বিষয় অবগত আছেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়া থাকে এবং যিনি বিশেষ-ধর্ম্ম-পুরস্কারে সর্ব্ব-বিষয় অবগত আছেন, তাঁহাকে সর্ব্ববিৎ বলা হইয়া থাকে। অতএব শ্রীমন্মহেশ্বরদেব সামান্য ও বিশেষরূপে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ হওয়ায়, তাঁহার উপাদান-গোচর অপরোক্ষ-জ্ঞান-সম্ভাবে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। পুনশ্চ যাঁহার জ্ঞানময় অর্থাৎ জ্ঞান-বিকারাত্মক সর্ব্বজ্ঞত্ব লক্ষণ তপঃ, পরন্তু আয়াস-লক্ষণ নহে, তথাভূত-সর্ব্বজ্ঞ-মহেশ্বর হইতে কার্য্যলক্ষণ-হিরণ্যগর্ভাখ্য-ব্রহ্ম, দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদিলক্ষণনাম, শুক্লনীলাদি-লক্ষণ-রূপ এবং ব্রীহি-যবাদি-লক্ষণ অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের তাদৃশী চিকীর্ষা, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্য-নির্ম্মাণ-বিষয়িণী ইচ্ছা-সম্ভাবে শ্রুতি বলিতেছেন, প্রসিদ্ধ পরমাত্মা বহু অর্থাৎ প্রভূত হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, ইত্যাদিরূপ ঈক্ষণ, তপঃ কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীপরমেশ্বর দেবের সৃষ্ট্যাদি-বিষয়িণী তাদৃশী কৃতির সম্ভাবে শ্রুতি বলিতেছেন, প্রসিদ্ধ ব্রহ্মরূপী মহেশ্বর মনোজননানুকূল কৃতিমান্ হইয়াছিলেন। ঐ সকল শ্রুতিতাৎপর্য্য আলোচনা করিলে, পরমেশ্বরের জগদুপাদান-বিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিমত্তার প্রতি কোনরূপ সন্দেহের অবসর থাকিতে পারে না।

কর্ত্তৃত্বলক্ষণে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির সমুদায়-নিবেশ অভিপ্রেত? অথবা ব্যষ্টি-সন্নিবেশ অভিপ্রেত? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, উপাদান-বিষয়ক-জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির অন্যতমগর্ভ-লক্ষণ-ত্রিতয় এস্থলে অভিপ্রেত। অন্যথা যদি লক্ষণ-শরীরে জ্ঞানাদি-ত্রিতয়বত্ত্ব বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে লক্ষণ-শরীরান্তর্ভূত-জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি এই বিশেষণ-ত্রয়ের মধ্যে যে কোন একটী বিশেষণ দ্বারা ইতর-ব্যাবর্ত্তকত্ব লক্ষণ-প্রয়োজন-সিদ্ধ হইলে, অপর বিশেষণদ্বয়ের ব্যর্থতা-প্রসক্তি অনিবার্য্য হইবে। অতএব জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসের অন্যতমত্বাভিপ্রায়ে জ্ঞান, ইচ্ছা

ও কৃতির মধ্যে অন্যতম কর্ত্তৃত্ব-লক্ষণে প্রবিষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপিচ যদি ঐরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যাবৎ-কার্য্যের জন্মানুকূলজ্ঞান, যাবৎকার্য্যের জন্মানুকূলা ইচ্ছা ও যাবৎকার্য্যের জন্মানুকূলা কৃতি, এইরূপ যাবৎকার্য্যের স্থিত্যনুকূল জ্ঞান, যাবৎ-কার্য্যের স্থিত্যনুকূলা ইচ্ছা ও যাবৎ-কার্য্যের স্থিত্যনুকূলা কৃতি, পুনশ্চ যাবৎকার্য্যের প্রলয়ানুকূলজ্ঞান, যাবৎকার্য্যের প্রলয়ানুকূলা ইচ্ছা ও যাবৎকার্য্যের প্রলয়ানুকূলকৃতি-মত্ত্ব ভেদে নয়টী লক্ষণ সম্পন্ন হইল। অতএব শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্ববিষয়ে কাহারও কোনরূপ বিপ্রতিপত্তির উপস্থিতি হইবার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে মহেশ্বর-দেবের জগজ্জন্মাদি-কর্ত্তৃত্বের সমর্থন পূর্ব্বক শ্রুতি বলিতেছেন, ইত-স্ততঃ স্পষ্টরূপে অনুভূয়মান আকাশাদি-ভূত-সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্নভূতগণ যাঁহা দ্বারা জীবিত, অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, এবং ধ্বংসবিশিষ্ট-ভূত-নিচয় যে অধিকরণে প্রলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। অতএব আনন্দ হইতে উৎপন্ন, আনন্দে জীবিত এবং আনন্দে প্রলীন ভূতসকলের মূলস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মাপরনামা শ্রীমহেশ্বর-দেবের বিশিষ্ট-বিজ্ঞান ইচ্ছা করিয়া, মুমুক্ষুগণের শ্রবণ, মননাদি-সাধনানুষ্ঠানে যত্নপরায়ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। একটীমাত্র লক্ষণ দ্বারা শ্রীবিশ্ব-নাথদেবের জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্বের প্রতীতি-সম্ভব হইলে, নয়টী লক্ষণ-নির্ম্মা-ণের কোন আবশ্যকতা নাই। উক্ত অরুচিবশে জগতের অধ্যাস, অর্থাৎ আরোপাধিষ্ঠানত্ব-স্বরূপ উপাদানত্ব, অথবা ব্রহ্মাণ্ড আকারে পরিণমমানা মায়ার অধিষ্ঠানত্বরূপ-উপাদানত্ব অভিপ্রায়ে নিখিল জগদু-পাদানত্ব এই একটীমাত্র লক্ষণ উদ্দেশ্যে বৃহদারণ্যক শ্রুতি ব্রহ্ম, ক্ষত্র, লোক, দেব, বেদ এবং ভূতনির্দ্দেশ করিয়া, ব্রহ্মা আদি ভূত পর্য্যন্ত প্রপঞ্চ-পরামর্শ-পূর্ব্বক বলিতেছেন, এই নিখিল যে কিছু দৃশ্যমান জগৎ, তৎসমুদায় আত্মস্বরূপমাত্র। আত্মা স্বয়ং বহুভবনেচ্ছা করিয়া, সৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ উপলভ্যমান ক্ষিতি, জল ও তেজঃ, পুনশ্চ অসৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ প্রতীতিরহিত বায়ু ও আকাশ আদিরূপ-ধারণ করিয়াছেন।

কেবলই যে শ্রুতি উক্তরূপে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চবিষয়ে তাদাত্ম্য, অর্থাৎ অভেদব্যপদেশ করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু লোকব্যবহারেও ঘটাদির অস্তিত্ব, ঘটাদির প্রকাশ ও ঘটাদির প্রিয়রূপতা-বিষয়ে যে অভেদব্যপদেশ দেখা যায়, তৎপ্রতি সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ-ব্রহ্মদেবের ঐক্যাধ্যাস প্রধান কারণ। যদি বল, আনন্দাত্মক-চৈতন্যে অধ্যাস-প্রযুক্ত ঘটাদি-বিষয়ে ইষ্টত্ব-ব্যবহার স্বীকার করিলে, দুঃখ-শোকাদিও আনন্দাত্মক-ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত হওয়ায়, তদ্বিষয়েও সাধারণ লোকের ইষ্টত্ব-ব্যবহার হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে লোকসমাজে তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহারই দেখা গিয়া থাকে। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, দুঃখ-শোকাদি পদার্থের মিথ্যাত্ব-প্রযুক্ত আনন্দাত্মক-চৈতন্যে অধ্যাস স্বীকৃত হইলেও, যাদৃশরূপে দুঃখ-শোকাদি আরোপিত হইয়াছে, তাদৃশরূপে আরোপের কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। কিন্তু আরোপ-নিমিত্ত আছে বলিয়া, আরোপ করিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যদি আরোপ-নিমিত্ত আছে, এইরূপ নিশ্চয়মাত্রে, আরোপ কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, ঘটাদি-পদার্থে জগৎকর্ত্তৃত্বের আরোপ হইবে না কেন? যেহেতু আরোপকর্ত্তার আরোপ-নিমিত্তীভূত-মিথ্যাজ্ঞান সর্ব্বদা সুলভ। অতএব আরোপ হইলে, নিমিত্তের অনুসরণ করিতে হইবে; কিন্তু নিমিত্তের অস্তিত্ব প্রযুক্ত আরোপ করিতে হইবে না, এইরূপ অঙ্গীকারবশতঃ দুঃখাদি পদার্থে সৎ ও চিৎ অংশের অধ্যাস হইলেও আনন্দাংশের অনধ্যাস-প্রযুক্তদুঃখাদি-বিষয়ে ইষ্টত্ব-ব্যবহার হইতে পারে না। পুনশ্চ ঘটাদি সর্ব্ববস্তুই যে সকলের ইষ্ট, এরূপ কোন নিয়ম নাই। কারণ, যাহা আমার অভীষ্ট, অন্যের তাহা অভীষ্ট না হইতে পারে, আবার অন্যের যাহা প্রিয়, আমার তাহা অপ্রিয়, এরূপ নিদর্শন লোকে ভূরিশঃ দেখা যাইতেছে। অপিচ যদি যে কোন ব্যক্তির ইষ্টত্বব্যপদেশ-হেতুক ইষ্টত্ব সিদ্ধ হয়, তবে আমার অনিষ্টদুঃখ মদীয় শত্রুর ইষ্ট হওয়ায়, দুঃখের একান্ততঃ ইষ্টত্ব-বিঘাত অসম্ভব। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবে ভূত-ভৌতিক-সৃষ্টি বিলসিতা হওয়ায়, সৃষ্ট-বিষয়ে বিদ্যমানতা, প্রকাশমানতা ও সুখরূপতা সুপ্রতীতা হইলেও ঘট-পটাদি-নাম ও শুক্লকৃষ্ণাদি-রূপ-ব্যবহার

কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? যেহেতু নামরূপ-বিবর্জ্জিত ভগবান্ মহেশ্বরে নামরূপকল্পনা কখনই সম্ভবপরা হইতে পারে না। এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সত্য শ্রীমন্মহেশ্বরদেব নামরূপ-বিবর্জ্জিত; কিন্তু মহেশ্বর-দেবের অধিষ্ঠান-চৈতন্য-সত্তা-মাত্রে প্রেরিতা হইয়া যে মায়া-দেবী প্রপঞ্চাকারে পরিণতা হন, সেই মায়াদেবী বা অবিদ্যার পরিণা-মাত্মক-নাম ও রূপের সম্বন্ধ-প্রযুক্ত জগতে নাম-রূপাংশদ্বয়ের ব্যবহারে কোনরূপ বাধার উপস্থিতি হইতে পারে না। কারণ, অস্তি, ভাতি, প্রিয়, রূপ ও নাম, এই অংশপঞ্চকের মধ্যে, প্রথম তিনটী শ্রীবিশ্ব-নাথের রূপ বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত রূপত্রয়ের অব-লম্বনে শ্রীপরমেশ্বরদেবের স্বরূপলক্ষণ কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট রূপ ও নাম এই অংশদ্বয় জগতের রূপ। অতএব প্রপঞ্চে নামরূপ-ব্যবহারে কোনরূপ অনুপপত্তি দেখা যায় না।

শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-নিবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়া, একে একে বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেকা-নেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। লিখিতে আরম্ভ করিয়া মানসে উপস্থিত-প্রসঙ্গ-সঙ্গত-ভাব-সমূহ-পরিহার-পূর্ব্বক সংক্ষেপে প্রবন্ধের সমাপ্তি আমার অনভিপ্রেতা। এ কারণে আমি প্রবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, উপযোগিতা অনুসারে বহুবিধ-শাস্ত্রার্থের সন্নি-বেশ আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি। তৃতীয়-পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের মহিমার অপারতা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতীয়-প্রক্রিয়া অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্বের আমূল আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু স্থিতি ও লয়-বিষয়ে কোন কথা বলা হয় নাই। এক্ষণে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীমহিমার বিকাশ-সাধনার্থ পুনরপি জগতের উদয়, রক্ষা ও প্রলয়ের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অন্যথা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্য-সদ্ভাবে বিবাদ-পরায়ণ-বাদিগণের নিরাকরণ সুখ-সাধ্য হইবে না। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা বলিতে হইলে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা শ্রীবিশ্বনাথদেবের স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক। অন্যথা কর্ত্তার পরি-চয় কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? কর্ত্তার স্বরূপ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে

হইলে, লক্ষণ-নিরূপণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে পাঠকের বহুতর-বিরক্তি বা অরুচিকরী কথার অবতারণা করিয়াছি।' তটস্থ অর্থাৎ চকিত-চিত্তে দূরে অবস্থিত বা ব্যবহিত হইয়া, পাছে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে, এই ভয়ে সর্ব্বজগদুদয়রক্ষা-প্রলয়-কারণত্বরূপ অসাধারণ-ধর্ম্ম-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক, যে লক্ষ্যস্বরূপ-নিশ্চয় করিয়া দেয়, তাদৃশ-লক্ষণ পূর্ণরূপে এখনও কথিত হয় নাই; পরন্তু কারণত্ব উপক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বিষয়ে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতি অর্থাৎ প্রযত্নভেদে তটস্থলক্ষণের নবধা উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। অধুনা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, পাঠকগণকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। পাঠক! চিত্রটী দেখিতে বিকট হইলেও, উহার অন্তরে রমণীয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঔষধ খাইতে কটু বটে; কিন্তু উদরস্থ হইলে, পরিণামে রোগ উপশমফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্রটী হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে চিত্র-রসায়ন-বলে সংসার-রোগের ভীতিজনকতা দূরীভূতা হইবে, হৃদয়ে শান্তি পুনরাগতা হইবে, শরীরে বল সঞ্চিত হইবে। শরীরে কথঞ্চিৎ বল, পুষ্টি ও ক্ষুধার সঞ্চার হইলে, পাঠক অপেক্ষাকৃত গুরুপাক-পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন। কেবল নাটক ও নভেলের তরল-লঘু-পথ্য-ব্যবহারে কাজ চলিবে না। "মণিরত্নমালার" অবতরণিকা, "আত্মবোধের" পূর্ব্বভূমিকা, "বৈরাগ্যশতকের" বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভ প্রভৃতি বিবেক-বৈরাগ্য-বিচার-পর-সারভূত উপদেশ-পথ্যের প্রয়োগ করিলে, অচিরে নিঃশেষে সংসার-রোগ হইতে মুক্ত হইয়া, অদম্য উৎসাহ ও প্রভূত বললাভে সমর্থ হইবেন। শ্রীসচ্চিদানন্দময় মহেশ্বর দেবের স্বরূপানন্দ অনুভবে অধিকারী হইতে হইলে, বিশেষ-বলে বলীয়ান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, বলহীন ব্যক্তি কদাপি আত্ম-স্বরূপ-লাভে সমর্থ হইতে পারে না। আমি বিনীত-ভাবে পাঠক-গণের ধৈর্য্য-প্রার্থনা করিতেছি।

পরিদৃশ্যমান-বিশ্বপ্রপঞ্চের রচনা-প্রকার-নির্দ্দেশ-অবসরে বিদ্বজ্জন-সমাজে স্বভাবতঃ এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, শ্রীবিশ্বনাথ-দেব মহাপ্রলয়ের অবসানে, রাত্রি অপগমে, দিবস-ব্যবহার-প্রবর্ত্তনের

ন্যায়, পুনঃসৃষ্টি-প্রবর্ত্তন-সময়ে প্রথমতঃ প্রকৃতি-শক্তির আশ্রয়ে ঈক্ষণময়, জ্ঞানময়, তপোময়, সঙ্কল্পময়, কামনাময় আকলন করিয়া, সুর-নর-স্থিরচর-জীব-প্রকরে পরিপূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডের বিনির্ম্মাণ শস্যক্ষেত্রে শস্যাঙ্কুর, অথবা বসন্তকালে বৃক্ষের সর্ব্বাবয়বে নব-পত্রাঙ্কুর রচনার ন্যায়, যুগপৎ করিয়াছেন ? অথবা পূর্ব্বকল্পীয়-ক্রমানুসারে তন্মাত্র-পদবাচ্য আকাশ আদি ক্রমে, প্রপঞ্চরচনা-কার্য্য-সম্পাদন করিয়াছেন ? উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের মধ্যে চরমপ্রশ্ন অভিমতবোধে গ্রহণ করিয়া, উত্তরে বেদান্ত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ জগতের জন্মক্রম-নিরূপণ করিয়াছেন। কীদৃশক্রমে জগৎ বিরচিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ প্রকটিত হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, যদি শ্রীবিশ্বনাথদেবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা যায় এবং যদি শ্রীবিশ্বনাথদেব স্বর্গ-নরক-নির্ম্মাণ-পুরঃসর জীব-নিবহের মধ্যে কোন সম্প্রদায়কে অত্যন্ত সুখভোগভাগী দেবাদি-রূপে, কোন সম্প্রদায়কে অত্যন্ত দুঃখ-ভোগভাগী পশ্বাদিরূপে, কোন সম্প্রদায়কে মধ্যম-ভোগভাগী মনুষ্যাদিরূপে, কাহাকেও শিবিকারূঢ়-রাজচক্রবর্ত্তিরূপে ও কাহাকেও শিবিকা-বাহকরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে রাগ-দ্বেষাদিসমাকুল-পৃথক্-জনের ন্যায়, উচ্চাবচ-বিষম-সৃষ্টি-নির্ম্মাণ-প্রযুক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীবিশ্বনাথ-দেবের বৈষম্য আপতিত হওয়ায়, বেদোক্ত-স্বচ্ছত্বের অপরিহরণীয়া অনুপপত্তির উপস্থিতি হইবে না কেন ? পুনশ্চ নারকীয়-জীবসমূহে ও পশু আদি শরীরে, অত্যন্ত দুঃখ-যোগ-সন্বিধান-হেতুক এবং সর্ব্বপ্রজার প্রাণ-সংহার বশতঃ, খল জনের নিকটেও নিন্দিতা আপদ্যমানা অতি-নির্দ্দয়তার পরিহার হইবে কিরূপে ?

এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবকে পর্জ্জন্য-প্রায় দেখিতে হইবে। অর্থাৎ পর্জ্জন্য যেমন ব্রীহি-যবাদি-শস্য-নিষ্পত্তির প্রতি সাধারণ কারণ, পরন্তু ব্রীহি-যবাদিগত-বৈচিত্র্যের আধায়ক নহে; তত্তৎ বীজগত অসাধারণ-কারণভূত-সামর্থ্য-বিশেষ হইতে যেমন আম, জাম, তেঁতুল, নিমফল ও লঙ্কা প্রভৃতিতে ক্রমে মধুর, কষায়, অম্ল, তিক্ত ও কটুরসের সঞ্চার হয়, অথবা ব্রীহি, যব,

মাষ, মুদ্গ প্রভৃতি শস্যসকল নিজ নিজ আকার, আস্বাদ ও গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীবিশ্বনাথদেব, দেব, মনুষ্য ও পশ্বাদি সৃষ্টি-বিষয়ে চৈতন্য, সত্তা ও স্ফূর্ত্তিপ্রদরূপে সাধারণ কারণ মাত্র; পরন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত অথবা মৎপ্রণীত "মণিরত্নমালার অবতরণিকা"-গর্ভে বর্ণিত দেব-মনুষ্যাদির বৈষম্যের প্রতি কারণ নহেন। তত্তৎ-জীবগত-ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম-জনক-কর্ম্ম-সকলই দেব-মনুষ্যাদি-সৃষ্টি-বৈষম্যের, অথবা উচ্চাবচবিচিত্র ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির প্রতি একমাত্র অসাধারণ কারণ। যে যেমন কর্ম্ম করে, তাহার তাদৃশকর্ম্মানুরূপ-ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, এই লোক হইতে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। অসাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাদৃশ-কর্ম্মানুরূপ নরকাদি-অধোলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, পুণ্য সঞ্চিত হইবে, পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, পাপ পরিবর্দ্ধিত হইবে। উৎসব হইতে উৎসব প্রাপ্ত হওয়া যায়, নরক হইতে নরক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পাপের পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক পুণ্যের অনুষ্ঠান কর, পরিণামে কেন আমি পাপ করিয়াছিলাম? কেন আমি পুণ্য আচরণ করি নাই? এতাদৃশ পরিতাপ করিতে হইবে না। স্বকৃত-নিন্দিত-কর্ম্মের ফলভোগে বাধ্য হইয়া, পরমেশ্বরের নামে দোষারোপ করা নিতান্ত নিকৃষ্টের কার্য্য। চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সূর্য্যের কিরণ ও আকাশের বারিধারা উত্তম, অধম-বিচার না করিয়া যেমন সমভাবে সর্ব্বত্র নিপতিতা হয়, পরন্তু চন্দ্রকান্তমণি-প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহতলের নির্ম্মলতা, মুকুরের মার্জ্জনা, অথবা ক্ষেত্রের কর্ষণ বা উর্ব্বরতা-নিবন্ধন চন্দ্র ও সূর্য্য-কিরণের অথবা মেঘমুক্ত-বারিধারার উৎকর্ষতা সাধিতা হইলেও তদ্দ্বারা যেমন সূর্য্যশশধরের, অথবা বর্ষণোন্মুখ শব্দায়মান মেঘমণ্ডলের পক্ষপাতমূলক-ব্যবহার-নিশ্চিত হইতে পারে না, সেইরূপ সৃজ্যমান-প্রপঞ্চের বৈচিত্র্য-হেতু তত্তৎজীবগত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনক-কর্ম্ম-সকলের অপেক্ষা করিয়া, যথোক্ত কর্ম্মফলদাতা প্রতিভূ-স্থানীয় সর্ব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর উচ্চাবচ-বিচিত্রপ্রপঞ্চ-রচনা, অথবা সর্ব্বপ্রজার উপসংহার-সম্পাদন করিয়া, বৈষম্য, কিম্বা নৈর্ঘৃণ্য-দোষে দুষ্ট হইতে পারেন না।

পক্ষান্তরে প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্য-মার্জ্জিত-মুকুরস্বচ্ছ-চিত্তদর্পণ-মাত্রেই স্বভাবতঃ শ্রীবিশ্বনাথ-দেব অর্ব্বাচীন-পদ-প্রদর্শিত-মনোমোহন-রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া, অনন্ত করুণা ও অনন্ত অনুগ্রহ প্রকাশে ভক্ত সাধকের প্রতি এবং সত্তা ও স্ফূর্ত্তিপ্রদরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত-যাবতীয়-জীবাজীব-নিবহের প্রতি, অশেষতঃ দয়ালুতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

উক্তরূপে নির্দ্দয়তা, রাগ ও দ্বেষাদি-দোষ-নির্ম্মুক্ত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বভাব, সচ্চিদানন্দময়, পরমপিতা পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিকালে সৃজ্যমান-প্রপঞ্চের বৈচিত্র্য-হেতুভূত প্রাণিকর্ম্ম-সমুদায়ে সহকৃত হইয়া, পুনশ্চ, নিরূপণ বা পরিমাণ-রহিত অনন্ত-শক্তিবিশেষ-বিশিষ্টা মায়া-দেবীর সহিত চেতন আবেশ প্রদান দ্বারা মিলিত হইয়া, লৌকিক-ঘটাদি-নির্ম্মাতা কুলালাদি যেমন ঘট, শরাব ও উদঞ্চনাদি বস্তুর এই নাম, এই রূপ, ইত্যাদিরূপে প্রথমতঃ স্বীয়-বুদ্ধি-বিজ্ঞানে আকলন অর্থাৎ অভিধ্যান করিয়া, অনন্তর আমি ইহা রচনা করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিবা থাকে, সেইরূপ ঈক্ষণ দর্শন, অর্থাৎ সঙ্কল্প-পূর্ব্বক ঘটাদি আকারে মৃত্তিকা, অথবা সর্পাদি আকারে রজ্জ্বাদির ন্যায় আমি বহুরূপ ধারণ করিব, প্রকর্ষের সহিত উৎপন্ন হইব, এইরূপ কামনা করিয়া, অনন্তর তন্মাত্র-পদবাচ্য, অপঞ্চীকৃত আকাশাদি ভূতপঞ্চক-নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে উৎপন্ন তন্মাত্র-রূপ আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ উত্তরোত্তর গুণবৃদ্ধিক্রমে এই পঞ্চগুণ অনুমিত হইয়া থাকে। তন্মাত্ররূপ-ভূত-পঞ্চকে ঐ সকল গুণ না থাকিলে, উপাদেয়-স্থূল-ভূত-সমূহে ব্যক্তরূপে শব্দাদিগুণ উপলব্ধ হইতে পারে না। নৈয়ায়িকেরা শব্দের আকাশমাত্র-গুণত্ব কথন করিয়া থাকেন এবং বায়ুর স্পর্শ মাত্র, অগ্নির স্পর্শ ও রূপ, জলের স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ গুণ স্বীকার করেন। যদি ঐরূপ নৈয়ায়িক-মত স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বায়ুর বীসী শব্দ, বহ্নির ভুগু ভুগু ধ্বনি, জলের চুলুচুলুধ্বনি ও ভূমির কড়কড়া শব্দ, যাহা লোকে স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না।

নৈয়ায়িকেরা বায়ু আদি ভূত-চতুষ্টয়ে শব্দোপলম্ভ ভ্রমরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে বলিতে পারা যায় যে, বায়ু আদি ভূত-চতুষ্টয়ে শব্দের উপলব্ধি ভ্রমরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। সংসার-দশায় যাহার বাধ দেখা যায়, তাহাই ভ্রম। সংসারকালে বায়ু আদি ভূত-চতুষ্টয়ে শব্দগুণের বাধ না হওয়ায় এবং প্রত্যক্ষতঃ উপলম্ভ হওয়ায়, উহার ভ্রমত্ব-কল্পনা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিতা। এখানে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, যদি উপলব্ধিমাত্রে বায়ু আদি ভূত-চতুষ্টয়ের শব্দগুণকত্ব অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, বায়ু ও জলে গন্ধগুণের স্পষ্টতঃ প্রতীতি হওয়ায়, উহাদেরও গন্ধগুণত্ব অঙ্গীকৃত হওয়া উচিত। যদি বল, পঞ্চীকৃত-বায়ু আদি ভূতে পৃথিবীর দুই আনা রকম অংশের সদ্ভাব থাকায়, গন্ধগুণের অবশ্যম্ভাব বশতঃ, বায়ু আদি ভূতে গন্ধগুণের উপলব্ধি হওয়া অনুচিত নহে, তাহা হইলে এরূপও বলা যাইতে পারে যে, পঞ্চীকৃত বায়ু আদি ভূতে আকাশ অংশের সদ্ভাব-প্রযুক্ত আকাশ-গত শব্দগুণই বায়ু আদিগুণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে, এইরূপই স্বীকার করা উচিত; সুতরাং পৃথক্‌ভাবে শব্দের বায়ু আদিগুণত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নহে। অপি চ, বায়ু আদিভূতে পৃথিবী অংশের সংমিশ্রণ হেতুক যদি গন্ধগুণ স্বীকার করিতে হয়, তবে আকাশেও পার্থিব অংশের সম্বন্ধ থাকায়, গন্ধ গুণের উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক। অতএব উপলম্ভ, অথবা অনুপলম্ভ-প্রযুক্ত গুণের সদ্ভাব বা অসদ্ভাব অবধারণ করা সঙ্গত নহে; পরন্তু উপাদানীয় অর্থাৎ কারণগত গুণের উপাদেয়ে অর্থাৎ কার্য্যে সজাতীয়-গুণান্তরের আরম্ভকত্ব, অথবা কারণগত-গুণের কার্য্যে অনুবৃত্তির অবশ্যম্ভাব নিয়ম-বশতঃ, বায়ু আদিভূত-চতুষ্টয়ের শব্দগুণকত্ব অবধারণ করা যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত। মনু বলিয়াছেন, ভূত সকলের মধ্যে আদ্য আদ্য ভূতের যাব-তীয় অর্থাৎ যাবৎপরিমাণ গুণ পর পরবর্ত্তী ভূতগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব উপাদান-গুণানুসারে উপাদেয়ের গুণ-নিরূপণ সিদ্ধান্ত-সম্মত।

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা তমঃপ্রধান-বিক্ষেপ-শক্তি-বিশিষ্ট-ত্রিগুণময়ী মায়ার কার্য্যভূত উৎপন্ন আকাশ আদি সূক্ষ্ম-ভূত-পঞ্চক সত্ত্ব,

রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ে যুক্ত। বিয়ৎ, পবন, তেজঃ, অম্বু ও ভূমি, এই পঞ্চতন্মাত্রগত পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমে দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার এই পঞ্চ অধিদেবতার অনুগৃহীত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং উক্ত পঞ্চ-তন্মাত্রগত-মিলিত-সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমে চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ, শঙ্কর ও অচ্যুত, এই চতুর্ব্বিধা অধিদেবতার অনুগৃহীত মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই অন্তঃকরণ-চতুষ্ক উৎপন্ন হইয়াছে। রজোগুণে উপেত উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে পৃথক্‌ভাবে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি, এই পঞ্চ অধিদেবতার অনুগৃহীত বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, তথা উক্ত পঞ্চ-তন্মাত্রগত মিলিত-রজোহংশ হইতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই বায়ু-পঞ্চক উৎপন্ন হইয়া থাকে। তমোগুণযুক্ত অপঞ্চীকৃত-পঞ্চ-ভূত হইতে পঞ্চীকৃত-পঞ্চ-স্থূল-মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপাঠকে সদ্‌ভূত ব্রহ্মের উপক্রম করিয়া, তেজঃ, অপ্, অন্ন,অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টি-কথন-পূর্ব্বক অনন্তর ত্রিবৃৎকরণ-প্রকার উক্ত হইয়াছে। পরন্তু তৈত্তিরীয় এবং প্রশ্ন উপনিষদে আকাশ ও বায়ুর পৃথক্ উৎপত্তি কথিতা হওয়ায়, শ্রুত্যন্তরের সহিত ছান্দোগ্যশ্রুতি-বাক্যের একবাক্যতার অঙ্গীকার সহকারে উপলক্ষণ দ্বারা আকাশ ও বায়ুর উপসংহার করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ত্রিবৃৎকরণ-শ্রুতি-সাহায্যে পঞ্চীকরণ উপলক্ষিত হওয়ায়, পঞ্চীকরণ-প্রামাণ্যে আশঙ্কা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পঞ্চীকরণ-প্রকার শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা ঃ—আকাশ আদি পঞ্চ-সূক্ষ্ম-ভূতের মধ্যে প্রত্যেক-ভূত-মাত্রাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, দশটী ভাগ পরিকল্পিত হয়। উক্ত দশটী ভাগের মধ্যে প্রাথমিক-পঞ্চ-ভাগের প্রত্যেক-ভাগকে পুনরপি সমভাবে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, অনন্তর ঐ চারিভাগের নিজ নিজ দ্বিতীয় অর্দ্ধভাগ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইতর-ভূত-চতুষ্টয়ের অবস্থিত অর্দ্ধ অংশে সংযোজন। উক্তরূপ পঞ্চীকরণপ্রকার অবলম্বনে এক-একটী ভূতের অর্দ্ধভাগ স্বীয়

অংশস্বরূপ ও অপর অর্দ্ধভাগ চতুর্ব্বিধ ভূতময়রূপে পরিণত হয়। ভূত পঞ্চকের পঞ্চাত্মকত্ব সমান হইলেও, স্বীয় অংশের আধিক্য-প্রযুক্ত ঐ সকল ভূতে পৃথিব্যাদি-ব্যবহারে কোন বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত প্রকারে পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া পরিপূর্ণা হইলে, আকাশে শব্দ, অনিলে শব্দ ও স্পর্শ, অনলে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ধরাগর্ভে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণের অভিব্যক্তি হয়। সূক্ষ্ম-ভূত-পঞ্চক হইতে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব-সংযুক্ত পরলোকযাত্রা-নির্ব্বাহক মোক্ষকাল-পর্য্যন্ত স্থায়ী, লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শরীর উৎপন্ন হয়। অভিযুক্তগণ পঞ্চপ্রাণ মনঃ বুদ্ধি ও দশবিধ ইন্দ্রিয়ে সমন্বিত, অপঞ্চীকৃত-ভূতসম্ভূত, সূক্ষ্মশরীরকেই একমাত্র ভোগের সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত সূক্ষ্ম-শরীর পর ও অপরভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বন, বা জলাশয়স্থানীয় যাবতীয় সূক্ষ্ম-শরীরের সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভোপাধিভূত লিঙ্গ-শরীর পর, বা মহত্তত্ত্ব নামে অভিহিত হয় এবং বৃক্ষ, বা জল-স্থানীয় ব্যষ্টিরূপ অস্মদাদি লিঙ্গ-শরীর অপর, বা অহঙ্কারতত্ত্ব নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। অপিচ উক্তরূপে তমোগুণ-যুক্ত পঞ্চীকৃত-স্থূল-পঞ্চ-মহাভূত হইতে ভূমি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যাখ্য উর্দ্ধলোকসপ্তক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতালাখ্য অধোলোকসপ্তক, এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত জরায়ুজ,অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন-চর্ম্ম-বিশেষ হইতে জাত মনুষ্য, পশ্বাদি, অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড হইতে জাত পক্ষী, পন্নগাদি, উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ ভূমির উদ্ভেদসাধন-পূর্ব্বক জাতা লতা, বৃক্ষাদি এবং স্বেদজ অর্থাৎ ঘর্ম্ম, অথবা স্বিন্ন, ক্লিন্ন, দুর্গন্ধ-পূর্ণ অপবিত্র-তৃণ-জলাদি-সম্পর্ক-জাত যূক, মশক আদি এই চতুর্ব্বিধ স্থূল-শরীর এবং উক্ত চতুর্ব্বিধ-স্থূল-শরীরোচিত অন্ন, পান আদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ-জাতীয় লতা বৃক্ষাদি সকলেরও পাপকর্ম্ম-ফল-ভোগের আয়তনত্ব-প্রযুক্ত অবশ্যই শরীরত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অধুনা বৈজ্ঞানিক-সমাজে লতা-বৃক্ষাদির চেতনত্ব-

প্রতিপাদনে যত্ন-পরায়ণ মনীষিবৃন্দ বহু-খ্যাতি-প্রতিপত্তি-লাভ করিয়া, বিপুলতরা আত্ম-চরিতার্থতা-লাভ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু বৈদিক-যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, দার্শনিক আচার্য্যগণ উক্ত তত্ত্বের আলোচনা-জনিত আনন্দরস-পানে বঞ্চিত নহেন। পাঠক-মহোদয়গণ যদি আপনারা চতুর্দ্দশ-ভুবনের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎ-প্রণীত "বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভ" পাঠ করিলে, নিশ্চিত আপনাদের প্রাণের পিপাসার উপশান্তি ঘটিবে, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি।

এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, ইদানীন্তন-প্রাণি-শরীর অথবা ঘট, পট-আদি পদার্থ-নিচয় ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত চেতন পিতামাতা, অথবা কুলাল, তন্তুবায় আদি নির্ম্মিত, ইহা প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ-পদার্থে কাহারও কোনরূপ বিপ্রতিপত্তির উপস্থিতি হইতে পারে না। অতএব অধুনাতন-পদার্থে ঈশ্বরীয়-কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার সর্ব্বথা অসমীচীন। যদি কেহ উক্তরূপা আপত্তি ইষ্টতরা মনে করেন, তবে তাঁহার মতে ঈশ্বরের নিখিল-জগৎ-কর্ত্তৃত্ব-বাদ কেমন করিয়া উপপন্ন হইবে ? উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, পূর্ব্বোক্ত-পদার্থ-সমুদায়ের মধ্যে পঞ্চ-তন্মাত্রের উৎপত্তি, স্থূল-ভূত-পঞ্চকের উৎপত্তি, সপ্তদশ অবয়ব-যুক্ত লিঙ্গ-শরীরের উৎপত্তি এবং হিরণ্যগর্ভের স্থূল-শরীরের উৎপত্তির প্রতি শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব এবং তদ্ভিন্ন নিখিল-প্রপঞ্চের উৎপত্তি-বিষয়ে হিরণ্যগর্ভদ্বারা পরমেশ্বর-দেবের কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বর-কর্ত্তৃক-সৃষ্টির প্রতি হিরণ্যগর্ভ-চৈতন্যের দ্বারত্ব-বিষয়ে ছান্দোগ্য-শ্রুতি তেজঃ সলিল ও ভূমিরূপ ভূতত্রয়-সৃষ্টির অনন্তর বলিতেছেন যে, সেই প্রকৃত বা প্রসিদ্ধ দেবতা পরমেশ্বর ঈক্ষণ-অবসরে বহুভবন-প্রয়োজন অদ্যাপি নিবৃত্ত না হওয়ায়, পুনরপি বহুভবন-প্রয়োজন-স্বীকার-পূর্ব্বক ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। "ইদানীং আমি এই যথোক্ত তেজঃ আদি দেবতা-ত্রয়ে স্ববুদ্ধিস্থ, পূর্ব্বসৃষ্টি-সময়ে অনুভূত, প্রাণ-ধারণ-কর্ত্তৃ-স্বরূপ-জীবভাব-স্মরণ করিয়া, স্ব-স্ব-রূপ হইতে অব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-স্বভাব-সাহায্যে তেজঃ, অপ্ ও অন্ন লক্ষণ ভূত-মাত্রা-সংসর্গ-দ্বারা

অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক, বিশেষ-বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, অনন্তর যাহার যে নাম, যাহার যে রূপ, তাহা অবিকল পূর্ব্বকল্পানুরূপ বিস্পষ্ট ব্যাকৃত করিব।" এতাদৃশ ঈক্ষণ-শ্রুতি-বাক্যে পরমেশ্বরের জীবাত্মরূপে ভূতপ্রবেশ-বশতঃ যদি হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভাব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে হিরণ্যগর্ভ-সৃষ্ট-পদার্থ-সকল হিরণ্যগর্ভ-শরীর দ্বারা শ্রীমন্মহেশ্বর-সৃষ্টরূপে অবশ্য পরিগণিত হইতে পারে। ব্রহ্মাপরনামা যে হিরণ্যগর্ভ মন্বাদি-সৃষ্টির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই হিরণ্যগর্ভ প্রথম শরীরী, প্রথম জীব-পুরুষ ও ভূত-সকলের আদি কর্ত্তা স্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভূত-সকলের একমাত্র পতিরূপে উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রলক্ষণ মূর্ত্তিত্রয় হইতে ভিন্ন হওয়ায় এবং প্রথম-শরীরিত্ব শ্রুত হওয়ায়, তাঁহার জীবত্বাবধারণ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তির অবসর নাই। পাঠক মহোদয়গণ! এই আমি আপনাদের সমীপে শ্রীমদ্বিশ্বনাথের সর্ব্বাতিশায়ী ঐশ্বর্য্য-বিশেষণের অন্তর্গত জগজ্জন্ম, ভূতভৌতিক-সৃষ্টি-নিরূপণ-প্রসঙ্গে যথাবুদ্ধি কীর্ত্তন করিলাম।

এক্ষণে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের ঐশ্বর্য্য-বিশেষণের অন্তর্গত জগতের স্থিতি-নিরূপণ ক্রমপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্থিতির একরূপতা প্রযুক্ত বিশেষতঃ নিরূপণীয়-বিষয়ের অভাব অনুভূত হওয়ায়, শাস্ত্রকারগণের মধ্যে অনেকেই স্থিতিক্রম উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক প্রলয়-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি স্থিতিক্রম-লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যদি প্রলয়-বিবরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে, "জগদুদয়রক্ষা-প্রলয়কৃৎ" এই ঐশ্বর্য্য-বিশেষণের-মধ্যগত স্থিতি অংশ অব্যাখ্যাত থাকিয়া যায়; পরন্তু উহা আমার অভিপ্রায়ের বহির্ভূত। আমি সকল অংশের তাৎপর্য্যার্থ-সংগ্রহ করিতে ও সমান-ভাবে যত্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াই, শ্রীশ্রীশিবমহিম-বিকাশ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। স্থিতির একরূপতা-বশতঃ বর্ণনীয়-বিষয়ের অভাব অনুভূত হইলেও, সর্ব্বথা বর্ণনীয়-বিষয়ের অভাব অনুভূত হইতেছে না। পক্ষান্তরে যুগধর্ম্মানুসারে যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান পরিদৃষ্ট হয়, তত্তৎকালে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য ইচ্ছারূপা আত্ম-মায়ার সাহায্যে

পুরুষাবতার,গুণাবতার ও লীলাবতার-ভেদে বহুবিধ-রূপ-ধারণ করিয়া থাকেন। সৃষ্টজগতের সংরক্ষণ অবতার-শরীর-গ্রহণের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অবতার-শরীরের 'অসংখ্যেয়তা শাস্ত্রে সমর্থিতা হইলেও, তাঁহার প্রধান প্রধান কয়েকটী অবতার ও অবতারগণের সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মরূপ, অথবা ভূভার-হরণাদি রূপ লীলা-বিলাসের সংক্ষিপ্ত-বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি, পাঠকগণ যেন বিচলিত হইবেন না।

অর্ব্বাচীন-পদ-প্রদর্শন অবসরে পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট শ্রীভগবান্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সেই পরমেশ্বর সর্গারম্ভ-কালে প্রাকৃত-প্রলয়াবসরে স্বস্বরূপে বিলীন সমষ্টি ও ব্যষ্ট্যুপাধিক জীবলোক-সকলের সিসৃক্ষা, বা প্রাদুর্ভাবনার্থ মহদহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রনিচয়ের সহিত মিলিত অর্থাৎ মহাদাদিতত্ত্ব যাহার অন্তর্ভূত, তাদৃশ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত সমুদায়ে ষোড়শ-কলান্বিত পৌরুষ রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মকল্পে যোগনিদ্রার বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক বিষ্ণুরূপে একার্ণবে শয়ান অথবা বিশ্রান্ত হইলে, যাঁহার নাভিরূপ-হ্রদগত-সহস্রদল পদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং যাঁহার অবয়ব-সংস্থান বা সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদি-সন্নিবেশদ্বারা লোকের বিস্তার অর্থাৎ বিরাট্ আকার প্রপঞ্চ নবীন উপাসকগণের মনঃস্থৈর্য্যের নিমিত্ত পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই মহেশ্বরদেবের ঊর্জ্জিত-সত্ত্ব-বিশুদ্ধ-পৌরুষরূপ যোগিগণ অদভ্র অনল্প অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক-চক্ষুঃসাহায্যে সহস্র অর্থাৎ অপরিমিত চরণ, ঊরু, ভুজ, আনন, মস্তক, শ্রবণ, নয়ন, নাসিকা, তথা অনন্ত-মৌলি-বেষ্টন-বসন, মুকুট, কুণ্ডল, কেয়ূর ও হার আভরণে উল্লসিত অদ্ভুত-বৈরাজ-রূপ বোধে অবলোকন করিয়া থাকেন।

দেবাদিদেব শ্রীমন্মহাদেবের অত্যদ্ভুত এই পৌরুষরূপ অন্যান্য অবতার-সকলের ন্যায় সাময়িক আবির্ভাব ও তিরোভাব-বিশিষ্ট নহে, পরন্তু নানা অবতারের নিধান অর্থাৎ কার্য্যাবসানে প্রবেশস্থান, বীজ অর্থাৎ উদ্গম স্থান ও কূটস্থ অব্যয়স্বরূপ। উক্ত পৌরুষরূপ কেবল যে অবতার-সকলের বীজভূত, তাহা নহে; কিন্তু ব্রহ্মাদি অংশ, মরীচ্যাদি অংশাংশ এবং তদংশ দেব-তির্য্যক্-নরাদি সমস্তই পুরুষাবতারে অংশাংশিভাবে

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। লোক-সকলের মঙ্গল, ক্ষেম ও কল্যাণের জন্য মধ্যে মধ্যে অবতার-শরীরের গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। নচেৎ দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালন-কার্য্য সম্যক্ সম্ভবপর হয় না। এই পালনকার্য্যে বিশেষ-ভাবে শ্রীবিষ্ণুদেব নিয়ত-নিযুক্ত রহিয়াছেন। শ্রুতি-বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর এক হইলেও, তিনি যখন স্বীয়-উপাধি-স্থানীয়া মায়াদেবীর উদ্রিক্ত-সত্ত্বগুণে অনুগত হন, তৎকালে সৃষ্ট-বস্তুর পালনকর্ত্তা বিষ্ণুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিষ্ণুদেব স্বীয়-কর্ত্তব্য-প্রতিপালনের জন্য অনন্ত অবতার-শরীর ধারণ করিয়া, বিষম-সঙ্কট অবস্থায় পতিত হইতে বাধ্য হন। তন্মধ্যে আমি কয়েকটী প্রসিদ্ধ অবতার ও অবতার-চরিতের উল্লেখ করিতেছি। যে পরমেশ্বরের বিরাট্-পুরুষাবতার কথিত হইয়াছে, তিনি প্রথমতঃ কৌমারসর্গ আশ্রয় করিয়া, ব্রাহ্মণ-শরীরে সনৎকুমার-নাম-ধারণ-পূর্ব্বক অখণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্যের সহিত, দুশ্চরতরা তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই পরিদৃশ্যমান-বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভবের জন্য রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধারার্থ শৌকর-শরীর অর্থাৎ বরাহরূপ ধারণ করেন। তৃতীয়তঃ ঋষিসর্গের আশ্রয়ে নারদ-শরীর-ধারণ-পূর্ব্বক সাত্ত্বতন্ত্র অর্থাৎ বৈষ্ণবপঞ্চরাত্রাগম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যাহার তাৎপর্য্য লাভ করিয়া, জীবগণ কর্ম্মের বন্ধহেতুতা অতিক্রম পূর্ব্বক, নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। চতুর্থ অবতারে ধর্ম্ম-পত্নী মূর্ত্তি-দেবীর গর্ভে নর ও নারায়ণ রূপে ঋষি-শরীর-দ্বয়প্রাপ্ত হইয়া, আত্মোপশম-যুক্ত-দুশ্চরতরা তপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন। পঞ্চমাবতারে মনুর কন্যা, কর্দ্দমের পত্নী, দেবহূতির গর্ভে সিদ্ধগণের অধিপতি কপিল নামে উৎপন্ন হইয়া, তত্ত্বগ্রামের বিনির্ণয়-প্রধান কালবিপ্লুতসাংখ্য-শাস্ত্র আসুরি-নামক ব্রাহ্মণ-শিষ্যের প্রতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠে অত্রি-পত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত অবতার-শরীর-ধারণ-পূর্ব্বক অলর্ক, প্রহ্লাদ, যদু, হৈহয় আদি ভক্তবৃন্দের প্রতি আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্ম-বিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। সপ্তমে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে উৎপন্ন হইয়া, যজ্ঞ-নাম-ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র যামাদি-সুরগণের সহিত

ইন্দ্ররূপে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর-প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অষ্টমে অগ্নীধ্র-পুত্র নাভি হইতে মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ঋষভ অবতারে উরুবিক্রমের সহিত, সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃত, ধীর-পরমহংস-জনের বর্ত্ম অর্থাৎ অন্ত্যাশ্রমোচিত-পারমহংস্য-ধর্ম্মনীতি প্রদর্শন করেন। নবমাবতারে ঋষিগণ-কর্তৃক যাচিত হইয়া, পার্থিব-বপুঃ অর্থাৎ পৃথুরূপ-রাজদেহ-ধারণ-পূর্ব্বক জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান-প্রতাপের সহিত, আকাশ হইতে পতিত-দিব্য-আজগব-ধনুর কোটি অর্থাৎ অগ্রভাগ দ্বারা নিম্নো-ন্নত-ভূভাগ সমান করিয়া, পর্ব্বতগণের উপচয়-সম্পাদনসহকারে পৃথিবী-গর্ভে জীর্ণ-প্রনষ্ট-ওষধি উপলক্ষিত সর্ব্ববস্তু দোহন করিয়াছিলেন। এই কারণে নবমাবতার প্রজা-সাধারণের অত্যন্ত প্রিয় ও কমনীয়তম।

দশমাবতারে মৎস্যরূপধারণ করিয়া, চাক্ষুষ-মন্বন্তরাবসানে উদধি-সংপ্লব অর্থাৎ সমুদ্র-জলপ্লাবন উপস্থিত হইলে, মহীময়ী-নৌকার উপরে বৈবস্বত মনুকে আরোপিত করিয়া, রক্ষা করিয়াছিলেন। একাদশে কমঠরূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্ষীর-সাগরমন্থনপরায়ণ সুরাসুরগণের মন্থান-দণ্ড-স্থানীয়-মন্দরাচল পুনঃ পুনঃ জহমগ্ন হওয়ায়, তাহাকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অবতারে ধন্বন্তরিরূপ ধারণ করিয়া, অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক মোহিনী স্ত্রীরূপে অসুর-সকলের মোহ সম্পাদন পূর্ব্বক সুরগণকে সুধা-পান করাইয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ অবতারে নৃসিংহ-শরীরে আবির্ভূত হইয়া, বলবীর্য্যদর্পিত দৈত্য-পতি হিরণ্যকশিপুকে নিজ উরুদেশে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া কটকৃৎ বা মাদুরাদি-নির্ম্মাতা যেমন এরকা বা নিগ্রন্থি-তৃণ-বিশেষ বিদীর্ণ করে, সেইরূপ তীক্ষ্ণাগ্র নখনিকর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ অবতারে বামনরূপ-ধারণপূর্ব্বক বলিরাজার যজ্ঞসভায় গমন করিয়া, ত্রিপিষ্টপ-প্রতিগ্রহণ-মানসে পাদত্রয়-পরিমিতা ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ষোড়শ অবতারে বীর্য্যদৃপ্তব্রাহ্মণ-দ্রোহপরায়ণ নৃপতি-নিচয়কে অবলোকন করিয়া, পরশুরামনামধারণপূর্ব্বক কুঠার হস্তে কুপিত অন্তঃকরণে ত্রিসপ্তকৃত্বঃ অর্থাৎ একবিংশতিবার এই মহীমণ্ডল নিঃক্ষত্রিয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। সপ্তদশ অবতারে

সুরকার্য্য-সাধন-মানসে নরদেব অর্থাৎ অযোধ্যাপতি দশরথাত্মজ রাম-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, সমুদ্র-নিগ্রহ, সেতু-বন্ধন ও রাবণ-বধাদি মহাবীর্য্য-সাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অষ্টাদশে পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, তাৎকালিক-পুরুষগণের মেধামান্দ্য ও প্রজ্ঞার অল্পতা অনুধাবন করিয়া, বেদবৃক্ষের বহুতর শাখা-প্রণয়ন করেন। একোনবিংশ এবং বিংশ অবতারে বৃষ্ণিবংশে ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিয়াছেন। অনন্তর কলি-যুগ সংপ্রবৃত্ত হইলে, দেব-দ্বেষকারিগণের সংমোহ উৎপাদনের জন্য কীটক অর্থাৎ গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধনামে অবতার-শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। পুনশ্চ যুগসন্ধ্যা অর্থাৎ কলিযুগের অবসান সময়ে অবনীমণ্ডলস্থ রাজগণ দস্যুপ্রায় আচরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগের নিধন-সাধনপূর্ব্বক সত্যযুগোচিতধর্ম্মস্থাপনার্থ বিষ্ণুযশাঃ নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের পালনকার্য্যে নিযুক্ত বিষ্ণুদেব পরমেশ্বরদেবের ইঙ্গিতে কল্কিনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।

এইরূপে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পূর্ব্বোক্ত পৌরুষরূপ হইতে, অপক্ষয় অর্থাৎ শুষ্কতা-রহিত, সর্ব্বদা-পরিপূর্ণ-সরোবর হইতে যেমন শত সহস্রশঃ নির্ঝর নির্গত হয়, সেইরূপ শ্রীহয়গ্রীব, হরি, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠাজিত, সার্ব্বভৌম, বিশ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধাম, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু ও শুক্ল আদি নানা অবতার উৎপন্ন হইয়া, যুগে যুগে ইন্দ্রারি অর্থাৎ দৈত্য-দানব আদি কর্ত্তৃক প্রপীড়িত-লোক-সকলের সুখ-সাধন-পূর্ব্বক সৃষ্ট জগতের স্থিতি কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। পাঠক মহোদয়গণ সৃষ্ট জগতের রক্ষাকল্পে শুদ্ধ সত্ত্বগুণোপাধিক শ্রীবিষ্ণুরূপধারী শ্রীমন্ম-হেশ্বরদেবের এই যে পবিত্র জন্ম, অর্থাৎ অবতাররূপে আবির্ভাব কথিত হইল, যে ব্যক্তি সায়ং অথবা প্রাতঃকালে ভক্তির সহিত উহা স্তুতি অনুকরণে পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীবিশ্বনাথের অনুগ্রহে দুঃখগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরমানন্দলাভে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ রূপবিহীন চিৎস্বরূপ ভগবন্মহেশ্বর-দেবের মহদাদি-সাহায্যে মায়াগুণ-বিরচিত উক্ত-দৃশ্য-অবতার-রূপ, শারদীয়-নীল-নভোমণ্ডলে মেঘরাশি, অথবা অনিলে

পার্থিব রেণুরাশির ন্যায় দ্রষ্টৃ-পুরুষে অবুদ্ধি জীবগণ কর্তৃক আরোপিত মাত্র। পক্ষান্তরে মধ্যাহ্নকালীন-প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলে অন্ধকার-প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকিলেও, যেমন দিবান্ধ-পেচক-আদি প্রাণিগণ ঘোর-দৃষ্টি বশতঃ দিনকর-করে স্বমতি-বিষয় শর্ব্বরী-সুলভ অসত্য অন্ধকার কল্পনা করে, সেইরূপ মহেশ্বর চৈতন্যে মায়া, অথবা মায়া-কল্পিত দৃশ্য রূপের কখনও সত্যতা হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্য-বিশেষণের অন্তর্গত সৃষ্টি ও স্থিতি বিষয়ে স্বমতি-বিভব অনুসারে সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য অবসরপ্রাপ্ত অবশিষ্ট প্রলয়ক্রম নিরূপণে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রলয়-শব্দে ত্রৈলোক্যের বিনাশ বুঝিতে হইবে। উক্ত, প্রলয় নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে জীবের সুষুপ্তিকে নিত্য প্রলয় বলা হইয়া থাকে, কারণ, সুষুপ্তিকালে দেহেন্দ্রিয়-ব্যাপার-সমূহ উপরত হওয়ায়, সকল কার্য্যই বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং সুষুপ্তিকালে কার্য্য-সকল বিলীন হওয়ায়, জীব স্বীয় কারণ-শরীররূপা অজ্ঞান-বৃত্তি-কর্তৃক অভিভূত হইয়া, সুখরূপতা প্রাপ্ত হন। পুনশ্চ জন্মান্তরীয়-কর্ম্ম-যোগ-বশতঃ সুপ্তজীব বস্ত্রান্ন-পানাদি-বিচিত্র-ভোগোপভোগে জাগ্রৎ-পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। সুপ্তিকালে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও পূর্ব্ব-সংস্কার-সকলের অবিদ্যা-বীজরূপে অবস্থান-প্রযুক্ত, সুপ্তোত্থিত-জীবের সুখ-দুঃখাদি অনুভবে, অথবা অনুভূত-বিষয়ের স্মরণে, কোনরূপ অনুপপত্তি হইতে পারে না। অপিচ সুষুপ্তিকালে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও পূর্ব্ব-সংস্কারের ন্যায় সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ—এই চতুর্ব্বিধ-বৃত্তিভেদে মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার-রূপে আখ্যাত অন্তঃকরণের অবিদ্যাত্মভাবে অবস্থিতি প্রযুক্ত, স্বরূপতঃ বিনাশ হওয়ায়, অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত জীব-চৈতন্যের অভাববশতঃ, জীবনাভাব-হেতুক জীবনমূলক-প্রাণাদি ক্রিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নিশ্বাস আদি ক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ প্রশ্নেরও কোন অবসর নাই। কারণ, বাস্তবিক-পক্ষে ছান্দোগ্য-উপনিষদে উক্ত স্বপ্নান্ত-শ্রুতি-প্রক্রিয়া অনুসারে সুষুপ্তিকালে জীব-

চৈতন্যের "সৎ"-শব্দবাচ্য-মহেশ্বর-চৈতন্যের সহিত সম্পাদ্যমানতা অর্থাৎ পরমেশ্বর-দেবের সহিত অভিন্নতা-প্রযুক্ত, মিথ্যাভূত-দেহেন্দ্রিয়াদি-নিখিল-প্রপঞ্চের বিনাশ আপতিত হইলে, সুষুপ্ত-পুরুষের অবিদ্যাকৃত-দেহ ও প্রাণ-আদি-ক্রিয়া-সকলের অবিদ্যান্তর্ভাব-বশতঃ পরমার্থতঃ অভাব হইলেও জীব-ভাবাপন্ন-পুরুষান্তরের অবিদ্যা-সম্ভব হওয়ায়, ভ্রমবশে সুষুপ্ত-পুরুষে প্রাণ আদি ক্রিয়া উপলব্ধির প্রতি, কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। আবশ্যক হইলে এ বিষয়ে সুষুপ্ত-পুরুষের শরীরোপলম্ভ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদিগণের মতে যেমন সুষুপ্তিকালে সুপ্ত-পুরুষের "আমার এই শরীর" এতাদৃশ শরীরাদি-সম্বন্ধের অধ্যাস না থাকা প্রযুক্ত, সুষুপ্ত-পুরুষের দৃষ্টিতে শরীরাদির অভাব সমর্থিত হইলেও, সুপ্ত-পুরুষের শরীরে জাগ্রদ্ভাবাপন্ন অন্য পুরুষের ভ্রমাত্মক সুপ্ত-শরীরোপলম্ভ দেখা যায়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে প্রাণাদির ক্রিয়ার উপলব্ধি অবিসংবাদিতা। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, সুষুপ্তিকালে প্রাণাদির বাস্তবিক অসদ্ভাব অঙ্গীকার করিলে, সুপ্ত ও মৃত পুরুষে কোন পার্থক্য থাকে না, সুতরাং মরণ-পদে প্রাণ-বিয়োগরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইলে সুপ্ত ব্যক্তিকেও অনায়াসে মৃত ব্যক্তির মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। ভিত্তি ও যুক্তি-হীনা উক্তরূপা আপত্তির নিরসনার্থ আমরা বলিতে পারি যে, সুপ্ত ব্যক্তি কখনও মৃতরূপে পরি-গণিত হইতে পারে না। কারণ, সুষুপ্ত-পুরুষের ভোগ-সাধন-সপ্তদশা-বয়বযুক্ত-সূক্ষ্ম-শরীর, সংস্কার অর্থাৎ বাসনাস্বরূপে এই স্থূলশরীরেই বিদ্যমান থাকে। যেমন চম্পক আদি কুসুম-বাসনা-বাসিত-বসনের অন্ত-র্গত চম্পক আদি কুসুম অপসৃত হইলেও, তজ্জন্যা বাসনা বসন হইতে অপগতা হয় না, সেইরূপ সুষুপ্তিকালে জীবের লিঙ্গ-শরীর ব্যষ্টি অজ্ঞান-বৃত্তিরূপ-কারণ-শরীরে লীন হইলেও, স্থূল-শরীর অধিকরণে অধিবসতি-জনিতা সূক্ষ্ম-শরীর-বাসনা স্থূল-শরীর হইতে একেবারে নির্গতা হয় না। অতএব সুপ্তব্যক্তির পতিত-স্থূল-শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস আদি প্রাণন-ক্রিয়ার উপলব্ধি হওয়া বিচিত্র বা বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।

পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তির লিঙ্গশরীর বর্ত্তমান-ভোগায়তন-স্থূলদেহের কথা

দূরে থাকুক, ইহলোকেও বিদ্যমান থাকে না। শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, জীব যখন স্থূল-শরীর-সম্বন্ধ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উৎক্রান্ত হন, তৎকালে পরলোকে দেহান্তর-প্রতিপত্তি-সাধনভূত-বীজস্বরূপ-ভূত-সূক্ষ্ম অথবা লিঙ্গ-শরীরের সহিত উৎক্রান্ত হইয়া, চন্দ্র-লোকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব মৃতব্যক্তির লোকান্তর-গমন প্রতীত হওয়ায়, যথার্থরূপে প্রাণবিয়োগ স্বীকার করা যায়; পরন্তু সুষুপ্ত-পুরুষের সূক্ষ্ম-শরীরের বিলয় হইলেও, স্থূলদেহে সংস্কার-স্বরূপে সদ্ভাব প্রযুক্ত বাস্তবিক-প্রাণবিয়োগ স্বীকার করা যাইতে পারে না। উক্তরূপে মহৎ বৈলক্ষণ্য নিশ্চিত হওয়ায়, সুপ্ত ও মৃত পুরুষে আকাশ-পাতাল-পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং সুপ্ত মৃত নহে। অথবা যদি সুষুপ্ত পুরুষের প্রাণ আদি ক্রিয়ার পরমার্থতঃ বিলয় সত্ত্বেও, পুরুষান্তরের ভ্রমাত্মিকা প্রাণ আদিক্রিয়ার উপলব্ধি সংঘটিতা হয়, তবে সুষুপ্ত-পুরুষের বিলীনকর্ম্মেন্দ্রিয়-কার্য্য, তুল্যহেতুতা প্রযুক্ত, পুরুষান্তর-কর্ত্তৃক উপলব্ধ হইবে না কেন? এতাদৃশ অস্বরস বা অরুচিকর প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায়, শাস্ত্রকারগণ অন্তঃকরণের দ্বিবিধ শক্তি স্বীকার পূর্ব্বক, উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অন্তঃকরণের শক্তি, অর্থাৎ সামর্থ্য দ্বিবিধ;—একটী জ্ঞানশক্তি, অপরটী ক্রিয়াশক্তি। উক্তা উভয়বিধা শক্তির মধ্যে সুষুপ্তিকালে জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিনাশ অঙ্গীকার করিয়া, যদি ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, সুষুপ্ত পুরুষের প্রাণ আদির অবস্থান সম্বন্ধে আর কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। সুষুপ্তি-কালে প্রাণ-সংজ্ঞক পরমেশ্বরে জীবের বিলয়-বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপে কৌশীতক শ্রুতি বলিতেছেন, সুপ্ত পুরুষ যখন কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করে না, অর্থাৎ সুপ্ত পুরুষের স্বপ্ন-দর্শন নিবৃত্ত হইলে, জীব প্রাণাখ্য পরমব্রহ্মে একধা অর্থাৎ মিলিত হইয়া থাকে, এবং জীবের পরমে-শ্বরের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তির অনন্তর, নাম অর্থাৎ কার্য্য-সমুদায়ের সহিত বাগিন্দ্রিয় এবং স্ব-স্ব-বিষয় সহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ প্রাণাখ্য পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন,

প্রক্রান্ত-সুষুপ্তি অবস্থায় সদাখ্য প্রকৃত দেবতার সহিত জীব সম্পন্ন সঙ্গত একীভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ অন্তঃকরণ-সংসর্গকৃত-জীবভাব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বীয় পরমার্থ সত্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বহুতর শ্রুতিপ্রমাণের সদ্ভাব থাকায়, সুষুপ্তিরূপ নিত্যপ্রলয়ে কোন-রূপ সংশয়ের অবসর নাই।

এক্ষণে ক্রমানুসারে প্রাকৃত-প্রলয়-নিরূপণের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। লোকব্যবহারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় শব্দমাত্র পরিশ্রুত হইয়া থাকে; কিন্তু সৃষ্টি জিনিষটা কি? স্থিতি জিনিষটা কি? প্রলয় কাহাকে বলে? এ বিষয়ে পরিচয় অনেকেরই নাই। শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-প্রবন্ধের উপকরণরূপে ঐ সকল বিষয় স্বয়ং সমাগত হওয়ায়, আমি উহা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, সৃষ্টি ও স্থিতি-তত্ত্বের যথামতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া, সুষুপ্তিরূপ নিত্য প্রলয়ের যথাসাধ্য বিবরণ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-লক্ষণ মূর্ত্তিত্রয়ের অন্যতম রজোগুণাক্রান্ত ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কার্য্য-ব্রহ্ম, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাখ্য-সূত্রাত্মা-চৈতন্যের বিনাশ-নিমিত্তক সকল-কার্য্যের বিনাশকে প্রাকৃত প্রলয় বলা হইয়া থাকে। যদি দেহ-ধারণ অবস্থায় অদ্বিতীয়-পরমাত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায়, কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ পরমব্রহ্ম শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন, তাহা হইলে নিজ-নির্ম্মিত-ব্রহ্মাণ্ডের স্বামিত্বরূপ অধিকার দ্বারা প্রত্যায়িত-প্রারব্ধলক্ষণ-কর্ম্ম-পরিসমাপ্তির অনন্তর যখন বিদেহ-কৈবল্য-স্বরূপ-পরম-মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন, তৎকালে হিরণ্যগর্ভলোক নিবাসী, অর্থাৎ সত্যাখ্য-ব্রহ্মলোকনিবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও কার্য্য-ব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহাদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় নাই, তাঁহারা হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত না হইয়া, জীবান্তরের ন্যায় কর্ম্মবাসনাঙ্কিত-হৃদয়ে ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হইয়া পুনরপি সর্গান্তরে পূর্ব্বভাব-ভাবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই প্রাকৃত-প্রলয়-বিষয়ে প্রমাণস্বরূপা শ্রুতি বলিতেছেন যে, উক্ত

সত্যাখ্য-ব্রহ্মলোক-নিবাসিগণ প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ প্রাকৃত-প্রলয় সংপ্রাপ্ত হইলে, সাধনোপায় অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া, কার্য্য-ব্রহ্মের সহিত কৃতাত্মতা অনুভব-সহকারে হিরণ্যগর্ভের বিনাশ দশায় পরমাত্মদেবের পরম-পদে প্রবেশলাভ করেন। উক্তরূপে ব্রহ্মলোক-নিবাসিগণের সহিত কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ পরমব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে, হিরণ্যগর্ভ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তী নিখিল-লোক অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন এবং উক্ত চতুর্দ্দশলোকান্তর্বর্ত্তী স্থাবর আদি ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চের মায়া-স্বরূপ-প্রকৃতি অধিকরণে বিলয় হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম-লোক-নিবাসি-জীব-সকলের মুক্তি এবং নিখিল-ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চের মাত্র মায়াখ্য প্রকৃতি অধিকরণে লয় অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে, ভূরাদি-চতুর্দ্দশ-ভুবনবর্ত্তী জীবনিবহের কোথায় গতি হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ঘট যে কোন স্থানে ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সেই ঘটের অন্তর্বর্ত্তী ঘটাকাশের কোথায়ও গমন করিবার আবশ্যক হয় না, পরন্তু সেই স্থানেই মহাকাশের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ জীবের উপাধি-হেতুভূত-ভৌতিক-দেহের প্রকৃতিরূপ মায়াধিকরণে বিলয় হইলে, উপাধি-নির্ম্মুক্ত-চৈতন্য অংশের অন্যত্র গমন করিতে হয় না; কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত স্বতঃ মিলন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ভূরাদি-লোকবর্ত্তী জীবের গন্তব্য-স্থান-বিষয়ে প্রশ্নের কোন অবসর নাই। পুনরপি আপত্তি হইতেছে যে, শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে ভূত-ভৌতিক-সর্ব্ব-প্রপঞ্চের ব্রহ্মাভিন্নত্ব প্রতীত হওয়ায়, ব্রহ্মরূপ অধিকরণেই ভূত-ভৌতিক প্রপঞ্চের বিলয় অঙ্গীকার করা উচিত। সুতরাং ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চের মায়ারূপ প্রকৃতি অধিকরণে বিলয় স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। এই উল্লিখিতা আপত্তির খণ্ডনার্থ আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যেখানে উপাদানের সহিত কার্য্য-প্রপঞ্চের বিনাশ হয়, তাদৃশ-স্থলে বাধরূপ বিনাশের অধিকরণ ব্রহ্ম, ইহা সিদ্ধান্ত-সম্মত। কিন্তু যেখানে উপাদান-সত্তা-কালীন কার্য্যের নিবৃত্তিরূপ বিনাশ হয়, সে স্থলে ভূত-ভৌতিক-কার্য্য-প্রপঞ্চের মায়া অধিকরণে প্রথমতঃ লয় স্বীকার না করিয়া,

যদি সাক্ষাৎ ব্রহ্মাধিকরণে লয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চের উপাদান মায়া বর্ত্তমান থাকিতে, ব্রহ্মাধিকরণে নিবৃত্তি-রূপ বিনাশের অভ্যুপগমপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে অদ্বিতীয়-শ্রুতিবিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চের প্রথমতঃ মায়াধিকরণে লীনত্ব স্বীকার করিয়া, অনন্তর মায়ার সহিত ব্রহ্মাধিকরণে ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চের লয় স্বীকার করিলে, উপাদান সহ বাধরূপ কার্য্যবিনাশ ব্রহ্মাধিকরণে অঙ্গীকৃত হওয়ায়, অদ্বিতীয়-শ্রুতি-বিষয়ে আর কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব উক্ত ভূত-ভৌতিক-প্রপঞ্চের বিলয় প্রকৃতিনিষ্ঠ হওয়ায়, ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা হয়।

এক্ষণে ক্রম-প্রাপ্ত নৈমিত্তিক-প্রলয়ের বিবরণে চেষ্টা করা যাইতেছে। কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ-দেবের দিবসাবসান-নিমিত্তক যে প্রলয় উপস্থিত হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা হইয়া থাকে। নৈমিত্তিক-প্রলয়ে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক এই লোকত্রয়ের মাত্র বিনাশ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, ব্রাহ্ম-দিবসের অন্তে প্রলয়াগ্নি-দ্বারা ভূরাদি লোকত্রয় বিদগ্ধ হইলে, উহার প্রচণ্ড উত্তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া, মহর্লোক-নিবাসিগণ জনলোকে গমন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, নৈমিত্তিক-প্রলয়ে মহরাদি-লোক-চতুষ্টয় বিনষ্ট হয় না। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, আমরা যেমন প্রতি দিবস-ব্যাপারের অবসানে সুষুপ্ত হইলে, আমাদিগের স্থূল-সূক্ষ্মব্যষ্টি-জগৎ বিলীন হইয়া যায়, ইহা অপরের অনুভব-সিদ্ধ, সেইরূপ কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভদেব দিবসীয় কার্য্যকলাপ সমাপ্ত করিয়া, রাত্রি-সমাগমে সুষুপ্ত হইলে, তথাবিধ-নৈমিত্তিক-প্রলয় আমাদিগের অনুভব-গোচর হয় না কেন? উক্তরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতে হইলে, মানুষ, দৈব ও ব্রাহ্ম-দিন-পরিমাণ-নিরূপণ করা আবশ্যক। অক্ষি-পক্ষ্ম-নিক্ষেপ দ্বারা উপলক্ষিত-কালকে নিমেষ বলা যায়, পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎকাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎকলায় এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ-মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে শুক্ল ও কৃষ্ণ-পক্ষ-দ্বয়াত্মক

এক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন, দুই অয়নে আমাদিগের এক বর্ষ; তন্মধ্যে মাঘ আদি আষাঢ় পর্য্যন্ত উত্তরায়ণীয় ছয় মাসে দেবতাদিগের এক দিন ও শ্রাবণাদি পৌষ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়নীয় ছয় মাসে দেবতাদিগের এক রাত্রি, সুতরাং আমাদিগের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। এবম্ভূত তিন শত ষাট্‌ অহোরাত্রে দেবগণের একটী বৎসর হয়। দেব-পরিমাণের তাদৃশ দ্বাদশ-সহস্র-বর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চতুর্যুগ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে দিব্য-বর্ষের চারি হাজার বৎসরে কৃতযুগ, তিন হাজার বৎসরে ত্রেতাযুগ, দুই হাজার বৎসরে দ্বাপর যুগ ও এক হাজার বৎসরে কলিযুগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ পুরাবিদ্‌গণ দিব্য চারি শত বৎসরে সত্য যুগের সন্ধ্যা ও দিব্য চারিশত বৎসরে সন্ধ্যাংশ, দিব্য তিন শত বৎসরে ত্রেতাযুগের সন্ধ্যা ও দিব্য তিন শত বৎসরে সন্ধ্যাংশ, দিব্য দুই শত বৎসরে দ্বাপরযুগের সন্ধ্যা ও দিব্য দুই শত বৎসরে সন্ধ্যাংশ এবং দিব্য এক শত বৎসরে কলিযুগের সন্ধ্যা ও দিব্য এক শত বৎসরে সন্ধ্যাংশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সন্ধ্যা অর্থে যুগ-প্রবৃত্তির পূর্ব্বকাল ও সন্ধ্যাংশ অর্থে যুগের অনন্তর কাল বুঝিতে হইবে এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী যে কাল, তাহাই যুগ নামে অভিহিত হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় প্রত্যেকে সার্দ্ধ-দ্বিশত করিয়া, সহস্র-সংখ্যায় পূর্ণ হইলে, সহস্র-যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হইয়া থাকে।

ইহা অপেক্ষা বিস্তৃতভাবে বুঝাইতে হইলে, বলিতে হইবে যে, উক্ত একটী ব্রাহ্ম-দিবসে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব ও তিরোভাব সংসাধিত হইয়া থাকে। ঐ সকল মনুর সর্ব্ব-বিষয়ক-বৃত্তান্তসংগ্রহে বাহুল্য-ভয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, পাঠকমহোদয়গণ, আমি আপনাদের অবগতির জন্য কেবল উপযোগিতা অনুসারে কালকৃত-পরিমাণ-মাত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এক একটী মনুর অধিকার-কালকে মন্বন্তর বলা হইয়া থাকে। প্রতি মন্বন্তরে ভগবদবতার, ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনু এবং মনুপুত্র নৃপগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ উৎপন্ন হইয়া, যাবৎ অধিকার ভোগাবসানে অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইলে, অন্যান্য ভগবদবতার আদির

আবির্ভাব হইয়া থাকে। উক্তরূপে চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরে ব্রাহ্ম দিবস বিভক্ত হইলে, প্রতি মন্বন্তরে চতুর্যুগের কিঞ্চিৎ অধিক একসপ্ততি যুগ পর্য্যায়-ক্রমে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব প্রতি মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভগবদবতার আদি মনুপুত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেকে দেবমানের আটলক্ষ বাহান্ন হাজার, অথবা মানুষ মানের অধিক কাল ব্যতীত ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিশ হাজার বৎসর নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বিগত হইলে, ব্রাহ্ম দিবসের অবসান হয়, সুতরাং ব্রাহ্ম দিবস অতি সুদীর্ঘ হওয়ায়, ব্রহ্ম-নিদ্রা-নিমিত্ত-প্রতিসঞ্চর আমাদিগের অনুভববিষয়ীভূত হইতে পারে না। অপিচ ব্রহ্মনিদ্রা-নিমিত্ত-বশতঃ ত্রৈলোক্য-বিনাশ উপস্থিত হইলে, লোকত্রয়ের অন্তর্বর্ত্তী লোক সকল দগ্ধীভূত সুতরাং বিনষ্ট হওয়ায়, অস্মদাদির ব্যবহারিকী সত্তার অভাব-নিবন্ধন তাদৃশ-নৈমিত্তিক-প্রলয় আমাদিগের অনুভব-বিষয়ীভূত হইবে না কেন? এরূপ প্রশ্ন নিতান্ত অসঙ্গত।

পুনশ্চ উক্তরূপে চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরে বিভক্ত চতুর্যুগ-সহস্র-পরিমিত-কালে নারায়ণাখ্য হিরণ্যগর্ভরূপী শ্রীমন্মহেশ্বরদেব দিবস-ব্যাপার সমাপ্ত করিয়া, দিবসকাল-পরিমিত-রাত্রিকালে বিশ্রামার্থ অনন্তাসনে শয়ন করেন। শান্তাত্মা হিরণ্যগর্ভদেব যোগনিদ্রারূপ স্বাপে নিমগ্ন হইলে, জাগ্রদবস্থায় চেষ্টাসম্পন্ন সমুদয় জগৎ নিমীলিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে মনুসংহিতার মতে হিরণ্যগর্ভদেবের রাত্রিকাল প্রলয়কালরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং বিষ্ণুপুরাণে পরিসংখ্যাক্রমে বৈদিক-যুগের সহস্র-যুগ-পরিমিত-কাল ব্রাহ্ম-রাত্রিরূপে অভিহিত হওয়ায়, রাত্রিকালের প্রলয়রূপতার প্রতি এবং প্রলয়কালের দিবসকালতুল্যতার প্রতি কোনরূপ সন্দেহের অবসর নাই। যদিচ জগতের উদয়, রক্ষা ও প্রলয়-বাদিনী শ্রুতি মহাপ্রলয়-বিষয়ে প্রমাণরূপে পরিগৃহীতা হইতে পারেন, তথাপি উক্ত শ্রুতিপ্রমাণ-দ্বারা প্রাকৃত-প্রলয় সমর্থিত হইতে পারে না। এ কারণ প্রাকৃত-প্রলয়ের সমর্থনের জন্য প্রমাণোপন্যাস অতীব আবশ্যক। পুরাণ বলিতেছেন, মহেশ্বরাখ্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম-দেবের

দ্বিপরার্দ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম অহোরাত্ররূপ কল্প বা দৈব-দ্বিসহস্র-যুগলক্ষণ-দিন-সাহায্যে পক্ষ, মাস আদি কল্পনা-পুরঃসর, ঋতু অয়ন আদি ক্রমে, বর্ষ পরিকল্পিত হইলে, ব্রাহ্ম মানে 'তাদৃশ বৎসরের শতবর্ষাত্মক আয়ুঃ সর্ব্বাতিশায়িত্ব প্রযুক্ত "পর" নামে অভিহিত হয়। উক্ত পরাখ্য আয়ুর প্রথম পঞ্চাশৎ অব্দ ও উত্তর পঞ্চাশৎ অব্দ এই দ্বিপরার্দ্ধ অর্থাৎ ব্রাহ্ম শতবর্ষাত্মক হিরণ্যগর্ভের সম্পূর্ণ আয়ুঃকাল অতিক্রান্ত হইলে, কার্য্যব্রহ্মের বিনাশ অবসরে, মহত্তত্ত্ব,অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এই প্রকৃতিসপ্তক প্রলয়ের জন্য অর্থাৎ অবিকৃত মূল প্রকৃতিরূপ মায়াধিকরণে বিলয়নার্থ অগ্রসর হয়। অতএব যে প্রলয়ে ইন্দ্রিয়াদি স্থূল-ভূত-ভৌতিক-সর্ব্বকার্য্যজাত প্রকৃতিলীন হইয়া, প্রকৃতি-নিষ্ঠ হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলা হইয়া থাকে। এইরূপে প্রাকৃত-প্রলয়ে প্রমাণ-স্বরূপ-পুরাণ-বচন কথন করিয়া,বেদান্ত-পরিভাষা-কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র নৈমিত্তিক-প্রলয়ে পুরাণবচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত পুরাণ-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, ত্রৈলোক্য একার্ণবে নিমগ্ন হইলে, বিশ্বস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ অখিল ত্রৈলোক্য আত্মসাৎ করিয়া, প্রপঞ্চগ্রাস দ্বারা ব্রহ্মানন্দ-সমৃদ্ধ হওয়ায়, ত্রৈলোক্য-জ্ঞানময়-জীবগণে উপবৃংহিত এবং মহর্লোক হইতে জনলোকে আগত ও আদিতঃ জনলোকস্থ-যোগিগণ-কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া, দিবসকাল-পরিমিত-রাত্রিকালে ভোগি-শয্যাগত অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকেন। অতএব এই পুরাণ-বচন-প্রমাণ-তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনাবশে নৈমিত্তিকপ্রলয় দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে।

পূর্ব্ব উদ্দিষ্ট-প্রলয়-চতুষ্টয়ের মধ্যে অবশিষ্ট আত্যন্তিক চতুর্থ প্রলয় নিরূপণের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। পাঠক-মহোদয়গণের অবগতির জন্য আমি এক্ষণে তুরীয় প্রলয়ের বিবরণে যত্ন-পরায়ণ হইয়া, জিজ্ঞাসু-জনগণের প্রণিধান প্রার্থনা করিতেছি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক-তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণ-নিমিত্তবশে সর্ব্বমোক্ষ অর্থাৎ অবিদ্যাসহিত-সমস্ত-মায়া-রচিত-ভূত-ভৌতিক-কার্য্য-প্রপঞ্চের বিলয়কে আত্যন্তিক প্রলয় বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা একজীববাদী, তাঁহা-দিগের মতে উক্ত প্রলয় যুগপৎ সংঘটিত হয়। একজীববাদিগণের

মতে অবিদ্যা উপাধিক চৈতন্যের জীবত্ব অঙ্গীকৃত হওয়ায় এবং অবিদ্যা-দেবীর একত্ব বশতঃ জীবেরও ঐক্য নিবন্ধন, একজীবের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে, সকল জীবের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভাবিত হওয়ায়, যুগপৎ সকলের মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না; পরন্তু একজীববাদিগণের উক্ত মত বহুবাদিসম্মত না হওয়ায়, পক্ষান্তরে শুকাদির মুক্তি পরিদৃষ্টা বা সম্ভাবিতা হইলেও তদানীন্তন বহু-ব্যক্তির মুক্তি পরিদৃষ্টা না হওয়ায়, বহুবাদি-সিদ্ধ নানা-জীববাদ অভি-প্রায়ে ক্রমিক-মুক্তি-বাদ অঙ্গীকার করাই প্রশস্ত। এই নানা-জীব-বাদিগণের মতে অন্তঃকরণপ্রদেশে অবচ্ছিন্ন অথবা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের জীবত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, এবং প্রতি-শরীরে অন্তঃকরণের ভিন্নত্ব প্রযুক্ত, চৈতন্যের একত্ব হইলেও, জল-সূর্য্যকাদিবৎ উপাধি-ভেদবশতঃ জীবেরও ঔপাধিক নানাত্ব সমর্থিত হইলে, যে জীবের যখন আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উদয় প্রাপ্ত হয়, সেই জীবের তৎকালে মোক্ষ হইয়া থাকে। অতএব এই মতে একজীবের মুক্তি হইলেও, সকল জীবের এককালে মুক্তি সম্ভবপরা নহে। এতাদৃশ আত্যন্তিক-প্রলয়-সদ্ভাবে প্রমাণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, "সকলই একদিন এক হইয়া যাইবে।" এই একীভাব-প্রাপ্তি অভিপ্রায়ে শ্রুত্যন্তর বলিতেছেন যে, যৎকালে অথবা যে অবস্থায় সকল পদার্থ ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞান-বিশিষ্ট মানবের দৃষ্টিতে আত্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে কর্ত্তা, করণ ও কার্য্য, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য, ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়, এইরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি কিছুরই পৃথক্ কল্পিতসত্তা না থাকায়, কেহ কোন কার্য্য করে না, কেহ কোন দৃশ্য দেখে না, কেহ কোন বিষয় চিন্তা করে না এবং কেহ কোন বিষয়-বিজ্ঞানে সমর্থ হয় না। অতএব প্রকৃষ্ট-প্রকাশ চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রামাণ্য-প্রভা-শালিনী-শ্রুতি-সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিমিত্তক-সর্ব্ব-মোক্ষ, বা একীভাবরূপ আত্যন্তিক তুরীয়-প্রলয়-প্রভাসিত হওয়ায়, আর কাহারও কোনরূপ তর্ক বা সন্দেহের অবসর নাই। যদি বল, প্রলয়ত্ব-রূপধর্ম্মে কোন বিশেষত্ব না থাকায়, আত্যন্তিক-তুরীয়-প্রলয়ের ন্যায়

অন্যপ্রলয়ত্রিতয়েও পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, প্রথমোক্ত নিত্য, প্রাকৃত ও নৈমিত্তিক, এই প্রলয়-ত্রয় কারণ-বিশেষ-কৃত-কর্ম্মমাত্রের উপরমাধীন হওয়ায় এবং অবিদ্যার উপরমের অধীন না হওয়ায়, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত, নিত্যপ্রলয়ে অস্মদীয় নিদ্রাপরিণতি, প্রাকৃত-প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের অসদ্ভাব ও নৈমি-ত্তিক-প্রলয়ে তদীয়-নিদ্রাবশতঃ কর্ম্ম-মাত্রের উপরম হইলেও, অবিদ্যার বীজভাবে অবস্থিতি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব ঐ সকল প্রলয়ে নিদ্রাদি-নিমিত্তের অপগমে কর্ম্মসকলের পুনরাবির্ভাব হইলে, পূর্ব্ববৎ সংসা-রিত্ব-সম্ভাবনা অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে আত্যন্তিক-প্রলয়ে হৃদয়ে পরমাত্ম-দেব সন্নিবিষ্ট হইলে, বিততা অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ তত্ত্বজ্ঞানীর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারজনিত অবিদ্যা উচ্ছেদবশে বীজনিবৃত্তি নিবন্ধন পুনরাবৃত্তি হইতেই পারে না। অতএব কর্ম্মোপরম-নিমিত্ত ও জ্ঞানোপরম-নিমিত্ত-দ্বয়ের বৈলক্ষণ্য বশতঃ আবৃত্তি অনাবৃত্তি বিষয়ে শাস্ত্রকারকৃতপ্রদর্শিত-ব্যবস্থা সমীচীনা। পাঠক মহোদয়গণ! শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্য-সদ্-ভাবে বিবাদ-পরায়ণ-বাদিগণের নিরাকরণার্থ উত্থাপিত ঐশ্বর্য্য-বিশেষণের অন্তর্গত-চতুর্ব্বিধ-প্রলয়ের স্বরূপ-বিবরণ করিয়া, কার্য্যান্তরে প্রবেশার্থ এক্ষণে আমি বিরত হইতেছি।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কারী ঐশ্বর্য্য যথামতি বিবৃত করিয়াছি। জগতের উদয় অবসরে তমঃ-প্রধান-বিক্ষেপশক্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞানে উপহিত আত্ম-চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী ইত্যাদি সৃষ্টি-ক্রম অবলম্বিত হওয়ায়, জিজ্ঞাসু পাঠকগণের সংহারকালীনপ্রলয়ক্রম-বিষয়িণী আকাঙ্ক্ষা স্বতই সমুদিতা হওয়া স্বাভাবিক। অতএব অনিয়তক্রম নিরস্ত হইলে, কীদৃশ ক্রম অবধারণ করা উচিত, এই বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। নৈয়ায়িকেরা বলেন, যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে এবং যাঁহাতে প্রলীন, অথবা অভিসংবিষ্ট হয়, ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ-সাহায্যে জগতের উদয়, রক্ষা ও প্রলয়, এই তিনটী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের একান্ত আয়ত্তরূপে প্রতিপাদিত

হওয়ায়, সৃষ্টি-সজাতীয়-ক্রমাকাঙ্ক্ষী প্রলয়ে উক্ত ক্রমেরই অঙ্গীকার করা উচিত। সুতরাং প্রলয়াবসরে ভূত-ভৌতিক-কার্য্য-প্রপঞ্চের কারণ-লয়-ক্রমে বিলয় অবশ্যম্ভাবী। উক্ত পক্ষ বৈদান্তিকের অভিপ্রেত নহে। তাঁহারা বলেন, যদি প্রলয়-সময়ে কারণ-নাশ-পূর্ব্বক কার্য্যের বিনাশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে,কারণ-নাশের পরেও কিছুকাল কার্য্যের অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে; পরন্তু উপাদান-কারণ-সকলের বিনাশের অনন্তর কার্য্য-সকলের আশ্রয় বিনষ্ট হওয়ায়, উপযুক্ত অবস্থিতি-স্থান উপপন্ন হইতেই পারে না। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে, মৃৎ-পদার্থের বিলয়ে মৃদ্‌বিকার ঘট, শরাব আদি কোথায় অবস্থিতি করিবে? যদি কোনরূপে ঘট, শরাব আদির অবস্থান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, মৃত্তিকার বিলয় সিদ্ধ হয় নাই। আকাশ আদির বিলয়ে তদ্বিকারভূত বায়ু আদির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্যথা কার্য্য-সদ্ভাবে কারণের বিনাশ অসম্ভব। অতএব বায়ু আদির কারণ আকাশ আদির লয়ের অনন্তর কার্য্যভূত বায়ু আদির লয়, এতাদৃশ উৎপত্তিক্রম উপপন্ন হইতেছে না। পক্ষান্তরে যদি সৃষ্টি-ক্রমের বিপরীত-ক্রমানুসারে কার্য্যসকলের বিলয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত-দোষের অবসর থাকে না।

বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদীয়-সিদ্ধান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা-নাবসরে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিক্রমের বিপর্য্যয়ক্রমে প্রলয়ক্রম স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, যে ক্রমে লোক-সকল পর্ব্বত বা প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করে, তাহার বিপরীত-ক্রমানুসারেই অবরোহণ করিয়া থাকে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অপিচ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট, শরাব আদি লয়-কালে মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জলজাত হিমকরকাদি জল-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ইহাও উপপন্ন হইতেছে যে, জল হইতে উৎপন্না পৃথিবী প্রলয়কালে জল-ভাব প্রাপ্ত হইবে। যদি বল, উপাদানের বিনাশই ন্যায়মতে কার্য্য-বিনাশের প্রযোজক রূপে সিদ্ধান্তিত হওয়ায়, উপাদান-কারণের বিদ্যমানতা সত্ত্বে, কার্য্যের বিনাশ কখনই সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে আমরা বলিব, যদি

উপাদান-কারণের বিনাশই কার্য্যবিনাশের একমাত্র প্রযোজকরূপে অঙ্গীকৃত হয়, তবে ন্যায়মতে মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ চরমধ্বংসরূপ কালে, যে কাল, জন্য-ভাব-পদার্থ-নিচয়ের অধিকরণ-রূপে স্বীকৃত নহে, তাদৃশ জন্য-ভাবানধিকরণাত্মক কালে দোধূয়মান-পরমাণু-সকলের অবস্থিতি প্রযুক্ত, পৃথিবী-পরমাণুগত-রূপরসগন্ধাদির বিনাশ হইতে পারে না। যদি ইষ্টা-পত্তি হয়, তবে মহাপ্রলয়ের অসিদ্ধি অনিবার্য্য। উক্তরূপা আপত্তির পরিহারার্থ নৈয়ায়িকগণ যেমন রূপাদি-জনক অদৃষ্টের বিনাশ প্রযুক্ত, সমবায়ী পার্থিব-পরমাণুর বর্ত্তমানতা সত্ত্বেও, রূপাদি-কার্য্যের বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ বৈদান্তিক-মতে যাদৃশ অদৃষ্ট দ্বারা যে কার্য্য উৎপাদিত হইয়াছে, তাদৃশ অদৃষ্টনিচয়ের বিনাশ-মাত্রে প্রযোজকতা স্বীকার করিলে, আর পৃথক্-ভাবে কার্য্যবিনাশের প্রতি প্রযোজকরূপে উপাদান-কারণ-নাশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই।

অতএব সৃষ্টিক্রমের বিপরীত-ক্রমেই অবশ্য ব্রহ্মাণ্ডবিলয় অঙ্গীকার করিয়া, শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে, প্রলয়কালে তত্তৎকার্য্যজনক অদৃষ্টের বিনাশ প্রযুক্ত পৃথিবী জলে, জল অনলে, অনল পবনে, পবন আকাশে, আকাশ জীবাহঙ্কারে অর্থাৎ জীবের লিঙ্গশরীরে, জীবাহঙ্কার হিরণ্য-গর্ভাহঙ্কারে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গশরীরে, হিরণ্যগর্ভাহঙ্কার ব্যাকৃত-বীজভূত অবিদ্যা-শব্দিত অব্যাকৃত পদার্থে এবং অবিদ্যা শক্তিরূপে সর্ব্বাধার শ্রীমন্মহেশ্বর-চৈতন্যে প্রলীনা হইয়া থাকে। এ স্থলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, বেদান্ত-প্রকরণে কুত্রাপি স্থূলভূত-সকলের জীবাহঙ্কার-জন্যতা পূর্ব্বে প্রতিপাদিতা হয় নাই, পরন্তু উহাদের পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া অবলম্বনে উৎপত্তি পরিশ্রুতা হওয়ায়, অপঞ্চীকৃত-সূক্ষ্মভূত-জন্যতা প্রতিপাদিতা হইয়াছে। অতএব স্থূলভূত-সকলের জীবাহঙ্কারে লয় কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? উক্তরূপা আপত্তির পরিহারার্থ অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পরমেশ্বরদেব অপঞ্চীকৃত ভূত-সকলের কিয়ৎ অংশ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা লিঙ্গ-শরীরের সপ্তদশ অবয়ব-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অপর অবশিষ্ট-সূক্ষ্ম-ভূতাংশ পঞ্চীকৃত করিয়া, স্থূলভূত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদি ঐরূপ স্বীকার করা হয়, তাহা

হইলে, স্থূলভূত-সকলের বিলয়ন-সময়ে অন্য অপঞ্চীকৃত-সূক্ষ্মভূতাংশের অসদ্ভাব প্রযুক্ত এবং জীবাহঙ্কার উপলক্ষিত লিঙ্গশরীরাত্মক-সূক্ষ্মভূতের সদ্ভাব প্রযুক্ত, সেই সকল সূক্ষ্ম-ভূতাংশে স্থূলভূতসকলের বিলয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তত্রাপি হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ-শরীর জৈব-লিঙ্গ-শরীরের প্রকৃতি হওয়ায়, স্থূল-ভূত-সকল জীবের লিঙ্গশরীরে বিলয় প্রাপ্ত না হইয়া, হিরণ্যগর্ভ-লিঙ্গশরীরে বিলয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব জীবও হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গশরীর স্থূলভূতগণের পূর্ব্বাপর বিলয়স্থানরূপে উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী প্রভৃতির জলাদি অধিকরণে লয়-বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ ও সুবালোপনিষৎ বলিতেছেন যে, পৃথিবী জলে, জল অনলে, অনল পবনে, পবন আকাশে, আকাশ ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় সকল তন্মাত্রে, তন্মাত্র সকল ভূতাদি অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে অর্থাৎ তত্ত্ব বা অন্যত্ব, সত্ত্ব বা অসত্ত্বরূপে নিরূপণের অযোগ্য অবিদ্যা পদার্থে, এবং যে অবস্থায় স্বরূপপ্রতিবোধরহিত সংসারী জীবগণ শয়ন করিয়া থাকে, তাদৃশ মহাসুষুপ্তিস্থানীয়া, পরমেশ্বরসমাশ্রিতা সকলের বীজশক্তি-স্বরূপা অব্যক্ত-শব্দ-নির্দ্দেশ্যা মায়াময়ী অবিদ্যা নিষ্কলপরমাত্ম-পুরুষে প্রলীনা হইয়া থাকে। মহাকুশল-গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত চতুর্থ-শ্লোকীয় আদ্যচরণে মহেশ্বরাখ্য-তৎপদার্থ-ব্রহ্ম-চৈতন্যের তটস্থলক্ষণাভিপ্রায়ে এবম্বিধ জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়-কারণত্ব-লক্ষণ কর্ত্তৃত্ব ঐশ্বর্য্য-বিশেষণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য উক্ত ঐশ্বর্য্যবিশেষণের বিবরণে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা দ্বারা তাৎপর্য্যার্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের আংশিক-ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি হইলে, আমার চেষ্টা ফলবতী হইবে।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্য-শক্তিকে বিকসিতা করিবার জন্য গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত তিনটী বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম বিশেষণটী মাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অবশিষ্ট বিশেষণদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে বিশেষ্যভূত ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ বিবৃতি করা আবশ্যক। ঈশ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বর প্রত্যয় দ্বারা ঈশ্বর শব্দ নিষ্পন্ন হইলে, অনন্তর ঈশ্বর-শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া, বিভক্তিযোগ করিলে, "ঐশ্বর্য্যং" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য

অর্থে বিভূতি, অথবা ভূতি যাহার অপর পর্য্যায়, তাদৃশ অণিমাদি অষ্টভেদভিন্ন ঈশ্বর-ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে ভূত-প্রকৃতি-বশিত্ব-নিবন্ধন সংকল্পমাত্রে, ক্ষণকালমধ্যে, অবয়বাপচয় দ্বারা সূক্ষ্মতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক অনুপরিমাণ-শরীর-ধারণ-সামর্থ্য অণিমাসিদ্ধি; গুরুতর শরীর হইলেও, ঈষিকাতূলবৎ লঘুতা-সম্পাদন-সামর্থ্য লঘিমাসিদ্ধি; সর্ব্বাতিশায়িনী মহত্ত্বপ্রাপ্তি মহিমাসিদ্ধি; ভূমিষ্ঠ হইয়াও, অবয়বোপচয়-সাহায্যে অঙ্গুলির দীর্ঘতা-সম্পাদন দ্বারা চন্দ্রমা স্পর্শসামর্থ্য প্রাপ্তিসিদ্ধি; যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা হইলে, ভূতগণের মূর্ত্তিলক্ষণ-রূপ দ্বারা ইচ্ছার অনভিঘাত প্রযুক্ত, জল হইতে উন্মজ্জন ও জলে নিমজ্জনের ন্যায়, ভূমি, অথবা পর্ব্বতাদির উদ্ভেদ-পূর্ব্বক উত্থান ও তন্মধ্যে অবলীলাক্রমে প্রবেশ সামর্থ্য প্রাকাম্যসিদ্ধি; অন্যের অবশ্য হইয়া ব্যষ্টিভূতে, ভূতকার্য্য ভৌতিক পদার্থ-মাত্রে, সমষ্টি মহাভূতে ও ব্রহ্মাণ্ডাধিকরণে বশীভবন-সামর্থ্য অর্থাৎ স্বেচ্ছয়া পরিণামন-সামর্থ্য—বশিত্বসিদ্ধি; ভূতসকলের তন্মাত্র-দ্বারক উৎপত্তি ও বিনাশ বিষয়ে এবং ব্যূহাখ্য সংস্থান-বিশেষে সামর্থ্য ঈশিত্বসিদ্ধি, ভূতপ্রকৃতি অর্থাৎ গুণ-তন্মাত্র সকলের যথা-সংকল্পানুসারে পরিণামলক্ষণ-অবস্থান বা যে যে অর্থে যে যে বস্তু সংকল্পিত হইবে, সেই সেই বস্তুর তদর্থকতা অর্থাৎ বিষের অমৃত-সারূপ্য, অমৃতের বিষসারূপ্য, সুমেরু পর্ব্বতের সাগরভাব, সাগর-নিচয়ের পর্ব্বত-স্বরূপে পরিণাম এবম্বিধ ও অন্যবিধ সত্য-সংকল্পতা-লক্ষণ সামর্থ্য কামাবসায়িত্বসিদ্ধি; এই অষ্টবিধ নিত্যৈশ্বর্য্য সর্ব্বদা শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। যোগিগণ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের পঞ্চ অবস্থাবিশেষরূপ-স্থূলত্বাদিধর্ম্মে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একত্রানুশীলন-রূপ-সংযম-সাধনবলে পরমেশ্বর-সম্বদ্ধ উক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য আংশিক, অথবা সমুদায়তঃ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে ভূত-পঞ্চকের পরিদৃশ্যমান বিশিষ্ট আকারবৎ স্থূলরূপে সংযমবলে পূর্ব্বোক্তা প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী সিদ্ধি লাভ করা যায়। পুনশ্চ ভূতপঞ্চকের যথাক্রমে কার্কশ্য, স্নেহ, উষ্ণতা, প্রেরণ ও অবকাশদান-লক্ষণ-স্বরূপে সংযমাভ্যাসে পঞ্চমী সিদ্ধি; ভূতপঞ্চকের যথাক্রমে

কারণরূপে অবস্থিত সূক্ষ্ম-তন্মাত্র-পঞ্চকে সংযমাভ্যাসে ষষ্ঠীসিদ্ধি; ভূতপঞ্চকে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও স্থিতিরূপে সর্ব্বত্র অন্বিত অবস্থায় উপলব্ধ গুণত্রয়ে সংযমভ্যাসে সপ্তমী সিদ্ধি এবং ভূতসকলের অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ ভূতপঞ্চকগত-গুণত্রয়ে ভোগাপবর্গ-সম্পাদনাখ্য-শক্তিবিষয়ে সংযমাভ্যাসে অষ্টমী সিদ্ধি লব্ধা হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে ভূতজয়ফলরূপে যোগিগণ যাঁহার অনুগ্রহবশে প্রত্যক্ষতঃ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন, সেই মহেশ্বরদেবের নিরতিশয় নিত্য-পরিপূর্ণ-ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে হইবে যে, কৃষকগণ আপন আপন ক্ষেত্র-মণ্ডল সরস, অথবা জলপূর্ণ করিবার জন্য পয়ঃপ্রণালী হইতে সিন্নী-সাহায্যে জল-সিঞ্চন করিলে, উক্ত পয়ঃপ্রণালী যেমন স্বীয় পূর্ণতারক্ষার জন্য বৃহৎ জলাশয়ের সংযোগ অপেক্ষা করে, অথবা সাংখ্যমতে মহত্ত্বাদি প্রকৃতি-বিকৃতি-ভূত পদার্থ-সপ্তক স্ব-স-কার্য্য-জনন-বিষয়ে নিজ নিজ ক্ষীণতা, বা দৌর্ব্বল্য পরিহারার্থ যেমন প্রকৃতি দ্বারা আপূরণ অপেক্ষা করে, সেইরূপ জগতের স্থিতিকালে সম্ভাব্যমান ভূতজয়-ফল-ভূত উপরিবর্ণিত ঐশ্বর্য্য-সকল নিরন্তর দেব ও যোগিগণ-কর্ত্তৃক অধি-কৃত হইয়া, স্বীয় পূর্ত্তি-সম্পাদনার্থ ইন্দ্র-শব্দিত-পরমেশ্বরদেবের পরম ঐশ্বর্য্যের সহায়তা অপেক্ষা করিয়া থাকে। অপিচ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম ও হুতাশন আদি দেবগণ এবং বশিষ্ঠ, নারদ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মুনিঋষিগণ যদি পূর্ব্ব-বর্ণিত ঈশ্বর-ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যাষ্টক লাভ করিয়া, প্রত্যেকে ঈশ্বর-সমকক্ষ হন, তাহা হইলে, বহু ঈশ্বরের সমবায়ে জগৎকর্ত্তৃত্বাদি-বিষয়ে গুরুতর বিরোধের আবির্ভাবে পরস্পরের তুল্যবল ও স্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন সুন্দো-পসুন্দন্যায়ে ঈশ্বর-বিলোপ-প্রসক্তি অনিবার্য্য হইতে পারে। অতএব পরম ঐশ্বর্য্য অর্থে "র" প্রত্যয়ে ইদ্-ধাতু-নিষ্পন্ন ইন্দ্র-শব্দ-শব্দিত-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্বৈশ্বর্য্যলীলাবাস, ভূতাবাস, ভবাবাস, ভাবাবাস, কৈলাসবাস, দিগ্‌বাস, ভবেশ, উমেশ, গৌরীশ, শিবেশ, শঙ্করময়, শাম্ভব, মহৈশ্বর্য্যের সমাবেশ অত্যাবশ্যক। চন্দ্রকোটি-সুশীতল অথচ

কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশ উদ্যত-বজ্র-সদৃশ মহাভয়-স্বরূপ যে ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্কর-প্রখর-প্রশাসন-প্রতাপে ভূতজয়-ফলভূত অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ঈশ্বরধর্ম্ম-পরায়ণ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য ও মৃত্যু-প্রভৃতি, দেবগণ প্রশাসিত হইয়া, যথাক্রমে নিয়মিত-প্রবর্ষণ-স্নিগ্ধ-কিরণ-বিকীরণ-প্রবহন-প্রতপন ও প্রজাসংহরণ আদি জগৎব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন, হে মহেশ্বরদেব! সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব বশতঃ অনুমিত সর্ব্ববেদবন্দিত তাৎপর্য্যতঃ বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য সারবস্তুভূত অতএব আগম-প্রমাণ-সিদ্ধ, অপিচ লীলাচ্ছলে উপাত্ত-সত্ত্বরজস্তমোগুণ-সাহায্যে পৃথক্-কৃত-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাখ্য-মূর্ত্তিত্রয়ে সর্জ্জন, পালন ও সংহরণ-বিবেচনা-বশে উপন্যস্ত সুতরাং প্রত্যক্ষাদি-সর্ব্বপ্রমাণপ্রমিত তোমার তাদৃশ মহৈশ্বর্য্য কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

হে বরদ! উক্তরূপে তোমার মহা ঐশ্বর্য্যের স্তুত্যতা বা সফল-স্তুতিকতা সমর্থিতা হইলেও, সুমহৎ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমার সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধ এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য-সদ্ভাবে বিবাদপরায়ণ মন্দবুদ্ধি কোন কোন বাদী ঐশ্বর্য্য-বিহনন-মানসে অকারণ বিবাদ উত্থাপিত করিয়া থাকে। ঐ সকল জড়বুদ্ধি মীমাংসক আদি বাদিগণ যাহাদিগের ত্রৈলোক্যের অন্তরালে যে কোন প্রদেশে ভব্য, ভদ্র, অর্থাৎ কল্যাণ নাই, তাদৃশ অভব্য-জনগণের মনোহারিণী ব্যাক্রোশী বা আক্ষেপ অধিক্ষেপের সহিত গর্ব্বিতস্বরে উচ্চভাষণ-স্বরূপ অক্রোশের ব্যতিহার অর্থাৎ পরস্পরে বিনিময়; অথবা একজনে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্য নিরাকরণে উদ্যত হইলে, তথাবিধ অন্যান্য-মূঢ়-নরগণের মধ্যে আগ্রহ সহকারে পরস্পরে একজাতীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান-প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক অহমহমিকা-সাহায্যে নিন্দা ও দোষোদ্ঘাটন সহ উচ্চবাদ বিস্তার করিয়া, আত্ম-সন্তোষ লাভ করে বটে; কিন্তু তাহারা জানে না যে, সর্ব্বপ্রমাণ-প্রমিত ভগবদ্-ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে বিদ্বজ্জন-বিনিন্দিতা অরমণীয়া ব্যাক্রোশী উদ্‌ভাবিতা করিয়া, নিজ-নিজ-মন্দ-বুদ্ধিত্ব-প্রখ্যাপন সহকারে অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্বজ্জনগণের অমনোহরা ব্যাক্রোশীবিধান পূর্ব্বক অভব্যগণের মনোহর-বুদ্ধি-ভ্রান্তি সমুৎপাদন অভাগ্যাতিশয়ের

কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে মহেশ্বর! তুমি যাহাদিগের প্রতি কৃপা কর না, সেই সকল দুর্ভাগ্যাতিশয়সম্পন্ন মানবেরা তোমার করুণা-কণা-লাভে বঞ্চিত হইয়া, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই সংসার-মণ্ডলে প্রতি লতায় পাতায়, পারাবারে, মরু-কান্তারে, অবতারে, ব্যবহারে, বালকে, বৃদ্ধে, আকাশের নক্ষত্রে, বা গঙ্গার বালুকাকণায় যে কোন পদার্থে দৃষ্টি নিপতিতা হউক না কেন, সর্ষপ ও সর্ব্বতঃ মণিকাঞ্চনময় সুমেরুপর্ব্বতে, শুকে, পিকে, সর্ব্বত্র উজ্জ্বল-স্বর্ণাক্ষরে দেবগণেরও অচিন্তনীয়া দুরধিগমনীয়া তোমার অপার-মহিম-গাথা গ্রথিতা থাকা সত্ত্বেও তাহার অনুভবে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত, তোমার দয়ায় জীবন-ধারণ করিয়া, তোমারই প্রদত্ত-বাগিন্দ্রিয়-সাহায্যে তোমার মহা ঐশ্বর্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিবার জন্য, অসার-প্রলাপ-বাক্যের অবতারণা করিয়া, যদি ব্যাক্রোশী বিধান করে, তবে পর্ব্বতগাত্রে প্রক্ষিপ্ত-ক্ষুরধার-তৈক্ষ্ণ্যের ন্যায় তাহাদিগের উদ্‌ভাবিতা ব্যাক্রোশী স্বয়ং কুণ্ঠীভাব প্রাপ্ত হইবে; পরন্তু তোমার সর্ব্ব-বেদ-সমর্থিত-গুণত্রয়ে-প্রবিভক্ততনুত্রয়ে প্রকটিত "জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ" ঐশ্বর্য্যের কোন হানি ঘটিবে না। অতএব বাগ্‌ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া, জিহ্বার অভাব-প্রতিপাদনে তৎপর নির্লজ্জগণের ন্যায় মাহেশ্বর-মহিমায় আত্মসত্তা লাভ করিয়া, পারমেশ্বর ঐশ্বর্য্য-সদ্ভাবে বিবাদ-পরায়ণ লজ্জাহীন বাদিগণের নিরাকরণার্থ, হে দেব! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কে যেমন নৈশ অন্ধকার ক্ষণকালমধ্যে দূরীভূত হয়, সেইরূপ দয়ার পাত্র ঐসকল বাদিগণকে তুমি যদি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বরণ করিয়া লও, তবে জ্ঞান-সূর্য্যের সমুদয়ে বাদিগণের হৃদয়-গুহাগত অজ্ঞান-নিশা-সম্ভূত গাঢ় অন্ধকার অপসৃত হইলে, উহারা স্বতই ভবদীয় তুলনারহিত-নিরতিশয়-ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া এবং তোমার অনুরক্ত-ভক্তশ্রেণী-মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, অপার আনন্দ-রসাস্বাদনে আত্মচরিতার্থতা অনুভবে সমর্থ হইবে। পক্ষান্তরে আমরাও আত্ম-স্বরূপ-নিরাকরণের ন্যায় অসম্ভাবিত ঐশ্বর্য্য নিরাকরণ-বিষয়িণী অপ্রিয়তরা আলোচনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রতিকূল তর্ক-নিরাস

"কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং,
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ,
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিৎ মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥ ৫ ॥"

নবম পরিচ্ছেদে প্রতিকূল-বাদিগণের ব্যাক্রোশী মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষাবলম্বী বাদিগণ কিরূপ প্রতিকূল তর্ক উদ্ভাবন করেন, তাহা বলা হয় নাই। অতএব এক্ষণে পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদোক্ত-ব্যাক্রোশীবীজভূত-প্রতিকূল-তর্কোদ্ভাবন-প্রকার-প্রদর্শন ও তাহার নিরসন-মানসে যত্নাবলম্বন করা যাইতেছে। যাহারা আত্ম-প্রত্যক্ষের অপহ্নব করে এবং শ্রুত্যর্থের অন্যথা বর্ণনা করে, তাহারা একমাত্র অনুমান-প্রমাণ-সাহায্যে নিরাকরণীয়, এতাদৃশ অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মহৈশ্বর্য্যের জগদুদয়রক্ষা-প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব সপরিকর প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এতবড় একটা বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কোন একজন বিশিষ্টাতিবিশিষ্ট কর্ত্তা ভিন্ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব ঘটাদি-কার্য্য-পদার্থের নির্ম্মাতা কুলালাদি যেমন সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেইরূপ ক্ষিত্যঙ্কুর আদিক জগতেরও একজন বিশিষ্ট নির্ম্মাতা আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর ভিন্ন আর কেহই নহেন। বাদিগণ উক্তরূপ সিদ্ধান্ত-নির্ঘোষ-শ্রবণে অসমর্থ হইয়া, উচ্চতর চিৎকার সহকারে "কিমীহঃ ?" "কিংকায়ঃ ?" "কিমুপায়ঃ ?" "কিমাধারঃ ?" "কিমুপাদানঃ ?" ইত্যাদিরূপ নানা-প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, যদি শ্রীমন্মহেশ্বর দেবই জগতের একমাত্র কর্ত্তা হন, তবে তাঁহার কার্য্য-নির্ম্মাণোপযোগী সর্ব্ববিধ

উপকরণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ঘটকর্ত্তা কুলাল ঘট-নির্ম্মাণ-অবসরে ব্যাপ্রিয়মাণ-শরীরেন্দ্রিয়-দ্বারা চক্র-ভ্রামণাদি চেষ্টা সাহায্যে সলিল-সূত্র-চীবর আদি উপায় অবলম্বনে তীব্র-ঘূর্ণনবেগ-বিশিষ্ট-চক্রাদি আধারে উপাদানভূত-মৃৎপিণ্ডের পৃথু-বুধ্নোদর আকার-রচনা-পূর্ব্বক ঘট-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যদি জগৎ-কর্ত্তা কুম্ভকারের ন্যায় এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয় ও শরীরেন্দ্রিয়-ব্যাপার-কিরূপ ? চেষ্টা কিরূপ ? উপায় অর্থাৎ সহকারী কারণ কিরূপ ? জগৎরচনার আধার অর্থাৎ অধিকরণ কিরূপ ? এবং সেই ধাতা অর্থাৎ প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর ভুবনাকারে নিষ্পাদ্য কীদৃশ উপাদান অর্থাৎ সমবায়ী কারণ অবলম্বনে এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন ? যদি ঘটাদি-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে ক্ষিত্যাদি-জগতের সকর্তৃকত্ব সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে ঘটাদি-কর্ত্তার কর্তৃত্বোপযোগী শরীরেন্দ্রিয়াদি যে কোন সাধন-সামগ্রীর সংগ্রহ যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরূপ জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরও দৃষ্ট-সাধন-সামগ্রী-সংগ্রহ অবশ্য স্বীকার্য্য। পুনশ্চ দৃষ্টান্তের তুল্যতা-নিবন্ধন যদি জগৎ-স্রষ্টার চেষ্টা, শরীর, উপায়, আধার ও উপাদান ইত্যাদি ঔপয়িক-যাবতীয়-দৃষ্ট-সাধন-সামগ্রী স্বীকার করিতে হয়, তবে পরমেশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব-বাদিগণের গ্রীবাদেশে উভয়তঃ পাশস্বরূপা রজ্জুর সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, যদি সেই বিধাতা পরমেশ্বর কুলালাদির ন্যায় সমস্ত-সাধন-সামগ্রী-সম্পন্ন হইয়া জগৎ-রচনা করিয়া থাকেন, তবে অস্মদাদি-তুল্যত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার অনীশ্বরত্ব-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে যদি দৃষ্ট-যাবতীয়-সাধন-সামগ্রীর অঙ্গীকার করা না হয়, তবে ধাতা পরমেশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ব কোনরূপে উপপন্ন হইতে পারে না। অপিচ উক্তরূপে পরমেশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব যদি অসিদ্ধ হয়, তবে জগৎকর্ত্তৃত্বের অসিদ্ধি-নিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর-সিদ্ধি সুদূর-পরাহতা।

হে দেব! হে বরদ! ভগবদ্বিমুখতা-বশতঃ তোমার করুণাকণা-লাভে বঞ্চিত অসার-তর্ক-পরায়ণ-বাদিগণের উদ্ভাবিত উক্তরূপ কুতর্ক অর্থাৎ তর্কাভাস আত্মপ্রসর লাভ করিয়া, তোমার বিষয়ে কোন কোন

দুষ্টবুদ্ধি বাদিগণকে জগতের অর্থাৎ দৈত্যদানবাদি অংশে উৎপন্নজন-গণের মোহ অর্থাৎ অন্যথা প্রতিপত্তিসম্পাদনার্থ মুখরিত করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু মন্দমতি-তার্কিক-বাচাল-চয়ের উৎপ্রেক্ষিত তাদৃশ তর্ক তোমার সর্ব্বতর্কাগোচর ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে কোনরূপেই অবসর লাভ করিতে সমর্থ নহে। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কেমন করিয়া ঈহা, কায়, উপায়, আধার ও উপাদান-বিরহিত লৌকিক-কুলালাদি-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত অসহায় আত্মদেব একমাত্র শ্রীমন্মহেশ্বর চৈতন্য হইতে তাঁহার স্বরূপের উপমর্দ্দন না করিয়া, বিচিত্রানেকাকারাস্থষ্টি সম্ভবপরা হইতে পারে? এই উত্থিত বিতর্ক বাস্তবিক পক্ষে অস্থানে অনবসরে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু স্বপ্নাধিকারে সর্ব্বোপকরণশূন্য স্বপ্নদ্রষ্টা এক আত্মচৈতন্য যখন স্বপ্ন দেখেন, তৎকালে রথ, রথযুক্ত অশ্ব, অথবা রথগমন পন্থা কিম্বা বিচিত্রশৈল, সাগর ও হস্তী, অশ্বাদি-রাজৈশ্বর্য্য-স্বষ্টি, যাহা স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্বকালে অবস্থিত ছিল না, সেই সকল স্বপ্নদৃষ্ট-স্বষ্টি স্বয়ং অসহায় হইয়াও ক্ষণকাল মধ্যে বাসনাময় সংকল্পমাত্রে নির্ম্মাণ করিয়া, অনন্তর অবলোকন করেন। লোকসমাজে ইহাও সুপ্রসিদ্ধ যে, মায়াবী ঐন্দ্র-জালিক অথবা সাধকের আরাধ্য দেবাদি নিগ্রহানুগ্রহার্থ নানাবিধ-বিকট কিম্বা সৌম্য-মূর্ত্তি ইচ্ছামাত্রে অবিলম্বে স্বীকার বা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। বাদিগণের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন কি যে স্বপ্নদ্রষ্টা, অথবা মায়াবী প্রভৃতি ঐ সময়ে লৌকিক-কুলালাদির ন্যায় সর্ব্বোপকরণ-সমন্বিত হইয়া, ঐ সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন? যদি কেহ তাহা বলিতে সাহসী না হন, তবে কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে যে, লৌকিক কুলালাদির ন্যায় সামগ্রী-সম্পন্ন না হইলে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেব জগৎ-রচনানুষ্ঠানে অক্ষম। পুনশ্চ পরমেশ্বর এক হইলেও, বিচিত্র-শক্তিযোগ-বশতঃ বিচিত্র-বিকার-প্রপঞ্চরচনা-বিষয়ে অসমর্থ হইবেন কেন? যদি বল পরমেশ্বর যে বিচিত্র-শক্তি-যুক্ত, তাহা কিরূপে অব-গত হইব? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, পরদেবতার সর্ব্ব-শক্তি-যোগ শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি স্বয়ং পরমেশ্ব-রের সর্ব্বশক্তি-যোগ-প্রদর্শন অবসরে বলিতেছেন, সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বকাম,

সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরসের একমাত্র অধিপতি শ্রীপরমেশ্বর। সত্যকাম, সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেত্তা পরমেশ্বর অবাকী, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়শূন্য, অনাদর অর্থাৎ নিষ্কাম, অথচ কূটস্থ অক্ষর-স্বরূপ। তথাবিধ পরমেশ্বরের প্রশাসনমাত্রে গগনাঙ্গনে নিয়মতঃ বিধৃত হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিনিয়ত দিবারাত্রির বিধান করিতেছেন। যদি বল, শ্রুতিশাস্ত্র একদিকে যেমন পরদেবতার সর্ব্বশক্তি যোগের উপদেশ করিতেছেন, সেইরূপ অন্য দিকে শ্রীমন্মাহেশ্বরদেবের বিকরণত্ব অর্থাৎ চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্ ও মনঃ আদি ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-রাহিত্য কীর্ত্তন করিতেছেন। যদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুসারে পরমেশ্বরে সর্ব্বশক্তিযোগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, শাস্ত্রে সমর্থিত ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-রাহিত্য-বলে পরদেবতার সর্ব্বশক্তিযোগ সত্ত্বেও বিকার-প্রপঞ্চ-বিরচনা কখনও সম্ভবপরা হইতে পারে না। পুনশ্চ পূর্ব্বপ্রদর্শিত দেবাদি দৃষ্টান্তেও সুমহৎ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। কারণ, দেবতাগণ আধ্যাত্মিক-কার্য্য-করণ-সম্পন্ন হইয়াই তত্তৎ কার্য্যসাধনে প্রভুতার সহিত প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অপিচ ইহাও শাস্ত্রে বিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, শ্রীপরমেশ্বর-দেবতা সর্ব্ববিহীনা, স্থৌল্য, অণুতা, হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য অথবা সর্ব্ববিশেষ-বিবর্জ্জিতা। যদি তাহাই হয়, তবে সর্ব্ববিশেষ-বর্জ্জিত-পরমেশ্বরে সর্ব্বশক্তিযোগ কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে?

এই সকল আপত্তির সমাধানকল্পে যাহা বলিবার, তাহা যদ্যপি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তথাপি উপস্থিত কিছু না বলা উচিত নহে, এজন্য বলিতে হইতেছে যে, মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরণাদি প্রামাণ্য-বশে অবগত হওয়া যায় যে, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন চেতন দেবগণ, পিতৃ-গণ ও ঋষিগণ চেতন কুলাল আদির ন্যায় কিঞ্চিৎমাত্রও বাহ্য-সাধন-সামগ্রীর অপেক্ষা না করিয়া, ঐশ্বর্য্য-বিশেষ-যোগবশে অভিধ্যানমাত্রে "স্বত এব" অভূতপূর্ব্ব-নানা-সংস্থান-বিশিষ্ট-বহুবিধ-শরীর, প্রাসাদ ও রথাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তন্তুনাভগণ স্বতই তন্তু সৃষ্টি করে, বলাকা পুংবীর্য্য ব্যতীতই স্তনয়িত্নুরবশ্রবণে গর্ভধারণ করে, এবং পদ্মিনী

প্রস্থান-সাধন অপেক্ষা না করিয়াই, যেমন এক সরোবর হইতে অপর সরোবরে গমন করে, সেইরূপ নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন, এক, বশী শ্রীমন্মহেশ্বরদেব বাহ্য কোন সাধন অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই জগৎ সৃষ্টি করিবেন। সত্য বটে পরমেশ্বরের দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত দেবাদি, ব্রহ্মদেবের সহিত সমান-স্বভাব নহেন; যেহেতু দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণের অচেতন শরীর, শরীরান্তরাদি বিভূতি উৎপাদনের প্রতি উপাদান, পরন্তু চেতন আত্মা বিভূতি উৎপাদনের প্রতি উপাদান নহেন। এইরূপ তন্তুনাভেরও ক্ষুদ্রে-তর-জন্তুভক্ষণ-জনিতা লালা পরিপাকবশে কঠিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া, তন্তুরূপে পরিণতা হয়, বলাকা অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতীয় বকশ্রেণী স্তনয়িত্নুরব অর্থাৎ মেঘশব্দ-শ্রবণরূপ নিমিত্ত উপলক্ষ করিয়া, গর্ভধারণ করে এবং পদ্মিনীও চেতন হস্তী, অথবা পুরুষ আদি প্রযুক্ত হইয়া, অচেতন-শরীররূপসহায় অবলম্বনে এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে, বল্লী যেমন আশ্রয়-যষ্টি-প্রভৃতির সাহায্যে বৃক্ষে আরূঢ়া হইয়া, অনন্তর তদীয়-শাখা-প্রশাখাদি অবলম্বনে বৃক্ষান্তরে উপসর্পণ করে, সেইরূপ উপসর্পণ করিয়া থাকে, পরন্তু স্বয়ং অচেতনা পদ্মিনী সরোঽন্তরোপসর্পণে কদাপি ব্যাপারবতী হইতে পারে না। অতএব এসকল দৃষ্টান্ত, দার্ষ্টান্তিক-ব্রহ্মরূপ,মহেশ্বর-দেবের অনুরূপ নহে। তথাপি কুলাল-দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়-সিদ্ধি সুদূরপরাহতা। কারণ, কুলাল ও দেবাদির চেতনত্ব সমান হইলেও কুলালাদি যেমন ঘটাদি-কার্য্যারম্ভে বাহ্যসাধনের অপেক্ষা না করিয়া, ঘটাদিকার্য্যনির্ম্মাণে সমর্থ নহে, শ্রীবিশ্বনাথের দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত দেবাদি সেইরূপ বাহ্যসাধনের কোনরূপ অপেক্ষা করেন না। এতাদৃশ অভিপ্রায়ে চেতন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও স্বাতিরিক্ত বাহ্য কোনরূপ সাধন-সামগ্রীর অপেক্ষা না করিয়াই, সংকল্প মাত্রেই, "মনসাপি" অচিন্ত্যরচনা-রূপ-পূর্ব্ববর্ণিত-সমগ্র-সংসার-নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এতাবৎ মাত্র আমরা দেবাদি উদারণ সাহায্যে বলিতে ইচ্ছা করি। অতএব একজনের যাদৃশ সামর্থ্য দৃষ্ট হইবে, তথাভূত নিদর্শন অনুসারে অন্যান্য সকলেরও অনুরূপ সামর্থ্য অবধারণ করিতে হইবে, একান্ততঃ এরূপ কোন নিয়ম

নাই। সুতরাং বিকরণ জীবের কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব বলিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবেরও কর্ত্তৃত্ব অসম্ভাবিত, এরূপ নিশ্চয় করা নিতান্ত অসমীচীন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের' এই শ্রুত্যবগাহ্য অতি গম্ভীর ভাবমাহাত্ম্য কখনই তর্কাবগাহ্য হইতে পারে না। পুনশ্চ শ্রীপরমেশ্বর-দেবে সর্ব্ববিধ-বিশেষের প্রতিষেধ শ্রুতিবোধিত হইলেও, স্বশরীর-কল্পিত-দেবাদি জীবের মায়াশ্রয়ত্ব সম্ভাবিত না হওয়ায়, নির্ব্বিশেষ শ্রীমন্মহেশ্বর-চৈতন্যের মায়াধিষ্ঠানত্ব-প্রযুক্ত ব্যবহারাবস্থায় অবিদ্যা-কল্পিত-রূপ-ভেদ উপন্যাস দ্বারা শ্রুতিবোধিত-সর্ব্বশক্তি-যোগ অবশ্য অঙ্গীকার্য্য। অপি চ শাস্ত্র স্বয়ং শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে একবার অপাণিপাদ বলিয়া, পরক্ষণে জবন অর্থাৎ বেগবান্ ও সর্ব্বপদার্থের গ্রহীতা বলিতেছেন। শ্রীবিশ্বনাথদেব চক্ষু-বিরহিত হইয়াও, সকল পদার্থ অবলোকন করেন এবং কর্ণবিহীন হইয়াও, সকল-শব্দ-শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি সকল-পদার্থ সকল-সময়ে অবগত আছেন, অথচ তাঁহাকে কেহ অবগত হইতে সমর্থ নহেন। অতএব শ্রীমদ্বিশ্বনাথের স্বাভাবিক জ্ঞান, স্বাভাবিক বল ও স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তি-সমাশ্রয়ণ করিয়া, বাদিগণের উদ্ভাবিতা অনবসরে প্রযুক্তা, সুতরাং দুষ্টত্বরূপে অবস্থিতা বিপ্রতিপত্তির সমূলে বিপাটন-সাধন-পূর্ব্বক শ্রুতি স্বয়ং সর্ব্ব-সামার্থ্য-যোগ-প্রদর্শন করিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, একজনের যাদৃশ সামর্থ্য অবধৃত হইবে, অন্য জনেরও তাদৃশ সামর্থ্য অবধারণ করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিশেষতঃ শ্রুতিবিচারমাত্রগ্রাহ্য অতি-গম্ভীর-শাম্ভব ঐশ্বর্য্য বেদার্থ-বিরোধী তর্কের সর্ব্বথা অবিষয়। কারণ, লোক-ব্যবহারসিদ্ধ মণি, মন্ত্র ও ওষধি প্রভৃতির দেশ, কাল ও নিমিত্তের বৈচিত্র্য-বশে বিরুদ্ধ অনেককার্য্য-বিষয়িণী যে নানা শক্তি পরিদৃষ্টা হইয়া থাকে, সেই সকল শক্তিরও যথার্থতত্ত্ব যখন উপদেশ-ব্যতীত কেবল-তর্ক-সাহায্যে অবগত হওয়া সুদুষ্কর, তখন এই বস্তুর এতাবতী, এতৎসহায়া, এতদ্বিষয়া ও এতৎপ্রয়োজনা শক্তিসমুদায়ের উপদেশ বিনা, বিশেষ বিজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া, বাদিগণ কেমন করিয়া, অচিন্ত্যপ্রভাব-শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের স্বরূপ বেদার্থ-বিচারোপদেশ-বিনা, নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইবেন? অতএব

পৌরাণিকগণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, যে সকল ভাবপদার্থ চিন্তার অতীত, কদাচ সেই সকল ভাবের সহিত তর্কের সংযোজন করিবে না। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্ট-বস্তুস্বভাব হইতে যাহা পর অর্থাৎ বিলক্ষণ, সেই সকল অচিন্ত্যভাবের স্বরূপ কেবল-শাস্ত্রোপদেশ-সমধিগম্য। অতএব অতীন্দ্রিয় অর্থের যাথাত্ম্য অধিগমে ভ্রম-প্রমাদ-শঙ্কা-বিরহিত অপৌরুষেয়, একমাত্র-বেদশব্দভিন্ন আমাদিগের আর আশ্রয়ান্তর নাই। পুনশ্চ লোকব্যবহারে ঘট-পটরুচকাদির কর্ত্তা কুলালাদি মৃৎ, দণ্ড, চক্র, সলিল ও সূত্র সুবর্ণাদি অনেক-কারক উপসংহার দ্বারা সাধন-সকল সংগ্রহ করিয়া, অনন্তর তত্তৎকার্য্য নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, সহায়হীন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সাধনান্তরের অনুপসংগ্রহ প্রযুক্ত, যথা-কালে সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখের পরিহারার্থ প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট-শিল্পিগণের গেহ, প্রাসাদ, শয়ন, আসন ও বিহারভূম্যাদিরচনাপ্রবৃত্তির ন্যায় নানা-কর্ম্মফলের উপভোগযোগ্য-বাহ্য-পৃথিব্যাদি ও প্রতিনিয়ত অবয়ববিন্যাস-যুক্ত-নানা-জাতিসমন্বিত, সম্ভাবিততম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন-শিল্পি-সমূহের মানসেও আলোচনার অতীত, অনেক কর্ম্মফলের অনুভবাধিষ্ঠান-স্বরূপ-দৃশ্যমান আধ্যাত্মিক এই শরীরাদি অখিল-জগৎ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্তি উপপন্না হইতে পারে না, একথা বলা অতীব অসঙ্গত। কারণ, সাধনান্তরের অসংগ্রহ সত্ত্বেও বহুতর দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্বগ্রন্থে, অনিরূপিত অপরিমিত ঐশ্বর্য্যশক্তি-যোগবশে, আমাদিগের সমক্ষে গুরুতর সংরম্ভপ্রায় প্রতিভাত হইলেও, পরমেশ্বর-দেব অবলীলাক্রমে জগদ্বিম্ব-বিরচনা করিয়া থাকেন, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপিচ উপকরণ-সংগ্রহ-ব্যতীত দ্রব্য-স্বভাব বিশেষ-প্রযুক্তও পরমেশ্বর-দেবের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। যেমন লোকে ক্ষীর, অথবা জল কিছুমাত্র বাহ্য-সাধন অপেক্ষা না করিয়া, দধি বা হিমভাবে পরিণত হয়, সেইরূপ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও যে বাহ্য-সাধন অপেক্ষা না করিয়া, সংসার-সৃষ্টি করিবেন, তাহাতে বাধা কি আছে? যদি বল, ক্ষীরাদিও দধ্যাদিভাবে পরিণাম-প্রাপ্তি-বিষয়ে বাহ্য ঔষ্ণ্যাদি সাধন অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব, ক্ষীরাদি স্বয়ং যেরূপ বা যে পরিমাণ পরিণামমাত্রা

অনুভব করিবার উপযুক্ত, বাহ্য ঔষ্ণ্যাদি-সাধন-সম্বন্ধ ব্যতীতও সেই পরিমাণ পরিণাম-মাত্রা অবশ্য অনুভব করিবে। ঔষ্ণ্যাদি-সাধন ক্ষীরের দধিভাব-প্রাপ্তির প্রতি শীঘ্রতামাত্র সম্পাদন করিয়া থাকে, পরন্তু যদি ক্ষীরের স্বয়ং দধিভাবশীলতা না থাকে, তবে বাহ্য-সাধন ঔষ্ণ্যাদি বলপূর্ব্বক দধিভাব আনয়ন করিতে পারে না। বলপ্রয়োগ করিলেও ঔষ্ণ্যাদিবাহ্য-সাধন-সাহায্যে বায়ু ও আকাশ কখনই দধিভাব প্রাপ্ত হয় না। অতএব কার্য্যবিষয়ে শীঘ্রতা অথবা পূর্ণতাসম্পাদনমাত্রে বাহ্য-সাধন-সামগ্রীর উপযোগ স্বীকার করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্য-শক্তির পরিপূর্ণতা-নিবন্ধন অন্য কাহারও সাহায্যে পূর্ণতা সম্পাদনের আবশ্যকতা নাই। পরমেশ্বরের কার্য্যও নাই, করণও নাই, অথচ তাঁহার সমান কিংবা তাঁহা হইতে অধিকও কিছুই দেখা যায় না। পুনরপি মহেশ্বরদেবের নিরতিশয়োৎকৃষ্টবিবিধশক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া বেদে পরিশ্রুতা হইতেছে। অতএব বিচিত্র শক্তি-যোগ-বশে সহায়হীন এক মহেশ্বর হইতে ক্ষীরবৎ বিচিত্রজগৎ-পরিণাম দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনুকূল-তর্ক উদ্ভাবন

"অজন্মানোলোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা,-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্য্যাদ্‌ভুবনজননে কঃ পরিকরো,
যতোমন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবরসংশেরত ইমে ॥ ৬ ॥"

শ্রীমদ্বিশ্বনাথদেবের সর্ব্ব-তর্কের অগোচর অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্য-বিষয়ে বাদিগণের উদ্ভাবিত প্রতিকূল তর্ক পরিহৃত হইয়াছে। এক্ষণে যে বিচিত্র-নানা-শক্তি-বিশিষ্ট-স্বীয়-মায়া-শক্তিরূপ-শাম্ভব-মহৈশ্বর্য্য-যোগ-বশে শ্রীবিশ্বনাথদেব সর্ব্ব-প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সর্ব্ব-তর্কের অতীত তাদৃশ-মাহেশ্বর-ঐশ্বর্য্য-সদ্ভাবে অনুকূল-তর্কের উদ্ভাবনে অবসর উপস্থিত হওয়ায়, তদ্বিষয়ে যত্ন অবলম্বন করা যাইতেছে। যেখানে যে কোনরূপ পদার্থই দৃষ্ট হউক না কেন, সকল পদার্থই যে সাবয়ব, তদ্বিষয়ে বোধ করি বিবাদিগণের মধ্যে কাহারও কোনরূপ বিসম্বাদ নাই। লতা, পাতা, নদ, নদী, সাগর, শৈল, সর্ষপ, সুমেরু, বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, পশু, পক্ষী, দেব, দানব, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আকাশ, পাতাল প্রভৃতি যে কোন পদার্থে নয়ন নিপতিত বা আবর্ত্তিত হইবে, দেখিবে, সকলই অনন্ত অবয়ব-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছে। বর্ষাকালে নবজলধরমুক্তজলধারায় পরিপূর্ণা উত্তালতরঙ্গমালিনী পূর্ণযৌবনা নদী অপারনীলাম্বুরাশির অনন্ত অবয়ব-সৌন্দর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, বিশাল সমুদ্রাবয়বে নিজ ক্ষীণ অবয়ব মিলাইয়া দিতেছে। নক্ষত্র-নিকর-খচিত-শারদীয়-নীল-নভোমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলাবয়ব-বিনিঃসৃত-সুধাধারারস-পান-মানসে চকোর ও চকোরী নিজ নিজ ক্ষুদ্র-কলেবর ইন্দ্রনীলকটাহ-কল্প-গগনাভোগে বিলীন করিয়া দিতেছে। জ্বালা-মালা-সমাকুল-প্রচণ্ড-চিতানলে, অথবা আবরণ-মধ্যগত-নয়ন-প্রভাগহারী উজ্জ্বল তড়িদালোকে,

কিম্বা সুবর্ণ-চম্পক-কলিকার অবয়ব-সৌন্দর্য্যানুকারিণী প্রদীপ-শিখার মধ্যে, পতঙ্গকুল আত্মসমর্পণ করিতেছে। স্থূল স্বর্ণ বা মুক্তা-হার-বিরাজিত উত্তুঙ্গ-স্তনমণ্ডল, অথবা প্রফুল্ল-পঙ্কজ-সৌন্দর্য্যানুকারী প্রিয়ামুখাবয়বমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, করেণুর অনুগত-মত্ত-করীর ন্যায় মানবগণ কমনীয়-কামিনী-শরীরমাত্রে আত্মজীবন বিক্রীত করিতেছে। স্তন্যপানের অনন্তর পরিতৃপ্ত-প্রাণে মৃদুশয্যায় শয়ন করিয়া, স্নিগ্ধ, কোমল ও রক্তাভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করচরণ-সঞ্চালন-পূর্ব্বক অতি বালক উপান্তে অবস্থিত পিতামাতার চিত্ত আকর্ষণ করিলে, প্রগাঢ়-স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে, অতীব আনন্দভরে, পিতামাতা শিশু পুত্রের হাস্য-সৌন্দর্য্য-বিকসিত-রক্তাভ আননে আগ্রহভরে বারম্বার চুম্বন করিতে-ছেন। রক্তোৎপল-পত্রের ন্যায় আয়ত, আকর্ণ-বিশ্রান্ত-নয়নদ্বয়ে উপ-শোভিত, স্বর্গীয়-প্রেম-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, কমনীয় কলেবর কান্তের যৌবনোজ্জ্বল-মুখকমলে, কপোত-কপোলে কপোত-পত্নীর ন্যায়, নিজ-সর-সিজ-সুন্দর আনন স্থাপন করিয়া, প্রেম-কল-নাদ-সহকারে তদীয় আজানু-লম্বিত-পরিঘ-পীন-বাহু-যুগলের দৃঢ়-প্রণয়ালিঙ্গন-পাশে হৃদয়ে আবদ্ধা হইয়া, নবীনা জায়া বা পত্নী অপার-প্রেমানন্দরস পান করিতেছে। পরিচারক-ক্রোড়গত-বালক দূর হইতে স্নেহময়ী-মাতাকে দেখিবা মাত্র, ঔৎসুক্য, আনন্দ ও আবেগভরে ঊর্দ্ধে করদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া, তাঁহার শান্তিপ্রদ অঙ্কে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। অবলম্বন-যষ্টি-সাহায্যে লতা-নিচয় বৃক্ষে আরূঢ় হইতেছে। লতা-বেষ্টিত-কুঞ্জকাননে শীতল ছায়া-প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া, চূতমুকুলরসপানে আনন্দিত পিককুল পঞ্চম-স্বরে শ্রোত্র-মনোহভিরাম-রবে বনমধ্য মুখরিত করিতেছে। কল্লো-লিনীর কলনাদে উল্লসিত-শ্বেত-রাজহংস-শ্রেণী তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া, মন্দ মন্দ সমীরণ ও জলবেগবশে দেহগতি নিয়মিতা করিয়া, সুবর্ণপীত-চর্ম্মজাল-জড়িত-পাদ-পংক্তি-বিক্ষেপণে জলসন্তরণে বিচরণ করিতেছে। প্রজ্জ্বলিত-তরলাকার-সুদীর্ঘ-সুবর্ণরেখানুকারিণী তড়িৎ-তরঙ্গ-লেখা প্রকটিতা হইয়া, প্রাণি-নিবহের নয়ন-দীপ্তি নিপীড়িতা করিয়া, জলপূর্ণ-গাঢ়-কৃষ্ণবর্ণ-মেঘের কোলে আত্মগোপন করিতেছে।

পর্ব্বতমণ্ডল ধরিত্রী-দেবীর স্তন-মণ্ডলের অনুকরণ করিতেছি। সাগর-সপ্তক পৃথিবীর মেখলা, অথবা পরিধেয় বসনের কার্য্য করিতেছে। পাঠক মহোদয়গণ, উক্তরূপে ও বিভিন্ন আকারে সাবয়ব পদার্থনিচয় অবয়ব-বিশিষ্টের সহিত মিলিত হইয়া, এই যে অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-বিস্তার করিতেছে, বলুন দেখি, উহারা অবয়ব-বিশিষ্ট হইয়াও, কখন কি জন্মরহিত হইতে পারে? এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যে কোন সাবয়ব বস্তু প্রতিভাত হয়, উহারা সকলেই কি জন্য নহে? আকারযুক্ত হইয়াও, জন্য নহে, এরূপ পদার্থ কখনও কি লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে? কখনই না। নানারসযুক্ত সাবয়ব এই চতুর্দ্দশ ভুবন কখনই জন্মহীন হইতে পারে না। অতএব সাবয়বত্বপ্রযুক্ত ক্ষিত্যাদি লোক-সকলের জন্যত্ব অবশ্যম্ভাবী।

পুনশ্চ, হে মহেশ্বর! কুম্ভকারের অপেক্ষা না করিয়া ঘট, তন্তুবায়ের অপেক্ষা না করিয়া পট, চিত্রকরের অপেক্ষা না করিয়া চিত্র, পিতার অপেক্ষা না করিয়া পুত্র, স্থপতি অর্থাৎ শিল্পী রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধরাদির অপেক্ষা না করিয়া প্রাসাদাদি, স্বর্ণকারের অপেক্ষা না করিয়া কটক-কুণ্ডলাদি, লৌহকারের অপেক্ষা না করিয়া অস্ত্রাদি, প্রণেতার অপেক্ষা না করিয়া গ্রন্থ এবং উপদেষ্টার অপেক্ষা না করিয়া বিদ্যার ভববিধি অর্থাৎ উৎপত্তিক্রিয়া কখনও সম্ভবপরা হইতে পারে কি? হে অমর-বর! অধিষ্ঠাতা কর্ত্তৃপুরুষকে অনাদৃত করিয়া, ক্ষিত্যাদি-চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক এই জগতের উৎপত্তি সম্ভবপরা হয় কি? কখনই নহে। অবয়ব-বিশিষ্ট-পদার্থ-মাত্রই উৎপত্তিশীল এবং উৎপন্ন-পদার্থ-মাত্রেরই একজন কর্ত্তা আছেন। কর্ত্তার অঙ্গীকার না করিলে, কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভবগ্রস্তা। কর্ত্তার অপেক্ষা করিয়াই কার্য্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং যেটী কার্য্য-পদার্থ, তাহার একজন কর্ত্তা আছেন বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, কার্য্যত্বের অধিকরণে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যভিচার না হওয়ায়, অর্থাৎ কার্য্যমাত্রেরই একজন কর্ত্তা আছেন, ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ায়, হেতুর অনৈকান্তিকতা দোষ পরিহৃত হইতেছে। অপি চ হে দেব! কার্য্যমাত্রের একজন কর্ত্তা আছেন, কেবল এতাবৎ

মাত্র যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই কি বাদিগণ নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? বাদিগণের কি বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত নহে যে, যে পুরুষপ্রবরকে কার্য্য-পদার্থ-মাত্রের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইল, তিনি অনীশ্বর? অথবা ঈশ্বর? যদি অনীশ্বরজন কার্য্য-মাত্রের কর্ত্তা হন, তবে ভুবনজননে অর্থাৎ জগৎ বিরচনবিষয়ে তাঁহার পরিকর অর্থাৎ উপাদান সামগ্রী কি? পুনশ্চ স্বীয়-শরীর-রচনা বিষয়ে অনভিজ্ঞ অনীশ্বর কর্ত্তার পক্ষে বিচিত্র-চতুর্দ্দশ-ভুবন-রচনা কিরূপে সম্ভবপরা হইতে পারে? কেমন করিয়াই বা অনীশ্বর কর্ত্তা স্থির চর-সুর-নর-নিকরাত্মক এই বিশাল-বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনে আরম্ভ অথবা উদ্যোগ করিতে পারেন? অতএব স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইতেছে যে, বিচিত্র-নানা-শক্তি-সম্পন্ন-মায়াবশে সর্ব্বতর্কের অগোচর সর্ব্ব-নির্ম্মাতা পরমেশ্বর ব্যতীত, অন্য কেহই বিশ্ব-নির্ম্মাণে সমর্থ নহেন। হে সর্ব্ব-দেবশ্রেষ্ঠ! যেহেতু অনবসরদুঃস্থ অর্থাৎ অবসররহিত অপ্রসক্ত দুষ্ট তর্কের সাহায্যে তোমার জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ ঐশ্বর্য্য প্রতিহত হইবার নহে, পক্ষান্তরে যেহেতু তোমার ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমাদি-সর্ব্ব প্রমাণ-সিদ্ধ, অতএব চতুর্দ্দশ-ভুবন-রচনা-বিষয়ে অতি পটু ভবদীয় ঐশ্বর্য্য-সদ্ভাবে, অথবা তোমার প্রতি যাঁহারা অকারণ সন্দেহ করেন, অথবা বিভ্রান্ত হন, তাঁহারা কদাপি বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না; পরন্তু তাঁহারা মন্দমতি মূঢ় জনগণেরই অন্তর্গত।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত উত্তর-মীমাংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়-সূত্রে পরমব্রহ্ম-স্বরূপ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব হইতে, এই বিচিত্র-জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ অভিহিত ও সমর্থিত হইয়াছে এবং উক্ত সূত্রের মূলভূতা শ্রুতি ও "যাঁহা হইতে এই আকাশ আদি ভূত সকলের জন্ম, যাঁহার দ্বারা জীবন ও যাঁহাতে ভূত সকলের সংবেশন বা প্রলয় হইয়া থাকে" এই কথা বলিয়া, পুনরপি তাঁহাকেই সচ্চিদানন্দ-পরম-ব্রহ্ম-মহেশ্বর-স্বরূপে অবগত হইবার জন্য পুত্রের হিতৈষিণী মাতার ন্যায় শিষ্যের প্রতি উক্তার্থের উপদেশ করিতেছেন সত্য; কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-বিশেষণ-সমন্বিত

পরমেশ্বরদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, যখন জগতের উৎপত্তি আদি সম্ভবপর হইতে পারে না, তখন কর্ত্তার অভাবে, কার্য্যের অভাব, এইরূপ ব্যতিরেক-নিশ্চয় দ্বারা "যেটী কার্য্য, তাহাই সকর্ত্তৃক" এই ব্যাপ্তিজ্ঞাত হইয়া, তাদৃশ ব্যাপ্তিজ্ঞানবলে জগৎরূপ পক্ষে অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যবিশিষ্ট অধিকরণে কর্ত্তার সাধন করিয়া, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত, মনসাপ্য-চিন্ত্যরচনা-রূপ-বিচিত্র-জগতের বিনির্ম্মাণ অত্যন্ত অসুকর হওয়ায়, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-সিদ্ধি করতলগতনির্ম্মল আমলকবৎ প্রতিভাতা হই-তেছে। অতএব "জন্মাদ্যস্য যত ইতি" এই সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রুতির অনুমানে অন্তর্ভাব অভিপ্রায়ে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-সিদ্ধির জন্য মূল-রূপে স্বতন্ত্রভাবে অনুমান-প্রমাণেরই উপন্যাস করিয়াছেন বলিতে হইবে; সুতরাং এই অনুমান-প্রমাণই সংসারিব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সাধন-বিষয়ে স্বতন্ত্র-প্রমাণ-রূপে পরিগণিত হইলে, স্বতন্ত্র-মূলরূপে আর শ্রুতিপ্রমাণের আবশ্যক কি আছে? ব্যাপ্তিজ্ঞান-বশতঃ জগতের কর্ত্তার অস্তিত্বসিদ্ধি, পশ্চাৎ সেই কর্ত্তার জগৎকারণত্ব হেতুক সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধির জন্য জন্মাদিসূত্রে স্বতন্ত্র মূলরূপে অনুমানের প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক নৈয়ায়িক অথবা বৈশেষিকের উদ্ভাবিত "কিং শ্রুত্যা" শ্রুতিপ্রমাণের আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে এক্ষণে অনেক কথার অবতারণা করিতে হইবে।

প্রথম কথা হইতেছে যে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের দুর্জ্ঞেয়-জগৎ-কার-ণত্বাদি-বিষয়ে অত্যন্ত সাহস-সহকারে কেবল-তর্ক-সাহায্যে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, আগমগম্য অর্থে আগম-সম্পর্কশূন্যা পুরুষোৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ পুরুষের কল্পনামাত্র-নিবন্ধন তর্ক কখনই প্রতি-ষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ, কল্পনার নিরঙ্কুশত্ব-প্রযুক্ত কোন অভিযুক্ত-পুরুষ-কর্ত্তৃক যত্নের সহিত উৎপ্রেক্ষিত তর্ক অভিযুক্ততর অন্য-পুরুষ-কর্ত্তৃক আভাস্যমান হইতে দেখা যায়। এইরূপে একের উদ্ভাবিত তর্ক অন্য, অন্যের উদ্ভাবিত তর্ক অপর এবং অপরের উদ্ভাবিত তর্ক ভিন্ন জন খণ্ডিত করিয়া, নিজ-নিজ বুদ্ধি-বিভব অনুসারে স্ব-স্ব-মত-সংস্থাপনে যত্ন করিয়া থাকেন। অতএব পুরুষমতির

বৈশ্বরূপ্য-নিবন্ধন বিভিন্ন-প্রকার অবলম্বনে উদ্ভাবিত কোন তর্কের প্রতি বিশ্বাস সংস্থাপন সুকর নহে। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, পুরুষমতির বিচিত্রতা-বশতঃ উৎপ্রেক্ষিত-বিভিন্ন-তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব দেখা যায় না বলিয়া যে, তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত, তাহা নহে; পরন্তু প্রসিদ্ধ-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন গৌতম ও কণাদ প্রভৃতি মুনিজন-সম্মত-তর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সেই সকল তর্কে বিশ্বাস-সমাশ্রয়ণ অন্যায় নহে, তাহা হইলে, ভিন্নপক্ষীয়গণ অনায়াসে এরূপও বলিতে পারেন যে, প্রসিদ্ধ-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন সর্ব্বজনের অভিমত কপিল-পতঞ্জলি-প্রভৃতি-তীর্থকর সকলের পরস্পর বিপ্রতিপত্তি পরিদৃষ্টা হওয়ায়, পর-পরিকল্পিত-তর্ক অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যদি বলা যায় যে, আমরা প্রকারান্তরে এরূপ অনুমান করিব যে, তাহাতে আর অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রতিষ্ঠিত তর্কমাত্রই নাই, বোধ করি, এ কথা কেহই বলিতে সমর্থ নহেন। কারণ, তর্ক-সকলের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব তর্ক দ্বারাই প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে। কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, তর্ক-জাতীয়ক অন্যান্য-তর্কসকলেরও অপ্রতিষ্ঠিতত্ব প্রকল্পিত হইলে, সর্ব্বতর্কের অপ্রতিষ্ঠাবশতঃ সর্ব্ববিধ লোকব্যবহারের সমূলে সমুচ্ছেদ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। অতীতকালে ক্ষুধাশান্তির জন্য অন্নাদি ভোজন, পিপাসা-শান্তির জন্য জলপান ও শীত-নিবারণের জন্য বসন-ব্যবহার করিয়া, অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, লোকসকল বর্ত্তমান কালে, অথবা ভবিষ্যতে ইষ্ট-সাধন-বোধে পানভোজনাদি-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অথবা পূর্ব্বানুভূত-বিষভক্ষণ-জনিত-দুঃখ, কিম্বা দণ্ড-প্রহার-জনিত-বেদনা স্মরণ করিয়া, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে ইহা আমার অনিষ্টসাধন, এইরূপ বোধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। যদি তর্ক-জাতীয়তা-নিবন্ধন সমস্ত-তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যবহার কিরূপে চলিতে পারে? অতএব অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়-সাম্যে ভবিষ্যতে ও সুখ-দুঃখ-প্রাপ্তি-পরিহারার্থ লোক সকল প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিয়া, অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত তর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা-গ্রন্থে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ-নিরূপণ অবসরে বিপ্রতিপত্তি উপস্থিতা হইলে, অর্থাভাস-নিরাকরণ-পূর্ব্বক সম্যক্ অর্থ-নির্দ্ধারণ তর্ক-সাহায্যে বাক্য-প্রবৃত্তি-নিরূপণ-ক্রমেই করা হইয়াছে। স্বয়ং মনুও তর্কের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ধর্ম্মের শুদ্ধি, অর্থাৎ অধর্ম্ম হইতে ভেদনির্ণয় ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমের সহিত শাস্ত্র সকল, এই তিনটী সুন্দররূপে বিদিত হইতে চেষ্টা করিবেন। কারণ, আর্ষ-ধর্ম্মোপদেশ বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের গুহা-নিহত-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন, অন্যে নহে। অপিচ, আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, সকল তর্কই উক্ত যুক্তি ও মনুসংহিতা-প্রমাণ-বলে সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করিতে হইবে। আমরাও দুষ্ট তর্কের অপ্রতিষ্ঠিততা স্বীকার করিয়া থাকি। যদি কোন একটী তর্কও অপ্রতিষ্ঠিত না হয়, সকল তর্কই যদি স্ব-স্ব-বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আর পূর্ব্বপক্ষের অবতারণাই হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-তর্কাপ্রতিষ্ঠান আমরা দোষের কারণ বলিয়া মনে করি না, পক্ষান্তরে বরং উক্ত অপ্রতিষ্ঠান তর্কের অলঙ্কার-স্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে। যদি অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষ-যুক্ত-তর্কের আবির্ভাব না হয়, তবে সাবদ্য তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিরবদ্য তর্কের প্রতিপত্তি হইবে কিরূপে? পুনরপি প্রশ্ন হইতে পারে যে, ন্যায়, বৈশেষিক, অথবা পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা-দর্শনে উপন্যস্ত ভূরি ভূরি পূর্ব্বপক্ষ-তর্ক সিদ্ধান্ত-তর্কের সমাশ্রয়ে খণ্ডিত হওয়ায়, তর্কত্বের অবিশেষত্ব-প্রযুক্ত সিদ্ধান্ত-তর্ক-সকলও অপ্রতিষ্ঠিত হইবে না কেন? তার্কিকগণ উক্ত প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করেন যে, জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি মূর্খ হয়, তাহা হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও মূর্খ হইতে হইবে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। উক্ত দৃষ্টান্তে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকরণের প্রথম ভাগে উপন্যস্ত পূর্ব্বজ-পূর্ব্ব-পক্ষ-তর্ক অসৎ-তর্কতা-প্রমুক্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইলেও উত্তর-কাল-জাত, বেদার্থ-সমর্থন-শক্তিবশে পরিপুষ্ট

শিষ্টজন-পরিগৃহীত বলবান্ সিদ্ধান্ত-তর্কও তর্কত্বানুরোধে দুর্ব্বল, বা অবসন্ন হইতে পারে না। অতএব কোন স্থলে সাবদ্য তর্কের অপ্রতিষ্ঠান দৃষ্ট হইলেও, নিরবদ্য-তর্কের প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যার্থ উহা দোষ-মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, সৌন্দর্য্য-সম্পাদক অলঙ্কার-রূপে সর্ব্বথা সমাদৃত হইবার নিতান্ত উপযুক্ত।

উপরি-উক্ত প্রণালী অনুসরণ করিয়া, তার্কিক-মহোদয়েরা তর্কের সমর্থন করিয়াছেন। আমরাও তথাবিধ তর্কের প্রতি অনাদর করিতে ইচ্ছা করি না; পরন্তু এইমাত্র বলিতে চাহি যে, প্রতিষ্ঠিত-তর্কেরও প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে প্রত্যেক বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান্ মানবের বিচার করিয়া দেখা উচিত। জগতের কারণ অবধারণের জন্যই অনুমান-প্রমাণের প্রবৃত্তি। ন্যায়, বৈশেষিক,সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি-দর্শন অনুমান-প্রমাণেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সামান্যতঃদৃষ্ট এবং শেষবৎ অনুমান-প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় প্রধান, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মনঃ, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রের সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল পরোক্ষবস্তু অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় না, যেমন মহদাদির আরম্ভক্রম, স্বর্গ, অপূর্ব্ব, অথবা দেবতাদি, কেবল সেই সকল বস্তু আপ্তাগম কিম্বা বেদপ্রমাণ-সিদ্ধ। চতুর্ব্বিধ পরমাণু, প্রধান, রথগতি দৃষ্টে সারথির ন্যায় পুরুষ, পরমাণুপ্রধানপুরুষ-সংযোগ ও ঈশ্বর, ইঁহারা জগৎকারণরূপে তার্কিকাভিমত-নিত্যানুমেয়-পদার্থ। জগৎ-কারণ-বিজ্ঞানে তথা আচার্য্য গৌতম-প্রদর্শিত প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান, এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগম প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, অর্থাৎ পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের পরম প্রয়োজন মোক্ষ। ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি, অথবা চরম-দুঃখ-ধ্বংসরূপ উক্ত মোক্ষের অধিগম বা লাভ-বিষয়ে সাধন-প্রদর্শন অবসরে শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন যে, মুমুক্ষুগণের আত্মসাক্ষাৎকার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিতে হইলে, দেহাদি-বিলক্ষণ আত্মজ্ঞান-সম্পাদনার্থ শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ এবং আত্মা শ্রুত হইলেও, অসম্ভাবনাদি-দোষ-নিবৃত্তির

জন্য যুক্তি দ্বারা অনুসন্ধান-রূপ-মনন অর্থাৎ আত্মার ইতর-ভিন্নত্বরূপে অনুমান করিতে হইবে। এই ভেদ-প্রতিযোগী বা ইতর-জ্ঞান-সাধ্য-তথাবিধ-মননের উপযোগী পদার্থ-নিরূপণ দ্বারা শাস্ত্রের মোক্ষো-পযোগিতা নিশ্চিতা হইয়াছে। উক্তরূপ মননের অনন্তর শ্রুতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট-যোগ-বিধি-সাহায্যে নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠিত হইলে, পশ্চাৎ দেহাদি-বিলক্ষণ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সমুদিত হয়। আত্ম-সাক্ষাৎকার-সমুদয়ে দেহাদি-বিষয়ে অহং-অভিমানরূপ মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হওয়ায়, দোষ অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিনষ্ট হয়; দোষের অভাবে, ধর্ম্মও অধর্ম্ম-স্বরূপা প্রবৃত্তির অপায় হয়, প্রবৃত্তির অপায়ে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত, জন্মের অভাব হয় এবং ভাবি-জন্মের অপায়ও পূর্ব্ব-ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুভব দ্বারা বিনাশ হইলে চরম-দুঃখ-ধ্বংস-রূপ মোক্ষ সঞ্জাত হইয়া থাকে। বাসনার সহিত মিথ্যা-জ্ঞান-নাশ-রূপ হেতুবশে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার এবং ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মানসের প্রত্যাহার-সাধন পূর্ব্বক, সাক্ষাৎকর্ত্তব্য-বস্তুভূত আত্মচৈতন্যে চিত্ত-প্রণি-ধানরূপ-যোগ-লভ্য-সম্যক্-জ্ঞান মোক্ষের একমাত্র সাধন। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন, অতিমৃত্যু লাভ করিতে হইলে, আত্মজ্ঞান ব্যতীত আর অন্য পন্থা নাই। অতএব স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইতেছে যে, মোক্ষের প্রতিবন্ধক-মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি সম্যক্-জ্ঞান-মাত্র-সাধ্যা।

উক্তরূপে ন্যায়-বৈশেষিকাদি দর্শন-নিষ্ণাত-তার্কিকগণের সিদ্ধান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, বিস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মোক্ষ সকল-দার্শনিকের অভিলষণীয় এবং সেই মোক্ষ নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা-সাহায্যে নিখিল কল্মষ-রাশি নিরবশেষতঃ দূরীভূত করিয়া, নিতান্ত-নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্ব্বিকল্প-সমাধি-যোগ-সাধনোৎকর্ষ-জনিত-পদার্থ-তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা অধিগত হইয়া থাকে। মোক্ষ বা পরম-পুরুষার্থকে যদি উক্তরূপে পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের অধিগম্য-রূপে স্বীকার করা হয়, তবে ক্বচিৎ বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষিতা হইলেও, প্রকৃত-জগৎ-কারণাবধারণ, অথবা মোক্ষ-নিরূপণ-বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠা, বা স্বাতন্ত্র্য সুদূর-পরাহত। কারণ, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের

বেদাতিরিক্ত-প্রমাণের অগম্য অতি-গম্ভীর মুক্তি-নিবন্ধন পরমানন্দ-চিৎ-প্রভ এই ভাব-যাথাত্ম্য অর্থাৎ জগৎ-কারণ-পদার্থের অদ্বয়ত্ব, বিনা আগম-প্রমাণ, কেবল-তর্ক-সাহায্যে কেহ উৎপ্রেক্ষা করিতেও সমর্থ নহেন। যদি জগৎ-কারণ-পদার্থের চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলাদির ন্যায় কোন রূপ থাকিত এবং উহা লোকলোচনের গোচরীভূত হইত, তবে প্রত্যক্ষাদি-সন্নিধাপিত এই জগতের কারণ-পদার্থভূত পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-পরিগৃহীত হইতে পারিতেন। ঘট-পটাদির ন্যায় রূপ, অথবা চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষাদির অভাব প্রযুক্ত, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অবিষয় হওয়ায়, সুতরাং জগৎকারণ-পদার্থ প্রত্যক্ষ-মূলক-লিঙ্গ-পরামর্শ, সাদৃশ্য ও পদ-প্রবৃত্তি-নিমিত্তের অভাব বশতঃ অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণের বিষয়ীভূত না হইয়া, ধর্ম্মবৎ এক আগম-মাত্র-সমধিগম্যরূপে অর্থাৎ তাদৃশ জগৎ-কর্ত্তৃ মাহেশ্বর-ঐশ্বর্য্য, লক্ষণা-সাহায্যে বেদৈকবেদ্যরূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন, জগতের কারণ ও প্রকৃতিস্থানীয় পরম-ব্রহ্ম-রূপী শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-বিষয়িণী-মতি কখনও স্বতন্ত্র তর্ক দ্বারা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবে না, কিম্বা কুতর্ক-সাহায্যে বাধিতা করিবে না। পক্ষান্তরে কুতার্কিক হইতে অন্য বেদবিদ্ আচার্য্য-সকাশে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রদর্শন-পুরঃসর যথোক্তকারী বিনীত-শিষ্য-কর্ত্তৃক অধিগতা হইলে, ব্রহ্মবিদ্যা "সুজ্ঞান" অর্থাৎ সুন্দর অনুভবরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকেন। পুনশ্চ এই বিবিধা সৃষ্টি যাঁহা হইতে সমন্তাৎ উৎপন্না হই-য়াছে, সেই জগৎকারণ মহেশ্বরদেবকে কে সাক্ষাৎ অবগত হইতে সমর্থ? অথবা অবগতি-পর্য্যন্ত-বেদন দূরের কথা, ইহলোকে কোন্ ব্যক্তিই বা এই বিসৃষ্টি কোথা হইতে সমন্তাৎ জাতা হইয়াছে, তাহা বলিতে সমর্থ? উক্তরূপে বেদমন্ত্রদ্বয় আজান-সিদ্ধ-দেবগণের সম্বন্ধেও জগৎকর্ত্তা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের দুর্ব্বোধতা-প্রতিপাদন করিতেছেন। পৌরাণিকগণও প্রকৃতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট-বস্তু-স্বভাব হইতে বিলক্ষণ, কেবল উপদেশ-গম্য, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের জগদুদয়রক্ষা-প্রলয়-কৃৎ ঐশ্ব-র্য্যকে অচিন্ত্য-ভাব-পদার্থ-বোধে কেবল তর্কের সহিত সংযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভগবৎ-মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃতা বাণীও অব্যক্ত অচিন্ত্য

ও অবিকার্য্যরূপে জগৎকারণের উল্লেখ করিয়া, অনন্তর সুরগণ ও মহর্ষিগণেরও দুজ্ঞেয়ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদ্যপি শ্রবণ-ব্যতিরিক্ত-মননের বিধান করিয়া, বেদ-শব্দ স্বয়ং, তর্কের আদরণীয়তা দেখাইয়াছেন, তথাপি মনন-বিধি-ব্যাজে শুষ্ক-তর্কের আত্মলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না।

অপিচ, সম্যক্ জ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা মোক্ষবাদী দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই সম্যক্ জ্ঞান বস্তুতন্ত্রতা প্রযুক্ত একরূপ। কারণ, যে অর্থ সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিতি করে, লোকে তাহাকেই পরমার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং তাদৃশ পরমার্থ-বিষয়ক জ্ঞানই বিদ্বদ্-বৃন্দ-কর্ত্তৃক সম্যক্-জ্ঞান-রূপে অবধৃত হইয়াছে। যেমন অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, আকাশ অবকাশবিশিষ্ট ও আত্মা সচ্চিদানন্দস্বভাব ইত্যাদি। যদি পূর্ব্বোক্তরূপে এক স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত পরমার্থ-বস্তু-বিষয়ক-জ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, তাদৃশ বস্তুতন্ত্র-সম্যক্-জ্ঞানের প্রতি, পুরুষ সকলের কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি উপস্থিতা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে তর্কপ্রভব-যাবতীয়-জ্ঞান-বিষয়ে তার্কিকগণের অন্যোন্য-বিরোধ-প্রযুক্তা বিপ্রতিপত্তি বিভিন্ন-তর্ক-শাস্ত্রে ও তার্কিক-সমাজে সুপ্রসিদ্ধা রহিয়াছে। তর্ক-প্রভব যে জ্ঞানটীকে একজন তার্কিক সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া স্থির করিলেন, প্রতিপক্ষীয় অপর তার্কিক পুনরপি স্বপ্রণীত-যুক্তিবলে সেই জ্ঞানটীকে ব্যুত্থাপিত অর্থাৎ নিরাকৃত করিতেছেন এবং অপর-তার্কিক-কর্ত্তৃক-প্রতিষ্ঠাপিত-তর্ক অপরাপর-তার্কিক-কর্ত্তৃক ব্যুত্থাপিত হইতেছে। অতএব লোক-প্রসিদ্ধ-তার্কিকগণের পরস্পর-বিগান-বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। যদি উক্তরূপে তর্কোত্থ-জ্ঞানের বিষয় একরূপে অবস্থিত না হয়, তবে একরূপে অনবস্থিত-বস্তুবিষয়ক-তর্ক-প্রভব-জ্ঞানকে কেমন করিয়া সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে? যদি বল, দেহাদি-ব্যতিরিক্ত সংসারী আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বাদী নৈয়ায়িক অথবা বৈশেষিক তর্ক-বেত্তৃ-সমুদায়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব তাঁহারা ঘট-দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যত্ব-হেতুক

ক্ষিত্যঙ্কুরাদি-জগতের কর্তৃজন্যত্ব-সাধন করিয়া, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের সমবায়ি-কারণরূপ উপাদান-গোচর যে অপরোক্ষজ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিমত্ত্ব লক্ষণ-কর্তৃত্ব এবং সকল-পরমাণু আদি সূক্ষ্মদর্শিত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধি করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনসমাদৃত। সর্ব্বত্রই তাঁহারা প্রধানতঃ একমাত্র-সুদৃঢ় অনুমান-প্রমাণ-বলে পদার্থ সকল সংস্থাপিত করিয়া থাকেন; সুতরাং যুক্তির গাঢ়তা-বশতঃ তদীয়-মত সর্ব্ব-তার্কিক-কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায়, এবং তর্কোত্থ-জ্ঞানের সম্যক্-জ্ঞানত্ব-বিষয়ে কোন-রূপ আক্ষেপের অবসর না থাকায়, তর্কপ্রভব জ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান জানিয়া, লোক সকল মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে।

এইরূপ হইলে আমরা প্রশ্ন করিব যে, আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকই যে তর্কবেত্তৃ-সমুদায়ের মধ্যে মুখ্যতম, তাহা লোক সকল অবগত হইবে কিরূপে? এবং প্রধানবাদী কপিলের, ঈশ্বরবাদী পতঞ্জলির, আত্ম-খ্যাতিবাদী বুদ্ধের, অখ্যাতিবাদী জৈমিনির অমুখ্যতমত্বই বা নিশ্চিত হইবে কিরূপে? বেদে গৌতমের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়, কপিল-দেবেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুনশ্চ স্মৃতি ও শ্রুতি কপিল-দেবের আর্ষ অপ্রতিহত জ্ঞানের সমর্থন করিতেছেন। স্বয়ং পরমেশ্বর উৎপন্ন কপিল ঋষিকে আর্ষ অপ্রতিহত জ্ঞান দান পূর্ব্বক পরিপুষ্ট করিয়াছেন। কপিলদেবও তর্কাবষ্টম্ভ সাহায্যে প্রধান, পুরুষ আদি অর্থ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। অতএব কপিল-প্রণীত-তর্কবলে গৌতম-প্রণীত তর্ক বাধিত হইবে না কেন? কপিল-মতের অযথার্থতা অবধারণে কে সাহসী হইতে পারেন? এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না যে, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান তার্কিক সকল একদেশে এককালে মিলিত হইয়া, গৌতম-প্রণীত-নিশ্চিত-তর্কোত্থ-জ্ঞানের একরূপতা বা একার্থ-বিষয়তা-প্রযুক্ত সম্যক্ জ্ঞানত্ব স্থিরীকৃত করিয়াছেন। কারণ, ঐরূপ কল্পনা অসম্ভাবনা-দোষ-গ্রস্ততা-নিবন্ধন উপেক্ষণীয়া। একদেশে এক-কালে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান তার্কিকগণের সম্মেলন এবং তর্ক-প্রভব-জ্ঞানের একরূপ একার্থবিষয়তা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব তর্ক-প্রভব-জ্ঞানের অপ্রতিষ্ঠা এবং একরূপে অনবস্থিত-বস্তু-বিষয়তা-বশতঃ

সম্যক্‌-জ্ঞানত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না, অথচ সম্যক্‌-জ্ঞান ব্যতীত সংসার-বিমোক্ষ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। অতএব সর্ব্বজীব-প্রার্থিত-সর্ব্ব-শাস্ত্র-সম্মত-সর্ব্ববাদি-সমর্থিত-মোক্ষ-সিদ্ধির জন্য তর্ক-প্রভব-জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য-বেদ-প্রভব সম্যক্‌ জ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতীত সপ্তম-পরিচ্ছেদ-প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে শব্দার্থ-সম্বন্ধের নিত্যতা-প্রযুক্ত নিত্য-বেদের বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুতা ও ব্যবস্থিতার্থ-বিষয়তা সুদৃঢ়তর-বহুযুক্তি-প্রমাণ-বলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ভ্রম-প্রমাদ আদি পুরুষ-সুলভ-দোষাশঙ্কা-বিরহিত তাদৃশ নিত্য-বেদ-প্রমাণ-জনিত-বেদ-বাক্যার্থ-বিচারজ-জ্ঞানের সম্যক্‌ত্ব অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ভেদে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সকল-তার্কিক একত্র মিলিত হইয়াও দূরে উৎসারিত করিতে কদাচ সমর্থ নহেন। অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে যে, উপনিষন্মাত্র-প্রতিপাদিত-জ্ঞানই একমাত্র সম্যক্‌-জ্ঞান এবং তদতিরিক্ত তর্ক-প্রভব-জ্ঞানের সম্যক্‌ জ্ঞানতা উপপন্না না হওয়ায়, তথাবিধ-কেবল-তর্কোত্থ-জ্ঞান-সাহায্যে বিচিত্র-সংসার-প্রপঞ্চের বিনিবৃত্তি কখনই হইতে পারে না। পাঠক মহোদয়গণ! অতঃপর আপনাদিগকে ইহা কি পুনরপি বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে যে, আগম-প্রমাণ-বশে একমাত্র ব্রহ্মরূপী চেতন শ্রীমন্মহেশ্বরদেব স্বীয়-মায়া-শক্তি-প্রধান্য-বশে জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান, এবং চৈতন্য-প্রধান-মাহেশ্বর-ঐশ্বর্য্য-যোগ-বশে নিমিত্ত-কারণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ?

বৈশেষিক আদি তার্কিকগণের তর্ক-মতি-কুশলতা সুপ্রসিদ্ধা হওয়ায়, তদীয় তর্কের অসারতা-প্রদর্শন অবসরে পরম-গম্ভীর-জগৎ-কারণের তর্কানবগাহ্যত্ব, তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব, প্রকারান্তর অনুমানে সংসারের অবিমোক্ষ এবং আগম-বিরোধ ইত্যাদিরূপ অনুকূল তর্ক যথামতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাঁহারা ব্যাপ্তি-জ্ঞান-সহকৃত প্রাগুক্ত "জন্মাদ্যস্য যত ইতি" এই লক্ষণ-লিঙ্গক অনুমান-প্রমাণ দ্বারা জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব সিদ্ধি করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার জগৎ-কারণত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞত্ব সাধন করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বরে শ্রুতি-প্রমাণের কোন অপেক্ষা করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, দৃশ্যমান জগতের কর্ত্তা জীব ?

অথবা ঈশ্বর ? প্রথম পক্ষে জীবের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, জীব স্বয়ং জগতের অন্তঃপাতী এবং পরিচ্ছিন্ন ও অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন। এতাদৃশ জীব, ক্ষিত্যঙ্কুরাদি-বিশাল-বিশ্ব প্রপঞ্চের কর্ত্তা হইবেন কিরূপে ? আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, জীব ভিন্ন অন্যের • ঘটবৎ অচেতনত্ব-নিয়মবশে অন্য কর্ত্তার অভাব নিশ্চিত হওয়ায়, যেটী কার্য্য, তাহাই সকর্ত্তৃক এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের অসিদ্ধি। আর যদি বৈশেষিক-প্রবর লক্ষণ-লিঙ্গক অনুমানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, বাধ দুষ্পরিহরণীয়। কারণ, যেটী জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সেটী অবশ্যই মনোজন্য স্বীকার করিতে হইবে, এবং অশরীর ঈশ্বরের জন্য-জ্ঞান-সম্বন্ধ হইতে পারে না ; সুতরাং "যজ্জ্ঞানং তৎ মনোজন্যং" এই ব্যাপ্তিবিরোধ-বশতঃ নিত্য-জ্ঞানের অসিদ্ধি হওয়ায়, জ্ঞানের অভাব নিশ্চিত হইতেছে। অতএব অতীন্দ্রিয় জগৎ-কারণত্বাদি-রূপ অর্থাবধারণ-বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণ আমাদিগকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, অতীন্দ্রিয় অর্থে যদি একমাত্র শ্রুতি আশ্রয়ণীয়া হন, তবে কি অনুমান-প্রমাণের কোন সার্থকতা নাই ? তবে কি অনুমান-প্রমাণ সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় ? উত্তরে আমরা বলিব, অনুমান-প্রমাণ সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় নহে ; কিন্তু শ্রুত্যর্থ-সম্ভাবনার্থ অনুমান-প্রমাণ যুক্তি-মাত্র ; পরন্তু স্বতন্ত্রপ্রমাণরূপে পরি-গণিত নহে। উত্তর-সূত্র-সকলের শ্রুতিবিচারার্থত্ব-প্রযুক্ত জন্মাদি-সূত্রে শ্রুতি স্বতন্ত্ররূপে বিচারিতা হইয়াছেন, অনুমান-প্রমাণ বিচারিত হয় নাই। কারণ, মুমুক্ষুগণের ব্রহ্মাবগতি অভীষ্টতরা হওয়ায়, তৎপ্রতি-পাদনার্থ এই শাস্ত্রের আরম্ভ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উক্ত ব্রহ্মাবগতি অনুমান-প্রমাণ দ্বারা হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্বয়ং শ্রুতি উপনিষৎ-মাত্র-প্রতিপাদিত পুরুষেরই পৃচ্ছার অবতারণা করিয়াছেন ; সুতরাং জন্মাদি-সূত্রে-অনুমানের বিচার্য্যতা নিতান্ত অসঙ্গতা।

পুনশ্চ জন্মাদি-সূত্র-সকলের বেদান্ত-বাক্য-কুসুম-সমষ্টির গ্রথন মাত্রই প্রয়োজন ; বেদান্ত-বাক্যের ও বাক্যার্থের বিচার-সম্ভূত যে অধ্যবসান অর্থাৎ তাৎপর্য্যনিশ্চয় এবং প্রমেয়ের বাধাভাবরূপ-সম্ভব-নিশ্চয়, তদ্দ্বারা

উৎপন্না ব্রহ্মাবগতিই মুক্তির একমাত্র কারণ। পক্ষান্তরে ব্রহ্মাবগতি কদাচ অনুমানাদি-প্রমাণনির্ব্বর্ত্তা নহে। জগতের জন্মাদিকারণবাদী বেদান্ত-বাক্যের উপস্থিতি সত্ত্বে বেদান্ত-বাক্যার্থ-গ্রহণে দৃঢ়তা অর্থাৎ সংশয়-বিপর্য্যাস-বিনিবৃত্তির জন্য "লূতা" অর্থাৎ উর্ণনাভি যেমন স্বপ্রণীত-তন্তুকার্য্যের প্রতি স্বীয়-চৈতন্য-প্রাধান্যবশতঃ নিমিত্ত ও স্বশরীররূপ উপাধি-প্রাধান্যে উপাদান-কারণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীমন্মহেশ্বর-দেব স্বীয়-সর্ব্বাধিষ্ঠান অব্যয় চিৎস্বরূপসাহায্যে অচিন্ত্যরচনারূপ-জগতের নিমিত্ত ও নিজ-মায়া-রূপিণী প্রকৃতি-দেবীর সহায়তায় উপাদানকারণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব উক্তরূপে জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানকত্ব-সিদ্ধির জন্য, অথবা বিবাদাস্পদ-জগৎরূপ-কার্য্যের আত্মসমবেত-সুখ-দুঃখাদিকার্য্যের ন্যায় চেতন-প্রকৃতিকত্ব-সিদ্ধির জন্য, অথবা শ্রুতি-কর্ত্তৃক তত্ত্ব নিশ্চিত হইলে, পশ্চাৎ অসম্ভাবনাদি পুরুষ-দোষ-নিরাসার্থ, স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত অবস্থাদ্বয়ের পরস্পর-ব্যভিচারপ্রযুক্ত উক্ত উভয় অবস্থায় আত্মা অনু-গত হইলেও, অবস্থাদ্বয়ে আত্মার অনন্বাগতত্ব অর্থাৎ অসংস্পৃষ্টত্ব, সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় প্রপঞ্চ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাজ্ঞ জীবের সৎস্বরূপসম্পত্তিপ্রযুক্ত নিষ্প্রপঞ্চ সদাত্মত্ব এবং স্থাবরজঙ্গ-মাত্মক প্রপঞ্চের শ্রীমন্মহেশ্বরপ্রভবত্বপ্রযুক্ত কার্য্য ও কারণের সুবর্ণ-কুণ্ডলাদি ও মৃদ্ঘটাদি ন্যায়ে অভিন্নত্ব অর্থাৎ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব হইতে প্রপঞ্চের অব্যতিরেক ইত্যাদিরূপ শ্রুত্যনুগৃহীত বেদার্থের অবি-রোধী শিষ্টজন-সম্মত অনুকূল-তর্ক সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সতত প্রস্তুত আছি। পূর্ব্বগ্রন্থে আমরা যে তর্কের অসারতা প্রতি-পাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা কেবল অপ্রতিষ্ঠিত, শিষ্টজনের অপরিগৃহীত, বেদবাহ্যার্থ-প্রবণ, নীরস, শুষ্ক, অসৎ-তর্কের বিপ্রলম্ভকত্ব, পরপ্রতারকত্ব, অপ্রমাপকত্ব, প্রভৃতি দোষ-দুষ্টতা অথবা হেয়তা প্রদর্শ-নের জন্য ; পরন্তু তর্কমাত্রের অনাদরণীয়তা-সমর্থনের জন্য নহে।

অপিচ, শ্রোতৃজনের হিতৈষিণী ভগবতী শ্রুতিও বেদান্ত-বাক্যা-র্থের গ্রহণ-বিষয়ে দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য, বেদান্ত-বাক্যের অবিরোধী তর্কের আত্মলাভে বাধাপ্রদান না করিয়া, স্বয়ং সহায়করূপে স্বীকার

পূর্ব্বক, শ্রবণের অনন্তর মননের বিধান করিয়া বলিতেছেন, মেধাবী পণ্ডিত ব্যক্তিই গান্ধার নামক স্বদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গান্ধার-দেশীয় কোন প্রসিদ্ধ ধনিক যদি কোন তস্কর কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, বদ্ধনেত্র অবস্থায় দেশান্তরীয়-ঘন-নিবিড় নানাজাতীয়-তরুরাজি-বিরাজিত কোন দুর্গম অরণ্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত ও কালান্তরে দৈববশে কোন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক মুক্তবন্ধ এবং উপদিষ্ট হয়, তবে কৃপাপরবশতা-প্রযুক্ত মহাপুরুষ-কথিত-মার্গ-গ্রহণে সমর্থ উক্ত ব্যক্তি যেমন স্বয়ং তর্ককুশল মেধাবী ও পণ্ডিত হইলে, নিজ গান্ধারদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেইরূপ প্রকৃত বিষয়েও স্বতঃ স্বরূপানন্দ-বিভবশালী জীবপুরুষও অবিদ্যা, কামকর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-নামধেয় বলবান্ তস্করগণ-কর্ত্তৃক বিবেকরূপ-মহাধন-হরণের অনন্তর স্বরূপানন্দ হইতে প্রচ্যাবিত অবস্থায় এই সংসার-অরণ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া, সৎকর্ম্ম-পরিপাক-জনিত-পুণ্য-পুঞ্জ-বশে কোন সময়ে তত্ত্বজ্ঞ কোন দয়াপরবশ মহাপ্রাণ আচার্য্য-কর্ত্তৃক "তুমি সংসারী নহ, কিন্তু তুমি সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীমন্মহেশ্বরস্বরূপ" ইত্যাদিরূপে তত্ত্বোপদেশ-সাহায্যে উপদিষ্ট হইয়া, যদি স্বয়ং তর্ককুশল হন, তবেই স্বীয় স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, অন্যথা নহে। উক্তরূপে শ্রুতিই যখন স্বার্থবোধের জন্য পুরুষমতিরূপ তর্কের অপেক্ষা করিতেছেন, তখন আমরাই বা শ্রীমদ্বিশ্বনাথদেবের জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ ঐশ্বর্য্যের সমর্থন-কল্পে পুরুষ-বুদ্ধিরূপ অনুকূল তর্কের সাহায্য অপেক্ষা করিব না কেন? অতএব ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-বিষয়ে যেমন শ্রুতিলিঙ্গাদিমাত্রের প্রমাণভাব সমর্থিত হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীমন্মহেশ্বর দেবের ঐশ্বর্য্য-জিজ্ঞাসা-বিষয়ে কেবল শ্রুত্যাদি প্রমাণ নহে; কিন্তু মাহেশ্বর-ঐশ্বর্য্য-বিজ্ঞানের অনুভবাবসানত্ব ও ভূতবস্তু-বিষয়ত্ব-প্রযুক্ত শ্রুত্যাদি ও অনুভবাদি যথাসম্ভব প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার নিতান্ত উপযুক্ত। শুষ্ক-তর্ক-পটু তার্কিকগণ ঘটাদি-কর্ত্তৃবিষয়ে যাবৎ সাধনসামগ্রী দৃষ্ট হইয়া থাকে, যদি জগতের কর্ত্তা পরমেশ্বর-বিষয়েও দৃষ্টান্তানুরূপ-তাদৃশসমগ্র-সাধন-সামগ্রী-কল্পনা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা প্রতিরোধকল্পে এইমাত্র বলিতে

পারি যে, ব্যাপ্তি-জ্ঞান ব্যতীত কেবল কার্য্যাধিকরণে সামানাধিকরণ্য-মাত্রে কোন পদার্থের কোন পদার্থের প্রতি সাধকত্ব সম্ভবপর নহে। যদি সামানাধিকরণ্য-মাত্রে কার্য্যাধিকরণবৃত্তি-পদার্থান্তরের পদার্থান্তরের প্রতি সাধকত্ব স্বীকৃত হয়, তবে মহানসে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিগ্রহণ-সময়ে বহ্নিমত্তার ন্যায় ব্যজনাদিমত্ত্বও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই কারণে অবিচ্ছিন্ন-মুল-ধূমলেখা-দর্শনে পর্ব্বতাদি অধিকরণে বহ্নির অনুমান অবসরে সামানাধিকরণ্য-মাত্রে ব্যজনাদিরও অনুমান হইতে পারে। অতএব স্বব্যাঘাতক উক্তরূপ সাধর্ম্ম্যসমাজাতি-দোষ-দুষ্ট হওয়ায়, শুষ্ক-তর্কপটু তার্কিকগণের উত্থাপিত কুতর্ক অনবসর দুঃস্থতা প্রযুক্ত সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়। পুনশ্চ চেতন শ্রীমন্মহেশ্বরদেব জগতের নিমিত্ত-কারণ ও প্রকৃতি, এতাদৃশ আগমতাৎপর্য্য প্রসাধিত হওয়ায়, "পরিনিষ্ঠিত ঘট পট ও অনলাদির ন্যায় পরিনিষ্পন্ন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও স্বতন্ত্ররূপে প্রমাণান্তরগম্য," এতাদৃশী তার্কিক-কল্পনা মনোরথ-মাত্রে পরিণতা হইতেছে। এ বিষয়ে সম্প্রদায়বিদ্ আচার্য্যগণ অন্যত্র পর্য্যাপ্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং শ্রুতি-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে আগমের অবিরোধী অনুমান অনুকূল তর্কমাত্র; পরন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, এই মাত্র কীর্ত্তন করিয়া, আমরা এক্ষণে গ্রন্থ-গৌরবভয়ে বিরত হইতেছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রতাৎপর্য্যাবধারণ

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে অনুকূল-তর্কোদ্ভাবন অবসরে ভগবদ্বিমুখ-বাদিগণের নিরাকরণ সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে শাস্ত্র-প্রস্থান-সকলের সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাবশে একমাত্র শ্রীমন্মহেশ্বরদেববিষয়ে তাৎপর্য্য-কথন-মানসে ভক্তপ্রবর গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে অমরবর! তুমি অনন্ত, তোমার মহিমা অনন্ত, সৃষ্টি অনন্ত, সৃষ্ট পদার্থের রচনা-কৌশলও অনন্ত, তুমি লীলাময় সুতরাং তোমার লীলারও অন্ত নাই। অনন্তরূপে অনন্ত লীলা করিবার জন্যই তুমি এই বিচিত্র-প্রপঞ্চ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছ। যে দিকে নয়ন নিপতিত হয়, সেই দিকেই তোমার অনন্ত-মহিমার বিচিত্র-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জভেদে স্থূলশরীর চতুর্ব্বিধ বটে; কিন্তু চতুর্ব্বিধ-স্থূল-শরীর-রচনা-বৈচিত্র্য-বশে তুমি অনন্ত আকার প্রাপ্ত হইয়াছ। মানবে, দেবে, দানবে বৈচিত্র্য; পশু, পক্ষী, পন্নগে বৈচিত্র্য; তরু-লতায় বৈচিত্র্য; ফলে ফুলে বৈচিত্র্য, সর্পের ফণায়, ময়ূরের পাখায় বৈচিত্র্য; রমণীর সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্য; বালকের সৌকুমার্য্যে বৈচিত্র্য; পিতার ও মাতার স্নেহে বৈচিত্র্য; স্ত্রীপুরুষের চরিত্রে বৈচিত্র্য; অধ্যয়নে, জ্ঞানে, দানে, মানে, ধনে, কুলে, শীলে, বিনয়ে, বিভবে, ধর্ম্মে, অধর্ম্মে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, জীবের বা মানবের রুচিবিষয়ে, এমন কি, প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বার্থপ্রকাশক বেদাদিশাস্ত্রেও বহুবিধ বৈচিত্র্য

পরিলক্ষিত হইতেছে। হে পরমেশ! তুমি বিচিত্র-লীলাময়, বিচিত্র-লীলার জন্য অনন্তবিধ-বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করিয়া যে মায়াময় মোহজাল বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছ, কার সাধ্য সেই বৈচিত্র্যময় জাল, ছিন্ন করে? ছিন্ন করা দূরে থাকুক, তোমার সৃষ্ট-বৈচিত্র্য-প্রবাহে পর্ব্বতগাত্রোৎপন্না অথবা মানস-সরোবরাদি-সম্ভূতা যমুনা, সরযু আদি বক্রগামিনী নদী সকল, কিম্বা নদনিচয় আত্মপ্রবাহ মিলাইয়া, কুটিল পন্থার অনুসরণে গঙ্গাদি প্রবেশ দ্বারা সাগরে মিলিত হইতেছে। পুনশ্চ হে মহেশ্বর! তোমারই বৈচিত্র্য-ময় লীলাতরঙ্গে ক্রমশঃ মুরারি-চরণ-কমল হইতে বিচ্যুতা হরশিরো-বিহারিণী গঙ্গা ধরাধামে নগাধিরাজ-হিমালয়ের বিশাল-কলেবর বিদীর্ণ করিয়া, ঋজু-পন্থানুসরণে তীব্রবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইয়া, অপার-পারাবারের তালপ্রমাণ তরঙ্গ-মালায় আত্ম-তরঙ্গ মিলাইয়া দিতে-ছেন। হে বিশ্বনাথ! উক্তরূপে গঙ্গা, নর্ম্মদা, সরযূ, যমুনা প্রভৃতি নদী-সমুদায় তোমারই লীলারুচির বৈচিত্র্যবশে বিভিন্ন-রুচি-সম্পন্ন হইয়া, ঋজু ও কুটিল অর্থাৎ সরল ও বক্র, সুগম ও দুর্গম, সঙ্কীর্ণ ও প্রসার-যুক্ত পথের যদিচ সেবা করিতেছেন, তথাপি একমাত্র-গন্তব্য-সাগরের প্রাপ্তিবিষয়ে কেহই উদাসীন নহেন। সরল পথে গমন করিয়া, গঙ্গা নর্ম্মদা আদি নদী-সকল সাক্ষাৎ সমুদ্রে মিলিত হইতেছেন। কুটিল পথে বক্রভাবে গমন করিয়া, সরযূ, যমুনা আদি নদীগণ গঙ্গা-প্রবাহে আত্মপ্রবাহ মিলিত করিয়া, গঙ্গাদি-প্রাপ্তি-পরম্পরাবশে সমুদ্রে পতিত হইতেছেন। উপরি-বিবৃত দৃষ্টান্ত অনুসারে রুচি-বৈচিত্র্য-বশতঃ ঋজু-কুটিল-নানা-পথ-সেবী সুরাসুরনরগণের মধ্যে অধিকারী অনধি-কারী লোক-সাধারণ বিভিন্ন-প্রকার সাধন অনুষ্ঠান করিলেও হে সর্ব্ব-দেবশ্রেষ্ঠ! সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাবশে সকলেরই গম্য গন্তব্য প্রাপ্য স্থান একমাত্র তুমি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। হে দেব! যাঁহারা নিত্য, নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি, অথবা শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ আদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যমুনা আদি নদীনিচয়ের গঙ্গাদি-প্রবেশের ন্যায় পরম্পরা-ক্রমে অর্থাৎ নানা-বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহুকাল, বা বহুজন্মজন্মান্তরের

পরে, বিশেষতঃ বাসনা-বিমোকরূপ অন্তঃকরণনৈর্ম্মল্য-সাহায্যে বিমল-জ্ঞান-গঙ্গাপ্রবাহে প্রবেশের অনন্তর করুণারসসাগরস্থানীয় একমাত্র তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা অধ্যয়ন-বিধি অনুসারে যথারীতি গুরুসেবার সহিত বেদান্তবাক্যাবলম্বনে নবম-পরিচ্ছেদোক্ত-প্রকারে অধ্যারোপ ও অপবাদ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ক্রমবিচার-পুরঃসর বেদান্ত-বাক্যের শ্রবণ-মননে নিষ্ঠাসম্পন্ন বিবেকী তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারা ক্রমে বেদান্তপ্রসিদ্ধ-মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের অর্থ অবগত হইয়া, অখণ্ডাকারাবৃত্তি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পসমাধি-সাধন-জলে নির্ধূত-মল আত্মনিবিষ্ট-চিত্তপোতাশ্রয়ে সৎ-চিৎ-সুখ-ঘনরূপ সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহেশ্বরা-নন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, চেতনত্ব-প্রযুক্ত জীবসকলের মোক্ষযোগ্যতা স্বীকৃতা হইলেও, মানবের একমাত্র-গম্য-পরমাত্মদেব শ্রীমন্মহেশ্বরের প্রাপ্তিবিষয়ে ঋজু-পন্থা থাকিতে, কি কারণে মনুজগণ সরলমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, কুটিল-মার্গ ভজনা করে? এবং সরল পন্থার শীঘ্র ফলদান-সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন ঋজুমার্গ পরিহারে মানবগণ প্রবৃত্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ত্রয়ী, সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত ও বৈষ্ণবমতভেদে প্রস্থান সকল প্রভিন্ন হওয়ায়, ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহা পথ্য, ইহা আমার হিতজনক ইত্যাদিরূপ ইচ্ছা-বিশেষের নানারূপতা-প্রযুক্ত প্রাগ্‌ভবীয়-তত্তৎকর্ম্ম-বাসনা-পরতন্ত্রতা-বশতঃ এইটী ঋজুপথ, এইটী কুটিল পথ, ইহা আমার পথ্য বা হিতকারী ইত্যাদিরূপা বিবেচনা, বা নিশ্চয়-সামর্থ্য না থাকায়, পন্থা কুটিল হইলেও, ঋজু মনে করিয়া, ভ্রান্তি-সুলভ লোক সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত পূর্ব্বকৃত প্রশ্নদ্বয়ের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে, ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইবে যে, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের অনন্তলীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে অশেষবিধ প্রস্থানপ্রণয়ন অপর একটী বৈচিত্র্য। বিভিন্নরুচিসম্পন্ন ভিন্ন-ভিন্ন-বিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ বিচিত্র-শাস্ত্রপ্রস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, প্রায়শঃ পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ স্বয়ং বিবেক-বিচার-বিহীন জনগণের মহারণ্যের ন্যায়

চিত্তভ্রমণের কারণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রস্থান-শব্দের আভিধানিক অর্থ বিজিগীষু-জনের যুদ্ধযাত্রা, অথবা গমনমাত্র। প্রকৃত অবসরে উক্ত অর্থ সুসঙ্গত না হওয়ায়, "পয়সামর্ণব ইব" "নৃণামেকোগম্য" দয়ার সাগর শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের চরণোপান্তে উপস্থিত হইবার সাধন-স্বরূপ শাস্ত্র-মার্গ বুঝিতে হইবে। সাগর প্রাপ্ত হইতে হইলে যেমন ঋজু-কুটিল-নানা-পথের অনুসরণে লোক সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভিন্ন সাধকগণের একমাত্র-গম্য শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের শ্রীধাম প্রাপ্ত হইবার জন্য শাস্ত্রকারগণও নানাবিধ শাস্ত্রপ্রস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদকর্ত্তা পরমেশ্বরদেব হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমাগত নিম্নতন আচার্য্যগণ যে সকল শাস্ত্রপ্রস্থান প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায় মানস-ক্ষেত্রে একত্রিত করিয়া, মহাকুশলী গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি" এই প্রস্থানভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রের উপলক্ষণে বা সংগ্রহে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট পুষ্পদন্তকৃত-নির্দ্দেশ অনুসারে আমি এক্ষণে প্রস্থান-সকলের নাম-কীর্ত্তন পূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত-বিবৃতি করিতে চেষ্টা করিব। অন্যথা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবে সর্ব্ব-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যাবধারণ অর্থাৎ নদী-সমূহের সমুদ্র-সমন্বয়ের ন্যায় শাস্ত্র-নদী-সকলের শ্রীবিশ্বনাথ-দেবের শ্রীচরণ-সাগরে সমন্বয় সুখসাধ্য হইবে না। আমি বিনীতভাবে শাস্ত্রার্থানুসন্ধানে রুচি-সম্পন্ন বিচক্ষণ পাঠক-মহোদয়গণের প্রণিধান ও ধৈর্য্য প্রার্থনা করিতেছি।

প্রস্থান-সকলের মূলরূপে প্রথমে ত্রয়ী নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। ত্রয়ী-শব্দে বেদত্রয় প্রতিবোধিত হইলেও, বেদত্রয়োপলক্ষিতা অষ্টাদশ-বিদ্যা এখানে বক্তার অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ এই চারিটী বেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টী বেদাঙ্গ; অষ্টাদশ মহাপুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চারিটী উপাঙ্গ। উক্ত উপাঙ্গ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অষ্টাদশ মহাপুরাণে উপপুরাণ সকলের, কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শনের, গৌতম-প্রণীত ন্যায়ে, বেদান্তশাস্ত্রের মীমাংসা-শাস্ত্রে, এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল, পাশুপত ও নারদ-পঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণবাদি-শাস্ত্র-সকলের

এবং মহাভারত ও রামায়ণের ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্তর্ভাব স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব উক্তরূপে অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া, বেদ-চতুষ্টয় বিদ্যা ও ধর্ম্মের চতুর্দ্দশধা-ভিন্ন-স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছেন এবং এই চতুর্দ্দশ-বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র, এই চারিটী উপবেদের সহিত মিলিতা হইয়া, অষ্টাদশ-বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি" এই সপ্তম শ্লোকীয় প্রথম চরণে উক্ত অষ্টাদশ-বিদ্যার উপন্যাস করিয়াছেন। অন্যথা অবশিষ্ট-বিদ্যার অসংগ্রহে ন্যূনতা-প্রসক্তি অনিবার্য্য। যাবতীয়-আস্তিক-সম্প্রদায়ে এতাবৎ-মাত্র শাস্ত্রপ্রস্থান পরিগৃহীত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত অন্যান্য এক-দেশিগণের যে সকল শাস্ত্রপ্রস্থান আছে, তাহা উক্ত অষ্টাদশ শাস্ত্র-প্রস্থানের অন্তর্গত। এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, আস্তিক্য-পরায়ণ সৎসম্প্রদায়ের শাস্ত্র-প্রস্থান-সমূহের ন্যায় নাস্তিক-সম্প্রদায়ের যে সকল শাস্ত্র-প্রস্থান রহিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত আস্তিক-প্রস্থানে তাহাদিগের অন্তর্ভাবের সম্ভাবনা না থাকায়, পৃথক্ গণনা করা উচিত। অতএব শূন্যবাদ-স্থাপনপর মাধ্যমিকগণের এক প্রস্থান, ক্ষণিক-বিজ্ঞান-মাত্রবাদ-পরায়ণ যোগাচারগণের অপর প্রস্থান, জ্ঞানাকারে অনুমেয়-ক্ষণিক-বাহ্যার্থ-বাদ-পর সৌত্রান্তিকগণের অপর প্রস্থান, প্রত্যক্ষ-স্বলক্ষণ-ক্ষণিক-বাহ্যার্থ-বাদ-সমর্থন-পর বৈভাষিকগণের অপর প্রস্থান, এইরূপে সৌগত-গণের প্রস্থান-চতুষ্টয় উক্ত হইল। তথা দেহাত্মবাদস্থাপনে তৎপর চার্ব্বাকগণের একটী প্রস্থান এবং দেহাতিরিক্ত-দেহ-পরিণামাত্ম-বাদপরায়ণ দিগম্বরগণের অপর প্রস্থান, এইরূপে মিলিত হইয়া নাস্তিকগণের যে ছয়টী প্রস্থান রহিয়াছে, সেগুলির উল্লেখ করা হইল না কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, নাস্তিক-গণের উক্ত ছয়টী প্রস্থান আছে সত্য; কিন্তু ঐ সকল প্রস্থান পরম্পরাবশেও ম্লেচ্ছাদি প্রস্থানের ন্যায় পুরুষার্থোপযোগী না হওয়ায়, বেদবাহ্যত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়। বর্ত্তমান-প্রস্তাবে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাবশে পুরুষার্থোপযোগী বেদোপকরণ-প্রস্থান-সকলেরই

ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব নাস্তিক-প্রস্থান-সকলের অনুল্লেখ-প্রযুক্ত ন্যূনত্ব-শঙ্কার কিছুমাত্র অবকাশ নাই। উপস্থিত অবসরে কাব্য-ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিলেও, দর্শন-শাস্ত্রের সহিত অপরিচিত অব্যুৎপন্ন বালকগণের ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধির জন্য আমরা সংক্ষেপতঃ বেদোপকরণ-প্রস্থান-সকলের স্বরূপভেদহেতু প্রয়োজন-ভেদ কীর্ত্তন করিব।

উদ্দিষ্ট-প্রস্থান-সকলের মধ্যে সর্ব্বমূল-বেদের পূজনীয়তা-প্রযুক্ত প্রথমোপস্থিতিনিবন্ধন গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত প্রথমেই ত্রয়ী-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ত্রয়ী-শব্দে বেদত্রয় পরিগৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্ম এবং ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অপৌরুষেয়-প্রমাণ-বাক্য বেদ নামে অভিহিত। পুনশ্চ সেই বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক; তন্মধ্যে অনুষ্ঠানকারক-ভূত অর্থাৎ প্রয়োগ-সমবেত-দ্রব্য-দেবতাস্মারক বা প্রকাশক-মন্ত্র ঋগ্, যজুঃ, সামভেদে ত্রিবিধ। পাদবদ্ধ-গায়ত্র্যাদি-চ্ছন্দো-বিশিষ্ট "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি ঋক্। ঋক্ সকল গীতি-বিশিষ্ট হইলে সাম-নামে অভিহিত হয় এবং ঋক্ ও সাম উভয়-বিলক্ষণ "অগ্নীনগ্নীন্ বিহর" ইত্যাদি সম্বোধনরূপ যজুর্ম্মন্ত্র বুঝিতে হইবে। নিগদ-সংজ্ঞ-মন্ত্র সকলও যজুর্মন্ত্রের অন্তর্গত। এইরূপে মন্ত্র-নিরূপণ-প্রকার প্রদর্শিত হইল। বেদের ব্রাহ্মণ অংশও বিধিরূপ, অর্থবাদরূপ ও তদুভয়বিলক্ষণভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ভট্টের মতে শব্দভাবনা বিধিরূপে পরিগৃহীতা হইয়াছে, প্রভাকরের মতে নিয়োগ-বিধিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তার্কিকাদি-সকলে ইষ্টসাধনতার বিধিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত-মত-সমুদায়ে যাহারই বিধিত্ব স্বীকৃত হউক না কেন, সকলেরই মতে উৎপত্তি, অধিকার, বিনিয়োগ ও প্রয়োগ-ভেদে বিধির চাতুর্ব্বিধ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবতা ও কর্ম্মের স্বরূপমাত্রবোধক যে বিধি, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলা হইয়া থাকে, যেমন "আগ্নেয়ো অষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যাদি। ইতিকর্ত্তব্যতা-সাহিত-করণভূত-যাগাদির ফলসম্বন্ধ-বোধক যে বিধি, তাহাকে অধিকারবিধি বলা হইয়া থাকে, যেমন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি।

প্রধান যাগের সহিত অঙ্গসম্বন্ধবোধক যে বিধি, তাহাকে বিনিয়োগ-বিধি বলা হইয়া থকেে, যেমন "ব্রীহিভির্যজেত", "সমিধো যজতি" ইত্যাদি। সাঙ্গ-প্রধান-কর্ম্মের প্রয়োগৈক্য-বোধক যে বিধি, তাহাকে প্রয়োগবিধি বলা হইয়া থাকে। এই প্রয়োগবিধি কেহ বলেন শ্রুতিপ্রাপ্ত, কেহ বলেন কল্পনীয়। কর্ম্মের স্বরূপ দ্বিবিধ ;—একটী গুণকর্ম্ম, অপরটী অর্থকর্ম্ম। তন্মধ্যে ক্রতুর কারক সকলকে আশ্রয় করিয়া বিহিত যে কর্ম্ম, তাহাকে গুণকর্ম্ম বলা হইয়া থাকে ; এই গুণকর্ম্ম উৎপত্তি, আপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি-ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত," "যূপং তক্ষতি" ইত্যাদি স্থলে আধান ও তক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার-বিশেষ-বিশিষ্ট অগ্নিযূপাদির উৎপত্তি। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ," "গাং পয়ো দোগ্ধি," ইত্যাদি স্থলে অধ্যয়ন-দোহনাদির দ্বারা বিদ্যমান-স্বাধ্যায়পয়ঃ প্রভৃতির প্রাপ্তি। "সোমমভিষুণোতি," "ব্রীহীনবহন্তি," "আজ্যং বিলাপয়তি" ইত্যাদি স্থলে অভিষব, অবঘাত ও বিলাপন দ্বারা সোমাদির বিকার। "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি", "পত্ন্যবেক্ষতে" ইত্যাদি স্থলে প্রোক্ষণ, অবেক্ষণাদি দ্বারা ব্রীহ্যাদি-দ্রব্যসকলের সংস্কার। এই কর্ম্ম-চতুষ্টয় সর্ব্বদা অঙ্গকর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রতু-কারক-সকলকে আশ্রয় না করিয়া যে কর্ম্ম বিহিত হয়, তাহাকে অর্থকর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এই অর্থকর্ম্ম অঙ্গ ও প্রধানভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যে কর্ম্ম অন্যার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে অঙ্গ এবং যাহা অন্যার্থ প্রযুক্ত নহে, তাহাকে প্রধান বলা হইয়া থাকে। পুনশ্চ উক্ত অঙ্গ সন্নিপত্যোপকারক ও আরাদুপকারকভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কর্ম্মাঙ্গ দ্রব্যাদির উদ্দেশে বিধীয়মান অথচ প্রধানের স্বরূপ-নির্ব্বাহক যে অঙ্গ, তাহাকে সন্নিপত্য-উপকারক বলা হইয়া থাকে, যেমন ফলোপকারী অবহনন-প্রোক্ষণাদি। কর্ম্মাঙ্গ দ্রব্যাদির উদ্দেশ না করিয়া, কেবল বিধীয়মান যে কর্ম্ম, তাহাকে আরাদুপকারক বলা হইয়া থাকে, যেমন প্রযাজাদি। উক্তরূপে সম্পূর্ণ অঙ্গ-সংযুক্ত যে বিধি, তাহাকে প্রকৃতি এবং বিকলাঙ্গসংযুক্ত বিধিকে বিকৃতি বলা হইয়া থাকে। প্রদর্শিত প্রকৃতিবিকৃতি উভয়-বিলক্ষণ বিধি

দর্বী-হোমরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য জ্ঞাতব্য-বিষয়-সকল স্বয়ং বুদ্ধি-প্রতিভা-সাহায্যে "ঊহ" করিয়া লইতে হইবে। পাঠকগণ, এই আমি আপনাদের ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির জন্য অতিসংক্ষেপে বিধিভাগ-নিরূপণ করিলাম।

লক্ষণা-সাহায্যে প্রাশস্ত্য ও নিন্দা, এই উভয়ের অন্যতর-প্রতিপাদন-পর-বিধি-শেষ-ভূত যে বাক্য, তাহাকে অর্থবাদ বলা যায়। গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ-ভেদে উক্ত অর্থবাদ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ অর্থের বোধক হইলে গুণবাদ বলা হইয়া থাকে, যেমন "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যাদি। প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত অর্থের বোধক হইলে অনুবাদ বলা যায়, যেমন "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" ইত্যাদি। পুনশ্চ প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ অথবা প্রমাণান্তর-সাহায্যে প্রাপ্তি-রহিত অর্থের বোধক হইলে তাহাকে ভূতার্থবাদ বলা হইয়া থাকে, যেমন "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" ইত্যাদি। অভিযুক্তগণের উক্তি অনুসারেও প্রমাণান্তর-বিরোধে গুণবাদ, প্রমাণান্তর দ্বারা অবধৃত হইলে, অনুবাদ এবং প্রমাণান্তরবিরোধ কিম্বা প্রমাণান্তর-প্রাপ্তির হান-বশে গুণবাদ ও অনুবাদের অভাবে ভূতার্থবাদ, এইরূপে ত্রিধা অর্থবাদ নিশ্চিত হইয়াছে। উদ্দিষ্ট ত্রিবিধ অর্থবাদেরই বিধি-স্তুতি-পরতা সমানা হইলেও, ভূতার্থবাদ-বাক্যের স্বার্থ-বিষয়েও দেবতাধি-করণন্যায়ে স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। অবাধিত ও অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকত্বই প্রামাণ্য। এতাদৃশ প্রামাণ্য বাধিতবিষয়ত্ব এবং জ্ঞাপকত্ব-প্রযুক্ত গুণবাদ ও অনুবাদে থাকিতে পারে না। পরন্তু স্বার্থে তাৎপর্য্য-রহিত হইলেও, ভূতার্থবাদ-বাক্যের ঔৎসর্গিক-প্রামাণ্য কখনই বিঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইরূপে অর্থবাদ-ভাগ নিরূপিত হইল।

বিধি এবং অর্থবাদ এতদুভয়-বিলক্ষণ-বেদভাগ বেদান্তরূপে পরি-গণিত। বেদান্ত-বাক্যের অজ্ঞাত-জ্ঞাপকতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানাংশের অপ্রতি-পাদকতা-নিবন্ধন বিধিত্ব সম্ভবপর নহে এবং স্বতঃ-পুরুষার্থ-পরমানন্দ-জ্ঞানা-ত্মক-ব্রহ্মরূপ-স্বার্থে উপক্রম এবং উপসংহারাদি-ষড়্‌বিধ-তাৎপর্য্য লিঙ্গবত্তা-প্রযুক্ত স্বতঃ-প্রমাণভূত-বেদান্তবাক্য অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা সমুদায় বিধি-বাক্যের স্বশেষতা আপাদন পূর্ব্বক স্বয়ং অনন্যশেষতা-বশতঃ অর্থবাদরূপও

নহেন। অতএব বিধি ও অর্থবাদ, এতদুভয়-বিলক্ষণ-বেদান্তবাক্যের স্বতঃপ্রামাণ্য ও অখণ্ড আনন্দাত্মক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবে তাৎপর্য্য-সমন্বয় নিতরাং সমর্থিত হইতেছে। যদিচ উক্ত বেদান্ত-বাক্য কোন স্থলে অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্বমাত্রে বিধিরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে এবং বিধিপদরহিত হইয়াও, বেদান্ত-বাক্য প্রমাণবাক্যত্ব-প্রযুক্ত স্থল-বিশেষে ভূতার্থবাদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথাপি বেদান্ত-বাক্যের বিধি ও অর্থবাদ এই উভয়-বিলক্ষণতা প্রতিপাদিতা হওয়ায়, কোনরূপ দোষের অবকাশ হইতে পারে না। শাস্ত্রকারগণ উক্তরূপে ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ-নিরূপণ সমাপ্ত করিয়া, ফল-নিষ্পত্তি-কল্পে বলিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ড, গুণকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডাত্মক বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের একমাত্র হেতু। উক্ত বেদ হৌত্র, আধ্বর্যব ও ঔদ্গাত্র, এই প্রয়োগত্রয়-সাহায্যে যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ ঋগ্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ-ভেদে ভিন্ন। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ অবলম্বনে হৌত্র প্রয়োগ, যজুর্ব্বেদ অবলম্বনে আধ্বর্য্যব প্রয়োগ এবং সামবেদ অবলম্বনে ঔদ্গাত্র প্রয়োগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত প্রয়োগত্রয় হইতে অতিরিক্তরূপে ব্রাহ্ম ও যজমান নামে প্রসিদ্ধ প্রয়োগদ্বয় আপাততঃ বিভিন্ন আকারে প্রতীত হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে ঐ প্রয়োগদ্বয় পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগত্রয় হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু বেদ-বিভেদ-হেতু পূর্ব্ব-প্রয়োগত্রয়েরই অন্তর্গত। যদিচ অথর্ব্ববেদ যজ্ঞকার্য্যে অনুপযুক্ত, তথাপি শান্তিক, পৌষ্টিক এবং আভিচারিকাদি-কর্ম্ম-প্রতিপাদকত্ব-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত-বেদত্রয় হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ জানিতে হইবে। এইরূপে প্রবচন-ভেদে প্রতি-বেদে বিভিন্ন আকারে বহুশাখা ভূয়সী বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। নদী-সকলের গম্য এক সমুদ্র আয়তনের ন্যায় শাস্ত্র-প্রস্থান-সকলের এক-গম্য আয়তন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য উপক্রমাদি লিঙ্গবশে অবধৃত হওয়ায়, বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডে বহু-ব্যাপার-ভেদ সত্ত্বেও ভগবান্ বাদরায়ণ-কৃত বেদ-তরু-শাখা-সকলের ব্রহ্মকাণ্ড নামে এক-রূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে "বেদচতুষ্টয়ের অথবা শাখা-সমুদায়ের অবান্তর-প্রয়োজন-ভেদ অবলম্বন করিয়াই, উপরিতন গ্রন্থে ভেদ কথিত হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত বেদাঙ্গ-সকলের প্রয়োজন কীর্ত্তনের অবসর উপস্থিত হওয়ায়, পূর্ব্ব-উদ্দিষ্ট-শিক্ষাদি-বেদাঙ্গের সংক্ষিপ্ত-বিবরণে এক্ষণে আমাকে যত্ন করিতে হইবে। বেদাঙ্গ-ষট্‌কের মধ্যে প্রথমতঃ শিক্ষার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতাদি-বিশিষ্ট-স্বর এবং ব্যঞ্জনাত্মক-বর্ণ-সকলের উচ্চারণে বিশেষ জ্ঞানলাভ শিক্ষার প্রয়োজন। যদি শিক্ষা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-জাত-জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে, মন্ত্র সকল যথেচ্ছ বা দুষ্ট-ভাবে উচ্চারিত হইয়া, অনর্থ ফল প্রসব করে। এ বিষয়ে প্রমাণরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, উদাত্তাদি স্বর অথবা বর্ণ-বিশেষ দ্বারা হীন, মিথ্যাভাবে প্রযুক্ত মন্ত্র শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অর্থের কথন অর্থাৎ সাধন করে না; পরন্তু স্বর-বর্ণ-বিহীন সেই বাগ্‌-বজ্র-স্থানীয়-মন্ত্র যজমানের বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র প্রভৃতি স্বর অথবা বর্ণানুসন্ধান-রহিত-মন্ত্রোচ্চারণ-জনিত অপরাধ-বশেই অসময়ে জীবনের মধ্যাহ্নকালে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্ব-বেদ-সাধারণী শিক্ষা মহর্ষি পাণিনি-কর্ত্তৃক "অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদিরূপে পঞ্চ অথবা নব-খণ্ডে প্রকাশিতা হইয়াছে। প্রতিবেদ-শাখা অনুসারে অন্যান্য মুনিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত প্রাতিশাখ্য-সংজ্ঞিত বিভিন্নরূপ-শিক্ষাগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

প্রথম-বেদাঙ্গ শিক্ষার প্রয়োজন-কীর্ত্তনের পরে, দ্বিতীয়-বেদাঙ্গ ব্যাকরণের প্রয়োজন-কথনে অবসর উপস্থিত হইয়াছে। বৈদিক-পদ-সমুদায়ের সাধুত্ব-জ্ঞান-সাহায্যে ঊহাদি ব্যাকরণ-শাস্ত্রের প্রয়োজন। "বৃদ্ধিরাদৈচ্‌" ইত্যাদি অধ্যায়াষ্টকাত্মক উক্ত ব্যাকরণ শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের প্রসাদবশে ভগবান্ পাণিনি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত-পাণিনি-ব্যাকরণ অতি-দুর্ব্বোধ হওয়ায়, পরম-কৃপালু মহামুনি কাত্যায়ন দয়া-পরবশতা-প্রযুক্ত পাণিনীয়-সূত্র-সমুদায়ের উপর উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত অর্থ-প্রকাশক বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন। বার্ত্তিক প্রণীত হইলেও, আধুনিক-মন্দমতি-মানবগণের সুখ-বোধের জন্য বার্ত্তিকোপরি ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উক্তরূপে

মুনিত্রয়-প্রণীত-বেদাঙ্গ-ব্যাকরণ মাহেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কৌমার আদি অন্যান্য-ব্যাকরণ-সকল বেদাঙ্গ নহে; কিন্তু লৌকিক-প্রয়োগমাত্রের পরিজ্ঞানার্থ ঐ সকল ব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে, ইহা বিদ্বদ্বৃন্দ স্বয়ং অবগত হইবেন।

শিক্ষা এবং ব্যাকরণ সাহায্যে বর্ণোচ্চারণ ও পদসাধুত্ব অবগতির অনন্তর বৈদিক-মন্ত্রগত-পদ-সমূহের অর্থ অবগত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা হইলে, তদর্থে ভগবান্ যাস্ক "সমাম্নায়ঃ সমাম্নাতঃ, সব্যাখ্যাতব্যঃ" ইত্যাদি ত্রয়োদশাধ্যায়াত্মক নিরুক্ত রচনা করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত-গ্রন্থে নাম, আখ্যাত, নিপাত ও উপসর্গ-ভেদে চতুর্ব্বিধ-পদজাত-নিরূপণের অনন্তর বৈদিক-মন্ত্র-পদ-সকলের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্র-সকলেরও অনুষ্ঠেয় অর্থ-প্রকাশন দ্বারা যাগের প্রতি করণভাব নিশ্চিত হওয়ায় এবং বাক্যার্থ-জ্ঞানের পদার্থ-জ্ঞানাধীনতা-প্রযুক্ত মন্ত্রস্থ-পদার্থ-জ্ঞানের জন্য তৃতীয়-বেদাঙ্গ নিরুক্তের অবশ্য অপেক্ষণীয়তা স্পষ্টতঃ উপলব্ধা হইতেছে, অন্যথা বৈদিক-কর্ম্মকলাপের সম্যক্ অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে না। পুনশ্চ "সৃণ্যেব জর্ভরীতুর্ফরীতুন" ইত্যাদি অতি দুরূহার্থক বেদভাগের প্রকারান্তরে অর্থ-পরিজ্ঞানের অসম্ভাবনীয়তা প্রযুক্তও নিরুক্তের নিতরাং আদরণীয়তা সমর্থিতা হইতেছে। এইরূপে নিঘণ্টু সকলও বৈদিক-দ্রব্য-দেবতাত্মক-পদার্থ-নিচয়ের পর্য্যায়-শব্দস্বরূপ; সুতরাং নিরুক্তের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। তত্রাপি নিঘণ্টু-সংজ্ঞক পঞ্চ অধ্যায়াত্মক গ্রন্থ ভগবান্ যাস্ক কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। তথা অমরহেমচন্দ্রাদি-প্রণীত অন্যান্য কোষ-গ্রন্থসকলও নিঘণ্টুরূপতা প্রযুক্ত নিরুক্তান্তর্গতই জানিতে হইবে।

এইরূপে ঋঙ্মন্ত্র-সকলের পাদ-বদ্ধচ্ছন্দো-বিশেষ-বিশিষ্টতা-প্রযুক্ত ছন্দোবিশেষের অপরিজ্ঞানে নিন্দা পরিশ্রুতা হওয়ায়, পুনশ্চ ছন্দো-বিশেষ-নিমিত্ত অনুষ্ঠানবিশেষের বিধান-হেতুক চ্ছন্দো-জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সমুদিতা হইলে, চতুর্থ-বেদাঙ্গ চ্ছন্দঃ প্রকাশার্থ "ধীশ্রীস্ত্রীং" ইত্যাদি অষ্টাধ্যায়াত্মিকা চ্ছন্দোবিচিতি চ্ছন্দঃশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক ভগবান্ পিঙ্গলনাগ কর্ত্তৃক বিরচিতা হইয়াছে। উক্ত চ্ছন্দঃশাস্ত্রে "অথ লৌকিকম্" ইত্যন্ত

অধ্যায়ত্রয়ে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সপ্ত-চ্ছন্দঃ-সমুদয় অবান্তর-ভেদের সহিত প্রসঙ্গবশতঃ নিরূপিত হইয়াছে। পুনরপি "অথ লৌকিকম্" এইরূপে আরম্ভ করিয়া, অধ্যায়পঞ্চক দ্বারা পুরাণ ও ইতিহাস আদি বিষয়ে উপযোগী লৌকিক-চ্ছন্দঃ-সকল প্রসঙ্গানুসারে ব্যাকরণে লৌকিক-পদ-নিরূপণের ন্যায় নিরূপিত হইয়াছে।

পূর্ব্বরীতি অনুসারে বৈদিক-কর্ম্মাঙ্গ-দর্শাদি-কাল-পরিজ্ঞানের জন্য পঞ্চম বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র ভগবান্ আদিত্য-দেব রচনা করিয়াছেন এবং পরে গর্গ আদি মুনিগণ আদিত্যদেব-প্রণীত-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বহুধা বিস্তৃতি-সাধন করিয়াছেন। পুনশ্চ ষষ্ঠ বেদাঙ্গ শাখান্তরীয়-গুণোপসংহার দ্বারা বৈদিক অনুষ্ঠান-ক্রম-বিশেষ-জ্ঞানের জন্য কল্পসূত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছে। উক্ত কল্প-সূত্র-সকল প্রয়োগত্রয়-ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে হৌত্র-প্রয়োগ-প্রতিপাদক-কল্পসূত্র আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন আদি-প্রণীত, আধ্বর্য্যব-প্রয়োগ-প্রতিপাদক কল্প-সূত্র বোধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন আদি-প্রণীত এবং ঔদ্গাত্র-প্রয়োগ-প্রতিপাদক কল্প-সূত্র-সকল লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণাদি-প্রণীত জানিতে হইবে। এইরূপে বেদাঙ্গ-ষট্কের প্রয়োজন-ভেদ যথাযথ নিরূপিত হইল।

এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত উপাঙ্গ-চতুষ্কের প্রয়োজন-ভেদ বিবৃত করিবার অবসর উপস্থিত হওয়ায়, তদ্বিষয়ে আমাকে উপযুক্ত যত্ন অবলম্বন করিতে হইবে। উপাঙ্গ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমতঃ পুরাণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত-প্রতিপাদক-বেদার্থ-বর্ণন-পর ব্যাসাদি-মুনি-প্রণীত-পঞ্চলক্ষণান্বিত-শাস্ত্র সামান্যতঃ পুরাণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু বিশেষতঃ সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশ্যানুচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয় এই দশ-লক্ষণান্বিত অষ্টাদশ-মহাপুরাণের কর্ত্তা সত্যবতী-সুত ভগবান্ বেদব্যাস। সর্ব্বজ্ঞ-বাদরায়ণ-প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম যথা—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, এবং ব্রহ্মাণ্ড। ক্রমে দশসহস্র, পঞ্চপঞ্চাশৎ

সহস্র, ত্রয়োবিংশতি সহস্র, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, অষ্টাদশ সহস্র, পঞ্চবিংশতি সহস্র, নব সহস্র, চতুঃশতাধিক-পঞ্চদশ সহস্র, পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র, অষ্টাদশ সহস্র, একাদশ সহস্র, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, শতাধিক একাশীতি সহস্র, দশ সহস্র, সপ্তদশ সহস্র, চতুর্দ্দশ সহস্র, ঊনবিংশতি সহস্র ও দ্বাদশ সহস্র, সমুদায়ে চতুর্লক্ষ-শ্লোক-পূর্ণ অষ্টাদশ-মহাপুরাণের অন্তর্গত-প্রাগুক্ত-সর্গ-প্রতিসর্গাদি-পঞ্চলক্ষণান্বিত, ভগবদ্-বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ-মহাপুরাণ-সদৃশ, নানা-মুনি আদি নির্ম্মিত অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম যথা—প্রথম সনৎকুমারোক্ত, দ্বিতীয় নারসিংহ, তৃতীয় কুমার কর্ত্তৃক অনুভাষিত বায়বীয়, চতুর্থ সাক্ষাৎ নন্দীশ-ভাষিত শিবধর্ম্মাখ্য, পঞ্চম অতীব আশ্চর্য্যজনক দুর্ব্বাসঃ-কথিত, ষষ্ঠ শ্রীনারদীয়, সপ্তম নন্দিকেশ্বর, তথা অষ্টম শুক্রাচার্য্য-কথিত, অনন্তর নবম কাপিল, দশম বারুণ, একাদশ শাম্ব, দ্বাদশ কালিকা, ত্রয়োদশ মাহেশ্বর, তথা চতুর্দ্দশ পাদ্ম, পঞ্চদশ সর্ব্বার্থসাধক দৈব, ষোড়শ পরাশর-কথিত, সপ্তদশ মারীচাখ্য ও অষ্টাদশ শ্রীভাস্কর-দেবাখ্য। উক্তরূপে অনেক-প্রকার উপপুরাণ-সকলের অষ্টাদশ-মহাপুরাণে অন্তর্ভাব জানিতে হইবে।

উপপুরাণ-সমূহের প্রয়োজন-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক এক্ষণে ন্যায়-শাস্ত্রের প্রয়োজন কথিত হইতেছে। তর্ক-বিদ্যা অথবা আন্বীক্ষিকী যাহার পর্য্যায়, তাদৃশ-পঞ্চাধ্যায়াত্মক-ন্যায়শাস্ত্র মহর্ষি-গৌতম-কর্ত্তৃক-প্রণীত হইয়াছে। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানাখ্য-ষোড়শ-পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-সমুদয়ে নিঃশ্রেয়সাধিগম ন্যায়-শাস্ত্রের প্রয়োজন। উক্ত ন্যায়-শাস্ত্রের অন্তর্গত দশ অধ্যায়াত্মক-বৈশেষিক-শাস্ত্র কণাদ-কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। অভাব-পদার্থ যাহাদিগের সপ্তম, তথাভূত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়াখ্য-ষড়্বিধ-ভাবপদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-নিরূপণ দ্বারা ব্যুৎপাদন বৈশেষিক-শাস্ত্রের প্রয়োজন। ইহাও ন্যায়-পদ দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় উপাঙ্গ-মীমাংসা-শাস্ত্রও কর্ম্মমীমাংসা ও শারীরকমীমাংসাভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা", ইত্যাদি এবং "অন্বাহার্য্যে চ

দর্শনাৎ", ইত্যন্ত ভগবান্ জৈমিনি-কর্ত্তৃক-প্রণীত-কর্ম্ম-মীমাংসা-শাস্ত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের ক্রমিক-বিষয় যথা—প্রথম ধর্ম্ম-প্রকরণ বা প্রমাণ, দ্বিতীয় ধর্ম্ম-ভেদাভেদ, তৃতীয় শেষ-শেষি-ভাব, চতুর্থ ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থভেদে প্রযুক্তি-বিশেষ, পঞ্চম শ্রুত্যর্থ-পাঠনাদিক্রমভেদ, ষষ্ঠ অধিকার-বিশেষ, সপ্তম সামান্যাতিদেশ, অষ্টম বিশেষাতিদেশ, নবম ঊহ, দশম বাধ, একাদশ তন্ত্র ও দ্বাদশ প্রসঙ্গ। তথা ভগবান্ জৈমিনি আচার্য্য-কর্ত্তৃক-প্রণীত অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মক-সঙ্কর্ষণ-কাণ্ডও দেবতা-কাণ্ড-সংজ্ঞা দ্বারা প্রসিদ্ধ হইলেও, উপাসনাখ্য কর্ম্ম-প্রতিপাদকত্ব-প্রযুক্ত কর্ম্মমীমাংসার অন্তর্গত জানিতে হইবে।

পুনশ্চ, অধ্যায়-চতুষ্টয়াত্মক "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", ইত্যাদি এবং "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", ইত্যন্ত-শারীরক-মীমাংসা-শাস্ত্র ভগবান্ বাদরায়ণ-কর্ত্তৃক বিরচিত। উক্ত শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-সাক্ষাৎকার-হেতুভূত-শ্রবণাখ্য-বিচার-প্রতিপাদক-বহুতর-ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-মীমাংসা-দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে যাবতীয়-বেদান্ত-বাক্যের সাক্ষাৎ, অথবা পরম্পরা-বশে প্রত্যগভিন্ন অদ্বিতীয়-পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবে তাৎপর্য্য অবধারণরূপ-সমন্বয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে স্পষ্টব্রহ্ম-লিঙ্গযুক্ত বাক্যের বিচার, দ্বিতীয়-পাদে অস্পষ্ট-ব্রহ্ম-লিঙ্গ-যুক্ত উপাস্য-ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যের বিচার, তৃতীয়-পাদে অস্পষ্টব্রহ্ম-লিঙ্গযুক্ত প্রায়শঃ জ্ঞেয়-ব্রহ্ম-বিষয়ক-বাক্যের বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্তরূপে পাদ-ত্রয় দ্বারা বাক্য-বিচার, সমাপ্ত করিয়া, চতুর্থ-পাদে প্রধান-বিষয়ত্বরূপে সন্দিহ্যমান অব্যক্ত, অজ আদি পদ সকলের চিন্তা করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে উক্ত-বিচার-প্রণালী অবলম্বনে বেদান্ত-বাক্যের অদ্বিতীয়-পরমব্রহ্মস্থানীয়-মহেশ্বর-দেবে তাৎ-পর্য্য-সমন্বয় সিদ্ধ হইলে, অনন্তর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমন্বয়-বিষয়ে সম্ভাবিত-স্মৃতি ও তর্ক-নিমিত্ত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া, তাহার পরিহার করা হইয়াছে। সুতরাং অবিরোধ এবং অন্যদুষ্টতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রমেয় বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আদ্য-পাদে সাংখ্য, যোগ ও কাণাদ আদি স্মৃতি এবং সাংখ্যাদি-প্রযুক্ত-তর্ক-সমূহের সহিত বেদান্ত-সমন্বয়ের

বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়-পাদে সাংখ্যাদি-মত-সকলের দুষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ, বাদবিচার সর্ব্বত্রই স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষ-নিরাকরণরূপ পক্ষদ্বয়াত্মক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়-পাদে মহাভূত-সকলের সৃষ্টি আদি বিষয়ে শ্রুতি-সমূহের পরস্পর-বিরোধ পূর্ব্বভাগ-সাহায্যে পরিহার করিয়া, অনন্তর উত্তর-ভাগ অবলম্বনে জীব-বিষয়িণী শ্রুতি-সকলের পরস্পর-বিরোধের পরিহার করা হইয়াছে এবং চতুর্থ-পাদে ইন্দ্রিয়-বিষয়ে শ্রুতি-সকলের পরস্পর-বিরোধ-পরিহার করিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি-সাধন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সাধন-নিরূপণ। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম-পাদে জীবের পরলোক-গমন-নিরূপণ দ্বারা বৈরাগ্য উৎপাদনে চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়-পাদে পূর্ব্বভাগে "ত্বং"-পদার্থ এবং উত্তরভাগে "তৎ"-পদার্থ পরিশোধিত হইয়াছে। তৃতীয়-পাদে নির্গুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ে নানা-শাখা-মধ্যে পঠিত-পুনরুক্ত-পদ-সকলের উপসংহার করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গাধীন সগুণ-ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ে শাখান্তরীয়-গুণ-সকলের উপসংহার ও অনুপ-সংহার নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ-পাদে নির্গুণ-ব্রহ্ম-বিদ্যার বহিরঙ্গ-সাধন আশ্রম-যজ্ঞাদি ও অন্তরঙ্গ-সাধন শম-দম-নিদিধ্যা-সনাদি নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় সগুণ ও নির্গুণ-বিদ্যা-দ্বয়ের ফল-বিশেষ-নির্ণয়। তন্মধ্যে প্রথম-পাদে শ্রবণ ও মননাদির আবৃত্তি সহকারে নির্গুণ-ব্রহ্ম, অথবা উপাসনার আবৃত্তি দ্বারা সগুণ-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিয়া, জীবিত-পুরুষের পাপ-পুণ্যের অলেপ-লক্ষণ-জীবন্মুক্তি অভিহিতা হইয়াছে। দ্বিতীয়-পাদে ম্রিয়মাণ-ব্যক্তির উৎক্রান্তি-প্রকার চিন্তিত হইয়াছে। তৃতীয়-পাদে সগুণ-ব্রহ্মোপাসক পুরুষ মৃত হইলে, তাঁহার উত্তর-মার্গ-প্রাপ্তি-কথন এবং চতুর্থ-পাদে পূর্ব্বভাগে নির্গুণ-ব্রহ্মবিৎ পুরুষের বিদেহ-কৈবল্য-প্রাপ্তি এবং উত্তর-ভাগে সগুণ-ব্রহ্মবিৎ পুরুষের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি অভিহিতা হই-য়াছে। ভগবান্ বেদব্যাস-কর্ত্তৃক-প্রণীত উত্তরমীমাংসারূপ এই বেদান্ত-দর্শন সর্ব্ব-শাস্ত্রের মূর্দ্ধদেশে অবস্থিত এবং অন্যান্য শাস্ত্রান্তর মূর্দ্ধন্য-বেদান্ত-শাস্ত্রের শেষভূত, অতএব মুমুক্ষু পুরুষগণ আদরের সহিত

শ্রীশঙ্করাচার্য্য-ভগবৎ-পাদোদিত-প্রকার অবলম্বন করিয়া, বেদান্ত-শাস্ত্রের রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করিবেন।

এক্ষণে চতুর্থ উপাঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ করিতে চেষ্টা করিব। ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রযোজক মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সংবর্ত্ত, শাতাতপ, পরাশর, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, আপস্তম্ব, উশনাঃ, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, দেবল, নারদ ও পৈঠীনসি-প্রভৃতি-প্রণীত, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিভাগশঃ প্রতিপাদক, যাবতীয়-সংহিতা-গ্রন্থ ধর্ম্ম-শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্-বেদব্যাস-কৃত মহাভারত ও ভগবদ্‌বাল্মীকি-বিরচিত-রামায়ণ স্বয়ং ইতিহাস ও কাব্যরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নিচয়ের অন্তর্ভূত জানিতে হইবে। পুনশ্চ, সাংখ্য-যোগাদি-শাস্ত্রের ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্তর্ভাব স্বীকৃত হইলেও, এ স্থলে স্ব-শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ দৃষ্ট হওয়ায় পৃথক্-সঙ্গতি-কথন করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অভ্রান্ত আচার্য্যোপদেশ কখনই নিরর্থক হইতে পারে না।

পূর্ব্ব-গ্রন্থে ঋগ্-বেদাদি-বেদ-চতুষ্টয়ের চারিটী উপবেদের কথা বলা হইয়াছে। অতএব এক্ষণে অবসর-প্রাপ্ত উপবেদ-চতুষ্টয়ের অনতি-বিস্তৃত-বিবরণে প্রযত্ন অবলম্বন করিতে হইবে। তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের সূত্র, শারীর, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, কল্প ও সিদ্ধিভেদে আটটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় ও অগ্নিবেশ্য-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং চরক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এই আয়ুর্ব্বেদকে অবলম্বন করিয়া, সুশ্রুত-কর্ত্তৃক পঞ্চস্থানাত্মক-প্রস্থানান্তর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বাগ্‌ভট্টাদি-কর্ত্তৃকও এই শাস্ত্রের বহুধা বিস্তৃতি সাধিতা হইয়াছে; সুতরাং শাস্ত্র-ভেদের কোন আশঙ্কা নাই। অপিচ, বাৎস্যায়ন-নির্ম্মিত পঞ্চ অধ্যায়াত্মক-কামশাস্ত্র সুশ্রুত-কর্ত্তৃক-বাজিকরণাখ্যকামশাস্ত্র অভিহিত হওয়ায়, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। এই কামশাস্ত্রের শাস্ত্রোদ্দীপিত-মার্গাবলম্বনে বিষয় উপভোগ করিলেও, দুঃখ-মাত্রে পর্য্যবসান-হেতুক বিষয়-বৈরাগ্য-মাত্রই প্রয়োজন অবগত হওয়া যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রেরও রোগ, রোগসাধন, রোগনিবৃত্তি এবং রোগনিবৃত্তির সাধন-জ্ঞান একমাত্র প্রয়োজন।

পাদ-চতুষ্টয়াত্মক-ধনুর্ব্বেদ্ বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। উক্ত ধনুর্ব্বেদে প্রথম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয় সংগ্রহপাদ, তৃতীয় সিদ্ধিপাদ এবং চতুর্থ প্রয়োগপাদ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম-পাদে ধনুর্লক্ষণ ও অধিকারিনিরূপণ করা হইয়াছে। যদিচ ধনুঃ-শব্দ চাপে রূঢ়, তথাপি চতুর্ব্বিধ আয়ুধেও ধনুঃশব্দের প্রবৃত্তি দেখা যায়। চতুর্ব্বিধ আয়ুধ যথা—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রযুক্ত। তন্মধ্যে মুক্ত চক্রাদি, অমুক্ত খড়্গাদি, মুক্তামুক্ত শল্যাবান্তরভেদাদি এবং যন্ত্রমুক্ত শরাদি। তত্রাপি মুক্তকে অস্ত্র ও অমুক্তকে শস্ত্র বলা যায়। উক্ত অস্ত্র ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, পাশুপত, প্রাজাপত্য ও অগ্নেয়াদি-ভেদে অনেকবিধ। এইরূপে কথিত সাধিদৈবত এবং সমন্ত্রক চতুর্ব্বিধ আয়ুধের প্রয়োগ ও উপসংহারাদিবিষয়ে যাঁহাদিগের অধিকার, সেই সকল ক্ষত্রিয়কুমার, অথবা তাহাদিগের অনুযায়িবর্গের পদাতি, রথারূঢ়, গজারূঢ় ও তুরঙ্গমারূঢ়ভেদে চাতুর্ব্বিধ্য এবং দীক্ষা, অভিষেক, শকুন ও মঙ্গলকরণাদিক সকল বিষয় ধনুর্ব্বেদীয়-প্রথম-পাদে নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-পাদে সকল শস্ত্র-বিশেষের এবং আচার্য্যের লক্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রহণ-প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। গুরু-সম্প্রদায়-সিদ্ধ-শস্ত্র-বিশেষ-সকলের পুনঃপুনঃ অভ্যাস এবং মন্ত্র ও দেবতা-সিদ্ধি-করণাদি সমস্ত বিষয় তৃতীয়-পাদে নিরূপিত হইয়াছে। পরিশেষে দেবতার্চ্চনা ও অভ্যাস আদি সাধন-সাহায্যে সিদ্ধ অস্ত্রবিশেষ-সমূহের প্রয়োগ চতুর্থ-পাদে নিরূপিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম্মাচরণ যুদ্ধ এবং দুষ্ট-দস্যু-চৌরাদি হইতে প্রজাপালন ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন। এইরূপে ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদি-ক্রমে ধনুর্ব্বেদ-শাস্ত্র ব্রহ্মর্ষি-বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। গান্ধর্ব্ব-বেদ-শাস্ত্র ভরত কর্ত্তৃক প্রণীত। উক্ত গান্ধর্ব্ব-বেদে নৃত্য, গীত ও বাদ্য-ভেদে বহুবিধ-বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। দেবতার আরাধনা ও নির্ব্বিকল্পক-সমাধি-প্রভৃতির সিদ্ধি গান্ধর্ব্ব-বেদ-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

অথর্ব্ব-বেদের উপাঙ্গ অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, গজশাস্ত্র,

শিল্পশাস্ত্র এবং চতুঃষষ্টিকলা-শাস্ত্রভেদে বহুবিধ। শৈবাগমোক্ত-চতুঃষষ্টি-কলা যথা—১ গীত, ২ বাদ্য, ৩ নৃত্য ৪ নাট্য, ৫ আলেখ্য, ৬ বিশেষ-কচ্ছেদ্য, ৭ তণ্ডুলকুসুমবলিবিকারসজ্জ, ৮ পুষ্পাস্তরণ, ৯ দশন, বসন ও অঙ্গরাগ, ১০ মণি-ভূমিকাকর্ম্ম, ১১শয়ন-রচন, ১২ উদকবাদ্য, ১৩ উদক-ঘাত, ১৪ চিত্রা-যোগ-সমূহ, অথবা অদ্ভুত-দর্শন-বেদিতা, ১৫ মালা-গ্রথন-বিকল্প-নিচয়, ১৬ শেখরাপীড়-যোজন, ১৭ নেপথ্য-যোগ, ১৮ কর্ণ-পত্রভঙ্গ-সমূহ, ১৯ গন্ধযুক্তি, ২০ ভূষণ-যোজন, ২১ ইন্দ্রজাল, ২২ কৌচু-মার-যোগ-সমূহ, ২৩ হস্ত-লাঘব, ২৪ চিত্রশাকাপূপ-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া-সমুদায়, ২৫ পানক-রস-রাগাসব-যোজন, ২৬ সূচীবাপকর্ম্ম-সূত্রক্রীড়া, ২৭ বীণা-ডমরুক-বাদ্য-সমূহ, ২৮ প্রহেলিকা, ২৯ প্রতিমালা, ৩০ দুর্ব্বচনক-যোগ অথবা দুর্ব্বঞ্চক-যোগসকল ৩১ পুস্তকবাচন, ৩২ নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, ৩৩ কাব্যসমস্যাপূরণ, ৩৪ পট্টিকা-বেত্র-বাণ-বিকল্প-সকল, ৩৫ তর্কুকর্ম্ম-সমূহ, ৩৬ তক্ষণ, ৩৭ বাস্তুবিদ্যা, ৩৮ রূপ্য-রত্ন-পরীক্ষা, ৩৯ ধাতু-বাদ, ৪০ মণিরাগজ্ঞান, ৪১ আকর-জ্ঞান, ৪২ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ-সকল, ৪৩ মেষ-কুক্কুটলাবক-যুদ্ধবিধি, ৪৪ শুক-সারিকাপ্রলাপন, ৪৫ উৎসাদন, ৪৬ কেশমার্জ্জন-কৌশল, ৪৭ অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন, ৪৮ ম্লেচ্ছতর্ক, অথবা ম্লেচ্ছি-তক-বিকল্পনিচয়, ৪৯ দেশ-ভাষা-জ্ঞান, ৫০ পুষ্প-শকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান, ৫১ যন্ত্রমাতৃকা, ৫২ ধারণ-মাতৃকা, ৫৩ অসংবাচ্য-সংপাঠ্য-মানসীকাব্য-ক্রিয়া-বিকল্প-নিচয়, ৫৪ অভিধান-কোশ-চ্ছন্দো-জ্ঞান, ৫৫ ক্রিয়া-বিকল্প-সমূহ, ৫৬ ললিত-বিকল্প, ৫৭ ছলিতকযোগ, ৫৮ বস্ত্রগোপন, ৫৯ দ্যূত-বিশেষ, ৬০ আকর্ষক্রীড়া, ৬১ বাল-ক্রীড়নক-নিচয়, ৬২ বৈনায়কী-বিদ্যা-জ্ঞান, ৬৩ বৈজয়িকী-বিদ্যা-জ্ঞান, ৬৪ বৈয়াসিকী, অথবা বৈতালিকী-বিদ্যা-জ্ঞান। এই চতুঃষষ্টি-কলাত্মক-শাস্ত্র নানা-মুনি-কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। উক্ত ঐ সকল কলাশাস্ত্রের লৌকিক এবং অলৌকিক তত্তৎ-প্রয়োজন-ভেদ বুদ্ধি-প্রতিভা-সম্পন্ন সর্ব্বার্থ-কুশল বিচক্ষণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বয়ং দ্রষ্টব্য। ন্যূনতা-প্রসঙ্গ-পরিহারার্থ এইরূপে অষ্টাদশ-বিদ্যা, "ত্রয়ী" শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" ইত্যাদি এবং "যদ্বা

তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ” ইত্যন্ত-ষড়ধ্যায়াত্মক-সাংখ্য-শাস্ত্র ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ কপিলদেব কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বিষয়-নিরূপণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধান-কার্য্য-নিরূপণ, তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়-বৈরাগ্য-নিরূপণ, চতুর্থ অধ্যায়ে পিঙ্গলা-কুমারাদি-বিরক্ত-জনগণের আখ্যায়িকা-কথন, পঞ্চম অধ্যায়ে পর-পক্ষ-নির্জ্জয় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে সর্ব্বার্থের সংক্ষেপ করা হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান সাংখ্যশাস্ত্রের প্রয়োজন।

“অথ যোগানুশাসনম্” ইত্যাদি এবং “পুরুষার্থ-শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং, স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতি-শক্তেরিতি” ইত্যন্ত-পাদ-চতুষ্টয়াত্মক-যোগ-শাস্ত্র ভগবান্ পতঞ্জলি-কর্ত্তৃক প্রণীত। তন্মধ্যে প্রথম-পাদে চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক যোগ এবং সমাধি-বৈরাগ্যরূপ তৎসাধন-নিরূপণ, দ্বিতীয়-পাদে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত-পুরুষেরও সমাধি-সিদ্ধির জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অঙ্গাষ্টক-নিরূপণ, তৃতীয়-পাদে যোগ-বিভূতি-সমূহের নিরূপণ এবং চতুর্থ-পাদে কৈবল্য-নিরূপণ করা হইয়াছে। বিজাতীয়-প্রত্যয়-নিরোধ দ্বারা নিদিধ্যাসন-সিদ্ধি যোগ-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

“অথাতঃ পাশুপত-যোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ” ইত্যাদি অধ্যায়-পঞ্চকাত্মক-পশুপতিমত আর্থাৎ পাশুপত শাস্ত্র পশুপাশ-বিমোক্ষণার্থ ভগবান্ পশুপতি কর্ত্তৃক বিরচিত। পাশুপত শাস্ত্রে অধ্যায়-পঞ্চক দ্বারা কার্য্য-রূপ-জীব পশু, কারণ পশুপতি ঈশ্বর, যোগ পশুপতিপদপঙ্কজে চিত্ত-সমাধান, এবং বিধি ভস্ম দ্বারা ত্রিসবন-স্নানাদি নিরূপিত হইয়াছে। দুঃখান্ত-সংজ্ঞক মোক্ষ পাশুপত-শাস্ত্রের প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত এই সকল কার্য্য, কারণ, যোগবিধি ও দুঃখান্ত পদার্থ পাশুপত-শাস্ত্রে আখ্যাত হইয়াছে। পুনশ্চ শৈব-মন্ত্র-শাস্ত্রও এই পাশুপত-শাস্ত্রের অন্তর্গত দেখিতে হইবে।

এক্ষণে শ্রীপুষ্পদন্ত-মুখ-পঙ্কজ-নির্গত একমাত্র “বৈষ্ণবমিতি” পদের বিবৃতি অবশিষ্ট থাকায়, বর্ত্তমান-পরিচ্ছেদের উপসংহার-মানসে উক্ত বৈষ্ণব-প্রস্থান-বিশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণে আমাকে যত্ন-পরায়ণ হইতে

হইবে। বৈষ্ণব-নারদ প্রভৃতি মহামুনিগণের কৃত পঞ্চরাত্রাগম-নামে প্রসিদ্ধ শাস্ত্র বৈষ্ণব-প্রস্থান-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। উক্ত বৈষ্ণব-প্রস্থানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ-পদার্থ-চতুষ্টয় সপরিকর প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বকারণ ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্বরূপ। অপিচ, উক্ত নারদীয়-পঞ্চরাত্রাগমে বাসু-দেবাখ্য-পরমেশ্বর হইতে সঙ্কর্ষণাখ্য-জীবের উৎপত্তি এবং ক্রমে সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নাখ্য মনের উৎপত্তি এবং প্রদ্যুম্নাখ্য মনঃ হইতে অনি-রুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের উৎপত্তি কথিতা হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনি-রুদ্ধ, ইঁহারা সকলে ভগবান্ বাসুদেবেরই অংশভূত এবং বাসুদেব হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন হইলেও, ব্যবহারাবসরে ভগবান্ বাসুদেবের মনো-বাক্-কায়-বৃত্তি-সাহায্যে অকপট অনুরাগ-সহকারে দীর্ঘকাল, আদর ও নৈরন্ত-র্য্যানুপ্রাণিতা আরাধনা করিয়া, অনন্তর কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকেন, ইহাও উক্ত শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং সেবা বা ভক্তি-লক্ষণা আরাধনা দ্বারা কৃতকৃত্যতালাভ উক্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রয়োজন, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। বৈষ্ণব মন্ত্রশাস্ত্রসকলও এই পঞ্চরাত্রমধ্যে অন্তর্ভূত এবং বামাগমাদি-শাস্ত্র বেদবাহ্যত্ব প্রযুক্ত উপেক্ষণীয়।

শাস্ত্রে এইরূপে প্রস্থান-ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রদায়-ভেদে প্রস্থান-সকল বহুধা-বিভিন্ন হইলেও, সংক্ষেপতঃ প্রস্থান ত্রিবিধ ;—সর্ব্ব-বাদিসিদ্ধ-প্রস্থান-ত্রয়ের মধ্যে প্রথম আরম্ভবাদ, দ্বিতীয় পরিণামবাদ, তৃতীয় বিবর্ত্তবাদ। পার্থিব, আপ্য, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-পর্য্যন্ত জগতের আরম্ভ করিয়া থাকে এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎকার্য্য কারক-ব্যাপার-বশে উৎপন্ন হয়, এই প্রথম পক্ষ আরম্ভবাদ তার্কিক ও মীমাংসকগণের অভিমত। সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক সাংখ্যস্মৃতি-পরিকল্পিত প্রধান মহদহঙ্কারাদি-ক্রমে জগদাকারে পরিণাম-প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উৎপত্তির পূর্ব্ব-কালেও সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত কার্য্য কারণ-ব্যাপার-বশে অভিব্যক্ত হয়, এই দ্বিতীয় পক্ষ পরিণামবাদ সাংখ্য, যোগ ও পাশুপত-সম্মত।

বৈষ্ণবগণও এই জগৎ ব্রহ্মদেবের পরিণামরূপ স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ংপ্রকাশরূপ অদ্বিতীয়-পরমানন্দ-স্বভাব মায়ী মহেশ্বরাখ্য ব্রহ্ম স্বকীয়-মায়াবশে মিথ্যা জগৎরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এই তৃতীয়-পক্ষ ব্রহ্মবাদিগণের সম্মত। যাবতীয়-প্রস্থান-কর্ত্তৃ-মুনি-গণের বিবর্ত্তবাদ-পর্য্যবসান দ্বারা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয়-পরমেশ্বরেই তাৎপর্য্য। প্রস্থানকর্ত্তা মুনিগণ সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা কখনই ভ্রান্ত নহেন। পক্ষান্তরে বহির্বিষয়-প্রবণ মানবগণের আপাততঃ পরম-পুরুষার্থে প্রবেশ-সম্ভাবনা না থাকায়, বিষয়-সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ-মনুজ-সম্প্রদায়ের নাস্তিক্য-নিবারণার্থ পূজ্যপাদ-মুনিগণ প্রস্থান-সকলের প্রকার-ভেদ-প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব মুনিগণের বিভিন্ন-প্রস্থান-প্রণয়নে অভিপ্রায় না বুঝিয়া, বেদ-বিরুদ্ধ-বিষয়ে তাৎপর্য্যকল্পনা-পুরঃসর তত্তৎমুনি-প্রণীত মত উপাদেয়-বোধে গ্রহণ-পূর্ব্বক রুচিবৈচিত্র্যবশে মানবগণ ঋজু, কুটিল নানা-পথের সেবা করিয়া থাকে; সুতরাং সকলের পক্ষে ঋজু মার্গে প্রবেশ অসম্ভব। যদি বল, বিপরীত-পথে প্রস্থিত মানব-নিবহের পরমেশ্বর-প্রাপ্তি অতীব দুর্ঘটা, তাহা হইলে আমরা বলিব, বিপরীত-পথে প্রস্থিত-ব্যক্তির পরমেশ্বর-প্রাপ্তি আপাততঃ দুর্ঘটরূপে প্রতীতা হইলেও, ক্রমশঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধি দ্বারা পশ্চাৎ ঋজু-মার্গ-সমাশ্রয়ণবশে পরমেশ্বরপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অর্ব্বাচীন-পদ-প্রদর্শন

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্মফণিনঃ,
কপালং চেতীয়ত্তব বরদ ! তন্ত্রোপকরণম্ ।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং,
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ ৮ ॥

অব্যবহিত-পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে সর্ব্ববিধ-শঙ্কার উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক সমুদ্রে নদী-সকলের ন্যায়, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবে সর্ব্ব-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্তপ্রকারাবলম্বনে শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপ-নিরূপণের অনন্তর সর্ব্ব-শাস্ত্র-সমর্থিত অর্ব্বাচীন-পদস্থ পরমপিতা পরমেশ্বরের জগৎ-রূপ-কুটুম্ব-ধারণের উপকরণ-সংগ্রহে যত্নপরায়ণ হইয়া, শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন, হে বরদ ! মহান্ অতিবিশালকায় উক্ষা অর্থাৎ বৃদ্ধ বৃষভ, খট্বা অর্থাৎ পর্য্যঙ্কাদি-শয়নীয় আসনবিশেষের অঙ্গ অর্থাৎ কাপালিক-প্রসিদ্ধ-পাদাবয়বভূত শ্রীশিব-শস্ত্রবিশেষ, অথবা দণ্ডের উপরিভাগে সংযুক্ত ব্রহ্মকপাল, পরশু, টঙ্ক অর্থাৎ পাষাণাদিবিদারণ-সাধন-কুঠার-রূপ আয়ুধ-বিশেষ, অজিন অর্থাৎ গজ-চর্ম্ম, অথবা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, ভস্ম অর্থাৎ দগ্ধ-গোময়াদিরূপ পাংশু, ফণী অর্থাৎ অনন্ত, বাসুকি আদি নাগগণ এবং কপাল অর্থাৎ মনুষ্য-মস্তকাস্থি এই পদার্থ-সপ্তক তোমার তন্ত্রোপকরণ, অর্থাৎ জগৎরূপ-কুটুম্ব-ধারণের মুখ্য-সাধন। হে সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ ! তুমি পরিপূর্ণ-পরমেশ্বর ও পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইলেও, বাহ্যতঃ তোমার বৃদ্ধ-বৃষভাদি অকিঞ্চিৎকর সপ্তবিধ-তন্ত্রোপকরণ শাস্ত্রমুখে শ্রবণ করিয়া, আসুরী-সম্পৎ-সম্পন্ন বিমূঢ়-মানবগণ যদি এরূপ আশঙ্কা করে যে, উক্ত উপকরণ-সমন্বিত, বৃষভবাহন, স্বয়ং অতি-দরিদ্র, মহেশ্বর ভক্তজনের স্তুতি-পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া, কি দান করিবেন ? যিনি

করে কপাল-ধারণ করিয়া, ভিক্ষার্থ দ্বারে দ্বারে ও শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন, তিনি ভক্তগণের কোন্ অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন ? তবে এই আশঙ্কা-পরিহারার্থ বলিতে হয়, হে মায়িন্! তোমারই মায়ায় মুগ্ধ-মানবগণ জানে না যে, দৈবী-সম্পৎ-সম্পন্ন সুরগণ তোমারই অনুগ্রহবশে তোমারই সেবা, অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে আরাধনা করিয়া, তোমারই ভ্রূ-প্রণিহিতা, অর্থাৎ ভ্রূবিক্ষেপমাত্রে সমর্পিতা বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-বরুণেন্দ্র-চন্দ্রাদিলোকাধিপত্যরূপা ঋদ্ধি অর্থাৎ লোকাতীত-স্বর্গীয় অসাধারণ ঐশ্বর্য্য-সম্ভার ধারণ করিতেছেন। হে সর্ব্বেশ্বর! বৃদ্ধ-বৃষভাদি-বাহনমাত্রে যদি চ তুমি অতি দরিদ্র, তথাপি তোমার ভৃত্য-বিধি-বাসব-বাসুদেব ও বায়ু-বরুণাদি-দেবগণ যে তোমারই প্রসাদে সুপ্রসিদ্ধা সেই সেই সমৃদ্ধি লাভ করিয়া, অতি সমৃদ্ধ হইয়াছেন, ইহা কি ব্যর্থ আশঙ্কা-পরায়ণ জন-নিচয়ের বিশেষতঃ অবগত হওয়া বিধেয় নহে? যুক্তি-সঙ্গত-বিচার ও বিবেকসাহায্যে ইহা কি অনুধাবন করিয়া, দেখা উচিত নহে যে, যিনি পরিচারকাদি অধিকারস্থ-বিভিন্ন-জনসম্প্রদায়ের ধনিকত্ব-প্রতিপাদন করেন, তিনি স্বয়ং আপাদ্য-ধনে ধনবান্ অপেক্ষা অবশ্যই লোক-প্রসিদ্ধ প্রচুরতর ধনবান্। পুনরপি আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি দেবদেব-শ্রীমন্মহেশ্বর উক্তরূপে বিধি-বিষ্ণু-বাসবাদির ঈশ্বরত্ব-সম্পাদন করিয়া থাকেন, তবে স্বয়ং মহেশ্বর হইয়াও মাত্র "মহোক্ষঃ" আদি পরিবারে পরিবৃত কেন? যিনি অন্য জনকে রাজ্যেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সুবর্ণ-পাত্রে পঞ্চাশৎ-ব্যঞ্জন-যুক্ত-ঘৃত-পয়ো-দধিসহ অন্ন-ভোজনের অনন্তর দুগ্ধ-ফেন-নিভসুকোমল-শয্যাসনের বিশাল-ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখ-লাভে অবসর দান করিয়াছেন, তিনি কি স্বয়ং কপাল-পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া, নিরন্তর যথা তথা ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন যে, যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগে আশা-বিসর্জ্জন করিয়া, সতত স্বীয় আত্মা অর্থাৎ নিত্য-চিদানন্দ-ঘন-স্বরূপে সমন্তাৎ রমণ বা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বিষয়-মৃগতৃষ্ণা, অর্থাৎ শ্রোত্রাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাখ্যবিষয়-পঞ্চকরূপা মরীচিকা কখনই বিভ্রান্ত বা মুগ্ধ

করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন রবি-রশ্মি-রূপা মৃগ-তৃষ্ণা জল-বিরুদ্ধ-স্বভাবা হইয়াও, ভ্রান্তিবশে জলময়ী-রূপে অবভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়-সকলও স্বভাবতঃ দুঃখ-স্বরূপ হইয়াও, ইন্দ্রিয়ার্থ-সেবী নরগণের সমক্ষে ভ্রান্তিবশতঃ সুখরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বিষয়-প্রেম-লুব্ধ-জীবও বিষয়লোভ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যদি একবার স্বস্বরূপভূত-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণে চিত্ত-সমর্পণফলে স্বাত্মারামতা প্রাপ্ত হইয়া, পুনরপি বিষয়াসক্ত না হয়, তবে স্ব-মহিম-প্রতিষ্ঠিত-স্বাত্মারাম-নিত্যমুক্ত পরমেশ্বর যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ-বিষয়-সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইবেন না, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার কি আছে? অতএব বৃষভারূঢ়া, খট্বাঙ্গ, পরশু, ফণী ও কপাল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত-ভুজ-চতুষ্টয়ে শোভমানা, চর্ম্মবসনা, ভস্মাঙ্গরাগধারিণী, ফণী ও কপালাদি-বিবিধ-ভূষণে বিভূষিতা শ্রীমতী মাহেশ্বরী মূর্ত্তির সবিশেষতত্ত্ব শ্রীমদ্‌গুরূপদেশ-সাহায্যে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণসরসিজযুগলই ভক্ত-ভাবুকবিচক্ষণ-দেব-মানবাদি-কর্ত্তৃক সতত আরাধনীয়। বাস্তবিকপক্ষে সাংখ্য-প্রসিদ্ধ পুরুষ, প্রধান, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ভূতপঞ্চক ও ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে মহোক্ষ, খট্বাঙ্গ, পরশু, অজিন, ভস্ম, ফণী ও কপালরূপে আত্মগোপন করিয়া, ভগবান্ মহেশ্বর-দেবের উপাসনা করিতেছেন। এই আগম-প্রসিদ্ধ তত্ত্বোপকরণ অবগত না হইয়া, যাহারা জগৎ-কুটুম্ব শ্রীবিশ্বনাথ-দেবের দরিদ্রতার উল্লেখ করে, সেই সকল অজ্ঞ-মানবের কখনই বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। পার্ব্বতী-পিনাক-পরিশোভিত, ভক্ত-হিতার্থে পরিগৃহীত, অর্ব্বাচীন-রূপের এতদতিরিক্ত-বিশেষবিবরণে যদি কেহ অভিলাষ করেন, তবে আমরা তাঁহাকে শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-প্রবন্ধের ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদ যত্ন সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। অতএব আসুন সাধক! অথবা ভক্ত পাঠক! আমরা সকলে মিলিত হইয়া, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সুধা-সম-শ্বেতকায়-বিশাল-বৃষভ-বরের নবনীত-কোমল-বিস্তৃত-পৃষ্ঠদেশে আস্তৃত-মণিময়-রত্ন-সিংহাসনে পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া, বাম-পার্শ্বে উপবিষ্টা বিধি-বিষ্ণু-বাসবাদি-বন্দিতা ত্রিলোক-পূজিতা গতি-দায়িনী গণেশজননীর

নমনাবসরপ্রাপ্ত প্রণত দেবেন্দ্রের মৌলিগত-মুকুট-মণ্ডন-স্বরূপ-মন্দার-মালা হইতে বিনিঃসৃত-মকরন্দরসে রঞ্জিত অরুণবর্ণ শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলের অনুকম্পা, অথবা তাঁহার বিকসিত-রক্তোৎপল-দল-সদৃশ আকর্ণ-বিশ্রান্ত আয়ত নয়নের কৃপা-কটাক্ষ-সাহায্যে যিনি সকাম-ভক্ত-জনগণের মনঃপ্রাণাহ্লাদ-জনক সকলার্থ দান করিয়া থাকেন, যিনি অপার-সংসার-পারাবারে পার-সাধন-দীর্ঘ-নৌকা-স্থানীয়-নিজ-পদাম্ভোজ-যুগল নিজ ভক্ত-গণের রজোরাগরহিত-সত্ত্ব-সুধা-ধবল-নির্ম্মল-মানসে স্থিরভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া, মুমুক্ষু জনগণের চিরবাঞ্ছিত-মুক্তি প্রদান করেন, গণেশ-জননীর স্নেহ-সুখময়-সুকোমল-উৎসঙ্গে উপবিষ্ট ঢুণ্ঢিরাজের তুণ্ডরূপ অসি-সঞ্চালন করিয়া, যিনি ভবেশ-চরণে রতি-পরায়ণ ভক্ত জীব-নিবহের ভজন-মার্গে বাধাপ্রদ-প্রৌঢ়-বিঘ্নবন সমূলে উন্মূলিত করিতেছেন, পুনশ্চ যিনি চর্ম্ম ও কপালিকাদি উপকরণ ধারণ করিয়া, গুণ-বৈতৃষ্ণ্যরূপ বশীকার-নামধেয় পরম-বৈরাগ্য-সুখ হইতে শ্রেষ্ঠতম অপর প্রার্থনীয় কিছুই নাই, এই বেদসার-সাধনতত্ত্বের অবিরাম উপদেশ করিতেছেন, স্থির-চর-সুরনর-নিকেতন অনঘ অন্তর্বিধুর সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকাশিকেশ্বর শঙ্করদেবের শিবময় চরণবন্দনা-পুরঃসর ভক্তিভরে করযোড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

স্তুতি-প্রকার-নিরূপণ

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং,
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন ! তৈর্বিস্মিত ইব,
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা ॥ ৯ ॥

অব্যবহিত অর্ব্বাচীন পদ-প্রদর্শন-পরিচ্ছেদে পূর্ব্বোক্তরূপে সুরাসুরনর-দেব-দানবাদির নিরতিশয় স্তবনীয়, লোকনাথ, ললাট-লোচন, ত্রিলোচন-দেবের ভক্তজন-আহ্লাদ-জনক পার্ব্বতী-পরিশোভিত সগুণ-স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, এবং "স্তুত্যনর্হতা" "শাস্ত্রতাৎপর্য্যাবধারণ" প্রভৃতি পরিচ্ছেদে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-দেবের নির্গুণ-স্বরূপ অবধৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ক্রমপ্রাপ্ত স্তুতিপ্রকার-নিরূপণে অবসর উপস্থিত হওয়ায়, তদ্বিষয়ে যত্নাবলম্বন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছি। হে ত্রিপুরমথন ! তোমার শ্রীশিব-মহিম-বিকাশে প্রবৃত্ত হইয়া, আমাকে নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছে। কারণ, নানা মুনির নানা মত, কোন্ মত অবলম্বন করিয়া যে :তোমার শ্রীমাহাত্ম্যের বিকাশ-সাধন করিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতানুসারী কোন ব্যক্তি বলেন, কার্য্য-মাত্রই সৎ। তাৎপর্য্য এই যে, সাংখ্য-মতে কার্য্যের সর্ব্বকাল-বৃত্তিত্ব-লক্ষণ সত্ত্বের সিদ্ধি না হইলে, জগতের মুল প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধানের সিদ্ধি হইতেই পারে না। অতএব প্রধান-সাধনার্থ কার্য্য ও কারণের সৌসাদৃশ্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক ত্রিগুণাত্মক-প্রধানের বিকাররূপ-ত্রিগুণ-কার্য্যাধিকরণে পূর্ব্বোক্ত-সর্ব্বকাল-বৃত্তিত্ব-লক্ষণ সত্ত্ব-সিদ্ধির জন্য তাঁহারা সর্ব্ব-কার্য্যই "সৎ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কারণ-ব্যাপারের অনন্তর কার্য্য-সত্ত্ব নৈয়ায়িক আদি কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায়, নৈয়ায়িক-তনয়ের উদ্ভাবিত-সিদ্ধ-সাধনাখ্য-দোষ-নিরাসার্থ

প্রধানবাদিগণ কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া, কারণ-ব্যাপারের অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বকালেও কার্য্য-সত্ত্ব সাধন করিয়াছেন। অনুদ্ভূততা-প্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ হইলেও, উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি কারণে সূক্ষ্মরূপে কার্য্যের অবস্থিতি অঙ্গীকৃতা না হয়, তবে কোন কালেও কার্য্যের সত্ত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রকৃত-প্রস্তাবে অসৎই হয়, তবে উৎপত্তির অনন্তর নৈয়ায়িকনয়ে কার্য্যের সত্ত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে কিরূপে? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ সমুত্থিত হইতে পারে। নৈয়ায়িকনয়ে দৃঢ়তররূপে আরূঢ় তার্কিকগণ যদি বলেন, কার্য্য উৎপত্তির প্রাক্‌কালে অসৎ হইলেও, কারণব্যাপার-সাহায্যে মৃৎপিণ্ড, তন্তু ও সুবর্ণাদি সমবায়ী কারণ-পদার্থ হইতে ঘট, পট ও কুণ্ডল-কঙ্কণাদিরূপে উৎপন্ন হইয়া, অনন্তর সত্তালাভ পূর্ব্বক লব্ধসত্তাক কার্য্যসকল নিজ নিজ অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহা সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। যদি কারণ-ব্যাপার অবলম্বনের পূর্ব্বকালে অনুৎপন্ন কার্য্যও সৎ হয়, তবে উৎপত্তির অনন্তর লব্ধসত্তাক কার্য্যসকলের ন্যায় জলাহরণ ও প্রাবরণাদি অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে না কেন? অতএব অর্থক্রিয়াকারিতার অভাব প্রযুক্ত উৎপত্তির পূর্ব্বে অবশ্যই কার্য্যের অসত্ত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িকতনয়ের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত উক্ত সিদ্ধান্তবাদের খণ্ডনার্থ সাংখ্যাচার্য্যগণ কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বকালেও "কার্য্যমাত্রই সৎ" এই নিজ প্রতিজ্ঞাত অর্থের সিদ্ধির জন্য জ্ঞাপকতর্করূপ পাঁচটি হেতুবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমহেত্ববয়বের বিবরণ অবসরে তাঁহারা বলিয়াছেন, অসতের কোন কারণ নাই, অর্থাৎ অসৎপদার্থ কারণব্যাপার-সাহায্যে কখনও করণীয় "কর্ত্তুং শক্যঃ" অর্থাৎ কৃতির অনন্তর লব্ধসত্তাক হইতে পারে না। কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্য যদি অসৎ হয়, তবে কে তাহার সত্ত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ? শতসহস্র শিল্পীর সমবেত চেষ্টায় নীল কি কখনও পীততা প্রাপ্ত হইতে পারে? 'বহুসহস্র মানব এককালে একত্র সমবেত হইয়াও কূর্ম্মের রোম, গগনারবিন্দের সৌরভ এবং বন্ধ্যাপুত্রের অবয়ব-সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পারে কি? যদি বল,

সত্ত্ব অথবা অসত্ত্ব ঘটাদি-কার্য্যের ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা হইলে আমরা বলিব, সত্ত্ব বা অসত্ত্ব ঘটাদি-কার্য্যের ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইলেও, কারণব্যাপারের পূর্ব্বকালে কার্য্যের সত্তা সুসিদ্ধা হইতেছে। কারণ, ধর্ম্মী না থাকিলে সত্ত্ব বা অসত্ত্ব কাহার ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইবে? উক্তরূপে সত্ত্বের সিদ্ধি হইলে, কার্য্যাধিকরণে সত্ত্ববিরোধী অসত্ত্বের সিদ্ধি কদাপি সম্ভবপরা নহে। পুনশ্চ, স্থল-বিশেষে অসত্ত্ব সম্বদ্ধ হইলে, অসদ্ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন দেবদত্ত গৃহে নাই ইত্যাদি। এ স্থলে গৃহে দেবদত্তের অসত্ত্ব সম্বদ্ধ হওয়ায়, সত্ত্ববিরোধী অসদ্ব্যবহার হইতেছে। কচিৎ অসত্ত্বস্বভাবতা-প্রযুক্ত অসদ্ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন অসত্ত্বস্বভাবতা প্রযুক্ত শশবিষাণ বা নরশৃঙ্গাদি-বিষয়ক অসদ্ব্যবহার চিরকাল সুপ্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে দেশবিশেষে যদি অসত্ত্ব নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে অনিয়ন্ত্রিত অসত্ত্ব-সামান্য কোনরূপে সম্বদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং অসম্বদ্ধ অসত্ত্ব-সামান্য দ্বারা ঘটপটাদির অসৎস্বরূপতা এবং তৎপ্রযুক্ত "অসন্ ঘটঃ," "অসন্ পটঃ" ইত্যাদি প্রত্যয় কেমন করিয়া হইতে পারে? অতএব ইহা নিশ্চিতই স্বীকার করিতে হইবে যে, কারণব্যাপারের অনন্তর যেমন কার্য্যের সত্ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কার্য্যমাত্রই সৎরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ কারণব্যাপারের পূর্ব্বকালেও সূক্ষ্মরূপে কারণে অবস্থিত কার্য্যও কারণসত্ত্বনিবন্ধন সুতরাং সৎ। সূক্ষ্মরূপে কারণে অবস্থিত কার্য্যের কারণব্যাপারবশে অভিব্যক্তি-মাত্রই অপেক্ষণীয়া। সৎরূপ কার্য্যের অভিব্যক্তি বিদ্বৎ-সমাজে অনুপপন্না বা অপ্রসিদ্ধা নহে। সতের অভিব্যক্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা—তিল-সমুদায়ে অবস্থিত তৈলের পীড়ন দ্বারা, ধান্যমধ্যে অবস্থিত তণ্ডুল-সকলের অবঘাত দ্বারা এবং সৌরভেয়ী-শরীরে অবস্থিত দুগ্ধের দোহন দ্বারা অভিব্যক্তি সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষসিদ্ধা। পক্ষান্তরে অসতের করণ-বিষয়ে কোনরূপ নিদর্শনের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইতেছে না এবং অভিব্যজ্যমান, অথবা উৎপদ্যমান কোন কার্য্য কোন স্থলে অসৎ বলিয়াও নিশ্চিত হয় নাই। অতএব কার্য্যমাত্রই সৎ।

পুনশ্চ, নৈয়ায়িকগণ আশঙ্কা করেন যে, কার্য্যমাত্রই সৎ নহে। কারণ,

ঘটের অসত্ত্ব যদিচ ঘটের স্বরূপ নহে, তথাপি প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ব-লক্ষণ অসত্ত্ব ঘটাদিকার্য্যে অসম্বদ্ধ নহে। অপিচ, ঘটাপনয়নের অনন্তর পূর্ব্বের ঘটসংযোগবিশিষ্ট ভূতলে যেমন ঘটের অভাব অনুভব-সিদ্ধ, সেইরূপ ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বকালে এবং ঘটের বিনাশদশায় ঘটের সমবায়ী কারণ স্নিগ্ধমৃৎপিণ্ডে অথবা সংযোগবিহীন কপালে ঘটের অভাব অনুভবসিদ্ধ। যদি উক্তরূপে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বলক্ষণ আনুভবিক অসত্ত্ব কর্ত্তৃক উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট আক্রান্ত হয়, তবে বিরোধ প্রযুক্ত ঘটসত্ত্ব দূরীভূত হওয়ায়, উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটাদিকার্য্য অবশ্যই অসৎ স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ সাংখ্য-বৃদ্ধাভিমত দ্বিতীয় সমাধান এই যে, কার্য্য-মাত্রই কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও অবশ্যই সৎস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু কার্য্যমাত্রেরই রচনার জন্য উপযুক্ত উপাদান-গ্রহণ অনিবার্য্য। উপাদান অর্থাৎ সমবায়ী কারণসকলের গ্রহণ অর্থাৎ কার্য্যসমুদায়ের সহিত সম্বন্ধ উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যসত্ত্ব সগর্ব্বে সংসাধন করিতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যসকলের স্ব-স্ব উপাদান-কারণ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত কারণ-সকল নিজ নিজ কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই তত্তৎকার্য্যের জনক হইয়া থাকে, অসৎকার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ কখনও সম্ভব-পর নহে। অতএব ঘটাদি কার্য্যমাত্রই স্বকারণসম্বন্ধ-হেতুক উৎ-পত্তির পূর্ব্বে সৎরূপে জানিতে হইবে। যে কার্য্য যে সময়ে নিজ কারণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, সেই কার্য্য সেই সময়ে অবশ্যই সৎস্বরূপে ব্যবহৃত, যেমন উৎপত্তির অনন্তর পটাদিকার্য্য স্বসমবায়ী কারণ তন্তু আদি সমুদায়ে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াই সৎরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিপরীতে যাহা স্বীয় কারণে সম্বদ্ধ নহে, তাহা কোন কালেও সৎরূপে বিবেচিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তরূপে শশবিষাণাদির উপন্যাস করা যাইতে পারে। শশবিষাণ স্বয়ং অসৎস্বরূপ; সুতরাং কাহারও সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে। সম্বন্ধ-মাত্রই একাধারে থাকে না, সুতরাং নিজ-স্বরূপ লাভ করিবার জন্য অপর একটী আধারের অপেক্ষা করিয়া থাকে। কার্য্যরূপ আধারটী যদি বন্ধ্যাপুত্র অথবা

গগনারবিন্দের ন্যায় অসৎ হয়, তবে তাহার সহিত সৎকারণের সম্বন্ধ হইবে কিরূপে? কেহ কোন দিন বন্ধ্যাপুত্রের রাজ্যাভিষেকোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়াছেন, অথবা গগনারবিন্দের মনঃপ্রাণ-বিমোহন-সুন্দর-সৌরভ আঘ্রাণে আনন্দিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অতএব একটী অসতের সহিত একটী সতের সম্বন্ধ সম্ভাবিত হইতে পারে না। অথচ বিভিন্ন-কার্য্যার্থিগণ বিভিন্নরূপ উপাদান সংগ্রহ করিয়া, যখন ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপাদন করিতেছেন, তখন তত্তৎ-উপাদানকারণ যে সূক্ষ্মরূপে কারণে অবস্থিত সৎরূপ কার্য্যের সহিত অত্যন্ত সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। এই জন্য যে কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ তাদাত্ম্যাপন্ন এবং যে কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তাবস্থ যে বস্তু কারণ হয়, সেই বস্তু তৎকার্য্য-জননে সমর্থ। যেমন যে মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট উৎপাদিত হয় নাই, কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তি-ব্যক্তাবস্থ-তাদৃশ-স্নিগ্ধ-মৃৎপিণ্ড ঘটসম্বন্ধ, সুতরাং ঘটের কারণ। যে যাহার সহিত সম্বদ্ধ নহে, সে তাহার কারণও নহে, যেমন অসম্বদ্ধ গো কখনও অশ্বের কারণ হইতে পারে না, অতএব স্বকারণ-সম্বন্ধবশতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বকালেও ঘটের সত্ত্ব সুব্যবস্থিত হইতেছে। প্রতিযোগীর অবস্থাবিশেষ ব্যতীত, নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক-পরিকল্পিত ধ্বংস বা প্রাগভাবের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। বিনাশের অনন্তর, অথবা উৎপত্তির পূর্ব্বে, লোকে যে অভাব প্রত্যয় হয়, উহা ঘটাদি কার্য্যের দর্শনযোগ্য রূপ, বা আকারাদির অনুদ্ভববশে প্রত্যক্ষতঃ অভাব প্রযুক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং ভ্রমরূপ। অতএব সাংখ্য, পাতঞ্জল, কিম্বা বেদান্তমতানুসারী আচার্য্যগণ অভাবের পৃথক্ পদার্থত্ব স্বীকার না করিয়া, অধিকরণাত্মকতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে পুনরপি এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা হইতে পারে যে, কারণের সহিত অসম্বদ্ধ কার্য্য উৎপন্ন হয় না কেন? যদি কারণের সহিত অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তবে অসতের উৎপত্তি-বিষয়ে বাধা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যাচার্য্য-সম্মত-তৃতীয়-সমাধান এই যে, যদি কারণের সহিত অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়,

তাহা হইলে, অসম্বদ্ধত্বের অবিশেষ বশতঃ সর্ব্বকার্য্যজাত সকল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, পরন্তু এরূপ কখনও দেখা যায় না। অতএব অসম্বদ্ধ কার্য্য অসম্বদ্ধ-কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, অপিতু সম্বদ্ধ-কার্য্য সম্বদ্ধ-কারণ হইতে জাত হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্ব নিশ্চিত হইলে, সত্ত্বসঙ্গী অর্থাৎ সৎকারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না; এবং অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি যদি নৈয়ায়িক অথবা বৈশেষিকের অভিপ্রেতা হয়, তবে তাঁহাদিগের মতে এইটী কারণ, এইটী কার্য্য, এবং এই কারণ হইতে এই কার্য্যের উৎপত্তি, এই কারণ হইতে নহে, এতাদৃশী কোন ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। পূর্ব্বের প্রশ্ন কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া যদি অসদুৎপত্তিবাদিগণ বলেন যে, অসম্বদ্ধ অসৎকার্য্যের উৎপত্তি ইচ্ছা করিলেও, আমাদিগের মতে কোনরূপ অব্যবস্থার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু ঘটের কারণত্ব ঘটসম্বদ্ধতা-নিয়ত নহে; পরন্তু ঘটজনন-শক্তি-বিশেষে নিয়মিত, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ শক্তি-বিশেষ তন্তুনিচয়ের আশ্রিত হইতে পারে না, কিন্তু ঘট-কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তাবস্থ স্নিগ্ধ মৃৎপিণ্ডাশ্রিত, ইহা প্রত্যক্ষতঃ ইতস্ততঃ উপলব্ধ হইতেছে। অতএব তন্তুসমুদায় হইতে ঘট, স্নিগ্ধ মৃৎপিণ্ড হইতে পট, ব্রীহি হইতে যব ও যব হইতে ব্রীহি প্রভৃতির উৎপত্তিসম্ভাবনা নিরস্তা হইতেছে। পুনশ্চ, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেখানে যে কারণ শক্ত অর্থাৎ যাদৃশ কার্য্যজননের অনুকূলশক্তিবিশিষ্ট, সুতরাং সেই কারণ নিজের সহিত অসম্বদ্ধ হইলেও তথাবিধ কার্য্যজননে নিশ্চিত সমর্থ। শক্তি-বিশেষের অবগতি-বিষয়েও কোনরূপ বিশিষ্ট-বাধার উপস্থিতি দেখা যায় না। কেন না, কার্য্য-দর্শনমাত্রে ফলবলে উন্নেয় শক্তিবিশেষ স্বয়ং আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। অতএব ঘটকারণত্ব যখন ঘটজননশক্তিবিশেষে নিয়ত, তখন তাদৃশ, অথবা অন্যাদৃশ-শক্তিবিশেষ-বিশিষ্ট যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি লোকে প্রতীতা হইয়া থাকে, যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট, সূত্র-সমুদায় হইতে পট, সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল ইত্যাদি, সেই সকল কার্য্যের কারণরূপে

ক্রমে যথোক্ত মৃৎপিণ্ড সূত্র ও সুবর্ণকেই জানিতে হইবে, এবং যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি লোকে প্রতীতা হয় না, সেটী তাহার কারণ নহে, কেন না, ঘটজননানুকূলা শক্তি সূত্রে, পটজননানুকূলা শক্তি মৃৎপিণ্ডে, কুণ্ডলজননানুকূলা শক্তি জলে নাই; সুতরাং সূত্র হইতে ঘট, মৃৎপিণ্ড হইতে পট, এবং জল হইতে কুণ্ডলের নিষ্পত্তিসম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। অতএব উক্তরূপে কার্য্য-কারণ-ভাব-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিতা হওয়ায়, অসম্বদ্ধ কারণ হইতে অসম্বদ্ধ অসৎকার্য্যের উৎপত্তিবিষয়ে সৎকার্য্যবাদিগণের উদ্ভাবিতা অব্যবস্থা অর্থাৎ "সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বসম্ভবঃ" এই আপত্তির আর কোনরূপ অবসর নাই। এই আশঙ্কার পরিহারার্থ সাংখ্যাচার্য্যগণের চতুর্থী যুক্তি এই যে, শক্তি-বিশেষ-প্রভাবে বিশেষ-বিশেষ কারণ বিশেষ-বিশেষ কার্য্যের হেতু হইলেও, অসদুৎপত্তিবাদীর ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে, যে কারণ-বিশেষ হইতে যে কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয়, সেই কার্য্য, তাদৃশ-কারণ-নিষ্ঠ-শক্তি-বিশেষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অথবা কারণগত-শক্তিসম্বন্ধরহিত? অর্থাৎ শক্তকারণাশ্রিত সেই শক্তি সর্ব্বত্র আছে কিম্বা শক্য-কার্য্য-মাত্র-নিরূপিতা? যদি সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যজননানুকূলশক্তকারণাশ্রিতা শক্তির সদ্ভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তা অব্যবস্থার পরিহার অত্যন্ত অসম্ভব অর্থাৎ "সর্ব্বস্মাৎ" সর্ব্বকার্য্যোৎপাদ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। আর যদি শক্য-কার্য্য-মাত্রে বিশিষ্ট-কার্য্যজননানুকূলা সেই শক্তির সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে শক্তির বিষয়ীভূত কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, তাহার সহিত শক্তির অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে? যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে শক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তবে সৎকার্য্য-পক্ষের শুভ উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবিনী। যদি বল, বিশিষ্টকার্য্যজননানুকূলত্ব-লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শক্তিভেদ অর্থাৎ শক্তিগত তাদৃশ বিশেষ কিঞ্চিৎ অর্থাৎ নিয়ত কোন কার্য্যবিশেষমাত্র উৎপাদন করিবে; কিন্তু সর্ব্বকার্য্য উৎপাদন করিবে না, তথাপি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, দৃঢ়তর-প্রয়াস অঙ্গীকার করিয়াও, বাদিগণ

পূর্ব্বোক্ত বিকল্পকলাপের করাল-কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভে অসমর্থ। এ স্থলেও সম্বোধন পূর্ব্বক প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না কি যে, ভোঃ! শক্তিভেদ কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ? অথবা সম্বদ্ধ নহে? যদি সম্বদ্ধ হয়, তবে অসতের সহিত সম্বন্ধ সম্ভবপর না হওয়ায়, পুনরপি সৎকার্য্যবাদ আপতিত হইতেছে। আর যদি শক্তি-বিশেষ কার্য্যের সহিত অসম্বদ্ধ হয়, তবে পূর্ব্বোক্তা অব্যবস্থা অপরিহরণীয়া। অতএব কার্য্যজননানুকুল-শক্তি-বিশিষ্ট-শক্ত-কারণ শক্তির বিষয় শক্য অর্থাৎ বিষয়তা সম্বন্ধে শক্তির অধিকরণীভূত কার্য্যের জনক হওয়ায়, "উৎপত্তির পূর্ব্বকালেও কার্য্যমাত্র সৎ" পরমর্ষিকপিলশিষ্য সাংখ্যাচার্য্যগণের এই উক্তি সুন্দররূপে সমর্থিতা হইল।

উৎপত্তির পূর্ব্বকালেও কার্য্যমাত্রই সৎ, এই সৎকার্য্যবাদ সমর্থনকল্পে সাংখ্যাচার্য্যগণের পঞ্চমী যুক্তি এই যে, কার্য্যমাত্রই কারণভাবাপন্ন অর্থাৎ কারণাত্মক হওয়ায়, কারণ-সত্ত্ব-বশতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বেও অবশ্যই সৎরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য কখনই কারণ হইতে ভিন্ন নহে। কারণ যদি সদ্রূপ হয়, তবে কারণ হইতে অভিন্ন কার্য্য কিরূপে অসৎ হইতে পারে? কার্য্যমাত্রই যে কারণ হইতে অভিন্ন, এই বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্যগণ অভেদ-সাধক নিম্নোক্তরূপ বহু অনুমান-প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন, যথা—পট কখনও তন্তু হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, যেহেতু পটরূপ কার্য্য তন্তু-নিচয়ের ধর্ম্ম, অর্থাৎ তন্তুর যেখানে অভাব আছে, পট সেখানে বৃত্তিবিশিষ্ট নহে, এই কারণে পট তন্তুর ধর্ম্ম। যে যাহা হইতে ভিন্ন হয়, সে তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না, যেমন অশ্ব হইতে ভিন্ন গো, অশ্বের ধর্ম্ম নহে, সুতরাং অশ্ব এবং গো পরস্পর কার্য্যকারণভাবাপন্ন নহে; পরন্তু পট তন্তুসমুদায়ের ধর্ম্ম হওয়ায়, তন্তু হইতে অর্থান্তরভূত পৃথক্ পদার্থ হইতে পারে না। এইরূপ উপাদান ও উপাদেয়ভাবপ্রযুক্ত তন্তু হইতে পটের অর্থান্তরতা স্বীকার করা যায় না। যাহাদিগের অর্থান্তরত্ব স্বীকৃত হয়, তাহাদিগের উপাদান-উপাদেয়ভাব স্বীকৃত হইতে পারে না। যেমন ঘট হইতে অর্থান্তর পট, অথবা পট হইতে অর্থান্তর ঘট,

পরস্পর উপাদান ও উপাদেয়ভাবাপন্ন নহে। পক্ষান্তরে তন্তু ও পটের উপাদান-উপাদেয়-ভাব প্রতীত হওয়ায়, অর্থান্তরতা অসিদ্ধা হইতেছে। পুনশ্চ সংযোগ অর্থাৎ পরস্পর-নিরপেক্ষরূপে বিদ্যমান-পদার্থ-দ্বয়ের কাদাচিৎক-সম্বন্ধ এবং অপ্রাপ্তি অর্থাৎ তথাবিধ-পদার্থ-দ্বয়ের কোন কালেও সম্বন্ধ না হওয়া, উক্তরূপ সংযোগ ও অপ্রাপ্তির অভাবপ্রযুক্ত তন্তু ও পটের অর্থান্তরতা সম্ভবপরা নহে। পদার্থান্তরত্ব সিদ্ধ হইলে, সংযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন কুণ্ড অর্থাৎ বেত্রাদি-নির্ম্মিত পরিমাণপাত্র-বিশেষে বদর অর্থাৎ কুলের কাদাচিৎক সংযোগসম্বন্ধ দৃষ্ট হয় বলিয়াই, পরস্পর নিরপেক্ষতার সহিত বিভিন্ন দেশে অবস্থিত হইলেও, কুণ্ড বা বদরের পদার্থান্তরত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অথবা হিমবান্ পর্ব্বত, কিম্বা বিন্ধ্যাচলের সার্ব্বকালিক সম্বন্ধাভাবরূপ অপ্রাপ্তিবশতঃ যেমন পদার্থান্তরত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তন্তু-পট-স্থলে তাদৃশ-সংযোগ, অথবা অপ্রাপ্তির সদ্ভাব প্রতীত হইতেছে না। অতএব তন্তু বা পট, মৃৎপিণ্ড বা ঘট, হেমপিণ্ড বা কুণ্ডল প্রভৃতির অর্থান্তরত্ব কোনরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। পুনশ্চ পট তন্তু হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, পটরূপ-কার্য্যের উপাদান তন্তুনিষ্ঠ-গুরুত্ব হইতে পটের গুরুত্বান্তর গৃহীত হয় না। যে যাহা হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইতে তাহার গুরুত্বান্তর-কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে, যেমন এক-পল-পরিমিত-বস্তু নির্ম্মিত এক-পলিক-স্বস্তিকের অবনতি-বিশেষরূপ যে গুরুত্বকার্য্য, তাহা হইতে দ্বিপলিক-স্বস্তিকের গুরুত্ব-কার্য্য অবনতিবিশেষ অধিক, সেইরূপ তন্তুগুরুত্বকার্য্য হইতে পট-গুরুত্বের কার্য্যান্তরতা দেখা যায় না। অতএব পট তন্তু-সমুদায় হইতে অভিন্ন। সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিমত কারণ হইতে কার্য্যের অভেদ-সাধক অবীত অর্থাৎ ব্যতিরেকব্যাপ্তিমূলক-অনুমান-প্রমাণ-সকল প্রদর্শিত হইল। উক্ত প্রমাণ-বলে পূর্ব্ব-প্রণালী অনুসারে কারণ হইতে কার্য্যের অভেদ সিদ্ধ হইলে, কারণরূপ তন্তুসকলই সেই সেই সংস্থান-ভেদ অর্থাৎ 'অবয়ব-সন্নিবেশ-বিশেষ দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, পট আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে; পরন্তু তন্তু হইতে পট অর্থান্তর নহে। কার্য্য এবং কারণের অবয়ব-সন্নিবেশ-বিশেষেরই ভেদ কল্পিত হইয়াছে।

উক্তরূপ অবয়ব-সন্নিবেশ-বিশেষাখ্য-ভেদসিদ্ধির জন্যই তন্তুবায়াদি নিমিত্ত-কারণ সকলের ব্যাপার অপেক্ষিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অবয়ব-সকলের পারমার্থিক-ভেদ পরিকল্পিত হয় নাই। যদি সংস্থান-ভেদ-মাত্রে পদার্থ-ভেদের অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, একই পটের সংপিণ্ডিতত্ব এবং প্রসারিতত্ব প্রভৃতি সংস্থান-ভেদে ভিন্নত্বের আপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী।

পুনশ্চ, ক্রিয়া অর্থাৎ উৎপত্তি, নিরোধ অর্থাৎ প্রধ্বংস, সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণের আধার-আধেয়ভাব, বুদ্ধিব্যপদেশ, অর্থাৎ ঐ সকলের প্রতীতি ব্যবহার, তথা অর্থক্রিয়াভেদ, অর্থাৎ প্রয়োজন-নির্ব্বাহকতাভেদ, এই সকল নৈয়ায়িক আদি বাদিগণের অভিমত ভেদসাধনপ্রমাণের প্রমাণাভাসত্ব প্রতিপাদন দ্বারা সাংখ্যা-চার্য্যগণ সৎকার্য্যবাদ এবং কার্য্যকারণের অভেদবাদের দৃঢ়তর সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কপাল-কপালিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইতেছে, তথা এই কপালে ঘট বিনষ্ট হইয়াছে, কারণ হইতে ভিন্নরূপে কার্য্যে উক্তরূপ উৎপত্তি-বিনাশ-প্রতীতি-ব্যবহার কারণ হইতে কার্য্যের বাস্তব-ভেদসাধন করিতে পারে না, তথা তন্তু-সমুদায়ে পট, এইরূপ সম্বন্ধ-প্রতীতি-ব্যবহারও ভেদ-সাধক নহে, তথা অর্থক্রিয়াভেদ, যেমন তন্তু-সকলের সীবনাদি প্রয়োজন-নির্ব্বাহকত্ব এবং পটের প্রাবরণাদি প্রয়োজন-নির্ব্বাহকত্ব কার্য্যাত্মক-বস্তুস্বরূপে বাস্তবিক-ভেদ-সাধন করিতে সমর্থ নহে। পরাভিমত ভেদসাধন-প্রমাণ-সমূহের পারমার্থিক-ভেদ-সাধনত্বাভাবে কারণ এই যে, একই অর্থাৎ অভিন্ন পদার্থেও তত্তদ্বিশেষের আবির্ভাব ও তিরোভাব অর্থাৎ কারণ হইতে ঘটাদি বিশেষরূপে প্রকাশ এবং কারণে প্রবেশ দ্বারাই উৎপত্তি, প্রধ্বংস, সম্বন্ধ ও প্রতীতি-ব্যবহারের অবিরোধ অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণের অভিন্নত্ববিরোধি-হেতুত্বাভাব সমর্থিত হইতেছে। অতএব আবির্ভাব এবং তিরোভাবের উৎপত্তি ও বিনাশরূপতা-প্রযুক্ত তন্নিবন্ধন কার্য্য ও কারণের ভেদ-বিষয়িণী প্রতীতির ভ্রান্তিরূপতা নিশ্চিতা হওয়ায়, পরাভিমত-পূর্ব্বোক্ত-ভেদ-সাধন-প্রমাণ-সকলের পারমার্থিক-ভেদ-সাধনতা

সুদূরপরাহতা। অন্যথা যদি আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপ উৎপত্তি এবং বিনাশ-নিবন্ধন ভ্রমরূপ কার্য্য-কারণ-ভেদপ্রতীতির বাস্তব ভেদসাধনতা স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে, নেত্র-রোগবিশেষ-প্রযুক্ত দ্বিচন্দ্রদর্শন-দশায় "এই একটী চন্দ্র" "এই দ্বিতীয় চন্দ্র" এতাদৃশ ব্যপদেশ দ্বারাও চন্দ্রের তাত্ত্বিকভেদ আপাদিত হইতে পারে; পরন্তু তাদৃশ-ব্যপদেশ-সাহায্যে পরমার্থতঃ চন্দ্রের সদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদন নিতান্ত অসম্ভব। আবির্ভাব ও তিরোভাব বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কূর্ম্মের অঙ্গসকল কূর্ম্ম-শরীরে যখন নিবিশমান হয়, তৎকালে তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর যখন প্রয়োজনবশে অন্তর্হিত অঙ্গসকল কূর্ম্ম-শরীর হইতে বহির্বিনিঃসৃত হয়, তৎকালে আবির্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিক-পক্ষে কূর্ম্ম-শরীর হইতে অঙ্গসকল উৎপন্ন অথবা কূর্ম্ম-শরীরে প্রধ্বস্ত হয় না। উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে উপাদান-কারণ-স্থানীয় একই মৃৎ-পিণ্ড, অথবা সুবর্ণ-পিণ্ড হইতে ঘট, শরাব, উদঞ্চনাদি, কিম্বা কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট, কঙ্কণাদি-বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন-কার্য্যভেদ যখন নিঃসৃত আবির্ভূত হয়, তৎকালে "উৎপদ্যন্তে" অর্থাৎ উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে, আর যখন কূর্ম্ম-শরীরে তদীয় অঙ্গসকলের ন্যায় মৃত্তিকা, অথবা সুবর্ণাবয়বে নিবিশমান অর্থাৎ তিরোহিত হয়, তৎকালে "বিনশ্যন্তি" অর্থাৎ বিনষ্ট হইতেছে, এইরূপ কথিত হয়; পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে, অসতের উৎপাদ, বা সতের নিরোধ কখনই সম্ভবপর নহে। কুত্রাপি অবিদ্যমান অসতের উৎপত্তি এবং পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান সতের নিরোধ যে কোনকালে সম্ভবপর নহে, এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন যে, অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থের ভাব অর্থাৎ জন্ম হয় না, পরন্তু কারণস্বরূপে বিদ্যমান পদার্থের আবির্ভাব-লক্ষণ জন্ম হইয়া থাকে। অপিচ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের অভাব অর্থাৎ প্রধ্বংস কদাপি হইতে পারে না; কিন্তু কারণে প্রবেশ, বা কারণ-ভাবাপত্তি প্রধ্বংস নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। "তন্তুষু পটঃ" ইত্যাদি সম্বন্ধ-বুদ্ধি-ব্যপদেশ বাস্তব-ভেদ অপেক্ষা না করিয়াও, আত্মলাভ করিতে পারে। ঔপচারিক ভেদাবলম্বনে তাদৃশ-সম্বন্ধ-বুদ্ধি-ব্যপদেশের

গ্রহণ করিলে, কার্য্য ও কারণের তাত্ত্বিক-ভেদের অভাব-সমর্থনের জন্য এইরূপ নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, অবয়ব-সমুদায়াতিরিক্ত দেহ-নামে প্রসিদ্ধ কোন পদার্থের অস্তিত্বের উপলব্ধি না হওয়ায়, সঙ্কোচ-বিকাশ-শীল স্বীয় অবয়ব-সমুদায় হইতে কূর্ম্মদেহ যেমন ভিন্ন নহে, সেইরূপ ঘট-মুকুটাদি-বিশেষ-বিশেষ-কার্য্য-সকল মৃৎ-সুবর্ণাদি হইতে ভিন্ন নহে। যদি উক্তরূপে কারণ হইতে কার্য্যের বাস্তবিক অভেদ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে, সুতরাং কার্য্য ও কারণের ভেদ-বুদ্ধি ভ্রান্তিরূপা এবং "তন্তুষু পটঃ" ইত্যাদি ব্যপদেশ ঔপচারিক বলিতে হইবে। ঔপচারিক-ব্যপদেশের বিবরণের জন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ "যথা ইহ বনে তিলকাঃ" এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিলক-শব্দে পুন্নাগবৃক্ষ বুঝিতে হইবে। যেমন তিলকাদি-বৃক্ষ-সমুদায় হইতে অতিরিক্ত বন বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন পদার্থের উপলব্ধি না হওয়ায়, তিলকাদি-বৃক্ষ-সমুদায়েরই বন-পদ-বাচ্যতা-প্রযুক্ত বন-তিলক-সকলের বাস্তবিক-ভেদের অভাব-সত্ত্বেও "ইহ বনে তিলকাঃ" ইত্যাদিরূপে বনতিলকের সম্বন্ধ-ব্যপদেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও "তন্তুষু পটঃ" এইরূপ ব্যপদেশ উপপন্ন হইতেছে।

বাদিগণের অভিমত অর্থক্রিয়া-ভেদও বস্তু-ভেদ-সাধন করিতে সমর্থ নহে। কারণ, একই অভিন্ন বস্তুর নানাবিধা অর্থ-ক্রিয়া লোকে পরিদৃষ্টা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে অনলের উপন্যাস করা যাইতে পারে। যেমন একই বহ্নি প্রয়োজন-ভেদে কোন স্থলে দাহক, কোন স্থলে প্রকাশক এবং কোন স্থলে পাচক, ইহা আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত-সর্ব্ব-লোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেখানে অর্থক্রিয়ার ভেদ পরিদৃষ্ট হইবে, তাদৃশ স্থলেই যে বস্তুভেদ অবশ্য বাচ্য, এরূপ কোন নিয়ম নাই। যাঁহারা উক্তরূপ নিয়মে দৃঢ় আগ্রহ-সম্পন্ন, তাঁহাদিগের মতে এক অভিন্ন অনলের নানা অর্থ-ক্রিয়া-সত্ত্ব-নিবন্ধন ভেদাপত্তিরূপ ব্যভিচার অনিবার্য্য। অতএব অর্থ-ক্রিয়া-ভেদ বস্তুভেদের অনুমাপক, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়া। যদি বল, অর্থ-ক্রিয়া-ভেদ অর্থে অর্থ-ক্রিয়া-ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। এই প্রয়োজন ইহা দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে, অন্যের দ্বারা নহে, অন্য-প্রয়োজন অপরের

দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে, তদিতরের দ্বারা নহে, এতাদৃশী অর্থক্রিয়া-ব্যবস্থা পদার্থ-দ্বয়ের পরস্পর ভেদসাধন করিতেছে। পদার্থদ্বয়ের যদি পরস্পরের ভেদ না থাকে, তবে ব্যবস্থিত-প্রয়োজন-কারিতার উপপত্তি হইবে কিরূপে? অতএব সলিল ও অনলের ভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। সলিলের দ্বারা যে শৈত্যাদি প্রয়োজন সাধিত হয়, অনলের দ্বারা তাহা হয় না এবং অনলের দ্বারা যে দাহাদি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সলিলের দ্বারা তাহা হয় না। সীবনাদি-প্রয়োজন তন্তু দ্বারা সিদ্ধ হয়, কিন্তু পটের দ্বারা নহে; এইরূপ প্রাবরণাদি-প্রয়োজন পটের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, পরন্তু তন্তুর দ্বারা নহে; সুতরাং অর্থ-ক্রিয়া-ব্যবস্থা-নিবন্ধন তন্তু ও পটের ভেদ স্বতঃসিদ্ধি লাভ করিতেছে। অতএব তন্তু ও পটের, সুবর্ণ ও কুণ্ডলের, মৃৎপিণ্ড ও ঘটের অনুভব-সিদ্ধ-পার্থক্য প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না।

উক্তরূপ আক্ষেপের পরিহারার্থ এইরূপ যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে যে, অর্থ-ক্রিয়া-ব্যবস্থাও পদার্থ-ভেদ-সাধনে হেতু নহে। কারণ, প্রসিদ্ধ-পদার্থ-সকলের সমস্ত অর্থাৎ মিলিত ও ব্যস্ত অর্থাৎ একৈক-প্রধান-ভাবে অর্থক্রিয়া অর্থাৎ একৈক-প্রয়োজন-সাধনতা সম্যক্ ব্যবস্থাপিতা দেখা যাইতেছে। সমস্ত-ও ব্যস্ত অর্থাৎ মিলিত ও স্ব-স্ব-প্রধান-পদার্থ-সকলের উক্তরূপা অর্থ-ক্রিয়া-সাধনতা কোথায় পরিদৃষ্টা হইয়াছে? এই আকাঙ্ক্ষা-উপশান্তির জন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বিষ্টি অর্থাৎ ভার-বহনাদি-কার্য্যে নিযুক্ত প্রত্যেক জন বর্ত্ম-প্রদর্শন-লক্ষণ অর্থ-ক্রিয়াই সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু শিবিকাবহন করে না; পরন্তু তাহারা যখন মিলিত হয়, তখন তাহারাই শিবিকা-বহন করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্ম-দর্শন-লক্ষণ অর্থ-ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত একৈক বিষ্টি পরস্পরের সাহিত্য অপেক্ষা না করিয়া, নিজ-নিজ কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হওয়ায়, তাদৃশী অর্থ-ক্রিয়া প্রত্যেক নিষ্ঠা এবং শিবিকা-বহনরূপা অর্থ-ক্রিয়া-সম্পাদনে বিনিযুক্ত বিষ্টিসকল মিলিত হইয়াই তাদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হয়; কিন্তু একৈকশঃ তাদৃশকার্য্যসম্পাদনে কখনই পূর্ণকাম হইতে পারে না; সুতরাং শিবিকা-বহনরূপা অর্থ-ক্রিয়া

সমস্ত নিষ্ঠা। অতএব উক্তরূপে অর্থ-ক্রিয়া-ব্যবস্থা-সত্ত্বেও-একৈক-ব্যক্তি সমস্ত-ব্যক্তি-সকল হইতে অতিরিক্তা হইতে পারে না এবং মিলিত-ব্যক্তি-সকলও প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে ভিন্ন নহে। উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনে অর্থ-ক্রিয়া-ব্যবস্থা-বিষয়ে ব্যভিচার প্রদর্শিত হওয়ায়, অর্থ-ক্রিয়া-ব্যবস্থাও পরাভিমত বস্তুভেদ-সাধনে কুশলিনী হইতে পারে না। উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে দার্ষ্টান্তিক-স্থূলাভিষিক্ত-তন্তুসকলও যদিচ প্রত্যেকে প্রাবরণকার্য্য সম্পাদন করে না, তথাপি মিলিত অবস্থায় পটভাব আবির্ভূত হইলে, প্রাবরণ-কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহা চিরসিদ্ধান্তিত।

এক্ষণে অসৎকার্য্যবাদিগণের প্রশ্ন হইতেছে যে, "পটভাব আবির্ভূত হইলে তন্তুসকল প্রাবরণ-কার্য্য সম্পাদন করিবে" সত্য, কিন্তু পটভাবের যে আবির্ভাব কথিত হইতেছে, সেই পটভাবের আবির্ভাব কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে সৎ-স্বরূপ ? অথবা অসৎস্বরূপ ? যদি অসৎস্বরূপ হয়, তবে অসৎ পটভাবাবির্ভাবের উৎপত্তি প্রাপ্তা হইতেছে, আর যদি সৎ-স্বরূপ স্বীকার করা হয়, তবে কারণ-ব্যাপারের কোন সার্থকতা দেখা যায় না। কার্য্য বিদ্যমান থাকিলে, কারণ-ব্যাপারের প্রয়োজন কি ? সৎকার্য্য-বাদী যদি বলেন, কার্য্যের আবির্ভাব কারণে সৎস্বরূপই বটে ; তথাপি কারণ-ব্যাপার-সাহায্যে সৎস্বরূপ আবির্ভাবেরই আবির্ভাব অর্থাৎ স্বরূপে প্রকাশ সাধিত হইয়া থাকে এবং তাদৃশ আবির্ভাব-সাধনার্থ কারণ-ব্যাপারের সার্থকতা অনুভূতা হইতেছে। এই সিদ্ধান্তবাদের খণ্ডনার্থ পুনরপি অসৎকার্য্যবাদিগণ বলেন যে, যদি উক্তরূপে আবির্ভাবের পুন-রপি আবির্ভাবান্তর কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে, অসৎ দ্বিতীয় আবির্ভাবের উৎপাদনাপত্তি, দ্বিতীয় আবির্ভাবেরও যদি পূর্ব্বরীত্যনুসারে সত্ত্ব স্বীকার করা হয়, তবে তৃতীয় অসৎ আবির্ভাবের উৎপাদনাপত্তি, এইরূপে অনবস্থা-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। অতএব "আবির্ভূত-পটভাবাস্তন্তবঃ ক্রিয়ন্তে" ইতি রিক্তং বচঃ। পটভাবের আবির্ভাব-বিশিষ্ট-তন্তুসকল অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ তন্তুসকলে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত পট, কারণ-ব্যাপার-সাহায্যে কৃত অর্থাৎ তাদৃশ-পটের আবির্ভাব সাধিত হইতেছে, এই সারশূন্য বাক্যের কোন মূল্য নাই।

অসৎকার্য্যবাদিগণের উদ্ভাবিত-দূষণ-বাক্যের উদ্ধারার্থ সিদ্ধান্তী প্রতিবন্ধি অর্থাৎ অনিষ্টারম্ভ-প্রসঞ্জক-বাক্য-সাহায্যে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "অসৎ উৎপন্ন হইতেছে" এই ভবদভিমত-মতে যে অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, এই অসদুৎপত্তি সতী ? অর্থাৎ কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বকালে বিদ্যমানা ? অথবা কারণব্যাপারের পূর্ব্বে অসতী ? অর্থাৎ অবিদ্যমানা ? সত্বাঙ্গীকারে অর্থাৎ কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে যদি উৎপত্তির বিদ্যমানতা স্বীকার করা হয়, তবে আমাদিগের মতে যেমন কারণ-ব্যাপারের বিফলতা প্রদর্শিতা হইয়াছে, সেইরূপ অসৎকার্য্যবাদিগণের মতেও কারণ-বৈফল্য প্রসক্ত হইতেছে। কারণ, কার্য্যের বিদ্যমানতা-বস্থায় কারণ-ব্যাপারের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। আর যদি বল, কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে উৎপত্তি অসতী, তাহা হইলে, অসতী উৎপত্তির উৎপত্ত্যন্তর কল্পনা করিলে, পুনঃ তাদৃশ-বিকল্পরীতি অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় প্রসঞ্জয়িষ্যমাণ দুর্ব্বার অনবস্থাপাত অবশ্যম্ভাবী। স্বাধিকরণ-ক্ষণ-ধ্বংসের অনধিকরণ-ক্ষণের সহিত সম্বন্ধই ভবদভিমত উৎপত্তি-পদার্থ। তাদৃশ ক্ষণসম্বন্ধ যদি পূর্ব্বকালে অসৎ হয়, তবে তাহার উৎপত্তি অবশ্য অঙ্গীকরণীয়া। পুনশ্চ নিরুক্ত-ক্ষণ-সম্বন্ধরূপা তাদৃশী উৎপত্তিরও পুনরপি উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু অসৎ-কার্য্যবাদিগণের মতে অসতেরই উৎপত্তি অভিমতা হইয়াছে। যদি বল, উৎপত্তি-পদার্থ পট হইতে অর্থান্তর, অর্থাৎ পট-পদার্থ হইতে অতিরিক্ত-পদার্থ নহে; পরন্তু এই উৎপত্তি পটেরই স্বরূপ, অর্থাৎ পটপদার্থের অন্তর্ভূত। যদি ঐরূপই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, উৎপত্তি-বিশিষ্ট-তন্তু-সন্তান-বিশেষেরই পটপদার্থ-রূপে প্রতীতি হওয়ায়, পটের আর পৃথক্‌রূপে তথাকথিতা উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে না, যাহা দ্বারা অনবস্থা-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইতে পারে। অনবস্থা-ব্যাধি-শান্তির জন্য উক্তরূপ লশুন ভক্ষিত হইলেও প্রকারান্তরে যে রোগলক্ষণ প্রকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার উপশান্তির জন্য অসৎকার্য্যবাদিগণ কীদৃশ ঔষধ-সেবন করিবেন ?

যদি উৎপত্তি-পদার্থ পট হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হয়,

এবং পট-পদার্থের অন্তর্ভূত হয়, তাহা হইলে, যখন “পটঃ” এইরূপ উক্ত হইবে, তৎকালে “উৎপদ্যতে” ইহাও সুতরাং উক্ত হইয়া যাইবে, যেহেতু পট ও উৎপত্তি ভিন্ন পদার্থ নহে। অতএব পৌনরুক্ত্য-প্রসঙ্গ-পরিহারার্থ “পটঃ” এইরূপ কথন করিয়া, আর “উৎপদ্যতে” এইরূপ কথন করিতে হইবে না, বলিলে পুনরুক্তি-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। পুনশ্চ “পটঃ” এইরূপ কথন করিয়া “বিনশ্যতি” এইরূপ বলাও অত্যন্ত অসঙ্গত প্রতিভাত হইবে। কারণ, উৎপত্তি ও বিনাশ-পদার্থ পরস্পর-বিরোধ-প্রযুক্ত যুগপৎ একত্র বৃত্তি-সম্পন্ন হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, উৎপত্তির উৎপত্তি অঙ্গীকারে অনবস্থা এবং অনবস্থা-পরিহারার্থ উৎপত্তির পটাদি-স্বরূপতা স্বীকার করিলে, “পটঃ” এই উচ্চারণ হইতে উৎপত্তি-বিশিষ্ট তন্তু-সন্তান-বিশেষের উপস্থিতি হওয়ায়, “পটঃ উৎপদ্যতে” এই স্থলে পৌনরুক্ত্য, তথা “পটো বিনশ্যতি,” এই স্থলে ক্ষণ-সম্বন্ধবত্ত্ব এবং ক্ষণসম্বন্ধাভাববত্ত্ব, এতদুভয়ের যুগপৎ একত্র অনবস্থান-লক্ষণ-বিরোধ-প্রযুক্ত অবশ্যই উৎপত্তির লক্ষণান্তর অঙ্গীকার করিতে হইবে। অবশ্য অঙ্গীকরণীয় সেই লক্ষণ যদি “স্বকারণ-সমবায়ঃ” অর্থাৎ কার্য্যের কারণে বা উপাদানে সমবায় বা সম্বন্ধ, এইরূপ হয়, তাহা হইলে, মৃত্তিকার পিণ্ডত্বাদি অবস্থায়, ঘটের উপাদান-কারণে সম্বন্ধ না থাকায়, তৎকালে ঘটোৎপত্তি ব্যবহার হইবে না, পরন্তু মৃৎপিণ্ড যখন ঘটাকারত্বাবস্থায় উপনীত হয়, তৎকালেই মৃত্তিকারূপ উপাদানকারণে ঘটের সমবায়াখ্য সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায়, ঘটোৎপত্তি ব্যবহার সঙ্গত হইতে পারে।

পুনশ্চ লাঘবার্থ যদি “স্বসত্তা সমবায়ঃ” অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যস্বরূপে সত্তা অর্থাৎ সম্বন্ধ এইরূপ অপর লক্ষণ অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে, ঘটাদি কার্য্যের কপালাদি উপাদান কারণে অঙ্গীকৃত সম্বন্ধের এবং ঘটাদি দ্রব্যে স্বীকৃত জাতি-সম্বন্ধের সমবায়ত্ব লব্ধ হওয়ায় এই লক্ষণ-দ্বিতয়-সাহায্যে সমবায়েরই উৎপত্তিরূপতা অঙ্গীকৃতা হইতেছে। অপিচ উৎপত্তিরূপ-সমবায়-সম্বন্ধের নিত্যত্ব-প্রযুক্ত উৎপত্তির উৎপত্ত্যন্তর-সম্ভাবনা না থাকায়, অনবস্থাদোষ পরিহৃত হইতেছে। লক্ষণ হইতে

লক্ষণান্তর-নির্ম্মাণ-পুরঃসর অসৎকার্য্যবাদিগণ উক্তরূপে অনবস্থা-পরিহারে প্রয়াস অঙ্গীকার করিয়াও, নিস্তার-লাভে সমর্থ হইতেছেন না, ইহা নিতান্তই সুমহান্ পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। কারণ, সৎকার্য্য-বাদিগণ পূর্ব্বপ্রদর্শিত-পূর্ব্বপক্ষের পরিহার-বাসনায় সিদ্ধান্ত-পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, একধা, অথবা উভয়থা লক্ষণ-প্রণয়ন করিলেও, "নোৎপদ্যতে" অর্থাৎ উৎপত্তির আর উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি বল, আমাদিগের মতেও উৎপত্তিরও উৎপত্তি অভিমতা, তাহা হইলে সিদ্ধান্তী বলিবেন, সত্য, ন্যায় অথবা বৈশেষিক আদি মতে উৎপত্তিরও উৎপত্তি অভিলষণীয়া; কিন্তু অনীশ্বর-জনে মনোরথ-মাত্রেই অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? অথচ লোকসকল উৎপত্তি-প্রয়ো-জনক-কারণ-নিচয় ব্যাপারার্থ প্রেরণ করিয়া থাকে। ফলে কারণত্ব উৎপাদকত্বে পর্য্যবসিত হইতেছে। উৎপাদকত্ব অর্থে সর্ব্বলোকসিদ্ধ উৎপত্তির অনুকূল ব্যাপারবত্তা বুঝিতে হইবে, উৎপত্তির অনুকূল-ব্যাপারবত্বই যদি উৎপাদকত্ব অর্থাৎ কারণত্বকল্পে সমর্থিত হয়, তবে অসৎকার্য্যবাদিগণের মতে উৎপত্তির সমবায়রূপতা স্বীকৃতা হওয়ায়, নৈয়ায়িকাদির অভিমতা উৎপত্তির নিত্যতা সমাগতা হইতেছে। উক্ত-রূপে উৎপত্তি যদি নিত্যাই হইল, তবে কারণের উৎপত্তির অনুকূল ব্যাপারবত্ব কিরূপে সংঘটিত হইবে? পরন্তু কারণব্যাপার-ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অত্যন্ত অসম্ভবগ্রস্তা। পক্ষান্তরে কার্য্যোৎপত্তি-সাধনার্থ সকল-লোকই কারণ-ব্যাপারের অপেক্ষা করিয়া থাকে। উৎপত্তির নিত্য-সমবায়-রূপতা-প্রযুক্ত নৈয়ায়িকাদির মতে কারণ-ব্যাপা-রাপেক্ষা উপপন্না হইবে কিরূপে? সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকৃত হওয়ায়, কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান সদ্‌ভূত-পটাদি-কার্য্যের আবির্ভাব অর্থাৎ প্রকাশ-সাধনার্থ কারণাপেক্ষা সুতরাং উপপন্না হইতেছে।

যদি বল, কার্য্য-মাত্রের রূপ কার্য্যোৎপত্তি-পদার্থ হইতে পৃথক্ নহে, পরন্তু কার্য্যস্বরূপানুভবের পূর্ব্বকালে কার্য্যোৎপত্তি-ব্যবহার না হওয়ায় এবং কার্য্যরূপের অনন্তর কার্য্যোৎপত্তি-ব্যবহার বৃদ্ধাভিমত

হওয়ায়, কার্য্যরূপই কার্য্যোৎপত্তিপদার্থরূপে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল-ব্যাপারবত্ত্ব অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে কারণ-সমুহের উৎপাদকত্ব অভিহিত হইয়াছে। স্বকারণ-সমবায় অথবা স্বসত্তা-সমবায় লক্ষণানুসারে উৎপত্তির সমবায়-রূপতা-নিবন্ধন নিত্যত্ব নিশ্চিত হইলে, কারণব্যাপারের উৎপত্ত্যনুকূলতা অনুপপন্না হইয়াছিল। এক্ষণে যদি কার্য্যের রূপই উৎপত্তিপদার্থরূপে পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে রূপের নিত্যত্বাভাব-প্রযুক্ত কারণ-ব্যাপারের উৎপত্তির অনুকূলতা নিতরাং উপপন্না হইতেছে। পট অর্থাৎ কার্য্যমাত্রের রূপের সহিত কারণ-সকলের জন্যজনকতা-সম্বন্ধ-স্বীকার-পূর্ব্বক সকল-লোক-লোচনা-বলোকিত, সর্ব্বলোক-সিদ্ধ-কারণ-সকলের যে উৎপত্ত্যনুকূল-ব্যাপারবত্ত্ব, তাহার কার্য্য-রূপানুকূল-ব্যাপারবত্ত্ব অভিপ্রায়ে অসৎকার্য্যবাদিগণ যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। কারণ, পটের অর্থাৎ কার্য্যমাত্রের রূপ যদি ক্রিয়া হইত, তবে তাহার সহিত কারণ-সকলের জন্য-জনকতাখ্য সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারিত; পরন্তু গুণ-বিশেষত্ব-প্রযুক্ত পট-রূপের অক্রিয়াত্ব অর্থাৎ ক্রিয়া-রূপত্বাভাব অবধৃত হওয়ায় এবং কারক-সকলের ক্রিয়া-সম্বন্ধিত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ানুকূল-ব্যাপারবত্ত্ব শাস্ত্রসমর্থিত হওয়ায়, অক্রিয়াভূত-কার্য্য-রূপের সহিত কারণ-সকলের জন্য-জনকতা-সম্বন্ধ কদাপি সম্ভবপর নহে। যদি বল, কারণত্ব অর্থে জনকত্ব-মাত্রই পরিগৃহীত হইবে এবং ক্রিয়ানুকুল ব্যাপারবত্ত্ববৎ রূপানু-কূল-ব্যাপারবত্ত্বে তাদৃশ জনকত্ব অনুপপন্ন নহে, তবে সৎকার্য্যবাদী বলিবেন, ক্রিয়ানুকূলব্যাপারবত্ত্বের ন্যায় রূপানুকূলব্যাপারবত্ত্ব স্বীকার করিলে, কারণত্বের উপপত্তি হয় না। যেহেতু "কারয়তীতি কারণং" এই ব্যুৎপত্তিবলে ক্রিয়ানুকূল-ব্যাপার-বিশিষ্টেরই কারণ-পদার্থতা নিশ্চিতা হইয়াছে। পক্ষান্তরে রূপানুকূল-ব্যাপার-বিশিষ্টের কারণ-পদার্থত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ক্রিয়াই ধাত্বর্থ। উৎপত্তির ধাত্বর্থ-রূপতা-প্রযুক্ত ক্রিয়াত্ব-নিশ্চিত এবং রূপের ধাত্বর্থত্বের অভাব-প্রযুক্ত অক্রিয়াত্ব সর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সম্মত। অতএব সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তাচার্য্যগণের সৎকার্য্যবাদ-সিদ্ধান্ত নির্দ্দিষ্টতা-প্রযুক্ত সর্ব্বথা প্রশস্ততর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উপরিবর্ণিতরূপে সাংখ্য-স্মৃতি-শাস্ত্র-পরিকল্পিত-প্রধানের সাধনানুগুণ-সৎকার্য্যবাদ উপপাদন করা হইয়াছে। এক্ষণে শ্লোকার্থের বিস্পষ্ট-ব্যাখ্যানার্থ প্রেক্ষাবান্ পুরুষপ্রবরের অপেক্ষিততত্ত্ব-প্রযুক্ত সমারব্ধ-সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রতিপাদিত-পদার্থ-সকল শ্রোতা, বা অধ্যেতৃ-জনের বুদ্ধি-বৈশদ্য উদ্দেশ্যে সংক্ষেপতঃ সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল প্রকৃতি, কেবল বিকৃতি, প্রকৃতি বিকৃতি এবং অনুভয়রূপ, অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকৃতি-বিলক্ষণ-ভেদে সাংখ্য-শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ-পদার্থ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃতি? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিতি"। "প্রকরোতি" অর্থাৎ প্রকার-বিশেষে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অন্যতম-কর্ত্তৃক অন্যতমের অভিভব-রহিত সাম্য অবস্থা প্রকৃতি, অথবা প্রধান আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। "ধৃত হয়, যথাযথ স্থাপিত হয়, মহাপ্রলয়-কালে বীজরূপে সমুদায় জগৎ যাহার দ্বারা" এই ব্যুৎপত্তিবলে নাম-রূপ বীজ-ভূত অব্যাকৃত অবস্থা অক্ষর, আকাশ, অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি, বা প্রধান নামে অভিহিতা হইয়া থাকে। সেই প্রকৃতি স্বয়ং অবিকৃতি, অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি বিকার নহেন; কিন্তু প্রকৃতিমাত্রই। সাম্যা-বস্থাপন্ন-গুণ-ত্রয়-সমবায় প্রকৃতিমাত্র কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যেহেতু সমগ্র-কার্য্যসঙ্ঘাতের একমাত্র প্রকৃতিই মূল, অতএব মূল-প্রকৃতির আর মূলান্তর নাই। যদি মূলেরও মূলান্তর অন্বেষণ করা যায়, তবে তার মূল, তার মূল ইত্যাদি রীতিক্রমে মূল-কল্পনার অনিবৃত্তিবশতঃ অনবস্থাপ্রসঙ্গ অপরিহার্য্য।

যদি বলা যায়, কার্য্যত্বরূপ-হেতুর মূলানুমাপকতা-প্রযুক্ত বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে প্রামাণিকী অনবস্থা দোষের কারণ নহে, তাহা হইলে, প্রকৃতি-নিত্যত্ববাদী বলিবেন, ভবদভিমতা প্রকৃতির কার্য্যত্বই একমাত্র-অনবস্থা প্রমাণ; পরন্তু অজামন্ত্রে প্রকৃতির অজাত্ব অভিহিত হওয়ায়, কার্য্যত্ব অসিদ্ধ হইতেছে; সুতরাং অনবস্থার প্রতি কোন প্রমাণের সদ্ভাব দেখা যায় না। অতএব মূলের মূলান্তরান্বেষণ যুক্তি-সঙ্গত নহে। প্রকৃতি-বিকৃতির স্বরূপ ও সংখ্যা-বিষয়ে প্রশ্ন হওয়ায়, সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন,

"মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ইতি"; প্রকৃতি হইয়াও বিকৃতি-ভাবাপন্ন-সপ্ত-সংখ্যক-তত্ত্বের স্বরূপ যথা ঃ—মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব বিকৃতি মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব মহত্তত্ত্ব মূল-প্রকৃতির বিকৃতি এবং অহঙ্কারতত্ত্বের প্রকৃতি। এইরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন, অতএব বিকৃতি অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব অহঙ্কার-তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি এবং তন্মাত্রও ইন্দ্রিয়গণের প্রকৃতি। এইরূপ অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন, অতএব বিকৃতি পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম-ভূত-পঞ্চক হইতে আকাশাদি স্থূলভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তন্মাত্র-পঞ্চক অহঙ্কার-তত্ত্বের বিকৃতি এবং আকাশাদি স্থূলভূতসকলের প্রকৃতি। সাংখ্যশাস্ত্রীয়-প্রক্রিয়ানুগত-প্রথম ও দ্বিতীয়-ব্যূহ প্রদর্শিত হইল। তৃতীয়ব্যূহে "অথ কা বিকৃতিরেব কিয়তী চ" ইত্যাদি উপক্রমে, বিকৃতি-পদার্থ বিন্যস্ত হইয়াছে। বিকৃতির স্বরূপ ও সংখ্যা-বিষয়িণী আকাঙ্ক্ষার উপশান্তির জন্য, সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন, "ষোড়শকস্তু বিকার ইতি"। ষোড়শ-সংখ্যা-পরিমিতগণ এই অর্থে, ষোড়শক-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর তাবৎপরিমাণ অর্থে সঙ্ঘ্যাদি বাচ্য হইলে 'ক' প্রত্যয় হইয়া থাকে। অতএব 'ষোড়শকঃ' এই পদ সহজেই নিষ্পন্ন হইতেছে। যদ্যপি সঙ্ঘ-শব্দ প্রাণিবিষয়ে রূঢ়, ইহা কাশিকাদি-গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অমরসিংহও "সঙ্ঘ সার্থৌ তু জন্তুভিঃ" এইরূপ কথন করিয়াছেন, তথাপি "কামজো দশকো গণঃ" "ক্রোধজোঽপি গণোষ্টকঃ" ইত্যাদি স্থলে, অপ্রাণী হইলেও, সমূহার্থে ভূরিশঃ গণ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায়, প্রকৃত-স্থলে সঙ্ঘ-শব্দের উল্লেখ না করিয়া, সঙ্গত-বোধে গণ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বিকার-শব্দোত্তর-যোজনীয়, অবধারণার্থক 'তু' শব্দ ভিন্ন-ক্রম বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চ-মহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শক-গণ চিরদিনই বিকার, কখনও প্রকৃতি-স্থানীয় নহে।

যদি বল, স্থূল-পৃথিব্যাদি সকলেরও গো-শরীর, ঘট ও বৃক্ষাদি অসংখ্যেয়-বিকার-পদার্থ ইতস্ততঃ উপলব্ধ হইতেছে, ঐ সকল বিকার

অপেক্ষা করিয়া পৃথিব্যাদির প্রকৃতিত্ব সম্ভবপর হইলে, কেবল-বিকার-রূপতা কিরূপে নিশ্চিতা হইতে পারে? পুনশ্চ পৃথিব্যাদি-বিকার-বিশেষ গো-শরীর, বা বৃক্ষাদিরও বিকার-ভূত-পয়ো-বীজাদি হইতে দধি ও অঙ্কুরাদি বিকার উৎপন্ন হইতেছে। অতএব পৃথিব্যাদির প্রকৃতিত্ব এবং গো-বৃক্ষাদির অথবা পয়ো-বীজাদির প্রকৃতিত্ব, বা তত্ত্বান্তরত্ব স্বীকৃত হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, গো-মহিষ-বৃক্ষাদি, অথবা পয়ো-বীজাদি, কিম্বা দধ্যঙ্কুরাদি, যদি পৃথিব্যাদি হইতে তত্ত্বান্তর হইত, তাহা হইলে, তত্ত্বান্তরোপাদানত্ব-প্রযুক্ত পৃথিব্যাদির প্রকৃতিত্ব এবং গো-মহিষাদি-শরীরের, বৃক্ষাদির, অথবা পয়ো-বীজাদির প্রকৃতিত্ব, বা তত্ত্বান্তরত্ব, বিনা বিপ্রতিপত্তি, স্বীকৃত হইত। পঞ্চবিংশতি-সংখ্যাবিঘটন-মানসে যাঁহারা অতিরিক্ত তত্ত্বান্তর স্বীকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, সাংখ্যমতে উহাদিগের প্রকৃতিত্ব বা তত্ত্বান্তরত্ব আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে সাংখ্যসময়ে তত্ত্বান্তরোপাদানত্ব-প্রযুক্তই প্রকৃতিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অতএব গবাদির, অথবা পয়োবীজাদির, কিম্বা দধ্যঙ্কুরাদির, তত্ত্বান্তরত্ব অর্থাৎ পৃথিব্যাদি-ভিন্ন-পদার্থত্ব স্বীকৃত না হওয়ায়, পৃথিব্যাদির প্রকৃতিত্ব অঙ্গীকরণীয় নহে। উক্তরূপে তত্ত্বান্তর-শঙ্কা পরিহৃতা হইলেও পুনরপি রূপ-বৈলক্ষণ্য-প্রযুক্ত গো-ঘটাদির তত্ত্বান্তরত্ব অভিমত হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, রূপবৈলক্ষণ্য তত্ত্বান্তরত্বের প্রতি হেতু নহে; কিন্তু বিভিন্ন-ধর্ম্মকত্বই তত্ত্বান্তরত্ব-প্রযোজক। অতএব স্থূল-পৃথিব্যাদির অথবা গো-ঘটাদির স্থূলতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বরূপ ধর্ম্মসামান্য-বশতঃ, বিভিন্ন-ধর্ম্মকত্বাভাব নিশ্চিত হওয়ায়, তত্ত্বান্তরত্ব হইতে পারে না। অন্যথা সহস্র সহস্র মৃৎখণ্ডে সাধারণ-ধর্ম্মের ভেদ না থাকিলেও, ব্যক্তি-ভেদে আকার-বৈলক্ষণ্য প্রতীত হওয়ায়, তত্ত্বান্তরত্বাপত্তি-প্রযুক্ত মৃদ্বিকারত্বাপত্তি অনিবার্য্যা। উদ্দিষ্ট চতুর্ব্বিধ-শাস্ত্রার্থের মধ্যে অবশিষ্ট, অনুভয়রূপ-তত্ত্বের বিবরণার্থ সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ইতি। পুরুষ প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন, পরন্তু তদুভয়-বিলক্ষণ সাক্ষী, দ্রষ্টা, চিন্মাত্র-স্বরূপ।

প্রদর্শিত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের প্রথম তত্ত্ব প্রধানের কোন হেতু নাই, কারণ, অজামন্ত্রে অনবস্থা-ভয়ে প্রকৃতির অজন্যত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে। তিনি নিত্যা অর্থাৎ হেতুমত্ত্বাভাব-প্রযুক্ত কারণে লয়-লক্ষণ-বিনাশ-রহিতা। তথা এই সাংখ্যাভিহিত প্রধান বা অব্যক্ত ব্যাপী, অর্থাৎ স্বীয় অবয়ব দ্বারা অহঙ্কারাদি-সর্ব্ব-কার্য্যাবয়বের উৎপাদকত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্ব-কার্য্য-ব্যাপক এবং নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ স্বস্থান-ত্যাগ-পূর্ব্বক স্থানান্তর-সঞ্চার-রহিত। তাৎপর্য্য এই যে, ক্রিয়া-শব্দের যদি ধাত্বর্থ-সাকল্য-পরত্ব অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, প্রকৃতির পরিণাম-লক্ষণ-ক্রিয়া-শালিত্ব-প্রযুক্ত নিষ্ক্রিয়ত্বের অনুপপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব ক্রিয়া-শব্দের ধাত্বর্থ-সাকল্য-পরতা পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তর-সঞ্চার-লক্ষণ-পরিস্পন্দন-পরতা ব্যাখ্যা করিলে, প্রধানের নিষ্ক্রিয়ত্বে আর কোনরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। তথা প্রধান এক, অর্থাৎ সজাতীয়-দ্বিতীয়-রহিত, কারণ, "অজামেকাং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রধানের একত্ব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। পুনশ্চ প্রধানের সজাতীয়-দ্বিতীয়-সদ্ভাবে কোন প্রমাণের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। প্রধান অনাশ্রিত, অর্থাৎ কার্য্য হইলেই কারণে আশ্রিত হইয়া থাকে, প্রধান কাহারও কার্য্য নহে, সুতরাং কারণের অভাব-প্রযুক্ত প্রধানের কোন আশ্রয় নাই। এইরূপ প্রধান অলিঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য-মাত্রই কারণের অনুমাপক হইয়া থাকে; পরন্তু প্রধান পুরুষের লিঙ্গ হইলেও, স্বয়ং নিজের অনুমাপক হইতে পারে না, অতএব অলিঙ্গ। পুনশ্চ প্রধান অনবয়ব, "অবয়বনমবয়বঃ," অবয়ব-শব্দে মিথঃ সংশ্লেষ, মিশ্রণ, অর্থাৎ সংযোগ বুঝিতে হইবে। "অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ" সংযোগ শব্দের অভিপ্রেত অর্থ। প্রধান পরস্পর সংযোগবিশিষ্ট নহে। কারণ, স্বীয় কার্য্যের সহিত, অথবা স্বস্বরূপে প্রধানের যে সম্বন্ধ, তাহার নিত্যত্ব প্রযুক্ত, অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বক-প্রাপ্তি-রূপতা নাই; সুতরাং প্রধান নিরবয়ব। পুনশ্চ প্রধান স্বতন্ত্র, অর্থাৎ স্বীয়-কার্য্য-জননাবসরে পরাপেক্ষত্বাভাব-প্রযুক্ত স্বয়ং অপরতন্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ-সাহায্যে শ্লোকগত-সর্ব্ব-শব্দাভিধেয়-ব্যক্ত-শব্দ-বাচ্য-বিচিত্র-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা বৈধর্ম্ম্য, অথচ মূল-প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য উক্ত

হইয়াছে। এক্ষণে ব্যক্ত ও অব্যক্তের পরস্পর সাধর্ম্ম্য, অর্থাৎ সমান-ধর্ম্মতা এবং পুরুষ হইতে বৈধর্ম্ম্য, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মতা কীর্ত্তন করিতে হইবে। ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসবধর্ম্মী ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থের উক্তরূপ-সাধর্ম্ম্য-বিবরণ শাস্ত্রে ক্রমশঃ এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—কারিকাস্থ-ত্রিগুণ-পদের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপরত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, অজা-মন্ত্রস্থ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ-পদ দ্বারা অব্যক্তের সত্ত্বাদি-গুণাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলেও, ব্যক্তের তথাবিধ-গুণাত্মকত্ব সিদ্ধ না হওয়ায়, ত্রিগুণাত্মকত্ব অব্যক্ত ও ব্যক্ত, এই উভয়ের সাধর্ম্ম্য হইতে পারে না। কার্য্য-মাত্রই কারণ-গুণাত্মক, এই রীতি অনুসারে কারণ অব্যক্তের সত্ত্বাদি-গুণাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলে, ব্যক্তকার্য্য-পদার্থেও সুতরাং সত্ত্বাদি-গুণাত্মকতা সুসিদ্ধা হইবে, এ কথা বলাও সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্তের কার্য্য-কারণ-ভাব অদ্যাপি সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু, ব্যক্ত-কার্য্য-পদার্থের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা লোকসিদ্ধা হওয়ায় তদ্বশে কারণ-স্বরূপ প্রধানের ও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব-সাধন দ্বারা যখন অগ্রিম গ্রন্থে সত্ত্বাদি-গুণাত্মকতা সাধিতা হইবে, তখন এ স্থলে গুণ-পদের সত্ত্বাদি-গুণ-পরত্ব-ব্যাখ্যান উচিত নহে। পুনশ্চ দুগ্ধ পরিণাম দ্বারা দধিভাবাপন্ন হইলে, লোকে যেমন দুগ্ধ বলিয়া অভিহিত হয় না, সেইরূপ সত্ত্বাদি-গুণ-সকলের পরিণাম দ্বারা ব্যক্ত-কার্য্যে রূপান্তরীভাব-প্রযুক্ত, সত্ত্বাদি-পদ-বাচ্যতা সঙ্গতা হইতে পারে না। অতএব গুণ-পদের সত্ত্বাদি-গুণ-পরত্বরূপ অর্থে উপেক্ষা করিয়া, সত্ত্বাদি-গুণ-কার্য্য-সুখাদি-পরত্ব-ব্যাখ্যান করাই যুক্তি-সঙ্গত। এই সকল কারণ বশতঃ সর্ব্ব-দর্শন-স্বতন্ত্র ষড়্-দর্শন-টীকা-কার সাংখ্যাচার্য্য-বাচস্পতি-মিশ্র সুখ-দুঃখাদির সত্ত্বাদি-গুণ-কার্য্যত্ব-হেতুক ত্রিগুণ-পদের "ত্রয়ো গুণাঃ সুখ-দুঃখ-মোহা অস্যেতি ত্রিগুণম্" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহত্তত্ত্ব হইতে আকাশাদি স্থূল-ভূত-পঞ্চক-পর্য্যন্ত-ব্যক্তাবস্থ-বিচিত্র-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব সুভগ-যুবতি-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে অগ্রে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব। উক্তরূপে কার্য্য ও কারণ-ভাবাপন্ন অচেতন ব্যক্ত ও অব্যক্তের সুখাদি-গুণবত্ত্ব-প্রতিপাদন-দ্বারা

"তস্য গুণা বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কার-সংখ্যা-পরিমাণ-পৃথক্ত্ব-সংযোগ-বিভাগাঃ" ইত্যাদি-গ্রন্থ-সাহায্যে বৈশেষিক-তন্ত্রাভিমত-চতুর্দ্দশধা-বিভক্ত-সুখ-দুঃখাদির আত্ম-গুণত্ব অর্থাৎ চেতন-পুরুষ-গুণত্ব অপাকৃত হইতেছে। অতএব পর-মত প্রতিষিদ্ধ না হইলে, স্বমতানুমত হইবে, এইরূপ তন্ত্র-যুক্তির এ স্থলে কোন অবকাশ নাই। ব্যক্তাব্যক্ত-সাধারণ-ত্রিগুণকার্য্য-সুখ্যাদ্যাত্মকত্ব বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে "অবি-বেকি" পদের বিবৃতি করিতে হইবে।

বিবেক-শব্দের অর্থ পৃথক্কার, পৃথক্কাররূপ-বিবেক আছে ইহার, এই অর্থে বিবেকী, যে উক্তরূপ বিবেক-সম্পন্ন নহে, তাহাকে অবি-বেকী বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রধান স্বীয়-রূপ হইতে স্বয়ং বিবিক্ত অর্থাৎ কখনও পৃথক্কৃত হইতে পারেন না এবং মহদাদি-ব্যক্ত-পদার্থ-সকলও প্রধান হইতে বিবিক্ত নহে। অর্থাৎ কনক-কার্য্য কন-কাত্মক-কুণ্ডল যেমন কনক হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ প্রধান-কার্য্য-প্রধানাত্মক-মহদাদি-ব্যক্ত-পদার্থ-সকলও প্রধান হইতে বিবেকের সর্ব্বথা অনুপযুক্ত। "অবিবেকি" পদে প্রধান, প্রধান হইতে, তথা বুদ্ধ্যাদি-ব্যক্ত-কার্য্য-সকলও যে প্রধানাত্মকত্ব-প্রযুক্ত প্রধান হইতে পৃথক্কারের সম্পূর্ণ অযোগ্য, ইহা প্রদর্শিত হইলেও, কেহ কেহ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, প্রধানের, অথবা প্রধান-পরি-ণাম-ভূত-মহদাদির যে প্রধান হইতে পৃথক্-ক্রিয়া নাই, ইহা কেবল "নান্তরিক্ষে অগ্নিশ্চেতব্যঃ" অন্তরিক্ষে অগ্নি চয়নীয় নহে, ইত্যাদির ন্যায় অনুবাদ অর্থাৎ প্রমাণান্তরাবধৃত-পদার্থ-বিষয়ক-কথন মাত্র। এই কারণে আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র "অবিবেকি" পদের ব্যাখ্যান্তর অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে, "অথবা সম্ভূয়কারিত্বমবিবেকঃ" অর্থাৎ মিলিত হইয়া, ইতর-সাহায্যে কার্য্য-জনকত্বই "অবিবেকঃ" পদের অর্থ। "সম্ভূয়" এই অসমাপিকা-ক্রিয়া-পদ-দ্বারা যে ইতর-সাহায্যাবলম্বনপূর্ব্বক-কার্য্য-জনকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যুক্তি এই যে, কোন বস্তু একক অর্থাৎ ইতর-সাহায্যে নিরপেক্ষ হইয়া, স্বকার্য্যে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সমর্থ হইতে পারে না; কিন্তু মিলিত হইয়াই, স্ব-কার্য্য-সম্পাদন করিয়া থাকে।

অতএব ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে ইতর-সাহায্য-নিরপেক্ষ কোন একটী হইতে কোন একটীর সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি কোন প্রকারেই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সত্ত্বাদি-গুণোদ্রেক-সাহায্যে অথবা অদৃষ্টাদি-সাহায্যে প্রধানের যেমন কার্য্যজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ মহদাদিরও সত্ত্বাদি-গুণোদ্রেক, অদৃষ্ট, অথবা প্রকৃতি দ্বারা আপূরণ অপেক্ষা করিয়াই, কার্য্যোপজনকতা স্বীকার করিতে হইবে।

সাংখ্যাচার্য্য-প্রদর্শিত-বাহ্যার্থ-সদ্ভাব-স্বীকারে অসম্মত বিজ্ঞানৈক-স্কন্ধ-বাদী বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে, ঘট-পট-মঠাদি-বাহ্যার্থ-বিষয়ক লৌকিক যে কোন ব্যবহারে জীব-সমাজ প্রবৃত্ত হউক না কেন, বাস্তবিক-পক্ষে তাদৃশ-ব্যবহারাস্পদ বাহ্যার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কোন পদার্থ নাই। পরন্তু বাসনা-বশে বুদ্ধি-দর্পণ-তলে যখন যে আকার প্রতিভাস প্রাপ্ত হয়, তৎকালে বুদ্ধিরই তাদৃশ-ঘটাদ্যাকারতাপন্নত্ব-প্রযুক্ত অন্তঃস্থই এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত-বাহ্যার্থ স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। উক্ত মতের সমর্থন-কল্পে বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানস্কন্ধবাদাবলম্বনে বলিয়া থাকেন যে, ব্যবহার-কালে অনুভব-মাত্রত্ব-রূপে সামান্যতঃ জায়মান জ্ঞানের বিষয়-ভেদে ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, স্তম্ভজ্ঞান, কুড্যজ্ঞান, ইত্যাদিরূপে যে বিভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা জ্ঞান-গত-বিশেষ-ব্যতীত কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও, জ্ঞানের বিষয়-সারূপ্য বাদিগণকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐরূপ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, বিজ্ঞান-দ্বারাই বিষয়-সকলের আকার অবরুদ্ধ হওয়ায়, বিজ্ঞানাতিরিক্ত-বাহ্যার্থ-সদ্ভাব-কল্পনা নিরর্থিকা হইতেছে। অপিচ সহোপলম্ভ-নিয়মবশে বিষয় ও বিজ্ঞানের অভেদ স্বভাবতঃ আপতিত হইতেছে। বিষয়ের অভাবে বিষয়-বিজ্ঞান-সত্তা কখনও অনুভূতা হয় না এবং বিষয়-বিজ্ঞান-সত্তার অভাব হইলে, কখনও বিষয়-সত্তা সমুপলব্ধা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বিষয় ও বিজ্ঞান, এই উভয়ের সদ্ভাব হইলেই, প্রতিবন্ধকের অভাব-বশতঃ বিষয় ও বিজ্ঞানের পৃথক্ উপলব্ধি ন্যায্যতরা হইতে পারে। যদি বিষয়-সারূপ্য এবং সহোপলম্ভ-নিয়ম-বশে বিষয় ও বিজ্ঞানের

অভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্যার্থ-সম্ভাব-কল্পনার প্রয়োজন কি ? পুনশ্চ যেমন স্বপ্ন, ইন্দ্রজালাদি মায়া, মরীচ্যুদক বা গন্ধর্ব্বনগরাদি-প্রত্যয়-সকল বাহ্যার্থ-সম্ভাব-কল্পনা-বিনাই গ্রাহ্য ও গ্রাহক আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগরিত-গোচর স্তম্ভ, কুড্য, ঘট ও পট আদি প্রত্যয় সকলও বাহ্য অর্থ ব্যতীত গ্রাহ্য ও গ্রাহক আকার প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি বাহ্যার্থ-সম্ভাব-বাদি-গণ তদ্বি-জ্ঞানত্ব-রূপ হেতুর উপন্যাস পূর্ব্বক, তদ্বিজ্ঞানের তদ্বিষয়-সত্তাপেক্ষা-সিদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়া, উক্তরূপ অনুমান-প্রমাণের অবতারণা করেন, তাহা হইলে, পূর্ব্বোপন্যস্ত-স্বপ্নাদিস্থলে বাহ্য-বিষয়-সত্তার অভাবকালেও তদ্বিজ্ঞান-সত্তা পরিদৃষ্টা হওয়ায়, স্বয়ং আগত হেতুর ব্যাপ্যত্বাভাব কে নিবারণ করিবে ?

পুনশ্চ, বাহ্য অর্থের অভাবে ব্যবহার-বৈচিত্র্য বা প্রত্যয়-বৈচিত্র্য কিরূপে উৎপন্ন হইবে ? এরূপ প্রশ্নও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ, বাসনা-বৈচিত্র্য-বশে প্রত্যয়-বৈচিত্র্যের স্বরূপ-লাভ-বিষয়ে কোনরূপ বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই অনাদি-সংসার-মণ্ডলে বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে বিজ্ঞান সকলের ও বাসনা সকলের পরস্পর-নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাব-বশতঃ প্রত্যয়-বৈচিত্র্য বিকসিত হইয়া থাকে। কিঞ্চ, অন্বয় অর্থাৎ বাসনার সম্ভাবকালে প্রত্যয়-বৈচিত্র্য এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ বাসনার অস-ম্ভাবে জ্ঞান-বৈচিত্র্যের অসম্ভাব দৃষ্ট হওয়ায়, বাসনাবৈচিত্র্যই যে প্রত্যয়-বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ, তাহা নিশ্চিত উপপন্ন হইতেছে। অতএব স্বপ্নাদিস্থলে বাহ্য-পদার্থ-সম্ভাব-ব্যতীত আমাদিগের মধ্যে যখন বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই বাসনা-নিমিত্ত-জ্ঞান-বৈচিত্র্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন বিজ্ঞানাতিরিক্ত-বাহ্য-অর্থ স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। একমাত্র বিজ্ঞান-পদার্থই হর্ষাকার, বিষাদাকার, মোহাকার এবং শব্দাদ্যাকার প্রাপ্ত হইয়া, জীব-সমাজের যথোপযুক্ত-ব্যবহারে উপ-যোগিতা ভজনা করিয়া থাকে। অতএব ইহা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত হর্ষ, বিষাদ, অথবা মোহাদি ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাব-বিশিষ্ট অন্য কোন বাহ্য পদার্থ নাই।

যাঁহারা উক্তরূপে বাহ্য অর্থের অপলাপ সাধনে সতত তৎপর, সেই সকল বিজ্ঞানৈকস্কন্ধবাদী বুদ্ধ-শিষ্যের মত-নিরাকরণের জন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাধর্ম্ম্য-কথনাবসরে "বিষয়ঃ" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। বুদ্ধ-বিনেয়-গণকে লক্ষ্য করিয়া, সাংখ্যাচার্য্যগণ উক্ত-বিষয়-পদের অর্থ করিয়াছেন গ্রাহ্য, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে অবশ্য গ্রহণীয়। তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণের গ্রাহ্য-বস্তু-মাত্রই বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত পদার্থ। কারণ, পুরুষ-বিশেষের ঘটাদি আকারাপন্ন বিজ্ঞান কখনই পুরুষান্তরের গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা পুরুষান্তর-সাধারণের গ্রাহ্য, তাহা অবশ্যই বিজ্ঞান-বহির্ভূত।

অতএব ইন্দ্রিয়-সাহায্যে অবশ্য গ্রহণীয়ত্ব প্রযুক্ত, "সামান্য" ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাধর্ম্ম্যরূপে পঠিত হইয়াছে। সামান্য অর্থে সাধারণ ঘট-পটাদির ন্যায় অনেক-পুরুষকর্ত্তৃক-গৃহীত বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ-মতে যদি বাহ্য-ঘট-পটাদির বিজ্ঞানাকারতা স্বীকৃতা হয়, তবে বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ-বিজ্ঞান-সকলের অসাধারণতা প্রযুক্ত, বিজ্ঞানাকার, বা বিজ্ঞান-স্বরূপতা-নিবন্ধন বাহ্য-ঘট-পটাদি-বিষয়সকলেরও অসাধারণতা আপতিতা হইবে না কেন? পরকীয়া বুদ্ধির অর্থাৎ বৃত্তি-রূপ-জ্ঞানের অপ্রত্যক্ষতা বশতঃ বিজ্ঞান যেমন অপর অনেক-পুরুষকর্ত্তৃক গৃহীত হয় না, সেইরূপ বাহ্য-ঘট-পটাদি-বিষয়-সকলও বিজ্ঞানাকারে অবরুদ্ধ হওয়ায়, অপর পুরুষ-সাধারণ-কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইতে পারে না। অথচ ঘটাদি-বাহ্য-পদার্থ-সকল যখন পুরুষ-সাধারণ-কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছে, তখন তাহাদিগের বিষয়ত্ব, অর্থাৎ বিজ্ঞানবহির্ভূততা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উক্তরূপে বিষয়-সকলের সাধারণত্ব-সমর্থিত হইলে, দৃষ্টান্তরূপে সাংখ্যাচার্য্যপ্রদর্শিতা রঙ্গালয়ে অবতীর্ণা নর্ত্তকীর একমাত্র ভ্রূলতা-ভঙ্গে অর্থাৎ কুটিল-ভ্রূবিক্ষেপে সমকালে সমবেত-বহু-সভ্য-পুরুষের প্রতিসন্ধান, অর্থাৎ সানুরাগ-দৃষ্টিপাত যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে। অন্যথা নর্ত্তকী-ভ্রূ-বিক্ষেপের, অথবা ঘট-পটাদির পুরুষ-বিশেষীয়-বিজ্ঞানরূপতা স্বীকৃতা হইলে, যুগপৎ অথবা বিভিন্ন-কালে বহু-পুরুষ-সাধারণের প্রতিসন্ধান কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

পুনশ্চ সাংখ্য-সিদ্ধান্তে প্রধান ও বুদ্ধ্যাদি-স্থূল-ভূত-পর্য্যন্ত সমগ্র-জগৎ-প্রপঞ্চের অচেতনত্ব সাধর্ম্ম্যরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরন্তু বৌদ্ধ-বিশেষ বৈনাশিকের ন্যায় বুদ্ধির চৈতন্য অর্থাৎ চিদ্রূপত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধবিশেষ বৈনাশিকেরা বুদ্ধির চিদ্রূপতা স্বীকার করিয়া থাকেন। বৈনাশিক-সিদ্ধান্তে যেরূপ বুদ্ধির চৈতন্যরূপতা স্বীকৃতা হইয়াছে, সাংখ্যাচার্য্যগণ সেইরূপ বুদ্ধির চৈতন্যরূপতা স্বীকার না করিয়া, পুরুষের চিদ্রূপত্ব এবং প্রধান-বুদ্ধ্যাদি সকলের অচেতনত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহে বৌদ্ধ-দর্শন-প্রস্তাবে বৈনাশিক বৌদ্ধ-বিশেষের মত অভিহিত হইয়াছে, যথা—"অতএব স্বীয় স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত গ্রাহ্যের অভাব বশতঃ গ্রাহ্যাত্মিকা বুদ্ধি স্বয়ং প্রকাশবৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" উক্তমত-সিদ্ধির জন্য প্রমাণও উক্ত হইয়াছে, যথা—অন্য অনুভাব্য ও অপর অনুভবের অভাব-প্রযুক্ত গ্রাহ্য-গ্রাহক-বৈধর্ম্ম্যভেদে বুদ্ধি স্বয়ং প্রকাশিতা হয়। উক্ত-মতের খণ্ডন পূর্ব্বতন-গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুনশ্চ বাসনা-বৈচিত্র্য-সম্পাদন এবং হৃদয়ে আকার আধানের জন্যও বাহ্য-পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ প্রধান ও মহত্তত্ত্ব, ইহারা উভয়েই "প্রসব-ধর্ম্মি"। অর্থাৎ সজাতীয়, অথবা বিজাতীয়-পরিণামরূপ যে প্রসবধর্ম্ম, তাদৃশ-প্রসবলক্ষণ-ধর্ম্ম আছে ইহার, এই অর্থে "প্রসবধর্ম্মি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, প্রসবধর্ম্মা, এইরূপ কথন করিলে যখন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তখন "বহুব্রীহি-সমাস যদি অর্থ-প্রতীতিকর হয়, তবে কর্ম্মধারয়-সমাসের উত্তর মত্বর্থীয়-প্রত্যয় হইবে না" এইরূপ ব্যাকরণের অনুশাসন-লঙ্ঘন করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বাচস্পতি-মিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রসবের নিত্যযোগ অর্থাৎ নিত্য-সম্বন্ধ কথন করিবার জন্য মত্বর্থীয়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, "প্রসবধর্ম্মা" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, "প্রসবো ধর্ম্মো যস্য" এই প্রকার প্রতীতি হইলেও, "মরণধর্ম্মা মর্ত্ত্যঃ" ইত্যাদি স্থলে যেমন মরণ-ধর্ম্মের কাদাচিৎকত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রসবলক্ষণ ধর্ম্মেরও কাদাচিৎকত্ব প্রতীতি হইতে পারে। অতএব

প্রসবলক্ষণ-ধর্ম্মের কাদাচিৎকত্ব প্রতীতি-নিবারণার্থ মত্বর্থীয় প্রয়োগ করা হইয়াছে। মত্বর্থীয় প্রয়োগ দ্বারা প্রসবধর্ম্মের নিত্যযোগ অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব "তদস্ত্যস্যাস্মিন্ বেতি মতুপ্" এই সূত্রে ইতি শব্দের প্রয়োগ থাকায়, বিষয়-নিয়ম দ্যোতিত হইয়াছে, যথা—ভূমা, নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যযোগ, অতিশায়ন, সংসর্গ এবং অস্তি-বিবক্ষা অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। কাশিকাগ্রন্থের উক্ত ভূমাদিক-নিয়ম যাঁহারা প্রায়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের মতে "অস্তি" এই বর্ত্তমানতা-প্রতীতিবলে প্রসবধর্ম্মের নিত্য-সম্বন্ধাবগতি অতীব সুখকরী।

যদি প্রশ্ন হয় যে, প্রসবের নিত্যসম্বন্ধ-খ্যাপনের তাৎপর্য্য কি? তাহা হইলে, উত্তরে আমরা বলিব, সরূপ ও বিরূপ-পরিণাম অর্থাৎ প্রলয়-দশায় সজাতীয়-পরিণাম এবং সর্গ-কালে বিজাতীয়-পরিণাম দ্বারা ক্ষণকালের জন্যও প্রধান বা মহত্তত্ত্ব বিযুক্ত নহে, প্রসবের নিত্য-সম্বন্ধ-খ্যাপনের ইহাই উৎকৃষ্ট তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত অর্থ। ব্যক্ত-বৃত্ত অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মের "যথা ব্যক্তং, তথা প্রধানম্" এইরূপে প্রধানে অতিদেশ করিয়া, উক্তব্যক্তাব্যক্ত-পদার্থ হইতে "তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্" এই কারিকা চরমাংশ অবলম্বনে সাংখ্যাচার্য্যগণ পুরুষের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বর্ত্তমান-কারিকার পূর্ব্বাংশের "ত্রিগুণম্, অবিবেকি, বিষয়ঃ, সামান্যম্, অচেতনম্, প্রসবধর্ম্মি", এই যে সকল ব্যক্তাব্যক্ত-সাধারণ-ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্র কথন করিয়াছেন। পরন্তু ব্যক্তাব্যক্ত-ধর্ম্মসামান্য-রাহিত্য বৈধর্ম্ম্য অর্থে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। কারণ, "তথাচ" এই কারিকাবয়ব সাহায্যে কোন কোন অংশে পুরু-ষেরও ব্যক্তাব্যক্ত-সাধর্ম্ম্য-প্রতিপাদন করিবার জন্য আচার্য্য-বাচস্পতি-মিশ্র এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন যে, অহেতুমত্ত্ব-নিত্যত্বাদি প্রধান-সাধর্ম্ম্য এবং অনেকত্ব-ব্যক্ত-সাধর্ম্ম্য পুরুষে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব "তদ্বিপরীতঃ পুমান্" এ কথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? উত্তরে বাচস্পতি-মিশ্র স্বয়ং কারিকাস্থ "তথাচ" এই অবয়বান্তর্গত "চ"-কারের অপ্যর্থতা স্বীকার পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, যদ্যপি অহেতুমত্ত্বাদি-প্রধান-সাধর্ম্ম্য এবং অনেকত্বাদি ব্যক্ত-ধর্ম্ম পুরুষে উপলব্ধ হইয়া থাকে সত্য,

তথাপি অত্রৈগুণ্যাদি-ব্যক্তাব্যক্ত-বৈধর্ম্ম্য-লক্ষণ-বৈপরীত্য পুরুষে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হওয়ায়, "তদ্বিপরীতঃ পুমান্" এ কথা অত্যন্ত সুসঙ্গতা।

ব্যক্তকে অপেক্ষা করিয়া, অব্যক্তের বৈধর্ম্ম্য এবং ব্যক্তাব্যক্তের সাধর্ম্ম্য-কথন পূর্ব্বক পুরুষের ব্যক্তাব্যক্ত-সাধারণ-ধর্ম্ম-রাহিত্য-লক্ষণ-বৈধর্ম্ম্য উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাদির বৈপরীত্য-লক্ষণ-বিপর্য্যাস অর্থাৎ অত্রিগুণত্ব, বিবেকিত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব, চেতনত্ব এবং অপ্রসবধর্ম্মিত্বরূপ-বৈধর্ম্ম্য দ্বারা সাংখ্যবৃদ্ধাভিমত-বহুত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট-পুরুষের বিবেক-জ্ঞানোপযোগী সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য, দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্ত্তৃভাব-রূপ ধর্ম্মান্তর সিদ্ধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চেতনত্ব ও অবিষয়ত্ব দ্বারা পুরুষের সাক্ষিত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু চেতন পুরুষই দ্রষ্টা হইয়া থাকেন, অচেতন-ঘট-পটাদির দ্রষ্টৃত্ব কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নহে। এইরূপ সাক্ষীর উদ্দেশ্যেই বিষয়-সকল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাঁহার উদ্দেশ্যে বিষয় প্রদর্শিত হয়, লোকে তাঁহাকেই সাক্ষী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। লোকে যেমন অর্থী অথবা প্রত্যর্থী অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী বিবাদের বিষয় সাক্ষীর সমক্ষে উপস্থাপিত করে, সেইরূপ বুদ্ধির স্বরূপে পরিণতা প্রকৃতি দেবীও স্বীয়-চরিত-লক্ষণ বিষয় পুরুষকে দর্শন করাইয়া থাকেন। অচেতন বা বিষয়-পদার্থ বিষয়-দর্শনে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব চৈতন্য ও অবিষয়ত্ব-প্রযুক্ত একমাত্র-চেতন-পুরুষেরই সাক্ষিত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পুনশ্চ অত্রৈগুণ্য-হেতুক দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক অভাবরূপ কৈবল্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্তরূপ-কৈবল্য-সিদ্ধি-বিষয়ে পুরুষের স্বাভাবিক অত্রৈগুণ্য বা সুখ-দুঃখ-মোহ-রাহিত্যই একমাত্র কারণ। অপিচ উপরি-কথিত অত্রৈগুণ্য এবং সুখ-দুঃখ-মোহ-রাহিত্য-প্রযুক্ত চেতন পুরুষের মাধ্যস্থ্য-লক্ষণ সাধর্ম্ম্যও সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুখী সুখসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হয় এবং দুঃখী দুঃখ-দুর্দ্দশাভোগে বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব তথাবিধ সুখতৃপ্ত বা দুঃখ-বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি কখনও মধ্যস্থ হইতে পারে না। পরন্তু সুখ-দুঃখ উভয়রহিত ব্যক্তিই মধ্যস্থ বা উদাসীন আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন। এইরূপ সম্ভূয়-কারিত্ব-লক্ষণ অবিবেক-বিপরীত বিবেকবত্ত্ব এবং অপরিণামিত্ব-লক্ষণ

অপ্রসব-ধর্ম্মিত্ব-প্রযুক্ত পুরুষের অকর্তৃভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যুক্তি এই যে, ইতর-সাহায্য-নিরপেক্ষ একমাত্র পদার্থ হইতে কোন কার্য্যই সম্ভবপর নহে এবং পরিণাম-ব্যতীতও কোন কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। অতএব চেতন পুরুষের অকর্তৃত্ব নিঃসন্দিগ্ধ।

সর্ব্বজ্ঞ-মহর্ষি-কপিল-প্রণীত-সাংখ্য-শাস্ত্রীয়-প্রক্রিয়া অনুসারে পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্বের প্রথম ও চরম তত্ত্ব বৈধর্ম্ম্য-নিরূপণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, একাকী অর্থাৎ ইতর-সাহায্য-নিরপেক্ষ কোন বস্তু কোন কার্য্যের জনক হইতে পারে না; কিন্তু মিলিত অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণোদ্রেক, অথবা অদৃষ্টাদি সাহায্যে প্রধান, বা মহদাদি কার্য্যমাত্রের জনক। যদি উক্তরূপে অচেতন প্রধান,বা মহদাদির সম্ভূয়কারিত্বলক্ষণ-কার্য্যজনকত্বরূপ-কর্তৃত্ব এবং চেতন পুরুষের বিবেকিত্ব, অথবা অপ্রসবধর্ম্মিত্ব-প্রযুক্ত অকর্তৃভাব, সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য ও দ্রষ্টৃত্ব অঙ্গীকৃত হয়, তবে প্রমাণ ও বিচার দ্বারা কর্ত্তব্য অনুষ্ঠেয় অর্থ অবগত হইয়া, অনন্তর তৎকার্য্য-সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, চেতন কর্ত্তা আমি এই কার্য্য-সাধন করিব, এইরূপ চেতন-কর্তৃত্ব-বিষয়ক সার্ব্বজনীন অনুভব কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? সাংখ্যমতে চেতন পুরুষের অকর্তৃত্ব এবং বাস্তবিকপক্ষে কর্ত্তা অন্তঃকরণের অচৈতন্য স্বীকৃত হওয়ায়, সর্ব্বলোকানুভবসিদ্ধা কৃতি ও চৈতন্যের সামানাধিকরণ্য কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তির পরিহারার্থ সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যেহেতু পুরুষাধিকরণে চৈতন্য ও অন্তঃকরণা-ধিকরণে কর্তৃত্ব এইরূপে চৈতন্য ও কর্তৃত্বের ভিন্নাধিকরণতা প্রাগুক্ত যুক্তি দ্বারা সুসিদ্ধা হইতেছে, অতএব অচেতন অর্থাৎ চৈতন্য-রহিত-মহদাদি-সূক্ষ্ম-পর্য্যন্ত-লিঙ্গ বা লিঙ্গ-শরীর "তৎসংযোগাৎ" অর্থাৎ চেতন-পুরুষ-সন্নিধান-বশতঃ "চেতনাবদিব ভবতি" চেতনা-বিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এইরূপ অর্থ-পর্য্যবসান হইলে, "চেতনাবদিব" এই ইব-শব্দ-প্রয়োগবশে "চেতনোঽহং চিকীর্ষন্ করোমি," এই চৈতন্য ও কর্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য-প্রতীতি কেবল ভ্রমমাত্র বলিতে হইবে। অচেতনে চেতন-ভ্রান্তির বীজ চেতন-পুরুষ-সন্নিধান পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন

জবা-কুসুম-সন্নিধান হেতুক সুশুভ্র হইলেও স্ফটিক-মণি-গাত্রে লৌহিত্য-ভ্রম উপস্থিত হয়, সেইরূপ অচেতন বুদ্ধি-বিষয়ে চেতন-পুরুষ-সন্নিধান-বশতঃ চেতনত্ব ভ্রম সুঘটিত হইতেছে। যেমন পুরুষ ও সূক্ষ্ম-শরীরের পরস্পর অবিবেক-গ্রহ-নিবন্ধন অচেতন-লিঙ্গ-শরীরে পুরুষ-সন্নিধান-বশতঃ পুরুষের ধর্ম্ম চেতনত্ব আরোপিত হয়, সেইরূপ গুণকর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গশরীরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলেও, গুণ-ধর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব দ্বারা উদাসীন পুরুষও কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, দীর্ঘকাল বহ্নি-সহযোগে জাজ্বল্যমান অয়ঃপিণ্ডে যেমন বহ্নি ও লোহের অবিবেক-গ্রহ-নিবন্ধন বহ্নি-ধর্ম্ম দাহকত্ব "অয়ো দহতি" এইরূপে আরোপিত হয় এবং অয়ো-ধর্ম্ম-গোলত্বাদি বহ্নি-পিণ্ডে অধ্যস্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দীর্ঘকাল পরস্পর একত্র বসতি বা বাস-নিবন্ধন পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরে আরোপিত হইলে, "চেতনাবদিব লিঙ্গম্" এবং "কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ"। অতএব "চেতনোঽহং চিকীর্ষন্ করোমি" ইত্যাদি লোকসিদ্ধা কৃতি ও চৈতন্যের সামানাধিকরণ্য-বিষয়ক-সার্ব্বজনীন অনুভবের অসঙ্গতি-সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা।

উপরিতন গ্রন্থে "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং" এই কথা বলা হইয়াছে সত্য; পরন্তু চেতনাচেতনত্ব-প্রযুক্ত অত্যন্ত বিভিন্ন পুরুষ ও প্রধানের সংযোগ পরস্পরের অপেক্ষা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত হইতে পারে না এবং পরস্পর উপকার্য্য-উপকারক-ভাব বিনা তথাবিধ আকাঙ্ক্ষারও কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। অতএব অপেক্ষা-হেতু উপকার-কথনাবসরে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ "প্রধানস্য দর্শনার্থম্" অর্থাৎ পুরুষকর্ত্তৃক সর্ব্বজগৎ-কারণ প্রধানের যে দর্শন বা অনুভবের উল্লেখ করিয়াছেন, তদর্থ প্রধানের পুরুষাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গতা বোধ হইতেছে। পুনশ্চ সাংখ্যাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র উদ্ধৃত অংশের পুরুষ-কর্ত্তৃক "প্রধানস্য সর্ব্বকারণস্য যদ্দর্শনং পুরুষেণ, তদর্থম্" এইরূপে প্রধানের দর্শন ব্যাখ্যা করায় প্রধানের ভোগ্যতা প্রদর্শিতা হইয়াছে। এ বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের আশয় এইরূপ যে, সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিলদেব জগৎ-কারণ প্রধানের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা নিরূপণ করিয়াছেন।

অপিচ সুখ ও দুঃখের অনুভব বিনা প্রধানের সুখদুঃখাত্মকতানিরূপণের সফলতা দেখা যায় না। অতএব প্রধান পুরুষ-কর্ত্তৃক সুখ-দুঃখানুভবের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সুখ-দুঃখের অনুভব ভোগ্য-পদার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে। সুখের ও দুঃখের অনুভবিতা ভোক্তা নামে আখ্যাত হইয়াছেন; সুতরাং সুখ ও দুঃখ অনুভব-বিষয়তা-প্রযুক্ত ভোগ্য-পদার্থের অন্তর্গত। উক্ত-প্রক্রিয়া অবলম্বনে সুখ ও দুঃখের ভোগ্যতা সুসিদ্ধা হইলে, তাৎপর্য্যতঃ প্রধানেরই ভোগ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ভোগ্যতা-প্রযুক্ত প্রধানের পুরুষাপেক্ষা স্বতঃসিদ্ধা। অপিচ ভোক্তৃ-পুরুষের সংসর্গ ব্যতীত ভোগ্য-প্রধানের আত্ম-লাভ-সম্ভাবনা না থাকায়, ভোক্তৃ-পুরুষাপেক্ষা নিতান্ত সমীচীনতরা। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপেক্ষা-ব্যতিরেকে সম্বন্ধ অর্থাৎ সংযোগ সম্ভবপর না হওয়ায়, পুরুষের প্রতি প্রধানের অপেক্ষা প্রদর্শিতা হইল।

অনন্তর তদনুকরণে প্রধানের প্রতি পুরুষের অপেক্ষা-প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, পূজ্যপাদ আচার্য্য ঈশ্বর-কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তথা পুরুষস্য কৈবল্যার্থম্" অর্থাৎ কৈবল্যের জন্য প্রধানের প্রতি পুরুষের অপেক্ষা যুক্তিসঙ্গতা। প্রধানাপেক্ষার কৈবল্যার্থতা-বিশদীকরণার্থ আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ভোগ্য-প্রধানের সহিত সম্ভিন্ন অর্থাৎ অবিবিক্তভাবে সংযুক্ত পুরুষ নিজস্বরূপে প্রধান-গত আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ের অভিমান অর্থাৎ "অহং তাপত্রিতয়বান্ দুঃখী" ইত্যাদিরূপে আরোপ করিয়া, দীর্ঘকাল দুঃখ-দুর্দ্দশাভোগের অনন্তর তাপত্রয়ের উন্মূলন ইচ্ছায়, কৈবল্য-প্রার্থনা করিয়া থাকেন সত্য; পরন্তু উক্ত আত্যন্তিক-দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত-বিনিবৃত্তি-লক্ষণ-কৈবল্য কেবলত্ব অর্থাৎ প্রধান-সংযোগ-রাহিত্য সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-খ্যাতি বা বুদ্ধিও পুরুষের পৃথক্ত্ব-জ্ঞানরূপ-নিমিত্ত-ব্যতীত স্বরূপলাভে অসমর্থ। আত্মপুরুষের অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, অন্তঃকরণগত-দুঃখত্রয়ের স্বস্বরূপে অভিমান অসম্ভব হওয়ায়, কৈবল্য নিকটবর্ত্তী হয়। পুনশ্চ সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-খ্যাতি প্রধান অর্থাৎ বুদ্ধি-তত্ত্ব-সাহায্য-ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। কারণ,

বুদ্ধি-তত্ত্ব-সহায়তা-বিনা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদির অনুশীলন হইতে পারে না। তথা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির অনুশীলন ব্যতীত, সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-খ্যাতির স্বরূপলাভ সদূরপরাহত। অতএব আত্যন্তিক-দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত বিনিবৃত্তি, অথবা স্বস্বরূপে অবস্থান-লক্ষণ-কৈবল্য-সিদ্ধির জন্য আত্মপুরুষ প্রধানের অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রধান ও পুরুষের পরস্পরাপেক্ষা উক্তরূপে সুসমর্থিতা হইলেও, উপন্যস্ত-প্রধান-পুরুষ-সংযোগের ভোগার্থতা ও কৈবল্যার্থতা বিরুদ্ধরূপে প্রতিভাতা হইতেছে। অতএব সংযোগের ভোগ-বিরুদ্ধ-কৈবল্যার্থত্ব, অথবা কৈবল্য-বিরুদ্ধ ভোগার্থত্ব যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, সংযোগ-পরম্পরা অর্থাৎ উত্তরোত্তর-সর্গীয়-সংযোগ-ধারার অনাদিত্ব-প্রযুক্ত ভোগের জন্য সংযুক্ত হইলেও, অনন্ত-সংসার-পারাবারে তালোত্তাল-দুঃখ-দুর্দ্দশা-তরঙ্গের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত-কলেবরে তাপ-ত্রয়-সন্তপ্ত-হৃদয়ে যন্ত্রণাসহিষ্ণু ভোগ-বিমুখ পুরুষ যে "বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা" অবলম্বনে ভবজলধির পর-পার-প্রাপ্তি, আত্যন্তিক-দুঃখ-ত্রয়-নিবৃত্তি, অথবা স্বরূপাবস্থান-লক্ষণ-কৈবল্যসিদ্ধির জন্য পুনরপি প্রধানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন; ইহা যুক্তি-সঙ্গত। তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি-কাল-প্রবৃত্ত এই সংযোগ ভোগের জন্যই বটে, তথাপি প্রধান-পুরুষ-সংযোগ কদাচিৎ কৈবল্যের জন্যও হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে জন্মে কৃতকৃত্যতা-প্রযুক্ত প্রকৃতির পুরুষকৃত ভোগ-লিপ্সা উপশান্তা হইবে, সেই জন্মে প্রকৃতিকৃত-শ্রবণাদি-ক্রিয়া-দ্বারা প্রকৃতি-সংযুক্ত-পুরুষের প্রকৃতি-কর্ত্তৃক-সত্ত্ব-পুরুষান্যতা-খ্যাতি উৎপাদিতা হইলে, অবশ্যই যে কৈবল্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগের ভোগার্থত্ব এবং কৈবল্যার্থত্ব এই উভয়ই যুক্তি-সঙ্গত। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগের ভোগ-মোক্ষার্থত্বে প্রমাণস্বরূপে "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" এই শ্রুতির উপন্যাস করা যাইতে পারে।

উপন্যস্ত-শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অজা অর্থাৎ জন্মরহিতা নিত্যা একা অর্থাৎ স্বজাতীয়-দ্বিতীয়-রহিতা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা অর্থাৎ একাদ্বিতীয়-জগন্মূলভূতা প্রকৃতির বিচিত্র-প্রজা-সৃষ্টি-বিষয়ে উপাদানত্ব-সম্ভাবনা-হেতুভূত-রাগাত্মকত্ব-প্রযুক্ত লোহিত রজোগুণ, প্রকাশাত্মকত্ব-প্রযুক্ত শুক্ল সত্ত্বগুণ এবং আবরণ-স্বভাবত্ব-প্রযুক্ত কৃষ্ণ তমোগুণ সমুদায়ে রজঃসত্ত্বতমোগুণময়ী, অথবা গুণবিশেষ-পরিণামভেদে বিচিত্র কার্য্যোৎপত্তিসম্ভব উক্ত-বিশেষণ-লভ্য অর্থ, তন্মধ্যে রজোগুণের প্রবর্ত্তকত্ব-প্রযুক্ত এবং সৃষ্টিক্রিয়া-প্রবৃত্তির প্রাথম্য-হেতুক রজোগুণের প্রথম উদ্দেশ করা হইয়াছে, সত্ত্বগুণের প্রকাশাত্মকত্ব-প্রযুক্ত এবং স্থিতিকালে কার্য্যসকলের প্রকাশমানত্ব-হেতুক রজোগুণের অনন্তর সত্ত্বগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, পুনশ্চ তমোগুণের আবরণাত্মকত্ব-প্রযুক্ত এবং প্রলয়-দশায় কার্য্যসকলের স্বরূপাবৃতত্ব-হেতুক তমোগুণের পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং এই বিশেষণ-সাহায্যে সজাতীয়-দ্বিতীয়-রহিতা নিত্যা প্রকৃতির সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-হেতুত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, তথা বহ্বী অর্থাৎ বহু, প্রজা অর্থাৎ প্রকৃত্যুপাদানক নিখিল বস্তু, সৃজমানা অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব-সাহায্যে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-সাধনক্ষম স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর-নির্ম্মাণকর্ত্রী, অতএব পূজা ও প্রণাম-ভাজন-জননীস্থানীয়া, সরূপা অর্থাৎ অজাপদ-প্রয়োগ-সাহায্যে ছাগী শ্লেষ উপস্থিত হইলে প্রকৃত্যুপাদানক বস্তুমাত্রেরই প্রজাত্বরূপে ব্যপদেশ হওয়ায় লোহিত-শুক্লকৃষ্ণবর্ণা একমাত্র ছাগী যেমন সমান-বর্ণস্বভাব-বিশিষ্ট-বহু-বর্কর প্রসব করে, সেইরূপ সুখ-দুঃখ-মোহ-ময়ী প্রকৃতিপ্রসূতা সেই সমস্ত প্রজা সমান-বর্ণস্বভাব-সম্পন্না, "এনাং" অর্থাৎ নিত্যা একা রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণ-সম্পন্না সমান-বর্ণ-স্বভাববিশিষ্টা বহু প্রজার উৎপাদনকর্ত্রী এই প্রকৃতি-দেবীকে জুষমান অর্থাৎ সেবমান অজ নিত্য এক পুরুষ "অনুশেতে" অর্থাৎ প্রকৃতিবৃত্তিভোগরাগসুখাদিক অদৃষ্টানুসারে উপভোগার্থ পুরুষ-সমক্ষে প্রকৃতি কর্ত্তৃক উপদর্শিত হইলে পুরুষ প্রকৃতিগত সুখাদি আত্মীয়-বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া "প্রধানেন সম্ভিন্নস্তদ্গতং সুখাদিকং দুঃখত্রয়ং বা স্বাত্মন্যভিমন্যমানঃ" প্রকৃতির ভজনা করিতে থাকিলে অনন্তর ভুক্ত-ভোগা

অর্থাৎ প্রকৃতি কর্ত্তৃক পুরুষের ভোগ সম্পাদিত হইলে সমাপ্ত-ভোগ অজ নিত্য অন্য পুরুষ সমাপ্তভোগা বা দত্তভোগা এই প্রকৃতিকে "জহাতি" অর্থাৎ শ্রবণাদি-সাধন-সম্পত্তিসাহায্যে প্রকৃতি-ব্যতিরিক্ত স্বীয়-স্বরূপ অবলোকন করিয়া, তথা আত্মরমণ বা ধ্যানযোগ-সমাধির সুদৃঢ়া অনুগতি বা অনুশীলনে সম্যক্ অবগত হইয়া, তদীয়-ভোগসুখ-রাগাদি-বিষয়-সকলে আত্মীয়ত্ব-বোধের বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ফলিতার্থ এই যে, পূর্ব্ববৎ ছাগী দৃষ্টান্ত অনুসারে অত্রাপি অজসংশ্লেষবশে অজের ন্যায় ভোগার্থ উপগত প্রকৃতিক্ষেত্রে ভোগের অনন্তর যে পুরুষ প্রকৃতি দেবীকে পরিত্যাগ করেন, মুক্ত স্তবনীয় মহাপ্রাণ মহনীয় সেই পুরুষ-প্রধান সর্ব্বথা প্রণাম, নমস্কার অথবা নিতান্ত ভক্তিশ্রদ্ধাভাজন। "যে পুনর্ভোগরসিকাঃ" "অত্যন্তমেব" দৃঢ়ানুরক্ত-হৃদয়ে প্রকৃতি-সতীর সুদৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া, নাট্য-দর্শনসভাস্থলে নর্ত্তকী-সমাশ্লিষ্ট-শরীরে উপবিষ্ট, বা নৃত্যপরায়ণ নটের ন্যায় সংসার-রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপ্রদর্শনার্থ অবতীর্ণা বিলাসিনী সেই নৃত্য-পরায়ণা প্রকৃতি-নর্ত্তকীর অনুসরণ ও ভজনা করে, স্তবনীয় পদবীর অত্যন্ত দূরে অবস্থিত অমুক্ত প্রকৃতিবদ্ধ অজের ন্যায় নিতান্ত ঘৃণ্য সেই সকল পুরুষ কখনই পূজা, প্রণাম বা ভক্তিশ্রদ্ধা-ভাজন হইতে পারে না। অতএব প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত অজামন্ত্র-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে "ভোগায় সংযুক্তোঽপি পুরুষঃ কদাচিৎ কৈবল্যং প্রার্থয়তে" এই রীতি অনুসারে সংযোগের ভোগার্থতা ও কৈবল্যার্থতা সুন্দররূপে সমর্থিতা হইতেছে।

অত্যন্ত বিলক্ষণ প্রধান ও পুরুষের অপেক্ষাবশে পরস্পর সংযোগ-বিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে সাংখ্যশাস্ত্রকর্ত্তা "পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগঃ" এই কথা বলিয়াছেন। উক্ত উদাহরণ-বিবরণাবসরে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যেমন কোন একজন পঙ্গু এবং অন্ধ পথি সার্থসমভিব্যাহারে গমন করিতে করিতে দৈবকৃত উপপ্লব বশতঃ সার্থ-বিভ্রষ্ট অবস্থায় ভয়াকুল-হৃদয়ে মন্দ মন্দ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনরপি দৈববশে সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া, চলন-শক্তি-সম্পন্ন অন্ধ কর্ত্তৃক দর্শন-শক্তি-সম্পন্ন পঙ্গু স্কন্ধে আরোপিত হইলে, অনন্তর পঙ্গু-প্রদর্শিত-পন্থানুসরণে অন্ধ ও পঙ্গু উভয়েই সমীহিত স্থান

প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রিয়া-শক্তি-হীন-চেতন-পুরুষ এবং ক্রিয়া-শীলা অচেতনা প্রকৃতি উভয়ে পরস্পরাপেক্ষা-নিবন্ধন সংযুক্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, উক্তরূপে প্রধান ও পুরুষের সংযোগ সাধিত হইলেও সৎকার্য্যবাদীর সমীহিতসিদ্ধি দূরে অবস্থিতা রহিয়াছে। কারণ, "ভবতু অনয়োঃ সংযোগঃ মহদাদিসর্গস্তু কুতস্ত্যঃ" অর্থাৎ হউক প্রধান ও পুরুষের সংযোগ, কিন্তু কোথা হইতে কেমন করিয়া মহদাদি-সর্গ হইবে? এই প্রশ্ন সদুত্তরপ্রদান পূর্ব্বক এখনও নিরাকৃত হয় নাই। অতএব উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ প্রশ্নোত্তর-প্রদান অব-সরে আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তৎকৃতঃ সর্গঃ" অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতেই ব্যক্ত-বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। যেহেতু মহদাদিসর্গ অর্থাৎ মহদহঙ্কার-আদিভাবে প্রকৃতির পরিণাম ব্যতীত সংযোগ কখনই পুরুষের ভোগ বা কৈবল্য সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারে না, অতএব সাম্যাবস্থাপন্ন-প্রধান-সাহায্যে পুরুষের ভোগ বা অপবর্গ অসম্ভব হওয়ায়, "প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ এব ভোগাপ-বর্গার্থং সর্গং করোতি প্রধানেন পরিণময়তি" ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলে, শাস্ত্রার্থের অনন্ততা-প্রযুক্ত লিখন-প্রবৃত্তির অবসানে বহু বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। লিখিতে লিখিতে মানসে নূতন নূতন শাস্ত্রার্থের উপস্থিতি ঘটিলে লিখন-প্রবৃত্তির প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং মধ্যপথে বাধা-প্রদান সম্ভবপর নহে। "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং" এই নবমশ্লোকীয় আদিমাবয়বের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। "কেহ বলেন, সমুদায় জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সত্য" এতাবন্মাত্র লিখিলেই উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ হইয়া যাইত সত্য; কিন্তু তাবন্মাত্রে শাস্ত্রার্থের সমুন্মেষ সাধিত হইতে পারে না। যাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ "দুর্ব্বোধং যদতীব" তাহা "স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ" স্পষ্টার্থ এইমাত্র কথন করিয়া দূরে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ "শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ"-প্রবন্ধে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মাহাত্ম্য শাস্ত্রার্থ-সমালোচনা-প্রসঙ্গে যতই বিকশিত হইবে, ততই মঙ্গলময়ের

কল্যাণকর অনুস্মরণ হৃদয়ে জাগরূক থাকায়, আমরা শুভপথে দ্রুততর অগ্রসর হইতে পারিব। "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং" এই ছয়টী মাত্র অক্ষরে অগাধ-পাণ্ডিত্য-প্রভা-সম্পন্ন মহাকুশলী গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত "কশ্চিৎ"-পদোক্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতানুসারিগণের মূলীভূত-সুবিস্তৃত-সিদ্ধান্ত-সকল সুনিহিত করিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গে "ধ্রুবং" পদের যথাসাধ্য যথোপযোগী বিবরণ করিয়াছি। অনন্তর "সর্ব্বং" পদের বিবৃতি অব-সরে সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপস্থাপন পুরঃসর প্রধানের বৈধর্ম্ম্য, ব্যক্তাব্যক্তের সাধর্ম্ম্য, এবং পুরুষের বৈধর্ম্ম্য ও সাধর্ম্ম্য নিরূপণ পূর্ব্বক পুরুষের প্রতি প্রধানের অপেক্ষা ও প্রধানের প্রতি পুরুষের অপেক্ষাবশে "সর্ব্বং"পদবাচ্য ব্যক্তসর্গের মূল প্রধান ও পুরুষের সংযোগ কীর্ত্তন করি-য়াছি। পরন্তু "শিরো নাস্তি শিরোব্যথা" যেমন লোকসমাজে হাস্যকরী, সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রধান ও পুরুষের অস্তিত্ব সুদৃঢ়রূপে সমর্থিত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সিকতাময়-সেতু-নির্ম্মাণ-প্রযত্নের ন্যায় প্রধান-পুরুষ-সংযোগ বা সৎকার্য্য-বাদাদি-বিষয়ক-যাবতীয়-প্রযত্ন নিতান্ত হাস্য-জনক ও অকিঞ্চিৎকর প্রতিভাত হইতেছে। অতএব "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং" এই প্রাথমিক অংশের ব্যাখ্যানে প্রসঙ্গ-ক্রমে আগত প্রকৃতি ও পুরুষের অস্তিত্ব আমি এক্ষণে সাংখ্যপ্রক্রিয়া অনুসারে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

বৈশেষিক-তন্ত্র-প্রণেতা কণাদাপরপর্য্যায়-কণভক্ষ এবং ন্যায়দর্শন-প্রবক্তা অক্ষচরণ অর্থাৎ গৌতমের মতে ব্যক্তকারণ হইতে ব্যক্ত-ব্রহ্মা-ণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মতাবলম্বিগণ ব্যক্ত হইতে ব্যক্তোৎপত্তি-প্রকার-নির্দ্দেশাবসরে বলেন যে, যাহা হইতে অণুতর অণুতমাকার বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ ব্যক্তাবস্থ পরমাণু সকল হইতে পরমাণুদ্বয়-সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে পৃথিব্যাদি-কার্য্য-লক্ষণ-ব্রহ্মাণ্ড আরব্ধ হইয়াছে। পুনশ্চ, পৃথিব্যাদি-কার্য্যদ্রব্যে কারণ-ভূত-পরমাণু-গত-গুণ-ক্রমানুসারে রূপাদি-গুণান্তরের উৎপত্তি-বিষয়েও কোনরূপ বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। অতএব ব্যক্ত হইতে ব্যক্তের ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ-ব্যক্তগুণের উৎ-পত্তি নিশ্চিতা হইলে, কপিলকৃত তন্ত্রাবির্ভাবের পূর্ব্বকালে কথমপি

অবিজ্ঞাত-মূল অদৃষ্টচর অব্যক্ত-কল্পনার কোনরূপ প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। ন্যায় ও বৈশেষিক-নয়োদ্ভাবিত উক্তরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য কারণ-মস্ত্যব্যক্তম্"। অর্থাৎ ভেদাখ্য-মহদাদি-ভূম্যন্ত-বিশেষ-কার্য্যসকলের মূল কারণ অব্যক্ত আছেন, ইহা অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। যদি বল কেন? তবে আমরা বলিব, বৈশ্বরূপ্য অর্থাৎ নানারূপ কার্য্যের কারণ-কার্য্য-বিভাগ এবং অবিভাগাদিলক্ষণ-যুক্তি-সমূহের সামর্থ্য-প্রযুক্ত হইলে, জগতের মূলকারণ অব্যক্ত আছেন, ইহা স্বীকার না করিবার কোন উপায় নাই। কারণে সদাকাল কার্য্য বিদ্যমান আছে, ইহা সৎকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। তথাচ যেমন কূর্ম্ম-শরীরে বিদ্যমান অঙ্গ সকল নিঃসৃত, বহির্ভূত, অর্থাৎ প্রকাশমান হইলে, "এইটী কূর্ম্মের শরীর" এবং "এইগুলি কূর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অবয়ব" এইরূপে কূর্ম্ম-শরীর ও অঙ্গাদির বিভাগ অর্থাৎ ভেদ সাহায্যে পৃথক্ অবগতি হইয়া থাকে, সেইরূপ যখন ঐ সকল অঙ্গ পুনরপি কূর্ম্মশরীরে নিবিশমান অর্থাৎ প্রবিষ্ট হয়, তৎকালে অব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ মৃৎপিণ্ড, অথবা হেম-পিণ্ড-লক্ষণ-কারণ হইতে বিদ্যমান ঘট-মুকুটাদি-কার্য্যসকল আবির্ভূত, নিঃসৃত, প্রকাশমান হইলে, বিভাগ অর্থাৎ ভেদ-সাহায্যে পৃথক্ অবগতি হইয়া থাকে। উক্ত লৌকিক-দৃষ্টান্ত অনুসারে অলৌকিক-দৃষ্টান্ত-স্থলেও বিদ্যমান পৃথিব্যাদি কার্য্য-সকল তন্মাত্রলক্ষণ কারণ হইতে আবির্ভূত হইয়া বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্-রূপে অবগত হইয়া থাকে। এইরূপ বিদ্যমান তন্মাত্র কার্য্যসকল অহঙ্কার-লক্ষণ-কারণ হইতে আবির্ভূত হইয়া, বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্রূপে অবগত হইয়া থাকে। এইরূপ বিদ্যমান অহঙ্কার, কারণ-ভূত-মহত্তত্ত্ব হইতে এবং বিদ্যমান মহান্ পরমাব্যক্ত হইতে আবির্ভূত ও কারণ হইতে পৃথক্রূপে অবগত হইয়া থাকে। এইরূপে পরমাব্যক্ত কারণ হইতে সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যক্রমে অন্বিত "বিশ্বস্য কার্য্যস্য" সমুদায় কার্য্যের বিভাগ প্রদর্শিত হইল।

এক্ষণে কারণ-কার্য্য-বিভাগ-প্রদর্শনের অনন্তর অবিভাগ প্রদর্শনের

অবসর উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয় অবস্থায় মৃৎ-পিণ্ড, বা হেম-পিণ্ড-লক্ষণ-কারণে ঘট-মুকুটাদি-কার্য্য-সকল প্রবেশ করিয়া, অব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘট-মুকুট-কুণ্ডলাদির কারণ-রূপ-মৃৎ-পিণ্ড, বা হেম-পিণ্ড অনভিব্যক্ত অর্থাৎ ঘটাদিত্ব-পুরস্কারে অগৃহ্য-মাণ কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া, অব্যক্তরূপে পরিগণিত হয়। এইরূপ পৃথিব্যাদি-কার্য্য-সকল গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-তন্মাত্র-রূপ-কারণে প্রবিষ্ট হইয়া, অনভিব্যক্ত-কার্য্য-রূপের অপেক্ষাবশে স্ব-স্ব-কারণ-তন্মাত্র সকলকে অব্যক্ত-ভাবাপন্ন করে। পুনশ্চ, উক্তরূপে তন্মাত্র সকল অহঙ্কারলক্ষণ-স্বীয়-কারণে প্রবেশপূর্ব্বক অনভিব্যক্ত-কার্য্য-রূপের অপেক্ষাবশে অহঙ্কারকে অব্যক্তভাবাপন্ন করে। এইরূপ অহঙ্কার মহত্তত্ত্বরূপ কারণে প্রবেশ করিয়া, মহত্তত্ত্বকে অব্যক্তভাবাপন্ন করে। পুনশ্চ, উক্ত-রূপে মহত্তত্ত্ব স্ব-কারণীভূতা প্রকৃতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া, প্রকৃতিকে অব্যক্তভাবাপন্না করে। অনবস্থা-ভয়ে প্রকৃতির কারণান্তরে নিবেশ না হওয়ায়, পৃথিব্যাদি-মহত্তত্ত্ব-পর্য্যন্ত সর্ব্ব-কার্য্যের কারণ একমাত্র সেই মূলপ্রকৃতি চিরদিনই অব্যক্তস্বরূপে অবস্থিতা রহিয়াছেন। উক্ত প্রকারাবলম্বনে বৈশ্বরূপ অর্থাৎ নানারূপ-কার্য্যের প্রকৃতিগর্ভে অবিভাগ অর্থাৎ কার্য্যত্বরূপে অগ্রহণ প্রদর্শিত হইল। অতএব সৎকার্য্যবাদি-গণের মতে অব্যক্তের কারণত্বাঙ্গীকার অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায়, "সতএব কার্য্যস্থ" অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যের বিভাগ ও অবিভাগ-নিরূপণ দ্বারা জগতের মূল-কারণ অব্যক্ত আছেন, ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। পুনশ্চ, অব্যক্তরূপ-কারণের সদ্ভাবে "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ" এই অপর আর একটী সর্ব্ব-বাদি-সম্মত-হেতু। কারণ, শক্তির প্রভাবেই যে কার্য্যের প্রবৃত্তি, তাহা কোন বাদী অস্বীকার করিতে পারেন না। অশক্ত অর্থাৎ কায্যজননে অসমর্থ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি কখনই সম্ভবপরা নহে।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, কারণে কার্য্যজনকতা-শক্তি-স্বীকার করিলে সৎকার্য্যত্বে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, সৎকার্য্য-বাদিগণের মতে যদি কারণে কার্য্য বিদ্যমানই থাকে, তবে সতের জনন

অসম্ভব হওয়ায়, কার্য্যজনকতা-শক্তি-স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। এবম্বিধ আশঙ্কার পরিহার এই যে, কারণগতা শক্তি কখনই কার্য্যের অব্যক্ততা হইতে ভিন্না নহে। তাৎপর্য্য এই যে, যে কারণ-গত যে পদার্থ-ব্যতীত যে কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভবপরা নহে, সেই কারণ-গত সেই পদার্থকেই তাদৃশ-কার্য্য-জনন-শক্তিস্বরূপে অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐরূপ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, সৎকার্য্য-বাদি-মতে কারণে কার্য্যের অব্যক্তভাবে সত্তা ব্যতীত, তাদৃশ-কারণ হইতে কার্য্যের আবির্ভাব-লক্ষণা উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব কারণে কার্য্যের অব্যক্তভাবে সত্তা মাত্রই কারণের কার্য্যজনকতা-শক্তিরূপে সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, সৎকার্য্য-পক্ষে কার্য্যের অব্যক্ততা হইতে অতিরিক্তা অন্যা শক্তির সদ্ভাবে কোন প্রমাণ নাই। অতএব সিকতা-সমূহ হইতে তৈলোপাদান-ভূত-তিল-সকলের এইমাত্র ভেদ যে, তিল-সমুদায়েই অনাগতাবস্থ তৈল বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সিকতা-সমূহে অনাগতাবস্থ-তৈলের সদ্ভাব নাই। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিল সকলেই তৈলের অব্যক্ত ভাবে সত্তারূপ-শক্তি-সদ্ভাব-প্রযুক্ত তিল সমুদায় হইতেই তৈলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, পরন্তু সিকতা হইতে নহে। কেননা, সিকতা-সকলে তৈলের তথাবিধ অর্থাৎ অব্যক্তভাবে সত্তারূপা শক্তির সদ্ভাব নাই। এই কারণেই সিকতা ও তিল-সমূহের ভেদ উপপন্ন হইতেছে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে, হেম-মৃৎপিণ্ডাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত তত্ত্বের অব্যক্ততা এবং মহত্তত্ত্বের পরমাব্যক্তত্ব স্বীকার করিলেই বিশ্ব-রচনা-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব তদিতর প্রধানের পরমাব্যক্ততা অঙ্গীকারের আবশ্যক কি আছে? উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ শক্তিতঃ প্রবৃত্তিরূপ প্রতিবচন কথন করিয়াছেন। অর্থাৎ কারণ-শক্তি হইতে কার্য্যের প্রবৃত্তি এবং কারণকার্য্যবিভাগাবিভাগ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের বিভাগ বা অবিভাগ মহত্তত্ত্বেরই পরমাব্যক্তত্ব সাধন করিবে, সুতরাং মহত্তত্ত্বাতিরিক্ত পরমাব্যক্ত নিষ্প্রয়োজনবশতঃ উপেক্ষণীয় হইবে না কেন? উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মহত্তত্ত্ব কখনই পরমাব্যক্ত পদবী অধিকার করিতে সমর্থ নহে। কারণ, মহত্তত্ত্বের পরিমাণ আছে, যাহা

পরিমিত অথবা অব্যাপী, তাহা কোনরূপে পরমাব্যক্তের স্থান অধিকার করিতে পারে না। যেমন ঘট-পটাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্যসকল পরিমিতত্ব প্রযুক্ত মৃৎপিণ্ড বা সূত্রাদি লক্ষণ অব্যক্তরূপ কারণ-বিশিষ্ট, ইহা সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেইরূপ বিবাদাধ্যাসিত অর্থাৎ মহদাদি ভেদ সকল সকারণক অথবা নিষ্কারণক এতাদৃশ বিবাদবিষয় মহদাদি ভূম্যন্ত কার্য্যসমূহ পরিমিততা বা অব্যাপিতারূপ হেতুবশে নিশ্চিত অব্যক্ত কারণ-বিশিষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। পরিচ্ছিন্ন দৃষ্ট ঘটাদির মৃদাত্তব্যক্তকারণকতা যেমন অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, সেইরূপ মহদাদিকার্য্যের অব্যক্তাবস্থাই কারণস্বরূপ, পূর্ব্বপ্রতিপাদিত এই সিদ্ধান্তেরও পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। অতএব যেটী মহতের কারণ, তাহাকেই পরমাব্যক্ত-স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তদতিরিক্ত পরতর অব্যক্তকল্পনা-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পুনশ্চ, সমন্বয়রূপ হেতুবলে বিবাদবিষয়ীভূত-মহদাদি-ভেদসকলের অব্যক্ত-কারণকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সমন্বয়-শব্দের অর্থ বিভিন্ন পদার্থ সকলের এক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-রূপ-সমানরূপতা। অধ্যবসায়াদি-লক্ষণ-বুদ্ধ্যাদি-পদার্থ-সমুদায় সুখ-দুঃখ-মোহসমন্বিতরূপে প্রতীত হওয়ায়, সমন্বয়-রূপ হেতুর অসিদ্ধি সুদূরপরাহত। যেমন মৃৎ বা হেমপিণ্ড-সমনুগত-ঘট-মুকুটাদি-কার্য্য মৃৎ-হেম-পিণ্ড-লক্ষণ-অব্যক্তকারণক, সেইরূপ সুখ-দুঃখ-মোহ-সমনুগত মহদাদি সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বভাব অব্যক্তকারণক জানিতে হইবে। অতএব মহদাদি কার্য্যের অব্যক্তলক্ষণ কারণের অস্তিত্ব সুসিদ্ধ হইতেছে।

ভগবান্ মনু, বিধি, মন্ত্র ও অর্থবাদাত্মক সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্বাখ্য নিখিল-বেদ এবং বেদার্থবেত্তা মনু আদি প্রণীতা স্মৃতি এবং হারীত-কথিতা বেদবিৎ-পুরুষগণের ব্রহ্মণ্যতা, দেব-পিতৃ-ভক্ততা, সৌম্যতা, অপরোপতাপিতা, অনসূয়তা, মৃদুতা, অপারুষ্য, মিত্রতা, প্রিয়-বাদিত্ব, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা, কারুণ্য ও প্রশান্তি এই ত্রয়োদশবিধ শীল, অথবা গোবিন্দরাজোক্তরাগদ্বেষপরিত্যাগলক্ষণ শীল, পুনশ্চ বেদজ্ঞ সাধু অর্থাৎ ধার্ম্মিক সজ্জনগণের কম্বল-বল্কলাত্মাচরণরূপ আচার

এবং সহসোৎপন্ন মনঃ পরিতোষসাহায্যে যাঁহারা ধর্ম্মের অধর্ম্মতা বা অধর্ম্মের ধর্ম্মতা-সম্পাদন দ্বারা সকল পদার্থের নির্ম্মলীকরণে সমর্থ, রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিত, বেদার্থবিজ্ঞানকুশলী ও মতিমান্, তথাবিধ মহাত্ম-গণের আত্মতুষ্টি অর্থাৎ মনঃপ্রসাদ ধর্ম্মাচরণবিষয়ে প্রমাণস্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈকল্পিকার্থ-প্রবৃত্তি-প্রমাণ-স্বরূপে অভিহিতা আত্মতুষ্টি অবলম্বনে যাঁহারা আত্মোপাসনার আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে তৌষ্টিক বলা হইয়া থাকে। অনাত্মবেদী পুরুষ-কর্ত্তৃক শ্রুতি, যুক্তি ও অনু-ভবাভাসের আশ্রয়ে আত্মস্বরূপে উপদিষ্ট পূর্ব্বতন গ্রন্থে প্রতিপাদিত অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়সকল বা ভূতসকলের মধ্যে আত্মবাদ-বিকল্পাভিপ্রায়ে যে পদার্থে যাঁহার আত্মতুষ্টি, সেই অভিমত অব্যক্তাদি নানা-পদার্থে আত্মাভিমান-স্থাপন-পূর্ব্বক যাঁহারা আত্মোপাসনা করেন, অব্যক্তের অস্তিত্ব-সাধনের অনন্তর সেই সকল বিভ্রান্ত তৌষ্টিক সম্প্র-দায়ের উপাস্য অব্যক্তাদি-দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত হইতে অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্বপ্রতিপাদনের অবসর উপস্থিত হওয়ায়, আমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্নপরায়ণ হইয়া, "শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ" প্রবন্ধে কতিবিধ শাস্ত্রার্থের সমাবেশ হয়, বা হইয়াছে, তাহা সপ্রণিধান আদ্যন্ত সমনুশীলনের জন্য অধ্যেতৃবর্গের ধৈর্য্য প্রার্থনা পুরঃসর কেন যে অব্যক্তাদি দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত-ব্যতিরিক্ত-বিলক্ষণ-চিদ্ধাতু-পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সঙ্ঘাতপরার্থত্ব, ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়, অধিষ্ঠান, ভোক্তৃ-ভাব ও "কৈবল্যার্থং" প্রবৃত্তি এই পঞ্চবিধ-হেতুবাদের অবতারণা করিয়া, প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ বিবরণে অগ্রসর হইতেছি।

প্রথমতঃ "সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ" এই হেতুর অবয়ব-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে হইবে যে, সঙ্ঘাত অর্থাৎ শয়ন, আসন, যান, বাহন, প্রাসাদ ও উপবনাদির ন্যায় সংহত হইয়াও, যাহা পরার্থে পরোপকারে পরোপভোগে প্রযুক্ত, সেই সকল পরোপকারক-ভোগ্য অব্যক্ত-মহদহঙ্কার-প্রভৃতি-পদার্থ একজন উপকার্য্য বা উপভোক্তা ব্যতীত, কখনও আত্মলাভ করিতে পারে না। অতএব নানা অবয়ব-ঘটিত শয়ন, আসন, বা প্রাসাদাদি-পদার্থ যেমন শয়ন্যাসনাদির উপভোগের জন্য রচিত হয় না, কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য কোন

চেতন ভোক্তার উপভোগের জন্যই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তদ্বৎ সত্ত্বরজস্তমো-ঘটিত-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা-প্রযুক্ত উপভোগ-যোগ্য অব্যক্তাদি-সঙ্ঘাত সকলের ভোক্তা তদতিরিক্ত অন্য কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, শয়ন অসনাদি পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘাত সকল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট-ভোগসাধন-সূক্ষ্মশরীরের আধারভূত, মাতাপিতৃভুক্তপীত অন্নরসাদির পরিপাক-বশে উৎপন্ন-শোণিত-শুক্র-সম্পর্কে-জাত-স্থূল-শরীর আদি সঙ্ঘাতান্তরের সুখ-সন্তোষ-সাধনার্থ ভোগোপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে, পরন্তু ব্যক্তাব্যক্ত-ব্যতিরিক্ত আত্মার প্রতি পরার্থ নহে, অতএব শয়ন আসনাদি-সঙ্ঘাত, শরীর আদি-সঙ্ঘাতান্তরেরই বোধ উৎপাদন করিতেছে; কিন্তু সঙ্ঘাত-ব্যতিরিক্ত, অসংহত আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদনে তাহারা তৎপর নহে; তাহা হইলে, "ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ" এই দ্বিতীয় হেতুর অবতারণা অবসরে আমরা বলিব, দৃষ্টান্ত-দৃষ্ট-পদার্থানুমানের ঔচিত্য-প্রযুক্ত শয়ন ও আসনাদি সঙ্ঘাতের সঙ্ঘা-তান্তর-শরীরোপকারকত্ব-দর্শন দ্বারা সঙ্ঘাতান্তরোপকারকত্বেরই অনুমান যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় অব্যক্তাদি সঙ্ঘাত দ্বারা অসংহত পুরুষোপকার-কত্বানুমান কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? এ কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

কারণ, পুরুষের ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাদি-বৈপরীত্য-লক্ষণ-হেতুদ্বারা ত্রিগুণাদি-বিপরীত পুরুষই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তাদি-সঙ্ঘাতের উপকার্য্যরূপে অনুমিত হইবার উপযুক্ত; পরন্তু ত্রিগুণাদিমান্ অব্যক্তাদি-সঙ্ঘাত ত্রিগুণ-বৈপরীত্য-রূপ-হেতুদ্বারা অনুমিত হইবার উপ-যুক্ত নহে। তাৎপর্য্য এই যে, যদি ত্রিগুণাদিমান্ অব্যক্তাদি-সঙ্ঘাতের সঙ্ঘাতান্তরার্থতা স্বীকৃতা হয়, তবে দ্বিতীয়-সঙ্ঘাতেরও সঙ্ঘাতত্ব-প্রযুক্ত, তাহারও সঙ্ঘাতান্তরার্থতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে তৃতীয়-চতুর্থ-সঙ্ঘাতেরও সঙ্ঘাতত্ব-প্রযুক্ত, অপরাপর-সঙ্ঘাতার্থতা-কল্পনা করিলে, অনবস্থা-প্রসক্তি অনিবার্য্যা হইবে। পক্ষান্তরে ব্যবস্থা বর্ত্তমানা থাকিতে, বীজাঙ্কুর-ন্যায়ে অনবস্থা অঙ্গীকৃতা হইলে, গৌরব-প্রসঙ্গ কে নিবারণ

করিবে ? প্রমাণবল-প্রযুক্ত অনন্ত-পদার্থ-কল্পনা-রূপ-গৌরব ক্ষমার বিষয়, এ কথা বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সংহত-পদার্থ-বৃত্তি-সংহতত্ব-ধর্ম্মের পরোপকারকত্ব-লক্ষণ-পারার্থ্য-মাত্রেই অন্বয় হইয়া থাকে ; পরন্তু সংহত-পরোপকারকত্ব সহ, সংহতত্বের অন্বয় লব্ধ হইতে পারে না। অন্বয় পদে এ স্থলে অন্বয়ব্যাপ্তি বুঝিতে হইঁবে ; তথাচ—সংহতত্ব পরোপকারকত্ব-মাত্রেরই ব্যাপ্য ; কিন্তু সংহত-পরোপকারকত্ব-ব্যাপ্য, এইরূপ ব্যাপ্তিকল্পনা যুক্তিযুক্তা নহে। যদি প্রশ্ন হয় যে, দৃষ্টান্ত-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-বলে সংহতত্ব, সংহত-পরোপকারকত্বের ব্যাপ্য, এইরূপ স্বীকার করিলে, ক্ষতি কি ? তাহা হইলে, এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, যাঁহারা দৃষ্টান্ত-দৃষ্ট-সর্ব্ব-ধর্ম্মানুরোধে অনুমান-প্রমাণের অবতারণা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের মতে সর্ব্ববিধ অনুমান-প্রমাণের সমুচ্ছেদ-প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য। কারণ, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্, ধূমবত্ত্বাৎ, মহানসবৎ ইত্যত্রাপি দৃষ্টান্তে" বহ্নি ও ধূমের মহানসরূপ একাধিকরণ-বর্ত্তিত্ব দৃষ্ট হওয়ায়, পর্ব্বতরূপ একাধিকরণ-বর্ত্তিত্বানুমান অবতীর্ণ হইতেই পারে না।

এ বিষয়ে অধিকতরা অবগতির ইচ্ছা থাকিলে, আচার্য্য-বাচস্পতি-মিশ্র-প্রণীত-ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকার অনুশীলন আবশ্যক। বিস্তৃতি-ভয়ে আমি অতিরিক্ত-বিবরণে অগ্রসর না হইয়া, কেবল এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, প্রদর্শিত-প্রকারে সর্ব্বানুমানোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ আপতিত হইলে, দৃষ্টান্ত-দৃষ্ট-ধর্ম্মানুরোধে প্রমাণ-বহির্ভূত অনবস্থার অঙ্গীকার অত্যন্ত অসমীচীনরূপে প্রতিভাত হইবে। অতএব অনবস্থা-ভীতি-বশতঃ অব্যক্ত ও ব্যক্তাত্মক "সর্ব্বং"-পদবাচ্য নিখিল জগতের একমাত্র উপকার্য্য-চেতন আত্ম-পুরুষের অসংহতত্ব অভীপ্সিত হইলে, চৈতন্য-জ্যোতির্ম্ময় আত্ম-দেবের পূর্ব্ব-গ্রন্থে বিবৃত অত্রিগুণত্ব, বিবেকিত্ব, অবিষয়ত্ব, অসামান্যত্ব, চেতনত্ব এবং অপ্রসব-ধর্ম্মিত্ব-লক্ষণ আচার্য্যোক্ত বৈধর্ম্ম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্ম-সকল সংহতত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ যেখানে সংহতত্বের অভাব বিদ্যমান, সে স্থলে উহারা অবস্থিতি করে না। সেই ব্যাপক-সংহতত্ব যদি অব্যক্তাদির উপকার্য্যত্ব-প্রযুক্ত পর-রূপে বিবক্ষিত আত্ম-পুরুষ-বিষয়ে

নিবর্ত্তমান হয়, তবে সংহতত্ব স্বয়ং নিবৃত্ত হইয়া, ত্রিগুণত্বাদিরও ব্যাবৃত্তি-সাধন করিবে। বৈদিক-দৃষ্টান্ত অবলম্বনে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, যে অধিকরণ হইতে ব্যাপক-ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম নিবর্ত্তমান হয়, সেই অধিকরণে ব্যাপ্য-কঠত্বাদি-ধর্ম্ম কখনই অবস্থিতি লাভ করিতে পারে না। অতএব "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ" এই উপন্যস্ত আচার্য্যাভিমত-হেতু-বশে অব্যক্তাদি উপকারক সকলের উপকার্য্যরূপে পর অন্য সঙ্ঘাত-বিলক্ষণ বা ভিন্ন যে পুরুষ বিবক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই আত্মা, ইহা সুন্দররূপে সমর্থিত হইতেছে।

অধুনা অসংহত-পুরুষের অস্তিত্ব-সাধন-বিষয়ে "অধিষ্ঠানাৎ" এই তৃতীয়-হেতুর অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অধিষ্ঠান অর্থে "অধিকৃত্য" অবস্থান বুঝিতে হইবে। অব্যক্তাদি-ত্রিগুণাত্মক-সমস্ত-পদার্থই পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠীয়মান; ইহাই উক্ত হেতুর তাৎপর্য্য-লভ্য অর্থ। এই বিশ্বমণ্ডলে ত্রিগুণ-কার্য্য-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক যে যে পদার্থ প্রতীয়মান হয়, তৎসমস্তই কোন একজন অপর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠীয়মান দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদাহরণার্থ যন্তা অর্থাৎ সারথ্যাদি-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত-রথাদির উপন্যাস করা যাইতে পারে। বুদ্ধ্যাদি-জগৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক প্রতীত হওয়ায়, ইহাদিগেরও কোন একজন অধিষ্ঠাতা আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বুদ্ধ্যাদি-সঙ্ঘাতাত্মক অচেতন এই জগৎ, এতদ্বিলক্ষণ অপর যে পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠীয়মান, অর্থাৎ নিযুক্ত, প্রযুক্ত বা প্রেরিত, সেই ত্রৈগুণ্যাতিরিক্ত-পর-পুরুষই শাস্ত্রকারাভিমত আত্মপদার্থ, এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবসর নাই। পুনশ্চ পুরুষের অস্তিত্ব-প্রতিপাদন-কল্পে "ভোক্তৃভাবাৎ" এইটী চতুর্থ হেতু। ভোক্তৃভাব-পদ-প্রয়োগ-দ্বারা ভোগ্য-সুখ-দুঃখদ্বারা উপলক্ষিত সুখদুঃখের অনুভবিতৃত্ব প্রতিবোধিত হইতেছে। সুখ ও দুঃখের ভোগ্যতাবিষয়ে কোনরূপ আপত্তির উপস্থিতি সম্ভবপরা নহে। কারণ, সুখ ও দুঃখ অনুকূল-বেদনীয় এবং প্রতিকূল-বেদনীয়-রূপে প্রতি অন্তঃকরণে নিয়তকাল অনুভূত হইতেছে। স্বীয় অন্তঃকরণে যাহা অনুভূতি-সিদ্ধ, তাহা কখনও "এবং, নৈবং," ইত্যাদি আপত্তির বিষয় হইতে

পারে না। অতএব উক্তরূপ-অর্থবশে সুখ ও দুঃখের ভোগ্যত্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। যদি সুখ ও দুঃখ ভোগ্যই হইল, তবে ভোগ্য-সুখ-দুঃখের স্বজ্ঞানদ্বারা অনুকূলনীয় বা প্রতিকূলনীয় অন্য কোন একজন থাকা আবশ্যক। সুতরাং স্বজ্ঞানদ্বারা যিনি অনুকূলনীয়, বা প্রতিকূল-নীয়-রূপে স্বীকৃত হইবেন, তাঁহারই সুখদুঃখের অনুভবিতৃত্বরূপ-ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

যদি বল, সুখ ও দুঃখের অনুকূলনীয়তা অর্থাৎ স্বজ্ঞানদ্বারা উপকার্য্যতা এবং প্রতিকূলনীয়তা অর্থাৎ স্বজ্ঞানদ্বারা অপকার্য্যতা বুদ্ধ্যাদি অচেতনের স্বীকার করিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, অতএব তদতিরিক্ত পুরু-ষের অঙ্গীকার নিষ্প্রয়োজন, তবে উক্তরূপা আপত্তির পরিহারার্থ আমরা বলিব, বুদ্ধিপ্রভৃতির সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা-প্রযুক্ত স্বরূপে বৃত্তি স্বীকার করিলে, একত্র কর্ম্মকর্তৃ-লক্ষণ-বিরোধ অপরিহরণীয় হইবে। সুখ বা দুঃখ কখন নিজের অনুকূলনীয় বা প্রতিকূলনীয় হইতে পারে না। দাতা কি কখনও আত্মোদ্দেশে অর্থাৎ নিজের প্রতিগ্রহের জন্য দান করিয়া থাকেন? অসি কি কখন নিজরূপ ছেদন করিতে সমর্থ? কখনই না। একারণ যে পদার্থ সুখ-দুঃখাত্মক নহে, সেই অসুখাদ্যাত্মা পুরুষই অনুকূল-নীয়, বা প্রতিকূলনীয়রূপে সিদ্ধ হইতেছেন এবং তিনিই আত্মা। পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-প্রদর্শনের জন্য কেহ কেহ "ভোক্তৃভাবাৎ" এই হেতুর অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ভোগ্য অর্থে দৃশ্য-বুদ্ধ্যাদির গ্রহণ করিতে হইবে; পরন্তু দ্রষ্টা ব্যতীত বুদ্ধ্যাদির দৃশ্যতা স্বরূপলাভ করিতে পারে না। দৃশিঃ অর্থাৎ দৃশ্ ধাতু এখানে জ্ঞান-মাত্র-পর বুঝিতে হইবে; কিন্তু চাক্ষুষ-জ্ঞান-পরতা স্বীকরণীয়া নহে। কারণ, বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য হইলেও তাহাদিগের চাক্ষুষ-জ্ঞান-বিষয়তা কদাপি সম্ভবপরা হইতে পারে না। অতএব দৃশ্য-বুদ্ধ্যাদি হইতে অতিরিক্ত একজন দ্রষ্টৃ পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞেয়-পদার্থের জ্ঞাতৃত্ব নিতান্ত অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায়, জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা রূপে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনিই আত্মা।

উক্ত আলোচনাবশে "ভোক্তৃভাবাৎ" এই হেতুর "দ্রষ্টৃভাবাৎ"

এইরূপ পরিনিষ্পন্ন অর্থবশে দৃশ্য-বুদ্ধ্যাদি-সাহায্যে দ্রষ্টৃপুরুষের অনুমান দ্যোতিত হইয়াছে। যদ্যপি নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ-চিন্ময়-পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব, বা ভোক্তৃত্ব মুখ্যরূপে সম্ভবপর নহে, তথাপি দীর্ঘকাল-নিরন্তর-সহবাস-লক্ষণ-সংযোগফলে বুদ্ধির "ধ্যায়ন বা লেলায়ন" রূপ-বাস্তব কর্ত্তৃত্বের বা ভোক্তৃত্বের উপচার করিয়া, আত্মপুরুষের "ধ্যায়তি ইব", "লেলায়তি ইব" ইত্যাদিরূপ ঔপচারিক ভোক্তৃত্ব, বা দ্রষ্টৃত্ব কল্পিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞেয়ত্বরূপ-ধর্ম্ম সাপেক্ষ হওয়ায় এবং জ্ঞান-ব্যতীত জ্ঞেয়ত্বের আত্মলাভ-সম্ভাবনা না থাকায়, পক্ষান্তরে বুদ্ধ্যাদি অচেতন-পদার্থ-সকলের জ্ঞান সম্ভবপর না হওয়ায়, দৃশ্য-ভোগ্য-জ্ঞেয়-বুদ্ধ্যাদির দ্বারা অনুমিত, বুদ্ধ্যাদি হইতে অতিরিক্ত, চিদ্রূপ আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উক্তরূপ-পরকীয়-ব্যাখ্যানের উদ্ধারার্থ আমরা বলিব, ভোগ্য-সুখ-দুঃখাদির অনুভবাত্মক ভোগদ্বারা ভোক্তা যে কেহ অনুমিত হইবেন, তিনিই চিদ্রূপ আত্মা, এইরূপে উভয় মতের তাৎপর্য্য একরূপ হইলেও, পার্থক্য এই যে, সুখ-দুঃখানুভবার্থক-তৃণ্-প্রত্যয়ান্ত-ভুজ্-ধাতুর সুখ-দুঃখানুভবিতৃত্ব-লক্ষণ স্বরস-শক্যার্থ-পরিহার-পূর্ব্বক "ভোক্তৃভাবাৎ" হেতুর "দ্রষ্টৃভাবাৎ" এইরূপ পরিণাম সাধিত হইলে, অনুভব-মাত্রে লক্ষণা-প্রসক্তি অনিবার্য্য। অতএব পরকীয়-ব্যাখ্যানে সুখ-দুঃখানুভবার্থক-ভুজ্-ধাতুর অনুভব-মাত্রে লাক্ষণিকত্ব-লক্ষণ অস্বরসবীজ অরুচির কারণ হওয়ায়, পূর্ব্ব-ব্যাখ্যানানুসারে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা-প্রযুক্ত পৃথিব্যাদির ন্যায় বুদ্ধ্যাদিরও দৃশ্যত্ব-বিষয়ে অনুমান করাই যুক্তি-সঙ্গত বোধ হইতেছে।

পুনশ্চ পুরুষের অস্তিত্ব-প্রতিপাদন-কল্পে উপযুক্ত অবশিষ্ট-পঞ্চম-হেতুর বিবরণ-অবসরে বলিতে হইবে যে, সঙ্ঘাতাতিরিক্ত পুরুষ একজন নিশ্চিতই আছেন। যদি দেহাদিবিলক্ষণ একজন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে, বেদাদি-শাস্ত্র-সকলের এবং দিব্য-লোচন-সম্পন্ন-মহর্ষি-গণের কৈবল্যার্থা প্রবৃত্তির কোনরূপে উপপত্তি হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, যে, প্রবৃত্তি-পদের অর্থ প্রযত্ন, প্রযত্ন চেতন-পুরুষের ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত-চতুর্দ্দশ-গুণের অন্তর্গত একটী গুণবিশেষ, শাস্ত্র-সকল অচেতন, অচেতন-শাস্ত্রের

চেতন-পুরুষোচিতা প্রবৃত্তি হইবে কিরূপে ? উত্তরে আমরা বলিব, অচেতন শাস্ত্রের চেতন-পুরুষোচিতা প্রবৃত্তি হইতে পারে না সত্য ; কিন্তু শাস্ত্রাংশে প্রবৃত্তি-পদের উক্তরূপ-মুখ্যার্থের সম্ভাবনা না থাকা প্রযুক্ত, যদি গৌণার্থের আশ্রয়ে, কৈবল্যবুদ্ধিজনকতা দ্বারা প্রবর্ত্তকত্ব-লক্ষণ-সাফল্য-স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, আর প্রতিপক্ষীয়গণের কোনরূপ আপত্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যদি প্রশ্ন হয় যে, মুখ্যার্থের উপস্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত, মূলতঃ আপত্তির পরিহার হইতে পারে কিরূপে ? তাহা হইলে, আমরা বলিব, যদি মুখ্যার্থ-পরত্বানুরোধ একান্ত অপেক্ষিত হয়, তবে মহর্ষিগণ উক্ত অভাব পূর্ণ করিবেন। মহর্ষিগণ যখন শতসহস্রধা কৈবল্যার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন মহর্ষি-গণের কৈবল্য-বিষয়ক-প্রবৃত্তি-লক্ষণ-হেতুবশে পুরুষের অস্তিত্ব স্বতঃ সুসিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, কৈবল্য নামে প্রসিদ্ধ কোন বস্তু নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে, কৈবল্য-প্রাপ্ত ইতস্ততঃ বিচরণ-পরায়ণ-বহু-পুরুষ-প্রবর সদাকাল সকল-লোকলোচনের গোচরীভূত হইতেন। অতএব কৈবল্য-প্রাপ্ত-পুরুষপ্রবরের অদৃষ্টচরতা নিবন্ধন, মহর্ষিগণের কৈবল্যার্থ-প্রযত্ন-আচরণ কেবল-ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিতে হইবে।

উত্তরে আমরা বলিব, যাহারা কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্ত-পরমেশ্বর-প্রতিম-সর্ব্বজ্ঞ-সত্তম-মহর্ষিগণের আচরণ ভ্রান্তি-বিলসিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই সকল পাপমতি-প্রায়শ্চিত্তার্হ-নরাধমের উরুগায়-গাথা-গান বিহীনা কাক-কর্কশভাষিণী "দার্দ্দুরিকেব্ অসতী" নিকৃত্তা জিহ্বা প্রতপ্ত-তৈল-পূর্ণ-কটাহে নিক্ষেপের উপযুক্তা। স্বাভাবিক-পাপ-বৃত্তি-পরায়ণ পশু-সমাচার কাম-ক্রোধাদি-কর্ত্তৃক-সমাক্রান্ত-হৃদয় সতত-গ্রাম্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ নরগণ কামিনী-কাঞ্চন-সৌন্দর্য্য-বিজড়িত-পার্থিব-লোচন-যুগলের অসংস্কৃত-ক্ষীণ-দৃষ্টি-প্রভা-সাহায্যে যদি কৈবল্য-প্রাপ্ত-মুক্ত-মহাত্ম-গণের চরণ-রেণুর সৌভাগ্যপ্রদ-সন্দর্শন-লাভে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, এই মর্ত্ত্যালয় অমরালয়ে পরিণত হইত এবং অমরবরোপমনরনিকরের স্বর্গীয়-শান্তি-সুধা-ধারা-প্রবাহে পরিপূর্ণ-হৃদয়হ্রদে শতদল বা সহস্র-দল-শোভিত সর্ব্বতোভাসী শুভ্রোজ্জ্বল-জ্ঞান-পদ্ম বিকসিত হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-গ্রামের সংযম, বা প্রশম-লক্ষণ

অমন্দ-মকরন্দামোদে আখণ্ডল-প্রতিপালিত এই ভূমণ্ডলকে আমোদিত করিত। হায়! এই মর্ত্ত্যালয়ে দুর্ব্বার-সংসার-দাবাগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে সন্তপ্ত দুরদৃষ্ট-বায়ু-বিতাড়িত-মানব-নিবহের সে সৌভাগ্য নাই; কিন্তু যাঁহারা দিব্য-লোচন-সম্পন্ন, যাঁহাদিগের দিব্য-লোচন-যুগলের গোচরে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান করামলকের ন্যায় প্রতিভাত, সেই সকল মহাপ্রভাব-শালী মহর্ষিগণই তাদৃশ-কৈবল্য-প্রাপ্ত-মুক্ত-মহাপুরুষ-গণের পদবী অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব যাহা সর্ব্বজ্ঞ-কল্প-ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট এবং যদর্থে কালত্রয়দ্রষ্টা, দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষিগণের প্রবৃত্তি শাস্ত্রে সমর্থিতা হইয়াছে, সেই কৈবল্য-পদার্থের অপলাপে কেহই সমর্থ নহে।

অনেক-শাখা-প্রবিভাগ-ভিন্ন ঋগ্বেদাদি-মহাশাস্ত্রের ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-প্রতিপাদনে সমর্থ ভগবন্মহর্ষিগণের প্রবৃত্তির বিষয়রূপে-সুসিদ্ধ-কৈবল্য-পদার্থের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর-দান-ছলে শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাখ্য-দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত-বিনি-বৃত্তি-লক্ষণ প্রশম অভিহিত হইয়াছে। সংযুক্ত-পদার্থ-মাত্রেরই বিয়োগ একদিন অবশ্যম্ভাবী। হেয়-দুঃখত্রয়ের হেতুভূত-দৃগ্-দৃশ্য-সংযোগের বিবেক-খ্যাতি-সাহায্যে যে দিন অবসান ঘটিবে, সেই দিন উৎপন্ন-বিবেক-খ্যাতি পুরুষ আত্যন্তিক-দুঃখ-ত্রয়-প্রশমলক্ষণ কৈবল্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। উক্তরূপ কৈবল্য কখনও বুদ্ধ্যাদির সম্ভবপর নহে। কারণ, বুদ্ধ্যাদি-পদার্থ-সকল স্বয়ং দুঃখাত্মক। দুঃখাত্মকপদার্থের দুঃখ-নিবৃত্তি-লক্ষণ কৈবল্য-সাধন করিতে হইলে, স্বভাবের অপগম স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু স্বরূপ-বিনাশ-ব্যতীত স্বভাবের অপগম হইতে পারে না। আকাশ বা বহ্ন্যাদির স্বরূপে অবস্থানকালে অবকাশ দান অথবা ঔষ্ণ্যাদি স্বভাব হইতে কেহ তাহাদিগের বিয়োগসাধন করিতে পারেন কি? কখনই নহে। পক্ষান্তরে বুদ্ধ্যাদি হইতে অতিরিক্ত, অদুঃখস্বভাব আত্মপদার্থের দুঃখ-বিয়োগ সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ, স্বয়ং চৈতন্য-স্বভাব-আত্মা অবি-বেক-বশে অন্তঃকরণবর্ত্তী দুঃখে আত্মীয়ত্ববোধে, অভিমান করিয়া, দুঃখীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সৎকর্ম্মপরিপাক-বশে করুণানিধি

সদ্‌গুরুর উপদেশক্রমে অন্তঃকরণ হইতে আত্মার বিবেক সাধিত হইলে, দুঃখিত্বাভিমান-নিরাস-প্রযুক্ত, আত্মার দুঃখবিমোচন সুসঙ্গত। অতএব কৈবল্যার্থ আগমসকলের ও মহর্ষিগণের প্রবৃত্তি-লক্ষণ হেতুদ্বারা বুদ্ধ্যাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

উপরি-বর্ণিত-প্রক্রিয়া অনুসারে অস্তিত্ব-সম্পন্ন, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-প্রতিপাদন-রীতি-ক্রমে অত্যন্ত বিভিন্ন, পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় পরস্পরাপেক্ষী প্রধান ও পুরুষ প্রাণি-কর্ম্ম-সহকৃত-সৃষ্টিকাল প্রাপ্ত হইয়া, পরস্পরে সংযুক্ত হইলে, তাঁহাদের সংযোগ-বশে "সর্ব্বং"পদবাচ্য স্থির-চর-সুর-নর-নিকরাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুনরাবির্ভাবলক্ষণা উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন গ্রন্থে প্রধানের অস্তিত্ব-নিরূপণ-প্রসঙ্গে পরিমাণ-সমন্বয়-প্রভৃতি-হেতু-বশে মহদাদি-ভূম্যন্ত-ভেদ-সকলের প্রধান-কার্য্যতা প্রদর্শিতা হইয়াছে। ত্রিগুণাত্মিকা সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপিণী প্রকৃতি হইতে অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতু-ধর্ম্ম, সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরূপ জ্ঞান, রাগাভাবলক্ষণ বৈরাগ্য এবং অণিমাদি প্রাদুর্ভাবলক্ষণ ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট ও তদ্‌বিপরীত-তামস-রূপ-যুক্ত অধ্যবসায়-লক্ষণ মহান্, এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অভিমানলক্ষণ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। বৈকৃত, তামস ও রাজস ভেদে ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে দ্বিবিধ সর্গের প্রবৃত্তি। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে প্রকাশ ও লাঘব দ্বারা সাত্ত্বিক একাদশক ইন্দ্রিয়গণ এবং তামস অহঙ্কার হইতে তামস তন্মাত্রগণের প্রবৃত্তি জানিতে হইবে। তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার ক্রিয়োৎপাদন দ্বারা উক্ত উভয়বিধ-সর্গের কারণরূপে নিশ্চিত হইয়াছে। পুনশ্চ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূত উভয়াত্মক মনঃ ও শব্দাদি-পঞ্চ-তন্মাত্র, এই ষোড়শ-সংখ্যা-পরিমিতগণের মধ্যে অপকৃষ্ট-পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূতের সৃষ্টি কথিতা হইয়াছে। মহাভূত-সৃষ্টিপ্রকার যথা:—শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশ, শব্দ-তন্মাত্রসহিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ-স্পর্শতন্মাত্রসহিত রূপতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপগুণতেজঃ, শব্দ-স্পর্শরূপ-তন্মাত্রসহিত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগুণ জল এবং শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্রসহিত গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধগুণা পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে।

উক্ত সর্গক্রমানুসারে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন প্রধান-সাধনানুগুণ-মহদাদি-পৃথিবী-পর্য্যন্ত-প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক-ব্যক্ত জগদ্-বিশ্বের নয়টী সারূপ্য অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য সাংখ্যশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম ব্যক্তের সাধর্ম্ম্যরূপে অভিহিত হইয়াছে, সেইগুলির বিপরীত ধর্ম্ম সকল আবার ব্যক্তকে অপেক্ষা করিয়া, অব্যক্তের বৈরূপ্য অর্থাৎ বৈধর্ম্ম্যরূপে কথিত হইয়াছে। প্রধানানুমানে উপযোগী সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের অনন্তর যাদৃশ প্রধান সাংখ্যশাস্ত্রের অভিমত, তাদৃশ প্রধানের স্বরূপ-প্রদর্শনের জন্য প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক অর্থাৎ বিভিন্নত্বজ্ঞানে উপযোগী ব্যক্তাব্যক্ত-সারূপ্য-বৈরূপ্যের মধ্যে অব্যক্তের অহেতুমত্ত্ব, নিত্যত্বাদি বৈরূপ্যসকল সামান্যতঃ কীর্ত্তন করিয়াছি। পরন্তু যাহাদের অপেক্ষা করিয়া, ঐগুলি অব্যক্তের বৈধর্ম্ম্য, অপেক্ষিত সেই ব্যক্ত মহদাদি মহাভূত পর্য্যন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের হেতুমত্ত্ব, অনিত্যত্বাদি নবধা সাধর্ম্ম্য-নিরূপণার্থ এক্ষণে আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে নচেৎ ব্যক্তসারূপ্য বা সৃষ্টিক্রম অথবা অব্যক্ত-বৈধর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য সুপরিস্ফুট হইবে না।

ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডের হেতুমত্ত্ব, অনিত্যত্ব, অব্যাপিত্ব, সক্রিয়ত্ব, অনেকত্ব, আশ্রিতত্ব, লিঙ্গত্ব, সাবয়বত্ব ও পরতন্ত্রতা এই নববিধ-সাধর্ম্ম্যের মধ্যে হেতুমত্ত্ব-লক্ষণ-প্রথম-সাধর্ম্ম্যের বিবরণে সৃষ্ট-প্রপঞ্চের হেতু অর্থাৎ কারণ-বিশেষজন্যতা কথিতা হইয়াছে। কে কাহার হেতু, তাহা আমি গত গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছি। পুনশ্চ সৃষ্ট-পদার্থ-মাত্রের অনিত্যত্ব অর্থাৎ বিনাশিতা অবধৃতা। যদিচ ন্যায়, বা বৈশেষিক-শাস্ত্রে প্রাগভাবের প্রতিযোগী না হইয়া, যে পদার্থ বিনাশের অপ্রতিযোগী হইবে, তাহারই নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি সাংখ্যমতে সকল কার্য্যপদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বকালেও সদ্ভাব স্বীকৃত হওয়ায়, প্রাগভাবের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন, কার্য্যের প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ না হওয়ায়, অনিত্যত্ব অর্থে বিনাশ-প্রতিযোগিত্ব বুঝিতে হইবে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, সৎকার্য্যবাদে বিনাশেরও প্রসিদ্ধি না থাকায়, অনিত্যত্ব অর্থে বিনাশ-প্রতিযোগিত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? কিন্তু, যদি কার্য্য--পদার্থের

বিনাশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, প্রলয়কালে বিনষ্ট-কার্য্যের সর্গ-দশায় অসদুৎপাদন-প্রসঙ্গ কে নিবারণ করিবে ? উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ সৎকার্য্যবাদিগণ বিনাশ-শব্দের তিরোভাব অর্থ করিয়াছেন। বিনাশিত্ব বা তিরোভাবিত্ব অর্থে কার্য্য-সকলের স্বকারণ-লীনতা বুঝিতে হইবে। অতএব সমস্ত-কার্য্য-জাত কখনও স্বকারণে লীন হয় এবং কখনও স্বীয় কারণ হইতে আবির্ভূত হয়, এইরূপে কার্য্যের তিরোভাব ও আবির্ভাবই বিনাশ ও উৎপাদরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। অব্যাপিত্ব অর্থে "সর্ব্বং পরিণামিনং ন ব্যাপ্নোতি" অর্থাৎ সমস্ত পরিণামী পদার্থকে ব্যাপ্ত করে না, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এখানে সর্ব্ব শব্দ "সর্ব্বঃ সর্ব্বং বেত্তি" "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী" "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" এই সকল বাক্যস্থ সর্ব্ব-শব্দের ন্যায় সঙ্কোচ স্বীকার পূর্ব্বক সাপেক্ষ সাকল্যবাচিরূপে গ্রহণীয় নহে। অতএব মহদাদির কতিপয়-পরিণামি-ব্যাপিত্ব প্রমাণ-সিদ্ধ হইলেও, কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ, মহদাদির কতিপয় পরিণামিব্যাপিত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও, সমগ্র-পরিণামি-ব্যাপিত্ব কোন দিনই সম্ভবপর হইতে পারে না। "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" কেবল এই স্থলেই যে সর্ব্ব-শব্দের নিরপেক্ষ-সাকল্য-বাচিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, অন্যত্র নহে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। সুতরাং মহদাদি কার্য্য স্বীয় অবয়ব দ্বারা অবয়বান্তরোৎপাদনশীল পরিণামী পদার্থ-সমুদায়কে ব্যাপ্ত করিতে, অর্থাৎ স্বীয়-পরিণাম-দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, বর্ত্তমান স্থলেও সর্ব্ব-শব্দের নিরপেক্ষ-সাকল্য-বাচিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্বাবয়ব-দ্বারা অবয়বান্তরোৎপাদন যদি পরিণাম শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে, কারণ-পদার্থেরই স্বীয়-পরিণামদ্বারা কার্য্য-সম্বন্ধিত্ব-প্রযুক্ত কার্য্যব্যাপকত্ব এবং কার্য্যের কারণব্যাপ্যত্ব অর্থাৎ আগত হইতেছে। কারণ-দ্বারাই কার্য্য আবিষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু কার্য্য দ্বারা কখনও কারণ আবিষ্ট হয় না, অর্থাৎ কার্য্য কখনও কারণের ব্যাপক হইতে পারে না। যেহেতু কার্য্যের নিজ-পরিণাম-দ্বারা কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, সেই নিমিত্ত-বশেই, মহদাদি-মহাভূত-পর্য্যন্ত-কার্য্য-সকল প্রধানের ব্যাপক নহে।

অর্থাৎ প্রধান-কার্য্যভূত-বুদ্ধ্যাদির স্ব-পরিণাম-দ্বারা প্রধান-সম্বন্ধাভাব প্রযুক্ত প্রধানব্যাপকত্বাভাব-নিবন্ধন সর্ব্ব-পরিণামি-ব্যাপকত্বাভাব সুসিদ্ধ হইতেছে।

সম্প্রতি সক্রিয়ত্ব-সাধর্ম্ম্য-ব্যাখ্যানাবসরে ক্রিয়া-পদের যদি ক্রিয়া-সামান্যপরতা অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, রজোগুণের ক্রিয়া-হেতুতা-প্রযুক্ত সতত-পরিণামশীল-প্রধানেরও সক্রিয়ত্ব হেতুক নিষ্ক্রিয়ত্ব-লক্ষণ ব্যক্ত-বৈধর্ম্ম্যের অনুপপত্তি আপতিতা হইতে পারে। অর্থাৎ হেতুমত্ত্ব, অনিত্যত্বাদি অথবা অহেতুমত্ত্ব, নিত্যত্বাদি ব্যক্তাব্যক্তের পরস্পর-সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-রূপে অভিহিত হওয়ায়, ব্যক্ত-ধর্ম্ম সক্রিয়ত্ব অব্যক্ত-সাধারণ হইতে পারে না। অতএব ক্রিয়াপদের ক্রিয়াসামান্যপরতা অর্থ পরি-ত্যাগ করিয়া, স্বস্থান হইতে স্থানান্তর-সম্বন্ধলক্ষণ-পরিস্পন্দরূপা ক্রিয়া অর্থ করিতে হইবে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বুদ্ধ্যাদির স্বস্থান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্থানান্তর-সম্বন্ধলক্ষণ-পরিস্পন্দক্রিয়া কুত্রাপি উপ-লব্ধা হয় না, অতএব কেমন করিয়া, বুদ্ধ্যাদি-ইন্দ্রিয়-পর্য্যন্ত-তত্ত্বের পরিস্পন্দক্রিয়া সমর্থিতা হইতে পারে? প্রকৃত-পক্ষে প্রণিধান-পূর্ব্বক আলোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে, উক্তরূপা আশঙ্কার কোন মূল নাই। কারণ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে নূতন-নূতন-শরীর-গ্রহণ করিয়া, প্রারব্ধ-ভোগাবসানে উপাত্ত-স্থূল-দেহ-সম্বন্ধ-পরিত্যাগ অব-সরে পঞ্চপ্রাণ মনঃ বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়-পর্য্যন্ত সপ্তদশ-অবয়ববিশিষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-ভাবাধিবাসিত, অসক্ত, অব্যাহত-সূক্ষ্ম-শরীর ভূতসূক্ষ্মপরি-বেষ্টিত অবস্থায় উৎক্রান্ত হইয়া, ষাট্‌কৌশিক-শরীর-সম্বন্ধ ব্যতীত, ভোগ-সম্পাদনে অসমর্থতা প্রযুক্ত, জীবের জন্ম-সময়ে পুনরপি স্থূল-দেহান্তরে প্রবিষ্ট হয়; সুতরাং "উপাত্তং উপাত্তং ষাট্‌কৌশিকং শরীরং জহাতি", "হায়ং হায়ং চোপাদত্তে," এইরূপে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ-সংসরণ বুদ্ধ্যাদির পরিস্পন্দলক্ষণা ক্রিয়ার সমর্থন করিতেছে।

পুনশ্চ জীবের জন্ম-সময়ে বুদ্ধ্যাদি যে যে স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়, জীবের মরণ-দশায় তত্তৎ-স্থূল-দেহ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বুদ্ধ্যাদি পুনরপি স্থূল-দেহান্তর লাভ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে শাস্ত্র, যুক্তি ও সার্ব্বজনীন

অনুভবই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতাদৃশী পরিস্পন্দন-লক্ষণা ক্রিয়া পূর্ণের সম্ভব-পরা নহে। আকাশ সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক-মতে নিত্য আকাশের পরিস্পন্দন-ক্রিয়া নাই। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত-শাস্ত্রে আকাশের কার্য্যত্ব-নিবন্ধন অনিত্যতা ও অপূর্ণতা সমর্থিতা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "কারণেন হি কার্য্যমাবিষ্টং, ন কার্য্যেণ কারণম্"। আকাশ যদি সৎকার্য্যবাদিগণের মতে কার্য্যই হয়, তাহা হইলে, কার্য্যত্ব-নিবন্ধন আকাশ প্রকৃতির ব্যাপক হইতে পারে না। অব্যাপক অপূর্ণ-পদার্থের পরিস্পন্দন অবশ্যম্ভাবী। অতএব প্রাচীনতম-সাংখ্যাদি-সিদ্ধান্ত-সম্মত আকাশ-কার্য্যত্ব-বাদ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়া, প্রতীচ্য-দার্শনিক-পণ্ডিত-গণ বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র-সাহায্যে আকাশ-গাত্রে জল-তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গ-সঞ্চার-প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদিচ আকাশ স্থূল-দৃষ্টি-বিষয়ে সর্ব্বত্র পরি-পূর্ণ ও স্পন্দনরহিত, তথাপি বীচি-তরঙ্গন্যায়ে আকাশে শব্দোৎপত্তি স্বীকৃতা হওয়ায়, কথঞ্চিৎ অপূর্ণতা-নিবন্ধন অবশ্যই আকাশে পরি-স্পন্দন-ক্রিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা কার্য্যত্ব-প্রযুক্ত কথঞ্চিৎ অপূর্ণতা ও তন্নিবন্ধন পরিস্পন্দন-ক্রিয়া ব্যতীত, আকাশে শব্দ-তরঙ্গের আবির্ভাব-সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। যাহা আকাশ অপেক্ষা পূর্ণ, প্রকৃত-পক্ষে তাহার পরিস্পন্দন সর্ব্বথা অসম্ভব। অতএব সর্ব্বতঃ পূর্ণা প্রকৃতি দেবীর পরিস্পন্দন-ক্রিয়া না থাকায়, ব্যক্ত-বৈধর্ম্ম্য নিষ্ক্রিয়ত্বের অনুপ-পত্তি-সম্ভাবনা নিরস্তা হইতেছে। শরীর, বা পৃথিব্যাদি-ভূত-বৃন্দের পরিস্পন্দন লোকপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, তৎপ্রতিপাদনে যত্নাবলম্বনের কোন আবশ্যক নাই, বিবেচনা করিয়া, বিরত রহিলাম।

অনেকত্ব ব্যক্তের অপর একটী সাধর্ম্ম্য। এক অর্থে সজাতীয়-দ্বিতীয়-রহিত বুঝিতে হইবে। যাহা সজাতীয়-দ্বিতীয় সহিত, তাহাকে অনেক বলা হইয়া থাকে। প্রতি-পুরুষ বুদ্ধ্যাদির ভেদ বশতঃ এবং পৃথিব্যাদির শরীর-ঘটাদি-নানা-ভেদ-নিবন্ধন অনেকত্ব চির-প্রসিদ্ধ। অত-এব সজাতীয়-দ্বিতীয়ের সত্ত্ব-সংসাধনার্থ অতিরিক্ত আয়াসের অঙ্গীকার নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ আশ্রিতত্ব ব্যক্ত-পদার্থ-মাত্রের সাধর্ম্ম্যরূপে

অভিহিত হইয়াছে। কারণ, বুদ্ধ্যাদি-কার্য্য-সকল সদাকাল স্ব-স্ব-প্রধানাদি-কারণে আশ্রিত রহিয়াছে। যদিচ পূর্ব্ব-গ্রন্থে কার্য্য এবং কারণের অভেদ অঙ্গীকৃত হওয়ায়, ভেদ-বুদ্ধি-প্রসঙ্গ-নিবারণার্থ আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাবে বর্ণন উপযুক্ত নহে, তথাপি অভেদ সত্ত্বেও রূপ-ভেদে কথঞ্চিৎ ভেদ-বিবক্ষা-বশে কার্য্য ও কারণের আশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব-বর্ণন অনুপযুক্ত নহে। বাস্তবিক পক্ষে ভেদ না থাকিলেও, গত-গ্রন্থে তিলক-বৃক্ষ-সকলের কথঞ্চিৎ ভেদ-কল্পনা করিয়া, বন হইতে পৃথক্ত্ব ও বনাশ্রিতত্ব-কীর্ত্তন, কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। লিঙ্গত্ব অর্থাৎ অনুমাপকত্ব ব্যক্ত-পদার্থের আর একটী সাধর্ম্ম্য। আশঙ্কা হইতে পারে যে, "সঙ্ঘাত-পরার্থত্বাৎ," ইত্যাদি-গত-গ্রন্থে প্রধানেরও পুরুষানুমাপকত্ব অভ্যুপগত হওয়ায়, ব্যক্তের লিঙ্গত্ব কেমন করিয়া প্রধানের বৈধর্ম্ম্য হইতে পারে? উত্তরে আমরা বলিব, প্রধানের প্রতি, ব্যক্তের লিঙ্গত্ব, অর্থাৎ প্রধানানুমাপকত্ব, চিরদিনই প্রধান-বৈধর্ম্ম্য-রূপে অবস্থিতি করিবে। যে প্রকারে বুদ্ধ্যাদি-ব্যক্ত-পদার্থ-সকল প্রধানের লিঙ্গতা ভজনা করে, তাহা পূর্ব্ব-গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে, সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা-প্রযুক্ত ব্যক্ত-বুদ্ধ্যাদি-কার্য্য-সকল অবশ্যই সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বভাব অব্যক্ত-কারণক স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যে সকল পদার্থ যাদৃশরূপে সমনুগত হইয়া থাকে, সেই সকল পদার্থ তৎস্বভাব অব্যক্ত-কারণক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-রূপে বলা যাইতে পারে যে, যেমন মৃৎ বা হেমপিণ্ড-সমনুগত-ঘট-মুকুটাদি-কার্য্য-সকল মৃৎ বা হেমপিণ্ডলক্ষণ অব্যক্ত-কারণক দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক-ব্যক্ত-বুদ্ধ্যাদি-কার্য্য-সকল অবশ্য সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বভাব অব্যক্ত-কারণ জন্য হইবেই। প্রধান যদি চ পুরুষের অনুমাপক, তথাপি প্রধানের অনুমাপক নহে। অতএব ব্যক্তবুদ্ধ্যাদি-কার্য্য-সকলের প্রধানানুমাপকত্ব-লক্ষণ-লিঙ্গত্ব যে প্রকারাবলম্বনে প্রধান-বৈধর্ম্ম্যে পরিণত হয়, তাহা উপদর্শিত হইল। অনন্তর ব্যক্তের সাবয়বত্ব-লক্ষণ সাধর্ম্ম্যের ব্যাখ্যান করিতে হইবে। সাবয়ব পদের যদি অবয়ব-ঘটিতত্ব অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, সত্ত্বরজস্তমোগুণ-ঘটিতত্ব-প্রযুক্ত

প্রকৃতিরও তথাত্ব অর্থাৎ সাবয়বত্বাপত্তি-দুর্দ্দশা অনিবার্য্য হইবে। অতএব অন্যথা-ব্যাখ্যান আবশ্যক হইলে, অব-পূর্ব্বক-যু-ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্যে অল্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন অবয়ব-পদের অবয়বন, মিথঃ সংশ্লেষ, মিশ্রণ, অর্থাৎ পরস্পর-সংযোগ অর্থ বুঝিতে হইবে। প্রাপ্তি অর্থে সম্বন্ধ, সম্বন্ধের অভাব, অর্থাৎ অসম্বন্ধ, অপ্রাপ্তিনামে অভিহিত। এতাদৃশী অপ্রাপ্তি যাহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী, তাদৃশী প্রাপ্তির নাম সংযোগ, তাদৃশ সংযোগ, মিথঃ সংশ্লেষ, অবয়বন, মিশ্রণ বা অবয়বের সহিত যাহারা বিদ্যমান, তাহারা সাবয়ব বলিয়া পরিচিত, সাবয়বত্ব সাবয়ব-পদার্থবৃত্তি-ধর্ম্ম-বিশেষ।

পূর্ব্বে যাহাদের সহিত যাহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না, তাদৃশ-পরস্পর-সম্বন্ধ-বিহীন-পৃথিব্যাদি-পদার্থ-সকল সংযোগ-লক্ষণ-সম্বন্ধবশে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরুক্ত লক্ষণ-সংযোগ-সম্বন্ধ-বশে ব্যক্তা পৃথিবী জলের সহিত সংযুক্তা হইয়া থাকে এবং জল পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযোগের পূর্ব্বে পৃথিব্যাদির জলাদির সহিত পরস্পর-সম্বন্ধের অভাব-প্রযুক্ত সংযোগ-লক্ষণের উপপত্তি-বিষয়ে কোনরূপ বাধার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে পূর্ব্ব-প্রণালী-ক্রমে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। উক্তরূপে অন্যান্য সকলেরও সংযোগ অবগত হইতে হইবে। প্রধানেরও বুদ্ধ্যাদির সহিত সম্বন্ধ-প্রযুক্ত যদি কেহ সাবয়বত্ব আশঙ্কা করেন, তবে আমরা বলিব, প্রধানের বুদ্ধ্যাদির সহিত সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলেও, ঐ সম্বন্ধ সংযোগলক্ষণ নহে। পরন্তু প্রধানের বুদ্ধ্যাদির সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ প্রধানেরই পরিণাম-দ্বারা বুদ্ধ্যাদ্যাত্মকতা নিশ্চিতা হইয়াছে। অতএব ঘটের মৃদাত্মকতা-প্রভাবে যেমন কার্য্যের কারণাত্মকতা অবধৃতা হইয়াছে, সেইরূপ কারণেরও সৎকার্য্য-বাদি-মতে কার্য্যাত্মকতা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কার্য্য ও কারণের এই সম্বন্ধ, অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক সংযোগ নহে, যাহা দ্বারা প্রধানের সাবয়বত্ব আপতিত হইতে পারে। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে, বুদ্ধ্যাদির সহিত প্রধানের সংযোগ-লক্ষণ-সম্বন্ধ না হইলেও, সত্ত্ব-রজস্তমঃ-সংজ্ঞক-প্রধান-গুণসকলের পরস্পর-সম্বন্ধ-বশতঃ

সাবয়বত্ব না হইবে কেন? তাহা হইলে, এ স্থলেও পূর্ব্ব-যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরও পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ-লক্ষণাক্রান্ত নহে। কারণ, অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা-প্রাপ্তির নাম সংযোগ, যদি সত্ত্বাদির পরস্পর-সম্বন্ধ কোন সময়ে ছিল না, এইরূপ 'সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে, সত্ত্বাদি-সম্বন্ধের অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বকত্ব-প্রযুক্ত সংযোগ-লক্ষণাক্রান্ততা সুসিদ্ধা হইতে পারে। পরন্তু সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের পরস্পর-সম্বন্ধের নিত্যত্ব-হেতুক অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বকত্ব অসিদ্ধ হওয়ায়, সাবয়বত্বাপত্তি স্বরূপলাভে নিতান্ত অসমর্থারূপে প্রতিভাতা হইতেছে।

সম্প্রতি ব্যক্ত-পদার্থের অবশিষ্ট পরতন্ত্রতা-লক্ষণ-সাধর্ম্ম্যের ব্যাখ্যানাবসর উপস্থিত হইয়াছে। বুদ্ধ্যাদির পরতন্ত্রতা, অর্থাৎ পরাধীনতা চিরপ্রসিদ্ধা। বুদ্ধ্যাদির পরতন্ত্রতাভিব্যঞ্জনার্থ এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বুদ্ধি স্বীয় কার্য্য অহঙ্কারকে জনয়িতব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতি কর্ত্তৃক পূরণ অর্থাৎ অবয়বান্তরের আবির্ভাবন অপেক্ষা করিয়া থাকে। যদি বল, বুদ্ধির অবয়ব সকলই অহঙ্কারভাবে অবতীর্ণ হইতে পারে, অতএব প্রকৃতি-কর্ত্তৃক পূরণের প্রয়োজন কি? তবে আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যদি প্রকৃতি-কর্ত্তৃক পূরণ অপেক্ষা না করিয়া, বুদ্ধি স্বীয় অবয়বসকলের মধ্যে কতকগুলি অবয়বকে অহঙ্কারভাবে পরিণময়িতব্যরূপে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে, অবশিষ্ট-স্বীয় অবয়ব-সকলের স্বল্পতা সংপ্রাপ্তা হওয়ায়, ক্ষীণতা-প্রযুক্ত তাঁহার অহঙ্কার-কার্য্য-জনন-সামর্থ্য নিশ্চিতই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। অতএব "ক্ষীণা সতী নালমহঙ্কারং জনয়িতুমিতি স্থিতিঃ"। উক্তরূপা শাস্ত্রীয়া মর্য্যাদা বা সার্ব্বত্রিকী রীতি অনুসরণে যদি কেহ বলেন যে, প্রকৃতিরও অহঙ্কারাদি-কার্য্য-জননে পূরকান্তর অবশ্য অপেক্ষণীয়, অন্যথা ক্ষীণতাপত্তি-প্রযুক্ত কার্য্যজনন-সামর্থ্য সম্ভাবিত হইতে পারে না, তবে উত্তরে আমরা বলিব, সত্ত্বাদি-গুণসকলের পরিণামি-স্বভাবতা-বশতঃ সতত-সজাতীয়-পরিণাম-দ্বারা ক্ষীণতার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব স্বকার্য্য-জননে পরাপেক্ষতার অভাব হেতুক প্রকৃতির পারতন্ত্র্য-কল্পনা অত্যন্ত

অসঙ্গতা। উক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে অহঙ্কারাদি ও পঞ্চতন্মাত্রাদি-স্ব-স্ব-কার্য্য-জননাবসরে প্রকৃতি দ্বারা পূরণ অপেক্ষা করে। অতএব প্রকৃতি-সাহায্যব্যতীত, কার্য্য-জনকতা সম্ভবপরা না হওয়ায়, স্বকার্য্যোপজননে কারণভাব প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতি-বিকৃতি-ভূত-তত্ত্ব-সপ্তকের সকলেই স্ব-স্ব-জননীয়-কার্য্যে পরা প্রকৃতির অপেক্ষা করে বলিয়া, তাহাদিগের পরতন্ত্রতা অব্যাহতা জানিতে হইবে। "মহতোঽহঙ্কারঃ" ইত্যাদিরূপে বুদ্ধ্যাদির অহঙ্কারাদিকারণতা সিদ্ধান্তিতা হইলেও পরতন্ত্রত্ব-প্রযোজক-পরাপেক্ষত্ব-সমর্থনের জন্য প্রকৃতি-কৃত-পূরণের সহকারিত্ব অবশ্য অঙ্গী-

ব্যক্ত-মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল-ভূত-ভৌতিক-ব্রহ্মাণ্ডান্তবিচিত্র-কার্য্য-প্রপঞ্চের হেতুমত্ত্বাদি-নবধা-সাধর্ম্ম্য-ব্যাখ্যান অবসরে সপ্তম-সাধর্ম্ম্য-বিবরণ-প্রসঙ্গে তথা অব্যক্তের অস্তিত্ব-প্রস্তাবে সমন্বয়-হেতু-বিবরণে ব্যক্ত-বুদ্ধ্যাদি-কার্য্য-সকলের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব-হেতুক সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক অব্যক্ত-কারণকত্ব-প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং দৃষ্টান্তরূপে মৃৎ বা হেমপিণ্ড-সমনুগত-ঘট-মুকুটাদি-কার্য্যের মৃৎ বা হেম-পিণ্ড-লক্ষণ অব্যক্ত-কারণকতা সমর্থিতা হইয়াছে। পরন্তু দার্ষ্টান্তিক-ব্যক্ত-বিশ্ব-প্রপঞ্চে "যে সকল কার্য্য যাদৃশ রূপের দ্বারা সমনুগত, সেই সকল কার্য্য তৎস্বভাব-অব্যক্ত-কারণক", এতাদৃশীব্যাপ্তি-মূলক-দৃষ্টান্ত-দৃষ্ট-কারণানুগতি প্রদর্শিতা হয় নাই। অতএব এক্ষণে ব্যক্ত-বিশ্ব-প্রপঞ্চে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক অব্যক্ত-কারণ-সমান-ধর্ম্ম-সম্বদ্ধতা-প্রদর্শনার্থ চতুর্বিবংশতি-তত্ত্ব-তল-সমন্বিত অত্যুচ্চ-সাংখ্য-দর্শন-সৌধের মূল-ভিত্তি-স্থানীয়-গুণত্রয়ের স্বরূপ, প্রয়োজন, ক্রিয়া ও লক্ষণ-নিরূপণ একান্ত আবশ্যক। অন্যথা শ্রীশিবমহিমবিকাশ-প্রবন্ধে "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং" এই শ্লোকাবয়ব-ব্যাখ্যানাবসরে অপরিহার্য্যরূপে অবলম্বিত-সাংখ্য-শাস্ত্রীয়-প্রক্রিয়ার ভিত্তি-শিথিলতা-দোষের পরিহার, অথবা ত্রিলোকভেদী অত্যুন্নত-সাংখ্য-সিদ্ধান্ত-সৌধের সর্ব্বলোক-রমণীয়া বিদ্বজ্জন-হৃদয়ানন্দ-দায়িনী সুধাশ্বেত-সমুজ্জ্বলতা সুন্দররূপে বিকশিতা হইবে না। অতএব গ্রন্থ-গৌরবভয়ে প্রসঙ্গাধীন স্বয়ং সমাগত শাস্ত্রীয়-বিষয়-সমূহের

প্রপঞ্চমে উপেক্ষা-প্রদর্শন অনুচিত বিবেচনা করিয়া, পুনরপি অনুশীলন-পরায়ণশাস্ত্রার্থসেবী সজ্জন-গণের চিত্ত-সমাধান প্রার্থনা করিতেছি।

অতীত-গ্রন্থে ব্যক্তাব্যক্ত-সাধারণ-সাধর্ম্ম্য কীর্ত্তনাবসরে ত্রিগুণত্বের বিবৃতি করা হইয়াছে। তৎপ্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে, শাস্ত্রার্থানুসন্ধিৎসু মানব-মাত্রের মানসে "কে তে'ত্রয়ো গুণাঃ? কিঞ্চ তল্লক্ষণম্?" অর্থাৎ গুণসকলের স্বরূপ, প্রয়োজন, ক্রিয়া ও লক্ষণ কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই সমুত্থিত হয়। তন্মধ্যে গুণ-সামান্যের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্নে উত্তরে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মকতা কথিতা হইয়াছে। পরিণাম-ক্রিয়াশালিত্ব-প্রযুক্ত গুণপদের বৈশেষিক-তন্ত্রোক্ত-চতুর্ব্বিংশতি-গুণ-পরতা অর্থ নহে। কিন্তু পরার্থত্ব-প্রযুক্ত পরোপকারকপরতা অর্থ স্বীকার করাই যুক্তি-সঙ্গত। কারণ, যাহারা পরের উপকার-কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত, তাহারাই পরোপ-কারক-গুণপদবাচ্য। অতএব প্রধান-যাগের উপকারক অঙ্গসকল গুণত্বরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি-গুণ-সকলও প্রধানোপ-কারকত্বরূপে ব্যবস্থিত থাকায়, পরার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। একৈক-ব্যষ্টিরূপ সত্ত্বাদিগুণ মিলিত হইয়া, সত্ত্বাদিসমষ্টিরূপ প্রধান-নামে পরি-চিত। সত্ত্বাদি-গুণ-সমষ্টি-রূপ-প্রধানের ফল-জননসমর্থীকরণ ব্যষ্টি-সত্ত্বাদি-গুণের প্রধানীকারকত্বরূপে অভিপ্রেত। কারণ, ব্যষ্টি-গুণসকলের পরিণাম-লক্ষণ-ব্যাপার-ব্যতীত গুণ-সমষ্টিরূপ প্রধানের জগৎ-সর্গ-রূপ ফল-জনন-সামর্থ্য কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। সম্প্রতি এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, গুণ-সামান্যের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে যে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মকতা উক্তা হইয়াছে, গুণসকলের মধ্যে প্রত্যেক গুণের পরস্পর-বিরুদ্ধ সেই প্রীত্যপ্রীতি-বিষাদাত্মকত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব এক একটী গুণের একৈকাত্মকতা অবশ্য বক্তব্যা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, কোন্ গুণের কীদৃশ স্বরূপ অবগত হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।

পরন্তু উপস্থিত গ্রন্থে বর্ত্তমান অবসরের পূর্ব্বসময়ে গুণ-সকলের ক্রম অভিহিত না হওয়ায়, যথা-সংখ্যক্রম-গ্রহণ উপপন্ন হইতে পারে না। উক্তা আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা বলিব, "সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকং,"

ইত্যাদিরূপে অদূরভবিষ্যতে যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাদৃশ অনাগত-ক্রমাবেক্ষণ-সাহায্যে, অথবা সাংখ্য-শাস্ত্রে ভগবান্ কপিল, আসুরি ও পঞ্চশিখাচার্য্য-প্রমুখ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক যে গুণ-ক্রম উক্ত হইয়াছে, তাদৃশী তন্ত্র-যুক্তি অনুসারে গুণ-ক্রমের সত্ত্বাদিত্ব সুসিদ্ধ হওয়ায়, প্রীত্যাদিরও যথাসংখ্য ক্রম অবধারণ করিতে হইবে।' স্ব-স্ব-সিদ্ধান্তের ইহাই যুক্তি হইতেছে যে, পরকীয়-মত অপ্রতিষিদ্ধ হইলে, নিজ অনুমতরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব গুণ-সকলের পঞ্চশিখাদি আচার্য্যাভিহিত সত্ত্বাদি-ক্রমের আচার্য্যান্তর-কর্ত্তৃক প্রতিষেধ না হওয়ায়, বর্ত্তমান-প্রবন্ধে অতীত-গ্রন্থ-সাহায্যে গুণক্রম অনুক্ত হইলেও, পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমতি-নিশ্চয় করিয়া, যথাসংখ্যক্রম-গ্রহণে কোনরূপ অনুপপত্তি-সম্ভাবনা অব-তীর্ণা হইতে পারে না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "প্রীতিঃ সত্ত্বং, অর্থাৎ প্রীত্যাত্মকঃ সত্ত্বগুণঃ, অপ্রীতির্দুঃখং, অর্থাৎ অপ্রীত্যাত্মকো রজোগুণঃ, এবং বিষাদো মোহঃ, অর্থাৎ বিষাদাত্মকস্তমোগুণঃ"। যদি প্রশ্ন হয় যে, প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদ, এইরূপ কথন না করিয়া, প্রীত্যাত্মক, অপ্রীত্যাত্মক ও বিষাদাত্মক, এই আত্ম-পদপ্রয়োগের সাফল্য কি? উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যাঁহারা দুঃখাভাব হইতে প্রীতি অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকার করেন না এবং যাঁহাদিগের মতে দুঃখ-পদার্থ প্রীত্যভাব হইতে অনতিরিক্ত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, তন্মতে অনাদর-প্রদর্শনার্থ আত্ম-পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আত্মগ্রহণ দ্বারা ইহাই প্রতিবোধিত হইতেছে যে, প্রীতি বা সুখ দুঃখের অভাব এবং অপ্রীতি বা দুঃখসুখের অভাবস্বরূপ নহে। কিন্তু প্রীতি বা সুখ অপ্রীতি বা দুঃখ ইহারা ভাবপদার্থ। আত্ম-শব্দের ভাব-বচনতা অর্থাৎ স্বভাববাচকত্ব প্রযুক্ত প্রীতি আত্মা ভাব অর্থাৎ স্বভাব যাহাদিগের, এইরূপ অপ্রীতি আত্মা ভাব অর্থাৎ স্বভাব যাহাদিগের, এইরূপ বিষাদ আত্মা ভাব অর্থাৎ স্বভাব যাহাদিগের, তাহারাই প্রীত্যা-ত্মক, অপ্রীত্যাত্মক বা বিষাদাত্মক-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ বা বিষাদের ভাবরূপতা প্রত্যেক প্রাণীর অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং বিপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। ভাব, স্বভাব, অথবা স্বরূপ

ইহারা অর্থান্তর নহে। অতএব "সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকং," এই কথা বলিলে, "প্রীতিঃ সত্ত্বস্য স্বরূপমিত্যবগম্যতে।" প্রীতি যদি দুঃখাভাবরূপা হয়, তাহা হইলে, অভাবের অবস্তুতা-প্রযুক্ত বস্তুভূত-সত্ত্বের স্বরূপতা উপপন্না হইতে পারে না। অবস্তু কি কখনও বস্তুর স্বরূপভূত হইতে পারে? কখনই নহে। পক্ষান্তরে যদি প্রীতির ভাবরূপতা অঙ্গীকৃতা হয়, তবে সত্ত্বের স্বরূপতা সংঘটিতা হইতে পারে, যেহেতু উভয়েই বস্তুভূত। এইরূপ অপ্রীতির সুখাভাবরূপতা স্বীকার করিলে, ভাবভূত-রজোগুণের অবস্তু, অভাবভূত, অপ্রীতি-স্বরূপত্ব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অপ্রীতির ভাবরূপতা স্বীকৃতা হইলে, ভাবভূত-দুঃখাত্মক-রজোগুণের তৎস্বরূপতা অবাধে সুসিদ্ধা হইতে পারে।

যদি বল, ভবদভিমত সুখ এবং দুঃখের ভাবরূপতাই বা কেমন করিয়া সিদ্ধা হইতে পারে? ইহা নিশ্চিত যে, স্বাভিমত আত্মপদ-প্রয়োগ-মাত্রই সুখ-দুঃখের ভাবরূপতাসিদ্ধি অথবা অভীষ্ট সিদ্ধির সাধন নহে, তবে আমরা বলিব, অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে এবম্বিধা আপত্তির পরিহার-কল্পে সমাধান প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যক্তিভেদে বহুত্ব-বিশিষ্ট-সুখ-দুঃখের ভাবরূপতা নিজ নিজ অনুভব-সিদ্ধা জানিতে হইবে। অনুভব-সিদ্ধির বীজ-বিষয়ে যদি প্রশ্ন হয়, তবে উত্তরে বলিতে হইবে যে, সুখ ও দুঃখ যদি পরস্পরের অভাবাত্মক হয়, তাহা হইলে, অন্যোন্যাশ্রয়াপত্তি অনিবার্য্যা। ইষ্টাপত্তি-পরিহারার্থ অন্যোন্যাশ্রয়ের দূষকতা-বীজ-প্রদর্শন-কল্পে ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, দুঃখপদার্থের পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত সুখ-পদার্থের পরিজ্ঞান কখনই হইতে পারে না; এবং সুখ-পদার্থ-পরিজ্ঞানের অভাবে দুঃখ-পদার্থের পরিজ্ঞান নিতান্ত অসম্ভব। অতএব এক-পদার্থ-পরিজ্ঞানের অভাবে, অপর-পদার্থের পরিজ্ঞান অশক্য সম্পাদনীয় হওয়ায়, একের অসিদ্ধিবশতঃ উভয়েরই অসিদ্ধি আপতিতা হইতেছে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়ের জ্ঞেয়-জ্ঞানাসম্ভবাখ্য-দূষকতা-বীজ-বশে তাৎপর্য্যতঃ সুখ-দুঃখের ভাবরূপতা অবশ্য অনুভবসিদ্ধা স্বীকার করিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের স্বরূপ-কীর্ত্তনের অনন্তর এক্ষণে প্রয়োজন

কীর্ত্তনের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম উক্ত গুণত্রয়ের প্রয়োজনস্থানীয়। এ স্থলেও সত্ত্বাদিক্রমে প্রয়োজনক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব সত্ত্বগুণের প্রকাশ, রজোগুণের প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের নিয়মনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। গুণ-সকলের তত্তৎ-প্রয়োজনকত্বে যুক্তি এই যে, রজোগুণের প্রবর্ত্তকত্ব-অর্থাৎ প্রবৃত্তিফলকত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বদা লঘু সত্ত্বের প্রবর্ত্তন অর্থাৎ প্রকাশার্থ প্রেরণ অবশ্যম্ভাবী। এ কারণ গুরুধর্ম্মবিশিষ্ট তমোগুণ কর্ত্তৃক সত্ত্বগুণের নিয়মন অবশ্য অপেক্ষণীয়। যদি তাহাই হয়, তবে তমোগুণ দ্বারা সত্ত্বের প্রকাশপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধ সাধিত হইলে, পুনরপি রজোগুণের সার্ব্বদিকী সত্ত্ব-প্রকাশ-প্রবৃত্তি-ফলকতা সম্ভবপরা হইতে পারে না। কিন্তু প্রবৃত্তি-প্রয়োজনক-রজোগুণ তমোনিয়ত অর্থাৎ তমঃকৃত-প্রকাশ-প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধ-সহিত সত্ত্বের "ক্বচিদেব" প্রকাশ-প্রবৃত্তি সাধন করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা রজোগুণের প্রবর্ত্তকত্ব এবং তদধীন সত্ত্বগুণের প্রকাশ-ফলকত্ব, পুনশ্চ তমোগুণের নিয়মার্থত্ব প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা না বলিলেও, বোধ করি, অভিজ্ঞ অধ্যেতৃবর্গের অববোধ-বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা উপস্থিতা হইবে না।

প্রয়োজন কথন করিয়া, এক্ষণে সত্ত্বাদিগুণের ক্রিয়ার কথা বলিব। গুণসকলের অন্যোন্য অভিভব, অন্যোন্য আশ্রয়, অন্যোন্য জনন এবং অন্যোন্য মিথুনভেদে চতুর্ব্বিধা বৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়া নিরূপিতা হইয়াছে। দ্বন্দ্ব-সমাসের পরে শ্রূয়মাণ শব্দ প্রত্যেকের সহিত অভিসম্বদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ শাস্ত্রীয়-ন্যায়-বশে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদের পরে শ্রূয়-মাণ আত্ম-শব্দের ন্যায় দ্বন্দ্ব-সমাস-বদ্ধ অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুনের পরে শ্রূয়মাণ বৃত্তি-শব্দের অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুনের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া, প্রথমতঃ অন্যোন্যাভিভববৃত্তির ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অন্যোন্যাভিভব অর্থাৎ পরস্পরাভিভবনরূপবৃত্তিলক্ষণা-ক্রিয়া যাহাদিগের নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে, তথাবিধ-গুণ-ত্রয়ের মধ্যে অন্যতম গুণ অর্থবশে অর্থাৎ সর্গরূপপ্রয়োজনাধীনতাপ্রযুক্ত, অথবা সৃষ্টি-ফলক-অদৃষ্ট-বিশেষ-কৃত-প্রেরণা-প্রযুক্ত উদ্‌ভূত উদ্‌গত অর্থাৎ উপযুক্ত অবসরে

লব্ধবল হইয়া, অন্য গুণকে অভিভূত ন্যক্কৃত অর্থাৎ অধঃকৃত করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, লব্ধবল-সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণের অভিভব সাধন করিয়া, স্বীয়-শান্তাকারা বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণের অভিভব সাধন করিয়া, স্বীয়-ঘোরাকারাবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের অভিভব সাধন করিয়া, স্বীয়-মূঢ়াকারাবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রে পঞ্চ-মহাভূতের শান্ততা, ঘোরতা ও মূঢ়তা প্রতিপাদিতা হওয়ায়, তৎ-কারণীভূত-সত্ত্ব-রজঃ ও তমোগুণের ও যথাসংখ্যক্রমে শান্ত-ঘোর-মূঢ়-বৃত্তিকতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুখত্ব-প্রকাশকত্ব-লঘুত্বরূপা শান্তাবৃত্তি, দুঃখত্ব-অনবস্থিতত্বরূপা ঘোরাবৃত্তি, এবং বিষাদ-গুরু-বরণকত্ব-রূপা মূঢ়াবৃত্তি। এইরূপে বৃত্তি-সকলের স্বরূপ অবগত হওয়া সাধক, অথচ অভিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবশ্য উচিত।

পুনশ্চ অন্যোন্যাশ্রয় অর্থাৎ পরস্পরাশ্রয়ণরূপ-বৃত্তি-লক্ষণ-ক্রিয়া যাহাদিগের নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে, তথাভূত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণের প্রয়োজন-ভূত প্রবৃত্তি ও নিয়মকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ উক্ত প্রয়োজন-দ্বয়ের কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া, ফলতঃ রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ অভাবে আপতিতা প্রবৃত্তি ও নিয়ম-লক্ষণ-প্রয়োজন-দ্বয়ের ব্যাঘাত-নিরসন-পূর্ব্বক স্বীয়-প্রয়োজন-প্রকাশ-সাহায্যে রজঃ ও তমোগুণের প্রভূত উপকার সাধন করে। এইরূপ রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রয়োজনভূত প্রকাশ ও নিয়মকে আশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ উক্ত প্রয়োজন-দ্বয়ের কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া ফলতঃ সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রবৃত্তির অভাবে আপতিত প্রকাশ ও নিয়ম-লক্ষণ প্রয়োজন-দ্বয়ের ব্যাঘাত-নিরসন-পূর্ব্বক স্বীয়-প্রয়োজন প্রবৃত্তি-সাহায্যে সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রভূত উপকার সম্পাদন করে। এইরূপ তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রয়োজনভূত প্রকাশ ও প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ উক্ত প্রয়োজন-দ্বয়ের কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া, ফলতঃ সত্ত্ব ও রজোগুণের নিয়মন অর্থাৎ তমঃকর্ত্তৃক তৎফল-প্রতিবন্ধের অভাবে আপতিত সার্ব্বদিক সত্ত্ব-রজঃ-ফলভূত-প্রকাশ ও

প্রবৃত্তিলক্ষণ-প্রয়োজন-দ্বয়ের ব্যাঘাত-নিরসন-পূর্ব্বক স্বীয়-প্রয়োজন-নিয়মন-সাহায্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রভূত উপকার সম্পাদন করে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি পরস্পরাশ্রয়ণের "পরস্পরস্য উপরি-বর্ত্তনং" অর্থ হয়, তাহা হইলে, উক্তরূপ অর্থ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, অনুপপত্তি-প্রযুক্ত গুণ-সকলের আধারাধেয়-ভাব কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নাই। উত্তরে আমরা বলিব, যদ্যপি পরস্পরাশ্রয়ণরূপ এই অর্থ গুণসকলের আধারাধেয়ভাবব্যতীত উপপন্ন হইতে পারে না সত্য, তথাপি যাহার অপেক্ষাবশে অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে যাহার ক্রিয়া হয়, সেই উদ্দেশ-বিষয়ীভূত অপেক্ষিত পদার্থই ক্রিয়াশীল পদার্থের আশ্রয়ণস্থানস্বরূপে জানিতে হইবে। অতএব উক্তরূপা আশঙ্কার আর কোনরূপ অবসর নাই।

অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তির ব্যাখ্যা হইল। এক্ষণে অন্যোন্যজননবৃত্তির ব্যাখ্যান করিতে হইবে। অন্যোন্যজনন অর্থাৎ পরস্পর-জনন-রূপ-বৃত্তিলক্ষণ-ক্রিয়া যাহাদিগের নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে, তথাবিধ-গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতম গুণ "অন্যতমং জনয়তি, অর্থাৎ পরিণামপ্রযোজকো ভবতি।" আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি "জনয়তি"র "জননপ্রযোজকো ভবতি" এই-রূপ অর্থ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, সত্ত্বাদিগুণ-সকলের হেতুমত্ত্বাপত্তি অনিবার্য্যা, এবং ইষ্টাপত্তি বলিলে, পূর্ব্বগ্রন্থের বিরোধ কিরূপে পরিহৃত হইবে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, "জনিরিহ নোৎপত্ত্যর্থঃ, কিন্তু পরি-ণামার্থ এব।" অতএব 'জনয়তি'র "পরিণামপ্রযোজকো ভবতি," এইরূপ অর্থই যুক্তি-সঙ্গত। অন্যথা পরস্পরের সহকার ব্যতীত, পরিণামের অনুপপত্তি অনিবার্য্যা হইবে। যদি বল, গুণান্তরের গুণান্তর-জনকতা না হয় না হউক, অথবা গুণান্তর-পরিণাম-প্রযোজকতা স্বীকার করিতে হয়, কর, পরন্তু পরিণামের স্বীয় অবয়ব দ্বারা অবয়বান্তর উৎপাদনরূপতা-প্রযুক্ত একটী অবয়বের পরিণাম-সাহায্যে উৎপাদ্যমান অবয়বান্তরের হেতুমত্ত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং গুণাবয়ব-সকলের হেতুমত্ত্ব স্বীকৃত হইলে, গুণ-সকলেরও হেতুমত্ত্বাপত্তি কিরূপে নিবৃত্তা হইবে? তবে উক্ত প্রশ্নের পরিহারার্থ বলিতে হইবে যে, কেবল-জনন-লক্ষণ-পরিণাম-মাত্রেই গুণসকলের হেতুমত্ত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না।

কারণ একাবয়ব-পরিণাম-দ্বারা উৎপাদ্যমান অবয়বান্তরের যদি বিসদৃশ-রূপতা স্বীকৃতা হইত, তাহা হইলে, তত্ত্বান্তর-লক্ষণ-হেতুর সদ্ভাব-প্রযুক্ত গুণাবয়ব-সকলের হেতুমত্ত্ববশে তদভিন্ন অবয়বী গুণসকলেরও হেতুমত্ত্ব দুর্ব্বার হইত। পরন্তু যেহেতু গুণসকলের সদৃশরূপ, অর্থাৎ স্ব-সমান-রূপ পরিণাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে, অতএব তত্ত্বান্তর অর্থাৎ পদার্থান্তরভূত হেতুর অভাব বশতঃ, গুণসকলেরও হেতুমত্ত্ব সুদূর-পরাহত জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যে স্থলে একটী পদার্থ পরিণাম-দ্বারা অপর পদার্থ-রূপে উৎপন্ন হয়, যেমন অম্ল-সংযুক্ত উষ্ণ-দুগ্ধ দধি-রূপে, তাদৃশ স্থলেই কার্য্য-কারণ-ভাবের ভিন্ননিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত, উৎপদ্যমান-পদার্থের হেতুমত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে স্থলে স্বীয় পরিণাম দ্বারা স্বয়ংই উৎপন্ন হয়, যেমন স্বভাবতঃ স্বল্প-তরঙ্গায়িত-নিম্নোন্নত জল, বা চুল্লিস্থ-লৌহাদি-পাত্র-গত উষ্ণ-দুগ্ধ; তাদৃশ স্থলে উভয়েরই সদৃশ-পরিণাম অর্থাৎ সমান-রূপতা-প্রযুক্ত কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকৃত হইতে পারে না।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদ্যপি সদৃশ-পরিণাম-স্থলে পদার্থান্তরের অভাব হেতুক, কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকৃত হয় না, তথাপি পূর্ব্বাবয়বের পরিণাম দ্বারা বিনাশকালে অনিত্যত্বাপাত অবশ্যম্ভাবী। এতাদৃশী আপত্তির পরিহারার্থ আমরা অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, এবম্বিধা আপত্তির আবির্ভাব হওয়া অত্যন্ত অসমীচীন। কারণ, তত্ত্বান্তরের তত্ত্বান্তরে তিরোভাব-লক্ষণ বিনাশকে লয় বলা হইয়া থাকে। যেমন পৃথ্বীতত্ত্বের জলে, এইরূপ জল-তত্ত্বের "তেজসি," তেজস্তত্ত্বের অনিলে, বায়ুতত্ত্বের আকাশে, আকাশতত্ত্বের জীবাহঙ্কারে, জীবাহঙ্কার-তত্ত্বের হিরণ্যগর্ভাহঙ্কারে, হিরণ্যগর্ভাহঙ্কারতত্ত্বের মূল-প্রকৃতি-স্থানীয় অব্যক্তে, অব্যক্ততত্ত্বের নিষ্কল-পুরুষে; অথবা মহা-ভূত-পঞ্চকের পঞ্চতন্মাত্রে, একাদশ-ইন্দ্রিয়সহিততন্মাত্র-পঞ্চকের অহঙ্কারে, অহঙ্কারের মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বের অব্যক্তাখ্য মূলপ্রকৃতিতত্ত্বে। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে সদৃশ-পরিণামস্থলে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-গুণাবয়ব-সকলের পরিণামদ্বারা তত্ত্বান্তরে তিরোভাবলক্ষণ-লয়ের অভাব বশতঃ বিনাশিত্ব-প্রসঙ্গ উত্তপ্তউপল-খণ্ডে নিক্ষিপ্ত-জল-বিন্দুর ন্যায় আত্মসত্তাশূন্য;

সুতরাং প্রধান-সাধর্ম্ম্য-নিত্যত্ব-বিষয়ে কোনরূপ অনুপপত্তি-সম্ভাবনা নাই। অধুনা ক্রমানুমোদিত অবশিষ্ট অন্যোন্যমিথুনবৃত্তির ব্যাখ্যান অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অন্যোন্যমিথুন অর্থাৎ পরস্পর-সহচরণ-রূপ-বৃত্তি-লক্ষণ-ক্রিয়া যাহাদিগের নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে, তথাভূত অন্যোন্যসহচর গুণ-ত্রয় সর্ব্বব্যাপিত্বপ্রযুক্ত গতিরহিত হওয়ায় যদিচ তাহাদিগের সহচরণ অসম্ভব, তথাপি যথোপবর্ণিত গুণত্রয় সহচরণার্থক-মিথুন-শব্দের অবিনা-ভাব, অর্থাৎ পরস্পরের অবিরহলক্ষণ-বর্ত্তন-সাহায্যে সহবৃত্তিতা-রূপ সহচারিতালাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত জানিতে হইবে। অতএব আগম-প্রমাণে গুণ-সকলের পরস্পর মিথুনীভাব ও সর্ব্বত্র গমন বিষয়ে সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। আগম বলিতেছেন, সত্ত্বগুণ রজোগুণের, রজো-গুণ সত্ত্বগুণের, সত্ত্বরজঃ এই উভয়গুণ তমোগুণের এবং তমোগুণ সত্ত্বরজঃ এই উভয়গুণের মিথুন বা সহচারী। অর্থাৎ যেহেতু পরস্পর-সহচার-বিনা পরিণাম-ক্রিয়া সর্ব্বথা অসম্ভবগ্রস্তা, অতএব গুণসকল পরস্পর সহচর-ভাব প্রাপ্ত হইয়া, পরিণাম-দ্বারা মহদাদি-সূক্ষ্ম-স্থূল-কার্য্য-সমুদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। পুনশ্চ এই সকল গুণের আদি, সম্প্রয়োগ অর্থাৎ সংযোগ, অথবা বিয়োগ কখনই উপলব্ধ হয় না। কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়প্রবাহের অনাদিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

স্বরূপ আদি নিরূপণ-প্রসঙ্গে গুণসকলের প্রকাশ প্রবৃত্তি ও নিয়-মার্থতা উক্তা হইয়াছে। সম্প্রতি "কে তে ইত্থম্ভূতাঃ" ? "কুতশ্চ" ? এইরূপ বিশেষতঃ লক্ষ্য-প্রশ্ন এবং লক্ষণ-গমন-প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায়, কি কারণে গুণসকলের প্রকাশাদি-জনকতা ? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে ক্রমিক-লক্ষ্য-গ্রহণ-পূর্ব্বক লক্ষণ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, "সত্ত্বমেব লঘুপ্রকাশকমিষ্টং সাংখ্যাচার্য্যৈঃ"। অর্থাৎ একমাত্র সত্ত্বগুণই লঘু ও প্রকাশকরূপে কপিলাদি-সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রেত।. যদি আশঙ্কা হয় যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সত্ত্বগুণের লঘুত্ব-লক্ষণ-ধর্ম্মফলের উপলব্ধি না হওয়ায়, কেমন করিয়া, "সত্ত্বং লঘু" এ কথা বলা যাইতে পারে ? তবে এবম্বিধা আশঙ্কার পরিহারার্থ অবশ্যই

বলা যাইতে পারে যে, পরিণাম-সাহায্যে উৎপন্ন-কার্য্যের অর্থাৎ পদার্থ-বিশেষের উদগমন ঊর্দ্ধগমন, অথবা বক্রগমন, কিম্বা বৃত্তি-পটুত্ব-হেতুভূত-গৌরব-প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরব-বিরোধী যে লাঘব, অর্থাৎ লঘুত্বরূপ ধর্ম্ম, তদ্দ্বারাই সত্ত্বগুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লাঘব অর্থাৎ লঘুত্ব-ধর্ম্মের ঊর্দ্ধ-আদি-গমন-হেতুতা-প্রতিপাদনকল্পে দৃষ্টান্তরূপে অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যক্‌গমন অথবা জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি-করণ-সকলের বৃত্তি-পটুতা উদাহৃতা হইতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে সত্ত্বাধিক্য-ব্যতীত জ্বালা-মালা-সাহায্যে অনলের ঊর্দ্ধগামিতা সম্ভবপরা নহে। সত্ত্ব-ধর্ম্ম-লঘুত্ব-বিনা কার্য্য-বিশেষরূপ বায়ুর ক্ষিপ্রতার সহিত তির্য্যক্‌গমন অসম্ভব এবং ইন্দ্রিয়সকলের স্ব-স্ব-বিষয়-গ্রহণ অর্থাৎ বিষয়াকার-বৃত্তিলাভে আশুকারিত্ব-লক্ষণ যে পটুত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে, তৎপ্রতি সত্ত্ব-ধর্ম্ম-লাঘব একমাত্র হেতু-স্বরূপ জানিতে হইবে। অন্যথা যদি অগ্নির ঊর্দ্ধ-জ্বলন, বায়ুর তির্য্যক্‌গমন ও ইন্দ্রিয়-গণের বিষয়-গ্রহণে আশুকারিত্ব, লাঘব-হেতুক না হইয়া, তমো-ধর্ম্ম-গৌরব-হেতুক হইত, তাহা হইলে, অবশ্যই মন্দভাবাপন্ন হইত, অর্থাৎ নিরতিশয় সত্ত্বোৎকর্ষ-জনিত-লঘুতা-ব্যতীত যেমন সূর্য্য-মরীচি অবলম্বনে আদিত্যমণ্ডলে উপস্থিত হওয়া যায় না, সেইরূপ সত্ত্বধর্ম্ম-লঘুতা-ব্যতীত অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলনাদি-কার্য্য অবিলম্বে সম্ভবপর হইতে পারে না।

পুনশ্চ ইন্দ্রিয়গত-সত্ত্বাংশের আশু বিষয়াবভাসকত্ব হেতুক সত্ত্বগুণের বিষয়াবভাসকত্ব অর্থাৎ প্রকাশকত্বরূপ লক্ষণ সিদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য রজোগুণের লক্ষণ-নির্দ্দেশ অবসরে বলিতে হইবে, "উপষ্টম্ভকং চলঞ্চরজঃ"। অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমোগুণ স্বভাবতঃ অক্রিয়ত্ব হেতুক স্ব-স্ব-প্রকাশ ও আবরণ-কার্য্য-বিষয়িণী-প্রবৃত্তির জনন-বিষয়ে অবসাদগ্রস্ত অর্থাৎ অসমর্থ হইলে, "রজসা উপষ্টভ্যেতে" অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তিফলকত্বা-ভাব-বশতঃ অবসন্ন সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রবৃত্তি-জননে অসামর্থ্য-লক্ষণ অবসাদ হইতে প্রচ্যবন বা নিবর্ত্তন-সাধন-পূর্ব্বক প্রকাশ ও আবরণ-রূপ স্ব-স্ব-কার্য্যে উৎসাহ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-জননোদ্যম, অথবা তদ্রূপ-প্রযত্ন-সম্পাদন-পুরঃসর প্রবৃত্তি-জনন-বিষয়ে উৎসাহার্থ প্রেরণ করে।

"তদিদ-মুক্তমুপষ্টম্ভকং রজ ইতি।" পাঠক মহোদয়গণ! আপনাদিগকে কি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত বাক্যপ্রবন্ধ সাহায্যে রজোগুণের উপষ্টম্ভকতা কীর্ত্তিতা হইল? প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্ব-গ্রন্থে গুণত্রয়ের প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থতা কথিতা হওয়ায়, যদিচ রজো-গুণের প্রবৃত্তি-ফলকত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তথাপি কোন হেতুবলে স্বয়ং প্রবৃত্তি-সম্পন্ন রজোগুণ গুণান্তরেরও প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবে? উক্ত-রূপ প্রশ্নের পরিহারার্থ আমরা বলিব, রজোগুণের চলতা অর্থাৎ স্পন্দন-শীলতাই উক্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। পুনশ্চ যদি প্রশ্ন হয়, প্রবৃত্ত্যর্থ-কতা কথন দ্বারাই চলত্ব সিদ্ধ হইলে, পুনরপি চলত্ব-কীর্ত্তনের আবশ্যক কি? তবে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, প্রবর্ত্তক-রজোগুণের পুনরপি চলত্ব-কীর্ত্তন দ্বারা গুণত্রয়-প্রবৃত্ত্যর্থতা প্রদর্শিতা হইতেছে। অর্থাৎ রজোগুণের গুণান্তর-সহচরতাপ্রযুক্ত, রজঃপ্রবৃত্তি-সংসর্গ-বশে সত্ত্ব ও তমোগুণেরও প্রবৃত্তিমত্ত্ব উপপন্ন হইতেছে। পুনশ্চ রজোগুণ চলতা অর্থাৎ সতত-প্রবৃত্তিমত্তানিবন্ধন, পরিতঃ সর্ব্বত্র গুণত্রয়ের চালন বা প্রবর্ত্তন-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, গুরু, আবরণক বা আচ্ছাদক, অতএব প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধকীভূত-তমোগুণকর্ত্তৃক যে যে সময়ে, জীবের রজোগুণক্রিয়ার কোন প্রয়োজন নাই, সেই সেই সময়ে প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধ আচরণ দ্বারা "ক্বচিদেব" অর্থাৎ যখন প্রবৃত্তি পুরুষ-প্রয়োজন-স্বরূপা হইবে, তৎকালে "প্রবর্ত্ত্যতে", অর্থাৎ প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধক-স্বকৃত আবরণ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রবৃত্তির জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ-প্রয়োজনত্বাভাব-কালীন-প্রবৃত্ত্যুন্মুখতা হইতে ব্যাবৃত্তি, অর্থাৎ নিবর্ত্তন দ্বারা "গুরুবরণকমেব তমঃ" নিয়ামক অর্থাৎ নিয়ন্তৃরূপে উক্ত হইতেছে।

বিষয়টী বিস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, আমি একটী সর্ব্ব-লোক-প্রসিদ্ধ-দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিতেছি, অধ্যেতৃবর্গ তৎপ্রতি সপ্রণি-ধান-দৃষ্টিপাত করিলেই অনায়াসে রহস্যানুভবে সমর্থ হইবেন। যেমন সহজ-চঞ্চলতা-প্রযুক্ত রথ-সংযুক্ত অশ্ব সর্ব্বতঃ রথচালনে প্রবৃত্ত হইলে, যে স্থলে রথ-সঞ্চলন-দ্বারা রথীর কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না, তাদৃশস্থলে, রথাদি-চলনের রথি-প্রয়োজনত্বাভাব নিশ্চয় করিয়া, প্রগ্রহ

সংযম দ্বারা, অশ্বপ্রবৃত্তির প্রতিরোধে যত্ন-পরায়ণ আক্রমণকারী গুরু সারথি-কর্ত্তৃক রথাদি অবস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং রথাদির অভ্যন্তরগত রথীর যেখানে প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেই স্থলে রথাদিগত রথীর প্রয়োজন-সাধন অভিপ্রায়ে প্রগ্রহ-সংযম-কৃত-পূর্ব্বতন-প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ অশ্ব-প্রবৃত্তি-সংযমন-পরিহার-পুরঃসর সারথি কর্ত্তৃক যথাস্থানে অশ্ব প্রেরিত হয়, এবং ফলতঃ সারথি অশ্বের স্বারসিক-প্রবৃত্ত্যুন্মুখতা সংযমনদ্বারা নিজ নিয়ন্তৃত্ব অর্জ্জন করে, সেইরূপ রজোগুণ সততপ্রবৃত্তিশীল হইলেও, প্রবৃত্তির পুরুষ-প্রয়োজনত্বাভাব-বেলা সমাগতা হইলে, আবরণকারী, আচ্ছাদক, অতএব প্রবৃত্তি-প্রতিবন্ধকীভূত-গুরু-তমোগুণ-কর্ত্তৃক রজোগুণ অবস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং রজঃপ্রবৃত্তির পুরুষ-প্রয়োজনত্ব-সময়ে পুনশ্চ তমোগুণ স্বীয়-প্রতিবন্ধক-ভাব পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষাভিমতি অনুসারে, প্রবৃত্তির জন্য, রজোগুণকে উপযুক্ত অবসরে প্রেরণ করিয়া থাকে। অতএব পিণ্ডীকৃত অর্থ প্রদর্শন করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, সারথি যেমন অশ্বের স্বারসিক-প্রবৃত্ত্যুন্মুখতা নিরাকরণ পূর্ব্বক নিজ নিয়ন্তৃত্ব অর্জ্জন করে, তদ্বৎ গুরু আবরণক তমোগুণও সহজ চঞ্চল রজোগুণের স্বতঃ প্রবৃত্ত্যুন্মুখতা-নিরসন-পুরঃসর নিজ-নিয়ামকতা উপার্জ্জন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

অব্যবহিত পূর্ব্বগ্রন্থে উক্ত "গুরুবরণকমেব" এই 'এব'কার যদি ভিন্নক্রমে অর্থাৎ সত্ত্বাদিশব্দোত্তরবর্ত্তিরূপে প্রত্যেকে সম্বদ্ধ হইয়া, "সত্ত্বমেব লঘুপ্রকাশকং" "রজ এব উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ" এবং "তম এব গুরুবরণকং" ইহা প্রতিপাদন করে, তবে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, লঘুত্ব গুরুত্বের, প্রকাশকত্ব মোহকত্বের, এবং উত্তম্ভকত্ব আবরণকত্বের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মত্ব-প্রযুক্ত পরস্পর বিরোধশীল গুণসকল "সুন্দোপসুন্দবৎ" অর্থাৎ পূর্ব্বকালে নিকুম্ভাসুরতনয় সুন্দ উপসুন্দনামে আজন্ম জাতসৌভ্রাত্র ভ্রাতৃদ্বয় সুদুশ্চর-তপশ্চরণ-প্রভাববশে বশীকৃত-পদ্মযোনি-সকাশে অন্য প্রতিযোদ্ধার হস্তে অনিধন, অমরণ, প্রকারান্তরে অমরত্ব-লক্ষণ-বরলাভ করিয়া, দৃপ্ত-মানসে দৃঢ়-পীন-দীর্ঘ-বাহু-বলে ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য জয় করিয়া, নিষ্কণ্টক-স্বর্গরাজ্য-সৌভাগ্য-ভোগ-সুখে প্রবৃত্ত হইলে, স্বর্গরাজ্য-বহিষ্কৃত দুর্ম্মনায়মান

ইন্দ্রাদি-দেব-নিবহের দুঃখ-দুর্দ্দশা-দূরীকরণার্থ পিতামহব্রহ্ম-দেবের উপদেশ অনুসারে বিবুধ-বৃন্দের, অথবা দেব-বিলাসিনী-সমূহের সুধা-সমুজ্জ্বল-সৌন্দর্য্য-প্লাবিত-শরীর-লাবণ্যের তিল তিল পরিমাণে কান্তি-সার সমাহারে নির্ম্মিতা নিরতিশয়শোভাশালিনী মুনি-জন-মনোহারিণী দেবকামিনী তিলোত্তমা সুরকণ্টকসমুদ্ধরণার্থ অসুরদ্বয়ের সমীপে প্রেরিতা হয় এবং ভ্রাতৃদ্বয় তিলোত্তমার সমাগম প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সহিত পরিণয়াভিলাষে এক রাজ্যে এক গৃহে এক শয্যাসনে বা একাশনে নিয়ামাবদ্ধ হইলেও, পরস্পর-বিবাদ-পরায়ণ হইয়া, উভয়েই যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ পরস্পর বিধ্বস্ত হইবে, ইহা যুক্তি-সঙ্গতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যদি পরস্পর-বিরোধপ্রযুক্ত গুণত্রয়ের একক্রিয়া-কর্ত্তৃতার পূর্ব্বকালে, উক্ত প্রকারে যুগপৎ-বিনাশ সাধিত হয়, তবে গুণত্রয়ের পরস্পর সহচার-সাহায্যে একই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃতা কখনই উপপন্নতরা হইতে পারে না।

দৃষ্টান্তবলে উপস্থাপিতা উক্তরূপা আশঙ্কার দৃষ্টান্তবলে পরিহার-সাধনার্থ আমরা বলিব, "প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ"। অর্থাৎ ইহা যেমন সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যে, বর্ত্তি ও তৈল অপ্রকাশকত্বরূপ-ধর্ম্ম-যোগবশে প্রকাশকত্ব-লক্ষণধর্ম্মযুক্ত অনলের বিরোধী, অথচ অনলের সহিত মিলিত হইয়া স্বরূপ-প্রকাশ-লক্ষণকার্য্য-সম্পাদন করে, সেইরূপ সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মক হইলেও, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য অবশ্য সম্পাদন করিবে। যদি আপত্তি হয় যে, অপ্রকাশকত্ব-রূপ অনল-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মক হইলেও, বর্ত্তি ও তৈলের পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মকত্বাভাব-প্রযুক্ত প্রদর্শিত বর্ত্তমান এই দৃষ্টান্ত বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত-পূর্ব্ব-দৃষ্টান্তানুরূপ না হওয়ায়, অদৃষ্টান্তমধ্যে পরিগণিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তবে আমরা "প্রদীপবচ্চ" এই চকার-সূচিত রোচক দৃষ্টান্তান্তরের উপন্যাস পুরঃসর উক্ত অরুচির পরিহার-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিব, যেমন চরক-সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ-প্রসিদ্ধ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মক হইয়াও, পরস্পরের সহকারিত্বলক্ষণ অনুবর্ত্তন করিয়া, শরীর-ধারণ-লক্ষণ-স্বকার্য্য-সাধনে কৃতকার্য্য হয়, সেইরূপ

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ মিথঃ বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও, পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পারের সহকারিত্বরূপ অনুবর্ত্তন করিয়া, অবশ্য স্বকার্য্য-সাধনে সফলমনোরথ হইবে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, সহকারিতারূপ পরস্পরানুবৃত্তি-পুরঃসর গুণত্রয় যে স্বকার্য্য-সাধন করিবে, অথবা স্ব-স্ব-বৃত্তিলাভ করিবে, তৎপ্রতি হেতুরূপে যদি গুণত্রয়ের নিজ নিজ সহজ সামর্থ্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে বিভিন্ন-গুণ-গত-সামর্থ্যের সদাতনত্ব-প্রযুক্ত স্ব-স্ব-কার্য্যের বা শান্তাদি-বৃত্তির সদোৎপাদ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য, আর যদি ঐ সকল কার্য্যের বা বৃত্তির আকস্মিকত্ব পক্ষ অবলম্বিত হয়, তবে একের কার্য্য-সময়ে অন্যের কার্য্য, অন্যের কার্য্য-কালে অপরের কার্য্য, এইরূপ শান্তাকার-বৃত্তি-সময়ে ঘোরা, বা মূঢ়া বৃত্তি, ঘোরাবৃত্তিকালে, শান্তা, বা মূঢ়া বৃত্তি এবং মূঢ়াবৃত্তি সময়ে শান্তা, বা ঘোরাবৃত্তির সমুদয়ে বৃত্তি-সঙ্কর-প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য; কারণ, নিয়ম বা শৃঙ্খলাকারী হেতুর একান্ত অসদ্ভাব।

অপ্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞা-চাঞ্চল্য-প্রসূতা উপরি উপন্যস্তা আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা বলিব, উক্তপক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষই আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। পরন্তু বলবদদৃষ্ট-প্রেরিতগুণত্রয় উপযুক্ত অবসরে পরস্পর আকূত হেতুক, স্ব-স্ব-বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে। যেমন সমর-সময়ে শক্তি, যষ্টি, ধনুঃ অথবা কৃপাণ-প্রহরণ-প্রহারে যাহারা পরাবস্কন্দন অর্থাৎ শত্রুবিজয়ার্থ প্রবৃত্ত হয়, তাদৃশ শাক্তীক, যাষ্টীক, ধানুষ্ক ও কার্পাণিক-ভেদে বহু পুরুষের অন্যতম, সঙ্কেত অর্থাৎ অভিপ্রায়-ব্যঞ্জক-চেষ্টা-বিশেষ-সাহায্যে অন্যতমের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিপক্ষীয় অন্যতম-পুরুষের প্রতি প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রবর্ত্তমান পুরুষ-সকলের মধ্যে শাক্তীক স্বীয়-প্রহরণ-শক্তিমাত্রই গ্রহণ করে; কিন্তু যষ্ট্যাদি গ্রহণ করে না, যাষ্টীকও স্বীয়-প্রহরণ-যষ্টিমাত্রই গ্রহণ করে, কিন্তু শক্ত্যাদি গ্রহণ করে না, সেইরূপ শাক্তীক, যাষ্টীক আদি বিভিন্ন যোদ্ধপুরুষ-সম্প্রদায়ের স্ব-স্বানুরূপ অস্ত্রগ্রহণের অনুকরণে বুদ্ধ্যাদি-করণ-সকলের মধ্যেও অন্যতম করণের স্বকার্য্যকরণাভিমুখ্যরূপ আকূতবশে অন্যতম করণ প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রবৃত্ত হইয়া, করণ-সকল পরস্পরাকূত-হেতুক

স্ব-স্ব-বৃত্তি প্রাপ্ত হয় ; পরন্তু অন্য করণ অন্যদীয়-বৃত্তি ভজন করে না। পক্ষান্তরে যাষ্টীকাদি-চেতন-পুরুষের ন্যায় অচেতন-করণ-গ্রামের চেতনোচিত অভিপ্রায়-পরিজ্ঞান সম্ভবপর না হইলেও, পরস্পর-কার্য্য-করণাভিমুখ্যলক্ষণ আকূত-হেতুবশে অন্যতম-করণ-প্রবৃত্তির হেতুমত্ত্ব অবধৃত হওয়ায়, বৃত্তিসঙ্কর অর্থাৎ একেন্দ্রিয়বৃত্তি-সময়ে অপর ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-প্রসঙ্গ অনবসরদুঃস্থ বিবেচিত হইলে, অন্যকরণ অন্যকরণের বৃত্তি প্রাপ্ত না হইয়া, স্ব-স্ব-বৃত্তিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, অন্যদীয় কার্য্যকরণোন্মুখতা অন্যদীয় বৃত্ত্যুৎপত্তির প্রতি হেতুরূপে স্বীকৃত হইলে, কার্য্যকারণভাবের বৈয়ধিকরণ্য-প্রসক্তি অবশ্যম্ভাবিনী হওয়ায়, তথা চেতনত্বপ্রযুক্ত অভিপ্রায়ার্থক পরস্পর আকূত-পরিজ্ঞানবশে যাষ্টীকাদি প্রবৃত্তির ন্যায় অন্যদীয় কার্য্যকরণাভিমুখ্যজ্ঞান অন্যদীয় বৃত্ত্যুৎপত্তির প্রতি হেতুরূপে বক্তব্য হইলেও অচেতন-করণ-সকলের তথাবিধ জ্ঞানও সম্ভাবিত না হওয়ায় করণ-সকল নিজ নিজ প্রবৃত্তির জন্য উৎসাহ অর্জ্জনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তবে যথোপদর্শিতা আশঙ্কার পরিহারকল্পে বলিতে হইবে যে, উক্ত প্রকারাবলম্বনে করণ-সকলের প্রবৃত্তির জন্য অসামর্থ্য সমর্থিত হইলে, ঐন্দ্রিয়ক-ব্যবহারের অভাবে জগদ্-যাত্রা-নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব আপতিত এই মহা অনর্থকর-ব্যাপারের উপশান্তি-কামনায় শান্তিজল-সেচনের ন্যায় প্রীতিপ্রদ পরাভিমত ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদির সহিত অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমার এই স্বরূপ, এই পর্য্যন্ত আমি করিতে সমর্থ, এই সময়ে ইহা দ্বারা নিশ্চিত আমি উপকার প্রাপ্ত হইব, ইত্যাদিরূপ অভিমান-সম্পন্ন স্বরূপ-সামর্থ্যোপযোগ-বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রত্যেক করণের জন্য এক একজন অধিষ্ঠাতা স্বীকৃত হইলে, তথাকথিত সর্ব্ববিধ উপদ্রবের প্রশম সাধিত হইতে পারে। উপরি-উপন্যস্ত-সমাধান যদিচ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক পূজ্যতম-বেদান্তাচার্য্যাদি আচার্য্যগণের অভিমত, তথাপি সাংখ্য-পাতঞ্জল-সিদ্ধান্তানুসারে ব্যাখ্যাতব্য "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং" এই শ্লোকাংশের বিবরণে সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতানুবর্ত্তনে আমরা অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, উক্তরূপ সমাধানও সমীচীন

নহে। কারণ, "ভোক্তৈব কেবলং, ন কর্ত্তা" এই সাংখ্য-সিদ্ধান্তাভিপ্রায়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, পুরুষের অকর্তৃভাব অবগত হওয়া যায়। পুরুষ যদি অকর্ত্তা, উদাসীন ও চিন্মাত্র-স্বরূপ হন, তবে তিনি পূর্ব্বকথিত কর্তৃত্বাভিমান-সম্পন্ন হইয়া, করণ-সমূহকে ব্যাপার-যুক্ত করিবেন কিরূপে? অতএব মতান্তরসিদ্ধ পুরুষের কর্তৃতা ঔপাধিকী বা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতা হওয়ায়, তৎপ্রতি সমাদরের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা-প্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রত্যক্ষ-স্থলে চক্ষুরাদি-বহিরিন্দ্রিয়ান্যতম সহিত অন্তঃকরণত্রয়ের, অথবা পরোক্ষস্থলে বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারবর্জ্জিত কেবল অন্তঃকরণত্রয়ের বৃত্তি সকলের তাবন্মাত্রাধীনতা অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি-করণ-মাত্রাধীনতা-স্বীকারে, ফলতঃ বুদ্ধ্যাদি-করণ-মাত্রের সদাতনত্ব-প্রযুক্ত বৃত্তি-নিচয়ের সদোৎপাদপ্রসঙ্গ এবং আকস্মিকত্বপক্ষে নিয়ম-হেতুর অভাব-বশে বৃত্তি-সঙ্কর-প্রসঙ্গ-রূপ-দোষদ্বয়ের সমুদ্ধরণার্থ আমরা বলিব, "পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্।"

অর্থাৎ ভোগাপবর্গলক্ষণ অনাগতাবস্থ পুরুষার্থই করণ-সকলের বৃত্তি-সম্পাদনে একমাত্র হেতু। অনাগতাবস্থ অর্থাৎ অদূর বা দূর-ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত ভোগাপবর্গরূপ-পুরুষার্থ-জনক অদৃষ্ট-সত্তা-নিবন্ধন যদি করণগ্রামের বৃত্তি স্বীকার করা হয়, তবে ভোগ ও মোক্ষের করণ-ব্যাপার-সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত, করণবৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তিতা সম্ভবপর না হওয়ায়,করণবৃত্তির পশ্চাৎকালভাবী ভোগাপবর্গলক্ষণ পুরুষার্থ কেমন করিয়া করণবৃত্তির উৎপত্তির প্রতি হেতুভাব ভজন করিবে? এরূপ প্রশ্নের অবসর থাকে না। কারণ, ভোগাদিজনক অদৃষ্ট-বিশেষ-সত্তা-মাত্রই করণান্তরের আকূত-বেলা অর্থাৎ স্বকার্য্য-করণে উন্মুখতা অবসরে যে করণের উপযোগিতা, সেই করণবিশেষেরই বৃত্তি উৎপাদন করে। অতএব প্রত্যেক করণের জন্য স্বরূপ-সামর্থ্যোপযোগাভিজ্ঞ এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। "এতাবতা প্রবন্ধেন" ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষ-কর্ত্তৃক করণ-সকল ব্যাপারিত না হইয়াও, ভোগাপবর্গ-লক্ষণ-পুরুষার্থ-নিমিত্তবশে যেমন পরস্পর আকূত হেতুক স্ব-স্ব-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব

হইয়াও, সত্ত্বাদি-গুণত্রয় অর্থতঃ পুরুষার্থতঃ অর্থাৎ ভোগাপবর্গলক্ষণ-পুরুষার্থ-নিমিত্ত-বশে সহকারিতা-রূপা পরস্পরানুবৃত্তি এবং স্বকার্য্য অর্থাৎ একই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ার সম্পাদন করিবে। যদি চ আহরণ, ধারণ ও প্রকাশরূপ-ব্যাপারাবেশ-বশে দিব্যাদিব্য-ভেদে প্রত্যেকে দশধা-বিভিন্ন আহার্য্য, ধার্য্য এবং প্রকাশ্য-লক্ষণ-কার্য্যের সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ-প্রকার-কারক-বিশেষ-রূপ-করণের ন্যায় অচেতন-গুণ সকলের পুরুষ-প্রয়োজন-জ্ঞান কদাপি সম্ভাবিত নহে, যাহার দ্বারা গুণ সকল স্বকার্য্য সাধন করিবে, তথাপি পুরুষ-প্রয়োজন-বেলা উপস্থিতা হইলে, ভোগাপবর্গ-জনক-পুরুষাদৃষ্ট-বিশেষই উক্ত গুণ সকলকে প্রয়োজিত করিবে, ইহা অব্যবহিত-পূর্ব্ব-গ্রন্থ-সাহায্যে অভিজ্ঞ অধ্যেতৃবর্গের যত্ন পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখা একান্ত উচিত। পুনশ্চ, বিচক্ষণ-পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও এরূপ দুরাগ্রহ-পরায়ণ হওয়া কখনই উচিত নহে যে, অচেতনের প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, অচেতনকেও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, প্রবর্ত্তমান হইতে দেখা গিয়া থাকে। যেমন অচেতন হইলেও বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য ক্ষীর অর্থাৎ মাতৃ-স্তন-জাত দুগ্ধের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অচে-তন-গুণত্রয় অথবা গুণত্রয়-সাম্যাবস্থা-রূপা অচেতনা প্রকৃতিও গুণবিক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া "পুরুষবিমোক্ষণায় প্রবর্ত্তিষ্যতে," অর্থাৎ পুরুষবিমোক্ষণার্থ প্রবৃত্তা হইবেন।

অধুনা পুনরপি আশঙ্কা হইতেছে যে, সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের অপ্রত্যক্ষত্ব নিশ্চিত হইলে, তাহাদিগের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা কেমন করিয়া উপ-লব্ধা হইবে ? এবং গুণ-ত্রয়ের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতার অনিশ্চয়ে, কারণ-ধর্ম্মানুগতি-ব্যতীত "সর্ব্বং"-পদবাচ্য কার্য্য জগৎপ্রপঞ্চের সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপতা নিশ্চিতা হইতে পারে কিরূপে ? উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা বলিব, সত্ত্বাদির অপ্রত্যক্ষরূপতা স্বীকৃতা হইলেও, ত্রিগুণ-প্রকৃতি-কার্য্য-পরিদৃশ্যমান-বিশ্বপ্রপঞ্চে সুখ, দুঃখ ও মোহের সদ্ভাব-বিষয়ে কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি উপস্থিতা হইতে পারে না। "ন হি প্রত্যক্ষে অনুপপন্নং নাম" এই ন্যায়ানুসারে পরিদৃশ্যমান-পদার্থে প্রতীত,

পরস্পর-বিরোধী সুখ, দুঃখ, মোহ, স্ব-স্ব অনুরূপ অর্থাৎ "সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকান্যেব নিমিত্তানি কল্পয়ন্তি"। তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যভূত-পরিদৃশ্যমান-পদার্থ-সকলের যে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা উপলব্ধা হইতেছে, তাহা কারণের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা বিনা উপপন্ন হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণের যদি অভেদ অভিপ্রেত হয়, অথবা কার্য্যমাত্রের যদি কারণানুরূপ ধর্ম্মবত্ত্ব স্বীকৃত হয়, তবে কার্য্যমাত্রে পরিদৃষ্ট-ধর্ম্মানুসারে অবশ্যই কারণেরও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা কল্পনা করিতে হইবে। অতএব "কার্য্য-গতসুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বং কারণস্যাপি তথাত্বমনুমাপয়তীতি কিমত্র চিত্রম্" ? যদি বল, কার্য্য-গত-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা কারণেরও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতার অনুমান করিবে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্যের কারণ কিছু নাই সত্য, তথাপি কার্য্য-সকলের যে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা পৃথক্ পৃথক্রূপে উপলব্ধা হইয়া থাকে, যেমন স্রক্চন্দনাদির সুখাত্মকতা, বিষাদির দুঃখাত্মকতা, এবং সুরা আদির মোহাত্মকতা, জগতের মূল-কারণ-প্রধানে তথাবিধ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্রূপে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা উপপন্না হইতে পারে না; কারণ, সাংখ্য-সিদ্ধান্তে গুণসকলের পরস্পর-সহ-চারিত্ব-প্রযুক্ত গুণ-ধর্ম্ম-সকলেরও সহচারিতার অবশ্যম্ভাববশে, কারণী-ভূত-প্রধানের মিলিত-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা অঙ্গীকৃতা হইয়াছে; পরন্তু যদি কার্য্য-ধর্ম্মানুরূপ কারণ-ধর্ম্মের অনুমান করিতে হয়, তবে কারণ-ধর্ম্মসকলের মিলিতত্ব উপপন্ন হইবে কিরূপে ? পুনশ্চ যদি বল, উক্ত-দোষ-পরিহারার্থ কার্য্যগত ধর্ম্মসকলেরও মিলিতত্ব স্বীকার করিব, তবে অবশ্যই কার্য্য-ধর্ম্ম-সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা যুগপৎ প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠা হইবে; পরন্তু তাহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, সুখ-দুঃখ-মোহের পরস্পর-বিরোধ সিদ্ধান্ত-সম্মত হইলে, নিশ্চিতই স্রক্-চন্দনাদি-বস্তু যুগপৎ অর্থাৎ সমকালে কোন পুরুষকে সুখী, দুঃখী, অথবা মুগ্ধ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে আমরা বলিব, যদিচ সুখ-দুঃখ-মোহের পরস্পর-বিরোধ-প্রযুক্ত সমকালে স্রক্-চন্দনাদি যে কোন বস্তুর সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা, তথাপি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব যুগপৎ প্রত্যেক-বস্তু-নিষ্ঠই জানিতে হইবে। পরন্তু যে অবচ্ছেদে, পরিচ্ছেদে, একদেশে বা অধিকরণে

সুখ-দুঃখ-মোহের একটী অপর দুইটীকে অভিভূত করিয়া, উদ্গত হইবে, তাদৃশ অবচ্ছেদবিশেষেই সুখাদিরূপতা অনুভূতা হইবে। অতএব সুখ-দুঃখাদির পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবকত্ব প্রযুক্ত, অবচ্ছেদভেদ-বশতঃ, পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হইলেও, পারমার্থিকরূপে তাহাদিগের মিলিতত্বের প্রতি কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে না।

সুখ-দুঃখ-মোহের পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবক-ভাব-প্রযুক্ত, নানাত্ব অর্থাৎ পৃথক্ প্রতীয়মানত্ব বিস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, একটী দৃষ্টান্তের উপন্যাস একান্ত আবশ্যক। অতএব দৃষ্টান্তরূপে বলিতে হই-তেছে যে যেমন বিষ্ণুদত্তের রূপ-যৌবন-কুলশীল-সম্পন্না একই পদ্মাবতী স্ত্রী স্বামী বিষ্ণুদত্তের নিতরাং সুখের কারণ। যদি প্রশ্ন হয় যে, কোন্ হেতুবলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সুখকরত্ব অবগত হইতে হইবে? তবে উত্তরে আমরা বলিব, স্বামি-সঙ্গালিঙ্গনসহবাসে অনুভূত-সরস-নির্ম্মল-প্রেমানন্দ-সন্দোহ-সংস্কারবশে স্বামী বিষ্ণুদত্তের দর্শনমাত্রে স্ত্রী পদ্মাবতীর সুখরূপের সমুদ্ভব হইয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত স্ত্রী পদ্মাবতী স্বামী বিষ্ণুদত্তের সুখের কারণ। পুনশ্চ সেই পদ্মাবতী সপত্নী কুমুদিনী প্রভৃতির অত্যন্ত দুঃখের কারণ। যদি প্রশ্ন হয় যে, কোন্ হেতু-বলে সপত্নী-গণের প্রতি পদ্মা-বতীর দুঃখকরত্ব অবগত হইতে হইবে? তবে উত্তর এই যে, বসন-ভূষণ-শয়নোপবেশনাদি-ব্যবহারে অনুভূত ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-কলহাদিজন্য-সংস্কারবশে সপত্নী কুমুদিনী প্রভৃতির দর্শনমাত্রে পদ্মাবতীর দুঃখরূপের সমুদ্ভব হইয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত সপত্নী পদ্মাবতী সপত্নী-কুমুদিনী-প্রভৃতির দুঃখের কারণ। এইরূপে পুরুষান্তরের মনে মনে ইচ্ছা যে, রূপযৌবন-কুল-শীল-সম্পন্না পদ্মাবতীকে লাভ করে, পরন্তু যে কোন উপায়-সম্প্রয়োগে যদি তাহাকে লাভ করিতে না পারে, তবে সেই পদ্মাবতী পুরুষান্তরের অত্যন্ত মোহের কারণ হইয়া থাকে। এখানেও যদি প্রশ্ন হয় যে; কোন্ হেতু-বলে পুরুষান্তরের প্রতি পদ্মাবতীর মোহকরত্ব অবগত হইতে হইবে? তবে উত্তর এই যে, স্বীয়-সহজ-রূপ-সৌন্দর্য্য-সাহায্যে অপ-বরকমধ্য-গত উজ্জ্বল-প্রদীপালোক যেমন রূপজ--মোহাকৃষ্ট-মুগ্ধ-পতঙ্গের প্রাণনাশকর মোহকর-স্বরূপ, সেইরূপ কুলাপবরকমধ্যগতা পদ্মাবতীর

রমণী-মণি-সুলভ-রমণীয়-রূপসৌন্দর্য্যানলের মনো-জ্ঞান-নয়নপ্রভাপহারী শিখা-তরঙ্গ, রূপজ-মোহ-সমাকৃষ্ট-মুগ্ধ-পুরুষান্তর শলভের সমক্ষে মোহ-রূপে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত স্ত্রী পদ্মাবতী পুরুষান্তরের মোহের কারণস্বরূপ জানিতে হইবে। অপিচ এই একটীমাত্র-স্ত্রী-দৃষ্টান্ত অবলম্বনেই যে যাবতীয়-কার্য্যভূত-ভাব-পদার্থের সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপতা ব্যাখ্যাতা হইতেছে, তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাস্তবিকপক্ষে সকল ভাবপদার্থই পুরুষ-বিশেষকে অপেক্ষা করিয়া, সুখরূপ, দুঃখরূপ, অথবা কখনও মোহরূপ হইয়া থাকে। পরন্তু কোন পদার্থ কোনকালে একান্ততঃ সুখরূপ, দুঃখরূপ, অথবা মোহরূপ হইতে পারে না। মণি-ভূষিত-বহু-ফণা-শোভী ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গও ভুজঙ্গী-সমীপে সুখরূপ, যাহাকে দংশন করে, সেই দশ্যমান মানবের বা জীবের প্রতি অত্যন্ত দুঃখরূপ এবং ফণা সমুচ্ছৃত করিয়া দোদুল্যমান ফণীকে যে অবলোকন করে, তৎপ্রতি সেই ফণী মোহরূপ ধারণ করিয়া থাকে।

উপরি-বিবৃত-দৃষ্টান্ত অনুসারে কার্য্য-মাত্রে যৌগপদিক-সুখ-দুঃখ-মোহ প্রসাধিত হইলেও, কার্য্যমাত্রের ত্রৈগুণ্যাত্মকতার অভিব্যঞ্জন নিতান্ত আবশ্যক। অভিব্যক্তি-প্রকার এইরূপ যথা :—কার্য্যপদার্থে যে সুখ-হেতু, অর্থাৎ সুখ-রূপ-ধর্ম্মের নিমিত্ত, তাহাকেই সুখাত্মক সত্ত্ব-গুণ জানিতে হইবে। এইরূপ কার্য্যপদার্থে যে দুঃখহেতু, অর্থাৎ দুঃখ-রূপ-ধর্ম্মের নিমিত্ত, তাহাকেই দুঃখাত্মক রজোগুণ জানিতে হইবে। এইরূপ কার্য্যপদার্থে যে মোহহেতু, অর্থাৎ মোহরূপ-ধর্ম্মের নিমিত্ত, তাহাকেই মোহাত্মক তমোগুণ জানিতে হইবে। এতদ্দ্বারা কার্য্যপদার্থ-মাত্রে যে সুখহেতু সত্ত্বাংশ, দুঃখহেতু রজোংশ এবং মোহ-হেতু তমোংশ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা বোধ করি সকলেই স্বয়ং অবগত হইতে সম্পূর্ণ সমর্থ। পুনশ্চ উক্তগ্রন্থ-সাহায্যে যেমন "সর্ব্বং"-পদবাচ্য-কার্য্যমাত্রের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব-দর্শন দ্বারা কারণেরও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকতার অনুমান করিতে হইবে, সেইরূপ কার্য্য-গত-সুখ-প্রকাশ-লাঘব-দর্শন দ্বারা সত্ত্ব-গত-সুখ-প্রকাশ ও লাঘবেরও অনুমান করিতে হইবে, ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে। যদি এ স্থলে এইরূপ সংশয় হয়

যে, যেমন কার্য্য-গত-সুখ-দুঃখ-মোহের মধ্যে এক একটীর নিমিত্তরূপে প্রধান-কারণ-ঘটক-সত্ত্ব-রজস্তমোগুণত্রয়ের মধ্যেও এক একটীর অনুমান করিতে হইবে, সেইরূপ কার্য্যগত সুখ, প্রকাশ ও লঘুভাব দ্বারাও কি পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত-বিশেষ অনুমিত হইবে? অথবা কার্য্য-গত-সুখ, প্রকাশ ও লাঘবের একটীমাত্র সত্ত্বগুণ নিমিত্তরূপে অনুমিত হইবে? এবম্বিধ সংশয়ের অপাকরণ মানসে আমরা বলিব, কার্য্য-গত-সুখ, প্রকাশ ও লাঘব অর্থাৎ লঘুভাবের একই কার্য্য-পদার্থে যুগপৎ উদ্ভববিষয়ে কোন বিরোধ নাই। অবিরোধের কারণ এই যে, কার্য্য-মাত্রেই, যে সময়ে সুখোদ্গম, অর্থাৎ সুখানুভূতি, ঠিক্ সেই সময়েই প্রকাশ-রূপতা এবং অবিকল সেই সময়েই লাঘব অর্থাৎ লঘুভাব, এই তিনটীরই যুগপৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

উক্তরূপে যাহাদিগের এককার্য্যাধিকরণে যুগপৎ আবির্ভাবে কোন বিরোধ নাই, প্রত্যুত সহচারদর্শন হইয়া থাকে, সুতরাং পরস্পর-সৌহৃদ্য-সম্পন্ন-তথাবিধ-সুখ-প্রকাশ-লাঘব-কর্ত্তৃক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের এক একটী গুণে বৃত্তিবিশিষ্ট, অতএব পরস্পর-বিরোধী সুখ, দুঃখ ও মোহ কর্ত্তৃক যেমন পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত কল্পিত হয়, সেইরূপ নিমিত্ত-ভেদ উন্নীত হইতে পারে না। ফলতঃ একাবচ্ছেদে যুগপৎ উদ্ভূতি-বিষয়ে যাহাদিগের বিরোধ আছে, সেই সকল বিরোধী অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষাবচ্ছেদে যুগপৎ একত্র অনবস্থিত, অতএব একৈক গুণবৃত্তি অর্থাৎ সত্ত্বাদি অংশ-নিষ্ঠ-কার্য্য-গত-সুখ-দুঃখ-মোহাদির যেমন নিমিত্ত-ভেদ, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত অবশ্য কল্পনা করিতে হয়, সেইরূপ কার্য্য-গত-সুখ-প্রকাশ ও লাঘবের একাবচ্ছেদে যুগপৎ উদ্ভূতি-বিষয়ে কোন বিরোধ না থাকা প্রযুক্ত, নিমিত্ত-ভেদ-কল্পনা করিবার কোন আবশ্যক নাই, এতাবন্মাত্রই অন্বয় ও ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। অপিচ বিরোধ থাকিলে নিমিত্তভেদ-কল্পনা এবং বিরোধের অভাবে নিমিত্তভেদ-কল্পনার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকার্থ অবলম্বনে কার্য্য-মাত্রে সুখ, দুঃখ ও মোহের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হওয়ায়, কারণীভূত-প্রধানের সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব অনুমান করিতে

হইলে, কারণ-বিষয়েও সুখাত্মকত্বাদি ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধাপত্তি অনিবার্য্য। অতএব প্রধান-কারণ-ঘটক-সত্ত্বাদি-গুণত্রয়েরই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্ব অনুমান করিতে হইবে; পরন্তু সুখ, প্রকাশ ও লাঘবের পরস্পর-বিরোধের অভাব প্রযুক্ত, "সর্ব্বং"-পদ-বাচ্য-কার্য্য-বিশ্ব-প্রপঞ্চে যৌগপদ্য দৃষ্ট হওয়ায়, একই সত্ত্ব-মাত্র-কারণের সুখ, প্রকাশ ও লাঘবত্ব অনুমানে কোন বিরোধ না থাকায়, উক্ত সুখ, প্রকাশ ও লাঘবের পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্তভেদ কল্পনা করিবার কোন আবশ্যক নাই; কিন্তু একটীমাত্র সত্ত্বগুণ সুখ, প্রকাশ ও লাঘবের নিমিত্তরূপে কল্পিত হইলেই, কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। পুনশ্চ যেমন কার্য্যগত-সুখ, প্রকাশ ও লাঘব দ্বারা একই কারণীভূত সত্ত্বের তদাত্মকতার অনুমান করিতে হইবে, সেইরূপ কার্য্যগত-দুঃখ, উপষ্টম্ভকত্ব এবং প্রবর্ত্তকত্ব দ্বারা একই কারণী-ভূত রজোগুণের তদাত্মকতার অনুমান করিতে হইবে, তথা কার্য্য-গত-মোহ, গুরুত্ব ও আবরণ দ্বারা একই কারণীভূত তমোগুণেরও তদাত্মকতার অনুমান করিতে হইবে। পরন্তু কার্য্যগত সুখ-দুঃখ-মোহাদির ন্যায় সুখ-প্রকাশ-লাঘবাদিরও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্তের মহা-গৌরবজনক উন্নয়ন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। অবচ্ছেদভেদে কার্য্য-মাত্রে যৌগপদিক সুখ, দুঃখ ও মোহের প্রসাধন দ্বারা "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং" এই "সর্ব্বং"-পদ-বাচ্য-কার্য্য-জগৎ-প্রপঞ্চের ত্রৈগুণ্যাত্মকতা সুন্দর-রূপে সিদ্ধা বা সমর্থিতা হইতেছে।

শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-প্রবন্ধে স্তুতি-প্রকার-নিরূপণাখ্য-বর্ত্তমান-চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ হইতে সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতানুসারী "কশ্চিৎ" "সর্ব্বং" অর্থাৎ সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ যে ধ্রুব সত্য, অর্থাৎ জন্মনিধনরহিত সদ্রূপ বা নিত্য স্পষ্টতঃ ভাষণ করেন, তাহা যথারীতি প্রতিপাদন করিবার জন্য সৎকার্য্য-বাদ-স্থাপন-প্রসঙ্গে আগত বিভিন্ন-বহু-বিষয়ের নিরূপণ-পূর্ব্বক পরিশেষে গুণ সকলের স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে। সাংখ্য-পাতঞ্জল-সিদ্ধান্তে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নিত্যতা স্বীকৃতা হওয়ায়, নিত্যগুণ-ত্রয়ের কার্য্যভূত, অথবা শুভাশুভ-কর্ম্মাপূর্ব্ব-পরিণামাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চেরও নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। যে প্রণালী অবলম্বনে

কার্য্য-ভূত-সমগ্র-জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, বিচক্ষণ পাঠক-মহোদয়গণ সৎকার্য্য-বাদ-বিচার দ্বারা তাহা পূর্ব্বগ্রন্থে অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, সাংখ্য, পাতঞ্জল অথবা মীমাংসক-মতানুসরণে কেহ কেহ জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যে নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই নিত্যত্ব পরিণামি-নিত্যত্বরূপে জানিতে হইবে; পরন্তু কূটস্থ নিত্যত্বরূপে নহে। সাংখ্যে কূটস্থ-নিত্যত্ব ও পরিণামি-নিত্যত্ব-ভেদে যে দ্বিবিধ নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পুরুষ কূটস্থনিত্যস্বরূপ এবং গুণত্রয় পরিণামি-নিত্য। তাহাকে পরিণামি-নিত্য বলা হইয়া থাকে, যাহা বিক্রিয়মাণ হইলেও, "তদেবেদং" এই বুদ্ধির বিনাশ হয় না। এ বিষয়ে জগন্নিত্যত্ববাদী মীমাংসকাদিসম্মত দৃষ্টান্ত এই যে, পৃথিবী ঘট, শরাব, উদঞ্চন আদি ভেদে নানা-রূপে বিক্রিয়া প্রাপ্তা হইলেও, পৃথিবী, অথবা মৃত্তিকা এই প্রকার জ্ঞানের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। এইরূপ সাংখ্যীয় দৃষ্টান্তরূপে গুণ সকলের উপন্যাস করিতে পারা যায়। পৃথিবী বিক্রিয়া প্রাপ্তা হইলেও, "তদেবেদং" এই বুদ্ধির বিনাশ না হওয়ায়, যেমন পৃথিবীর পরিণামি-নিত্যত্ব অবগত হইতে হইবে, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বহু-বিচিত্র-জগৎরূপে পরিণত হইলেও, "ত এব" এই প্রত্যভিজ্ঞা-বশে গুণত্রয়ের পরিণামি-নিত্যত্ব অবগত হইতে হইবে। এইরূপে মীমাংসকাদি-সম্মত অথবা সাংখ্য-প্রক্রিয়ানুগত পৃথিবী বা গুণদৃষ্টান্ত অনুসারে অন্য যে কোন পদার্থ বিক্রিয়মাণ হইয়াও "প্রত্যভিজ্ঞাতঃ" পরিণামি-নিত্যরূপে বিবেচিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পক্ষান্তরে কেহ কেহ সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ড ধ্রুব অর্থাৎ জন্ম-নিধন-রহিত সত্যরূপে স্পষ্টতঃ ভাষণ করেন বলিয়া, বিশ্ব-প্রপঞ্চের কূটস্থ-নিত্যতা নিরূপণে আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক কাহারও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নহে। পুনশ্চ, সৎকার্য্য-বাদ-পক্ষে অসতের উৎপত্তি, অথবা সতের বিনাশ কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব পরমেশ্বরদেবও অসতের উৎপত্তির প্রতি, কিম্বা সতের বিনাশার্থ নিয়মন না করিয়া, কেবল সন্মাত্রভূতপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশশব্দাভিলক্ষিত আবির্ভাব ও তিরোভাবমাত্রের নিয়মন করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি-প্রকার-নিরূপণ বর্ত্তমান চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের বিষয়। বহুধা স্তুতি-প্রকার-নিরূপণের সম্ভাবনা থাকিলেও, আমরা আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-প্রদর্শিত-ষোড়শ-প্রকারের মধ্যে সংক্ষেপতঃ সর্ব্বার্থোপসংগ্রহ-মানসে দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ অবলম্বনে চারিটী মাত্র পক্ষ উপলক্ষ করিয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেবের স্তুতি-প্রকার-নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে সৎকার্য্যবাদ-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে পৃথিব্যাদি-জগন্নিত্যত্ববাদী সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসাদর্শনের অভিপ্রায় অনুসারে সৎকার্য্যবাদলক্ষণ প্রথম-পক্ষ উপন্যস্ত হইয়াছে। প্রথম পক্ষে "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং" এই পুষ্পদন্তপ্রণীত বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত অসহনশীল বুদ্ধবিনেয়গণ উচ্চকণ্ঠে "সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং", এই কথা বলিয়া থাকেন। বৈশেষিকগণ পরমাণু, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা, মনঃ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং কোন কোন গুণের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া, অবশিষ্ট সকলের নিরন্বয় বিনাশ অঙ্গীকার করেন বলিয়া, অথবা পরিমাণ-ভেদ-বশতঃ দেহাদির আশুতর বিনাশ অঙ্গীকার প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ-বৈনাশিক বলা হইয়া থাকে। পরন্তু সুগত-সিদ্ধান্তে পৃথিব্যাদি-সমগ্র-জগৎ অধ্রুব অর্থাৎ জন্ম-নিধন-যুক্ত ক্ষণিক স্বীকৃত হওয়ায়, ভগবান্ বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ সর্ব্ব-বৈনাশিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। যদি চ অর্থক্রমানুসারে অর্দ্ধ-বৈনাশিক-পক্ষ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সর্ব্ববৈনাশিক-পক্ষ-প্রদর্শন করাই শাস্ত্র-যুক্তি-সম্মত, তথাপি গন্ধর্ব্ব-প্রবর পুষ্পদন্তের রুচিসিদ্ধপাঠ-ক্রমের প্রতি অনাদর-প্রকাশ না করিয়া, আমরা অগ্রেই সর্ব্ব-বৈনাশিক-পক্ষ-সমর্থনে চেষ্টা করিব। যদ্যপি "তত্রভবতঃ" সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবের উপদিষ্টবাক্যে তত্ত্ব-প্রতিপত্তিবিষয়ে তত্ত্বের একরূপতা-প্রযুক্ত কোনরূপ প্রকার-ভেদের সম্ভাবনা নাই সত্য, তথাপি "গতোঽস্তমর্কঃ", অর্থাৎ সূর্য্যদেব অস্তমিত হইয়াছেন, এই একই বাক্য শ্রবণের অনন্তর সেই স্থানে উপস্থিত জার, চৌর এবং অনুচান-গণের মধ্যে স্বস্ব-ইষ্টানুসরণে যেমন কাহারও অভিসরণ, কাহারও পরস্বহরণ এবং কাহারও বা হৃদয়ে সদাচরণাদি-সময়ের উদ্বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী মহাপুরুষগণের নিখিল অন্তঃকরণে নিসর্গ-প্রতিকুল-বেদনীয়রূপে

সংবেদনসিদ্ধ দুঃখাত্মক-সমগ্র-সংসার-প্রপঞ্চের নিবর্ত্তনে ইচ্ছাসম্পন্ন অন্যান্য তীর্থকর সকলের ন্যায় দুঃখপ্রদ-সংসারের সর্ব্বথা উপশম অভিপ্রায়ে উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত বহুসংখ্যশিষ্যের সমক্ষে "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, দুঃখং দুঃখং, স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং, শূন্যং শূন্যং", এইরূপে উপদিষ্ট ভাবনা-চতুষ্টয়-প্রকাশক-বাক্য-শ্রবণে আগম-ব্যাখ্যাতা বুদ্ধদেবকর্ত্তৃক-প্রোক্ত শাস্ত্র একরূপ হইলেও, শিষ্যের অবস্থাভেদে বুদ্ধিভেদবশতঃ, মন্দ-মধ্যম-উত্তমধী-সম্পন্ন শিষ্য-সকলের মধ্যে কেহ সর্ব্বশূন্যত্ববাদাবলম্বনে মাধ্যমিক নামে, কেহ বাহ্যশূন্যত্ববাদাবলম্বনে যোগাচার নামে, কেহ বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব-বাদাবলম্বনে সৌত্রান্তিক নামে এবং কেহ বা বাহ্যার্থ-প্রত্যক্ষত্ববাদাবলম্বনে বৈভাষিক-সংজ্ঞা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। উক্তরূপে বহুপ্রকারে উপচীয়মান সর্ব্ব-বৈনাশিকরাদ্ধান্তে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামক তথাগত-শিষ্য-দ্বয়ের বাহ্যার্থ সকলের পরোক্ষত্ব এবং অপরোক্ষত্বমাত্রে বিবাদ থাকিলেও, অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সম্প্রতিপত্তিবশতঃ, উভয়-সিদ্ধান্তের একীকরণ-পূর্ব্বক, সমাসতঃ বাদিত্রয়ের সমুত্থান সমর্থিত হইতে পারে। সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদী ও সর্ব্বশূন্যত্ব-বাদী, এই বাদিত্রয়ের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, তাঁহারা ভূত, ভৌতিক চিত্ত এবং চৈত্য-ভেদে বাহ্য ও আন্তর যাবতীয় বস্তু স্বীকার করিয়া থাকেন। বাহ্য ভূত, ভৌতিক, আন্তরচিত্ত এবং চৈত্য অর্থাৎ কামাদির বিভাগাবসরে যদি কেহ বৈনাশিক-সিদ্ধান্তের মানমূলকতা-বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে সৌগত-সিদ্ধান্ত-প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের সন্দেহ বা ভ্রান্তির অপনয়ন নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সম্মত-ব্রহ্ম-হেতুক-পরিদৃশ্যমান স্থির এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিকূলে, অথবা "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং", এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠাপিত-সৎকার্য্যবাদের বিরুদ্ধে, সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া, বৌদ্ধগণ অধ্রুব-সমগ্র-জগতের অস্থিরতা অর্থাৎ ক্ষণিকত্ব-প্রতিপাদন-কল্পে নিম্নোক্তরূপা প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণ বাহ্য ও অধ্যাত্মভেদে দ্বিবিধ সমুদায় অর্থাৎ সঙ্ঘাত স্বীকার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে খরস্বভাব পৃথিবীধাতু, স্নেহস্বভাব সলিলধাতু

উষ্ণস্বভাব অনলধাতু এবং ঈরণ অর্থাৎ প্রেরণস্বভাব অনিলধাতু এই ভূতধাতুচতুষ্টয়, তথা বিষয়েন্দ্রিয়াত্মক ভৌতিক রূপাদি এবং চক্ষু-রাদি, ইহারা সকলে পরমাণুসমুদায়াত্মক ; পরন্তু অবয়বাতিরিক্ত অবয়বি-স্বরূপ নহে ; সুতরাং পরমাণুবিভাগাবসরে খর অর্থাৎ কঠিনস্বভাব পার্থিব পরমাণু, স্নিগ্ধ আপ্য অর্থাৎ জলীয় পরমাণু, উষ্ণস্বভাব তৈজস পর-মাণু এবং ঈরণ অর্থাৎ চলনস্বভাব বায়ব্য পরমাণু, এই চতুর্ব্বিধ-পরমাণু-রাশি প্রত্যেকে যথোপযুক্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও বিষয়েন্দ্রিয়াত্মক ভৌতিক-ভাবে সংহত হইয়া, অণুহেতুক-ভূত-ভৌতিক-সংহতি অর্থাৎ বাহ্যসমুদায়-রূপে, তথা রূপ-স্কন্ধ অর্থাৎ "রূপ্যন্তে এভির্বিষয়া" ইতি "রূপ্যন্তে ইতি চ" অর্থাৎ যাহাদের সাহায্যে বিষয়সকল নিরূপিত হয়, এবং যাহারা নিরূপিত হয়, এই ব্যুৎপত্তিবলে সবিষয় ইন্দ্রিয়সকল, এইরূপ বিজ্ঞানস্কন্ধ অর্থাৎ অহমিত্যাকার আলয়বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়াদিজন্য-রূপাদি-বিষয়ক-জ্ঞান এই দুইটী প্রবাহাপন্নভাবে একত্র দণ্ডায়মান বিজ্ঞান, তথা বেদনাস্কন্ধ অর্থাৎ প্রিয় অপ্রিয় এবং প্রিয়াপ্রিয় উভয়রহিত অর্থাৎ অনুভয়রূপ বিষয়সংস্পর্শে উৎপন্ন সুখ-দুঃখ এবং অনুভয়রূপ অর্থাৎ সুখ-দুঃখ উভয়বর্জ্জিত উপেক্ষ্যাকার-চিত্তাবস্থা-বিশেষ, অথবা পূর্ব্বোক্ত-স্কন্ধ-দ্বয়-সম্বন্ধজন্য-সুখ-দুঃখাদি-প্রত্যয়-প্রবাহ, তথা সংজ্ঞাস্কন্ধ অর্থাৎ গো, অশ্ব, ডিত্থ, ডবিত্থ, কুণ্ডলী, গৌর, বা ব্রাহ্মণ গমন করিতেছেন, ইত্যেবং-জাতীয়ক-সবিকল্প-প্রত্যয় অর্থাৎ নাম-বিশিষ্ট-সংজ্ঞা-সংসর্গ-যোগ্য-প্রতিভাস, অথবা গৌরিত্যাদি-শব্দোল্লেখি-সংবিজ্ঞানপ্রবাহ, তথা সংস্কারস্কন্ধ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহাদি ক্লেশ, মদ-মানাদি উপক্লেশ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই পঞ্চবিধ চিত্ত চৈত্তিকস্কন্ধ পরস্পর সংহত হইয়া, স্কন্ধ-হেতুক অধ্যাত্ম-পঞ্চস্কন্ধীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, যদি চ অনন্তরোক্ত স্কন্ধহেতুক পঞ্চস্কন্ধীরূপ সমুদায়ের অন্তর্গত সবিষয়-ইন্দ্রিয়সমূহলক্ষণ-রূপস্কন্ধের অন্তঃপাতী "রূপ্যন্তে" এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ-রূপ্যমাণ-পৃথিব্যাদি ও গন্ধাদি, বাহ্যপদার্থরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তথাপি কায়স্থত্ব অর্থাৎ কায়াকারে দেহাকারে সংহতত্ব প্রযুক্ত, অথবা স্বদেহে অসংহত হইলে, নিজ-দেহস্থ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধিত্ব, বা গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত, উহাদিগের আধ্যাত্মিকত্ব

এবং রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার-সংজ্ঞক-স্কন্ধ-পঞ্চকের মধ্যে "অহমিত্যালয়বিজ্ঞানপ্রবাহ"-লক্ষণ-বিজ্ঞানস্কন্ধের চিত্ততা বা আত্মতা, তথা চৈত্তাত্মক অথচ সঙ্ঘাতরূপ আধ্যাত্মিক অন্য-স্কন্ধ-চতুষ্টয়ের সকল-লোকযাত্রা-নির্ব্বাহকত্ব সপ্রণিধান অবগত হইতে হইবে।

পুনশ্চ, সৌগত-সিদ্ধান্তে অবয়বাতিরিক্ত অবয়বীর অনুপলব্ধিবশতঃ, কেবল অবয়বসকল অবশিষ্ট হওয়ায়, "যৎ সৎ, তৎক্ষণিকং, যথা জলধরঃ", এই অনুমান-প্রমাণ-বলে অবয়ব সকলের ক্ষণিকত্ব অবধৃত হইলে, সর্ব্ব-বৈনাশিক-সিদ্ধান্তের মান-মূলকত্ব-বিষয়ে কোনরূপ অপ্রামাণ্যশঙ্কার অবসর উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব "মানমূলোঽয়ং সিদ্ধান্তঃ"। এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, উপরিতন-গ্রন্থে বাহ্যাধ্যাত্মিক-সর্ব্বাস্তিত্বাভিপ্রায়ে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী মুক্তকচ্ছ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈনাশিকগণ যে উভয়-হেতুক উভয়প্রকার সমুদায় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি অণু-হেতুক-বাহ্য-ভূত-ভৌতিক-সংহতি এবং বিজ্ঞানাদি-স্কন্ধ-হেতুক আধ্যাত্মিক পঞ্চস্কন্ধীরূপ সঙ্ঘাত স্বীকার করিয়াছেন, এই সঙ্ঘাত উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, সর্গাদিকালে অচেতনত্ব-প্রযুক্ত পরমাণুসকল ও স্কন্ধপঞ্চক স্বতঃ সংহত হইতে নিতান্ত অসমর্থ, অতএব চেতন একজন সংহন্তার একান্ত আবশ্যক, পরন্তু ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীর মতে কুলালাদির ন্যায় কোন এক-জন চেতন ও স্থির সংহনন-কর্ত্তা স্বীকৃত হন নাই; সুতরাং অচেতন-পৃথিব্যাদি-পরমাণু ও বিজ্ঞানাদি-স্কন্ধপঞ্চক সর্গাদি-কালে স্বতঃসংহত হইবে কিরূপে? চেতন কুলাল আদি মৃত্তিকা-দণ্ডাদিসর্ব্ববিধ-কারক উপসংগ্রহ করিয়া, অনন্তর সমুদায়াত্মক-ঘট আদি রচনা করিয়া থাকে, ইহা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। মৃৎ-দণ্ডাদি-সাধন-কলাপে ব্যাপার-বিশিষ্ট ঘট উদঞ্চনাদি রচনা-কার্য্যে অভিজ্ঞ-কুলাল না থাকিলে কি স্বয়ং অচে-তন-মৃৎদণ্ডাদি, ব্যাপার পূর্ব্বক, কখনও ঘটাদির আরচন করিতে পারে? কুবিন্দ না থাকিলে কি তন্তু-বেমাদি পটবয়ন-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে? কখনই নহে। অতএব কার্য্যোৎপাদ, কার্য্যোৎপাদনানুগুণ-কারণ-সমবধানের অধীন হওয়ায়, অনুগুণ-কারণ-সমবধানের অভাবে আত্ম-লাভ করিতেই সমর্থ নহে। পুনশ্চ, কার্য্যোৎপাদানুগুণ-কারণ-সমবধান

চেতন-প্রেক্ষার অধীন হওয়ায়, চেতন-প্রেক্ষা না থাকিলে, স্বরূপ-লাভে উৎসাহ, বা সামর্থ্য-সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব কার্য্যোৎপত্তি চেতন-প্রেক্ষাধীনত্ব-ব্যাপ্তা হওয়ায়, ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি-বশতঃ চেতন-কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত-কারণকলাপ হইতে ব্যাবর্ত্তমানা হইয়া, চেতনাধিষ্ঠিতত্ব পক্ষেরই সমর্থন করিতেছে। অতএব সৌগতসিদ্ধান্তে সমুদায়ী সকলের অচেতনত্ব প্রযুক্ত, অণু-হেতুক ও স্কন্ধ-হেতুক উভয়-বিধ অভিপ্রেত সমুদায় নিতরাং অনুপপন্ন।

উক্তরূপে সুগত-সময়োচিত উভয়-প্রকার-সমুদায়ে অনুপপত্তি আশঙ্কা আপাদিতা হইলে, তৎ-পরিহারার্থ আপাততঃ বৈনাশিকগণ বলিয়া থাকেন যে, সত্য; কার্য্যোৎপত্তি সাক্ষাৎ চেতনাধীনাই বটে; আমরাও আত্ম-স্বরূপে গীত-চেতন-চিত্তাখ্য অভিজ্বলন অর্থাৎ বিজ্ঞান-সমুদায় হেতুরূপে স্বীকার করিয়া থাকি। উক্ত-চেতন-চিত্ত-বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়-সংস্পর্শ উপস্থিত হইলে, অভিজ্বলন সহকারে তত্তৎকার্য্যের উৎপাদক-কারণ-চক্র যে যে রূপে পরিচালিত হইয়া, কার্য্যোৎপাদনে পর্য্যাপ্ত হইবে, তথা তথা ভাবে কারণ-চক্রের প্রকাশ-সাধন-পূর্ব্বক অচেতনকারণ-কলাপে অধিষ্ঠিত হইয়া, কার্য্যের অভিনির্ব্বর্ত্তন করিবে, অতএব সমুদায়-ভাবের অনুপপত্তিসম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। পুনরপি যদি আপত্তি উত্থিতা হয় যে, চিত্তাভিজ্বলনেরও সমুদায়-হেতুতা সম্ভবপরা হইতে পারে না। কারণ, সঙ্ঘাত দেহাকারে পরিণত হইলে, ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়-সংস্পর্শ-বশে চিত্তাভিজ্বলন ও চিত্তাভিজ্বলনাখ্য-বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সঙ্ঘাত বা সমুদায়-সিদ্ধি, এইরূপে দুরুত্তর অন্যোন্যাশ্রয়াখ্য-দোষ-সমাগম অনি-বার্য্য। অপিচ বিজ্ঞানবাদীর মতে ক্ষণিক-বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন জীব, বা ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই, যিনি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব, বা সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব-সাহায্যে সঙ্ঘাতকর্ত্তা হইতে পারেন; এবং এরূপও হইতে পারে না যে, অণুসকল, অথবা স্কন্ধসমূহ কর্ত্তার অপেক্ষা না করিয়া, অচেতন হইয়াও, স্বয়ং সঙ্ঘাতার্থ প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইবে। কারণ, যদি উক্তরূপ অভিপ্রায় অঙ্গীকৃত হয়, তবে প্রবৃত্তি-সাতত্য-নিবন্ধন প্রপঞ্চ-সাতত্য-প্রসঙ্গে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইবে। উপরি-উক্ত

দোষদ্বয়ের নিবারণকল্পে আমরা বলিব, প্রাগ্‌ভবীয়-চিত্তাভিজ্বলন অর্থাৎ চিত্তাভিদীপ্তি ও কর্ম্মানুভব-বাসনা-সহকৃত আলয়-বিজ্ঞান-সন্তান অর্থাৎ পূর্ব্বাপরানুসন্ধাতা অহঙ্কারাস্পদ আলয়বিজ্ঞানপ্রবাহ অণু-হেতুক, অথবা স্কন্ধ-হেতুক সমুদায়ের সংহন্তা অর্থাৎ প্রতিসন্ধাতা স্বীকৃত হইলে, বোধ করি, বাদিগণের আর কোনরূপ বিপ্রতিপত্তির অবসর থাকিবে না। অপিচ, নিত্য আত্মকর্ত্তৃত্ববাদিগণের চিত্ত-সন্তোষ-সাধনার্থ উক্ত-পরিহার-প্রকার অবলম্বিত হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে সমুদায়-সিদ্ধি, বা লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ চেতন-নিত্যাত্মা-বাদ স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। যদি চ ভোক্তা প্রশাসিতা সংহন্তা স্থির কোন চেতন আত্মা আমরা স্বীকার করি না, তথাপি অবিদ্যাদি-সকলের ইতরেতর-কারণত্ব-প্রযুক্ত আমাদিগের মতে লোকযাত্রা অথবা উভয়-হেতুক-সমুদায়ের সিদ্ধি-বিষয়ে কোনরূপ অনুপপত্তির সম্ভাবনা নাই।

সংক্ষেপতঃ সুগত-সময়ে ভগবান্ বুদ্ধদেব-কর্ত্তৃক প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদাভিপ্রায়ে যে লক্ষণসূত্র উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে যে, এই কার্য্যাত্মক-নিখিল-জগৎ-প্রপঞ্চের সমুৎপাদ, প্রত্যয়ের অর্থাৎ কারণ-সমুদায়-মাত্রেরই ফলস্বরূপ; পরন্তু কোন চেতনের ফলভূত নহে। ভগবান্ তথাগত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ-বুদ্ধদেবের মতে ধর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ সকলের কার্য্য-কারণ-ভাবরূপা যে ধর্ম্মতা, এই ধর্ম্মতা "উৎপাদাৎ অনুৎপাদাৎ বা" অর্থাৎ প্রতিনিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যোগ্য-কারণ-কলাপের সমবধানে কার্য্যের উৎপাদন এবং তাদৃশ-কারণ-কলাপের অসন্নিধানে কার্য্যের অনুৎপাদনরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক-প্রমাণবলে পরিনিষ্পন্ন অবস্থায় অবস্থিতা রহিয়াছে। পুনশ্চ, "ধত্তে" এই অর্থে ধর্ম্ম অর্থাৎ কারণ এবং "ধ্রিয়তে" এই অর্থে ধর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য বুঝিতে হইবে। যে সকল কারণের উপস্থিতি ঘটিলে, যে কার্য্যটী উৎপন্ন হয় এবং অনুপস্থিতি হইলে, যে কার্য্যটী উৎপন্ন হয় না, সেইটী তাহার কারণ ও কার্য্যস্বরূপ, ইহা সুনিশ্চিত। যদি এইরূপই স্বীকার করা হয়, তবে চেতনের কুত্রাপি কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোনরূপ অপেক্ষা থাকিতে পারে

না। কার্য্য ও কারণের স্থিত-ধর্ম্মতার বিবরণ অবসরে সূত্রকার স্বয়ং বুদ্ধদেব ধর্ম্মস্থিতিতার প্রয়োগ করিয়া, কার্য্যতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ, ধর্ম্মরূপ কার্য্যেরই কারণ হইতে অনতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অনতিক্রম প্রযুক্ত, কালবিশেষে কারণে স্থিতি হইয়া থাকে। এইরূপ "ধর্ম্মনিয়ামকতা"র উল্লেখ করিয়া সূত্রকার বুদ্ধদেব কারণতা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেহেতু, কারণরূপ ধর্ম্মেরই কার্য্যের প্রতি নিয়ামকতা চিরপ্রসিদ্ধা। যদি আপত্তি হয় যে, এবম্বিধ কার্য্যকারণতা চেতন ব্যতীত কোনরূপে সুসিদ্ধা হইতে পারে না, তবে উক্তরূপা আপত্তির পরিহারার্থ "প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা" এই সূত্র-চরমাংশ উদ্ধৃত করিয়া, আমরা প্রশ্ন করিব, কারণ বিদ্যমান থাকিলে, "তৎপ্রতীত্যপ্রাপ্য" অর্থাৎ যোগ্যকারণকে প্রাপ্ত হইয়া, কার্য্যের সমুৎপাদানুলোমতা অর্থাৎ অনুসারিতা ধর্ম্মসকলের উৎপাদ ও অনুৎপাদ এতদুভয়স্বরূপিণী তাদৃশী কার্য্যকারণভাবরূপা ধর্ম্মতা স্বয়ং অবস্থিতা হইয়াও, কেন চেতন-ব্যতীত সুসিদ্ধা হইবে না? পক্ষান্তরে আমরা বলিব, উক্তরূপে কার্য্য-কারণ-ভাব স্বয়ং সিদ্ধ হওয়ায়, প্রকৃত বিষয়ে কোন চেতনবিশেষের উপলব্ধি নিয়তভাবে অপেক্ষণীয়া নহে।

সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধ-প্রতীত্যসমুৎপাদসংগ্রাহক "ইদং প্রত্যয়-ফলং" এবং হেতুপনিবন্ধ-প্রতীত্যসমুৎপাদসংগ্রাহক "উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্ম-নিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা" ভগবদ্‌বুদ্ধপ্রণীত এই উপন্যস্ত সূত্রদ্বয় সামান্যতঃ গতগ্রন্থে কৃতব্যাখ্যান হইলেও, প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ-বিশদীকরণার্থ পুনরপি আলোচনীয়রূপে উপস্থিত হওয়ায়, প্রতীত্য-সমুৎপাদ বিভক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচিত হইতেছে। অতএব বিভাগ অবসরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ দ্বিবিধ কারণ হইতে স্বরূপলাভ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে একটী হেতুপনিবন্ধ, অপরটী প্রত্যয়োপনিবন্ধ। পুনশ্চ, প্রতীত্যসমুৎপাদ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বাহ্য-প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতু-পনিবন্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা:—প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃশ্যমান

ধান্যাদি-বীজ ভূম্যাদি-সহকারি-কারণ-কলাপ-পরিপুষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ অঙ্কুরভাব ধারণ করে। পরে ক্রমশঃ অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শূক, শূক হইতে পুষ্প, এবং পুষ্প হইতে ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বীজ না থাকিলে অঙ্কুর, অঙ্কুর না থাকিলে পত্র, পত্র না থাকিলে কাণ্ড, কাণ্ড না থাকিলে নাল, নাল না থাকিলে গর্ভ, গর্ভ না থাকিলে শূক, শূক না থাকিলে পুষ্প ও পুষ্প না থাকিলে ফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ বীজ থাকিলে অঙ্কুর, অঙ্কুর থাকিলে পত্র, পত্র থাকিলে কাণ্ড, কাণ্ড থাকিলে নাল, নাল থাকিলে গর্ভ, গর্ভ থাকিলে শূক, শূক থাকিলে পুষ্প এবং পুষ্প থাকিলে ফলের সমুৎপাদ অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্ররসিক বিচক্ষণ পাঠক বাহ্য-প্রতীত্যসমুৎপাদে হেতুপনিবন্ধ বিষয়ে উক্ত উদাহরণ অবলোকন করিয়া, পুনরপি উক্তবিষয়ে উপরি-উদ্ধৃত "উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা" এই সূত্র সংযোজন পূর্ব্বক, বীজাদি যাবৎ পুষ্পের সদ্ভাবে অঙ্কুরাদি যাবৎ ফলের সমুৎপাদ এবং বীজাদি যাবৎ পুষ্পের অসদ্ভাবে অঙ্কুরাদি যাবৎ ফলের অনুৎপাদ-লক্ষণ অন্বয় ও ব্যতিরেক সাহায্যে অবশ্যই অবগত হইতেছেন যে, বীজাদিকারণ থাকিলেই, অঙ্কুরাদি কার্য্য হইবেই, সুতরাং কারণ-কলাপের সমবধান-ব্যতীত ভোক্তা বা প্রশাসিতারূপ কোন চেতনের কোনরূপ অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।

অপিচ চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে, কাহার চৈতন্য স্বীকার করিবে? বীজাদির? অথবা তদতিরিক্ত ভোক্তা, বা প্রশাসিতার? তন্মধ্যে প্রথমপক্ষ বীজাদির চৈতন্য স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, বীজের কখনও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি অঙ্কুরের নির্ব্বর্ত্তন করিতেছি, এইরূপ অঙ্কুরেরও কখনও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি বীজ-কর্ত্তৃক নির্ব্বর্ত্তিত হইতেছি। এইরূপ যাবৎ পুষ্পের বা ফলের আমি নির্ব্বর্ত্তন করিতেছি, অথবা আমি নির্ব্বর্ত্তিত হইতেছি, এরূপ জ্ঞান বা চৈতন্যের সমুন্মেষ না হওয়ায়, বীজাদির চৈতন্য নিরাকৃত হইতেছে। কিঞ্চ, দ্বিতীয়-বিকল্প-পরিহারার্থ এইরূপ বলিতে

হইবে যে, বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও এবং তদতিরিক্ত অন্য কোন অধিষ্ঠাতা, ভোক্তা বা প্রশাসিতার অস্তিত্ব উপলব্ধ না হইলেও, যখন কার্য্য-কারণ-ভাব-নিয়ম দেখা যাইতেছে, অথচ অঙ্কুরাদির উৎপত্তির প্রতি চেতনের কোন ব্যাপার প্রতীত হইতেছে না, তখন অনর্থক একজন চেতন-সংহন্তার স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। যদি বল, অঙ্কুরাদি উৎপত্তির প্রতি চেতনোচিত কোন ব্যাপার উপলব্ধ না হইলেও, একজন চেতনের অনুমান করিতে আপত্তি কি ? তবে উত্তরে আমরা বলিব, চেতন হইতে অন্য হেতুর সদ্ভাবকালে যখন কার্য্যের অনুৎপাদ দৃষ্ট হয় না, তখন তাদৃশ চেতন বা তদীয় ব্যাপারও অনুমেয় হইতে পারে না। এইরূপে বাহ্যপ্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ উক্ত হইল।

হেতূপনিবন্ধতঃ বাহ্যপ্রতীত্যসমুৎপাদ উক্ত হইয়াছে। অধুনা বাহ্যপ্রতীত্যসমুৎপাদের প্রত্যয়োপনিবন্ধ কীর্ত্তন করিব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই স্থলে ভাবার্থীয় অচ্ প্রত্যয়ান্ত ইণ্ ধাতু-নিষ্পন্ন প্রত্যয়শব্দের "হেতুং হেতুং প্রতি, অন্যং প্রতি চ অয়তে গচ্ছতি" এই ব্যুৎপত্তিবশে ইতর-সহকারিগণের সহিত মিলিত সমুদিত-তত্ত্ববাচী হেতুনিষ্কৃষ্ট অর্থ, এবং উপনিবন্ধ শব্দের এই স্থলে সুগত-সময়ানুসারিণী হেতু, বা প্রত্যয়-বিষয়িণী প্রতিজ্ঞা অর্থ বুঝিতে হইবে। এই দৃশ্যমান-বিচিত্র-কার্য্যের প্রতি বিভিন্ন প্রকার অন্য যে সকল হেতু "প্রত্যয়ন্তি" অর্থাৎ তত্তৎ-সমুদায়ার্থ গমন করে, তথাবিধ অয়মান হেতুসকলের ভাব অর্থাৎ প্রত্যয়বৃত্তিপ্রত্যয়স্বরূপ ধর্ম্ম, তাৎপর্য্যতঃ কারণ-সমবায় অবগত হইতে হইলে, বৌদ্ধদর্শনে এইরূপ প্রণালী অবলম্বিতা হইয়াছে, যথা ঃ—ছয়টী ধাতুর সমবায় হইতে বীজহেতুক অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অঙ্কুর-জন্ম-বিষয়ে পৃথিবীধাতু, বীজের সংগ্রহ-কৃত্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক অঙ্কুরের কাঠিন্য ও গন্ধ উৎপাদন করে, অব্-ধাতু বীজে স্নেহ ও রসের সঞ্চার করে, তেজোধাতু, বীজের পরিপাক-সাধন-পুরঃসর রূপ ও ঔষ্ণ্য উৎপাদন করে, বায়ুধাতু, যদ্দ্বারা অঙ্কুর বীজ হইতে নির্গত হইতে সমর্থ হয়, তদনুকূলে বীজের অভিনির্হরণ পূর্ব্বক স্পর্শন ও চলন

নিষ্পাদন করে, এইরূপ আকাশধাতু, বীজের অনাবরণ অর্থাৎ অবকাশ-কৃত্য-সম্পাদন সহকারে শব্দ-সম্বন্ধ উৎপাদন করে এবং ঋতুধাতুও যথাযোগ পৃথিব্যাদি সাহায্যে বীজের পরিণামসাধন করিয়া থাকে। পূর্ব্বরীতি অনুসারে এখানেও চেতনের কোনরূপ কার্য্য দেখা যায় না। কারণ, অনন্তরোক্ত এই পৃথিব্যাদি অবিকল ধাতু সকলের সমবায়ে বীজ রোহণোন্মুখ হইলেই, অঙ্কুর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, অন্যথা নহে। পুনশ্চ, এ স্থলেও চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে, কাহার চৈতন্য স্বীকার করিবে? পৃথিবী আদি ধাতু সকলের? অথবা তদতিরিক্ত অন্য কোন ভোক্তা, বা প্রশাসিতার? তন্মধ্যে প্রথমপক্ষ পৃথিবী আদি ধাতুর চৈতন্য স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, পৃথিবী আদি ধাতুর কখনও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি বীজের সংগ্রহকৃত্যাদি সম্পাদন করিতেছি। এইরূপ যাবৎ ঋতুর, বা অঙ্কুরের, যথাক্রমে আমি বীজের পরিণাম সম্পাদন করিতেছি, অথবা আমি এই পৃথিব্যাদি-ঋতু-পর্য্যন্ত-প্রত্যয়-সমবায়-দ্বারা পরিণত বা নির্ব্বর্ত্তিত হইতেছি, এইরূপ জ্ঞান, অথবা চৈতন্যের সমুন্মেষ না হওয়ায়, পৃথিব্যাদি প্রত্যয়সমবায়ের, অথবা অঙ্কুরের, চৈতন্য নিরাকৃত হইতেছে। কিঞ্চ, দ্বিতীয়-বিকল্প-নিরাকরণার্থ এইরূপ বলিতে হইবে যে, পৃথিবী আদির চৈতন্য না থাকিলেও, এবং তদতিরিক্ত অন্য কোন অধিষ্ঠাতা, ভোক্তা, বা প্রশাসিতার অস্তিত্ব উপলব্ধ না হইলেও, যখন কার্য্যকারণ-ভাব-নিয়ম দেখা যাইতেছে, অথচ অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি চেতনের কোনরূপ ব্যাপার প্রতীত হইতেছে না, তখন অনর্থক একজন চেতন সংহন্তার স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। এ স্থলে অনুমান-প্রবৃত্তি পূর্ব্ব-প্রণালী-ক্রমে নিরসনীয়া।

অব্যবহিত পূর্ব্বগ্রন্থে দুইটী কারণ, অর্থাৎ হেতূপনিবন্ধতঃ এবং প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ যেমন বাহ্য-প্রতীত্য-সমুৎপাদ উদাহৃত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণে কারণ-দ্বিতয়, অর্থাৎ "হেতূপনিবন্ধতঃ, প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ" আধ্যাত্মিক-প্রতীত্য-সমুৎপাদ উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রতীত্য-সমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ অধিকারে উদাহরণ যথাঃ—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম,

রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ এবং দুর্ম্মনস্তা এই অষ্টাদশ প্রকার পদার্থের মধ্যে প্রথমতঃ অবিদ্যা-প্রত্যয়, অর্থাৎ অবিদ্যারূপা ভ্রান্তি, তথা উত্তরত্র ব্যাখ্যাস্যমান-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া, যাবৎ জাতি-প্রত্যয়, অর্থাৎ জাতিরূপকারণ, তথা যাবৎ জরা-মরণাদিকার্য্য, তৎসমস্তই আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধে পূর্ব্বোত্তর-কারণ-কার্য্য-ভাবে জানিতে হইবে। উক্তবিষয়টী পরিস্ফুট করিতে হইলে, এইরূপ বিবরণ করিতে হইবে যে, "অবিদ্যা চেন্নাভবিষ্যন্নৈব সংস্কারা অজনিষ্যন্ত", অর্থাৎ অবিদ্যা যদি স্বস্বরূপে সত্তাবতী না হইত, তবে নিশ্চতই সংস্কার জন্ম লাভ করিতে সমর্থ হইত না। এই-রূপ সংস্কার যদি উৎপন্ন না হইত, তবে বিজ্ঞান কখনই স্বরূপলাভ করিতে পারিত না। বিজ্ঞান যদি উৎপন্ন না হইত, তবে নিশ্চিতই নাম আত্মলাভে সমর্থ হইত না; এবং যাবৎ জাতি অর্থাৎ জাতি যদি স্বরূপবতী না হইত, তবে নিশ্চিতই জরামরণাদি উৎপন্ন হইতে সমর্থ হইত না। পুনশ্চ, অবিদ্যা হইতে জাতি পর্য্যন্ত দ্বাদশটী পদার্থের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পদার্থ উত্তরোত্তর-পদার্থের সহিত পরস্পর-কারণ-কার্য্য-ভাবাপন্ন হইলেও, অবিদ্যার কখনও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার সকলের অভিনির্ব্বর্ত্তন করিতেছি। এইরূপ সংস্কার সকলেরও কখনও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমরা অবিদ্যাকর্ত্তৃক অভিনির্ব্বর্ত্তিত হইতেছি, এবং যাবৎ জাতিরও কখনও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি জরামরণাদির অভিনির্ব্বর্ত্তন করিতেছি। এইরূপ জরামরণাদিরও কখনও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমরা জাত্যাদি কর্ত্তৃক অভিনির্ব্বর্ত্তিত হইতেছি। অথচ চেতনান্তর কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইলেও, স্বয়ং অচেতন বীজাদি বর্ত্তমান থাকিলে যেমন অঙ্কুরাদির উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী, সেই-রূপ চেতনান্তর কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইলেও স্বয়ং অচেতন অবিদ্যাদি বর্ত্তমান থাকিলেই, সংস্কার আদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব "ইদং প্রতীত্য প্রাপ্য, ইদং উৎপদ্যতে" অর্থাৎ যোগ্য-কারণকে প্রাপ্ত হইয়া, যোগ্য-কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, এতাবন্মাত্র সর্ব্বলোকসমক্ষে

পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং চেতনের অধিষ্ঠান লোক-সমক্ষে উপলব্ধ না হওয়ায়, কার্য্যের উৎপাদনার্থ কোন চেতন ভোক্তা বা প্রশাসিতার অঙ্গীকার নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। উক্তরূপে প্রতিপাদিত আধ্যাত্মিক প্রতীত্য-সমুৎপাদের এই হেতূপনিবন্ধ যথারীতি প্রদর্শিত হইল।

এক্ষণে আধ্যাত্মিক-প্রতীত্য-সমুৎপাদের প্রত্যয়োপনিবন্ধ-প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্রমিক অবসর উপস্থিত হওয়ায়, অধুনা আমাকে তদ্বিষয়ে যত্ন-পরায়ণ হইতে হইবে। পৃথিবী, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও বিজ্ঞানধাতু এই ছয়টীর সমবায় হইতে কায় অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু, শরীরের কাঠিন্য ও গন্ধ উৎপাদন করে, সলিল-ধাতু, শরীরে স্নেহ ও রসের সঞ্চার করে, অনলধাতু, ভুক্তপীত-অন্নরসাদির পরিপাক-সাধনপূর্ব্বক শরীরের রূপ ও ঔষ্ণ্যসম্পাদন করে, অনিলধাতু, শরীরের শ্বাসাদি ক্রিয়া, স্পর্শন ও চলন-কার্য্য নিষ্পাদন করে, আকাশধাতু, শরীরের অভ্যন্তরে সুষিরভাব-সম্পাদন-পূর্ব্বক অবকাশকৃত্য সহকারে শব্দসম্বন্ধ উৎপাদন করে, এবং যিনি দেবদত্তাদি-নামের, অথবা শৌক্ল্যাদিরূপের আশ্রয়, অতএব নাম-রূপাত্মক শরীরের কলল-বুদ্বুদাদি সাহায্যে নামরূপাক্রান্ত-সূক্ষ্মাবস্থা-স্বরূপ অঙ্কুরকে শব্দাদি-বিষয়ক-কার্য্যভূত-পঞ্চ-বিজ্ঞানদ্বারা সংযুক্ত করিয়া, অভিনির্ব্বর্ত্তিত করিয়া থাকেন, পুনশ্চ, "আস্রবতি অনুগচ্ছতি কর্ত্তারং", এই ব্যুৎপত্তিবশে আস্রবাখ্যকর্ম্ম-সহিত-সমনন্তর-প্রত্যয়-রূপ-মনো-বিজ্ঞানের যিনি অভিনির্ব্বর্ত্তয়িতা, তিনিই বিজ্ঞানধাতুরূপে উক্ত হইয়াছেন। কিঞ্চ, ঐ বিজ্ঞান-ধাতু আলয়বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত নহেন। অপিচ, উক্ত আধ্যাত্মিক-পৃথিব্যাদি-ধাতু-ষট্ক কার্য্যোৎপত্তি-সময়ে অবিকল অবস্থায় অবস্থিত হইলেই, তৎকালে উক্তধাতু সকলের সমবায় হইতে কায় অর্থাৎ শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুনরপি এরূপ স্থলেও পৃথিব্যাদি ধাতু-সকলের এবম্বিধজ্ঞান হয় না যে, আমরা শরীরের কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তন করিতেছি, এবং শরীরেরও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি এই সকল প্রত্যয়কর্ত্তৃক অভিনির্ব্বর্ত্তিত হইতেছি। অথচ চেতনান্তর কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইলেও, স্বয়ং অচেতন বীজাদি বর্ত্তমান

থাকিলে, যেমন অঙ্কুরাদির উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ চেতনান্তর কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইলেও, স্বয়ং অচেতন-পৃথিব্যাদি-ধাতু-সকল হইতে শরীরের উৎপত্তি সুনিশ্চিতা জানিতে হইবে। হেতুপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপ-নিবন্ধবশতঃ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে যে দ্বিবিধ প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রতিপাদিত হইল, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রণীত লঙ্কাবতারসূত্রাদি-গ্রন্থে তাহা সুচিরপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, অথচ আবাল-গোপ-পণ্ডিতাদি-সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্ব-প্রযুক্ত এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ-বাদ কদাপি অন্যথাকরণীয় নহে। পুনশ্চ উপরিবর্ণিত-রীতি অনুসারে অচেতন-পৃথিব্যাদি-ধাতু-ষট্ক দেহাকারে পরিণত হইলে, ঐ সকল ধাতু-বিষয়ে শিরঃপাণ্যাদিমত্ত্ব প্রযুক্ত, যে পিণ্ডসংজ্ঞা, অতএব একসংজ্ঞা, এক একটী ধাতু-বিষয়ে নিত্যসংজ্ঞা, সত্ত্বসংজ্ঞা, প্রাণিসংজ্ঞা, বৃদ্ধি-হ্রাস-সংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, পুদগল-সংজ্ঞা, মনুষ্য-সংজ্ঞা, মাতৃ-দুহিতৃ-সংজ্ঞা, এবং অহঙ্কার-মমকার-সংজ্ঞা অথবা ক্ষণিক-পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধি-সংজ্ঞা হইয়া থাকে, ইহাকেই সর্ব্ব-সংসার-রূপ অনর্থ-সম্ভারের মূল-কারণ অবিদ্যারূপে অবগত হইতে হইবে।

পুনশ্চ, উক্তরূপা অবিদ্যার সদ্ভাব হইলেই, রাগ, দ্বেষ, ও মোহ-লক্ষণ-সংস্কার-সকল উপযুক্ত অবসরে স্ব-স্ব-বিষয়-দেশে প্রবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল সংস্কার হইতে গর্ভস্থ জীবের আলয়াখ্য আদ্যবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথবা বস্তু-বিষয়া অর্থাৎ আলয়ত্বাদি-বিশেষ-বিষয়িণী অপেক্ষা না করিয়া, পরন্তু সামান্যতঃ কেবল বস্তুবিষয়িণী যে বিজ্ঞপ্তি, তাহাকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানলক্ষণ-হেতু হইতে রূপ-বিশিষ্ট-পৃথিব্যাদি চারিটী উপাদান-কারণ-লক্ষণ-স্কন্ধ অর্থাৎ প্রভেদ অভি-নির্ব্বর্ত্তিত হয়, এবং নামাশ্রয়ত্ব-প্রযুক্ত চতুর্ধা-প্রভিন্ন ঐ সকল উপাদান-কারণ-স্কন্ধ নাম-শব্দের বেদনীয় অর্থরূপে উক্ত হইয়াছে। চতুর্ধা-প্রভিন্ন-নাম-সংজ্ঞক উক্ত পৃথিব্যাদি-উপাদান-কারণ-স্কন্ধ-সকলকে উপা-দান-কারণ-রূপে স্বীকার করিয়া, রূপ অর্থাৎ সিতাসিতাত্মক-শুক্র-শোণিত-বিশিষ্ট-শরীর অভিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাৎপর্য্যতঃ গর্ভস্থ-শরীরেরই কলল-বুদ্বুদাদি অবস্থা নামরূপ-শব্দের নিষ্কৃষ্ট অর্থ। যদিচ নাম ও রূপ দুইটী বিভিন্ন বস্তু, সুতরাং দ্বিত্ব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায়,

"নামরূপং নিরুচ্যতে", এইরূপে একবচন-নির্দ্দেশার্হ হইতে পারে না, তথাপি "তদৈকধ্যমভিসংক্ষিপ্য" অর্থাৎ একশব্দের পরস্থিত "ধা" প্রত্যয়ের স্থানে "ধ্যমুঞ্" আদেশে পরিনিষ্পন্ন "ঐকধ্যং" রূপের একধা অর্থে "অভিসংক্ষিপ্য" অর্থাৎ কার্য্যকারণ-ভাবে নাম ও রূপের একীকরণ পূর্ব্বক, "নামরূপং" এই একবচন-ধ্বনিত-ঐক্য-নির্দ্দেশ অসমীচীন নহে। অতএব গর্ভস্থ-শরীরের কলল-বুদ্বুদাদি-সূক্ষ্মাবস্থা, যাহা নামরূপ শব্দের নিষ্কৃষ্টার্থরূপে উক্তা হইয়াছে, তাহার ন্যায্যতা-সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ষড়ায়তন অর্থে পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়, রূপ ও বিজ্ঞান এই ধাতুষট্‌ক যাহাদিগের আয়তন, তথাবিধনাম-রূপ-সংমিশ্রিত-করণ-বৃন্দ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম বুঝিতে হইবে। নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়, এই তিনটীর সন্নিপাত অর্থাৎ মিথঃ সংযোগের নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাদিকা বেদনা উৎপন্না হয়। বেদনা উপস্থিতা হইলে, পুনরপি অনুভূত-জাতীয়-সুখ-সম্পাদনে আমাকে যত্নপরায়ণ হইতে হইবে, এইরূপ অধ্যবসানলক্ষণা তৃষ্ণা উৎপন্না হয়। তৃষ্ণা হইতে উপাদান অর্থাৎ বাক্ ও কায়চেষ্টা হইয়া থাকে। চেষ্টা হইতে "ভবত্যস্মাজ্জন্ম" এই অর্থে ভব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ লাভ করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম-হেতুক-স্কন্ধ-প্রাদুর্ভাব-লক্ষণা জাতি অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ-সমুদায়-লক্ষণ দেহের জন্ম হইয়া থাকে; এবং জন্ম-হেতুক উত্তরত্র-নির্দ্দিষ্ট জরা-মরণাদি আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে জাত-স্কন্ধ-সকলের পরিপাকের নাম জরা-স্কন্ধ। স্কন্ধ-সকলের নাশের নাম মরণ। পুত্র-কলত্রাদি-বিষয়ে অভিষঙ্গ-সম্পন্ন ম্রিয়মাণ মূঢ়-ব্যক্তির পুত্রাদি-স্নেহ-প্রযুক্ত অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক-সম্ভূত "হা মাতঃ!" "হা তাত"! "হা চ মে পুত্রকলত্রাদি", ইত্যাদি-প্রলপনের নাম পরিবেদনা। পঞ্চ-বিজ্ঞান-কার্য্য-সংযুক্ত অসাধু অনুভবনের নাম দুঃখ এবং মানস-দুঃখ অর্থাৎ দৌর্ম্মনস্য দুর্ম্মনস্তা নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে দুঃখাদির উপায়ভূত-মদ-মানাপমান আদি উপক্লেশ-নিচয়ের সহিত এবংজাতীয়ক-ইতরেতর-হেতুক পরস্পর-হেতুক অর্থাৎ জন্মাদি-হেতুক অবিদ্যাদি এবং অবিদ্যাদি-হেতুক জন্মাদি-পদার্থ-সকল

সৌগত-সময়ে কোন স্থলে সংক্ষিপ্তভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কোন স্থলে বিশদরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। পুনশ্চ, এই অবিদ্যাদি-কারণ-কলাপ কেবল যে সুগত-সময়-সম্মত, তাহা নহে; পরন্তু যে কোন বাদী এই অবিদ্যাদি-কারণ-কলাপের প্রত্যাখ্যানে সমর্থ নহেন। অতএব অবিদ্যাদি-হেতুক জন্মাদি এবং জন্মাদি-হেতুক অবিদ্যাদি, এইরূপে অবিদ্যাদি-কারণ-কলাপ পরস্পর-নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাব অর্থাৎ হেতু-হেতুমদ্ভাব-সাহায্যে ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় অনিশ আবর্ত্তমান হইলে, অর্থবশে আক্ষিপ্ত সঙ্ঘাতের উপপত্তিবিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধক প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না।

পুনশ্চ, সঙ্ঘাতকে আশ্রয় করিয়া, যাহারা আত্মলাভ করে, সেই সকল অবিদ্যাদি, যদি সঙ্ঘাতের নিমিত্তরূপে কল্পিত হয়, তবে সঙ্ঘাত-সিদ্ধি-নিবন্ধনা অবিদ্যাদি-সিদ্ধি এবং অবিদ্যাদি-সিদ্ধি-নিবন্ধনা সঙ্ঘাত-সিদ্ধি, এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয়াখ্য-দোষের উদ্ভাবনে কাহারও কাহারও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা নিতান্ত অসমীচীন; কারণ, সুগত-সিদ্ধান্তে তত্তৎ-পরমাণু-পুঞ্জাত্মক-সঙ্ঘাত-সমূহের পরস্পর হেতু-হেতুমদ্ভাবে স্বাভাবিক এই প্রবাহ নিশ্চিতই কোন সংহনন-কর্ত্তার অপেক্ষা করে না; এবং পূর্ব্ব-সঙ্ঘাতাশ্রিত অবিদ্যাদি-কারণ-কলাপ উত্তর-সঙ্ঘাতের প্রবর্ত্তক-রূপে স্বীকৃত হইলে, অন্যোন্যাশ্রয়-দোষেরও কোন সম্ভাবনা নাই। যদি স্বাভাবিকভাবে অনাদি সংসারে সঙ্ঘাত-সকল প্রবাহরূপে অনুবর্ত্তন করে এবং তদাশ্রিত অবিদ্যাদি সঙ্ঘাতান্তরের প্রবর্ত্তক হয়, তবে স্বভাবের প্রতি নিয়মানিয়ম-বিকল্পের, অথবা কোনরূপ পর্য্যনুযোগের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহতা। অপিচ, সৌগত-সিদ্ধান্তে "চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য" অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ হেতুকে প্রাপ্ত হইয়া, চিত্ত অর্থাৎ রূপাদি বিজ্ঞান এবং চৈত্ত অর্থাৎ চিত্তাভিন্ন-হেতুজাত-চিত্তাত্মক-সুখাদি, অথবা কামাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। বিষয়, সংস্কার, করণ ও সহকারী, এই চতুর্ব্বিধ-হেতুর বিশিষ্ট-বিবরণ করিতে হইলে, এইরূপ বলিতে হইবে যে, পূর্ব্ব-কথিত "অহমিতি", আলয়-বিজ্ঞান-সন্তানাতিরিক্ত

কাদাচিৎক-প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান-হেতু-ভূত বাহ্য-ঘট-পট-নীলাদি অর্থ গ্রাহ্যরূপে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু কেবল-কাদাচিৎকত্ব-প্রযুক্ত কদাচিৎ উৎপাদশীল-বাসনা-পরিপাক-প্রত্যয়-গ্রাহ্য নহে। বিজ্ঞানবাদিনয়ে বাসনা সকলের এক-সন্তানবর্ত্তী আলয়বিজ্ঞান-সমূহের তত্তৎপ্রবৃত্তিজননশক্তি, উক্ত শক্তিরও স্বীয় কার্য্যোৎপাদের প্রতি আভিমুখ্য-লক্ষণ পরিপাক এবং উক্ত পরিপাকেরও প্রত্যয় অর্থাৎ কারণরূপে স্ব-সন্তান অর্থাৎ আলয়-বিজ্ঞান-প্রবাহবর্ত্তী পূর্ব্বক্ষণ কক্ষীকৃত হইয়াছে। কারণ, বিজ্ঞান-বাদিগণের মতে সন্তানান্তর-নিবন্ধনতা কুত্রাপি অঙ্গীকৃতা হয় নাই। অতএব প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান-জনন-হেতু আলয়-বিজ্ঞান-বর্ত্তী বাসনা-পরিপাকের প্রতি অবশ্যই বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধকে আলয়-বিজ্ঞানবর্ত্তী সমুদায়-ক্ষণকেই সামর্থ্যশালী কথন করিতে হইবে।

যদি প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান-জনন-হেতু আলয়-বিজ্ঞান-বর্ত্তি-বাসনা-পরিপাকের প্রতি আলয়বিজ্ঞান-বর্ত্তী যাবতীয়-ক্ষণ সামর্থ্য-সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে, আলয়-বিজ্ঞান-সন্তান-বর্ত্তিতার অবিশেষবশে কোন একটী ক্ষণও সমর্থ হইতে পারে না। অতএব আলয়-বিজ্ঞান-বর্ত্তী সকল-ক্ষণই প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান-জনন-হেতু আলয়-বিজ্ঞান-বর্ত্তি-বাসনা-পরিপাকের প্রতি সমর্থ, এই পক্ষ অবলম্বিত হইলে, একদা সমাগত-বহু-কার্য্যের ক্ষেপ অর্থাৎ পরিহার কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। একারণ কাদাচিৎ-কত্ব অর্থাৎ সাময়িকতা-নির্ব্বাহার্থ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিষয়ক ও সুখাদি-বিষয়ক ছয়টী প্রত্যয়ই "চতুরঃ প্রত্যয়ান্ প্রতীত্য" অর্থাৎ চারিটী প্রত্যয়কে প্রাপ্ত হইয়া, উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও, অচ্ছমতি-সম্পন্ন-চতুর ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্বীয় অনুভব আচ্ছাদিত না করিয়া, পরিচ্ছেদ-সাহায্যে অবগত হইতে হইবে। বৌদ্ধ-দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ উল্লিখিত-প্রত্যয়-চতুষ্টয়ের প্রাপ্তি-পূর্ব্বক যে চিত্ত-চৈত্তাত্মক-প্রপঞ্চের উৎপত্তি কথিতা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে এইরূপ উদাহরণের অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—মার্জ্জিত-মুকুর-স্বচ্ছ-চিত্তে আকার অর্পণার্থ অঙ্গীকৃত-বাহ্য-নীলাদিবিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, জ্ঞান-পদ-বেদনীয়-নীলাদ্যবভাসযুক্ত-চিত্তের বাহ্য-বিষয়-নীল আলম্বন-প্রত্যয় অর্থাৎ

কারণাপরপর্য্যায়-হেতু হইতে নীলাকারতা উৎপন্না হয়, তথা সংস্কার অর্থাৎ সমনন্তর-পূর্ব্ব-প্রত্যয় তাৎপর্য্যতঃ প্রাচীন জ্ঞান হইতে বোধ অর্থাৎ নীল-বিজ্ঞান-রূপতা, তথা করণ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিপতিপ্রত্যয় হইতে রূপ-লক্ষণ-বিষয়-গ্রহণ-প্রতিনিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং আলোক-লক্ষণসহকারী প্রত্যয় হইতে হেতুর অর্থাৎ বিষয়ের স্পষ্টার্থতা প্রতীয়মানা হইয়া থাকে। উক্ত-প্রণালী-ক্রমে বিদিত-জ্ঞানের রসাদি-সাধারণ্য-প্রাপ্তি ঘটিলে, নিয়ামকরূপে চক্ষুরিন্দ্রিয় অধিপতি হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কারণ, লোকযাত্রা-ব্যবহারে নিয়মন-কর্ত্তা প্রভুব্যক্তিরই অধিপতিত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত রীতিক্রমে চিত্ত-চৈত্তাত্মক-সুখাদির চারিটী কারণ যত্নসহকারে অবলোকন করা সকলেরই একান্ত উচিত।

সৌগত-সময়ানুসারে "সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং", এই শ্লোকাংশের অন্তর্গত "সকলং" পদের প্রতিপাদ্য খর, স্নেহ, উষ্ণ ও ঈরণ-স্বভাব-চতুর্ব্বিধ-পরমাণু-পুঞ্জ হইতে ক্রমে পৃথিব্যাদি-ভূত-চতুষ্টয় এবং বিষয়েন্দ্রিয়াত্মক-ভৌতিক, অথবা চিত্ত-চৈত্তাত্মক রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার-সংজ্ঞক পঞ্চবিধ স্কন্ধের উৎপত্তি প্রদর্শিতা হইয়াছে। স্থির-চর-সুর-নর-সাগর-ভূধর-নদী-নারী-শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-বন-নগর-বাহ্যাভ্যন্তর-চিত্ত-চৈত্তাত্মক-যাবতীয়-বিশ্ব-প্রপঞ্চ পার্থিব, আপ্য, তৈজস ও বায়ব্য-পরমাণু-পুঞ্জরাশি, বা সমুদায়স্বরূপ; পরন্তু অবয়বাতিরিক্ত অবয়বীর স্বরূপ নহে, ইহা পূর্ব্ব-গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছি। অবয়বাতিরিক্ত অবয়বীর অনুপলব্ধি-বশতঃ কেবল-মাত্র অবয়ব-সকলই পরিশিষ্যমাণ হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদি-গণের মতে যেটী সৎ, সেইটীই ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণ-ভঙ্গ-বাদে লোভনীয় চিত্তচকোর-চন্দ্রিকায়মাণ-চমৎকার-জনক-ভোগ্য-জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডে নিতরাং গুণ-বৈতৃষ্ণ্যরূপ-পর-বৈরাগ্য-সম্পাদনার্থ স্ত্রী-পুত্র-বধূ-বস্ত্র-গৃহ-ক্ষেত্র-যান-বাহন-ভবনোপবন-সাম্রাজ্য-সম্পদ্ বা ঐশ্বর্য্য, অথবা স্রক্-চন্দন-সুধা-রসাদিসমগ্রউপভোগ-যোগ্য-বিষয়ের ক্ষণিকত্ব, দুঃখত্ব, স্বলক্ষণত্ব এবং শূন্যতা, সপরিকর-সমর্থন-যোগ্যা। যদি স্বর্গীয়-সুধা-হ্রদাবগাহন, অমৃত-ভোজন, রম্ভা-সম্ভাষণ, নন্দন-বন-ভ্রমণ, কল্পতরু-নিষেবণ ও

পারিজাত-পুষ্পাহরণ, এবম্বিধ ও অন্যবিধ, আমুষ্মিক, বা ঐহিক-বিষয়-প্রপঞ্চে যাবৎ, ক্ষণ-বিনশ্বরত্ব-দুঃখময়ত্ব বা অস্থিরত্ব-প্রযুক্ত উপমান-রাহিত্য, অথবা শূন্যত্ব-বোধ উপস্থিত না হইতেছে, তাবৎকাল আত্মস্বরূপে সম্যক্ স্থিতিলাভ হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বজ্ঞভগবৎসুগত-দেবোপদিষ্ট উক্ত ভাবনা-বিষয়-চতুষ্টয়ের মধ্যে আদিম-ক্ষণিকত্ব-প্রতিপাদনে আমরা এক্ষণে যত্নপরায়ণ হইব। পাদপের মূলে সলিল-সিঞ্চন করিলে, যেমন শাখা-প্রশাখা, অথবা পত্র, পুষ্প ও ফলে রস-সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ ক্ষণিকত্ব সমর্থিত হইলে, ভাবনা-ত্রয়ের অপর তিনটী বিষয় স্বয়ং সুকুমার-রূপ-ধারণ করিলে, বিচক্ষণ-বুধ-জনের তদ্বিষয়িণী আলোচনা সুখকরী হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্ব-সম্পন্ন-বস্তু-মাত্রই ক্ষণিক, সুতরাং জলধর-পটল-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে সদ্‌ভূত-ভাব-সকলের ক্ষণিকত্ব সত্ত্বরূপ-হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হইবে। যদি বল, ক্ষণিক-নীলাদি-ক্ষণ-সকলের যে সত্ত্ব-লক্ষণ-হেতু অবলম্বনে ক্ষণিকত্ব-সাধন করিতে হইবে, অগ্রে সেই সত্ত্বের সিদ্ধি বাঞ্ছনীয়া, নচেৎ স্বয়ং অসিদ্ধ-হেতু-সাহায্যে কিরূপে সাধ্য-সিদ্ধি হইতে পারে? তবে উত্তরে আমরা বলিব, জন্মাতিরিক্ত-ব্যাপার-শূন্য-ক্ষণিক অর্থ-লক্ষণ-নীলাদি-ক্ষণ-সকলের অর্থক্রিয়া-কারিত্ব-রূপ সত্ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিঞ্চ, ব্যাপকের ব্যাবৃত্তিপ্রযুক্ত, ব্যাপ্যের ব্যাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবিনী, এই ন্যায়াবলম্বনে ব্যাপক-ক্রম এবং অক্রমের ব্যাবৃত্তি সাধিতা হইলে, অক্ষণিক স্থায়ী ভাব হইতে সত্ত্বের ব্যাবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধা হইতেছে। অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অর্থক্রিয়ার অনেক-কালতা অর্থাৎ বিভিন্ন-কালতার নাম ক্রম, এবং অনেক অর্থক্রিয়ার এক-কালতা বা যৌগপদ্যের নাম অক্রম। পরস্পর-বিরুদ্ধ ক্ষণিক ও অক্ষণিক ভাব সকলের অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্ব-সাধনার্থ পূর্ব্বোক্তরূপ একানেকাত্মক-ক্রমাক্রম হইতে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারান্তরের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা তিরোহিতা হওয়ায়, ক্রমাক্রম-মাত্র-সাহায্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ ক্ষণিক ও অক্ষণিক ভাব-দ্বয়ের মধ্যে একের সত্ত্ব প্রতিষিদ্ধ হইলে, অপরের সত্ত্ববিধি অবিনাভাবসিদ্ধ অবগত

হইতে হইবে। কারণ, উক্তিমাত্র-বিরোধ-বশতঃ বিরুদ্ধ-পদার্থের একতা অসম্ভব, অতএব পরস্পর-বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রমাক্রমাতিরিক্ত-প্রকারান্তরের অনবস্থিতি-প্রযুক্ত ব্যাঘাত সুপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, ক্রমাক্রম-ব্যাপ্তঅর্থক্রিয়া-কারিত্ব-লক্ষণ সত্ত্বের নিরূপণে ক্রমাক্রমমাত্রই অবলম্বনীয়। পুনশ্চ, উক্ত ক্রমাক্রম "স্থায়িভাবসকাশাৎ" স্বয়ং ব্যাবর্ত্তমান হইয়া, অর্থক্রিয়ারও ব্যাবৃত্তি-সাধন-পূর্ব্বক ক্ষণিকত্ব-পক্ষমাত্রেই সত্ত্বের ব্যবস্থাপন করিয়া থাকে।

এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পূর্ব্ব-প্রণালী অনুসারে ক্ষণিকত্ব-পক্ষেই সত্ত্বের সিদ্ধি হয়, তবে কি অক্ষণিক-ভাবের অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্ব সম্ভবপর নহে? উত্তরে আমরা বলিব, উক্তরূপ প্রশ্ন যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ, অক্ষণিক ভাবের অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব-সংস্থাপন করিতে অগ্রসর হইলে, যে সকল বিকল্পের অবতারণা হইবে, তৎসমূহের সহনে প্রশ্নকর্ত্তার সামর্থ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। অক্ষণিক-ভাব-পদার্থের সত্ত্বাভিলাষুক প্রশ্ন-কর্ত্তাকে আমরা কি এরূপ প্রশ্ন করিতে পারি না যে, তুমি যে অক্ষণিক-ভাবের অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্ব ইচ্ছা করিতেছ, সেই অক্ষণিক-ভাব-ভূত-ঘট-পটাদির বর্ত্তমান অর্থ-ক্রিয়া-করণ-কালে অতীত এবং অনাগত অর্থক্রিয়াবিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না? যদি আদ্যপক্ষ অর্থাৎ বর্ত্তমান অর্থ-ক্রিয়া-করণ-কালে ভাব-ভূত অক্ষণিক-ভাবের অতীত এবং অনাগত অর্থ-ক্রিয়া-বিষয়ে সামর্থ্য আছে, এই প্রথম কল্প অভিপ্রেত হয়, তবে উক্ত অতীত ও অনাগত অর্থ-ক্রিয়া-করণের অনিরাকরণ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। কারণ, সমর্থের পরিক্ষেপ কখনই সম্ভাবিত নহে। বর্ষণ বা প্রকাশন-শক্তি-সম্পন্ন কার্য্য-করণোন্মুখ-মেঘ, অথবা উজ্জ্বল-দীপের ধারা-বৃষ্টি, বা ঘট-পটাদির প্রকাশ-লক্ষণ অর্থ-ক্রিয়ার পরিক্ষেপে কে সমর্থ? অতএব সমর্থের ক্ষেপণ যুক্তি-সঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায়, এইরূপ প্রসঙ্গানুমান করা যাইতে পারে যে, যে বস্তু যে কালে যে কার্য্যের করণে সমর্থ, সেই বস্তু সেই কালে সেই কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিবে, যেমন কার্য্যের সহিত, অথবা কারণের সহিত, একই তন্তু আদিরূপ অর্থে সমবেত

হইয়া, যেটী কারণ-ভাবাপন্ন হয়, তাদৃশী অসমবায়ি-কারণ, বা সহকারি-কারণ-সমন্বিতা অথচ নিমিত্ত-কারণের ব্যাপারে পূর্ণ-মাত্রায় আরূঢ়া সামগ্রী অর্থাৎ তত্তৎ উপাদান, বা সমবায়ি-কারণ স্ব-স্ব-কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ বর্ত্তমান অর্থ-ক্রিয়া-করণ-কালে অতীত, বা অনাগত অর্থ-ক্রিয়া-বিষয়ে সমর্থ অক্ষণিক-ভাব-সকলও স্ব-স্ব-কার্য্য-সাধন করিবে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ বর্ত্তমান-অর্থ-ক্রিয়া-করণ-কালে অতীত ও অনাগত অর্থ ক্রিয়া-বিষয়ে স্থায়ী ভাবের কোনরূপ সামর্থ্য নাই, এই দ্বিতীয় কল্প অভিমত হয়, তবে এইরূপ বিপর্য্যয়ানুমানের অবতারণা করা যাইতে পারে যে, অক্ষণিক ভাব সকল কোন কালেই স্ব-কার্য্য-সাধন করিবে না। কারণ, অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-লক্ষণ স্বকার্য্য সামর্থ্য-মাত্রানুবন্ধী। যেটী যে কালে যে কার্য্য সম্পাদন করে না, সেইটী সেই কালে, বা কোন কালেই সেই কার্য্যের জননে সমর্থ নহে। যেমন শিলাশকল অর্থাৎ প্রস্তর-খণ্ড অঙ্কুরে। অপিচ, ভবদভিমত এই অক্ষণিক-ভাব বর্ত্তমান অর্থক্রিয়াকরণকালে বৃত্ত অর্থাৎ অতীত এবং বর্ত্তিষ্যমাণ অর্থাৎ অনাগত অর্থক্রিয়ার সম্পাদন করে না, এই কারণে প্রসঙ্গবিপর্য্যয়ানুমান সুলভ হইতেছে।

যদি বল, ক্রমবিশিষ্ট-সহকারি-কারণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, স্থায়ী ভাবসকলেরও অতীত এবং অনাগত অর্থক্রিয়া-বিষয়ে ক্রমানুসারে ক্রমণ উপপন্ন হইতে পারে, তবে এরূপ স্থলে আমরা প্রশ্ন করিতেছি, "পৃষ্টো ভবান্ ব্যাচষ্টাং"। যে সকল ক্রম-বিশিষ্ট-সহকারি-সাহায্যে অক্ষণিক-ভাবনিচয় ক্রম-বশে অতীত ও অনাগত অর্থক্রিয়া-বিষয়ে উপ-সর্পণ করিবে, সেই সকল ক্রমবিশিষ্টসহকারী ভবদভিমত অক্ষণিক ভাবের কোন উপকার করে কি না? যদি কোন উপকার করে না, এই দ্বিতীয়-পক্ষ অভিপ্রেত হয়, তবে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, অকিঞ্চিৎকর ঐ সকল সহকারী কোনরূপে অপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কারণ, যাহারা কোন উপকার করে না, তাহাদিগের তদর্থতা অর্থাৎ বৃত্ত ও বর্ত্তিষ্যমাণ অর্থক্রিয়ার্থে উপযোগিতা সম্ভবপরা নহে। আর যদি উপকারকত্বপক্ষ অভিলষিত হয়, তবে পুনরপি প্রশ্ন হইতেছে

যে, পূর্ব্বোপক্রান্ত-সহকারিকৃত এই উপকার ভাব হইতে ভিন্ন ? অথবা অভিন্ন ? ভেদপক্ষ অবলম্বিত হইলে, পূর্ব্বকালে অনবস্থিত সম্প্রতি সমাগত আগন্তুক উক্ত উপকারেরই কারণত্ব প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু অক্ষণিক ভাবের কারণত্ব উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, উপকার-লক্ষণ আগন্তুক অতিশয়ের অন্বয় অর্থাৎ উপকারাতিশয় সত্ত্বে, কার্য্য-সত্তা, তথা উপকারাতিশয়ের অসত্ত্বনিবন্ধন, কার্য্যের অসত্ত্বরূপ-ব্যতিরেকানুবিধায়িত্ব-প্রযুক্ত কার্য্য-মাত্রই আগন্তুক অতিশয়ের নিতান্ত অধীন; সুতরাং ভেদপক্ষে অক্ষণিক-ভাবের পরিবর্ত্তে, আগন্তুক উপকারলক্ষণ অতিশয়েরই কারণতা পরিনিষ্ঠিতা হইতেছে। এই বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্য-গণ এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সহকারিকৃত উপকার-লক্ষণ আগন্তুক অতিশয় যদি গো-মহিষাদির ন্যায় অক্ষণিক-ভাব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হয়, তবে তাদৃশ অতিশয় দ্বারা অক্ষণিকভাবের কোন কিছু আসে যায় না, অথবা কোন কার্য্যের প্রতি কারণত্ব অবধৃত হইতে পারে না। উদাহরণোপন্যাসচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বর্ষাবর্ষণবৃষ্টি, অথবা প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল হইতে সহস্রধারে বিনিঃসৃত-খরতরকরনিকর গগনাঙ্গনে বহু বিস্তৃতিলাভ করিলেও, তদ্দ্বারা ব্যোম-মণ্ডলের কোন কিছু আসে যায় না, অথবা বর্ষা বা আতপের যে কার্য্য, তৎপ্রতি আকাশেরও কারণতা নির্ণীতা হইতে পারে না। বারিদ-বিমুক্ত-মুক্তাফল-স্থূল-জলধারা-সিক্ত-চর্ম্মাবয়বের স্ফীততা, বা বিসারণ, অথবা, সহস্রকরের খর-তর-কিরণতাপতপ্ত চর্ম্মাবয়বের সঙ্কোচ, বা শুষ্কতা অবলোকন করিয়া, কোন প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তি কি আকাশতলে বিতত বর্ষণ, বা তপনাতপের কারণতার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অবকাশাত্মক আকাশের কারণত্ব অবধারণ করিতে সাহসসম্পন্ন হইতে পারেন ? কখনই নহে। পক্ষান্তরে অক্ষণিক-ভাবস্থানীয় ব্যোম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্না বর্ষা ও আতপলক্ষণ আগন্তুক অতি-শয়ের অন্বয় ও ব্যতিরেকানুবিধায়িনী চর্ম্মাবয়ব-গতা সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধা স্ফীততা, বা বিসারণ, শুষ্কতা, বা সঙ্কোচরূপ ফল, বা কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা ক্রমবৎ সহকারিলাভ-প্রযুক্ত স্থায়ী অক্ষণিক

ভাবের অতীত ও অনাগত অর্থক্রিয়াবিষয়ে ক্রমিক-ক্রমণ-সমর্থনে ব্যগ্র, তাঁহাদিগের মতে অক্ষণিক স্থায়ীভাব যদি চর্ম্মোপম হয়, তবে তাদৃশ ভাবের অনিত্যতা অপরিহার্য্য। আর যদি ঐ অক্ষণিক স্থায়ীভাব আকাশতুল্য হয়, তবে তাহার অসৎফলতার অপাকরণে কেহই সমর্থ নহেন।

অনন্তর এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিতা হইতে পারে যে, যদিচ কার্য্যসকল অক্ষণিক ভাব হইতে ভিন্ন এবং সহকারিকৃত উপকারলক্ষণ আগন্তুক অতিশয়ের অন্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়ী, তথাপি ভাবসকলের স্বভাবই এইরূপ যে, তাহারা সহকারিগণের সহিত মিলিত হইয়াই কার্য্যোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব সহকারিকৃত অতিশয়ের কার্য্যই অক্ষণিকভাবের কার্য্য ; সুতরাং আগন্তুক পূর্ব্বোক্ত অতিশয়েরই কারণত্ব অবধৃত হইতে পারে, কিন্তু অক্ষণিকভাবের নহে, এরূপ কথা বলা নিতান্ত অনুচিত। এতাদৃশী আশঙ্কার পরিহারকল্পে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, যদি অক্ষণিক ভাবের এইরূপই স্বভাব হয় যে, তাহারা সহকারিগণের সহিত মিলিত হইয়াই কার্য্য করিবে, অন্যথা কার্য্য করিবে না, তবে কার্য্যোৎপাদনস্বভাব ভাব সকল কদাপি সহকারিগণকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। প্রত্যুত সহকারিগণ পলায়ন-পরায়ণ হইলে, গলদেশে পাশ-বন্ধন-পূর্ব্বক, তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া, অবশ্যই স্বীয় করণীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ, স্বরূপাবস্থিতি পর্য্যন্ত সকলেরই স্বভাব চিরদিন অনপায়ী। কিঞ্চ, সহকারি-জন্য অতিশয় অতিশয়ান্তরের আরম্ভ করে কি না? যদি অতিশয়ান্তরের আরম্ভ করে, যদিচ করে না, উভয়থাপি পূর্ব্ব-প্রদর্শিত দূষণ-পাষাণ-বর্ষণ-প্রসঙ্গের প্রতিসমাধান অত্যন্ত অসুলভ। পুনশ্চ, সহকারি-জন্য অতিশয়ের অতিশয়ান্তরারম্ভপক্ষ অভিলষিত হইলে, বহুমুখ অনবস্থা-দৌঃস্থ্যসমাগম অপ্রতিবিধেয়। কারণ, অতিশয় জনয়িতব্য হইলে. সহকার্য্যন্তরের অপেক্ষা অবশ্যম্ভাবিনী। এইরূপে সহকারি-সহকার্য্যন্তর-পরম্পরাপাতবশতঃ একটী অনবস্থা আস্থিতা হইতেছে। অর্থাৎ পদার্থ-সার্থ-সহকারী সলিল-পবনাদি-কর্ত্তৃক বীজগত অতিশয়ের

আধীয়মানতাবসরে অবশ্যই বীজের উৎপাদকতা স্বীকার করিতে হইবে। অপরথা বীজের অঙ্কুরোৎপাদকত্বানঙ্গীকারে বীজের অভাবকালেও অতিশয়ের প্রাদুর্ভাব কে প্রতিহত করিবে? বীজের অভাব-অবসরেও অতিশয়ের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের জন্য যদি বীজের উৎপাদকতা অঙ্গীকৃতা হয়, তবে অতিশয় আধানকারী বীজের অবশ্যই সহকারিসাপেক্ষ অতিশয়াধান স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ সহকারী সলিলপবনাদির সাহায্য ব্যতীত যদি বীজের অতিশয়াধান-হেতুতা অঙ্গীকৃতা হয়, তবে অবশ্যই সর্ব্বদা উপকার-সম্ভাবনা সমাগতা হইলে, অঙ্কুরেরও সদা উদয়প্রসক্তি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব বীজ-কর্ত্তৃক অতিশয়ার্থ অপেক্ষ্যমাণ সহকারী সলিলপবনাদি-কর্ত্তৃকও অবশ্যই বীজে অতিশয়ান্তর আধেয়। পুনশ্চ উক্ত উপকারবিষয়েও পূর্ব্বন্যায়ানুসারে সহকারিসাপেক্ষবীজের জনকত্ব স্বীকৃত হইলে, প্রথমতঃ সহকারি-সম্পাদ্যবীজ-গত অতিশয়ানবস্থা ব্যবস্থিতা হইতেছে।

অথ পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, সহকারিসলিলপবনাদি-কৃত কার্য্যার্থ অপেক্ষ্যমাণ উপকারাখ্য অতিশয় বীজাদি-নিরপেক্ষ হইয়া, কার্য্যের উৎপাদন করে? অথবা বীজাদির অপেক্ষা পুরঃসর কার্য্যের উৎপাদন করে? যদি প্রথম পক্ষ অভিপ্রেত হয়, তবে বীজাদির অহেতুত্ব আপতিত হইতেছে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ পরিগৃহীত হয়, তবে অপেক্ষ্যমাণ বীজাদিকর্ত্তৃক অবশ্যই সহকারিকৃত উপকারে অতিশয় আধেয় হইতেছে। এইরূপে তত্র তত্র স্থলে উপকারেও অতিশয়াধান অবশ্য অপেক্ষণীয়। অতএব বীজাদিজন্য অতিশয়নিষ্ঠ অতিশয়-পরম্পরাপাত অনিবার্য্য হওয়ায়, দ্বিতীয়া অনবস্থা সুস্থিরা হইতেছে; এবং অপেক্ষ্যমাণ উপকার কর্ত্তৃক বীজাদিরূপ ধর্ম্মী অধিকরণে উপকারান্তর অবশ্য আধেয় হওয়ায়, উপকারাধেয় বীজাতিশয়াশ্রিত অতিশয়-পরম্পরাপাত অবশ্যম্ভাবী হইলে, তৃতীয়া অনবস্থা-দুরবস্থা অপরিহার্য্যা। এই সকল অনবস্থা-দুরবস্থা-পরিহারার্থ যদি অক্ষণিক স্থায়ী ভাব হইতে অভিন্ন অতিশয় সহকারি-সলিলপবনাদিকর্ত্তৃক আধেয়রূপে অভ্যুপগত হয়, তাহা হইলে, অনতিশয়াত্মা প্রচীন-ভাব-নিবৃত্ত হওয়ায়,

কুর্ব্বদ্রূপাদি-পদ-বেদনীয় অন্য অতিশয়াত্মা ভাবজাত বা প্রবৃত্ত হইতেছে, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়; এবং এইরূপ স্বীকার করিলে, আমারও মনোরথ-দ্রুম অবশ্যই পত্রে, পুষ্পে ও ফলে পরম-রমণীয়-সৌন্দর্য্য-ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। অর্থাৎ অক্ষণিক স্থায়ী ভাব হইতে ব্যাপক ক্রমের ব্যাবর্ত্তমানতা-প্রদর্শন-দ্বারা ব্যাপ্য 'অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্বেরও ব্যাবর্ত্তন-প্রসাধন-পুরঃসর ক্ষণিক-বিজ্ঞান-পক্ষে তথাবিধ-সত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, ক্ষণ-ভঙ্গ-বাদ-পক্ষ দল-ফল-ভার-বশতঃ আনম্র-সুশিখা-সম্পন্ন-ঘন-চ্ছায়া-চ্ছন্ন স্ব-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাচার্য্য-রূপ-বহুল-কল-কূজদ্দ্বিজ-গণে পরিবৃত-বৃক্ষশোভার অনুকরণ পূর্ব্বক সকল-লোক-লোচনের উৎসব আনন্দ-সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই।

অব্যবহিত-পূর্ব্ব-গ্রন্থে প্রতিপাদিত-অর্থের দুর্ব্বোধতা-প্রযুক্ত, অথবা অধিক-পদার্থ-প্রদর্শন-মানসে আলোচিত-বিষয়ের যদি আচার্য্যান্তর-প্রদর্শিত-প্রণালী অনুসারে পুনরালোচনা করা হয়, তবে বোধ করি, স্থূণা-নিখননন্যায়ের অনুস্মরণকারী অভিজ্ঞ অধ্যেতৃ-মহোদয়-গণের নিকটে তাহা দোষ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। ক্রমাক্রমানাত্মক প্রকারান্তরের অসম্ভবনীয়তা-হেতুক অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-লক্ষণ সত্ত্ব ক্রম ও যৌগপদ্য এই উভয় দ্বারা ব্যাপ্ত। ক্রম অর্থাৎ অনেক অর্থ-ক্রিয়ার অনেক বা বিভিন্ন-কালতা এবং অক্রম বা যৌগপদ্য অর্থে এক-কালতা বুঝিতে হইবে। এই একানেক-লক্ষণ-প্রকার হইতে ক্ষণিক বা অক্ষণিক ভাবের অর্থ-ক্রিয়া-নির্ণয়ে অন্য-প্রকার না থাকায়, পরস্পর-বিরুদ্ধ ক্ষণিক বা অক্ষণিক-ভাব-দ্বয়ের মধ্যে একের প্রতিষেধে, অন্যের বিধেয়তা অবশ্যম্ভাবিনী। ভাব-সকলের অক্ষণিকতা-পক্ষে ক্রম সম্ভবপর নহে। কেন না, অক্ষণিক-ভাবের বর্ত্তমান অর্থ-ক্রিয়া-সম্পাদন-সময়ে অতীত ও অনাগত অর্থ-ক্রিয়া-বিষয়ে যদি সামর্থ্য স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, তাহার অবরোধ অসম্ভব। কর্ণান্তাকৃষ্ট-মণ্ডলীকৃত-কোদণ্ডের পূর্ণ-গুণ-বেগ-নির্ম্মুক্ত বৃক্ষ-বেধ-সমর্থ-সমীপাগত-তীক্ষ্ণাগ্র-বাণের বৃক্ষ-বেধন-লক্ষণা অর্থক্রিয়ার প্রতিরোধে কে সমর্থ? পর্ব্বতাকার-ঘোর-ঘন-ঘটায় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া, ধূলি-কঙ্কর-করকা-নিকর-বর্ষী

প্রবলপবন, প্রলয়-পয়োধি-নির্ঘোষানুকারী ঘন-ঘন-গভীর-গর্জ্জন, বজ্রাঘাত, প্রতপ্ত-জাম্বুনদ-রম্য-বর্ণে দীর্ঘ-বক্র-রেখাকারে সকল-লোক-লোচনের প্রভাপহারী বিদ্যুৎসম্পাতাদি-সহচরগণ-সমভিব্যাহারে বহু-শত-যোজন-ব্যাপী বিপুলায়তন-জলধর মুষলধারে বর্ষণোন্মুখ হইলে, কে তাহার গতিরোধ করিতে পারেন ? অতএব সমর্থের পরিক্ষেপ অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, এবং অসমর্থের কালান্তরেও অজনকত্ব-স্বভাবের অনতিক্রমণীয়তা-প্রযুক্ত, অক্ষণিকত্ব পক্ষে ক্রমসম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। ক্রমবৎ-সহকারি-লাভ-হেতুক অক্ষণিক ভাবের ক্রমিক কার্য্য-করণ আশঙ্কিত হইলে, দ্রষ্টব্য এই যে, সহকারিগণ অক্ষণিক-ভাবের উত্তরোত্তর-কার্য্যানুকূল-শক্তি-বিশেষ-রূপ অতিশয় উৎপাদন করে কি না ? অতিশয়ের অজনন-পক্ষে অকিঞ্চিৎ-করতা বশতঃ, সহকারিগণের অপেক্ষণীয়তা অপ্রসিদ্ধা। অতিশয়ের আরম্ভ-পক্ষে উক্ত অতিশয়ের স্থায়ীভাব হইতে ব্যতিরেক, অথবা অব্যতিরেক-প্রশ্নে, ব্যতিরেক-স্বীকারে, তাবৎ আগন্তুক অতিশয় হইতেই অন্বয় ও ব্যতিরেক সাহায্যে কার্য্যোৎপত্তি নিয়তা হইলে, অক্ষণিক-ভাবের হেতুত্ব আত্মলাভ করিতে পারে না। কারণ, অতিশয়ের অভাবে অক্ষণিক-ভাবের বর্ত্তমানতা কালীনা কার্য্যোৎপত্তি দেখা যায় না।

যদি বল, সহকারি-কৃত অতিশয়-সহিত অক্ষণিক-ভাবের কার্য্য-জনকতা স্বীকার করিতে হইবে ; পরন্তু কেবল-অক্ষণিক-ভাবের নহে, তাহা হইলে, পুনরপি জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সহকারি-কৃত অতিশয় অক্ষণিক-ভাবের অতিশয়ান্তর আরম্ভ করে কি না ? অনারম্ভ পক্ষে, কীদৃশী সহায়তা ? আরম্ভবাদে বা, পূর্ব্ব-প্রদর্শিত-বহুমুখী অনবস্থা-দূরবস্থার প্রতিক্রিয়া কি আছে ? একে ত সহকারিজন্য অতিশয়, তাহা আবার অক্ষণিক-ভাবের, ইহাও অতি সুন্দর কথা। প্রতিক্ষণ-পরিণাম-সম্পন্ন-ভাব-সকল ক্ষণমাত্রও পরিণাম-প্রাপ্ত না হইয়া, থাকিতে পারে না। পৃথিবী, সলিল ও অনিলাদি-সহকারি-গণ ভাবাধিকরণে অতিশয়ের আধানও করিবে, অথচ ভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন, বা পরিণাম ঘটিবে না, ইহা কি অমৃত-স্বাদু বাল-ভাষিত-মাত্র নহে ? পুনশ্চ,

সহকারি-জন্য-অতিশয়ের ভাব হইতে ভেদ-পক্ষে, অনুপকার্য্য এবং অনুপকারকের পরস্পর-সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে কিরূপে ? যদি অভিমত হয় যে, ভাব হইতে অভিন্ন-অতিশয় সহকারিগণ-কর্ত্তৃক কৃত হইয়া থাকে, তবে আমরা অবশ্য বলিব যে, এইরূপ বচন-বিন্যাসও সুপেশল নহে। কারণ, পূর্ব্বোৎপন্ন ভাবের পুনরুৎপত্তি কখনই সম্ভবপরা হইতে পারে না। যদি বল, পূর্ব্বোৎপন্ন অনতিশয়াত্মা ভাব নিবৃত্ত হইলে, অন্য অতিশয়াত্মা ভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ক্ষণিকত্ব-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। যদি প্রশ্ন হয় যে, ক্ষণিক-ভাবেরই বা সহকারি-গণ-কর্ত্তৃক কোন্ উপকার সাধিত হয় ? তবে উত্তর এই যে, সহকারি-গণ-কর্ত্তৃক ক্ষণিক-ভাবের কোন উপকারই সাধিত হয় না। যদি পুনরপি প্রশ্ন হয় যে, যদি সহকারিগণের দ্বারা কোনরূপ উপকারই সাধিত না হয়, তবে ক্ষণিক-ভাব-সকল কোন্ প্রয়োজন-সাধন উদ্দেশ্যে সহকারি-গণের অপেক্ষা করে ? তাহা হইলে, আমরা প্রশ্ন করিব, ক্ষণিক-ভাব-সকল যে সহকারি-গণের অপেক্ষা করে, তাহা কে বলিতেছে ? অন্ত্যাবস্থাভাবী প্রত্যেক-ক্ষণিক অর্থ-লক্ষণ-ভাব-সকল স্বতন্ত্রভাবে স্ব-স্ব-কার্য্য-জননে সম্পূর্ণ সমর্থ, তাহাদিগের আবার পরস্পরের প্রতি অপেক্ষা কি আছে ? তবে যে কার্য্যোৎপাদন-সময়ে পরস্পরের প্রতি প্রত্যাসন্ন হইয়া থাকে, অথবা গমন করে, সে কেবল উপসর্পণ-কারণের অবশ্যম্ভাব-নিয়ম-বশতঃ জানিতে হইবে, পরন্তু মিলিত হইয়া, কার্য্য-করণের জন্য নহে। কার্য্যোৎপাদনকালে যে ক্ষণ সকলের উপসর্পণ হেতু নিয়ম, তৎপ্রতি একমাত্র কারণ বস্তু-স্বাভাব্য।

পুনশ্চ, যদি প্রশ্ন হয় যে, প্রত্যেক-সমর্থ-হেতু-সকল প্রত্যেকে স্ব-স্ব-কার্য্য উৎপাদন করিবে; পরন্তু কি কারণে একই কার্য্য অনেক-হেতু মিলিত হইয়া, সম্পাদন করে ? তবে এরূপ স্থলেও, উত্তর প্রদান অবসরে, বক্তব্য এই যে, অপ্রত্যেকার্থ-নির্ব্বর্ত্তন-শীল যে সকল-কারণ আত্ম-স্বরূপ প্রস্তাবিত করে, কার্য্যসকলের তাদৃশ কারণ-কলাপই একমাত্র প্রষ্টব্য। পক্ষান্তরে আমরা কোনরূপ প্রশ্ন, বা পর্য্যনুযোগের উপযুক্ত নহি। কারণ, আমরা যথা-দৃষ্ট-বস্তু-স্বভাবের বক্তা মাত্র। পুনশ্চ যদি

প্রশ্ন হয় যে, একটীমাত্র কারণের সামর্থ্যে কৃত কার্য্যেরই কি অপর কারণ সকলে সম্পাদন করে ? তবে উত্তর এই যে, একই কারণের সামর্থ্যে কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান অপর কারণ সকলে করে না, কিন্তু একটী কারণ-কর্তৃক-ক্রিয়মাণ-কার্য্যেরই সম্পাদনে অপর-কারণ-সকল সহায়তা করিয়া থাকে। যদি বল, যে কার্য্যের সম্পাদনে একটী-মাত্র-কারণ সমর্থ, তাদৃশ-কার্য্য-জননে অপর-কারণ-সকলের উপযোগ কি আছে ? তবে আমরা বলিব, সত্য ; তাদৃশ কার্য্য-জননে অপর-কারণ-সকলের কোন উপযোগ নাই। পরন্তু ইহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, ঐ অপর-কারণ-সকল প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী নহে। যাহারা প্রেক্ষা-পূর্ব্বকারী, তাহাদিগেরই এইরূপ বিবেচনা সম্ভব যে, যেখানে একজনের সামর্থ্য-প্রয়োগে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সে স্থলে অপরের সামর্থ্য-প্রয়োগে আবশ্যক কি আছে ? সুতরাং কারণ-সকলের মধ্যে প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিতার নিতান্ত অভাব প্রযুক্ত, উক্তরূপ-বিবেচনা না থাকায়, একের কার্য্য-নির্ম্মাণ অবসরে, অপর-কারণ-কলাপ উদাসীন না থাকিয়া, সহায়তা-কল্পে অগ্রসর হইয়া থাকে।

যদি বল, একটী কার্য্য অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ প্রতিপাদন করা নিতান্ত দুর্ঘট, যেহেতু কারণ-ভেদের কার্য্য ভেদ-হেতুতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধতরা, তবে উত্তরে আমরা বলিব, সামগ্রী অর্থাৎ উপাদান-ভেদ-বশতই কার্য্যভেদ হইয়া থাকে, পরন্তু সহকারি-কারণ-ভেদ-বশতঃ কার্য্যের ভেদ সুপ্রসিদ্ধ নহে, কারণ, এককার্য্যকারিতার নামই সহ-কারিতা। অতএব ক্রমবিশিষ্ট ভাবসকলের ক্ষণিকত্ব পক্ষেই ক্রমসাহায্যে কার্য্য-করণ সুঘটিত। পক্ষান্তরে ভাব-সকলের অক্ষণিকত্ব-স্বীকারে ক্রম-পূর্ব্বক অর্থ-ক্রিয়া নিতান্ত দুর্ঘটতরা। এইরূপ অক্ষণিক-ভাব-সকলের যুগপৎ-অর্থক্রিয়া-করণও অত্যন্ত দুর্ঘট। কারণ, তাবৎ-কার্য্য-করণ-সমর্থ-স্বভাবের তাবৎ-কার্য্য-জননের উত্তর-কালেও নিবৃত্তি না হওয়ায়, সর্ব্বদা তাবৎ-কার্য্য-করণ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। যদি বল, কৃত-কার্য্যের পুনঃকরণ হইতে পারে না এবং তাবৎ-কার্য্য-করণ-সমর্থ-স্বভাবের অপর কোন কর্ত্তব্যও নাই, যেহেতু, নিখিল-কার্য্য-প্রপঞ্চ সকৃৎ-প্রযত্নাবলম্বনে পূর্ব্বে

ষ্কৃত হইয়াছে, অতএব অপর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট না থাকায়, তাবৎ-কার্য্য-করণ-সমর্থ-স্বভাব ক্ষণান্তরে আর কোন কার্য্য করে না; সুতরাং তাবৎ-কার্য্য-করণ-সমর্থ-স্বভাবের উত্তরকালে নিবৃত্তি না হইলেও, সর্ব্বদা তাবৎ-কার্য্য-করণ-প্রসঙ্গ বচন-মাত্রে পরিণত হইতেছে, তবে উক্তরূপা আপত্তির পরিহারার্থ আমরা বলিব, যদি তাবৎ-কার্য্য-করণ-সমর্থ-স্বভাব প্রথম-প্রযত্ন-সাহায্যে নিখিল-কার্য্য-পদার্থ রচিত হওয়ায়, উত্তরকালে আর কোন কার্য্য না করে, তবে সমস্ত অর্থ-ক্রিয়ার বিরহ-প্রযুক্ত, উক্তস্বভাবের অসত্ত্বাপাত অবশ্যম্ভাবী। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-অনুসারে ব্যাপক ক্রম ও যৌগপদ্যের অনুপলম্ভ প্রযুক্ত অক্ষণিকভাব হইতে নিবর্ত্তমান সত্ত্ব ক্ষণিকভাবমাত্রে ব্যবস্থিত হইতেছে। "তথা চ সতি সুলভং ক্ষণিকত্বানুমানং যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, সন্তি চ দ্বাদশায়তনানীতি।"

শ্রীশিবমহিম্নঃ স্তোত্রান্তর্গত-"সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং", এই নবম-শ্লোকাংশ-সাহায্যে উপন্যস্ত-সর্ব্ব-ক্ষণিকতাবাদ-লক্ষণ-বৌদ্ধ-দর্শনের অভিমতা সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বেদান্ত, সাংখ্য ও বৈশেষিকাদি-দর্শন-শাস্ত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রদর্শিতা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার ন্যায় পৌর্ব্বাপৌর্য্য-ক্রমে সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীশ্রী-বিশ্বনাথের ইচ্ছায় বহু অনুসন্ধানেও সর্ব্বজ্ঞভগবৎ-সুগতদেবোপদিষ্ট, অথবা তৎসমসাময়িক-বৌদ্ধাচার্য্য বা শিষ্য-প্রণীত-পূর্ণাবয়ব-মৌলিক-লঙ্কাবতার-সূত্রাদি-প্রামাণিক-বৌদ্ধ-দর্শন-গ্রন্থ সুলভ না হওয়ায়, ব্রহ্ম-সূত্র-শাঙ্কর-ভাষ্য, রত্নপ্রভা, ভামতী, বেদান্তকল্পতরু, মুক্তাবলী, দিনকরী, রামরুদ্রী, প্রশস্তপাদভাষ্য, ন্যায়কন্দলী, ও সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ-প্রভৃতিউচ্চাঙ্গআস্তিক-দর্শন-গ্রন্থের সাহায্যে আবশ্যকমত, যত-দূর সম্ভব, সাধ্যানুসারে সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সর্ব্ব-ক্ষণিকতা-বাদসমর্থন-কল্পে নাতিবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিত হইলেও, মানস পরিতৃপ্ত না হওয়ায়, উপযুক্ত উপকরণের অভাবে, অপ্রসন্ন অন্তঃ-করণে কথঞ্চিৎ চিত্ত-সন্তোষ-সাধনার্থ অশেষকল্যাণ-কর শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীচরণ-যুগল স্মরণ করিয়া, আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব। আশা করি, অভিজ্ঞ পাঠক-মহোদয়গণ আমাকে অবসর-প্রদানে

কাতরতা প্রকাশ করিবেন না। আমি এই বেদ-বাহ্য-সর্ব্বক্ষণিকত্বা-বাদ-বিবরণ হইতে অচিরে বিরত হইবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

অনন্তরাতীতগ্রন্থে ব্যাপকক্রম ও যৌগপদ্য অর্থাৎ অক্রমের অনুপলম্ভ-প্রযুক্ত অক্ষণিক-ভাব হইতে নিবর্ত্তমান সত্ত্বের ক্ষণিক-ভাবে ব্যবস্থাপন-প্রসঙ্গে ক্ষণিকত্বানুমানের মূলীভূত "যৎ সৎ, তৎ ক্ষণিকং", অর্থাৎ যেটী সৎ, সেইটীই ক্ষণিক, এইরূপ ব্যাপ্তি প্রদর্শিতা হইয়াছে। উক্তরূপ-ব্যাপ্তিপ্রদর্শনের প্রয়োজন এই যে, তথাবিধ-ব্যাপ্তি-জ্ঞান-সাহায্যে জগতের ক্ষণিকতা অবধৃতা হইয়া থাকে। জগতের ক্ষণিকত্বাবধারণ করিতে হইলে, তদনুরোধ-বশতঃ কুর্ব্বদ্রূপত্ব এবং কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপেই কার্য্যের প্রতি হেতুত্ব-কল্পনা অত্যন্ত আবশ্যকী। কারণ, পরিকৃষ্ট-ক্ষেত্রস্থ-বীজ হইতেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কুসূলস্থবীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। অতএব অঙ্কুরত্বরূপ অবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অঙ্কুর, অথবা কার্য্যত্বরূপ অবচ্ছেদক-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-কার্য্য-মাত্রের প্রতি কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপেই হেতুত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। কুর্ব্বদ্রূপত্ব অর্থে অঙ্কুর বা কার্য্যজনকতাবচ্ছেদকত্বরূপে সিদ্ধ-জাতি বিশেষ অর্থাৎ অঙ্কুরাদির উপধায়ক ক্ষণিক-বীজাদি-ব্যক্তি-মাত্র-বৃত্তি জাতি বুঝিতে হইবে। যেমন অঙ্কুরোৎপত্তি-স্থলে অঙ্কুর-জনকতাবচ্ছেদকত্বরূপে সিদ্ধ ফলোপধায়ক ক্ষণিক-সমর্থ-বীজ-মাত্র-বৃত্তি বীজত্ব-ব্যাপ্য জাতি-বিশেষ-লক্ষণ-কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপে হেতুতা কল্পিতা হইতেছে, সেইরূপ উত্তরোত্তর শরীরে উৎপত্তি-লক্ষণ-বাসনা-সংক্রম-স্থলেও কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপেই পূর্ব্ব-ক্ষণিক-শরীর-সকলে উত্তরোত্তর-শরীর-নিষ্ঠ-বাসনোৎপাদকত্ব অবগত হইতে হইবে। যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, "যৎ সৎ, তৎ ক্ষণিকং" এই ব্যাপ্তি-সিদ্ধি হইলে, জগতের ক্ষণিকতা, ক্ষণিকত্বানুরোধে কুর্ব্বদ্রূপতা এবং কুর্ব্বদ্রূপত্ব-রূপে কার্য্যের প্রতি হেতুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে; পরন্তু তথাবিধা ব্যাপ্তির প্রতিই কোনরূপ প্রমাণ নাই, তবে উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারকল্পে আমরা বলিব যে, "জগদ্যদি ক্ষণিকং ন স্যাৎ, তদা নানাকারণতা-কল্পনারূপ-গৌরবোপধায়কং স্যাৎ" অর্থাৎ জগৎ যদি ক্ষণিক না হয়, তবে অবশ্যই নানা-কারণতা-কল্পনা-রূপ গৌরবের উৎপাদক হইবে,

এই অনুকূল তর্কই উক্ত-ব্যাপ্তি-বিষয়ে একমাত্র প্রয়োজক বা প্রমাণস্বরূপ।

পুনশ্চ, তাদৃশী ব্যাপ্তির অস্বীকারে কুসূলস্থ বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি-বারণার্থ ধরণি-সলিল-সংযোগাদির সহকারিত্ব-কল্পনা করিতে হইলে, গৌরবান্তরপ্রসক্তি অপরিহার্য্যা। পক্ষান্তরে তাদৃশী ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে, কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপে হেতুত্ব-কল্পনা-প্রযুক্ত কুসূলস্থ বীজে কুর্ব্বদ্রূপত্বা-ভাব বশতই অঙ্কুরের অনুপপত্তি, বা অনুৎপত্তি সাধিতা হইলে, আর কারণান্তর সকলের সহকারিতা-কল্পনা করিতে হইবে না। সুতরাং লাঘব-প্রযুক্ত উক্তরূপা ব্যাপ্তি স্বীকার করাই যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে। পুনশ্চ, এরূপ অভিভাষণও যুক্তি-সঙ্গত নহে যে, ক্ষণিকত্বমতেও বীজের ? অথবা ধরণি-সলিল-সংযোগাদির কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপে হেতুতা স্বীকার করিতে হইবে ? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বিনিগমনা-বিরহ-প্রযুক্ত বীজের এবং ধরণি-সলিল-সংযোগাদি-সহকারি-সকলের কারণত্ব-কল্পনা নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায়, ফলতঃ নানাকারণকল্পনরূপ গৌরবরৌরব-নিপাত অবশ্যম্ভাবী। অতএব অক্ষণিকত্ব-মতে বীজাদি-কারণ-বিষয়ে সহকারি-সমবধানে অঙ্কুরের উৎপত্তি এবং সহকারি-কারণের অসমবধানে অঙ্কুরের অনুৎপত্তি, অর্থাৎ কোন বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি এবং কোন বীজ হইতে নহে, এবংবিধ নিয়মোপপত্তি সম্ভবপরা হইলে, কুর্ব্বদ্রূপত্ব-কল্পনার কোন প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে না। কারণ, উক্তরূপ অভিভাষণের অযুক্ততা-প্রতিপাদন-কল্পে ক্ষণিকত্ব-মতে এই পর্য্যন্ত কথন করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অঙ্কুরের প্রতি বীজসকলের, অথবা ধরণি-সলিল-সংযোগাদি-সহকারিগণের কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপেই হেতুত্ব-কল্পনা করিতে হইবে। কুর্ব্বদ্রূপত্বানঙ্গীকার-পক্ষে বীজত্ব-ধরণি-সলিল-সংযোগত্বাদি-নানা-হেতুত্ব-কল্পনে গৌরবরৌরবনিপাত নিতান্ত অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে ক্ষণিকত্বমতে কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপে বীজ, বা ধরণি-সলিল-সংযোগাদি-সকলের কারণত্ব কল্পিত হইলেও কারণতা একই ; পরন্তু অক্ষণিকত্বমতে নানা-কারণতা কল্পনীয়া হইলে গৌরব-নিবারণে কেহই সমর্থ নহেন। যদি আপত্তি হয় যে, ঈদৃশ অর্থাৎ কতিপয়-কারণতা-কল্পনা-গৌরবাপেক্ষা

ক্ষণিক অনন্ত-পদার্থ-কল্পনে প্রসক্ত অতিগৌরবের পরিহার অত্যন্ত অসম্ভব, তবে আমরা বলিব, লাঘব-প্রযুক্ত কুর্ব্বদ্রূপত্বরূপে পূর্ব্ব-কথিত-কারণ-সকলের একহেতুত্ব সিদ্ধ হইলে, ফলমুখত্ব-প্রযুক্ত ক্ষণিক অনন্ত-পদার্থ-কল্পনা-লক্ষণ ঈদৃশ গৌরব দোষের কারণ নহে। কিঞ্চ, জগতের ক্ষণিকত্ব-পক্ষে এতৎকালীন ঘটে পূর্ব্বকালীন ঘটাভেদের অভাব বশতঃ "স এবায়ং ঘটঃ" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তি প্রত্যুপস্থাপিতা হইতে পারে না। কারণ, যদিচ এতৎকালীন ঘটে পূর্ব্বকালীন ঘটাভেদের অভাব আছে সত্য, তথাপি পূর্ব্বকালীন ঘটজাতীয়ের অভেদবিষয়িণী তাদৃশী প্রত্যভিজ্ঞা-প্রতীতির উপপত্তি-বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধকের অবতারণা অত্যন্ত অসুখকরী। মুণ্ডিত মস্তকে পুনরুৎপন্ন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ প্রস্তুত-বিষয়ে প্রকৃষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-গণের মতে ক্ষণিকত্ব-পক্ষ-সমর্থন-কল্পে ব্যাপক ক্রম ও অক্রম প্রধান ও পরম অবলম্বন। অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণ সত্ত্ব ক্রম ও অক্রমের ব্যাপ্য হওয়ায়, ক্ষণিকত্ব ও অক্ষণিকত্বরূপ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে পক্ষ হইতে ক্রম এবং অক্রম ব্যাবর্ত্তমান হইবে, সেই পক্ষ হইতে সত্ত্বেরও ব্যাবর্ত্তন-সাধন-পূর্ব্বক পক্ষান্তরে সত্ত্বের ব্যবস্থাপন করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। গতগ্রন্থে অক্ষণিক স্থায়ী ভাব হইতে ক্রমাক্রমের ব্যাবর্ত্তমানতা-প্রদর্শন-পুরঃসর অর্থক্রিয়ারও ব্যাবর্ত্তন-সমর্থন দ্বারা ক্ষণিকত্বপক্ষে সত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অতএব অক্ষ-ণিকভাবের অর্থক্রিয়া যে নিতান্ত দুর্ঘটা, তাহা স্বতন্ত্রভাবে বলিবার যদিচ কোন আবশ্যক নাই, তথাপি বিরলপ্রচার অপ্রচলিত অসাধারণ-দুর্জ্ঞেয়-দার্শনিক-তত্ত্বের অনায়াসে অববোধ উৎপাদনার্থ পুনরনুশীলন অসঙ্গত হইবে না, বিবেচনা করিয়া, ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্যের উদ্ভাবিতপ্রক্রিয়া অনুসরণে সংক্ষেপে আলোচিত অক্রম সাহায্যে অক্ষণিকভাবের অর্থক্রিয়ার দুর্ঘটমানতা-বিষয়ে মাধবাচার্য্য-প্রদর্শিত-রীতি আশ্রয়ে অল্পীয়সী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ক্রমসাহায্যে অক্ষ-ণিক-ভাবের দুর্ঘটা অর্থক্রিয়া অক্রম-সাহায্যেও সুঘটিতা হইতে পারে না। কারণ, অক্ষণিকের দুর্ব্বলা অর্থক্রিয়া বিকল্পভারসহনে একান্ত

অসমর্থা। যাঁহারা অক্ষণিক স্থায়ী ভাবের অক্রম-সহায়তায় অর্থ-ক্রিয়া-সমর্থনে নিতান্ত সমুৎসুক, তাঁহাদিগের প্রতি প্রশ্ন হইতেছে যে, অক্ষণিক স্থায়ী ভাবের যুগপৎ-সকল-কার্য্যকরণ-সমর্থ-স্বভাব বর্ত্তমান কালের ন্যায় উত্তরকালে সমনুবর্ত্তন করে কি না? যদি প্রথমপক্ষ রুচিসঙ্গত হয়, তবে অবশ্যই বর্ত্তমানকালে যেমন স্বভাবের যুগপৎ-সকল-কার্য্য-করণ-সামর্থ্য কল্পিত হইতেছে, সেইরূপ কালান্তরেও তাবৎ-কার্য্য-করণ-প্রসঙ্গ আপতিত হইতেছে। কারণ, স্বভাব সতত অনপায়ী; সলিলের শীততা, অনলের উষ্ণতা, আদিত্যের আতপ, চন্দ্রের চন্দ্রিকা ও আকাশাদির অবকাশাদি স্বভাব কখনও অপগত হইবার নহে, স্বভাবের অপগমে বস্তুর বিনাশ সুপ্রসিদ্ধ। যদি অক্ষণিক স্থায়ী ভাব-নিবহের যুগপৎ-সকল-কার্য্য-করণ-সমর্থ-স্বভাব বর্ত্তমান-কল্পীয়-সর্গাদ্যকালে স্থির-চর-সুর-নর-গিরি-সমুদ্রাদি-সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-বিরচনার অনন্তর কালান্তরেও অনুবৃত্ত-সম্পন্ন হয়, তবে দেব, মনুষ্য, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, কাষ্ঠ, শিলা, তৃণ, ঘট ও পটাদি নানা সংস্থানের সমষ্টিভূত অনন্ত-বিচিত্র-বিশ্ব-প্রপঞ্চের নিরন্তর বিনির্ম্মাণ করিবে না কেন? তৃণ-পর্ণাদি-রচিত-শত-চ্ছিদ্র-সমন্বিত-কুটীরবাসী দীনাতি-দীন হইতে আরম্ভ করিয়া, মানুষানন্দের চরম-সীমা-প্রাপ্ত সর্ব্ব-ভোগতঃ সুতৃপ্ত আনন্দৈকমূর্ত্তি-সার্ব্বভৌম-মহারাজ পর্য্যন্ত, অথবা ক্রিমি, কীট, শৃগাল, সারমেয়াদি হইতে সিংহ-শরভ-পর্য্যন্ত জীবনিচয় যেমন প্রকৃতি-প্রতি-রোধের অসম্ভবনীয়তা প্রযুক্ত প্রতিদিন স্বভাবানুমত স্ব-স্ব-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে, অক্ষণিক স্থায়ী ভাবের যুগপৎ সকল-কার্য্যকরণ-সমর্থ-স্বভাবও সেইরূপ প্রতিদিন একটী একটী ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতে অবশ্য বাধ্য, কারণ, স্বভাব অনপায়ী।

দ্বিতীয় পক্ষাভিপ্রায়ে যদি বল, দীনাতিদীন হইতে মহারাজ পর্য্যন্ত, অথবা ক্রিমি, কীট হইতে সিংহ, শরভ পর্য্যন্ত, জীবমাত্রেই এইটী আমার ইষ্ট, এইটী আমার করণীয়, এইরূপ জ্ঞান-কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াই, কার্য্য-ক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে; পরন্তু ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অভাবে কেহই কোন কার্য্য করে না, ইহা যেমন সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ অক্ষণিক

স্থায়ী ভাবও কৃতের করণ সম্ভবপর না হওয়ায় এবং সমুদায় কার্য্য সকৃৎপ্রযত্নাবলম্বনে সম্পাদিত হওয়ায়, কর্ত্তব্যান্তরের অবিদ্যমানতা বশতঃ উত্তরকালে অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক অপর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না, তবে কি এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না যে, অর্থক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণ সত্ত্ব ব্যবস্থিত হইলে, অক্ষণিক স্থায়ী ভাবের উত্তরকালে সমস্ত অর্থ-ক্রিয়া-বিরহপ্রযুক্ত অসত্ত্বাপাত অনিবার্য্য হইবে না কেন? এবং উক্তপ্রক্রিয়ানুসারে অভাব-গ্রস্ত-ভাবের স্থায়িত্ব-বৃত্তি-বিষয়িণী আশা মূষিক-ভক্ষিত বীজাদি অধিকরণে অঙ্কুরাদি-জনন-প্রার্থনার অনুকরণ করিবে না কেন? পুনশ্চ, স্থির-পদার্থাঙ্গীকার-পক্ষে, একই পদার্থে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য স্বীকৃত হইলে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশবশতঃ পদার্থের ভেদ অবশ্যম্ভাবী। যে কোন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্ত-পদার্থ-মাত্রই পরস্পর ভিন্ন বা নানা, যেমন শীত ও উষ্ণ। অক্ষণিকভাবের যুগপৎ সকলকার্য্য-করণ-সমর্থ-স্বভাব যদি বর্ত্তমানকালেই নিখিলকার্য্যবৈচিত্র্য সম্পাদন করে এবং উত্তরকালে অননুবর্ত্তনবশতঃ কোন কার্য্য না করে, তবে বর্ষণ-সামর্থ্য-সম্পন্ন মেঘ যেমন মুষলধারে বারিবর্ষণের অনন্তর নিবৃত্ত হইলে পুনরপি তথাভূত বারিবর্ষণে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্ততা প্রতীতা হওয়ায় নানাত্ব বা ভিন্নত্ব ভজন করে, সেইরূপ জলধরে সিদ্ধ-প্রতিবন্ধ-বলে অক্ষণিক ভাবেরও বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্ততা প্রযুক্ত নানাত্ব বা ভিন্নত্ব অবশ্যম্ভাবী। যদি বল, স্থির-পদার্থাঙ্গীকারে একই পদার্থে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য-লক্ষণবিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব, ইতরথা অর্থাৎ একই পদার্থে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ স্বীকার করিলে, বিরোধ নিতরাং দুরুপপন্ন হওয়ায়, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাধ্যস্তত্ব-লক্ষণ হেতুর অসিদ্ধি অনিবার্য্যা, তবে উত্তরদানাবসরে আমরা বলিব, বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তত্বলক্ষণ হেতু অসিদ্ধ নহে। কারণ, একই পদার্থে এককালাবচ্ছেদে সামর্থ্য ও তদভাবের বিরুদ্ধতা প্রমাণ-সিদ্ধা হইলেও, স্থির-পদার্থে কালভেদে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য প্রসঙ্গ এবং তদ্বিপর্য্যয়-সিদ্ধ। তন্মধ্যে অসামর্থ্য-সাধক-প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গ-বিপর্য্যয় পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে। অধুনা সামর্থ্য-সাধক-প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গ-ব্যত্যয় কথন করিতেছি। যে পদার্থ যে কালে যে কার্য্যের জননে অসমর্থ, সেই

পদার্থ সেই কালে সেই কার্য্যের উৎপাদন করে না; যেমন শিলা-শকল অঙ্কুর-জননে কদাপি সমর্থ নহে, তদ্রূপ এই অক্ষণিকভাবও বর্ত্তমান অর্থ-ক্রিয়া-করণ-কালে অতীত ও অনাগত অর্থ-ক্রিয়া-সম্পাদনে নিতান্ত অসমর্থ। বৌদ্ধনয়ে ইহাকে প্রসঙ্গানুমান বলা হইয়াছে।

পুনশ্চ, যে কারণ-পদার্থ যে কালে যে কার্য্যসম্পাদন করে, সেই কারণ-পদার্থ সেই কালে তাদৃশ কার্য্যজননে সম্পূর্ণ সমর্থ, যেমন সামগ্রী স্বকার্য্যের প্রতি। এইরূপ অক্ষণিকভাবও অতীত এবং অনাগতকালে তৎতৎ-কালবর্ত্তিনী অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, বৌদ্ধমতে ইহাকে প্রসঙ্গ-ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয়ানুমান বলা হইয়াছে। অতএব বিপক্ষে অর্থাৎ অক্ষণি-কত্ব-পক্ষে ক্রম ও যৌগপদ্য-ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন দ্বারা ব্যাপকানুপলম্ভবশতঃ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি অধিগতা হওয়ায় এবং প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গ-বিপর্য্যয়বলে অন্বয়ব্যাপ্তি গৃহীতা হওয়ায়, একমাত্র ক্ষণিকত্ব-পক্ষেই অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণ সত্ব ব্যবস্থিত হইতেছে। অতএব নিঃসংকোচে ভগবদ্‌গোবিন্দানন্দা-ভিধ ভাষ্যরত্নপ্রভাকারের বিদ্যুৎ, ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্যের পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃ ও বুদ্ধি এই দ্বাদশায়তন, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-কার মাধবাচার্য্যের জলধরপটল এবং জ্ঞানশ্রী নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধা-চার্য্যের জলধর-দৃষ্টান্তাবলম্বনে জ্ঞানশ্রী আচার্য্যের পদ্যময় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, যথা জলধরঃ, সন্তশ্চ ভাবা অমী, সত্তাশক্তিরিহার্থকর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা। নাপ্যেকৈব বিধান্যথাপরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ, দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসঙ্গ-তিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি।" অর্থাৎ যেটী সদ্‌ভূত পদার্থ, তাহাই ক্ষণিক, দৃষ্টান্ত যেমন জলধর, এই সকল ভাবও সদ্‌ভূত পরিদৃষ্ট হইতেছে। সত্তা অর্থে অর্থক্রিয়াবিষয়ে শক্তি অর্থাৎ সামর্থ্য বুঝিতে হইবে, অনুমিতিবশে ঐ সত্তাশক্তি ক্ষণিকভাবেই আত্মলাভ করিতেছে, পক্ষান্তরে সিদ্ধস্থির অর্থাৎ অক্ষণিক ভাবসকলে কদাপি স্বরূপলাভে সমর্থ নহে। কণ-ভক্ষ ও অক্ষচরণ সিদ্ধান্তানুসারে একই প্রকার অবলম্বন করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। অন্যথা যদি অক্ষপাদ ও কণাদ-মতানুসারে সত্তাসামান্য-যোগিত্ব-লক্ষণ-সত্বের সাধনকল্পে উক্তরূপ একই

প্রকার অবলম্বিত হয়, তবে পরকৃতকর্ম্ম-সাহায্যে অপরাপরেরও ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হইতে পারে। অতএব দ্বিবিধ-প্রকারসমাশ্রয়ণেই সিদ্ধ অর্থাৎ স্থির-পক্ষে বিশ্রান্তিলাভে অসমর্থতা প্রযুক্ত অর্থ-ক্রিয়া-বিষয়ে সামর্থ্য-রূপিণী সত্তা-শক্তি অথবা ক্ষণ-ভঙ্গ-সঙ্গতি সাধ্য অর্থাৎ অস্থির-ক্ষণিক-ভাবাধিকরণে নিরন্তর বিশ্রামলাভে সমর্থা হইতেছে।

শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের শ্রী-মহিমার বিশিষ্ট-বিকাশ-সাধন-কল্পে সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-সাগরে অবগাহন-কুশল পৌষ্পদন্ত-হৃদয়ের ভক্তি-পূর্ণ-ভাব-বেগবশে উপন্যস্ত "সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং" এই নবম-শ্লোকীয় আদ্যচরণের অন্তিমাংশ-প্রতিপাদ্য-সর্ব্বক্ষণিকতা-বাদের বিবরণ অবসরে "সকলমিদং" পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের রচনা-প্রকার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক "অধ্রুবং" পদার্থ-সমর্থন-সময়ে ক্রম ও অক্রম বা যৌগপদ্য, এই দ্বিবিধ-প্রকারাবলম্বনেই, অথবা স্থিরত্ব-পক্ষে নানাত্ব-রূপে এবং অস্থিরত্ব-পক্ষে একবিধত্বরূপে, প্রকার-দ্বয়-সাহায্যেই ক্ষণ-ভঙ্গ-সঙ্গতি সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্ব, সাধ্য-পক্ষে সমাহিত বা বিশ্রান্ত হইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহর্ষি গৌতম ও কণাদানুমত সত্তা-সামান্য-যোগিত্ব-লক্ষণ সত্ত্ব নিরাকৃত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব-লক্ষণ সুগত-সম্মত-সত্ত্বের ব্যাকুলীভাব বিদূরিত হইবার নহে। অতএব সুগতদেব-সম্মত সত্ত্বের অব্যাকুলতা-সম্পাদন ও প্রশস্ত-পাদাভিমত-সত্তা-সামান্য-যোগিত্ব-লক্ষণ সত্ত্বের নিরাকরণার্থ, অথচ অভিজ্ঞ অধ্যেতৃ-বর্গের বোধ-সৌকর্য্যসম্পাদনকল্পে প্রসঙ্গাগত-সত্তা-সামান্যের আবশ্যকমত কিঞ্চিৎ বিবরণ বোধ করি অন্যায়-সঙ্গত-রূপে প্রতিভাত হইবে না। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত-শাস্ত্রার্থে সাগরস্থানীয় শ্রীশঙ্করদেবের দূত-পদাভিষিক্ত-গন্ধর্ব্ব-রাজ-পুষ্পদন্ত-প্রণীত শ্রীশিবমহিম্নঃ-স্তোত্রের অগাধতার আলোচনায় মনঃ-সন্নিবেশ-পুরঃসর বিষয়-সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গের মানস-মোহনী রমণীয়তা অবলোকনে পাঠকমহোদয়গণ চিত্ত-স্থৈর্য্য-সম্পাদনে যত্ন-পরায়ণ হইলেই, আমি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারি। বৈশেষিকগণের অভিপ্রেত সামান্য পর ও অপর-ভেদে দ্বিবিধ। উক্ত দ্বিবিধ সামান্যই অনুবৃত্তি-প্রত্যয়ের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ অত্যন্ত-ব্যাবৃত্ত পরস্পর-ভিন্ন পিণ্ড,

বা সংস্থান সকলের যে কারণ-বশে অন্যোহন্যস্বরূপানুগম প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাকেই চতুর্থ পদার্থ সামান্যরূপে অবগত হইতে হইবে। তন্মধ্যে কাহাকে পরসামান্য বলা যায়? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উপস্থিতি হইলে, তৎপ্রশমার্থ বলিতে হইবে যে, দ্রব্যত্ব ও গুণত্বাদি জাতিকে অপেক্ষা করিয়া, যে জাতি অধিক-দেশে, বা বহু-বিষয়ে বৃত্তিসম্পন্না, মহা-বিষয়ত্ব প্রযুক্ত তাহাকেই পরসত্তা, অথবা কেবলমাত্র অনুবৃত্তিরই হেতুতা বশতঃ পরসামান্যরূপে জানিতে হইবে। পুনশ্চ পরভিন্না যে জাতি অল্পদেশে, বা অল্পবিষয়ে বৃত্তিসম্পন্না, অল্প-বিষয়ত্ব-প্রযুক্ত তাহাকে অপরসত্তা, বা অপর-সামান্যরূপে জানিতে হইবে। এই দ্রব্যত্বাদি-জাতি অপর-সামান্যরূপে অভিহিতা হইয়াও, স্ব-স্ব আশ্রয় সকলের বিজাতীয়-গুণাদি-পদার্থ-সকল হইতে ব্যাবৃত্তি-হেতুত্ব-বশে বিশেষাখ্যাও লাভ করিয়া থাকে।

উদ্দেশ-প্রকরণানুসারে সাধারণতঃ সামান্য-পদার্থের স্বরূপ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পরাপর-সামান্য-নিরূপণ-প্রকরণানুসারে কিঞ্চিৎ বক্তব্যের অবতারণা করিতে হইবে, নচেৎ বিষয়টী সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে না। বৈশেষিকাভিমত-সামান্য-পদার্থের লক্ষণ-ঘটক স্ববিষয়সর্ব্বগত, অভিন্নাত্মক, অনেক-বৃত্তি এবং "একদ্বিবহুষু আত্মস্বরূপানুগম-প্রত্যয়কারি" এই চারিটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে যাঁহারা সামান্য-পদার্থের সর্ব্ব-সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মত-প্রতিষেধার্থ পূজ্যপাদ-প্রশস্ত-পাদাচার্য্য স্ব-বিষয়-সর্ব্বগত এই বিশেষণ গ্রহণ করিয়াছেন। যে সামান্য যে পিণ্ডাধিকরণে প্রতীত হয়, সেই পিণ্ড বা দেহাদিসংস্থান সেই সামান্যের স্বীয় বিষয়, তথাভূত পিণ্ডাধিকরণে সর্ব্বাংশে গত অর্থাৎ সমবেত, ইহাই উক্ত বিশেষণের অর্থ। স্ব-বিষয়-সর্ব্বগতত্ব-সমর্থনকল্পে যুক্তি এই যে, পিণ্ডের সর্ব্বাংশেই সৎ সৎ এইরূপ প্রত্যয়ানুবৃত্তি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সামান্যের সর্ব্বপদার্থের সর্ব্বাংশে সমবেতত্বাভাব-বিষয়ে অনুপলব্ধিই একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তথা সামান্য অভিন্নাত্মক অর্থাৎ অভিন্ন স্বভাব। তাৎপর্য্য এই যে, যে স্বভাবে একত্র পিণ্ডাধিকরণে সামান্য বৃত্তি লাভ করে, তাদৃশ স্বভাবেই পিণ্ডান্তরেও

বৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, পিণ্ডান্তরে সামান্যপ্রত্যয়ের কোনরূপ বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ অনেকবৃত্তি অর্থাৎ অনেকপিণ্ডে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিবিশিষ্ট। অভিন্নস্বভাব হইয়াও, অনেকত্র বৃত্তিসম্পন্ন, ইহা প্রতীতি-সামর্থ্যেই সমর্থন-যোগ্য। কারণ, প্রমাণাবগত অর্থে কোনরূপ অনুপপত্তিসম্ভাবনা সুদূরপরাহতা।

যদি আশঙ্কা হয় যে, দ্বিত্বাদিও অভিন্নস্বভাব হইয়া, অনেকত্র বৃত্তিলাভ করে, সুতরাং দ্বিত্বাদি হইতে সামান্যের কোন বিশেষ লব্ধ হইতেছে না, তবে পরিহার এই যে, সামান্য পদার্থ "একদ্বিবহুষু" আত্মস্বরূপানুগমপ্রত্যয়কারী। অর্থাৎ সামান্য-পদার্থ একমাত্র পিণ্ডে, অথবা পিণ্ডদ্বয়ে, কিম্বা বহু পিণ্ডে আত্মস্বরূপানুগম-প্রত্যয়-সম্পাদন করিয়া থাকে। একটী গোপিণ্ডের, দুইটী গোপিণ্ডের, অথবা বহু-গোপিণ্ডের উপলম্ভ হইলে, "গৌঃ" এইরূপ প্রত্যয়েরই সদ্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু দ্বিত্বাদি-বিষয়ে ঐরূপ প্রত্যয়ের সদ্ভাব দেখা যায় না। অতএব দ্বিত্ব ও সামান্যের মধ্যে মহান্ বিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। ফলতঃ এইরূপ লক্ষণার্থ পরিনিষ্পন্ন হইতেছে যে, অনেক-পিণ্ডে বৃত্তিত্ব সম্পন্ন হইয়াও, যে পদার্থ একপিণ্ডে, পিণ্ডদ্বয়ে, অথবা বহুপিণ্ডে, আত্মস্বরূপানুগম-প্রত্যয় সম্পাদন করে, তাহাই আত্মস্বরূপানুগম-প্রত্যয়ের কারণ-স্থানীয় সামান্য-পদার্থ। সামান্য পদার্থের অপর বিবরণ এই যে, এক গোপিণ্ডে যাদৃশ স্বরূপ, অন্য সকল গোপিণ্ডেও সেই একই স্বরূপ। অতএব পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-গো-পিণ্ডস্থ স্বরূপ হইতে অভেদাবলম্বনে অন্য আধার সকলে প্রবন্ধ বা অনুপরম অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গোপিণ্ডের অপরিত্যাগ পূর্ব্বক "তত্র তত্র" বর্ত্তমান হইয়া, যে সদনুবৃত্তিপ্রত্যয়-কারণ, অর্থাৎ স্বরূপানুগম প্রতীতিকারণ হইবে, তাহাকেই সামান্য পদার্থরূপে অবগত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি "কথং" অর্থাৎ কিরূপে অনেক-পিণ্ডে সামান্যের বৃত্তি জ্ঞাতা বা অবগতা হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন করেন, তবে উত্তর এই যে, "পিণ্ডং পিণ্ডং প্রতি" অর্থাৎ প্রতি গবাদি-পিণ্ডে গোত্বাদি-সত্তা-সামান্যের অপেক্ষা পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-লক্ষণ-ব্যাপার-প্রবন্ধবশে যেরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশী রীতি অনুসারে

জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, যে অভ্যাসপ্রত্যয়, অর্থাৎ প্রতীতি উপস্থিতা হয়, তজ্জনিত-সংস্কার হইতে অতীত-জ্ঞান-প্রবন্ধের, অর্থাৎ জ্ঞান-প্রবাহের প্রত্যবেক্ষণ অর্থাৎ স্মরণ হওয়ায়, যেটী অনুগত রহিয়াছে, অর্থাৎ যাহার অনুবৃত্তিবশতঃ উক্তরূপ-স্মরণ উপস্থিত হয়, তাহাকেই সামান্যরূপে অবগত হইতে হইবে। যদ্যপি পুনরপি প্রশ্ন হয়, "কিমুক্তং স্যাৎ" ? অর্থাৎ উক্ত-বাক্য-প্রবন্ধ-সাহায্যে কি উক্ত হইল ? তবে উত্তরে আমরা বলিব, এক-পিণ্ডাধিকরণে সামান্য উপলম্ভের অনন্তর, পিণ্ডান্তরে সেই সামান্যের প্রত্যভিজ্ঞান প্রযুক্ত, একরূপ-সামান্যের অনেক-বৃত্তিত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব যদি কেহ একের অনেক-বৃত্তিত্ব-বিষয়ে বাধক-হেতু-সকলের উপস্থাপন করেন, তবে প্রবলতর-প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বিরোধ-বশতঃ বাধক-হেতু-সকল নিতান্তই নিরাকরণযোগ্য।

পূর্ব্ব-গ্রন্থে পরাপর-ভেদে যে দ্বিবিধ-সামান্য উক্ত হইয়াছে, অধুনা বিবেচনা-পূর্ব্বক সেই সামান্যের কথনাবসর উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পর নামে অভিহিত যে সত্তাসামান্য, তাহা কেবল অনুবৃত্তি-প্রত্যয়েরই কারণ। যদ্যপি এই সত্তা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাহায্যেই প্রতীতা হইতেছে, তথাপি সত্তা-সামান্য-বিষয়ে যাঁহারা বিপ্রতিপন্ন, তাঁহাদিগের প্রতি, অনুমান-প্রমাণের উপন্যাস নিতান্ত আবশ্যক। যেমন পরস্পর-বিশিষ্ট চর্ম্ম, বস্ত্র ও কম্বলাদি নানা-দ্রব্যে একমাত্র নীলি-দ্রব্যাভিসম্বন্ধ-প্রযুক্ত "নীলং নীলং" এইরূপ প্রত্যয়ানুবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পর-বিশিষ্টদ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-পদার্থে অবিশিষ্টা "সৎ সৎ" এইরূপ প্রত্যয়ানুবৃত্তি হইয়া থাকে। উক্তরূপা প্রত্যয়ানুবৃত্তি অর্থান্তর অর্থাৎ পদার্থান্তর হইতেই সম্ভবপরা হইতে পারে। অতএব দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থে "সৎ সৎ" এইরূপ অবিশিষ্টা প্রত্যয়ানুবৃত্তির হেতুভূত যোগ্য যে অর্থান্তর, "সা সত্তেতি সিদ্ধা," অর্থাৎ সেইটীই সামান্য-পদার্থরূপে সিদ্ধ হইতেছে। উক্ত অনুমান-প্রমাণের প্রয়োগ-প্রকার পরিব্যক্ত হইলেও, পুনরপি কিঞ্চিৎ বিশদীকরণ আবশ্যক মনে করিতেছি। দ্রব্যাদি-পদার্থত্রয়ে যে অবিশিষ্ট "সৎ সৎ" এইরূপ প্রত্যয়ানুবৃত্তি হইয়া

থাকে, তাহা অবশ্যই ব্যতিরিক্ত-প্রত্যয়-নিবন্ধন স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বা হেতু ভিন্ন-পদার্থ-সমূহে প্রত্যয়ানুবৃত্তিতা, উদাহরণ, যেমন চর্ম্ম-বস্ত্রাদি অধিকরণে নীল-প্রত্যয়ানুবৃত্তি। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র-কম্বলাদি-পদার্থে যেমন তদতিরিক্ত নীলিদ্রব্যাভিসম্বন্ধ-প্রযুক্ত "নীলং নীলং" এইরূপ প্রত্যয়ানুবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্বৎ পরস্পর-বিভিন্ন-দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-পদার্থে যে "সৎ সৎ" এই প্রত্যয়ানুবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাও নিশ্চিতই তদতিরিক্ত-সত্তা-সামান্যাভিসম্বন্ধবশে জানিতে হইবে। যেহেতু, সত্তা দ্রব্যাদি-পদার্থ-ত্রয়ে প্রত্যয়ানুবৃত্তি সম্পাদন করে, পরন্তু ব্যাবৃত্তি-সাধন করে না, অতএব সামান্য-স্বরূপিণী সত্তা কদাপি বিশেষ সংজ্ঞালাভে সমর্থা নহে। পরসামান্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে অপর-সামান্যের বিবরণাবসর উপস্থিত হওয়ায়, সঙ্ক্ষেপে তদ্বিবরণে যত্ন করিতে হইবে। দ্রব্যত্ব-গুণত্ব-কর্ম্মত্বাদিরূপ অপর-সামান্য অনুবৃত্তি-ব্যাবৃত্তি-হেতুতা-প্রযুক্ত সামান্য ও বিশেষ, উভয়-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দ্রব্যত্ব পরস্পর-বিশিষ্ট-পৃথিব্যাদি-নব-দ্রব্যে অনুবৃত্তি-প্রত্যয়-হেতুত্ব-প্রযুক্ত সামান্য এবং গুণ-কর্ম্ম-সমুদায় হইতে ব্যাবৃত্তি-হেতুতা-প্রযুক্ত বিশেষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তথা গুণত্ব পরস্পর-বিশিষ্ট-রূপাদি-চতুর্বিবংশতি-গুণে অনুবৃত্তিপ্রত্যয়হেতুত্ব প্রযুক্ত সামান্য এবং দ্রব্য ও কর্ম্ম-পঞ্চক হইতে ব্যাবৃত্তি-প্রত্যয়-হেতুতা-প্রযুক্ত বিশেষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; এইরূপ কর্ম্মত্ব পরস্পর-বিশিষ্ট উৎক্ষেপণাদি-কর্ম্ম-সমূহে অনুবৃত্তি-প্রত্যয়-হেতুত্বপ্রযুক্ত সামান্য এবং দ্রব্য ও গুণ-সকল হইতে ব্যাবৃত্তি-হেতুতা-প্রযুক্ত বিশেষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্তরীতি অনুসারে পৃথিবীত্ব, রূপত্ব, উৎক্ষেপণত্ব, গোত্ব, ঘটত্ব, পটত্বাদি প্রাণী এবং অপ্রাণিগতা অপরা জাতি সকলেরও অনুবৃত্তি-ব্যাবৃত্তি-প্রত্যয়হেতুতা-বশে সিদ্ধ সামান্য-বিশেষ-ভাব অবগত হইতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, দ্রব্যত্বাদি অপর-সামান্যের এই যে স্বরূপ প্রদর্শিত হইল, এই সামান্য-স্বরূপ বাস্তব? কিম্বা বিশেষ-স্বরূপতা? আহোস্বিৎ উভয়-স্বরূপতা? এই সকল প্রশ্নের অনবসরতা সমর্থনকল্পে উত্তর এই যে, এই সকল দ্রব্যত্বাদি অপর-জাতি প্রভূত-

বিষয়ত্ব-প্রযুক্ত প্রধানতঃ "সমানানাং ভাবঃ সামান্যং" এই সামান্য-লক্ষণ ভজন করে সত্য; কিন্তু "স্বাশ্রয়ং সর্ব্বতো বিশিনষ্টীতি বিশেষঃ" এই বিশেষ-লক্ষণের সহিত মুখ্য-বৃত্তি-সাহায্যে সমন্বিত নহে। "অত এতানি মুখ্যয়া বৃত্ত্যা সামান্যান্যেব, ন বিশেষাঃ, বিশেষসংজ্ঞাং তূপচারেণ লভন্তে", অর্থাৎ অতএব এই দ্রব্যত্বাদি অপরা জাতি সকল মুখ্য-বৃত্তি-সাহায্যে কেবল সামান্য-স্বরূপমাত্র; পরন্তু বিশেষস্বরূপ নহে, কিন্তু উপচার-বশতঃ বিশেষ-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। বিশেষ স্বাশ্রয়ের সর্ব্বতো ব্যাবৃত্তি-সাধন করিয়া থাকে, দ্রব্যত্বাদিও পরস্পর-বিশিষ্ট-বিজাতীয়-গুণ-কর্ম্মাদি হইতে স্বাশ্রয়ের ব্যাবৃত্তি-প্রত্যয়-সম্পাদন করে, সুতরাং স্বীয় আশ্রয়ের বিশেষণ মাত্র। এতাবন্মাত্র সাধর্ম্ম্যবশতঃ উপচারের প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ অধ্যেতৃবর্গের অবিদিত নহে। যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, দ্রব্যত্ব-গুণত্বাদি অপর-জাতি-সকল দ্রব্য বা গুণাদি হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না, অতএব তাহাদিগের পৃথক্-কার্য্য-নিরূপণ ন্যায়-সঙ্গত হইতেছে না, তবে এতাদৃশী আশঙ্কার পরিহার এই যে, লক্ষণ-ভেদ-বশতঃ দ্রব্যত্বাদির দ্রব্যগুণ ও কর্ম্ম হইতে পদার্থান্তরত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ দ্রব্যত্ব-গুণত্বাদি অনুগতাকার-বুদ্ধি-সংবেদ্য এবং দ্রব্য-গুণাদি ব্যক্তিসকল ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি-বেদ্য। সুতরাং দ্রব্যত্বাদির লক্ষণ-ভেদ অর্থাৎ প্রতীতি-ভেদ-প্রযুক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম হইতে পদার্থান্তরত্ব-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। যেহেতু সামান্যের দ্রব্যাদি হইতে পদার্থান্তরত্ব বা ভেদ প্রতীত হইতেছে, অতএব সামান্যের নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সামান্য যদি দ্রব্যাদি হইতে অভিন্ন হইত, তবে দ্রব্যাদি-বিনাশে সামান্যের বিনাশ এবং দ্রব্যাদির উৎপাদে সামান্যের উৎপাদ সম্ভবপর হইত। যদি উক্তরূপ লক্ষণ বা প্রতীতি-ভেদ-বশে দ্রব্যাদি হইতে সামান্যের ভেদ প্রমাণ-সিদ্ধ হয়, তবে দ্রব্যাদির উৎপাদে সামান্যের উৎপাদ এবং দ্রব্যাদির বিনাশে সামান্যের বিনাশ-বিধি কোনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ নহে।

পুনশ্চ দ্রব্যত্ব-গুণত্বাদি প্রত্যেকে দ্রব্যগুণাদি অধিকরণেই প্রতি-নিয়ত বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং দ্রব্যত্ব-গুণত্বাদি-রূপে ইহাদিগের

প্রত্যয়-ভেদও দৃষ্ট হইতেছে। অতএব দ্রব্যাদি অধিকরণে বৃত্তি-নিয়ম, অথচ প্রত্যয়-ভেদ-প্রযুক্ত দ্রব্যত্বাদির পরস্পরতঃ ভেদ প্রতীতি-সিদ্ধ। পরন্তু অভেদাত্মক-পরসামান্য যাহা পূর্ব্বগ্রন্থে প্রতিজ্ঞা-মাত্রে উক্ত হই-য়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রমাণ-সিদ্ধ হয় নাই। অভেদাত্মক-পর-সামান্য প্রমাণ-সিদ্ধ করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, "লক্ষ্যতে অনেন," এই ব্যুৎপত্তি-বলে লক্ষণ অর্থে অনুগতাকার-জ্ঞানের প্রত্যেক অর্থাৎ প্রতি পিণ্ডে অবিশেষ বা বৈলক্ষণ্যাভাব এবং বিশেষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তা-নুগতাকার-জ্ঞানের ভেদ স্বীকার করিলে, প্রাক্-প্রতিপাদিত-সামান্য-লক্ষণের প্রামাণ্যাভাব-প্রসঙ্গ-নিবন্ধন সামান্যের স্বাশ্রয়-সকলে একত্ব অর্থাৎ অভিন্ন-স্বভাব অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। পূর্ব্বগ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, সামান্য স্ব-বিষয়ে সর্ব্বত্র সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যত্র নহে। যদি প্রশ্ন হয় যে, সামান্য স্ব-বিষয় হইতে অন্যত্র সমবেত হয় না কেন? তবে উত্তর এই যে, যদ্যপি সামান্য-সকল যত্র তত্র উপজায়মান পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধ-প্রযুক্ত পরিচ্ছিন্ন-দেশ বা নিয়ত-দেশে বৃত্তি-সম্পন্ন হইতে পারে না, তথাপি উপলক্ষণ অভিব্যঞ্জক, অর্থাৎ অবয়ব-সংস্থান-বিশেষের নিয়ম বা নিয়তত্ব-প্রযুক্ত এবং পিণ্ডোৎ-পাদক-কারণ-সামগ্রী-নিয়ম-বশতঃ স্ববিষয়েই সর্ব্বত্র সমবেত হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে। এতদ্দারা ইহাই উক্ত হইতেছে যে, প্রতীতি-নিয়ম-বশে গোত্বরূপ সামান্যের অভিব্যঞ্জক সাস্নাদি-সংস্থানবিশেষ, অশ্বত্বরূপ-সামান্যের অভিব্যঞ্জক কেসরাদি-সংস্থান-বিশেষ এবং ঘটত্বরূপ সামান্যের অভিব্যঞ্জক বিশিষ্ট-গ্রীবাদি-সংস্থান-বিশেষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; পরন্তু এই সকল-সংস্থান-বিশেষ সর্ব্বপিণ্ডসাধারণ নহে, অপিতু প্রতিনিয়ত পিণ্ডেই স্বরূপ লাভ করে। তন্মধ্যে যদ্যপি সকল-প্রকার-সামান্য সর্ব্বত্র উপজায়মান-পিণ্ডের সহিত এবং পিণ্ডান্তরের সহিতও সম্বদ্ধ হইতে সমর্থ, তথাপি যে সামান্যের অভিব্যঞ্জক যে পিণ্ডে সম্ভবপর হয়, সেই সামান্যের তথাবিধ পিণ্ডেই সমবায় স্বীকার করা যাইতে পারে, অন্যত্র নহে। এইরূপ কারণ-সামগ্রী-নিয়ম-বশেও সামান্যের সম্বন্ধ-নিয়ম অবগত হইতে হইবে। কারণ, তন্ত্বাদি-কারণ-সকলের

স্বভাবই এইরূপ যে, উক্ত তন্ত্বাদি-কারণ-সকলের সহায়তায় উৎপদ্যমান-দ্রব্যে পটত্বমাত্রই সমবেত হইয়া থাকে; পরন্তু ঘটত্বাদি নহে। এইরূপ মৃৎ-পিণ্ডাদিকারণ-সকলের মহিমা বা স্বভাবই এইরূপ যে, উক্ত মৃৎ-পিণ্ডাদি-কারণ-সকল-কর্তৃক ক্রিয়মাণ-দ্রব্যে ঘটত্বমাত্রই সমবেত হইয়া থাকে; পরন্তু পটত্বাদি নহে। কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, সামান্য অন্য স্থান হইতে গমন পূর্ব্বক অন্যত্র উৎপদ্যমান দ্রব্যে সম্বদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, সামান্য-পদার্থ নিষ্ক্রিয়। অতএব কার্য্য-ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতেই সামান্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তত্রাপি যদি পূর্ব্ব হইতে সামান্য ছিল না, এইরূপই স্বীকার করা হয়, তবে বলিতে হইবে যে, তত্র তত্র স্থলে উপজায়মান-পিণ্ডের সহিত সামান্যের সম্বন্ধ সংঘটিত হইবে কিরূপে? অথচ সর্ব্বত্র উপজায়মান পিণ্ডের সহিত সামান্যের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং সকল পদার্থই সর্ব্বত্র আছে, এইরূপ স্বীকার করাই যুক্তি-সঙ্গত।

প্রশস্তপাদাচার্য্য উক্ত মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অন্তরালে অর্থাৎ আকাশে, দিগ্-দ্রব্যে, স্তিমিত-বেগ বায়ু-দ্রব্যে, অথবা মূর্ত্ত-দ্রব্যাভাবে গোত্বাদি-সামান্য-সকলের সংযোগও নাই, সমবায়ও নাই। যদি অন্তরালে সংযোগ-সমবায়-বৃত্ত্যভাব নিশ্চিত হয়, তবে অসম্বদ্ধ-গোত্বাদি-সামান্য-সকলের অন্তরালে অবস্থানে কোন প্রমাণ নাই, বলিতে হইবে। অতএব অন্তরালে সামান্য-সকলের ব্যপদেশ বা বর্ত্তমানতা সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে না। যদি বল, তবে কেমন করিয়া, তত্র তত্র উপজায়মান পিণ্ডের সহিত সামান্য সকল সম্বদ্ধ হইবে? তবে উত্তরে আমরা বলিব, কারণ-সামর্থ্য-প্রযুক্তই তত্র তত্র উপজায়মান-পিণ্ডের সহিত সামান্য-সকল সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। সংযোগ অন্য-স্থান হইতে সমাগত, অথবা তত্র তত্র স্থলে অবস্থিত-পদার্থ-দ্বয়েরই হইতে পারে; পরন্তু সমবায় উক্তরূপ-সংযোগ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ; সুতরাং যে যে স্থলে পিণ্ডোৎপত্তি-বিষয়ে কারণ-সকল ব্যাপৃত হয়, সেই সেই স্থলেই কারণ-কলাপের সামর্থ্যপ্রযুক্ত কার্য্য-দ্রব্য-লক্ষণ-পিণ্ডে অন্যত্র হইতে অনাগত অথবা কার্য্য-স্থলে অনবস্থিত হইলেও, সামান্যের

সমবায় অবশ্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণ, বস্তুশক্তি কখনই পর্য্যনুযোজ্যা নহে। তথাগতাভিমত অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণ সত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ-রূপে দণ্ডায়মান সত্তাসামান্য-যোগিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্বের নিরাকরণদ্বারা সর্ব্বক্ষণিকতা-বাদের সমর্থন, বা অনাকুলতা সম্পাদনার্থ আবশ্যকমত ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত পরাপর-সামান্য-পদার্থের নিরূপণ করিলাম। অগাধ ও অনন্ত-শাস্ত্রসাগরের দূরাতিদূর-প্রদেশে সোৎসাহে সন্তরণে কুশলিনী মার্জ্জিতমুকুরস্বচ্ছ-কুশাগ্র-তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-সুধা-রসাস্বাদ-লম্পট-মানসে বিচক্ষণ-পাঠকমহোদয়গণ যদি গভীরতর-গভীরতম-প্রদেশে অবগাহন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রত্নাকরস্থানীয় আকর-গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

অধুনা যে অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, আমি পাঠকগণের সম্মুখে বৈশেষিক-সম্মত এই সামান্য-পদার্থ উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক-পদার্থেরই স্বরূপ বিভিন্ন, অথচ ঐ সকল-বিভিন্ন-পদার্থের স্বরূপে এক আকারের প্রতীতি ও এক-শব্দের প্রবৃত্তি লোক-ব্যবহার-সিদ্ধা। স্বরূপতঃ বিভিন্ন-প্রত্যেক-পদার্থে একাকার-প্রতীতি ও এক-শব্দের প্রবৃত্তি কেমন করিয়া হইবে? এইরূপ আপত্তি উপস্থিতা হইলে, অনন্ত-পদার্থে সম্বন্ধ-গ্রহণ সম্ভবপর না হওয়ায়, প্রত্যেক-পদার্থে অনুগত কোন একটী নিমিত্তের কল্পনা অবশ্যম্ভাবিনী। বিভিন্নস্বরূপ-পদার্থ-সকলে একাকার-প্রতীতি ও এক-শব্দ-প্রবৃত্তি-সমর্থনের জন্য যে একটী নিমিত্ত কল্পিত হইবে, সেইটীই বৈশেষিকাভিমত সত্তা-সামান্য-পদার্থ। উক্তরূপ-যুক্তি অনুসারে সিদ্ধ-সত্তা-সামান্য-যোগিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্বের অঙ্গীকার করিতে হইলে, পদার্থ-সকলের একাধিক-ক্ষণ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত স্থিরত্বাভ্যুপগম-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। অতএব ভিত্তি-বিহীন-প্রাসাদ অথবা মূল-বিহীন মহীরুহের ন্যায় সর্ব্বক্ষণিকতা-বাদের অবস্থিতির অসম্ভবনীয়তা বোধে, উহার দৃঢ়ীকরণে যত্নপরায়ণ হইয়া, প্রতিপক্ষ-নিরাকরণার্থ বৌদ্ধাচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, কণভক্ষ ও অক্ষচরণাদির পক্ষাবলম্বনে সত্তা-সামান্য-যোগিত্ব-লক্ষণ-সত্ত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, যদি সত্তা-সামান্য-যোগিত্বলক্ষণ-সত্ত্ব সদ্ব্যবহার-প্রযোজকরূপে

স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের অসত্ত্ব-প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইবে। দ্রব্যাদি-ত্রিকবৃত্তি-সামান্যই বৈশেষিক-মতে পরসত্তারূপে অভিহিত হওয়ায়, সত্তাসামান্যের সামান্যাদি-বৃত্তিত্ব তদীয় সিদ্ধান্ত-বহির্ভূত। অতএব সত্তা-সামান্য-যোগিত্ব সত্ত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। যদি বল, "সত্তা-সামান্যযোগিত্বই সত্ত্বের লক্ষণ; পরন্তু সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের অসত্ত্ব-প্রসঙ্গ-নিবারণার্থ তত্র তত্র স্থলে স্বরূপ-সত্তা-নিবন্ধন সদ্ব্যবহার স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে উত্তরে আমরা বলিব, যদি সামান্যাদি স্থলে স্বরূপ-সত্তা-নিবন্ধন সদ্-ব্যবহার অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে, প্রযোজক-গৌরবাপত্তি সর্ব্বথা অপরিহণীয়া।

পুনশ্চ, বিভিন্ন-বিভিন্ন-প্রত্যেক-পদার্থ-স্বরূপে একাকার-প্রতীতি-নিমিত্তরূপে যে সামান্য স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সামান্য প্রতিপদার্থ-স্বরূপে অনুগত ? অথবা অনুগত নহে ? যদি অনুগত হয়, তবে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক একদা গোপিণ্ড দৃষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তির যেমন কালান্তরে গোপিণ্ডান্তর-দর্শনসমনন্তর পূর্ব্বরূপানুকারিণী বুদ্ধির সমুদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ মহীধর উপলম্ভের অনন্তর যে পুরুষ-কর্ত্তৃক সর্ষপ উপলব্ধ হইতেছে, সেই পুরুষের অন্তঃকরণে পূর্ব্বানুভূত মহীধরাকারের অবভাস হয় না কেন ? আর যদি অননুগত পক্ষই অভিপ্রেত হয়, তবে নিরর্থক সামান্য কল্পনার আবশ্যক কি আছে ? অতএব অনুগতত্ব এবং অননুগতত্ব-লক্ষণ-বিকল্প-পরাহতি, বা মাল্যানুকারী স্বচ্ছ-স্ফটিকাদি-মণি-নিকরে সূত্রবৎ, অথবা ভূতগণে গুণ-সকলের ন্যায়, সর্ষপ-মহীধরাদি-বিলক্ষণ-ক্ষণ-সমূহে অনুগত আকারের অপ্রতিভাস বশতঃ, সামান্যকল্পনা অকিঞ্চিৎ-করী। কিঞ্চ, ভবদভিমত-সামান্য সর্ব্ব সর্ব্বগত ? অথবা স্বাশ্রয় সর্ব্বগত ? প্রথম পক্ষে, সর্ব্ব-বস্তু-সঙ্কর-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। অপিচ একের সত্ত্বে অপরের সত্ত্ব এবং একের ক্রিয়ানুষ্ঠানে অপরের ক্রিয়ানুষ্ঠান আপতিত হইলে, পরকৃত-ক্রিয়া-সাহায্যে অস্মদাদিরও ক্রিয়া সম্পন্না হইতে পারে। অপর একটী দোষ হইতেছে যে, প্রশস্ত-পাদাচার্য্য-কর্ত্তৃক সামান্য স্ববিষয়-সর্ব্বগত অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি সামান্য

সর্ব্ব-সর্ব্বগত স্বীকৃত হয়, তবে অপসিদ্ধান্তাপত্তি কিরূপে পরিহৃতা হইবে ? কিঞ্চ, যদি দ্বিতীয়-পক্ষাবলম্বনে সামান্য স্বাশ্রয়সর্ব্বগত অভিপ্রেত হয়, তবে প্রশ্ন হইতেছে যে, বিদ্যমান-ঘটে বর্ত্তমান-সামান্য অন্যত্র জায়মানঘটের সহিত যখন সম্বধ্যমান হয়, তৎকালে পূর্ব্বস্থান হইতে সমাগত হইয়া সম্বদ্ধ হয় ? অথবা অনাগত অবস্থায় সম্বদ্ধ হইয়া থাকে ? আদ্য-পক্ষে, দ্রবত্বাপত্তি, কারণ, দ্রব্যপদার্থেরই ইতস্ততঃ গমনাগমন প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষে, বিদ্যমান-ঘটে অবস্থিত সামান্যের সহিত অন্যত্র জায়মানঘটের সম্বন্ধ অনুপপন্ন। স্রুঘ্ননিবাসী যজ্ঞদত্তের সহিত পাটলী-পুত্র-নিবাসী-বিষ্ণুমিত্রের সম্বন্ধ কখনও কি উপপন্ন হইতে পারে ? দ্বিতীয়-পক্ষে, আধার বিনষ্ট হইলে, যদি সামান্যেরও বিনাশ অভিমত হয়, তবে সামান্যের নিত্যত্ব-বাণীর যুক্তিযুক্ততা সমর্থিতা হইতে পারে না। তৃতীয় পক্ষের সমাশ্রয়ণে যদি সামান্যের স্থানান্তরে গমন অনুমত হয়, তবে দ্রব্যত্ব-প্রসক্তিলক্ষণ প্রাচীন দোষের প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী। বিচার-কুশল-পাঠক-মহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত-দূষণ-গ্রহ-গ্রস্তত্ব—প্রযুক্ত বৈশেষিক-দর্শন-কল্পিত-সামান্য-পদার্থ প্রামাণিক হইতে পারে কি না ? পক্ষান্তরে, আপনারা স্ব-স্ব-বুদ্ধি-বিভব অনুসারে যে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হউন না কেন, বৌদ্ধাচার্য্যগণ কিন্তু সামান্য-পদার্থের উক্তরূপবিবরণ-দর্শনে অত্যন্ত-আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, উপহাসভরে বলিয়াছেন যে, অন্যত্র দেশে বিদ্যমান ঘটে বর্ত্তমান সামান্য স্বীয় পূর্ব্বস্থান হইতে অন্যস্থানে জায়মান-ঘটে প্রাচীনস্থান হইতে চলন-ক্রিয়া-সম্পন্ন না হইয়াই, বৃত্তিলাভ করে, এ কথা যুক্ত্যতিযুক্তা অর্থাৎ অতি শোভনতরা, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, এতদপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে অধিকরণদেশে এই সকল ঘটপটাদি-ভাব অবস্থিতি করে, সেই অধিকরণের সহিত সামান্যপদার্থ কদাপি সম্বদ্ধ হয় না ; পরন্তু তদ্দেশ-বিশিষ্ট-ঘটাদিস্বাশ্রয়ে সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা কি মহা অদ্ভুততর নহে ? অপিচ, সামান্য পূর্ব্ব-স্থান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে না, অথচ জায়মান-ঘটদেশে পূর্ব্ব হইতে অবস্থিতও ছিল না, এবং যদিচ

পশ্চাৎ উৎপদ্যমান ঘটে সামান্য-পদার্থ অস্তিত্ব-সম্পন্ন হয়, তথাপি অংশবৎ, অর্থাৎ ভিন্নাত্মক নহে এবং পূর্ব্ব আধারও পরিত্যাগ করে না, ইহা কীদৃশী কথা ? অতএব সামান্য-পদার্থ-কল্পনা বিষয়ে উক্তরূপা ব্যসন-সন্ততি, অর্থাৎ আসক্তি, দুঃখ, বা নিতান্ত আশ্চর্য্য-জনক-বিপৎ-পরম্পরা-পাত অবলোকন করিয়া, বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিস্ময়সাগরে ভাসমান হইয়া থাকেন। উপরিতন-প্রক্রিয়া অনুসরণে প্রামাণিক-গর্হণ-যোগ্য-তুচ্ছাতিতুচ্ছ-সামান্য-পদার্থ প্রত্যাখ্যাত হইলে, সত্তা-সামান্য-যোগিত্ব-লক্ষণ সত্ত্ব যে কেবল অর্থবিহীন শব্দমাত্রে পরিসমাপ্ত হইতেছে, এ কথা বলাই বাহুল্যমাত্র। সম্প্রতি যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, পরস্পর-বিশিষ্ট-স্বভাব-সম্পন্ন-চর্ম্ম-বস্ত্র-কম্বলাদি-দ্রব্যে একনীলিদ্রব্যাভিসম্বন্ধবশে যেমন "নীলং নীলং," এইরূপ প্রত্যয়ানুবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পর-বিশিষ্ট-দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মসকলে "সৎ সৎ" এইরূপ অবিশিষ্ট প্রত্যয়ানুবৃত্তির কারণীভূত-সত্তা-সামান্য খণ্ডিত হইলে, অনুবৃত্ত-প্রত্যয়ের কোন আলম্বন থাকে না, অতএব "নীলং নীলং" এতাদৃশ প্রত্যয়ানুবৃত্তির আশ্রয়ীভূত নীলি-দ্রব্যাভিসম্বন্ধের ন্যায় "সৎ" "সৎ" এইরূপ অনুবৃত্ত-প্রত্যয়ের আশ্রয়স্বরূপ সত্তাসামান্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা "কিমালম্বন অনুবৃত্ত-প্রত্যয়ঃ ?" এইরূপ প্রশ্নের অবসান অসম্ভব।

উক্তরূপা প্রশ্নলক্ষণা আশঙ্কার পরিহারার্থ শ্রীমৎ-সায়ণ-দুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভ-স্থানীয় মাধবাচার্য্যের বাক্যাবলম্বনে আমরা বলিব, "অঙ্গ ! অন্যা-পোহালম্বন এবেতি সন্তোষ্টব্যমায়ুষ্মতা, ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন"। অর্থাৎ "নীলং নীলং, ঘটো ঘটঃ, পটঃ পটঃ," ইত্যাদিরূপ অনুবৃত্তপ্রত্যয় যেমন নীলাদি হইতে অন্য ভিন্ন বা বিরুদ্ধ অনীলাদির ব্যাবৃত্তি-সমাশ্রয়ণে স্বরূপলাভ করে, সেইরূপ "সৎ" "সৎ" এই অনুবৃত্তপ্রত্যয়ও সৎ হইতে অন্য ভিন্ন বা বিরুদ্ধ অসতের অপোহ অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি-সমাশ্রয়ণে আত্মলাভে সম্পূর্ণ সমর্থ। অতএব আয়ুষ্মন্ ! এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া, আপনি সন্তুষ্ট হউন, আর অতিপ্রসঙ্গে আবশ্যক নাই। অকারণ গ্রন্থ-বিস্তৃ-তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক যাঁহারা সংক্ষিপ্ত-সার-গ্রহণে অভি-লাষী, তথাবিধ-বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়-গণকে লক্ষ্য করিয়া আমিও এক্ষণে

বলিতে ইচ্ছা করি যে, "সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং," অর্থাৎ অপর অন্য সুগতমতানুবর্ত্তী বৌদ্ধবিশেষ-পরিদৃশ্যমান এই সকল সমগ্র সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ অধ্রুব অস্থির বা ক্ষণিকরূপে কীর্ত্তন করিতেছেন। কারণ, সতের স্থিরত্ব কদাপি সম্ভবপর নহে। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বই সত্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তথাবিধ সত্ব সমর্থ-ভাবের ক্ষেপাযোগ অর্থাৎ নিরাকরণের অসম্ভবনীয়তা-প্রযুক্ত বিলম্বে উপপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং এককক্ষণে সর্ব্বার্থক্রিয়ার পরিসমাপ্তি সাধিতা হইলে, উত্তরক্ষণে অসত্বে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব পরমেশ্বর ও ক্ষণিক-বিজ্ঞানসন্তান-রূপতা-প্রযুক্ত অসতেরই উৎপত্ত্যর্থ নিয়মন করিতে-ছেন, কিন্তু সতের স্থিরত্বের জন্য নহে। পাঠকমহোদয়গণ! এই সর্ব্ব-ক্ষণিকতাবাদ-লক্ষণ-দ্বিতীয়-পক্ষের অপেক্ষিত-প্রমেয়-মাত্র কথন করিয়া, আমি আপনাদের সন্তোষ প্রার্থনা পূর্ব্বক সম্মুখে প্রমেয়াব্ধি সুবিশাল কলেবরে অবস্থিত থাকিলেও, গ্রন্থগৌরবভয়ে বিরত হইতেছি, কারণ, অতিপ্রসঙ্গ অনাবশ্যক।

পরম-কারুণিক-পরমেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অনুকম্পাবলে স্তুতি-প্রকার-নিরূপণ-পরিচ্ছেদে সংক্ষেপতঃ অবলম্বিত প্রকার-চতুষ্টয়ের মধ্যে সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতানুসারিগণের "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং," এই সৎ-কার্য্য-বাদ-লক্ষণ প্রথম-প্রকার ও সুগত-মতানুসারী বৌদ্ধ-গণের "সকলমপরস্ত্বধ্রুব-মিদং," এই সর্ব্বক্ষণিকতা-বাদ-লক্ষণ দ্বিতীয়-প্রকার যথামতি যথাসাধ্য প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি উক্তরূপ উভয়-পক্ষের সিদ্ধান্তবাদ-শ্রবণে নিতান্ত অসহিষ্ণু ন্যায় ও বৈশেষিক-মতানুসারি-গণের অভিমত "পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে, সমস্তেঽপ্যে-তস্মিন্", অর্থাৎ পর অপর কশ্চিৎ ন্যায়বৈশেষিক-মতানুসারী তার্কিক এই পরিদৃশ্যমান-স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত নিখিল জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চে ধ্রৌব্য নিত্যত্ব এবং অধ্রৌব্য অর্থাৎ অনিত্যত্বের ব্যস্ত-ব্যক্ত-বিভিন্ন-বিষয়-নিরূপণ-পূর্ব্বক ভিন্নধর্ম্মবর্ত্তিতা কীর্ত্তন করিতেছেন, এইরূপ তৃতীয় পক্ষ বা প্রকার-নিরূপণের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হওয়ায়, বৈশেষিক-দর্শন-সম্মত-সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অবলম্বনে তদ্বিষয়ে যত্ন-পরায়ণ হইয়া, আমি অধ্যেতৃবর্গের

স্থৈর্য্য বা ধৈর্য্য প্রার্থনা করিতেছি। মৃত্যু, মরণ বা বিনাশের অনন্তর জন্ম, উৎপত্তি, বা শরীরধারণ, অথবা জন্ম, উৎপত্তি, বা শরীর-ধারণের অনন্তর মৃত্যু, মরণ, কিম্বা বিনাশের অবশ্যম্ভাব গীতাদি অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। মৃত্যু জিনিষটী কি বুঝিতে হইলে যেমন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ," এইরূপ গীতাবচনানুসারে জাতব্যক্তির সহচররূপে উপস্থিত মৃত্যু-রহস্য-পরিজ্ঞান অনিবার্য্য, সেইরূপ জন্মপদের প্রকৃত অর্থ, বা রহস্য সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, মৎ-প্রণীত-"বৈরাগ্য-বিকাশ"-প্রবন্ধের প্রথমতঃ পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা-প্রদর্শিত-প্রণালী অবশ্য আলোচনীয়া হইলেও, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ", এই ভগবদ্বাক্যেরও রহস্যোদ্ভেদ অবশ্য-করণীয়। ফলতঃ পরস্পর-সহচর জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে একের পরিজ্ঞান করিতে হইলে, যেমন অপরেরও পরিজ্ঞান অবশ্য অপেক্ষিত, সেইরূপ সৃষ্টি ও সংহার-পদার্থের তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, পরস্পরের পরিজ্ঞান অবশ্য অপেক্ষিত হওয়ায়, "সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ জগতি"র বিবরণার্থ সৃষ্টের সংহার প্রদর্শন পূর্ব্বক সংহৃত জগতের বৈশেষিকানুমত-রচনা-প্রকার-প্রদর্শনে চেষ্টা করিব।

এক্ষণে ন্যায় ও বৈশেষিক-মতে নববিধ-দ্রব্য-পদার্থের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক্, দেহী ও মনঃ, এই দ্রব্য-পঞ্চকের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তিত হওয়ায়, অবশিষ্ট পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ের নিরূপণীয়া উৎপত্তি ও বিনাশের প্রতি প্রকরণে নিরূপণ করিতে হইলে গ্রন্থবিস্তৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকায়, সমান-ন্যায়-সাহায্যে একত্র নিরূপণার্থ প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, পূজ্যপাদ প্রশস্তপাদাচার্য্য ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও মরুৎ, এই মহাভূত-চতুষ্টয়ের সৃষ্টি ও সংহার অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশের বিধি বা প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদিচ একত্র চারিটী মহাভূতের সৃষ্টি ও সংহার কথিত হইয়াছে, সত্য ; তথাপি এই সৃষ্টি ও সংহার কথনকে পরস্পরের সাধর্ম্ম্যা-ভিধানরূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ, প্রত্যেক মহাভূতেরই বিলক্ষণরূপা সৃষ্টি ও সংহার উপবর্ণিত হইয়াছে। যদি কোন তর্ককুশল-পাঠক "মহাভূতানাং সৃষ্টিসংহারবিধিরুচ্যতে", এতাবন্মাত্র কথনে কার্য্য-সিদ্ধি সম্ভাবিতা হওয়ায়, প্রশস্ত-পাদাচার্য্য ষষ্ঠীর বহুবচন-নিষ্পন্ন

নিরর্থক "চতুর্ণাং" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এইরূপ প্রশ্ন করেন, তবে "চতুর্ণাং" পদের ব্যাবৃত্তি বা সার্থক্য-প্রদর্শনার্থ উত্তরে আমরা বলিব, "কপিঞ্জলানালভেত," এই স্থলে তিনটী মাত্র কপিঞ্জলের পরিগ্রহে বহুত্ব-সংখ্যার তাবন্মাত্রেই চরিতার্থতা সুসিদ্ধা হওয়ায়, যেমন অধিকসংখ্যক কপিঞ্জলের পরিগ্রহে প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, সেই-রূপ "মহাভূতানাং" এতাবন্মাত্র উক্ত হইলে, ভূতত্রয়েরই পরিগ্রহ আপতিত হইতে পারে। অতএব তন্নিবারণার্থ "চতুর্ণাং" পদের প্রয়োগ যুক্তি-সঙ্গত প্রতিভাত হইতেছে। পুনরপি যদি প্রশ্ন হয় যে, "চতুর্ণাং" এই পদ-মাত্রের প্রয়োগে অভিমত-সিদ্ধি হইলে, "মহাভূতানাং" পদের প্রয়োগে আবশ্যক কি? তবে উত্তর এই যে, অনন্তর গ্রন্থে অর্থাৎ ভাষ্যান্তর্গত-সৃষ্টি-সংহার-বিধি-নিরূপণ-গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী বায়ু-নিরূপণ-প্রকরণে শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও প্রাণ ভেদে যে চারিটী বায়ু-কার্য্য উক্ত হইয়াছে, "চতুর্ণাং" মাত্র কথনে যদি সেই বায়ুকার্য্য-চতুষ্টয় শিষ্য-বৃন্দের বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত বা নিবিষ্ট হয়, তবে তন্নিবৃত্ত্যর্থ "মহাভূতানাং" পদের প্রয়োগও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতেছে। সম্প্রতি এইরূপ আশঙ্কার উপস্থিতি হইতে পারে যে, যদি মহাভূতচতুষ্টয়েরই সৃষ্টি-সংহার প্রতিপাদ্যরূপে পরিগৃহীত হয়, তবে দ্ব্যণুক-সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিজ্ঞাত হইতে পারে না, কারণ, দ্ব্যণুক-সকল অণুত্বগ্রস্ত, তবে উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহার এই যে, বিধি-শব্দের উপাদান হেতুক যে প্রকারাবলম্বনে মহাভূত-সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভবপর হইতে পারে, সেই প্রকার-মাত্রের কথনীয়তা উক্তা হইতেছে। মহাভূত-সকলেরও দ্ব্যণুকাদি-প্রক্রম-সাহায্যে উৎপত্তি এবং আপরমাণ্বন্ত বিনাশ বৈশেষিকদর্শন-সম্মত। অতএব দ্ব্যণুক-সকলেরও সৃষ্টি ও সংহার প্রতিজ্ঞাত হইতেছে, সন্দেহ নাই।

সৃষ্টি-প্রক্রম-প্রতিপাদনার্থ সংহার-প্রক্রম অপেক্ষিত হওয়ায়, বিবক্ষিত অর্থপ্রতিপাদনাভিলাষে ভাষ্য-গত-পাঠক্রম-পরিত্যাগ-পুরঃসর, অর্থক্রম অবলম্বনে, পশ্চাৎ উক্ত হইলেও, প্রথমে সংহার-ক্রম-প্রদর্শনে চেষ্টা

করিতেছি। আমাদিগের পঞ্চদশ-নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, পঞ্চদশ-কলায় এক নাড়িকা, ত্রিংশৎ-কলায় একমুহূর্ত্ত, ত্রিংশন্মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, পঞ্চদশ-অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে দ্বাদশ মাস বা সম্বৎসর, তিন ঋতুতে উত্তরায়ণ, তিন ঋতুতে দক্ষিণায়ন ; উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন, দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি; ষষ্টি-অধিক তথাভূত-তিনশত অহোরাত্রে দেবতাদিগের এক বর্ষ, দ্বাদশসহস্রবর্ষে চতুর্যুগ, তথাভূত-চতুর্যুগ-সহস্রে ব্রহ্মার এক দিন, এতাদৃশ ব্রাহ্মমান অবলম্বনে পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বর্ষ-কল্পনা-পূর্ব্বক তাদৃশ-বর্ষশতের অন্তে অর্থাৎ অবসানে বর্ত্তমান ব্রহ্মদেবের অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি-কালে সংসারের নানা স্থানে ভূয়োভূয়ঃ শরীরাদিপরিগ্রহ-প্রযুক্ত-খিন্ন অর্থাৎ গর্ভবাসাদি-বিবিধ-দুঃখ-ভোগে দুঃখিত-প্রাণি-গণের রাত্রিকালে বিশ্রাম অর্থাৎ কিয়ৎকাল দুঃখোপশমার্থ সকল-ভুবন-পতি সর্ব্বত্র অব্যাহতপ্রভাব-সম্পন্ন-শ্রীমন্মহেশ্বর দেবের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহারেচ্ছা উপস্থিতা হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সকল-ভুবন-সংহারেচ্ছা উপস্থিতা হইলে তৎসমানকালে অর্থাৎ "তদনন্তরমেব" শরীর, ইন্দ্রিয় ও মহাভূতসকলের উপনিবন্ধক আরম্ভক সর্ব্বাত্ম-গত সর্ব্বাত্ম-সমবেত অদৃষ্ট-সকলের বৃত্তি-নিরোধ বা শক্তি-প্রতিবন্ধ উপস্থিত হয়। উক্তরূপ শক্তি-প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইলে, অনাগত শরীর, ইন্দ্রিয় ও মহাভূত সকলের অনুৎপত্তি এবং উৎপন্ন শরীর, ইন্দ্রিয় ও মহাভূত-সকলের বিনাশার্থ শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সঞ্জিহীর্ষালক্ষণা ইচ্ছাবশে আত্মা ও পরমাণু-সংযোগ-সমুদায় হইতে কর্ম্ম-সকল উৎপন্ন হয়। অনন্তর মহেশ্বরদেবের ইচ্ছা ও আত্মাণু-সংযোগ-জাত-কর্ম্ম-সকল হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয়-সমূহের পারম্পর্য্য-বশে কারণভূত অণুসকলে বিভাগ উৎপন্ন হয়। উক্ত বিভাগ সকল হইতে পূর্ব্বোক্ত পরমাণুসকলের সংযোগ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সংযোগের নিবৃত্তি হইলে, পূর্ব্বকথিত শরীর ও ইন্দ্রিয়-সকলের, দ্ব্যণুকাদি-বিনাশ-প্রক্রম-দ্বারা আপরমাণ্বন্ত বিনাশ হইয়া থাকে। অকাণ্ডে প্রজাসকলের সংহার-সম্পাদন অর্থাৎ অসময়ে বিশ্বের ক্ষয়-সাধনের ফলে যৎকিঞ্চনকারী শ্রীপরমেশ্বরদেবের কারুণ্যাভাব-প্রসঙ্গ

আপাদিত হইলে, তন্নিবারণার্থ যদি বিচক্ষণ-পাঠকমহোদয়-গণ "প্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং" এই প্রয়োজন কথনের উদ্দেশ্য আলোচনা করেন, তবে বোধ করি, তাঁহারা আর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে অকারুণিক বলিতে সাহসী হইবেন না।

পুনশ্চ, শ্রীপরমেশ্বরদেবের অকারুণ্য-প্রসঙ্গের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিতা হইল বটে; কিন্তু যদি কেহ বলেন যে, অনন্ত-জীবাত্ম-গণের মধ্যে পরিপচ্যমান অনন্ত অদৃষ্টের পরিপাক অনুসারে কেহ কেহ অদৃষ্টক্ষয়-বশতঃ ভোগ হইতে উপরত হয়, কেহ কেহ বা ভোগরসের আস্বাদন করে এবং কেহ কেহ বা ভোগাভিমুখ হইয়া থাকে; সুতরাং এইরূপে সর্ব্বত্র বিষয়-প্রবৃত্তির বর্ত্তমানতাকালে শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের যুগপৎ অভাব সংঘটিত হইতে পারে না, তবে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও "অদৃষ্টানাং" বৃত্তি-প্রতিবন্ধই প্রধান-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জানিতে হইবে। "ব্রহ্মণোঽ-পবর্গকালে সংসার-খিন্নানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং" এই যে কথা বলা হইয়াছে, উক্ত স্থলেও জানিতে হইবে যে, প্রাণিসকলের তাৎপর্য্য-লব্ধ-প্রবোধ-প্রত্যস্তময়-সাধর্ম্ম্যের উপচারবশে শরীরেন্দ্রিয়-সকলের আপ-রমাণ্বন্ত বিনাশের ন্যায়, পৃথিবী, উদক, জ্বলন ও পবন, এই মহাভূত-চতুষ্টয়েরও পূর্ব্বোক্তপরমাণু-ক্রিয়া-বিভাগাদি-ক্রম-সাহায্যেই উত্তরোত্তর-মহাভূতের বর্ত্তমানতাবসরে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-ভূতের বিনাশ, অর্থাৎ জল বর্ত্তমান থাকিতে প্রথমতঃ পৃথিবীর বিনাশ, জ্বলন বর্ত্তমান থাকিতে জলের বিনাশ, বায়ু বর্ত্তমান থাকিতে জ্বলনের বিনাশ এবং পরে পবনের বিনাশ হইয়া থাকে। তদনন্তর প্রবিভক্ত-পরমাণু-সকল এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্যসংস্কার-দ্বারা অনুবিদ্ধ অর্থাৎ উপগৃহীত-বিভু-জীব-সকল "তাবন্তমেব কালং", অর্থাৎ রাত্রিকালের দিবস-তুল্যত্ব-প্রযুক্ত ব্রাহ্মমানের একশত বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া থাকেন। এইরূপ নিত্যত্ব-প্রযুক্ত আকাশ, কাল ও দিগাদিরও অবস্থান অবগত হইতে হইবে সত্য; কিন্তু বিভুজীব-সকলের অদৃষ্টবশে পরমাণু-সকল ঐ সময়ে অপর কোন কার্য্যের আরম্ভ করে না বলিয়া, প্রাধান্যপ্রযুক্ত 'অদৃষ্ট-বিশিষ্ট আত্মা ও পরমাণ-সকলেরও অবস্থান যে ভাষ্যে সংকীর্ত্তিত হইয়াছে,

ইহা বোধ করি, অভিজ্ঞ-পাঠকের সমক্ষে তিরোহিতরূপে প্রতিভাত হইবে না।

উপরি-উক্তা প্রক্রিয়া অবলম্বনে সংহার-ক্রম-প্রতিপাদনের অনন্তর আমরা এক্ষণে সৃষ্টি-ক্রমপ্রতিপাদনে যত্ন-পরায়ণ হইব। সৃষ্টি-ক্রমের প্রারম্ভেই "প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে" এইরূপ প্রয়োজন কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব অধুনা আশঙ্কা হইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, বা মহাপ্রলয়ের অবসানসময়ে অদৃষ্ট-বিশিষ্ট-বিভুজীব-সকলের প্রাণ-সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং "প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে" এইরূপ প্রয়োজন-নির্দ্দেশ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা বলিব, যদ্যপি সৃষ্টির প্রারম্ভে জীব-সকলের প্রাণ-সম্বন্ধ ছিল না, তথাপি অনাগত-প্রাণ-দৃষ্টিসাহায্যে যোগ্যত্ব-প্রযুক্ত "প্রাণিনাং" এ কথা বলা অনুচিত নহে। অতএব অনাগতাবেক্ষণ-সাহায্যে প্রাণিগণের ভোগভূতি অর্থাৎ সুখদুঃখানুভবের উৎপত্তির জন্য, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সিসৃক্ষা, অর্থাৎ সর্জ্জনেচ্ছা উৎপন্না হয়। তদনন্তর "সর্ব্বেষু আত্মসুগতাঃ" অর্থাৎ সর্ব্বাত্মসমবেত অদৃষ্ট-সকল বৃত্তিলাভ করিয়া থাকে। যদি চ যুগপদুৎপদ্যমানাসংখ্যেয়-কার্য্যোৎপত্তিকল্পে ব্যাপ্রিয়মাণা দিগাদিবন্নিত্যত্ব-প্রযুক্ত ক্রিয়াশক্তিলক্ষণা ঈশ্বরেচ্ছা একরূপিণী, তথাপি ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপিণী এই মহেশ্বরেচ্ছা তত্তৎ-কাল-বিশেষরূপ-সহকারীর প্রাপ্তি ঘটিলে, কদাচিৎ সংহারার্থা হইয়া থাকেন, এবং কদাচিৎ সৃষ্ট্যর্থাও হইয়া থাকেন। যে সময়ে ক্রিয়া-শক্তি-স্বরূপিণী ঈশ্বরেচ্ছা সংহার-সাধনে প্রবৃত্তা হন, তৎকালে সংহারানুরোধ-বশতঃ অদৃষ্ট-সকলের ঔদাসীন্য-লক্ষণ-বৃত্তি-নিরোধ উপস্থিত হয়। আর যখন ঐ ক্রিয়াশক্তিরূপা ভগবদিচ্ছা সৃষ্ট্যর্থে প্রবৃত্তা হন, তৎকালে অদৃষ্ট-সকলের বৃত্তিলাভ, অর্থাৎ স্বকার্য্য-জননের প্রতি ব্যাপার আবির্ভূত হয়। "বৃত্তির্লব্ধা যৈঃ" অর্থাৎ বৃত্তি লব্ধা হইয়াছে যাহাদিগকর্ত্তৃক "তে বৃত্তিলব্ধাঃ" এই অদৃষ্ট-বিশেষণীভূত-বৃত্তিলব্ধ-পদের "আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ" এই নিয়মবশে নিষ্ঠার পূর্ব্ব-নিপাত-সাধন-পূর্ব্বক "দন্তজাতঃ" এই প্রয়োগের ন্যায় সিদ্ধি জানিতে হইবে।

সর্ব্বাত্ম-গত বৃত্তিলব্ধ অর্থাৎ লব্ধবৃত্তি অদৃষ্ট-সকলকে অপেক্ষা

করিয়া, তৎসংযোগ অর্থাৎ আত্ম-পরমাণু-সংযোগ-সকল হইতে পবন-পরমাণু-সমুদায়ে কর্ম্ম-সমূহ উৎপন্ন হয়। উক্ত উৎপন্ন-কর্ম্ম-নিচয়ের সমবায়ি-কারণ পবন-পরমাণু-নিচয়, লব্ধ-বৃত্তি অদৃষ্ট-বিশিষ্ট আত্ম-পরমাণু-সংযোগ অসমবায়ি-কারণ, এবং অদৃষ্ট নিমিত্ত-কারণস্বরূপ। উক্তরূপে কর্ম্ম উৎপন্ন হইলে, পূর্ব্বোক্ত পবন-পরমাণু-সকলের পরস্পর-সংযোগ উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল পবন-পরমাণু-সংযোগ হইতে দ্ব্যণুক সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎপশ্চাৎ ত্র্যণুক সমুদায়, এইরূপে ক্রমানুসারে সমুৎপদ্যমান মহান্ বায়ু "নভসি" অর্থাৎ আকাশতলে দোধুয়মান অর্থাৎ সর্ব্বত্র অপ্রতিহতত্ব-প্রযুক্ত বেগাতিশয়যুক্ত হইয়া, অবস্থিতি করে। তদনন্তর উক্ত ক্রমে উৎপন্ন বায়ু অধিকরণে আপ্য-পরমাণুসমুদায় হইতে পূর্ব্ব-ক্রমানুসারে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে মহান্ সলিল-নিধি উৎপন্ন হইয়া, পোপ্লূয়মান অর্থাৎ প্রতিরোধকের অভাব বশতঃ সর্ব্বত্র প্লবমান অবস্থায় অবস্থিতি করে। তদনন্তর অর্থাৎ জলনিধির উৎপত্তির পশ্চাৎ পূর্ব্বোৎপন্ন জলধি অধিকরণে পার্থিব-পরমাণু-সমুদায় হইতে "সংহতা" অর্থাৎ স্থিরস্বভাবা মহাপৃথিবী পূর্ব্বক্রমানুসারে দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমুৎপন্না হইয়া অবস্থিতি করে। তদনন্তর পূর্ব্বোৎপন্ন মহোদধিক্ষেত্রে তৈজস-পরমাণু-নিচয় হইতে দ্ব্যণুকাদি-প্রক্রমে উৎপন্ন মহান্ তেজোরাশি যে কোন বস্তু কর্ত্তৃক অভিভূত না হওয়ায়, দেদীপ্যমান অবস্থায় অবস্থিতি করে। যদি কোন প্রশ্ন-কুশল-পাঠক প্রশ্ন করেন যে, সলিল ও অনলের অসদ্ভাব বা বিরোধ চির-প্রসিদ্ধ হওয়ায় পয়ঃ ও পাবকের আধার-আধেয়ভাব উপপন্ন হইবে কিরূপে? তবে উত্তরে আমরা বলিব যে, যদিচ পয়ঃ ও পাবকের বিরোধ স্বাভাবিক, তথাপি পরমেশ্বরদেবের ইচ্ছানুগৃহীত অদৃষ্টবশে সলিল ও অনলের পরস্পর আধার-আধেয়ভাব অবশ্যই উপপন্ন হইতে পারে। এইরূপে অনন্তরোক্ত-প্রক্রম-সাহায্যে মহাভূত সকল উৎপন্ন হইলে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অভিধ্যান অর্থাৎ সঙ্কল্প-মাত্র-বশে পার্থিব-পরমাণু-সহিত-তৈজস-পরমাণু-সমষ্টি হইতে সুমহৎ অণ্ড অর্থাৎ সহস্রাংশুসমপ্রভ হৈম ব্রহ্মাণ্ডবিম্ব আরব্ধ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তৈজস পরমাণুপুঞ্জ হইতে সুমহৎ ব্রহ্মাণ্ডবিম্ব

আরব্ধ হইয়া থাকে, তবে বহ্নি পুঞ্জপ্রায় হইল না কেন? উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, বিম্বারম্ভে পার্থিব অবয়ব সকল উপষ্টম্ভক হওয়ায়, ব্রহ্মাণ্ডবিম্বের বহ্নিপুঞ্জপ্রায়ত্বাপত্তি অত্যন্ত অসমীচীনা। পূর্ব্ব-বর্ণিত-প্রক্রম অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড-বিম্ব উৎপন্ন হইলে, উক্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিকরণে বদন-কমল-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট সমুদায়-লোকের আদ্য-পুরুষ সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মদেবকে সমস্ত ভুবনের সহিত উৎপাদিত করিয়া, অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর শ্রীমহেশ্বরদেব প্রজাসর্গে অর্থাৎ প্রজাজনন-বিষয়ে "ত্বমিদং কুরু", এইরূপে বিনিযুক্ত করিয়া থাকেন।

উক্তরূপে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক বিনিযুক্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাতিশয়-সম্পন্ন বা উপচিত ব্রহ্মা জ্ঞানাতিশয়বশে প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম যথাবৎ অবগত হইয়া থাকেন, বৈরাগ্যাতিশয়বলে পক্ষপাত-পরিহার-পূর্ব্বক সমতার সহিত প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্যাতিশয়বশে জীবগণকে স্বস্বানুরূপ-কর্ম্ম-ফল-ভোজনে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। পুনশ্চ, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব কর্ত্তৃক বিনিযুক্ত চতুর্বদনকমল ব্রহ্মা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পরমানুগ্রহফলে প্রাণি-সকলের কর্ম্ম-বিপাক বা কর্ম্ম-সমূহের বিবিধ-প্রকারে পাক বিদিত হইয়া, অর্থাৎ ইহার কর্ম্ম-ফল এতাবন্মাত্র হইবে, ইত্যাদিরূপে অবগত হইয়া, কর্ম্মানুরূপ জ্ঞান, ভোগ ও আয়ুর্যুক্ত আত্মজ-দক্ষাদি প্রজাপতি সকল, মানস অর্থাৎ মনঃ-সঙ্কল্প-প্রভব মনু সকল, দেব-সমূহ, ঋষি-সকল, পিতৃগণ এবং মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে ক্রমে চতুর্ব্বর্ণ, অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও পদযুগল হইতে শূদ্র ও অন্যান্য উচ্চাবচ-ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-তর ভূত-সকলের সৃষ্টিকার্য্য-সম্পাদন করিয়া, অনন্তর দক্ষ-প্রজাপতি-প্রভৃতি-প্রাণি-নিচয়কে আশয় অর্থাৎ ফলোপ-ভোগকাল পর্য্যন্ত আত্মাধিকরণে অবস্থিত কর্ম্মানুরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, অথবা অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, যে যে প্রাণীর যথাবিধ কর্ম্ম, তত্তদনুরূপ জ্ঞান-সুখৈশ্বর্য্যাদির দ্বারা সেই সেই প্রাণিবর্গকে সম্যক্ যোজিত করেন; কিন্তু পক্ষপাত-রহিত সুতরাং বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য

দোষবিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মা কদাচ লেশ-মাত্রও অন্যথাচরণ করেন না। যদি কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, প্রেক্ষাবৎ-পুরুষ-মাত্রেরই তত্তৎ-কার্য্য-বিষয়িণী প্রবৃত্তি ইষ্টার্থাধিগম, অথবা অনিষ্ট-পরিহারর্থই হইয়া থাকে, পরন্তু ঈশ্বর সর্ব্বথা আপ্তকাম, বা পূর্ণকাম হওয়ায়, তাঁহার ইষ্ট-প্রাপ্তি, বা অনিষ্ট-পরিহার অসম্ভব, অতএব ঈশ্বরের জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্তি উপপন্না হইতে পারে না, তবে উত্তর এই যে, ঈশ্বর প্রাণিসকলের ভোগভূতি অর্থাৎ সুখদুঃখানুভবোৎপত্তির জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার প্রবৃত্তি পরার্থবিষয়িণী; কিন্তু স্বার্থ-নিবন্ধনা নহে। যদি ঈশ্বরের প্রবৃত্তি পরার্থ-বিষয়িণীই হয়, তবে করুণা-প্রবৃত্তত্ব-প্রযুক্ত তিনি কেবল সুখময়ী সৃষ্টি না করিয়া, দুঃখ-শবলা সৃষ্টি করিলেন কেন? এরূপ প্রশ্নও নিতান্ত অসমীচীন। কারণ, ঈশ্বর পরার্থে প্রবৃত্ত হইলেও, প্রাণি-গণের কর্ম্ম-বিপাক বিদিত হইয়া, বিচিত্র-কর্ম্মাশয়ের সহায়তা অবলম্বন করিয়াই, সৃষ্টি-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। অতএব কেবল সুখময়ী সৃষ্টি না করিলেও, তাঁহার কারুণ্য-সম্বন্ধে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। পুনশ্চ, দুঃখোৎপাদ যদি বৈরাগ্য-জনন-দ্বারা পরম-পুরুষার্থ-হেতুভূত হয়, তবে কারুণ্য-বিরোধী না হইয়া, বরং কারুণ্যেরই সমর্থন করিতেছে, বলিতে হইবে।

অপিচ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়াই যদি ঈশ্বর উচ্চাবচ-বিষমা সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব তিরোহিত হওয়ায়, অনীশ্বরতা-দোষের আপাদন যুক্তি-সঙ্গত হইবে না কেন? এরূপ প্রশ্নও অত্যন্ত অজ্ঞতা-প্রসূত। কারণ, যিনি আশয়ানুরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রাণিসকলকে সংযুক্ত করেন, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্ব-প্রাণিগণের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করতঃ অনীশ্বর হইতে পারেন কিরূপে? যোগ্যতানুরূপ্য-সাহায্যে ভৃত্য-সকলকে ফল-বিশেষ প্রদান করিয়া, প্রভু কি কখনও অপ্রভু হইয়া থাকেন? যদি কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, কল্পাদিকালে উৎপন্ন-প্রাণিগণের সর্ব্ববিধ-শব্দার্থ-ব্যবহারে ব্যুৎপত্তি না থাকা প্রযুক্ত, সঙ্কেতগ্রহণ সর্ব্বথা অশক্য হওয়ায়, শাব্দ ব্যবহারের অনুপপত্তি

অবশ্যম্ভাবিনী, তবে প্রতিসমাধানকল্পে প্রত্যবস্থানবীজ যাহা পূর্ব্বগ্রন্থে উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহারই পুনরালোচনা দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের পরিহার করিতে হইবে। শুক্র-শোণিত-সম্পর্কে যাহারা জরায়ু-মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, যোনিজ-শরীরধারী সেই সকল প্রাণী, গর্ভবাসাদি-মহাতীব্র-দুঃখ-প্রবন্ধ-বেগ-বশে সংস্কার বিলুপ্ত হইলে, জন্মান্তরানুভূত কোন পদার্থ স্মরণ করে না, ইহা ধ্রুব সত্য হইলেও, ঋষিসকল, প্রজাপতি-সকল, অথবা মনুসকল মানস-সংকল্প-প্রসূত ; সুতরাং অযোনিজ-শরীরবিশিষ্ট অদৃষ্ট-সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়ায়, তাঁহারা দৃষ্ট-সংস্কার-বশে সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধ-ন্যায়ে কল্পান্তরানুভূত-সর্ব্ববিধ-শব্দার্থ--ব্যবহার-প্রতিসন্ধান করিয়া থাকেন। উক্তরূপ প্রতি-সন্ধানবশে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া, পরস্পর-বহু-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের ব্যবহার হইতে তৎকালবর্ত্তী প্রাণি-গণ ব্যুৎপত্তি লাভ করে এবং তাহাদিগের ব্যবহারপরম্পরা হইতে অন্যান্য প্রাণিগণও ব্যুৎপত্তিলাভে সমর্থ হয়। অতএব মনঃ-সংকল্প-প্রভব ঋষি, প্রজাপতি ও মনুগণের ব্যবহার-পরম্পরা-বশে শব্দার্থ-ব্যুৎপত্তি সর্ব্বথা উপপন্না হইতেছে।

"সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ জগতি"র বিবরণকল্পে পরিদৃশ্যমান-ব্রহ্মাণ্ডের রচনাপ্রকার-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে অপেক্ষিত সংহার-প্রক্রম-প্রদর্শন-পুরঃসর বৈশেষিকানুমতসৃষ্টিক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা ধ্রৌব্য ও অধ্রৌব্য অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্বের ব্যস্তবিষয়তা অর্থাৎ বিভিন্ন-বিষয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ প্রাপ্ত অধ্রুব অনিত্য সমুৎপন্ন-পৃথিব্যাদি-মহাভূত-চতুষ্টয়ের স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক বোধ করিতেছি। তন্মধ্যে পৃথিবীর স্বরূপ-নির্ণয় করিতে হইলে, পৃথিবীত্বাভিসম্বন্ধ-বশেই পৃথিবী-পদার্থের পরিচয় অবগত হইতে হইবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীকে স্বরূপতঃ অবগত হইয়াও, কোন অনির্দ্দিষ্ট-ব্যামোহ-প্রযুক্ত "পৃথিবী," এইরূপে ব্যবহার করে না, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি বিষয়সম্বন্ধের অব্যভিচার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক ব্যবহারার্থ অসাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করা উচিত। অতএব পৃথিবীত্বাভিসম্বন্ধ-বশেই "পৃথিবী," এইরূপ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। তাৎপর্য্য এই যে, এই পদার্থ "পৃথিবী," এইরূপ প্রকারে অবশ্য ব্যবহরণীয়, কারণ,

পৃথিবীত্বের অভিসম্বন্ধ। পুনশ্চ, যে পদার্থ "পৃথিবী" এইরূপে ব্যবহৃত হয় না, সেই পদার্থ পৃথিবীত্ব-লক্ষণ অসাধারণ ধর্ম্ম-দ্বারা অভিসম্বদ্ধ নহে, দৃষ্টান্ত যেমন অবাদি। যেহেতু এই পদার্থ পৃথিবীত্বদ্বারা অভিসম্বদ্ধ নহে, এ কথা বলা যায় না, অতএব "পৃথিবী" এইরূপে ব্যবহার করাই ন্যায্য। অথবা যে ব্যক্তি "পৃথিবী" এই শব্দ লোকব্যবহারে শ্রবণ করিতেছে, অথচ পৃথিবীর স্বরূপ কি, তাহা সম্যক্ অবগত নহে, তাদৃশ ব্যক্তির প্রতি পৃথিবীর স্বরূপ-প্রতিপাদনার্থ স্বপর-জাতীয় ব্যাবৃত্ত অসাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। যে পদার্থ লোকে "পৃথিবী" এইরূপে ব্যপদিষ্ট হইতেছে, পৃথিবীত্বাভিসম্বন্ধপ্রযুক্ত তাহাকেই পৃথিবীরূপে অবগত হইতে হইবে। যেমন পৃথিবীত্ব-লক্ষণ অসাধারণ-ধর্ম্মের অভিসম্বন্ধ "পৃথিবী" এইরূপ ব্যবহারের প্রযোজক, সেইরূপ গন্ধ-সহচরিত-চতুর্দ্দশ-গুণবত্বও পৃথিবীর ইতর-দ্রব্যসকল হইতে ব্যাবর্ত্তকধর্ম্ম বা বৈধর্ম্ম্য হওয়ায়, তৎসাহায্যেও পৃথিবীর স্বরূপ অবগত হওয়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর চতুর্দ্দশ গুণ যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার। এই সকলরূপাদি-গুণ-বিশেষ গুণ-বিনিবেশাধিকারে অর্থাৎ গুণ সকলের দ্রব্যে বৃত্তি-লক্ষণ বিনিবেশ-প্রতিপাদক-বৈশেষিক-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সিদ্ধপ্রতিপাদিত বা অধিকৃত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, এই গুণ-চতুষ্টয় পৃথিবীদ্রব্যে সূত্রকার মহর্ষিকণাদকর্ত্তৃক "রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী" এইরূপ লক্ষণ-প্রণয়ন-পূর্ব্বক সিদ্ধ বা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ চাক্ষুষ-বচন অর্থাৎ "সংখ্যাপরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে কর্ম্ম চ রূপি-দ্রব্য-সমবায়াচ্চাক্ষুষাণি" এই সূত্রগত-চাক্ষুষবচন-প্রযুক্ত রূপবিশিষ্ট-পৃথিবী-দ্রব্যে সংখ্যাদি সপ্তগুণ সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, ঐ সকল গুণ যদি রূপিদ্রব্যে না থাকিত, তাহা হইলে, সূত্রকার রূপি-দ্রব্য-সমবায়ে ঐ সকল গুণের প্রত্যক্ষত্ব কখনই কীর্ত্তন করিতেন না। এইরূপ পতনোপদেশ অর্থাৎ "সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনং" এই সূত্রগত-পতনোপদেশ-বশতঃ পতন-সম্বন্ধি-পৃথিবী-দ্রব্যে পতন-হেতুভূত-গুরুত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

তাৎপর্য্য এই যে, সূত্রস্থ-সংযোগপদে প্রতিবন্ধক-মাত্রের উপলক্ষণ করিতে হইবে। অতএব যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকের অভাব হইলেই, অসমবায়ি-কারণ-লক্ষণ গুরুত্ব-প্রযুক্ত পতন অর্থাৎ অধঃ সংযোগ-ফলিকা ক্রিয়া হইয়া থাকে। ফল গুরুত্ব-বিশিষ্ট হইলেও, পতনের প্রতিবন্ধক বৃক্ষসংযোগ থাকা প্রযুক্ত পতিত হইতে পারে না। বিহঙ্গমাদিস্থলে বায়ুর সহায়তায় পক্ষ-দ্বয়সঞ্চালন-নৈপুণ্যে বিধারক-প্রযত্ন-বিশেষ পতনের প্রতিবন্ধক, ক্ষিপ্তকাণ্ডাদি-বিষয়ে বেগাখ্যসংস্কার পতনের প্রতিবন্ধক, এই সকল প্রতিবন্ধকের অভাব হইলেই, গুরুত্বাধীন পতন হইয়া থাকে। এইরূপ "অগ্নিঃ সামান্যবচনাৎ", অর্থাৎ "সর্পিজতুমধূচ্ছিষ্টানাং পার্থিবানাং অগ্নিসংযোগাৎ দ্রবত্বং অগ্নিঃ সামান্যং" এই কাণাদ-সূত্রস্থ "অগ্নিঃ" সামান্য-বচন-বলে পৃথিবীদ্রব্যে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ উত্তর-কর্ম্ম-বচন, অর্থাৎ "নোদাদাদ্যং ইষোঃ কর্ম্ম, তৎকর্ম্ম-কারিতাচ্চ সংস্কারাৎ তথোত্তরমুত্তরঞ্চ", এই সূত্র-গত উত্তর-কর্ম্ম-বচন-বলে, অর্থাৎ পুরুষপ্রযত্ন-সাহায্যে আকর্ণান্তাকৃষ্ট-পতঞ্চিকা অর্থাৎ ইষু-ক্ষেপণ-যন্ত্র-বিশেষ-দ্বারা নুন্ন-নিক্ষিপ্ত ইষুলক্ষণ-পার্থিব-দ্রব্যে নোদন-হেতুক যে আদ্য-কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেই আদ্য-কর্ম্ম হইতে সমবায়িকারণ-স্থানীয়-বাণে বেগাখ্য-সংস্কার সঞ্জাত হইলে, তাদৃশ-সংস্কারোৎপন্ন উত্তরোত্তর-কর্ম্ম-বশে বাণ বেগে চলিতে থাকে, এই সর্ব্ব-লোক-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সূত্রকার-প্রদর্শিত বেগাখ্য-সংস্কার-হেতুক উত্তরোত্তর-কর্ম্মবচনবলে, পৃথিবী-দ্রব্যে বেগাখ্য-সংস্কার আছে, স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা, অবিদ্যমান-সংস্কারের উত্তরোত্তর-কর্ম্ম-হেতুতা সম্ভবপরা হইতে পারে না। এ স্থলে এ কথাও বলা উচিত যে, বৃক্ষ-সংযোগের অভাবকাল হইতে ফলের ভূমিদেশে পতন পর্য্যন্ত একমাত্র বেগাখ্য-সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা, অনেক-সংস্কার ও সংস্কার-ধ্বংস-কল্পনে গৌরব-প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য। যে প্রকারে আপতন একই সংস্কার হইতে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা বৈশেষিক-দর্শনে কর্ম্ম-পদার্থ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে উপপাদিত হইয়াছে; সুতরাং অত্র-স্থলে অধিকবিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজনা। তথা গন্ধগুণ একমাত্র ক্ষিতিদ্রব্যেই

অবগত হইতে হইবে। কারণ, গন্ধবত্ত্ব একমাত্র ক্ষিতিরই অসাধারণ ধর্ম্ম। "সুগন্ধি সলিলং", "সুগন্ধিঃ সমীরণঃ", এতাদৃশ-প্রত্যয়-বশে দ্রব্যান্তরেও যদি গন্ধের অস্তিত্ব-প্রতিপাদনে কেহ আগ্রহ-পরায়ণ হন, তবে তৎপ্রতিষেধার্থ উত্তর এই যে, পার্থিব-দ্রব্য-সমবায়-বশতঃই সলিলে, বা সমীরণে পৃথিবীগুণ গন্ধের উপলব্ধি হইয়া থাকে। বাস্তবিক-পক্ষে ঐ গন্ধ সলিল, বা সমীরণের নহে। এতাদৃশ নিশ্চয়ের প্রতি, পার্থিব-দ্রব্য-সমবায়ের অভাবে গন্ধ-গুণের অনুপলম্ভই একমাত্র কারণ। তথা শ্যাম, শুক্ল, নীল, পীতাদি, অনেক-প্রকার-রূপ একমাত্র পৃথিবী-দ্রব্যেই উপলব্ধ হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে। যদি চ পৃথিবী-জাতি এক, তথাপি ব্যক্তিভেদে নানারূপ পৃথিবীদ্রব্যে সমবেত হইয়া থাকে। যে স্থলে নানাবিধ-রূপ-সম্বন্ধী অবয়ব-সমুদায়-দ্বারা একটীমাত্র অবয়বী আরব্ধ হয়, ক্বচিৎ এরূপ এক-ব্যক্তিস্থলেও অনেকপ্রকার রূপের সমাবেশ সিদ্ধান্তসম্মত। এইরূপ পৃথিবীদ্রব্যে মধুরাদিষড়্বিধরস, সুরভি ও অসুরভিভেদে দ্বিবিধগন্ধ এবং অনুষ্ণাশীত অথচ পাকজ স্পর্শের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপে চতুর্দ্দশ-গুণ-বিশিষ্টা-পৃথিবী নিত্যা ও অনিত্যাভেদে দ্বিবিধা। পরমাণু-লক্ষণা পৃথিবী নিত্যা এবং কার্য্য-লক্ষণা পৃথিবী অনিত্যা জানিতে হইবে। পরমাণু-স্বভাবা পৃথিবীর অস্তিত্বে প্রমাণ কি? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, উত্তর এই যে, মহৎপরিমাণতারতম্য-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে পরিমাণ-তারতম্যত্ব-হেতু-বশে অণু-পরিমাণ-তারতম্যেরও ক্বচিৎ বিশ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। যে স্থলে অণু-পরিমাণ-তারতম্যের বিশ্রান্তি, যাহা হইতে আর অন্য পর অণু হইতে পারে না, তাহাকেই পরমাণু বলা যায়। অতএব উক্তরূপ অনুমান-প্রমাণ-বলে পরমাণু-স্বভাবা পৃথিবীর অস্তিত্ব সমর্থিত হইতে পারে। পুনশ্চ, এই পরমাণু-স্বভাবা পৃথিবী নিত্যা। কারণ, দ্রব্যত্ব-বিশিষ্ট হইয়া, যাহা অনবয়ব, অর্থাৎ অবয়বশূন্য, আকাশ দৃষ্টান্তাবলম্বনে তাহাই নিত্যমধ্যে পরিগণিত। উক্তরূপ পরমাণুরও যদি সাবয়বত্ব আশঙ্কিত হয়, তাহা হইলে, উক্ত সাবয়ব-দ্রব্যের পরমাণুত্ব অসিদ্ধ। কারণ, কার্য্য-পরিমাণ অপেক্ষা কার্য্যাবয়ব-পরিমাণের অল্পীয়স্ত্ব

লোক-প্রতীতি-সিদ্ধ। অতএব সাবয়ব কার্য্যদ্রব্যের যেটী অবয়ব, সেই অবয়বটীই পরমাণু হইবে। অবয়বান্তর-সম্ভাব প্রযুক্ত সেই অবয়বটীও যদি পরমাণু না হয়, তাহা হইলে, অনবস্থাদোষ অবশ্যম্ভাবী। পুনশ্চ, অবয়বিসকলের অল্পতরতমাদিভাবও সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, সকলেরই অনন্ত-কারণ-জন্যত্বের অবিশেষ-প্রযুক্ত পরিমাণ-প্রকর্ষ ও অপ্রকর্ষের হেতুভূত-কারণ-সংখ্যা-ভূয়স্ত্বাভূয়স্ত্বের নিতান্ত অসম্ভাব। কার্য্য-পরিমাণ অপেক্ষা তদবয়ব-পরিমাণের অল্পীয়স্ত্ব, অথবা অবয়বী সকলের অল্পতরতমাদি পরিমাণভেদ নাই, এ কথা বলা যায় না। অন্যথা লোক-প্রসিদ্ধা প্রতীতির, কিম্বা লৌকিক-প্রত্যক্ষের অপলাপ অপরিহার্য্য হইবে। অতএব এই পরিমাণভেদ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণে পরিমাণভেদ, বা অণুপরিমাণ স্বীকৃত হইলে ঐ অণুপরিমাণ ক্বচিদবস্থা-বিশেষে নিরতিশয় সর্ব্বথা অতিশয়শূন্য, অর্থাৎ অণু-পরিমাণ-তারতম্য-বিশ্রান্ত হওয়ায়, নিত্য পরমাণু সুসিদ্ধ হইতেছে। উক্তরূপে সিদ্ধ পরমাণু একাকী কোন কার্য্যের বা অবয়বীর আরম্ভক হইতে পারে না। কারণ, এক ও নিত্য পরমাণুর আরম্ভকত্ব স্বীকার করিলে, অপর কোন অপেক্ষণীয় না থাকায়, কার্য্যের সতত উৎপত্তিপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য।

পুনশ্চ, আশ্রয়-বিনাশ, অথবা আশ্রয়-বিভাগ-লক্ষণ বিনাশ-হেতুর অভাববশতঃ কার্য্যের অবিনাশিত্ব প্রসঙ্গও অপরিহার্য্য। যেমন একটী পরমাণুর আরম্ভকত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল, সেইরূপ পরমাণুত্রয়েরও আরম্ভকত্ব প্রতিষিদ্ধ, বা অযুক্ত অবগত হইতে হইবে। কারণ, বৈশেষিক-দর্শনে মহৎ-কার্য্য-দ্রব্যের উৎপত্তিবিষয়ে স্বীয়-পরিমাণ অপেক্ষা অল্প-পরিমাণ-বিশিষ্ট-কার্য্য-দ্রব্যেরই আরম্ভকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং লোকেও মহৎ-কার্য্য-দ্রব্যের উৎপত্তিবিষয়ে স্ব-পরিমাণ অপেক্ষা অল্প-পরিমাণ-বিশিষ্ট-কার্য্য-দ্রব্যেরই সামর্থ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট-ত্র্যণুক, অণু, বা হ্রস্ব-পরিমাণ-বিশিষ্ট-দ্ব্যণুক-লক্ষণ-কার্য্য-দ্রব্য-কর্ত্তৃকই উৎপাদিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বীয়-পরিমাণ অপেক্ষা অল্প-পরিমাণ-বিশিষ্ট-কপাল, বা তন্তু-লক্ষণ-কার্য্যদ্রব্যারব্ধ মহৎ-পরিমাণ-সম্পন্ন ঘট, বা

পটের উপন্যাস করা যাইতে পারে। এইরূপে পরমাণুত্রয়ের, অথবা এক পরমাণুর আরম্ভকত্ব প্রতিক্ষিপ্ত হইলে, কেবলমাত্র পরমাণুদ্বয়-সাহায্যে যাহা আরব্ধ হয়, তাহাই দ্ব্যণুকরূপে সিদ্ধ হইতেছে। দ্ব্যণুক সম্বন্ধেও বহু দ্ব্যণুক একত্রিত হইয়া কার্য্যের আরম্ভ করিয়া থাকে, কিন্তু দুইটী দ্ব্যণুক কোন কার্য্যের আরম্ভক নহে, ইহাও বৈশেষিক দর্শনের অন্যতম নিয়ম। কারণ, দ্ব্যণুকের অণু-পরিমাণোৎপত্তিবিষয়ে হেতু-সম্ভাব-প্রযুক্ত অণুত্বের উৎপত্তি হইলে, আরম্ভ-বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। একত্র মিলিত বহু দ্ব্যণুকের কার্য্যারম্ভে কোন নিয়ম নাই। কদাচিৎ দ্ব্যণুকত্রয় কর্ত্তৃক কার্য্য আরব্ধ হইলে, ত্র্যণুক বলা যায়, কদাচিৎ দ্ব্যণুকচতুষ্টয়-কর্ত্তৃক কার্য্য আরব্ধ হইলে, চতুরণুক বলা হইয়া থাকে। এইরূপ কদাচিৎ পঞ্চ, ষট্, সপ্ত আদি যথেষ্ট-কল্পনা-বিষয়ে কোন আপত্তি নাই। কিঞ্চ, যথেষ্ট-কল্পনা-স্থলে কার্য্যের ব্যর্থতা আশঙ্কিতা হইতে পারে না। কারণ, যথা যথা কারণসংখ্যা বা বাহুল্য সংঘটিত হইবে, তথা তথা মহৎ-পরিমাণেরও তারতম্য উপলব্ধ হইবে। পুনশ্চ, কারণ-সংখ্যা-বাহুল্যে মহৎ-পরিমাণ-তারতম্যোপলম্ভ অঙ্গীকৃত হইলে, দ্ব্যণুক সকলেরই ঘটারম্ভকত্বপ্রসক্তি কে নিবারণ করিবে? এইরূপ প্রশ্ন প্রগাঢ় অজ্ঞতা-প্রসূত। কারণ, মুদ্গরাদি-পাতানন্তর ঘটের ভঙ্গ উপস্থিত হইলে, অল্প-তর-তমাদিভাগ-দর্শন-প্রযুক্ত অল্প-তর-তমাদি-ভাগ-সাহায্যেই ঘটের আরম্ভকল্পনা করিতে হইবে। ইত্যলং প্রসঙ্গাগত-প্রসঙ্গ-প্রপঞ্চনেন।

নিত্যানিত্য-ভেদে দ্বিবিধা পৃথিবীর মধ্যে পরমাণু-লক্ষণা নিত্যা পৃথিবী উপরিতন-গ্রন্থে বিবৃতা হইয়াছে। অনন্তরোক্ত-দ্ব্যণুকাদি-প্রক্রমে কৃত, বা উৎপন্ন-কার্য্য-লক্ষণা অনিত্যা পৃথিবীর বিবরণে অবসর উপস্থিত হওয়ায়, আমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্নপরায়ণ হইয়া, অধ্যেতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কারণ-বিভাগ ও আশ্রয়-বিনাশ-লক্ষণ-হেতুর সম্ভাব-প্রযুক্ত অনিত্যা কার্য্য-লক্ষণা এই পৃথিবী স্থৈর্য্য বা নিবিড়ত্ব এবং প্রশিথিলতা, তথা অবয়বসন্নিবেশ অর্থাৎ অবয়ব সকলের সংযোগ-বিভাগ-বিশিষ্টা ও অপরজাতিবহুত্বোপেতা অর্থাৎ গোত্বাদি-জাতিভূয়স্ত্বযুক্তা।

যদি চ পরমাণুসকলে অপর-জাতির অভাব সুনিশ্চিত, তথাপি অদৃষ্টবশে তথা তথা পরমাণু-সকলের ব্যূহ রচিত হইয়া থাকে, যথা যথা তদারব্ধ কার্য্যসকলে অপর-জাতি-সমূহ অভিব্যক্ত হইতে পারে। যদি আশঙ্কা হয় যে, সর্ব্ববিধ-ভাব-পদার্থেরই সৃষ্টি অদৃষ্টকারিতা ; পরন্তু কার্য্যলক্ষণা পৃথিবী পুরুষের কোন্ অর্থক্রিয়া সাধন করে, যৎপ্রযুক্ত ভোগ-প্রদ অদৃষ্ট ভূতধাত্রী ধরিত্রী পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে তৎ-পরিহারার্থ উত্তরে আমরা বলিব, ভূতবর্গের দ্বিতীয়া জননী-স্থানীয়া সর্ব্বংসহা বসুমতী শয়ন আসনাদি অনেক উপকার-সাধন করিয়া, সতত আমাদিগের প্রতিপালন-কার্য্য-সম্পাদন করিতেছেন। এই কার্য্য-লক্ষণা অনিত্যা পৃথ্বী ভাগত্রয়ে প্রবিভক্তা, ভাগত্রয় যথা—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। পৃথিবীর শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সংজ্ঞক কার্য্য-ত্রিতয়ের মধ্যে শরীর-লক্ষণ-কার্য্য যোনিজ ও অযোনিজ-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধের অপেক্ষা না করিয়া, ধর্ম্ম-বিশেষ-সহিত-পার্থিব-পরমাণু-সমুদায় হইতে দেবগণের কিম্বা ঋষিগণের যে শরীর উৎপন্ন হয়, অথবা দংশ-মশকাদি-ক্ষুদ্র-তর-জন্তু-সকলের যাতনা পীড়া অর্থাৎ অশেষবিধদুঃখ-ভোগার্থ অধর্ম্ম-বিশেষানুগৃহীত-পার্থিব-পরমাণু-সমূহ হইতে যে যাতনা-শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অযোনিজ শরীর বলা হইয়া থাকে।

উক্ত-সংক্ষিপ্ত-বিষয়টীর বিবরণ-কল্পে বলা যাইতে পারে যে, শুক্র-শোণিত-সন্নিপাতের নাম যোনি, যোনি হইতে যে শরীর জন্মলাভ করে, তাহাকে যোনিজ এবং তদ্বিপরীত শরীরকে অযোনিজ বলা যায়। যোনিজ অযোনিজ শরীর-দ্বয়ের মধ্যে শুক্র-শোণিত-নিরপেক্ষ দেবর্ষিগণের শরীর অযোনিজ উক্ত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, শুক্র ও শোণিতের শরীরের প্রতি কারণভাব অন্বয় ও ব্যতিরেক-প্রমাণ-সাহায্যে অবধারিত, অতএব শুক্র ও শোণিতের অভাবে শরীরের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপরা হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে "ধর্ম্মবিশেষ-সহিতেভ্যো অণুভ্যঃ" এই কথা বলা হইয়াছে। অর্থস্তু; "বিশিষ্যতে ইতি বিশেষঃ, ধর্ম্ম এব বিশেষঃ ধর্ম্মবিশেষঃ, প্রকৃষ্টো ধর্ম্মঃ, তৎসহিতেভ্যোঽণুভ্য ইতি।" তাৎপর্য্যতঃ ধর্ম্মাভিন্ন, বা

ধর্ম্মরূপ বিশেষ, বা প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম সহিত অণুসমূহ হইতে অযোনিজ শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই বুদ্ধিস্থ হইতেছে। এ স্থলে বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়-গণের এইরূপ অভিসন্ধি অবগত হওয়া উচিত যে, শরীরারম্ভের প্রতি পরমাণু সকলই কারণস্বরূপ; কিন্তু শুক্র-শোণিত-সন্নিপাত কারণ-স্বরূপ নহে। কারণ, ক্রিয়া-বিভাগাদিন্যায়ে শুক্র ও শোণিতের বিনাশ হইলে, উৎপন্ন-পাকজ-পরমাণু-সকল-কর্ত্তৃকই শরীরের আরম্ভ হইয়া থাকে। শুক্র-শোণিত-পরমাণু-সকলে কোনরূপ বিশেষও স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, সাধারণ পার্থিব-পরমাণু ও শুক্র-শোণিত-পরমাণু-সকলে পার্থিবত্বের অবিশেষ স্বতঃসিদ্ধ। এ স্থলেও শরীর-কার্য্যে জাতি-নিয়মে অদৃষ্টই একমাত্র হেতু স্বীকার করিতে হইবে। পরিশেষে যদি ঐরূপই স্বীকার করিতে হয়, তবে ধর্ম্ম-বিশেষানুগৃহীত-পরমাণু-সমষ্টি হইতে অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি অনুপপন্না হইবে কেন?

যদি কেহ বলেন যে, সর্ব্বত্র শরীরোৎপত্তি-বিষয়ে শুক্র-শোণিতের পূর্ব্বকালতা-নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে, অতএব যেমন গ্রাবোন্মজ্জন, অর্থাৎ গুরুভার-প্রস্তর-খণ্ডের পয়ঃপ্রবাহে প্লাবনাঙ্গীকার, তৎসদৃশ গ্রাবান্তরের জলে নিমজ্জন-গ্রাহক-প্রমাণান্তর-বিরোধ-প্রযুক্ত নিতরাং অনুপপন্ন, সেইরূপ অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি-স্বীকার অনুপপন্ন হইতেছে, সুতরাং যদিও প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃষ্ট হয় যে, শিলা-শকল জলে ভাসিয়া যাইতেছে এবং শাখামৃগ সঙ্গীতালাপে সভ্য-সমাজের চিত্তরঞ্জন করিতেছে, তথাপি অসম্ভব-বোধে ঐরূপ কথা কখনই লোক-সমক্ষে কথনীয়া হইতে পারে না, তবে উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, শুক্রাদি-নিরপেক্ষ শলভাদি-শরীরের উৎপত্তি পরিদৃষ্টা হওয়ায়, শরীর-মাত্রের প্রতি শুক্র-শোণিতের পূর্ব্বকালতা-সমর্থনে দুরাগ্রহ-পোষণ করা অত্যন্ত অনুচিত। যদি বল, শলভাদি-শরীর শুক্র-শোণিত-নিরপেক্ষ হইলেও, বিশেষ বিশেষ সংস্থান-বিশিষ্ট শরীরের শুক্র-শোণিত-পূর্ব্বতা অবগতা হইতেছে, তবে আমরা বলিব, যদিচ বিশিষ্ট-সংস্থান-শরীরের শুক্রাদি-পূর্ব্বতা অবগতা হইতেছে' সত্য, তথাপি শরীর-মাত্রের উৎপত্তির প্রতি শুক্র-শোণিতের পূর্ব্বকালতা-নিয়ম সিদ্ধ

চতুষ্পদগণের শরীর জরায়ুজ এবং পক্ষী, সরীসৃপ ও মৎস্যাদির শরীর অণ্ডজ নামে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রম-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের কথা বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, শ্রীমহেশ্বরদেবের সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সর্ব্ববিধ-প্রাণিনিবহের গন্ধাভিব্যঞ্জক গন্ধোপলম্ভক যে ইন্দ্রিয়, সেইটী ঘ্রাণেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় জলাদি-দ্বারা অনভিভূত অপ্রতিহত-সামর্থ্য-সম্পন্ন-পার্থিব-অবয়ব-সকল-কর্ত্তৃক অদৃষ্ট-বশে ইতর-বিলক্ষণ-রূপে আরব্ধ হইয়াছে।

অতএব জলাদি-দ্বারা অনভিভূত-পার্থিব অবয়বারব্ধ-ঘ্রাণেন্দ্রিয়-মাত্রই গন্ধের অভিব্যঞ্জক ; কিন্তু অন্য কোন পার্থিব-দ্রব্য গন্ধোপলম্ভক নহে, এই নিয়ম অবাধে আত্মমর্য্যাদালাভে সম্পূর্ণ সমর্থ। যেহেতু অদৃষ্টবশে ইতর-বিলক্ষণরূপে বিশিষ্টতার সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন, সেই কারণবশেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কোন পার্থিব দ্রব্য গন্ধাভিব্যঞ্জনে সমর্থ নহে। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞামাত্র, কারণ, হৃৎপুণ্ডরীকান্তরে সন্নিবিষ্ট আত্মা "জিঘ্রতি" অর্থাৎ এই ঘ্রাণ-সাহায্যে গন্ধের উপাদান বা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সদ্ভাবে গন্ধোপলব্ধিই প্রকৃষ্ট-প্রমাণ-স্বরূপ। অর্থাৎ ক্রিয়া-মাত্রের করণ-সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত এবং চক্ষুরাদি-ব্যাপারে গন্ধোপলব্ধি-ক্রিয়ার অনুৎপাদবশতঃ পার্থিবত্বের অবিশেষ সত্ত্বেও রূপাদির মধ্যে গন্ধমাত্রের অভিব্যঞ্জকত্ব-লক্ষণ-প্রমাণ অর্থাৎ গন্ধোপলব্ধিরূপা প্রমার করণ বা সাধন-ভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সদ্ভাব উপপন্ন হইতেছে। কুঙ্কুম-গন্ধাভিব্যঞ্জক ঘৃত যেমন স্বগন্ধ-সহিত-কুঙ্কুম-গন্ধের অভিব্যক্তি সাধন করে, সেইরূপ ঘ্রাণও স্বগন্ধ-সহিত-পুষ্পাদি-গন্ধের অভিব্যক্তি সাধন করিয়া, ইন্দ্রিয়-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। যেহেতু পুষ্পাদির গন্ধ নাসিকাপ্রদেশে সমাগত না হওয়া পর্য্যন্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় উহার অভিব্যক্তি-সাধন করে না, অতএব পরকীয়-গন্ধে নিজ-গন্ধের সমর্পণ অভাবে স্বয়ং স্বীয়-গন্ধের অগ্রহণ-প্রযুক্ত স্বগন্ধের গ্রাহক হইতে পারে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যেমন কুঙ্কুম-গন্ধাভিব্যঞ্জক-ঘৃতবৎ স্বগন্ধ-সমর্পণ-দ্বারা স্বগন্ধ-সহিত-পরকীয়-গন্ধের অভিব্যঞ্জকত্ব-স্বভাব প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ স্বভাবের পর্য্যনুযোগানর্হতা-প্রযুক্ত, রসন, চক্ষুঃ ও

ত্বগিন্দ্রিয়-সকলেরও বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তবলে রসরূপ-স্পর্শ-সহকৃত হইয়া, অর্থাৎ অন্যত্র স্ব-স্ব-রসরূপাদিসমর্পণ-পুরঃসর পরকীয়-রসরূপাদির অভিব্যঞ্জকত্ব, অথবা আপ্যত্বাদির অবিশেষ সত্বেও রসাদির মধ্যে অন্যতমের উপলব্ধি-ক্রিয়ার করণ-সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত, কিম্বা চক্ষুরাদিব্যাপারে রসাদ্যুপলব্ধিক্রিয়ার অনুৎপাদ, বা রূপাদির মধ্যে রসাদিমাত্রের অভিব্যঞ্জকত্ব-লক্ষণ-প্রমাণ অর্থাৎ রসাদ্যুপলব্ধি-প্রমিতির করণ বা সাধকতমভাবে ইন্দ্রিয়ত্বানুমান প্রবৃত্ত হওয়ায়, বিনা-স্বগুণার্পণ, স্বয়ং স্ব-স্ব-রসাদিগুণের গ্রহণ সম্ভবপর নহে। শব্দগুণক ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। অতএব শ্রোত্রের দ্বারাই শব্দের উপলম্ভ হইয়া থাকে; সুতরাং অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় স্বগুণার্পণ অপেক্ষা করে না। পরন্তু সকল শব্দই যদিচ নভোদেশে বৃত্তিসম্পন্ন, তথাপি কদম্বকোরক, অথবা বীচি-তরঙ্গ-ন্যায়ে কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন-নভঃ-প্রদেশে উৎপন্ন হইলেই, গৃহীত হইয়া থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়-প্রসঙ্গে অপরাপর-ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধে দুই একটী কথা মাত্র বলিলাম। তত্তৎ-দ্রব্য-নিরূপণ অবসরে অপরাপর-ইন্দ্রিয়ের বিশেষ-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়লক্ষণা পৃথিবীর স্বরূপ-বিশেষ-প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রে ত্রৈবিধ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধারণানুবাদ অবলম্বনে দ্ব্যণুকাদি-প্রক্রমে আরব্ধ কার্য্যলক্ষণা পৃথিবীর তৃতীয়স্তর মৃৎ, পাষাণ ও স্থাবরাদি-স্বভাব-বিষয়ত্রয়ের মধ্যে স্থল অর্থাৎ সমতল ও নিম্নাদি, অথবা প্রাকার ইষ্টকাদি, মৃৎপ্রকার, বা মৃৎ-প্রভেদমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। উপল অর্থাৎ শ্বাবয়স-প্রক্ষেপণার্হ-সাধারণ-শিলাসমূহ, মণি অর্থাৎ সূর্য্যকান্তাদি এবং বজ্র অর্থাৎ অশনি ও হীরক, পাষাণ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট তৃণ অর্থাৎ উলপাদি, ওষধি অর্থাৎ ফলপাকান্ত-যব-গোধূমাদি, বৃক্ষ অর্থাৎ স-পুষ্প-ফল-কোবিদার প্রভৃতি, লতা অর্থাৎ লতিকা শাখাদিরহিতা অথচ বেষ্টনকারিণী গুড়ূচ্যাদি প্রসিদ্ধাব্রততী, "অবতন্বন্তীত্যবতানানামবিটপাঃ" অর্থাৎ কেতকীবীজপূরাদি এবং

স্বেচ্ছাধীন-চেষ্টা-বিরহ-বিশিষ্ট-বস্তু-মাত্রের উপস্থিতি হইয়া থাকে, অতএব স্বেচ্ছাধীন-চেষ্টা-বিরহ-লক্ষণ-স্থাবরত্ব মৃৎ এবং পাষাণেও অস্তিত্ব-সম্পন্ন হইলে, বিষয়-লক্ষণা পৃথিবীর ত্রিধা বিভাগ করিবার কোন আবশ্যক নাই, তবে উত্তর এই যে, সত্য মৃৎও পাষাণ স্বেচ্ছাধীন-চেষ্টা-বিরহ-লক্ষণ-স্থাবরত্ব অতিক্রমে সমর্থ নহে; তথাপি মৃৎ ও পাষাণের রূপান্তরেরও সম্ভব প্রযুক্ত এই উপক্রান্ত স্থাবরত্বরূপে শাস্ত্রকারগণ মৃৎ ও পাষাণের অভিধান করেন নাই। বৈশেষিক মতানুসরণে "সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ জগতি"র বিবরণমূলক সৃষ্টিসংহার-নিরূপণানন্তর "ধ্রৌব্যাধ্রৌব্য" অর্থাৎ নিত্যত্বানিত্যত্বের ব্যস্তবিষয়তা প্রদর্শনার্থ উপক্রান্ত দ্রব্য-নবকের মধ্যে প্রথমতঃ পরমাণু-স্বভাবা পৃথিবীর নিত্যত্বসমর্থন-পূর্ব্বক কার্য্য-লক্ষণা অনিত্যা পৃথিবীর শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়সংজ্ঞক ত্রিবিধ-কার্য্যের মধ্যে যথাক্রমে ভোক্তার ভোগায়তন শরীরদ্রব্য, জ্ঞাতার অপরোক্ষ-প্রতীতি-সাধন-শরীরাশ্রয় ইন্দ্রিয়দ্রব্য এবং শরীরেন্দ্রিয়-ব্যতিরিক্ত আত্মোপভোগসাধন-বিষয়দ্রব্য-প্রতিপাদনপুরঃসর সমারব্ধ-পৃথিবী-নিরূপণপ্রকরণের উপসংহার করিতেছি।

"ধ্রৌবাধ্রৌব্যে"র বিভিন্ন-বিষয়ত্ব-প্রদর্শনার্থ পৃথিবীর নিত্যত্বানিত্যত্ব-নিরূপণের অনন্তর অবসরক্রমে জলের নিরূপণ আপতিত হওয়ায়, অধুনা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, পৃথিবী-নিরূপণের প্রথম-পর্ব্বাভিনয়-পূর্ব্বক আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যেমন পৃথিবীত্বাভিসম্বন্ধবশে পৃথিবী "ইয়ং পৃথ্বী" এইরূপ ব্যবহার-ভাজন হইয়াছেন, সেইরূপ মহান্ সলিল-নিধিও অপ্‌ত্বাভিসম্বন্ধপ্রযুক্ত "আপঃ" অর্থাৎ "জলানি," এইরূপ ব্যবহারভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্বরূপতঃ জল অবগত হইয়াও, যে কোন ব্যামোহ-প্রযুক্ত "জল" এইরূপে ব্যবহার করে না, তাহার প্রতি বিষয়-সম্বন্ধের অব্যভিচার-প্রদর্শন-সাহায্যে ব্যবহার-সাধনার্থ অসাধারণ-ধর্ম্ম, অথবা সমান-জাতীয়-দ্রব্য, কিম্বা অসমান-জাতীয় গুণাদি হইতে ব্যবচ্ছেদার্থক "অপ্‌ত্বাভিসম্বন্ধাৎ আপঃ" এইরূপ লক্ষণ কথিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, মহান্ সলিলরাশিকে "ইমা আপঃ" এইরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ, অপ্‌ত্বাভিসম্বন্ধ। পুনশ্চ,

যে বস্তু জল, বা জলরাশি, এইরূপে ব্যবহৃত হয় না, সেই বস্তু অপ্ত্ব-রূপ-লক্ষণ, অথবা অসাধারণ-ধর্ম্ম-দ্বারা অভিসম্বদ্ধ নহে। উদাহরণ যেমন পৃথিব্যাদি। অপিচ, এই মহান্ সলিলরাশি অপ্ত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম দ্বারা অভিসম্বদ্ধ নহে, এ কথা যেহেতু বলা যায় না, অতএব "ইমা আপঃ" অর্থাৎ এইগুলি জল, এইরূপে অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে। অথবা যে ব্যক্তি লোকব্যবহারে "জল" এই শব্দ শ্রবণ করিয়াছে, পরন্তু জলের স্বরূপ কীদৃশ, তাহা অবগত নহে, তথাবিধ পুরুষের প্রতি জলের স্বপরজাতীয়ব্যাবৃত্ত-স্বরূপ-প্রতিপাদনার্থ অসাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। যাহা লোকসমাজে "জল" এইরূপে ব্যপদিষ্ট হইতেছে, সমানাসমান-জাতীয়-ব্যবচ্ছেদার্থক-লক্ষণাভিপ্রায়ে অপ্ত্বরূপ অসাধারণধর্ম্মাভিসম্বন্ধবশে তাহাকেই জলস্বরূপে অবগত হইতে হইবে। ব্যবহার-বিশেষপ্রতিপাদনার্থ লক্ষণ, বা অসাধারণ-ধর্ম্ম-সাহায্যে উক্তরূপে স্বরূপতঃ অবগত জলের কেবলই যে অপ্ত্বমাত্র বৈধর্ম্ম্য, তাহা নহে; পরন্তু স্নেহ-সহচরিত-চতুর্দ্দশ-গুণবত্ত্বও জলের স্বপর-জাতীয় ইতর সকল হইতে বৈধর্ম্ম্যরূপে অবগত হইতে হইবে। চতুর্দ্দশ গুণ যথা—রূপ, রস, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব ও সংস্কার এই চতুর্দ্দশ গুণ মহর্ষিকণাদ-কর্ত্তৃক জলদ্রব্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জলদ্রব্যে উক্ত চতুর্দ্দশ গুণের পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্বতন-গ্রন্থে পৃথিবীদ্রব্যে যেমন সূত্রকারের বচনবলে এই রূপাদি গুণ সকলের সিদ্ধি বা প্রতিপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ জলদ্রব্যেও "রূপরসস্পর্শবত্য আপোদ্রবাঃ স্নিগ্ধাশ্চ" এই সূত্রবচনবলে রূপাদি গুণের সিদ্ধি বা প্রতিপত্তি জানিতে হইবে।

পুনশ্চ জলের সংখ্যাদি-প্রতিপাদক পৃথিবী-সাধারণ-সূত্র পৃথিবী-নিরূপণপ্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, জলের ইতর-বৈলক্ষণ্য-লক্ষণ-বৈধর্ম্ম্য-নিরূপণ অবসরে পৃথিব্যাদি-সাধারণ রূপাদির অভিধান অযুক্তি-যুক্ত, তবে অবান্তর-ভেদ-প্রযুক্ত উক্ত রূপাদির অসাধারণত্ব-প্রতিপাদন আবশ্যক হইতেছে। যদিচ জলে ধরণি-সাধারণ-রূপাদির সমাবেশ হইয়াছে সত্য; তথাপি জলে শুক্লই রূপ, মধুরমাত্রই রস, এবং

শীতমাত্রই স্পর্শ অবগত হইতে হইবে। যদি বল, জলে "শুক্লমেব রূপং", ইহা অযুক্ত, কারণ, কালিন্দী আদির জলে নৈল্যের উপলম্ভ হইতেছে, "মধুর এব রসঃ", ইহাও অনুপপন্ন, কারণ, জম্বীর করবীর আদির রসে আম্ল্য ও তৈক্ত্যাদির উপলম্ভ হইতেছে, "শীত এব স্পর্শঃ", ইহাও উপপন্ন হইতেছে না; কারণ, মধ্যন্দিনে জলে ঔষ্ণ্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে, এইরূপ জলের সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বও অব্যাপক, কারণ, হিমকরকাদিপিণ্ডে সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্বের অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, স্নেহের স্বরূপও অসিদ্ধ এবং অতিব্যাপক, কারণ, জলে স্নেহের অনুভব হয় না, এবং পার্থিব-ঘৃতাদি-দ্রব্যে স্নেহের অনুভব হইতেছে, অতএব উক্ত প্রকারে পৃথিব্যাদিসাধারণ-রূপাদির অসাধারণত্ব-লক্ষণ-ভেদক-ধর্ম্মের অভাববশতঃ জলদ্রব্য ইতরসকল হইতে ভিন্ন নহে, তবে উক্তরূপা আশঙ্কার পরিহারার্থ উত্তরে আমরা বলিব, এরূপ কথা বলা উচিত নহে। কারণ, অভাস্বর-শুক্ল-মাত্র-রূপ একমাত্র জলেই বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং কালিন্দী-জলে নৈল্যের উপলম্ভ আশ্রয়োপাধিক বলিতে হইবে। যদি আশ্রয়রূপ-ভেদ-বিনা কালিন্দী-জলে রূপান্তর-প্রতীতি স্বীকার করা হয়, তবে যৎকালে কালিন্দী-জল আকাশতলে বিক্ষিপ্ত হয়, তৎকালে বিয়দ্বিকীর্ণ-কালিন্দী-জলে ধাবল্যের উপলম্ভ হইবে কিরূপে? যেহেতু কালিন্দী-গর্ভ হইতে উদ্ধৃত বিয়তি-বিক্ষিপ্ত-কালিন্দী-জলে ধবলিম-মাত্রের প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং পুনর্নিপতিত হইলে, ঐ জলে নৈল্যের প্রতিভাস দেখা যায়, সেই হেতুবলে আশ্রয়রূপানুবিধানবশে অবশ্যই নৈল্যের আশ্রয়োপাধিকত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপ জলে মধুরমাত্রই রস স্বীকার করিতে হইবে। জম্বীর-করবীরাদির রসে যে আম্ল্য বা তৈক্ত্যাদির উপলব্ধি হয়, তাহা পার্থিবোপাধিকত্ব-প্রযুক্ত জানিতে হইবে। যদি বল, জলে গুড়াদির ন্যায় মাধুর্য্য অনুভূত হয় না, তবে আমরা বলিব, জলে কটু, কষায়, তিক্ত, লবণ ও অম্ল-বিলক্ষণ-রসের সম্বেদন সর্ব্ব-প্রাণীর অনুভব-সিদ্ধ। পুনশ্চ, মাধুর্য্যাতিশয়ের অভাব-প্রযুক্ত জলে সর্ব্বদা গুড়াদিবৎ মধুর-রসের

প্রতিভাসন না হইলেও, কষায়-দ্রব্য-ভক্ষণের অনন্তর মাধুর্য্যের অভি-ব্যক্তি কে অস্বীকার করিবে? যদি বল, কষায়দ্রব্য-ভক্ষণের অনন্তর জলে যে মধুর-রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, জলাভিব্যঙ্গ্য ঐ মধুররস হরীতকী-দ্রব্যাশ্রিত, কিন্তু জলের স্বাভাবিক গুণ নহে, তবে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, মধুর-রস জলেরই স্বাভাবিক গুণ। কারণকল্পনাস্থলে আমলকী-ফলের ত্বগাদি-সর্ব্বাবয়বে যেমন কষায়-রসের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ হরীতকী-ফলেও সর্ব্বাবয়বে কষায়-রসেরই উপলম্ভ হইয়া থাকে। অতএব হরীতকী-ভক্ষণের অনন্তর জলে যে মাধুর্য্যের উপলব্ধি হয়, তাহা জলেরই জানিতে হইবে। উল্বণতা অর্থাৎ ব্যক্ততা, বা স্পষ্টতা দ্রব্য-বিশেষ-সন্নিধানাধীন। যেমন শ্রীখণ্ড-সন্নি-যোগ-বশতঃ জলে শৈত্যের উল্বণতা, বা তীব্রতা উপলব্ধা হয়, সেইরূপ হরীতকী-লক্ষণ-দ্রব্য-বিশেষের সন্নিধান অভাবে কেবল-জলে মাধুর্য্যাতি-শয়ের বিরহ-প্রযুক্ত গুড়াদিবৎ বিশিষ্ট-মধুর-রসের উপলব্ধি হয় না বলিয়া, মধুররস জলের গুণ নহে, এ কথা বলা কখনই সমুচিত হইতে পারে না। এইরূপ জলে শীত-স্পর্শ-মাত্রই উপলব্ধ হইয়া থাকে। উপরিতন-গ্রন্থে মধ্যন্দিনে জলে যে ঔষ্ণ্যের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত ঔষ্ণ্য তেজোদ্রব্যেরই জানিতে হইবে। কারণ, মধ্য-গগনে আরূঢ়-প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডের তিগ্মতর বা খরতরকর-নিকর-সম্পর্কবশেই জলে ঔষ্ণ্যের প্রতীতি হয়, এবং তথাবিধ দিনকরের মধ্যন্দিনোচিত-খরতর-কিরণ-কলাপ-সম্পাত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইলে, জলের উষ্ণতা অপগতা হয়। অতএব তেজোদ্রব্যেরই অন্বয়-ব্যতিরেকানুবিধান-প্রযুক্ত উষ্ণস্পর্শ তেজোদ্রব্যেরই বিশেষ-গুণ-স্বরূপ। তেজঃসম্পর্কে জলে ঔষ্ণ্যের আরোপমাত্র হইয়া থাকে, অতএব বাস্তবিকপক্ষে জল শীতস্পর্শ-বিশিষ্ট।

এইরূপ, সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্বও স্বরূপতঃ জলেরই গুণ বা লক্ষণ-রূপে পরিচিত হইতে পারে। পুনশ্চ, স্নেহও জলেরই গুণবিশেষ; পরন্তু দুগ্ধত্ব দধিত্ববৎ সামান্য-বিশেষ নহে। কারণ, স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধতর, স্নিগ্ধতম, এইরূপে তারতম্য-প্রতীতি হইয়া থাকে। পরন্তু জাতি-বিষয়ে

কখনই তারতম্য সম্ভবপর নহে। যদি বল, স্নেহ গুণবিশেষ, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্তগুণ-বিশেষ-স্নেহ যে জলে বর্ত্তমান, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তবে উত্তর এই যে, সক্তু-সিকতাদি-চূর্ণে জল-দ্বারা যে সংগ্রহ অর্থাৎ স্নেহ-দ্রবত্ব-কারিত-সংযোগ-বিশেষ দৃষ্ট হয়, তৎসাহায্যে জলে স্নেহানুমান অর্থাৎ আগত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, পরস্পর-সমাশ্লিষ্ট-দৃঢ়-পিণ্ডীভাবাপন্ন-সক্তুসিকতাদির স্নেহ-দ্রবত্বকারিত উক্ত সংগ্রহাখ্য-সংযোগ-বিশেষ কেবল দ্রবত্বমাত্রের অধীন নহে। কারণ, দ্রবীভূত কাচ বা কাঞ্চন সাহায্যে যব-গোধূমাদি-চূর্ণের পিণ্ডীভাব কখনই সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। অথবা যব-গোধূমাদি-চূর্ণের উক্ত পিণ্ডীভাব স্নেহমাত্রকারিতও নহে। কারণ, স্ত্যান অর্থাৎ স্নিগ্ধঘৃতাদি-সাহায্যে সক্তু-সিকতাদির তথাবিধ সংগ্রহ বা পরস্পর সংযোগ-বিশেষ উপপন্ন হয় না। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেক-বশে অবধৃত হইতেছে যে, উক্তসংযোগ-বিশেষ স্নেহ-দ্রবত্ব-কারিত; পরন্তু কেবল স্নেহ, বা কেবল দ্রবত্ব-কারিত নহে। অপিচ, চূর্ণাদি-পিণ্ডীভাব-হেতু পূর্ব্বোক্তসংযোগ-বিশেষ জলের সহিত সক্তু-সিকতাদি-পিণ্ডে দৃশ্যমান হইয়া, জলে স্নেহ-গুণের দৃঢ়াকার সম্পাদন করিতেছে। স্নেহের প্রত্যক্ষত্ব-প্রযুক্ত জলে স্নেহ-গুণের সমর্থনকল্পে, এই প্রত্যক্ষো-পষ্টম্ভিকা যুক্তি প্রদর্শিতা হইল। ঘৃত বা তৈলে যে স্নেহ উপ-লব্ধ হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ স্নেহ উপষ্টম্ভকজলনিষ্ঠ জানিতে হইবে, এবং সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধে ঘৃত বা তৈলে উহার ভান মাত্র হইয়া থাকে। অতিশয়িত-স্নেহ-সম্পন্ন-জলে স্নেহের আধিক্য-প্রযুক্ত জলের সহিত অনলের বিরোধিতা নাই। অতএব পূর্ব্বোৎপন্ন মহোদধিজলে তৈজস অণু-সমুদায় হইতে দ্ব্যণুকাদি-প্রক্রমে উৎপন্ন মহাংস্তেজোরাশি বিরোধী কোন বস্তু কর্ত্তৃক অভিভূত না হইয়া, দেদীপ্যমান অবস্থায় অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। স্নেহ যদি পৃথিবীর বিশেষ-গুণ হয়, তবে গন্ধগুণের ন্যায় সর্ব্ব-পার্থিব-দ্রব্যে বৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারে; পরন্তু ক্বচিৎ পার্থিব ক্ষীর, তৈল, বা ঘৃতে স্নেহের উপলব্ধি হইলেও, সর্ব্বত্র পাষাণ, ইষ্টকা, অথবা শুষ্ক-ইন্ধনে স্নেহ উপলব্ধ হয় না।

অতএব "স্নেহোঽম্ভস্যেব সাংসিদ্ধিকঞ্চ দ্রবত্বং" এই ভাষ্যকারীয় বচন-বলে "নির্ব্বিশেষ এব স্নেহঃ অপাং বৈধর্ম্ম্যং" ইহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যদি চ পার্থিবক্ষীর, সর্পিঃ ও তৈলে স্নেহের সদ্ভাব পরিলক্ষিত হয় সত্য; তথাপি পাষাণ অথবা শুষ্ক ইন্ধনে স্নেহের অসম্ভব প্রযুক্ত ক্বচিৎ ক্ষীর-তৈলাদিস্থলে যে স্নেহদর্শন, তাহা ক্ষীর ও তৈলে উদক-গত-সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্বের ন্যায় সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধে অবগত হইবে, এ কথা অব্যবহিত পূর্ব্বগ্রন্থে বলিয়াছি। স্নেহের উদক-ধর্ম্মত্ব অবগত হইতে হইলে, সর্ব্বত্র উদকান্বয় ও ব্যতিরেকের অনুবিধান অনুসরণ করিতে হইবে। তথাচ অনূপদেশ অর্থাৎ জলবহুল বা জলপ্লাবিত-স্থানে উৎপন্ন-তৃণ-তরু প্রভৃতির স্নিগ্ধতা এবং জাঙ্গলপ্রদেশ-প্রভব তরু-তৃণাদির রুক্ষতা সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধা। পুনশ্চ, যে সকল-তরু-তৃণ-লতাদির মূলদেশ সতত পরিষিচ্যমান, তাহাদিগের স্নিগ্ধত্ব এবং তদ্বিরহী পাদপ-নিচয়ের স্নিগ্ধত্বাভাব সর্ব্বলোকানুভবের সমতীত নহে। কেবলই যে "স্নেহোঽম্ভস্যেব," তাহা নহে, কিন্তু সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বভাব-সিদ্ধ দ্রবত্বও জলমাত্রেই প্রতিষ্ঠিত। যদিচ ক্বচিৎ ক্ষীর ও তৈলাদি-পদার্থে আশ্রয়ী-ভূতজলের সন্নিকর্ষ-বশতঃ স্বভাব-সিদ্ধ-দ্রবত্বের উপলম্ভ হয় সত্য; তথাপি ক্বচিৎ তৈল বা ক্ষীরের ঘনত্ব উপলব্ধ হওয়ায়, সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব জল-মাত্রেরই গুণরূপে অবধৃত হইয়াছে।

পৃথিবী-নিরূপণ-গ্রন্থে যেমন নিত্যানিত্য-ভাব-ভেদে পৃথিবীর দ্বৈবিধ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ জলসকলেরও নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বলক্ষণ অবান্তর-ভেদবশতঃ দ্বৈবিধ্য অবগত হইতে হইবে। তন্মধ্যে পরমাণু-স্বভাব জল-সকল নিত্য ও কার্য্য-স্বভাব জল-সকল অনিত্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পৃথিবীর যেমন শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-সংজ্ঞিত-ত্রিবিধকার্য্য সমাম্নাত হইয়াছে, তদ্বৎ অপ্‌সকলেরও শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-সংজ্ঞিত-ত্রিবিধ-কার্য্যের মধ্যে "শরীরং অযোনিজমেব"। অর্থাৎ পার্থিব-শরীর যেমন যোনিজ ও অযোনিজ-ভেদে দ্বিবিধ, আপ্য-শরীর কিন্তু তথাবিধ দ্বৈবিধ্য ভজন করে না। পরন্তু কেবল অযোনিজ, এতাবন্মাত্র বিশেষ আপ্য-শরীরে অবগত হওয়া উচিত। গন্ধগুণের উপলব্ধি-বশতঃ তাবৎ মানুষ-শরীর

পার্থিব, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে; পরন্তু আপ্য শরীরের অস্তিত্ব কোথায়? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, এতাদৃশ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, অযোনিজ আপ্যশরীর বরুণ-লোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহা আগম-প্রামাণ্যবশে অবশ্য—প্রত্যেতব্য। অপ্ সকলের দ্রবৈ্যক-স্বভাবত্ব-প্রযুক্ত তদারব্ধ-শরীর জল-বুদ্বুদ-প্রায় বিবেচিত হইলে, সর্ব্ব-বিধ উপভোগ-সমর্থ, অথবা বিশিষ্ট-ব্যবহার-যোগ্য হইতে পারে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্নে উত্তর—"পার্থিবাবয়বোপষ্টম্ভাদুপভোগ-সমর্থম্"। অর্থাৎ পার্থিব অবয়ব সকলের উপষ্টম্ভ বা সংযোগ-বিশেষ-বশে আপ্য-শরীর উপভোগার্থ সমর্থ হইয়া থাকে। এই আপ্য শরীরের উৎপত্তি-বিষয়ে পার্থিব অবয়ব সকল নিমিত্তকারণস্বরূপ। উক্ত পার্থিব অবয়ব সকলের সংযোগফলে আপ্য অবয়বসকলের দ্রবত্ব-প্রতিবদ্ধ হইলে, বিশিষ্ট এই আপ্যশরীর উৎপন্ন হয়, সুতরাং জল-বুদ্বুদ-প্রায়াপত্তি-নিবন্ধন বিশিষ্টব্যব-হারাযোগ্য বা উপভোগে অসমর্থ নহে। যাঁহারা শরীরের পঞ্চভূত-লক্ষণ-সমবায়িকারণে আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের মতে শরীর অগন্ধ অর্থাৎ গন্ধ-শূন্য হওয়া উচিত। কারণ এই যে, বৈশেষিক-দর্শনে কারণ-গত একমাত্র গন্ধ-গুণের শরীরভূত-অবয়বিদ্রব্যে সমান-জাতীয়গুণান্তরের আরম্ভকত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পুনশ্চ, শরীরের পঞ্চাত্মকতা-স্বীকারে শরীরে চিত্র, অর্থাৎ বিচিত্র-রূপ, রস ও স্পর্শের সমাবেশ বা প্রাপ্তি হইতে পারে। কারণ, সমবায়ি-কারণ-সকলে নানা রূপ, রস ও স্পর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। পরন্তু চিত্র-রূপ রস ও স্পর্শবিশিষ্ট-শরীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, অতএব শরীর-পঞ্চভূত-প্রকৃতিক নহে। উক্তকারণবশতই আমা-দের এই শরীর ভূ ও জল-প্রকৃতিক, অথবা ভূ, জল ও অনিলপ্রকৃতিকও হইতে পারে না। কিন্তু ভূ, বায়ু ও আকাশ-প্রকৃতিকত্ব স্বীকার করিলে, এই শরীর অরূপ, অরস ও অগন্ধ অর্থাৎ রূপ, রস ও গন্ধ-শূন্য হইবে। আর যদি শরীরের অনল, অনিল ও আকাশপ্রকৃতিকত্ব স্বীকৃত হয়, তবে অগন্ধ অরস ইত্যাদি যথাসম্ভব যোজনা করিতে হইবে। অপিচ এই শরীরের যদি পঞ্চভূত সমবায়িকারণরূপে কল্পিত হয়, তবে এই শরীর একত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ,

পরস্পর-বিলক্ষণ-স্বভাব-সম্পন্ন-সমবায়ি-কারণ-সকলের ভেদ বশতঃ শরীরেরও ভেদোপপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব পরমাণু-লক্ষণ-পৃথিবী-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে গন্ধবত্ত্ব-রূপ-হেতু অবলম্বনে মানুষশরীর পৃথিব্যাত্মক জানিতে হইবে। মানুষশরীর যদি পৃথিবী-মাত্রের কার্য্য হয়, তবে মানুষ-শরীরে উদকাদিধর্ম্মের উপলম্ভ হইবে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "সংযুক্ত-সমবায়াদিত্যেবোত্তরম্"।

পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ এই শরীর অধিকারে মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত-"প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে" এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়া আরও কিঞ্চিৎ বিবৃতি করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ত্রৈভৌতিকত্ব-চাতুর্ভৌতিকত্ব-প্রবাদ-নিরাকরণার্থ উক্ত সূত্রের অভ্যুত্থান হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধ, ক্লেদ, পাক, ব্যূহ ও অবকাশ-দান-লক্ষণ-হেতুবশে শরীর যদি পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ পঞ্চভূত-সমবায়ি-কারণক হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই অপ্রত্যক্ষ হইবে। দৃষ্টান্ত যেমন একটী প্রত্যক্ষ দ্রব্য বনস্পতি এবং অপর একটী অপ্রত্যক্ষ-দ্রব্য বায়ু বা কাল প্রভৃতি এতদুভয়ের সংযোগ প্রত্যক্ষ হয় না, তথা প্রত্যক্ষ-ভূত-পৃথিব্যাদি-দ্রব্যত্রয় এবং অপ্রত্যক্ষ বায়ু ও আকাশ এই সমুদায়ের সম্মিলনে সমুৎপন্ন শরীরও অপ্রত্যক্ষ হইতে পারে। পরন্তু শরীর যেহেতু সর্ব্বলোকলোচনের গোচরীভূত, অতএব কখনই পঞ্চাত্মক হইতে পারে না। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত-যুক্তি-বলে শরীর চাতুর্ভৌতিকও নহে। যদি বল, ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ এই ভূতত্রয়ের প্রত্যক্ষত্ব-প্রযুক্ত শরীর ত্রৈভৌতিক হউক, তবে আমরা বলিব, শরীর ত্রৈভৌতিকও হইতে পারে না। কারণ, আরম্ভবাদে বিজাতীয়ারম্ভের প্রতিষেধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিশেষ-বিশেষ-গুণ-সম্পন্ন এক দুই বা তদধিক-পরস্পর-বিলক্ষণ-দ্রব্যের নিজারব্ধ-কার্য্য-দ্রব্যে গুণান্তরের আরম্ভকত্ব হইতে পারে না। অতএব সমবায়ি-কারণ-গত এক গুণের অবয়বিদ্রব্যে গুণানারম্ভকত্ব-প্রযুক্ত পৃথিবী ও জল দ্বারা কার্য্য বা অবয়বীর আরম্ভ-স্বীকারে তদারব্ধ-কার্য্য অবশ্যই অগন্ধ ও অরস হইতে পারে। এইরূপ পৃথিবী ও অনল

সাহায্যে আরব্ধ-কার্য্য অগন্ধ, অরূপ ও অরস এবং পৃথিবী ও অনিল-সাহায্যে আরব্ধকার্য্য অবশ্যই অগন্ধ, অরস, অরূপ ও অস্পর্শ অর্থাৎ গন্ধাদিশূন্য হইবে। এইরূপ বিচক্ষণ-পাঠকমহোদয়গণ অন্যান্য বিষয়ে স্বয়ং অধ্যাহার দ্বারা তাৎপর্য্য-গ্রহণে তৎপর হইলে, আনন্দানুভবে সমর্থ হইবেন। পুনশ্চ, পৃথ্বী, জল ও অনল এই প্রত্যক্ষভূতত্রয়ারব্ধ-শরীর একদিন প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারিত, যদি শরীরে কারণ-গুণ-পূর্ব্বক গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হইত। পরন্তু এক একটীমাত্র গন্ধাদিগুণের অনারম্ভকত্ব উক্ত হওয়ায় শরীরে কারণগুণ-পূর্ব্বক গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হইতেই পারে না; সুতরাং শরীর ত্র্যাত্মক বা রূপ-বিশিষ্ট-ভূতত্রয়ারব্ধ নহে। অর্থাৎ সমস্ত অবয়বগুণ অবয়বিদ্রব্যে অন্যান্য গুণের আরম্ভ করিয়া থাকে, কিন্তু কোন একটী অবয়বগুণ অবয়বিদ্রব্যে গুণান্তরের আরম্ভ করে না, এইরূপ যদি মত হয়, অথবা যদি অবয়ব-গত-গুণ-সকল পরস্পর-বিরোধী হয়, তাহা হইলে একটীমাত্র গুণও অবয়বি-দ্রব্যে কোন গুণের আরম্ভণে সমর্থ হইতে পারে না; সুতরাং অবয়বী অগুণ প্রতিপন্ন হইতে পারে।

এক্ষণে যদি এইরূপ প্রশ্ন হয় যে, শরীর যদি পাঞ্চভৌতিক, চাতুর্ভৌতিক, ত্রৈভৌতিক, কিম্বা ভূত-দ্বয়ারব্ধ না হয়, তবে একমাত্র শরীরে গন্ধ, ক্লেদ, পাক, ব্যূহ ও অবকাশের উপলম্ভ হইবে কিরূপে? তবে উত্তর এই যে, যাদৃশ সংযোগের অভাবে জন্য-বস্তুর উৎপত্তি সম্ভবপরা নহে, অথবা যাদৃশ-সংযোগের বিনাশে জন্য-বস্তুর নাশ অবশ্যম্ভাবী, উপাদানাতিরিক্ত-ভূতত্রয়ের অণুদ্রব্যের তথাবিধ-সংযোগ বৈশেষিক-দর্শনে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যাদৃশ-সংযোগ-নাশাদি হইলে, কার্য্যের বিনাশ উপস্থিত হয় না, পক্ষান্তরে যাদৃশ-সংযোগ জন্য-দ্রব্যের উৎপত্তির সহায়তা-কল্পে উপযোগী, তাদৃশ-সংযোগ প্রতিষিদ্ধ নহে। অতএব যদিচ বিজাতীয় অণুদ্বয়ের দ্রব্যের প্রতি অসমবায়িকারণরূপ সংযোগ অভিলষিত নহে, তথাপি মিথঃ পঞ্চভূতের পরস্পর উপষ্টম্ভক অর্থাৎ নিমিত্তকারণ-রূপে সংযোগ অপ্রতিষিদ্ধ হইলে, তদুপষ্টম্ভ-প্রযুক্ত শরীরে পাকাদির উপলম্ভ অবশ্যই সম্ভবপর হইতে পারে। শরীর যদি পাঞ্চভৌতিক, চাতুর্ভৌতিক,

ত্রৈভৌতিক, অথবা দ্বৈভৌতিক না হয়, তবে, "কিংপ্রকৃতিকমিদং মানুষ-শরীরং" এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, উত্তরকল্পে "পার্থিবং তৎ বিশেষগুণোপলব্ধেঃ" এই গৌতমীয়-সূত্রের উপস্থান হইতে পারে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ মানুষ-শরীরে যেহেতু আপ্রণাশ অনপায়ী দৃষ্ট হইতেছে, এবং শুষ্ক-শরীরে যেহেতু পাকাদির উপলব্ধি হয় না, অতএব পাকাদির ঔপাধিকত্ব, অথচ গন্ধের স্বাভাবিকত্ব নিশ্চিত হইলে, মানুষ-শরীরের পার্থিবত্ব-ব্যবস্থিতি "নিরাবাধৈব"।

পার্থিব অবয়বোপষ্টম্ভ বশতঃ উপভোগ-সমর্থ বিশিষ্ট-ব্যবহার-যোগ্য বরুণ-লোকে প্রসিদ্ধ আপ্য অযোনিজ-শরীর-প্রদর্শনের অনন্তর শরীরের পাঞ্চভৌতিকত্বাদি প্রবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই শরীর-প্রসঙ্গে পার্থিব ও আপ্যাদি-শরীর-সকলের মধ্যে শুক্র-শোণিত-সন্নিপাতসাপেক্ষ যোনিজ-পার্থিব-শরীর ও ক্ষুদ্রতর জন্তুগণের অধর্ম্মোপচিত শুক্র-শোণিত-সন্নিপাতানপেক্ষ অযোনিজ-যাতনা-শরীর লোকে প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃষ্ট হওয়ায়, তৎপ্রতি প্রমাণাপেক্ষা না থাকিলেও, দেব ও ঋষিগণের অযোনিজ-পার্থিব, আপ্য, তৈজস ও বায়বীয়-শরীর-সদ্ভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া, যাঁহারা প্রমাণান্বেষণে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সম্পাদনের জন্য "ব্রহ্মণো মানসা মন্বাদয়" এই শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারে। যদি প্রশ্ন হয় যে, কারণ অর্থাৎ যোনি-সম্পর্ক ব্যতীত কিরূপে শরীরকার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে? তবে উত্তর এই যে, উষ্মজ-কৃমি-মশকাদি-শরীরে যোনি-সম্পর্কের ব্যভিচার দৃষ্ট হওয়ায়, শরীরত্বাবচ্ছেদে যোনির কারণতা স্বীকৃতা হইতে পারে না। পুনশ্চ, সংস্থান-বিশেষবত্ত্ব-প্রযুক্তও শরীরমাত্রের প্রতি যোনির কারণতা স্বীকৃতা বা সিদ্ধা নহে। কারণ, দেব ও ঋষি-গণের শরীর অপেক্ষা অস্মদাদি শরীর সম্পূর্ণরূপে অন্যাদৃশ। পুনশ্চ, গর্ভাশয়-লক্ষণ-জরায়ু-বেষ্টিত-মানুষ, পশু ও মৃগগণের জরায়ুজ-শরীর এবং পরিতঃ সর্পণশীল পক্ষি-সরীসৃপ-কীট ও মৎস্যাদির অণ্ডজশরীর, এই দ্বিবিধ-যোনিজ-শরীরই ভোগাধিষ্ঠানরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও, বৃক্ষাদির শরীর-ভেদ ভোগাধিষ্ঠানরূপে প্রসিদ্ধ নহে। পরন্তু ভোগাধিষ্ঠান-বিনা জীবন, মরণ, স্বপ্ন, জাগরণ, ভেষজপ্রয়োগ,

বীজসজাতীয়ানুবন্ধ, অনুকূলোপগম ও প্রতিকূলাপগমাদি সম্ভব নহে। অথচ ভোগের উপপাদক বৃদ্ধি, ক্ষত, ভঙ্গ ও সংরোহণাদি বৃক্ষ-শরীর-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষতঃ পরিস্ফুট। অতএব ভোগাধিষ্ঠানত্ব-প্রযুক্ত বৃক্ষাদি-শরীর-ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

কিঞ্চ, বৃক্ষাদি শরীরভেদে আগমপ্রমাণেরও অভাব নাই। আগম বলিতেছেন, "নর্ম্মদা নদীর তীরদেশে সম্ভূত শরলার্জ্জুনাদি-পাদপ সকল নর্ম্মদাতোয়সংস্পর্শমাত্রেই অবসানে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়"। অথবা অত্যুৎকট পাপকর্ম্মাপাপী তীব্র-পাপ-কর্ম্ম-ফল-ভোগার্থ শ্মশানে কঙ্ক-গৃধ্রাদি-সেবিত বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে। যদিচ উদ্ভিজ্জ সকলের চেষ্টাবত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়বত্ত্ব স্ফুটতর প্রতীত না হওয়ায়, শরীরত্ব-ব্যবহার লোকসিদ্ধ নহে, তথাপি আগম-প্রামাণ্য-বলে উৎকট-পাপকর্ম্মা জীব-সকলের পাপ-কর্ম্ম-ফল-ভোগায়তন অযোনিজ-বৃক্ষ-শরীর ধারণ সর্ব্বথা অনপলপনীয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনিয়ত-দিগ্‌-দেশে কত যে পরমাণু-পুঞ্জ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল পরমাণু-পুঞ্জ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-বিশেষবশে পুণ্য ও পাপ-ফলে যে সকল ভোগ-দেহ নির্ম্মাণ করে, তন্মধ্যে যোনিজ-দেহের বিবরণ-পুরঃসর যেমন উদ্ভিজ্জ-জাতীয় অযোনিজ-বৃক্ষাদি-শরীর প্রমাণিত হইল, সেইরূপ দেব ও ঋষি-গণের অযোনিজ-শরীর শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ-প্রসিদ্ধ। শ্রুতি পূর্ব্বগ্রন্থে প্রদর্শিতা হইয়াছে, পশ্চাৎও প্রদর্শিতা হইবে, "ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ" ইত্যাদি স্মৃতিও অযোনিজ-শরীরের সমর্থন করিতেছেন। অপিচ, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ-প্রসিদ্ধা সমাখ্যা অর্থাৎ "দুর্ব্বাসঃ-প্রভৃতয়ো মানসাঃ," "অঙ্গারেভ্যঃ সমভবদঙ্গিরাঃ," ইত্যাদি-প্রসিদ্ধি, বা নাম-নিরুক্তি-দ্বারাও দেবর্ষিগণের অযোনিজ-শরীরের অস্তিত্ব বিজ্ঞাত হইতেছে। পুনশ্চ, পুত্র জাত হইলে, পিতামাতা দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি নাম-নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরন্তু বিশ্ব-সংসারে যখন পিতামাতার সৃষ্টি হয় নাই, তখন অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভকালে ভূত-জাতের একপতি হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা ইত্যাদি নামকরণ করিল কে? অতএব সংজ্ঞার সাদিত্ব প্রযুক্তও অযোনিজ-শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অথবা পিতামাতার উৎপত্তির

পূর্ব্বে যখন হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা ইত্যাদি নাম-নির্দ্দেশ বেদে দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাদৃশ-নামের প্রতিপাদ্য যে কেহ থাকিবেন, সেই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভাদি-শরীর অযোনিজ। শাস্ত্রের উল্লেখ ও প্রসিদ্ধ-নাম-নির্দ্দেশ-দ্বারা অনুমান-সাহায্যে যেমন অযোনিজ-দেহের অস্তিত্ব নির্ণীত হইতেছে, সেইরূপ বেদ-লিঙ্গ অর্থাৎ বেদের মন্ত্রভাগ লিঙ্গিত জ্ঞাপিত হয় যাহা দ্বারা, তথাভূত ব্রাহ্মণভাগ সাহায্যেও অযোনিজ শরীর বিজ্ঞাত হইতেছে। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, প্রজাপতি অনেক প্রজা সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর তিনি তপস্যা করিয়া মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ-যুগল হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন। বেদের মন্ত্রভাগেও উক্তরূপ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়; সুতরাং প্রথমোৎপন্ন ব্রাহ্মণাদির দেহ যোনিজ নহে; কিন্তু অযোনিজ, ইহা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব পুণ্যলভ্য-বরুণ-লোকে প্রসিদ্ধ আপ্য অযোনিজ-শরীর-সদ্ভাবে কোনরূপ সন্দেহের অবসর নাই।

এক্ষণে আপ্য ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের কথা বলিয়া, জল-নিরূপণের উপসংহার করিব। প্রাণিমাত্রের রসব্যঞ্জক যে ইন্দ্রিয়, তাহা জলাবয়ব-দ্বারা আরব্ধ। যদি প্রশ্ন হয় যে, আপ্য রসনেন্দ্রিয়মাত্রই রসের অভিব্যঞ্জক, অন্য কোন উদকদ্রব্য নহে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তবে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, বিজাতীয়-পার্থিব অবয়ব-দ্বারা অনভিভূত, অর্থাৎ অপ্রতিহত-সামর্থ্য-সম্পন্ন আপ্য অবয়ব কর্ত্তৃক যেহেতু ইতর-দ্রব্য-বিলক্ষণ-রূপে আরব্ধ হইয়াছে, অতএব বিশিষ্ট উৎপাদ-প্রযুক্ত এই রসনেন্দ্রিয় মাত্রই রসের অভিব্যঞ্জক, কিন্তু কোন দ্রব্যান্তর নহে। কারণ, রসনেন্দ্রিয়াতিরিক্ত-দ্রব্যান্তরের "ইত্থং" অর্থাৎ ইতর-বিলক্ষণ-রূপে উৎপত্তির অভাব। একমাত্র রসনেন্দ্রিয়ই যে রসের অভিব্যঞ্জক, ইহা নিয়ম-দর্শন-নিবন্ধন-কল্পিত হইয়াছে। রসনেন্দ্রিয়-সদ্ভাবে প্রমাণ-পৃষ্ট হইলে, ক্রিয়া-মাত্রেরই করণ-সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত রসোপলব্ধিক্রিয়াই প্রমাণস্বরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে। রসনেন্দ্রিয়ের আপ্যত্ব নিশ্চয় করিতে হইলে, রূপাদির মধ্যে রস-মাত্রের অভিব্যঞ্জকত্ব হেতুরূপে পরিগণিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যেমন মুখ-শোষণ-শীল-সক্তুরসের

অভিব্যঞ্জক লালা-দ্রব্য। অথবা সক্তুরসাভিব্যঞ্জক সলিল। ভোগ্যত্ব-রূপে ভোক্তার ভোগ-সাধনত্ব-প্রযুক্ত অপ্‌সকলের কার্য্যলক্ষণ বিষয় সরিৎ, সমুদ্র, হিমকরক অর্থাৎ ঘনোপল ইত্যাদি।

উপরিতন-গ্রন্থে জল-দ্রব্য নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি অবসর-প্রাপ্ত তেজোদ্রব্য-নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলিতে হইবে যে, তেজস্ত্বাভিসম্বন্ধ-বশে তেজো-দ্রব্যের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তেজঃ জিনিষটী কি, তাহা স্বরূপতঃ অবগত হইয়াও, যে কোনরূপ ব্যামোহ-প্রযুক্ত "তেজঃ" এইরূপে ব্যবহার করে না, তাহার প্রতি বিষয়-সম্বন্ধের অব্যভিচার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক ব্যবহার-সাধনার্থ কথিত হইতেছে যে, তেজস্ত্বলক্ষণ অসাধারণ-ধর্ম্মাভিসম্বন্ধ-বশে তেজো-দ্রব্যের পরিচয়-গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, তেজস্ত্বাভিসম্বন্ধ-প্রযুক্ত ইহা তেজোদ্রব্য-রূপে ব্যবহরণীয়। কারণ, যাহা তেজঃপদার্থরূপে ব্যবহৃত হয় না, তাদৃশ-পদার্থ তেজস্ত্বলক্ষণ অসাধারণ-ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক অভিসম্বদ্ধ নহে। দৃষ্টান্তকল্পে অবাদির উপন্যাস বোধ করি অন্যায়সঙ্গত হইবে না। অথচ অঙ্গনাদি-গুণ-বিশিষ্ট এই পদার্থ তেজস্ত্ব-দ্বারা অভিসম্বদ্ধ নহে, এ কথা বলা যায় না। অতএব অঙ্গনাদি-গুণ-বিশিষ্ট অগ্নি-পদার্থ অবশ্যই তেজোদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অথবা যে ব্যক্তি লোকব্যবহারে অগ্নি, বা তেজঃ, এইরূপ শ্রবণমাত্র করে; পরন্তু অগ্নি কাহাকে বলে? অগ্নির স্বরূপ কি? তাহা জানে না, তথাবিধ অজ্ঞ-জনের প্রতি তেজো-দ্রব্যের স্বরূপ-প্রতিপাদনার্থ স্বপর-জাতীয়-ব্যাবৃত্ত-তেজস্ত্বলক্ষণ অসাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। যাহা লোকে অগ্নি, বা তেজঃ-পদার্থরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, অগ্নিত্ব বা তেজস্ত্ব-ধর্ম্মাভিসম্বন্ধ-বশতঃ তাদৃশ পদার্থ অবশ্যই অগ্নি, বা তেজোরূপে অবগন্তব্য।

তেজস্ত্ব যেমন অসাধারণত্ব-প্রযুক্ত ইতর-দ্রব্যাদি হইতে বহ্নির বৈধর্ম্ম্য সূচিত করে, তথা রূপাদি একাদশ-গুণ-যোগও বহ্নির বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শন করিতেছে। রূপাদি একাদশ গুণ যথা—রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার, এই একাদশ গুণের সিদ্ধি পূর্ব্ববৎ জানিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন সূত্রকার

বচন-বশে রূপাদি-গুণ-সকলের পৃথিবীদ্রব্যে সিদ্ধি প্রদর্শিতা হইয়াছে, সেইরূপ "তেজোহপি রূপস্পর্শবৎ," এই সূত্র-বচন-বলে তেজো-দ্রব্যেরও রূপাদি-গুণের সিদ্ধি সমর্থিতা হইতেছে। পৃথিবীনিরূপণ-গ্রন্থে সংখ্যাদি-প্রতিপাদক-সাধারণ-সূত্রেরও কীর্ত্তন করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত রূপ ও স্পর্শ হইতে তেজো-দ্রব্য-গত রূপ ও স্পর্শের বিশেষ এই যে, ভাস্বর অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশক শুক্লমাত্রই রূপ এবং "উষ্ণ এব স্পর্শঃ"। যদি চ পৃথিবী ও উদক-দ্রব্যে শুক্ল-রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি স্বরূপ-প্রকাশক-ভাস্বর-শুক্লরূপ একমাত্র তেজো-দ্রব্যে বর্ত্তমান থাকিয়া, ইতর-দ্রব্য অপেক্ষা তেজোদ্রব্যের বৈধর্ম্ম্যে পরিণত হইতেছে। কোন কোন স্থলে তেজঃপদার্থে যে লোহিত, অথবা কপিল-রূপ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা আশ্রয়লক্ষণ উপাধিকৃত জানিতে হইবে। কারণ, নিরাশ্রয়-তেজঃ-পদার্থে সর্ব্বত্র শুক্লতা-মাত্রের প্রতীতি সর্ব্ববাদিসম্মতা। দৃষ্টান্ত যেমন প্রদীপ-প্রভা-মণ্ডল অথবা সৌরচান্দ্রাদ্যালোক। পৃথিবী, উদক ও বায়ু-পদার্থে ক্রমে অনুষ্ণাশীত, শীত এবং অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ বর্ত্তমান থাকিলেও, "উষ্ণ এব স্পর্শঃ" তেজঃ-পদার্থের বৈধর্ম্ম্য-স্বরূপ অবগত হইতে হইবে। পূর্ব্বগ্রন্থে পৃথিবী ও উদকের নিত্য এবং অনিত্যভেদে যেমন দ্বৈবিধ্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ তেজঃ-পদার্থও অণু-কার্য্য-ভাব-ভেদে দ্বিবিধ। অণু-ভাবাপন্ন-তেজঃ-পদার্থ স্বরূপতঃ নিত্য এবং কার্য্য-ভাবাপন্ন তেজঃ-পদার্থ অনিত্য। এই অনিত্য-তেজো-দ্রব্য শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ভেদে পুনরপি ত্রিবিধ। অনিত্য তেজঃ-পদার্থের শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সংজ্ঞক-কার্য্য-ত্রয়ের মধ্যে প্রথমতঃ শরীর আদিত্যলোকে প্রসিদ্ধ এবং অযোনিজ মাত্র। যেমন পার্থিব ও আপ্য অযোনিজ শরীর দেব এবং বরুণলোকে পুণ্যমাত্রলভ্য, তদ্বৎ আদিত্যলোকেও তৈজস-অযোনিজ-শরীর পুণ্যৈকলভ্য জানিতে হইবে।

যদি আশঙ্কা হয় যে, তেজঃ-পদার্থের দহন-স্বভাবত্ব-প্রযুক্ত তদারব্ধ-বহ্নি-পুঞ্জ-প্রায় তৈজস-শরীর বিশিষ্ট-ব্যবহারাযোগ্যত্ব-নিবন্ধন উপভোগ-সম্পাদনে পর্য্যাপ্ত নহে, তবে উক্ত আশঙ্কা-পরিহারার্থ আমরা বলিব, নিমিত্তভূত-পার্থিব অবয়ব-সকলের উপষ্টম্ভ অর্থাৎ সংযোগ-বিশেষ-বশে

তেজোঽবয়বসকল উপভোগ-ক্ষম বিশিষ্ট-শরীরেরই আরম্ভ করে ; কিন্তু বহ্নি-পুঞ্জ-প্রায়-শরীর নির্ম্মাণ করে না। সুতরাং আদিত্যলোকে উৎপন্ন তৈজস-শরীর বিশিষ্ট-ব্যবহারে, অথবা উপভোগ-সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বপ্রাণীর রূপ-ব্যঞ্জক যে ইন্দ্রিয়, তাহা তেজোঽবয়ব-সকল কর্ত্তৃক আরব্ধ। যদি প্রশ্ন হয় যে, তেজোঽবয়বারব্ধ রূপ-ব্যঞ্জক এই তেজঃকার্য্যই ইন্দ্রিয়মধ্যে পরিগণিত হইবে কেন? অন্য তেজোদ্রব্য কি ইন্দ্রিয়মধ্যে গণ্য হইতে পারে না? তবে এইরূপ উপপত্তি প্রদর্শিতা হইতে পারে যে, যে সকল তেজোঽবয়বের সামর্থ্য পার্থিব, বা উদকাবয়ব-দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয় নাই, তাদৃশ তেজোঽবয়বারব্ধ চক্ষুঃ। অতএব এই চক্ষুঃ বিশিষ্ট উৎপাদ-নিবন্ধন রূপাভিব্যঞ্জক ইন্দ্রিয়-মধ্যে গণ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। অন্য কোন তেজোদ্রব্য যে তাদৃশরূপে উৎপন্ন হয় নাই, এ বিষয়ে অদৃষ্টই একমাত্র কারণ, এবং কার্য্য-নিয়ম-মাত্রই উৎকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। পার্থিব, কিম্বা উদকাবয়ব-দ্বারা অপ্রতিহত-সামর্থ্য-সম্পন্ন-তেজোঽবয়বারব্ধ-চক্ষুরিন্দ্রিয়-ব্যতীত অন্য কোন তেজোদ্রব্য-সাহায্যে রূপ-গ্রহণ-লক্ষণ-কার্য্য-নিয়ম উপপন্ন হইতে পারে না। তৈজস-প্রদীপ যেমন রূপ-রসাদির মধ্যে রূপ-মাত্রের অভি-ব্যঞ্জক, সেইরূপ রূপ-রসাদির মধ্যে নিয়মতঃ রূপ-মাত্রের অভিব্যঞ্জকত্ব-নিবন্ধন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৈজসত্ব প্রমাণিত হইতেছে। অপিচ, অদৃষ্ট-বশে এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপ বা স্পর্শ উদ্ভূত নহে। অতএব চক্ষু-রিন্দ্রিয় স্বাশ্রয় অর্থাৎ নয়ন-মণ্ডল বা কৃষ্ণতারা দগ্ধ করে না এবং স্বয়ং অন্য কর্ত্তৃকও উপলব্ধ হয় না। তৃতীয়তঃ বিষয়-সংজ্ঞক তেজঃ-কার্য্য ভৌম, দিব্য, উদর্য্য ও আকরজ-ভেদে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে ভৌম অর্থাৎ ভূমিভব লৌকিক-বহ্নি কাষ্ঠ অর্থাৎ কাষ্ঠ ও তৃণ-তুষাদি-স্বভাব ইন্ধন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিরাশ্রয়ের উৎপত্তি সম্ভবপরা নহে, একারণ ভৌম-বহ্নিকে কাষ্ঠেন্ধন-প্রভব বলা হইয়াছে। ঊর্দ্ধজ্বলনরূপ-ক্রিয়া-বিশেষ-স্বভাবক ভৌম-দহন পচন অর্থাৎ পূর্ব্ব-গুণ-বিলক্ষণ-গুণান্তরের উৎপাদন, স্বেদন অর্থাৎ স্তব্ধত্ব-নাশন এবং বিস্ফোটাদি-জনন-লক্ষণ অর্থ-ক্রিয়াসম্পাদনে সমর্থ।

অবিন্ধন অর্থাৎ জল-সকল যাহার ইন্ধনস্বরূপ, তথাভূত সৌর বিদ্যুদাদি-ভব তেজঃ এবং উল্কা প্রভৃতি দিব্য নামে অভিহিত। ভুক্ত আহারের রসাদি-পরিণামার্থ উদরে ভব উদর্য্য তেজঃ ভুক্ত আহারের রস-মল-ধাতু-ভাবে পরিণাম-প্রয়োজন-সম্পাদন করিয়া থাকে। আকর অর্থাৎ স্থানবিশেষে সুবর্ণ-রজতাদি জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং আকরজ অর্থে তৈজস-সুবর্ণ-রজতাদির গ্রহণ করিতে হইবে। সুবর্ণাদির তৈজসত্বে "অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং" ইত্যাদি আগমই প্রমাণ-স্বরূপে পরিগ্রহণীয়। যদি ন্যায় অপেক্ষিত হয়, তবে তাহাও শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জ্ঞাতব্য। এক্ষণে যদি সুবর্ণের তৈজসত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, সুবর্ণে গন্ধ, রস ও অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ-গুণের উপলব্ধি হইবে কিরূপে? এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তর-দান অবসরে অবশ্য এইমাত্র বক্তব্য যে, ভোগী জীবাত্মগণের ভোগপ্রদ অদৃষ্টবশে "ভূয়সাং পার্থিবানাং" অর্থাৎ বহু-পার্থিব অবয়ব-সকলের উপষ্টম্ভ অর্থাৎ সংযোগ-বিশেষ-বশে তেজঃ-কার্য্য-সুবর্ণাদির ভাস্বর শুক্লরূপ ও উষ্ণস্পর্শ উদ্‌ভূত না হওয়ায়, অনুদ্‌ভূত-রূপ-স্পর্শ-পিণ্ডীভাব-যোগ্য সুবর্ণাদি তৈজস-পরমাণু-কর্ত্তৃক আকরে আরব্ধ হইয়া থাকে। অতএব সুবর্ণ-রজতাদি-তৈজস-পদার্থ-গত-পার্থিব-দ্রব্য-সমবেত এই গন্ধ, রস ও অনুষ্ণাশীত-স্পর্শের গ্রহণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ-পৃথিব্যাদি-দ্রব্য-ত্রয়ের ব্যাখ্যান অন্তে অপ্রত্যক্ষ-দ্রব্য-ব্যাখ্যানাবসরে নিত্য ও অনিত্য উভয়-স্বভাব-দ্রব্য-নিরূপণ-প্রক্রুত হওয়ায়, এক্ষণে আমি অপ্রত্যক্ষ-বায়ু-দ্রব্যের বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। পূর্ব্ববৎ বায়ুত্বাভিসম্বন্ধ-বশতঃ বায়ুদ্রব্যের পরিচয় অবগত হইতে হইবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়ুদ্রব্য স্বরূপতঃ অবগত হইয়াও "কুতশ্চিৎ ব্যামোহাৎ" বায়ু এইরূপে ব্যবহার করে না, তাদৃশ অজ্ঞ-জনের প্রবোধনের জন্য বিষয়-সম্বন্ধের অব্যভিচার-সাহায্যে ব্যবহার-সাধনার্থ বায়ুত্বলক্ষণ অসাধারণ-ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। অতএব বায়ুত্বাভি-সম্বন্ধ প্রযুক্ত এই চতুর্থ-দ্রব্য বায়ুরূপে ব্যবহরণীয়। বিষয়-সম্বন্ধের

অব্যভিচার-প্রদর্শন-কল্পে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, যাহা বায়ুরূপে লোকে ব্যবহৃত হয় না, তাদৃশ-পদার্থ বায়ুত্ব-লক্ষণ অসাধারণ-ধর্ম্ম-দ্বারা অভিসম্বদ্ধ নহে। দৃষ্টান্ত যেমন জলাদি। পরন্তু এই বায়ু বায়ুত্ব-লক্ষণ অসাধারণ-ধর্ম্ম-দ্বারা অভিসম্বদ্ধ নহে, এ কথা বলা যায় না; সুতরাং চতুর্থ-দ্রব্য অবশ্যই বায়ুরূপে ব্যবহর্ত্তব্য। পুনশ্চ, যে ব্যক্তি লোক-ব্যবহারে বায়ু এই শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়াছে, অথচ বায়ুর স্বরূপ কি? তাহা জানে না, তাদৃশ মানবের প্রতি বায়ুর স্ব-পর-জাতীয় হইতে ব্যাবৃত্ত-স্বরূপ-প্রতিপাদনার্থ কথিত হইতেছে যে, বায়ুত্ব-লক্ষণ অসাধারণ-ধর্ম্মাভি-সম্বন্ধ-বশতই বায়ুর স্বরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ, লোকে যাহা বায়ুরূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, বায়ুত্বাভিসম্বন্ধ-প্রযুক্ত তাহাই বায়ুরূপে শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

উক্ত বায়ুর নয়টী গুণ যথা—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার। যেমন সূত্রকার-বচন-বলে পৃথিব্যাদি-দ্রব্যে রূপাদি-গুণের সিদ্ধি সমর্থিতা হইয়াছে, সেইরূপ দ্বিতীয়াধ্যায়গত "বায়ুঃ স্পর্শবান্" এই সূত্র-বচনবলে পবনে স্পর্শ-গুণের সিদ্ধি হইতেছে। সংখ্যাদি-প্রতিপাদক-সাধারণ-সূত্র পৃথিবীনিরূপণে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাদৃশ স্পর্শ সমীরণে বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, পৃথিবী-স্পর্শ পরমাণু-সকলে পাকজ, এবং পার্থিবপরমাণু-কার্য্য-ভূত-ঘটাদি-দ্রব্যে তৎপূর্ব্বক অর্থাৎ পাকজ-স্পর্শাধিকরণভূত-পার্থিবপরমাণুপূর্ব্বকপাকজস্পর্শই অবগত হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত হইলেও, অপাকজ হওয়ায়, পৃথিবী অপেক্ষা বায়ুর বৈধর্ম্ম্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। সমীরণ-সমবেত-স্পর্শের অপাকজত্ব-নিশ্চয় করিতে হইলে, উদকতেজঃ-স্পর্শ-দৃষ্টান্তের অনুসরণপূর্ব্বক পৃথিব্যনধিকরণত্ব-লক্ষণ হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ উদকের স্বভাবতঃ শীতস্পর্শ ও অনলের উষ্ণ-স্পর্শ পৃথিবী অধিকরণে বৃত্তিসম্পন্ন না হওয়ায়, উক্ত স্পর্শ যেমন পাকজ বা নৈমিত্তিক নহে, সেইরূপ বায়ুর সাংসিদ্ধিক অনুষ্ণাশীত-স্পর্শ পৃথিবী অধিকরণে না থাকা প্রযুক্ত পাকজ হইতে পারে না।

বায়বীয়স্পর্শ বিশেষণ-ভূত অনুষ্ণাশীতত্ব-সাহায্যে উদক-তেজঃ-স্পর্শ অপেক্ষা বৈধর্ম্ম্যরূপে উক্ত হইয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। অনুষ্ণা-শীত, অথচ অপাকজ, উক্ত-বায়বীয় স্পর্শ গুণ-বিনিবেশ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "বায়ুঃ স্পর্শবান্", এই সূত্রে স্পর্শ-গুণের সন্নিবেশ-বশে সিদ্ধ হইতেছে, জানিতে হইবে। এইরূপ "অরূপিষ্বচাক্ষুষাণি" এই সূত্রস্থ "আরূপিষু" অচাক্ষুষ-বচন-বলে বায়ু-দ্রব্যে সংখ্যাদি-সপ্তগুণেরও সিদ্ধি জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, উক্তসূত্রে রূপ-রহিত-দ্রব্য-সকলে সমবেত "সংখ্যা-দয়শ্চাক্ষুষা ন ভবন্তি", এইরূপ অভিহিত হওয়ায়, অরূপি-দ্রব্যে অব-শ্যই সংখ্যাদিগুণ-সপ্তকের সদ্ভাব কথিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অরূপি-দ্রব্যবর্ত্তী উক্ত সংখ্যাদি-গুণ-সকলের অপ্রত্যক্ষ-ত্বাভিধান কখনই সম্বদ্ধ হইতে পারে না। তথা তৃণকর্ম্মবচন অর্থাৎ তৃণকর্ম্ম বায়োঃ সংযোগাৎ", এই সূত্র-বচন-বশে বায়ু-দ্রব্যে সংস্কার প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, বেগ-রহিতদ্রব্যসংযোগের কর্ম্ম-হেতুতা কুত্রাপি উপলব্ধা হয় না।

উক্তরূপে সমর্থিত-গুণ-নবক-বিশিষ্ট, স্মৃত্যুপস্থাপিত, বুদ্ধি-সন্নিহিত, পুনশ্চ পশ্চাৎ "অয়মিতি" প্রত্যক্ষবৎ-পরামৃষ্ট বায়ু অণু-কার্য্য-ভাব-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পার্থিব, আপ্য ও তৈজস-পরমাণুর ন্যায় অণুভাবাপন্ন-বায়ু নিত্যরূপে নিশ্চিত হইয়াছে। অনিত্য-কার্য্যলক্ষণ বায়ু শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও প্রাণ-ভেদে চতুর্ব্বিধ। কার্য্য-স্বভাব-চতুর্ব্বিধ-বায়ুর মধ্যে জাতি-সাহায্যে শরীরের নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, পার্থিব-শরীরের ন্যায় বায়বীয়-শরীর যোনিজ ও অযোনিজরূপে দ্বৈবিধ্য ভজন করে না; পরন্তু স্থান-সংকীর্ত্তনাংশে মরুৎলোকে প্রসিদ্ধ একমাত্র অযোনিজ-শরীরেরই সদ্ভাব জানিতে হইবে। নিমিত্ত-কারণ-ভূত-বহুতর-পার্থিব অবয়ব-সকলের উপষ্টম্ভ অর্থাৎ সংযোগ-বিশেষ-বশে স্থির-সংহত-স্বভাব উৎপন্ন-বায়বীয়-শরীর পার্থিব-শরীরের ন্যায় সর্ব্বোপভোগ-সম্পাদনে সর্ব্বথা সমর্থ। সর্ব্ব-প্রাণীর স্পর্শোপলব্ধি-সাধন যে ইন্দ্রিয়, তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয় বলা যায়। সর্ব্বশরীর-ব্যাপী এই ত্বগিন্দ্রিয় পৃথিব্যাদি-দ্বারা অনভিভূত, অতএব

অপ্রতিহত-সামর্থ্য-সম্পন্ন বায়ববয়ব-কর্তৃক আরব্ধ; সুতরাং বিশিষ্টোৎপাদ-প্রযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়-নামে অভিহিত হইয়াছে। ত্বগিন্দ্রিয়-সদ্ভাবে স্পর্শোপলব্ধিই প্রকৃষ্ট-প্রমাণ-স্বরূপ। পুনশ্চ, অঙ্গ-সঙ্গি-সলিল-গত-শৈত্যাভিব্যঞ্জক ব্যজন-সমীরণ-দৃষ্টান্ত অবলম্বনে রূপাদির মধ্যে স্পর্শ-মাত্রের অভিব্যঞ্জকত্ব-লক্ষণ-হেতু-বশে এই ত্বগিন্দ্রিয়ের বায়বীয়ত্ব অবগত হইতে হইবে। কিঞ্চ, সর্ব্বত্র শরীরাবয়বে স্পর্শোপলম্ভ-লক্ষণ-ত্বগিন্দ্রিয়-কার্য্যের সদ্ভাব-প্রযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্ব-শরীর-ব্যাপী। কেহ কেহ বলেন, ত্বগিন্দ্রিয় ইহা একটী সমাখ্যা, অর্থাৎ যৌগিক-শব্দ-মাত্র। তৎস্থে তদুপচারাশ্রয়ে "ত্বচি স্থিতমিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিত্যুচ্যতে"। ত্বগ্‌দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলের অধিষ্ঠান পরিব্যাপ্ত হওয়ায় এবং ত্বক্ থাকিলে, রূপাদির গ্রহণ, ও ত্বক্ না থাকিলে, রূপাদির অগ্রহণ-প্রযুক্ত "ত্বগিন্দ্রিয়ং সর্ব্বার্থং," পরন্তু কেবল স্পর্শগ্রাহক নহে। উপরিতন-যুক্তি-সাহায্যে যাঁহারা ত্বগিন্দ্রিয়ের সর্ব্বার্থতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত সমীচীন নহে। কারণ, ত্বগ্‌দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পরিব্যাপ্তি, ত্বগ্‌দ্রব্য-সত্ত্বে রূপাদির গ্রহণ ও অসত্ত্বে অগ্রহণ এবং ত্বগ্‌দ্রব্যাবস্থিতে ত্বগিন্দ্রিয়োপচারাশ্রয়ে ত্বগিন্দ্রিয়ের সর্ব্বার্থতা-স্বীকার করিলে, অন্ধাদির অভাবপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য। উক্ত দোষ-পরিহারার্থ যদি তত্তদধিষ্ঠানভেদে শক্তি-ভেদ-স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয়-বিশেষের অভ্যুপগম-প্রসঙ্গ অবশ্য আপতিত হইতেছে।

বিষয়-ব্যবস্থা-বিষয়ে নিয়ম-নিরূপণার্থ বলিতে হইবে যে, উপলভ্যমান-স্পর্শের অধিষ্ঠানভূত যে আশ্রয়, তাহাই বিষয়-শব্দ-বাচ্য। এবম্ভূত বিষয়-লক্ষণ-বায়ুর অস্তিত্বে প্রমাণ কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন, "প্রত্যক্ষমেব প্রমাণং", প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ। এ বিষয়ে যুক্তি এই যে, ত্বগিন্দ্রিয়-ব্যাপার-সাহায্যে "বায়ুর্বাতি", বায়ু বহমান হইতেছে, এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু উহা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ, স্পর্শ-ব্যতিরিক্ত কোনরূপ বস্ত্বন্তরের সম্বেদন হইতে দেখা যায় না। অর্থাৎ উক্তরূপ অপরোক্ষ-জ্ঞানে স্পর্শমাত্রই প্রতিভাত হইয়া থাকে, অন্যবস্তু প্রতিভাত হয়

না। তবে যে "বায়ুর্বাতি", এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অভ্যাস-পাটবাতিশয়-প্রযুক্ত ব্যাপ্তি-স্মরণাদির অপেক্ষা না করিয়া, স্পর্শ-লিঙ্গক অনুমান মাত্র। যেমন চক্ষুর্ব্যাপার-সাহায্যে বৃক্ষাদিগত-কম্পাদি-ক্রিয়োপলম্ভ-প্রযুক্ত সহসা বায়ুর অনুমান হইয়া থাকে, সেইরূপ ত্বগিন্দ্রিয়-ব্যাপার-সাহায্যে স্পর্শোপলম্ভমাত্রেই ঝটিতি বায়ুর অনুমান হইয়া থাকে। শীতোষ্ণ-স্পর্শ-ভেদ-প্রতীতি-স্থলে যে বায়ুর প্রত্যভিজ্ঞান হয়, তাহাও শীতোষ্ণস্পর্শাশ্রয়োপনায়ক-দ্রব্যানুমানপূর্ব্বক জানিতে হইবে। কারণ, ত্বগিন্দ্রিয়-দ্বারা শীতোষ্ণ-স্পর্শ-দ্বিতয় হইতে অতিরিক্ত অন্যবস্তুর প্রতি-ভাস হইতে পারে না। উপলভ্যমান-স্পর্শাধিষ্ঠানত্ব-হেতুক ঘটপটাদির ন্যায় বায়ুস্পর্শন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এইরূপ অনুমানও শশাদি-পক্ষে পশুত্ব-হেতুক শৃঙ্গানুমানবৎ অনুপলব্ধি-বাধিত। ঘটাদি-দৃষ্টান্তে দ্রব্যের স্পার্শনত্ব চাক্ষুষত্বের সহিত ব্যাপ্ত অবগত হওয়া যায়, পরন্তু বায়ুদ্রব্যে চাক্ষুষত্বের অভাব সর্ব্ব-জনানুভব-সিদ্ধ। অতএব ব্যাপকাভাব-প্রযুক্ত বায়ু-দ্রব্যে ব্যাপ্য-স্পার্শনত্ব-নিবৃত্ত্যনুমান শক্য-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। যেহেতু বায়ুস্পার্শন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে, অতএব অপ্রত্যক্ষ-বায়ুর সদ্ভাবে অনুমান-প্রমাণের উপন্যাস আবশ্যক।

এই জন্য ভাষ্যকার-প্রশস্তপাদাচার্য্য বিষয়-লক্ষণ-বায়ুর বিশেষণ-কল্পে স্পর্শ-শব্দ-ধৃতি-কম্প-লিঙ্গের উপাদান করিয়াছেন। স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্প যাহার লিঙ্গ, অর্থাৎ জ্ঞাপক, গমক, অনুমাপক বা হেতুস্বরূপ, তাদৃশ-বায়ুর সদ্ভাব-সিদ্ধ করিতে হইলে, বক্ষ্যমাণ আকারে চতুর্ব্বিধ অনুমানের অবতারণা করিতে হইবে। প্রথমতঃ এই যে রূপাদি-রহিত-স্পর্শ প্রতীত হইয়া থাকে, এই স্পর্শ কোন একটী আশ্রয়ে আশ্রিত বা অবস্থিত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেমন রূপাদি-সহিত ইতর-স্পর্শ ঘটাদি আশ্রয়ের আশ্রিত, সেইরূপ স্পর্শত্ব-হেতুবশে রূপাদি-রহিত স্পর্শও ক্বচিৎ আশ্রিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবী উক্ত স্পর্শের আশ্রয়, এ কথা বলা যায় না। কারণ, রূপ-বিপ্রয়োগ। পৃথিবীর স্পর্শ রূপ-বিপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু রূপাদি-সহিত, অতএব রূপাদি-রহিত-স্পর্শ পৃথিবী আশ্রয়ে অবস্থিত হইতে পারে না। যদি আশঙ্কা

হয় যে, উক্ত স্পর্শেও অনুদ্ভূতরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে পরিহার এই যে, উপলভ্যমান-পার্থিব-স্পর্শের উপলভ্যমান-রূপেরই সহিত অব্যভিচার উপলব্ধ হইয়া থাকে, পরন্তু এই স্পর্শে রূপের উপলম্ভ নাই, অতএব ইহা পার্থিব-স্পর্শ নহে। পুনশ্চ, এই রূপরহিত স্পর্শ উদক বা অনলেরও আশ্রিত নহে। কারণ, ঘটাদি-স্পর্শ যেমন উষ্ণ বা শীত নহে, সেইরূপ অনুষ্ণাশীতত্বহেতু-বশে উক্ত স্পর্শ উদক বা অনলাশ্রিত হইতে পারে না। অপি চ, উক্ত স্পর্শ অমূর্ত্ত-আকাশ-কাল-দিক্ ও আত্মদ্রব্যেরও আশ্রিত নহে। কারণ, স্পর্শ-মাত্রেরই মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত অব্যভিচার উপলব্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা মূর্ত্ত-দ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত নহে। অতএব স্পর্শ অমূর্ত্ত-দ্রব্যাশ্রিত হইতে পারে না। এইরূপ মনেরও স্পর্শবত্ত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, মনঃ যদি স্পর্শবৎ হয়, তাহা হইলে, স্পর্শ-বিশিষ্ট-চতুর্ব্বিধ-পরমাণু-সমূহের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট অণু-মনঃসমূহেরও সজাতীয়-দ্রব্যারম্ভকত্ব সম্ভবপর হইতে পারে। পরন্তু অণুভূত মনের সজাতীয়-দ্রব্যারম্ভকত্ব কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নহে। অতএব স্পর্শ মানসেরও আশ্রিত নহে। যদি প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে রূপাদি-রহিত-স্পর্শ পৃথিবী, উদক, অনল, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ এই অষ্টদ্রব্যের আশ্রিত না হয়, তবে পরিশেষে রূপাদি-রহিত এই স্পর্শ যাহার আশ্রিত, তাহাকেই বায়ুরূপে অবগত হইতে হইবে।

যেমন স্পর্শ-লিঙ্গবশে বায়ুর অনুমান প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ শব্দ-লিঙ্গবশেও বায়ুর অনুমান করা যাইতে পারে। এই যে পর্ণাদিসমূহে অকস্মাৎ শুকশুকা শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে, এই শব্দের আদিভূত-শব্দ স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সংযোগ-জন্য। যেমন কর্ণপথে অবতীর্ণ-দণ্ডাহত-ভেরী-শব্দের আদিভূত-শব্দ যাহাদিগের অবয়ব বিভজ্যমান হইতেছে না, তাদৃশ দ্রব্যের সম্বন্ধিত্ব ভজন-পূর্ব্বক আদি-শব্দত্ব-নিবন্ধন স্পর্শ-বিশিষ্ট-দণ্ড-দ্রব্য-সংযোগ-জন্য, সেইরূপ প্রাগুক্ত অকস্মাৎ শ্রুত শুকশুকা-শব্দের আদ্য-শব্দও অবিভজ্যমানাবয়ব-দ্রব্য-সম্বন্ধিত্ব-ভজন-পুরঃসর আদি-শব্দত্বপ্রযুক্ত স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সংযোগ-জন্য জানিতে হইবে। আদি-শব্দত্ব-লক্ষণহেতুর পূর্ব্বাবয়বে অবিভজ্যমানাবয়ব-দ্রব্য-সম্বন্ধিত্ব সন্নিবিষ্ট

হওয়ায়, বিভাগ-জাতশব্দের ব্যবচ্ছেদ সাধিত হইতেছে, এ কথা বোধ করি অভিজ্ঞ অধ্যেতৃবর্গের তিরোহিতা হইবে না। উপরি-বিবৃত-রীতি-অনুসারে "যশ্চাসৌ স্পর্শবান্, স বায়ুঃ"। আকাশাদির স্পর্শাভাব এবং রূপ-বিশিষ্ট-পৃথিবী, উদক ও অনলের তাদৃশ-শব্দহেতুত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গই রূপ-রহিত-স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্যের বায়ুত্বাবধারণে অনুমত মুখ্য হেতু। এইরূপ অন্তরিক্ষে তৃণ, কার্পাস ও পর্ণাদির ধৃতি, বৃত্তি, বা অবস্থিতি স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সংযোগের কার্য্য জানিতে হইবে। "জলো-পরিস্থিত পর্ণাদিবৎ", অর্থাৎ জলোপরি ভাসমান-তৃণ-পর্ণাদির অবস্থিতি যেমন প্রযত্ন-বেগাদি-কারণের অভাব থাকা সত্ত্বে, জলে ধৃতিত্ব-বৃত্তিত্ব-নিবন্ধন স্পর্শবদ্-দ্রব্য-সংযোগের কার্য্য, সেইরূপ প্রযত্নবেগাদি-কারণের অভাব থাকা সত্ত্বেও, অন্তরিক্ষে তৃণ-পর্ণাদির অবস্থিতি নভঃ-প্রদেশে বৃত্তিত্ব-নিবন্ধন নিশ্চিতই স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সংযোগের কার্য্য। "যচ্চ তৎ স্পর্শ-বদ্ দ্রব্যং ন তৎ পৃথিব্যাদিত্রয়ং" অর্থাৎ সেই যে স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য, যাহার বলে অন্তরিক্ষে তৃণপর্ণাদি ধৃত হয়, তাহা পৃথিব্যাদি ত্রয়াত্মক নহে। অন্তরিক্ষে তৃণ-পর্ণাদির বিধারক-স্পর্শবদ্-দ্রব্যের পৃথিব্যাদি-ত্রিতয়-ভিন্নত্বে অপ্রত্যক্ষত্বই কারণ। অতএব দ্রব্যান্তর-সিদ্ধি অবশ্য-ম্ভাবিনী। অন্তরিক্ষে ইষু ও পক্ষি-গণের স্থিতি-ব্যবচ্ছেদার্থ পূর্ব্বোক্ত-হেত্ববয়বে প্রযত্নাদি-কারণাভাবের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। তথা বৃক্ষাদির কম্প-বিশেষও স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সংযোগ-জন্য জানিতে হইবে। উক্তরূপা প্রতিজ্ঞার প্রতি হেতু বিশিষ্ট-কম্পত্ব এবং উদাহরণ নদী-পূরাহতবেতসাদি-বন-কম্প। অর্থাৎ জল-পূর্ণ-নদীর তীর-দেশে অবস্থিত অতএব নদীর জল-সমূহ-দ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত বেতস আদি লতা-বন-কম্প যেমন বিশিষ্ট-বন-কম্পত্বলক্ষণ-হেতুবশে স্পার্শবদ্-দ্রব্য-সংযোগ-জন্য, সেইরূপ বৃক্ষাদিরও কম্প-বিশেষ বিশিষ্ট-কম্পত্ব-নিবন্ধন স্পর্শ-বিশিষ্টদ্রব্য-সংযোগ-জন্য নিশ্চিত হইতেছে। যদি চ ভূকম্পে বিশিষ্ট-কম্পত্বের অনুভূতি হয় সত্য, পরন্তু ভূমি-কম্প স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সংযোগজন্য নহে, তথাপি ভূকম্পের অন্য-হেতুতা অবগতা হওয়ায়, উক্তরূপে ব্যভিচার আশঙ্কা যুক্তিযুক্তা হইতে পারে না।

অপিচ, স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সংযোগজ-বৃক্ষাদি-কম্প-বিশেষের প্রতি বিশিষ্ট-কম্পত্ব হেতু বা প্রমাণ-রূপে উপন্যস্ত হওয়ায়, ব্যভিচার-শঙ্কা দূরে পরাহতা হইতেছে।

উপরিতন-গ্রন্থে বিষয়-লক্ষণ-বায়ু-সদ্ভাবে স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্প-লিঙ্গক চতুর্ব্বিধ অনুমান-প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। তদুপরি এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রথমকল্পে স্পর্শ-দ্বারা যে দ্রব্য অনুমিত হইয়াছে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ-কল্পে শব্দ, ধৃতি ও কম্প-দ্বারা যে সেই দ্রব্যই অনুমিত হইতেছে, পরন্তু প্রতিলিঙ্গ, দ্রব্যান্তরানুমিতি হইতেছে না, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? যে প্রমাণ-বলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, একমাত্র-বায়ু স্পর্শ-শব্দ-ধৃতি ও কম্প-লিঙ্গ-সাহায্যে অনুমিত, কিন্তু দ্রব্যান্তর নহে। এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্পর্শানুমিত-দ্রব্য-কার্য্যত্বমাত্রেই শব্দ, ধৃতি ও কম্পের উপপত্তি সম্ভবপরা হইলে, প্রতিলিঙ্গ, দ্রব্যান্তর-কল্পনার বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। এতাবন্মাত্র-প্রমাণ-বলে বায়ু অবস্থিত হইলে, বায়ুধর্ম্মপ্রদর্শন-অবসরে বলিতে হইবে যে, বায়ুর স্বভাব তির্য্যগ্‌গমন এবং বায়ু মেঘাদির প্রেরণ বা ইতস্ততো নয়ন, ধারণ গুরুত্ব-প্রতিবন্ধ ও বর্ষণ-কার্য্যে সর্ব্বথা সমর্থ। তথা যান, পাত্র ও পোতাদি বায়ু-কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ প্রের্য্যমাণ হইয়া থাকে, ইহাও অবশ্য অবগন্তব্য। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, অনুমীয়-মান আকাশাদি-দ্রব্যে একত্ব ও অনেকত্বের উপলব্ধি হওয়ায়, অনুমীয়-মান বায়ুদ্রব্যও এক বা অনেক এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং উক্ত সংশয়ের নিরাসার্থ বলিতে হইবে যে, অপ্রত্যক্ষ হইলেও সম্মূর্চ্ছনবশে বায়ুর নানাত্ব অনুমিত হইতেছে। সম্মূর্চ্ছন অর্থে বিরুদ্ধ-দিক্ অধিকরণে ক্রিয়া-পরায়ণ সমান-জব বা বেগশালী বায়ুদ্বয়ের সন্নি-পাত বা পরস্পর-গতি-প্রতিবন্ধ-হেতু-ভূত-সংযোগ-বিশেষ বুঝিতে হইবে।

উক্ত সম্মূর্চ্ছনদ্বারা বায়ুর অনেকত্ব অনুমিত হইতে পারে। কারণ, সম্বন্ধ-মাত্রই দ্বিষ্ঠ এবং একের সম্বন্ধরূপ-সংযোগের অভাব সুপ্রসিদ্ধ। পুনশ্চ, এক-দিগভিমুখে প্রস্থিত যথাক্রমে গমনকারী ব্যক্তি-দ্বয়ের সম্মূ-র্চ্ছন বা পরস্পর-গতি-প্রতিবন্ধ-হেতু-সংযোগ-বিশেষ সম্ভাবিত না হওয়ায়,

বিরুদ্ধ-বিভিন্ন-দিগধিকরণে ক্রিয়া-পরায়ণ, এই বিশেষণের সমাবেশ করা হইয়াছে। এইরূপ অসমানজব বা অল্পাধিকবেগসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একের দ্বারা অন্যের বিজয় সম্ভবপর হইলে, সম্মূর্চ্ছন হইতে পারে না; সুতরাং সম্মূর্চ্ছন-সিদ্ধির জন্য সমান-বেগশালী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা বুদ্ধিমান্ পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে বোধ করি অধিক বিলম্ব হইবে না। শঙ্কা হইতে পারে যে, অপ্রত্যক্ষ-পদার্থ-দ্বয়ের নানাত্ব যেমন অপ্রত্যক্ষ, সেইরূপ সংযোগও প্রত্যক্ষ নহে, অতএব সন্নিপাত-লক্ষণ-পরস্পর-গতিপ্রতিবন্ধহেতু-সংযোগবিশেষ-সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বায়ুর নানাত্ব অনুমিত হইতে পারে না। উক্তরূপা শঙ্কার পরিহারকল্পে উত্তর এই যে, যদি চ সন্নিপাত-রূপ-সম্মূর্চ্ছন প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি সাবয়বী বায়ুদ্বয়ের ঊর্দ্ধগমন দ্বারা সংযোগ-বিশেষ-লক্ষণ-সন্নিপাত অনুমিত হইতে পারে, যথা—বিরুদ্ধদিক্‌ক্রিয়-বায়ুদ্বয়ের ঊর্দ্ধগমন পরস্পর-ব্যাহতি-পূর্ব্বক, এইরূপ প্রতিজ্ঞার সিদ্ধিকল্পে হেতু অন্যকারণের অসম্ভবকালে তির্য্যগ্‌গমনস্বভাব দ্রব্যের ঊর্দ্ধগতিত্ব, এবং দৃষ্টান্ত পরস্পরাহত-জল-তরঙ্গের ঊর্দ্ধগমন। অর্থাৎ বিরুদ্ধ-দিক্-ক্রিয় সমান-বেগ-সম্পন্ন-জল-তরঙ্গ-দ্বয়ের ঊর্দ্ধগমন যেমন অন্য কারণের অসম্ভব হইলে, পরস্পরের প্রবল আঘাত-পূর্ব্বক অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ তথাকথিত বায়ুদ্বয়ের ঊর্দ্ধগমন অন্য কারণের অসম্ভব হইলে, তির্য্যগ্-গতি-স্বভাব-দ্রব্যের ঊর্দ্ধগতিত্বহেতুবশে পরস্পরের বিশিষ্ট আঘাত-পূর্ব্বক অবগত হইতে হইবে। অনন্তরোক্ত গ্রন্থে "সাবয়বী" বায়ুদ্বয়ের ঊর্দ্ধগমন দ্বারা সংযোগবিশেষলক্ষণ সন্নিপাত অনুমিত হইতে পারে, এই কথা বলা হইয়াছে। এ স্থলে "অবয়বী" এইমাত্র কথন করিলেও যদিচ অভিপ্রায়পূর্ত্তির সম্ভাবনা ছিল, তথাপি অবয়ব-সকলেরও অবয়বিত্ব-বিবক্ষাবশে মহান্ স্থূল বায়ু পরিগ্রহার্থ "সাবয়বী" এইরূপ কথন করা হইয়াছে। কারণ, অণু-পরিমাণ-বায়ুর তৃণাদি-প্রেরণে সামর্থ্যের একান্ত অভাব। যদি বল, বিরুদ্ধ-দিক্‌ক্রিয়-সমানজব বায়ুদ্বয়ের ঊর্দ্ধ-গমনও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, তবে তথাবিধ বায়ুদ্বয়ের ঊর্দ্ধগমনপ্রতিপত্তিবিষয়ে আমরা বলিব, তৃণাদির ঊর্দ্ধ-গমন-লক্ষণ-হেতু-সাহায্যে অনুমান-প্রমাণের

আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া, বায়ুদ্বয়ের ঊর্দ্ধ-গমন অবগত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অনিত্য-কার্য্য-লক্ষণ-চতুর্ব্বিধ-বায়ুর মধ্যে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-নিরূপণের অনন্তর লোকে ও যোগশাস্ত্রে বিষয়-বায়ু হইতে ভিন্নরূপে প্রসিদ্ধ অবশিষ্ট প্রাণাখ্য-বায়ুর স্বরূপকথন-পূর্ব্বক বায়ুনিরূপণ প্রকরণের উপসংহার করিব।

অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে যে বায়ু বর্ত্তমান আছে, সেই বায়ু প্রাণ-নামে অভিহিত। প্রাণবায়ুর অর্থ-ক্রিয়া-কীর্ত্তনাবসরে বক্তব্য এই যে, রস, মল ও ধাতু-সকলের প্রেরণাদি-হেতুভূত প্রাণ, বায়ুর কার্য্য। রস অর্থে ভুক্তভুক্তি-ভক্ষণ-ভোজন-ভোগ বা অন্নাদির উপভোগ-বিশিষ্ট-প্রাণি-গণের আহার সকলে পাকজ উৎপত্তি-ক্রমে উৎপন্ন-দ্রব্য-বিশেষের গ্রহণ করিতে হইবে। মল অর্থে মূত্র ও পুরীষের অভিধান অবগত হওয়া যায়। ধাতু অর্থে ত্বক্, মাংস, অস্থি ও শোণিতাদির গ্রহণ অভিপ্রেত। উক্ত রস, মল ও ধাতু সকলের প্রেরণ অর্থাৎ ইতস্ততো নয়ন এবং ব্যূহন, সংহনন, সমীকরণ, বা পরিপাককরণের হেতুভূত একমাত্র প্রাণ। অতএব প্রাণের একত্ব ও অনেকত্ব-বিষয়ে সংশয়োপস্থিতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। যদি চ শাস্ত্র-সমূহে শারীর-পঞ্চ-বায়ুর কথা পরিশ্রুতা হইয়া থাকে সত্য; তথাপি প্রাণাখ্য-বায়ু এক হইয়াও ক্রিয়াভেদ-বশতঃ অর্থাৎ মূত্র ও পুরীষের অধঃপ্রদেশে নয়ন-হেতু অপান, রসসকলের গর্ভ-নাড়ীমধ্যে বিতনন-প্রযুক্ত ব্যান, অন্ন-পানাদির ঊর্দ্ধনয়নবশে উদান, মুখ ও নাসিকা দ্বারা নিষ্ক্রমণ-নিবন্ধন প্রাণ এবং আহার-সকলের পাকার্থ উদর্য্যবহ্নির সমভাবে সর্ব্বত্র-নয়ন-নিমিত্ত সমান, এই পঞ্চ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ইহাদিগের পঞ্চত্ব বাস্তবিক নহে, পরন্তু কল্পিত। কি কারণে পঞ্চত্ব কল্পিত হইল? এই প্রশ্নে একমাত্র আশ্রয়ে মূর্ত্ত-সকলের সমাবেশের অভাবমাত্রই উত্তরস্বরূপ।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-দেবের শ্রীমহিম-বিকাশ-নিবন্ধে ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যের বিভিন্ন-বিষয়ে অবস্থিতিপ্রদর্শনার্থ উপক্রান্ত বৈশেষিকানুমত-দ্রব্য-নবকের মধ্যে অণু-কার্য্য-ভাব-ভেদে দ্বিবিধ পৃথিব্যাদি-মহাভুত-চতুষ্টয়ের নিরূপণের অনন্তর এক্ষণে কেবল নিত্যভাবাপন্ন আকাশাদি-দ্রব্য-পঞ্চকের নিরূপণে

প্রবৃত্ত হইতেছি। তন্মধ্যে আকাশ, কাল ও দিক্ এই দ্রব্য-ত্রয়ের সংক্ষেপে এক-গ্রন্থ অবলম্বনে বৈধর্ম্ম্য-কীর্ত্তন করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, আকাশ, কাল ও দিক্-দ্রব্যের একৈকত্বপ্রযুক্ত দ্রব্যাদি-ত্রিক-বৃত্তি-পরভিন্না অপরা জাতি অর্থাৎ ব্যক্তিভেদাধিষ্ঠানাপেক্ষ-পৃথিবীত্ব অপ্ত্বাদির ন্যায় আকাশত্বাদি-জাতির অভাব-বশতঃ আকাশ, কাল ও দিক্ এই তিনটী পারিভাষিকী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে, কিন্তু "পৃথিবীত্বাভিসম্বন্ধাৎ পৃথিবী" ইত্যাদি সংজ্ঞার ন্যায় অপর-জাতি-নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্টা হয় নাই। অতএব এই পারিভাষিকী সংজ্ঞা আকাশাদিত্রয়ের ইতরবৈধর্ম্ম্যরূপে পরিণতা হইতেছে। যে সংজ্ঞার বিনা নিমিত্ত কেবল শৃঙ্গগ্রাহিকা অর্থাৎ একত্রাবস্থিত গোসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটীর পৃথক্ নির্দ্দেশ অবসরে যেমন শৃঙ্গগ্রহণ আবশ্যক, অথবা সঙ্কীর্ণ দ্বারদেশ হইতে দুর্ব্বৃত্ত বৃষভাদির বহির্নিষ্কাশন করিতে হইলে যেমন উহাদিগের প্রথমতঃ কৌশলে এক শৃঙ্গ-গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ অপর শৃঙ্গগ্রহণ আবশ্যক, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডোদর-বিবরে অবস্থিত দ্রব্যসকলের মধ্যে প্রত্যেকটীর ব্যবহারক্ষেত্রে আনয়নার্থ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ-লক্ষণ শৃঙ্গ-চিহ্ন-সূচক-গ্রহণ-ন্যায়-সাহায্যে সঙ্কেত অবগত হওয়া যায়, তাহা পারিভাষিকী সংজ্ঞা, যথা "অয়ং দেবদত্ত ইতি"। আর যে সংজ্ঞার পৃথিবীত্বাদি-লক্ষণ-নিমিত্ত-উপাদান-পূর্ব্বক সঙ্কেত গৃহীত হয়, তাহা নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা। এইরূপ সংজ্ঞা-বিবেক বুধজনের অবশ্য অবগত হওয়া উচিত।

সম্প্রতি প্রত্যেক-নিরূপণাবসরে বলিতে হইবে যে, আকাশাদিত্রয়ের মধ্যে আকাশের গুণ ছয়টী, যথা—শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। এই শব্দাদিগুণযোগও ইতরাপেক্ষা আকাশের বৈধর্ম্ম্য জানিতে হইবে। যদি প্রশ্ন হয় যে, আকাশের সদ্ভাবে প্রমাণ কি? তবে উত্তর—প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ, আকাশে পতত্রী উৎপতিত হইলে, চক্ষুর্ব্যাপার-সাহায্যে এই স্থানে এই পক্ষী উপস্থিত হইয়াছে, এখানে নহে, এইরূপ নিয়ত-দেশাধিকরণ-প্রতীতিই হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে একদেশীর উক্ত মত যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ, অরূপ-দ্রব্যের চাক্ষুষত্বাভাব সিদ্ধান্ত-সম্মত। "ইহ অয়ং পক্ষী

প্রাপ্তো, নেহ", এই নিয়ত-দেশাধিকরণ-প্রত্যয়ে বিতত-আলোক-মণ্ডল-ব্যতিরেকে দ্রব্যান্তর প্রতিভাত হয় না। অতএব আকাশের সদ্ভাবে পরিশেষানুমানের উপন্যাস করিতে হইলে, শব্দের দ্রব্যান্তর-গুণত্ব-নিষেধ আবশ্যক। স্বাশ্রয়ের যে সমবায়িকারণ, শব্দ তথাবিধ-সমবায়িকারণ-গুণপূর্ব্ব নহে। উক্ত প্রতিজ্ঞার সমর্থনকল্পে হেতু পটরূপাদিবৎ আশ্রয়োৎপত্তির অনন্তর শব্দের অনুৎপাদ। অতএব শব্দ সুখাদিবৎ স্পর্শ-বিশিষ্ট-দ্রব্য-সকলের বিশেষ-গুণ নহে। শব্দের যদি বিশেষগুণত্ব প্রতিষিদ্ধ হয়, তবে অবশ্যই সামান্যগুণত্ব আপতিত হইবে, এইরূপ শঙ্কা করাও অনুচিত। কারণ, সামান্য-বিশেষ-বিশিষ্ট উক্ত শব্দের বাহ্য একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বপ্রযুক্ত রূপাদির ন্যায় বিশেষগুণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, পার্থিব-পরমাণু-বৃত্তি-রূপাদি স্পর্শবদ্বিশেষগুণ, অথচ কারণ-গুণ-পূর্ব্ব না হওয়ায়, অকারণ-গুণ-পূর্ব্বকরূপে প্রসিদ্ধ। কারণ, পরমাণুর নিত্যত্ব-প্রযুক্ত কার্য্যত্বের অসম্ভব, আশ্রয়োৎপত্তির অনন্তর অনুৎপাদ-প্রযুক্ত স্বাশ্রয়সমবায়িকারণগুণপূর্ব্ব না হওয়ায়,শব্দের স্পর্শবদ্বিশেষগুণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইলে, উক্ত শব্দ-দৃষ্টান্তে পার্থিব-পরমাণুরূপেরও স্পর্শবদ্-বিশেষ-গুণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে, তবে উক্তরূপ ব্যভিচার-বারণ-কল্পে পার্থিব-পরমাণু-রূপ-ব্যবচ্ছেদার্থ প্রত্যক্ষত্বের সন্নিবেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া অকারণ-গুণ-পূর্ব্বকত্ব-প্রযুক্ত শব্দ, স্পর্শবদ্বিশেষগুণ নহে ; পরন্তু পার্থিব-পরমাণু-রূপ অকারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইলেও, প্রত্যক্ষ নহে। অতএব আশঙ্কিত ব্যভিচার অনবসরদুঃস্থ। "প্রত্যক্ষত্বে সতি অকারণগুণপূর্ব্বকত্ব" প্রযুক্ত শব্দ যেমন স্পর্শবদ্বিশেষগুণ নহে, সেইরূপ "অযাবৎদ্রব্যভাবিত্ব" প্রযুক্তও শব্দ, স্পর্শবদ্বিশেষ-গুণ নহে। তাৎপর্য্য এই যে, যাবৎ আশ্রয়-রূপ-পৃথিব্যাদি-দ্রব্য, তাবৎ গন্ধ-রূপাদির উপলব্ধি অবশ্যম্ভাবিনী, উক্তরূপে যাবৎ আকাশ-দ্রব্য, তাবৎ শব্দের উপলব্ধি হয় না, যেহেতু শব্দাশ্রয় আকাশ বর্ত্তমান থাকিলেও, শঙ্খাদি আশ্রয়ে শব্দের বিনাশ অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব অযাবৎদ্রব্যভাবিত্ব-হেতুবশে শব্দ, স্পর্শবদ্-বিশেষগুণ হইতে পারে না। যদি এ স্থলেও পার্থিব-পরমাণু-রূপাদি দ্বারা অযাবৎ-দ্রব্য-ভাবিত্ব-হেতুর ব্যভিচার উৎপ্রেক্ষিত হয়, কেন না,

আশ্রয় থাকিতেও পার্থিব-পরমাণু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, পার্থিব-পরমাণু-রূপাদির বিনাশ স্বাভাবিক, তবে অত্রাপি প্রত্যক্ষত্বের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি চ অগ্নি-সংযুক্ত-পার্থিব-পরমাণু-রূপাদি অযাবদ্-দ্রব্যভাবী, তথাপি উহা প্রত্যক্ষ নহে। পরন্তু শব্দ প্রত্যক্ষ হইয়া, অযাবদ্-দ্রব্যভাবী হওয়ায়, স্পর্শবদ্‌বিশেষগুণ হইতে পারে না।

এইরূপ শব্দের স্পর্শবদ্-বিশেষ-গুণত্বাভাবে হেত্বন্তর "আশ্রয়াদন্যত্র উপলব্ধিঃ"। অর্থাৎ শব্দ যদি স্পর্শবদ্-বিশেষ-গুণ হয়, তাহা হইলে, স্পর্শবদ্-বিশেষ-গুণত্ব-প্রযুক্ত শব্দের শঙ্খাদি আশ্রয় অবশ্য বাচ্য। পরন্তু শব্দ শঙ্খাদি আশ্রয় হইতে অন্যত্র দূরে কর্ণশষ্কুলীপ্রদেশে সমুপলব্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অন্য গুণের অন্যত্র গ্রহণ সম্ভবপর নহে। অতএব আশ্রয় হইতে অন্যত্র উপলব্ধ হওয়ায়, শব্দ, স্পর্শবদ্-বিশেষগুণ নহে। কারণ, যেটী স্পর্শবদ্‌বিশেষগুণ, সেটী আশ্রয়া-দন্যত্র উপলব্ধ হইতে পারে না। যদি বল, অন্যত্র দূরে কর্ণশষ্কুলী-প্রদেশে উপলব্ধ না হইয়া, শঙ্খাদি-প্রদেশে অবস্থিত শব্দই গৃহীত হইয়া থাকে, যেহেতু ইন্দ্রিয় সকল আসংসারমণ্ডলব্যাপী, তবে উত্তরে আমরা বলিব, উক্তমত সমীচীন নহে। কারণ, যদি ইন্দ্রিয়-সকলের আসংসারমণ্ডল-ব্যাপিত্ব স্বীকার পুরঃসর শঙ্খাদি-দেশাবস্থিত-শব্দেরই গ্রহণ সম্মত হয়, তাহা হইলে, সন্নিকৃষ্ট-বিপ্রকৃষ্ট-শব্দের অবিশেষে উপলব্ধি-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। পুনরপি আশঙ্কা হইতে পারে যে, ব্যাপকত্ব স্বীকৃত হইলেও, পুরুষার্থ-লক্ষণ-হেতুদ্বারা ক্ষোভ্যমাণ ইন্দ্রিয়-সকলের যে সময়ে অধিষ্ঠান-দেশ-সমূহ হইতে বিষয়-গ্রহণানুগুণবৃত্তি-সকল নির্গত হইয়া, বিষয় পরিব্যাপ্ত করে, তৎকালে বিষয়-গ্রহণের সদ্ভাব-প্রযুক্ত সন্নিকৃষ্ট-বিপ্রকৃষ্ট-শব্দের অবিশেষ-উপলব্ধি-বিষয়িণী অব্যবস্থার পরিহার সহজ-সাধ্য। উক্তরূপা পুনরাশঙ্কার পরিহার এই যে, ইন্দ্রিয়-সকলের প্রয়োজনলক্ষণ অর্থ বিষয়গ্রহণ এবং বিষয়গ্রহণও বৃত্তিনিবন্ধন; সুতরাং "বৃত্তয় এব ইন্দ্রিয়াণি," বৃত্তিসকলই ইন্দ্রিয়স্থানীয়। বৃত্তি-চয় হইতে অন্য ইন্দ্রিয়সকলের সদ্ভাবে কোন প্রমাণও নাই এবং উপযোগও নাই।

প্রকৃত-শব্দ-গ্রাহক-শ্রোত্রবৃত্তি বিষয়-দেশে গমন করিয়া, অর্থ গ্রহণ

করে, এ কথাও বলা চলে না। কারণ, চাক্ষুষ-প্রতীতি-স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয় যেমন বিষয়-দেশে গমন পূর্ব্বক রূপলক্ষণ অর্থগ্রহণ করে, সেইরূপ শ্রোত্রবৃত্তি যদি বিষয়দেশে গমন পূর্ব্বক শব্দ-লক্ষণ অর্থ-গ্রহণ করিত, তাহা হইলে, রূপ অবলোকন করিয়া, যেমন কোথায় রূপ অবলোকন করিলাম, এইরূপ সন্দেহ হয় না, সেইরূপ শব্দ-শ্রবণ করিয়া, এ শব্দ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, এইরূপ সন্দেহও হইত না। অথচ সকলেরই শব্দ-সন্দেহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। অতএব শব্দ-দিক্-সন্দেহের অনুপপত্তি-প্রসঙ্গপরিহারার্থ "শ্রোত্রবৃত্তির্বিষয়দেশং গত্বা অর্থমুপলভতে" এ কথা স্বীকৃতা হইতে পারে না। পুনশ্চ, এরূপও স্বীকার করা যাইতে পারে না যে, গুণ নিজ আশ্রয়পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়ীর সমীপে আগমন করে। কারণ, সতত-দ্রব্যাশ্রিতগুণ কখনও আশ্রয়-পরিত্যাগে সমর্থ নহে। কিন্তু, এরূপও কল্পিত হইতে পারে না যে, শঙ্খবর্ত্তী শব্দ-কর্ত্তৃক শঙ্খ ও কর্ণশষ্কুলীর অন্তরালে অপরাপর শব্দ আরব্ধ হইয়া থাকে। কারণ, স্পর্শবদ্-বিশেষ-গুণের স্বাশ্রয়ারব্ধ-দ্রব্যেই বিশেষ-গুণান্তরের আরম্ভ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু শঙ্খ ও শ্রোত্রের অন্তরালে শঙ্খারব্ধ কোন দ্রব্যের উপলম্ভ হয় না এবং অতিপ্রসঙ্গবশতঃ অপ্রাপ্তের গ্রহণও সম্ভবপর নহে। অতএব শব্দ যদি শঙ্খাদির গুণ হয়, তবে শব্দের অনুপলব্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। অথচ "অস্তি চ তদুপলব্ধিঃ" শব্দের উপলব্ধি কাহার নাই ? পরন্তু সকলের আছে। অতএব সেই সুপ্রসিদ্ধা শব্দোপলব্ধিই শব্দের তাদৃশ দ্রব্যান্তর-গুণত্ব-সাধন করিতেছে, অন্তরালব্যাপী যে দ্রব্যান্তরের সর্ব্বত্র সদ্ভাব-প্রযুক্ত শব্দান্তরারম্ভ-ক্রমে শ্রোত্র-প্রত্যাসন্ন-শব্দের গ্রহণ হইয়া থাকে।

শব্দ যে স্পর্শবদ্‌বিশেষগুণ নহে, এ কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আত্মগুণনিষেধার্থ বলিতে হইবে যে, শব্দ আত্মগুণও নহে। শব্দ আত্মগুণ নয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে চতুর্ব্বিধ হেতু-বাদের অবতারণা করিতে হইবে। ক্রমশঃ উপন্যসনীয়হেতু-চতুষ্টয়ের মধ্যে বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষত্ব প্রথম। নিয়মতঃ বাহ্যার্থ-প্রকাশকত্বনিবন্ধন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় "শ্রোত্রং তাবৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ং" শ্রোত্র বাহ্যেন্দ্রিয়মাত্র।

বাহ্যেন্দ্রিয়-শ্রোত্র-গ্রাহ্য শব্দ। কারণ, শব্দপ্রতীতি শ্রোত্রেন্দ্রিয়-সদ্ভাবে ভাবিনী। যেটী বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, সেটী আত্ম-গুণ নহে, যেমন রূপাদি। অতএব এই শব্দও আত্মগুণ হইতে পারে না। দ্বিতীয় আত্মান্তর-গ্রাহ্যত্ব, অর্থাৎ অনেক-প্রতিপত্তৃসাধারণত্ব-প্রযুক্ত শব্দ আত্মগুণ নহে। নিশ্চিতই বীণা-বেণু-আদি-জাত যে শব্দ, ব্যক্তি-সন্ততি-দ্বারা এক-পুরুষ-কর্ত্তৃক প্রতীত হইতেছে, সেই শব্দব্যক্তিই তদ্দেশবর্ত্তী অপর-পুরুষ-কর্ত্তৃকও প্রতীত হইয়া থাকে। পরন্তু আত্মগুণ-সুখাদি এরূপ অনেক-প্রতিপত্তৃ-সাধারণ নহে। অতএব আত্মগুণ-বৈধর্ম্ম্য-বশতঃ শব্দ আত্মগুণ হইতে পারে না। তৃতীয় আত্মাধিকরণে অসমবায়-প্রযুক্তও শব্দ রূপাদিবৎ আত্মগুণ নহে। যদি বল, আত্মাধিকরণে শব্দের অসমবায় অসিদ্ধ, তবে উত্তর, আত্মাধিকরণে শব্দের অসমবায় অসিদ্ধ নহে। কারণ, রূপাদিবৎ বহির্মুখত্বরূপেই শব্দ প্রতীত হয় এবং আন্তরত্বরূপেই আত্ম-গুণ সকল অবগত হইয়া থাকে। অতএব শব্দের আত্ম-গুণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে।

শব্দের আত্ম-গুণত্ব-প্রতিষেধে চতুর্থ হেতু অহঙ্কার-কর্ত্তৃক বিভক্ত-রূপে শব্দের গ্রহণ। যেটী অহঙ্কার কর্ত্তৃক বিভক্তরূপে গৃহীত, সেইটী আত্মগুণ নহে। যেটী আত্মগুণ-রূপে প্রসিদ্ধ, নিশ্চিতই সেইটী অহ-ঙ্কার-সামানাধিকরণ-রূপে গৃহীত হইয়া থাকে, যথা "সুখ্যহং", "দুঃখ্যহং", আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি। পরন্তু শব্দ এইরূপ সমানাধি-করণরূপে গৃহীত নহে। অতএব অহঙ্কার অর্থাৎ অহমিতি-প্রত্যয়-দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ ব্যধিকরণ-শব্দের গ্রহণহেতু "নাসৌ আত্মগুণঃ", এই শব্দ আত্মগুণ হইতে পারে না। যদি বল, "প্রিয়বাগহং", এই ব্যপদেশ-বশে সুখ-দুঃখের ন্যায় শব্দও অহঙ্কার-সামানাধিকরণ-রূপে গৃহীত হইতেছে, অতএব শব্দ আত্মগুণ হইবে না কেন? তবে উত্তর এই যে, সত্য; "প্রিয়বাগহং", এই ব্যপদেশ দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু উক্ত-রূপ ব্যপদেশ অভিধান-শীলতা-মাত্রে জানিতে হইবে; পরন্তু আত্মার শব্দ-গুণাধিকরণত্ব-রূপে নহে। যদি উক্তব্যপদেশবলে আত্মার শব্দগুণাধিকরণত্ব প্রতীয়মান হয়, তবে মৃদঙ্গাদি-শব্দ-বিষয়ে তথাভূতা

প্রতীতি হইবে না কেন ? অতএব মৃদঙ্গাদি-শব্দ-স্থলে তথাবিধ-প্রতীতির অভাব-বশতঃ "প্রিয়বাগহং" এতাদৃশব্যপদেশ-বলে শব্দ আত্ম-গুণ-রূপে প্রতীত হইতে পারে না। শব্দ যেমন আত্ম-গুণ নহে, সেইরূপ দিক্, কাল ও মনেরও গুণ নহে। শব্দের দিক্, কাল ও মনোগুণত্বাভাবে হেতু শ্রোত্রগ্রাহ্যত্ব। অর্থাৎ 'দিক্, কাল ও মনের উভয়বাদি-সিদ্ধ-সংযোগাদি যে সকল গুণ আছে, তাহারা শ্রোত্রগ্রাহ্য হয় না, পরন্তু এই শব্দ-গুণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-মাত্রের গ্রাহ্য। অতএব শব্দ দিক্, কাল ও মানসের গুণ হইতে পারে না। শব্দের দিক্‌কাল ও মনোগুণত্ব-সম্ভাবনা-বারণ-কল্পে দ্বিতীয় হেতু এই যে, শব্দ বৈশেষিক-গুণ-ভাবাপন্ন। পরন্তু দিক্, কাল ও মনের বৈশেষিক গুণ নাই। শব্দ যদি বৈশেষিক গুণ হইল, তবে দিক্, কাল ও মনের গুণ হইবে কিরূপে ? অতএব সুখাদি-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে বিশেষ-গুণত্ব-হেতুবশে শব্দ দিক্, কাল ও মনের গুণ হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, একই বিষয়ের বা প্রয়োজনের সমর্থন-কল্পে অনেকসাধনের উপন্যাস ব্যর্থ, কারণ, একমাত্র-সাধনের উপন্যাসে প্রতিপিৎসিত অর্থের পরিচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে। উক্ত-রূপা আশঙ্কার পরিহার করিতে হইলে, অধুনা দুইটী প্রশ্নের অবতারণা করিতে হইবে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, একটীমাত্র-প্রমাণ দ্বারা অবসিত বা নিশ্চিত অর্থে, ফলাভাব-প্রযুক্তই কি প্রমাণান্তরের বৈয়র্থ্য আশঙ্কিত হইতেছে ? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অথবা পুরুষ-কর্ত্তৃক অনপেক্ষিতত্ব-প্রযুক্ত একপ্রমাণাবসিত-বিষয়ে প্রমাণান্তরের বৈয়র্থ্য আশঙ্কিত হই-তেছে ? যদি প্রথমকল্প অভিপ্রেত হয়, তবে "ন তাবৎ ফলং নাস্তি", এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বোপন্যস্ত-সাধন-সাহায্যে যেমন অর্থ-প্রতীতি হইয়াছে, সেইরূপ উত্তরত্রও দ্বিতীয়-তৃতীয়াদি-সাধন-সমাশ্রয়ে পূর্ব্ব-প্রতীত অর্থের পুনঃ প্রতীতির সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় কল্পে সর্ব্বত্র পুরুষের অনপেক্ষা সম্ভবপরা নহে। কারণ, যে স্থলে অতিশয়মাধুর্য্য-বশে প্রত্যনুভব বিশিষ্ট-সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাদৃশ-স্থলে দৃষ্টবিষয়েও পুনঃ পুনঃ দর্শনাকাঙ্ক্ষা উপস্থিতা

হইতে পারে, যেমন "অত্যন্তং প্রিয়ে পুত্রাদৌ"। কিঞ্চ, যে স্থলে পুরুষের প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই, তাদৃশ স্থলেও পূর্ব্বকারণবৎ উত্তর-কারণেরও সম্ভাব থাকিলে, কারণ-বশে প্রবৃত্ত-পুরুষের পক্ষে প্রমাণান্তরের বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ হইতে পারে না। কেন না, পূর্ব্ব-প্রমাণ-পরিচ্ছিন্ন-বিষয়েরই পরিচ্ছেদ-লক্ষণ অর্থ দ্বারা প্রমাণান্তরের অর্থবত্ত্ব উপপন্ন হইতে পারে। পিষ্ট-পেষণ-স্থলে অশক্যভঙ্গতা অর্থাৎ অনি-বৃত্তিত্ব-প্রাপ্তি ঘটিলে, "ফলমেব ন ভবতি," এ কথা স্বীকার্য্যা; পরন্তু এক-প্রমাণাবসিতে অনেক-সাধনোপন্যাস পিষ্টপেষণ নহে। পক্ষান্তরে স্থূণা-নিখননন্যায়ে পূর্ব্বাবগত অর্থের দৃঢ়ীকরণ মাত্র। অতএব অন্য সাধন, বা প্রমাণ, বিষয়ের পরিচ্ছেদ-মাত্রেই ফলবান্ অবগত হওয়া উচিত; কেন না, অর্থ-ক্রিয়ার বিষয়-সাধ্যত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। যদি বল, এক-সাধন-পরিচ্ছিন্নে দ্বিতীয়ের সাধকতমত্বাভাব আপতিত হইতেছে, তবে উত্তরে বলিতে হইবে যে, স্বকার্য্যে দ্বিতীয়াদি-সাধনেরও সাধক-তমত্ব অব্যাহত। অন্যথা বিষয়ের অনতিরেক-প্রযুক্ত ধারাবাহিক-জ্ঞানও অপ্রমাণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। ক্ষণ-ভেদে বিষয়ের ভেদও স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, প্রতিজ্ঞান অতি-সূক্ষ্ম-কাল বা ক্ষণ-সকলের প্রতিভাসন অসম্ভব। এরূপও আপত্তি হইতে পারে না যে, এক-পরিচ্ছিন্ন-বিষয়ে অনেক-সাধন অপেক্ষিত হইলে, ক্রমশঃ সাধনা-পেক্ষা-বশতঃ অনবস্থাপাত অবশ্যম্ভাবী। কারণ, উপায়ের অভাব হইলে, বিরামের স্বয়ং আগমন সর্ব্বথা সম্ভাবিত। মধ্যযোগে উপক্রান্ত সাধনোপন্যাসের ব্যর্থতাপ্রসঙ্গের বারণ-কল্পে অধিকপ্রপঞ্চ নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি চ নাম! শব্দ পৃথিব্যাদি-দ্রব্যাষ্টকের গুণ নহে, এ কথা উপরিতন-গ্রন্থ-সাহায্যে বলা হইয়াছে, তথাপি তদ্দ্বারা আকাশের সদ্ভাবে কীদৃশ উপযোগ সমাগত হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শব্দ যদিচ পৃথিব্যাদি দ্রব্যাষ্ট-কের গুণ না হইল, তথাপি শব্দের গুণস্বরূপতা অপলপনীয়া নহে। অতএব শব্দ যদি গুণ হয়, এবং গুণের গুণিদ্রব্য-ব্যতীত আত্মলাভ

সম্ভবপর না হয়, তবে গুণভূত-শব্দের অধিকরণরূপে পৃথিব্যাদি-দ্রব্যাষ্টকের অলাভে, দ্রব্যান্তর না থাকা প্রযুক্ত শব্দ যাহার গুণরূপে সিদ্ধ হইতেছে, তাহাকেই আকাশরূপে অবগত হইতে হইবে। অতএব পরিশেষে স্বয়ং শব্দই গুণ হইয়া, আকাশের অধিগম অর্থাৎ প্রতিপত্তি-বিষয়ে লিঙ্গ-ভাব ভজন করিতেছে। শব্দ-লিঙ্গক আকাশের পরিশেষানুমান-প্রদর্শন করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, শব্দ অবশ্যই দ্রব্যান্তরাশ্রিত-গুণরূপে অবগন্তব্য। হেতু গুণত্বসম্পন্ন হইয়া, পৃথিব্যাদি অষ্টদ্রব্যের অনাশ্রিতত্ব, যে দ্রব্যান্তর-গুণ নহে, সে গুণত্বসম্পন্ন হইয়া, পৃথিব্যাদি অষ্টদ্রব্যের অনাশ্রিত হইতে পারে না, যেমন রূপাদি। উক্তরূপ ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত-সাহায্যে আকাশ-সদ্ভাব-প্রতিপাদক-প্রমাণবলে আকাশের শব্দ-গুণত্ব নিঃসংশয়ে প্রতীত হইতেছে। সম্প্রতি আকাশের সংখ্যাদি-গুণত্ব-প্রতিপাদনার্থ বলিতে হইবে যে, শব্দ-লিঙ্গের অবিশেষ-বশতঃ আকাশের একত্বও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, আকাশের লিঙ্গ শব্দ, এই শব্দ সর্ব্বত্র অবিশিষ্ট একরূপ। অতএব ভেদ-প্রতিপাদক-প্রমাণের অভাব-প্রযুক্ত আকাশেরও একরূপতাসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। যদি শঙ্কা হয় যে, শব্দও তার, তারতর, মন্দ, মন্দতরাদি-রূপে বিবিধ প্রতীত হইয়া থাকে, তবে পরিহারার্থ বলিতে হইবে যে, সত্য; তারতারতরাদিরূপে বিবিধ-শব্দ প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তরূপে শব্দের লিঙ্গতা স্বীকৃতা হয় নাই। পক্ষান্তরে গুণত্ব-রূপেই শব্দের লিঙ্গতা স্বীকৃতা হইয়াছে। উক্তগুণত্ব কিন্তু তার-মন্দতরাদি-বিভেদস্থলেও সর্ব্বত্র অবিশিষ্ট। অতএব অবিশিষ্টগুণত্ব আশ্রয়-ভেদাবগমে কদাপি সমর্থ নহে। কিঞ্চ, একমাত্র আশ্রয় হইতেও কারণ-ভেদ-বশতঃ তার-তারতরাদি-ভেদে বহুধা বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি সর্ব্বথা অবিরুদ্ধা।

অনন্তর গ্রন্থে গুণত্ব-রূপে সর্ব্বত্র অবিশিষ্ট-শব্দ-লক্ষণ-লিঙ্গের একত্ব-নিবন্ধন আকাশেরও একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত একত্বানু-বিধান-বশে আকাশে এক-পৃথক্ত্বও অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ ভেদ-প্রতিপাদক প্রমাণের অভাব বশতঃ আকাশে সর্ব্বসিদ্ধ একত্বের

অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হইলে, তদনুবিধান-বশেই আকাশে এক-পৃথক্ত্বও সিদ্ধ হইতেছে। কেহ কেহ বস্তু-মাত্রের নিজ নিজ স্বরূপ-মাত্র একত্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সংখ্যা-বিশেষ নহে। যাঁহারা "স্বরূপমেব একত্বং, ন তু সংখ্যাবিশেষঃ" এই কথা বলেন, তাঁহাদিগের মতে পর্য্যায়ত্ব-নিবন্ধন "একো ঘটঃ", এইরূপ সহপ্রয়োগের অনুপপত্তি অনিবার্য্য। কারণ, একত্ব বস্তু-স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে। পুনশ্চ, যাঁহারা পদার্থ-সকলের "স্বাভাবিকমেব পৃথক্ত্বং" এই কথা বলেন, তাঁহাদিগের মতে প্রতিযোগী অর্থাৎ অবধি সীমা বা পর্য্যন্ত-স্থানানুসন্ধান-রহিত এক-রূপ আকাশের আকাশ এক? অথবা অনেক? এইরূপ একত্ব-বিকল্পের ন্যায় পৃথক্ত্ব-বিকল্পেরও প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, পরন্তু কুত্রাপি প্রতিযোগ্যনুসন্ধান-রহিত-পদার্থের পৃথক্ত্ব-বিকল্প দেখা যায় না। পক্ষান্তরে "অয়মস্মাৎ পৃথক্", এইরূপে পর্য্যন্তস্থানানুসন্ধান-সহিত পৃথক্ত্বেরই বিকল্পন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব একত্ব ও পৃথক্ত্ব এক জিনিষ নহে। কিন্তু একত্বের নিয়মতঃ অনুবিধান বা নিয়তানুগত্য-বশতঃ এক-পৃথক্ত্বও আকাশের ধর্ম্মরূপে অবগত হইতে হইবে।

এইরূপ বিভববচন অর্থাৎ "বিভবান্মহান্ আকাশস্তথা চাত্মা", এই সূত্রস্থ-বিভব-বচন-বশে আকাশে পরম-মহৎ-পরিমাণ সিদ্ধ হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, দ্রব্যত্ব-প্রযুক্ত আকাশের পরিমাণ-যোগিত্ব সিদ্ধ হইলে, সূত্রকারের বিভব অর্থাৎ বৈভব-বচন-বলে আকাশে পরমমহত্ত্বের সিদ্ধি জানিতে হইবে। বিভু-পদার্থ-মাত্রই পরম-মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট, যেমন আত্মা, আকাশ ও বিভু পদার্থ, অতএব আকাশও পরম-মহৎ-পরিমাণ-যোগী। আকাশের সর্ব্ব-মূর্ত্ত-সংযোগিত্ব-লক্ষণ, অথবা সর্ব্ব-গতত্ব-লক্ষণ-বিভুত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য বক্তব্য এই যে, সর্ব্বত্র শব্দোৎপাদই আকাশের বিভুত্ব-জ্ঞাপক। অর্থাৎ আকাশ যদি ব্যাপক না হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র শব্দোৎপত্তি হইত না, যেহেতু সমবায়ি-কারণের অভাবে কার্য্যোৎপত্তির অভাব সুনিশ্চিত। দিবি ভুবি ও অন্তরিক্ষে উপজাত শব্দ সকল শ্রূয়মাণাদ্য-শব্দ-দৃষ্টান্তে শব্দত্ব-হেতুবশে একই আকাশ-লক্ষণ অর্থে

সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিসম্পন্ন জানিতে হইবে। শ্রূয়মাণ শব্দ ও তাহার অসমবায়ি-কারণভূত আদ্য-শব্দের একার্থ সমবায়, কার্য্য-কারণ-ভাব-সাহায্যে অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ, ব্যধিকরণ-শব্দের অসমবায়ি-কারণত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। এইরূপ শব্দ-কারণত্ব-বচন-বলে আকাশে সংযোগ ও বিভাগের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। "সংযোগাৎ বিভাগাৎ শব্দাচ্চ শব্দস্য নিষ্পত্তিঃ," এই সূত্র-সাহায্যে আকাশ-গুণ-শব্দের প্রতি সংযোগ ও বিভাগের কারণতা উক্তা হইয়াছে। ব্যধিকরণের কারণতা সম্ভবপরা নহে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং শব্দের অসমবায়ি-কারণ-রূপে আকাশে সংযোগ ও বিভাগের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব গুণবত্ত্ব ও অনাশ্রিতত্ব-প্রযুক্ত আকাশ অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত নবম-দ্রব্যরূপে সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ যেহেতু আকাশ গুণ-বিশিষ্ট, অতএব গুণবত্ত্ব-প্রযুক্ত ঘটাদিবৎ আকাশ দ্রব্য-মধ্যে গণ্য, এবং কেবলই যে গুণবত্ত্ব-প্রযুক্ত আকাশ দ্রব্য-পদার্থ, তাহা নহে; পরন্তু পরমাণুবৎ অনাশ্রিতত্ব-প্রযুক্তও আকাশ দ্রব্য-স্বরূপ।

উক্তরূপে আকাশের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইলেও, আকাশ পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-মহাভূত-চতুষ্টয়ের ন্যায় নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ নহে; কিন্তু শরীরও বিষয়-বর্জ্জিত নিত্য-স্বরূপ ও এক। আকাশ কেবল নিত্যস্বরূপ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর, সমান-জাতীয় ও অসমান-জাতীয়-কারণ-বিরহ। অর্থাৎ সমান-জাতীয়-সমবায়ি-কারণ, অসমান-জাতীয় অসমবায়ি-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ, এই কারণ-ত্রিতয়ের অভাব-প্রযুক্ত আকাশ কেবল নিত্যস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত ভূত-চতুষ্টয়সাদৃশ্যে এই আকাশ সর্ব্ব-প্রাণি-সাধারণের শব্দোপলব্ধি-বিষয়ে শ্রোত্রেন্দ্রিয়-ভাবে নিমিত্ত-ভাবাপন্ন। শ্রোত্রেন্দ্রিয়-ভাব-পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ-মাত্রের যদি শব্দোপলব্ধি-বিষয়ে নিমিত্তভাব কল্পনা করা যায়, তবে সর্ব্বত্র আকাশের অবিশেষ-প্রযুক্ত সর্ব্ব-প্রাণি-গণের সর্ব্ব-শব্দের উপলব্ধি-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। অতএব শ্রবণ-বিবর-সংজ্ঞক-নভো-দেশ-লক্ষণ-শ্রোত্রের উপাদান অবশ্য ন্যায্য। শ্রবণবিবর-সংজ্ঞক-নভো-দেশের শ্রোত্রত্ব-সমর্থনে যুক্তি এই যে, উক্ত শ্রবণ-বিবর পিহিত হইলে, শব্দের উপলম্ভ

হইতে পারে না। অতএব শ্রোত্রের বিশেষণার্থ উক্ত হইয়াছে যে, শব্দনিমিত্ত যে উপভোগ, অর্থাৎ সুখদুঃখের অনুভব, তাহার প্রাপক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা এই শ্রোত্রেন্দ্রিয় উপনিবদ্ধ বা সহকৃত। উক্ত সংপিণ্ডিত অর্থের বিবরণ করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, বাহ্য এক একটী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য-বিশেষ-গুণের গ্রাহক যে যে ইন্দ্রিয়, সেই সেই ইন্দ্রিয় তত্তৎগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমন রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ রূপাধিকরণরূপে প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ তথাভূত-শব্দের গ্রাহক-শ্রোত্রও অবশ্যই শব্দ-গুণক স্বীকার করিতে হইবে। শব্দ আকাশের গুণ, ইহা পূর্ব্ব-গ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে। অতএব শব্দগুণক আকাশমাত্রই শ্রোত্র। যদি চ আকাশ সর্ব্বব্যাপী, তথাপি সর্ব্বত্র শব্দের উপলম্ভ সম্পাদন করে না, পরন্তু প্রাণি-গণের অদৃষ্টবশে কর্ণ-শষ্কুলী অধিষ্ঠান-দেশে নিয়ত-আকাশই শ্রোত্রেন্দ্রিয়-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া, শব্দের গ্রাহক হইয়া থাকে। যেমন আত্মা সর্ব্বগত হইয়াও, দেহমাত্রপ্রদেশেই জ্ঞাতৃত্ব লাভ করিয়া থাকেন, অন্যত্র নহে। কারণ, এই শরীরমাত্রই উপ-ভোগসাধন। শরীরাদন্যত্র উপভোগ স্বীকৃত হইলে, শরীর-সৃষ্টির ব্যর্থতা-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। যদি আশঙ্কা হয় যে, কর্ণ-শষ্কুলী অধিষ্ঠান-নিয়ত-নভো-দেশের শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্ব অঙ্গীকৃত হইলে, বধিরেরও কর্ণ-শষ্কুলীসদ্ভাব-প্রযুক্ত শব্দোপলব্ধি অবশ্যম্ভাবিনী, তবে উপসংহারাবসরে উক্ত বাধির্য্যানুপপত্তি-লক্ষণা আশঙ্কার পরিহার এই যে, লোক-বেদ-প্রসিদ্ধ আকাশের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইলেও, সহকারিস্থানীয় উপনিবন্ধক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বৈকল্য অর্থাৎ অভাব-প্রযুক্তই বাধির্য্য প্রতিপন্ন হইতে পারে।

এক্ষণে ক্রম-প্রাপ্ত-কাল-নিরূপণের অবসর উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং আমাকে সম্প্রতি কাল-স্বরূপ-নিরূপণে যত্নাবলম্বন করিতে হইবে। কাল-লক্ষণ-প্রকরণারম্ভে বলিতে হইবে যে, দিগ্‌বিশেষ অপেক্ষা যে ব্যক্তি "পর" অর্থাৎ দূরবর্ত্তী, তাদৃশ ব্যক্তি-স্বরূপে "অপর" এইরূপ প্রত্যয় এবং যে "অপর" অর্থাৎ অন্তিকস্থ, তৎস্বরূপে "পর" এইরূপ প্রত্যয়ের ব্যতিকর অর্থাৎ ব্যত্যয় কালের লিঙ্গ জ্ঞাপক,

বা অনুমাপক হেতু। তথা যুগপৎ-প্রত্যয়, অযুগপৎ-প্রত্যয়, ক্ষিপ্র-প্রত্যয় এবং চির-প্রত্যয়ও কালের লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু-স্বরূপ। যদি বল, কালের অপ্রত্যক্ষত্বনিবন্ধন কাল সহ পরাপরাদি-প্রত্যয়-সকলের ব্যাপ্তি-গ্রহণা-ভাব-প্রযুক্ত কিরূপে লিঙ্গত্ব সম্ভবপর হইতে পারে? তবে আমরা বলিব, পূর্ব্ব-প্রত্যয়-বিলক্ষণ অর্থাৎ দ্রব্যাদি-প্রত্যয়বিলক্ষণ পূর্ব্বোক্ত-যুগপদাদি-প্রত্যয়-সকলের দ্রব্যাদি-লক্ষণ-বিষয় সকলে উৎ-পত্তির প্রতি অন্য কোন নিমিত্ত না থাকায়, যেটী নিমিত্তরূপে কল্পিত হইবে, সেই পদার্থ কাল-নামে অভিহিত। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, দ্রব্যাদি-বিষয়-সকলে পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়-সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু দ্রব্যাদি ঐ সকল-প্রত্যয়ের নিমিত্ত হইতে পারে না। কারণ, পরাপরাদিপ্রত্যয়-সকল দ্রব্যাদি-প্রত্যয়-বিলক্ষণ। অথচ নিমিত্ত-ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভবপরা নহে। অতএব পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়-সকলের উৎপত্তি-বিষয়ে যেটী নিমিত্তরূপে স্বীকৃত হইবে, তাহা কাল-লক্ষণ ষষ্ঠ-দ্রব্য-পদার্থ।

যাঁহারা কালের ক্রিয়াত্মকত্ব-স্বীকারপূর্ব্বক আদিত্য-পরিবর্ত্তন অর্থাৎ তপন-পরিস্পন্দের অল্পীয়স্ত্ব ও ভূয়স্ত্ব-নিবন্ধন যুবা ও স্থবিরে পরাপর-ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, আদিত্য-পরিবর্ত্তন যদি কালস্বরূপ হয়, তবে কালের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব-প্রতিপাদক-শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য আপতিত হইতে পারে। বিশেষতঃ যাহার কর্ম্ম, তাহাতেই কর্ম্মের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। যুবা ও স্থবিরে সূর্য্য-ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকিবে কিরূপে? যদি সূর্য্য-ক্রিয়া-সম্বন্ধ যুবা ও স্থবিরে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, "স্বাশ্রয়-তপন-সংযোগি-সংযোগ"-লক্ষণ পরম্পরাসম্বন্ধ, অর্থাৎ স্বশব্দে সূর্য্যকর্ম্ম বা আদিত্যপরিবর্ত্তনের আশ্রয়ীভূত তপন বা সূর্য্যের সহিত সংযোগ-বিশিষ্ট যে দ্রব্য অর্থাৎ কাল, তৎসংযোগ যুবা ও স্থবিরে স্বীকার করিতে হয়। অন্যথা আদিত্য-পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ যুবা ও স্থবির-শরীর-পিণ্ডে হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অতিপ্রসঙ্গ-ভয়ে অসম্বন্ধের নিমিত্তত্ব-কল্পনা দূরে পরিহৃতা হইয়াছে। এইরূপ যাঁহারা

যৌগপদ্য অর্থে সহভাব ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের মতও সমীচীন নহে। কারণ, কাল-দ্রব্যের অনভ্যুপগমে সহার্থের অভাব-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। যদি বল, কোন একটী ক্রিয়াবিষয়ে ভাব-সকলের পরস্পর প্রতিযোগিত্বই সহার্থ, তবে আমরা বলিব, না, ঐরূপ হইতে পারে না। কারণ, অনুৎপন্ন, স্থিত ও নিরুদ্ধ-ভাব-সকলের অন্যোন্য-প্রতিযোগিত্ব সম্ভবপর নহে।

পুনশ্চ, সহভাবি-গণেরই যদি অন্যোন্য-প্রতিযোগিত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও, কালের প্রত্যাখ্যান নিতান্ত অসম্ভব। যুগপৎ-প্রত্যয় যেমন সমর্থিত হইল, এইরূপ অযুগপদাদি-প্রত্যয়সকলও সমর্থনীয় জানিতে হইবে। যদি বল, কাল অনাদি, অনন্ত, এক ও অভিন্ন, অতএব কালের অভেদ-হেতু প্রত্যয়ভেদ হইতে পারে না, তবে এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, সামগ্রী অর্থাৎ উপাদান-কারণের ভেদবশতঃ বস্তু-দ্বয়ের উৎপাদ ও সদ্ভাব এই দ্বিতয়ের যে এক জ্ঞান অর্থাৎ "ঘটপটৌ উৎপন্নৌ স্তঃ", এতাদৃশ-জ্ঞান-সাহায্যে গ্রহণ, তৎসহকারী কাল কর্ত্তৃক পর এবং অপর-প্রত্যয়-জনিত হয় এবং বহু বস্তুর উৎপাদ ও সদ্ভাব-লক্ষণ-ব্যাপারের এক-জ্ঞান-দ্বারা গ্রহণে সহকারী কাল-সাহায্যে যুগপৎ প্রত্যয় হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্যের উৎপাদও বিনাশের অন্ত-র্ব্বর্ত্তী ক্রিয়া-ক্ষণ-সমূহের ভূয়স্ত্ব ও অল্পীয়স্ত্ব-গ্রহণে সহকারী কালদ্বারা যথাসম্ভব চিরপ্রত্যয় ও ক্ষিপ্র-প্রত্যয়েরও সমর্থন করিতে হইবে। যদি বল, তত্তৎ-নিমিত্ত-নিবন্ধনই প্রত্যয়-সকলের ভেদ সমর্থিত হইতে পারে, অনর্থক অন্তর্গড়ু-স্থানীয়-কাল-কল্পনার প্রয়োজন কি? তবে উত্তর এই যে, কালের সদ্ভাব স্বীকৃত না হইলে, কালের অভাবে যেমন দ্রব্যাদি-প্রত্যয়-বিলক্ষণ পর, অপর, যুগপৎ, অযুগপৎ, চির ও ক্ষিপ্র ইত্যাদি প্রত্যয়ের নিমিত্তান্তর না থাকা প্রযুক্ত অনুপপত্তি অনিবারণীয়া, সেইরূপ কালের অসদ্ভাবে উৎপদ্যমান-বস্তু-সকলের উৎপাদও অনু-পপন্ন হইতে পারে। কারণ, গগনের ন্যায় অত্যন্ত সদ্বস্তুর উৎপাদ সম্ভবপর নহে, তথা নর-বিষাণের ন্যায় অত্যন্ত-অসদ্বস্তুরও উৎপাদ অসম্ভব, পরন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহারা অসৎ, তাহাদিগেরই উৎপাদ

সর্ব্বথা সম্ভবপর, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্যা। যদি এইরূপই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, কালের অসত্ত্বে "প্রাগসতঃ" এই অভাব বিশেষণ প্রাক্-শব্দার্থের অভাব-বশতঃ "উৎপত্তির পূর্ব্বে" এই বিশেষ সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং কোন বস্তুরই উৎপত্তি সম্ভবপরা নহে।

যদি বল, অপ্রত্যক্ষ-কালদ্বারা কেমন করিয়া বিশিষ্টা প্রতীতি হইবে? তবে এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলেন, বিশিষ্ট-প্রত্যয়ের উৎপত্তির প্রতি ইন্দ্রিয়ের যেমন কারণতা স্বীকৃতা হইয়াছে, সেইরূপ কালেরও কারণতা স্বীকৃতা হইতে পারে; কিন্তু দণ্ডাদিবৎ কালের বিশেষণতা স্বীকার করা যায় না, যেহেতু কাল অপ্রত্যক্ষ। সারানুসন্ধানে এই উত্তর অসার প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ, বোধৈকস্বভাব-প্রত্যয়-লক্ষণ-জ্ঞানের বিষয়-সম্বন্ধ ব্যতীত বিশেষান্তরের অভাব সুনিশ্চিত। অতএব প্রকারান্তরে কালের বিশেষণতা কীর্ত্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ যুবা ও স্থবিরের শরীরাবস্থা-ভেদ-সাহায্যে তথাবিধ শরীরাবস্থার কারণস্বরূপে কাল-সংযোগ অনুমিত হইলে, পশ্চাৎ যুবা ও স্থবিরের শরীরে কালবিশিষ্টতাবগতি সম্ভবপরা হইতে পারে। প্রত্যেতা অর্থাৎ প্রত্যয়কর্ত্তার একত্ব-প্রযুক্ত প্রমাণান্তরোপনীত-কালেরও বিশেষণত্ব বিরুদ্ধ নহে। প্রমাণান্তরোপনীত-পদার্থেরও বিশেষণত্বাবিরোধে দৃষ্টান্তানুসন্ধানাগ্রহের নিবৃত্তি-সাধন করিতে হইলে, "সুরভি চন্দনং" অথবা মীমাংসকমতে "অঘটং ভূতলং" উদাহরণের উপন্যাস করা যাইতে পারে। ঘটপটাদি পদার্থসমূহেও মূর্ত্তদ্রব্যত্ব-প্রযুক্ত অথবা অবস্থা-ভেদ-বশতঃ শরীরবৎ কাল-সম্বন্ধ অনুমিত হইলে, পশ্চাৎ কাল-বিশিষ্ট-যুগপদাদি-প্রত্যয় সঞ্জাত হইয়া, অনন্তর বিপ্রতিপন্ন-জনের প্রতি কার্য্যত্ব-প্রযুক্ত কাল-লিঙ্গত্ব ভজন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; সুতরাং কাল অপ্রত্যক্ষ হইলেও, কাল-সাহায্যে "বিশিষ্টা প্রতীতিঃ" সর্ব্বথা নিরবদ্যা বা দোষশূন্যা।

পুনশ্চ, উপরিতন-গ্রন্থোক্ত-প্রকারাবলম্বনে অনুমিত-কালই সর্ব্বকার্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুভূত, এ বিষয়ে যুক্তি তদ্ব্যপদেশ। অর্থাৎ উৎপত্তিকাল, স্থিতিকাল ও বিনাশকাল, এইরূপে

পূর্ব্বোক্ত-কাল-সাহায্যে উৎপত্ত্যাদির ব্যপদেশ দৃষ্ট হওয়ায়, উৎপত্ত্যাদি-বিষয়ে কালের হেতুত্ব অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকর্ত্তা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরাদি সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল এই কালে উৎপন্ন, কালে অবস্থিত ও কালে বিনষ্ট হওয়ায়, কাল সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর এবং দুরতিক্রমণীয়। অপিচ, কার্য্যান্তরের আলোচনাবশেও কালের সম্যক্ পরিচয় অবগত হওয়া যায়। কার্য্যান্তর যথা—ক্ষণ, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, যাম, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর, যুগ, কল্প, মন্বন্তর, প্রলয় ও মহাপ্রলয়। নিমেষের চতুর্থ ভাগের নাম ক্ষণ, ক্ষণদ্বয়ে লব, অক্ষি-পক্ষ্ম-কর্ম্মোপলক্ষিতকালের নাম নিমেষ, ইত্যাদি গণিত-শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেতব্য-কাল-কার্য্যের ব্যবহারে হেতু একমাত্র অখণ্ড দণ্ডায়মান মহান্ কাল। এইরূপে কাললক্ষণ-ধর্ম্মী সিদ্ধ হইলে, তাহার গুণকথন আবশ্যক। কালের পঞ্চগুণ যথা ঃ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। এতাদৃশ-পঞ্চগুণবত্ত্ব-প্রযুক্ত কালের দ্রব্যত্ব এবং দ্রব্যত্বনিবন্ধন কালের সংখ্যাদি-গুণ-যোগ সিদ্ধ হইলে, তদ্বিশেষ প্রতিপাদনার্থ বলিতে হইবে যে, চির-যুগপদাদি-প্রত্যয়-লক্ষণ-কাল-লিঙ্গ-সকলের সর্ব্বত্র অবিশেষ-প্রযুক্ত এবং কালের উপাধিভেদে ক্ষণাদি-ভেদ, বা অনেকত্ব স্বীকৃত হইলেও, "আত্মনামিব" বিশেষ-লিঙ্গের অভাববশতঃ সত্তাবৎ একত্বই অবগত হইতে হইবে। ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, যাম, দিবস, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসরাদি-ভেদে যদি চ, "ভূয়াংসঃ কালাঃ" উপলব্ধ হইতেছে, তথাপি যেমন একই স্ফটিক-মণি জবাকুসুম এবং তাপিঞ্জ অর্থাৎ ধাতুমাক্ষিকাদি উপাধির উপরাগ বশতঃ "ভিন্ন ইব ভাসতে", সেইরূপ "এক এব কালঃ" সূর্য্যস্পন্দাদি অবচ্ছেদ-ভেদে অথবা তত্তৎ-কার্য্যাবচ্ছেদ-ভেদে "ভিন্ন ইব ভাসতে," এইরূপ অভ্যুপগত হওয়ায়, ভেদ-জ্ঞানের উপাধি-নিবন্ধনত্ব হেতু, "কথমেক এব কালঃ"? এইরূপ প্রশ্ন লব্ধাবকাশ হইতে পারে না। অতএব কালভেদে প্রমাণান্তর না থাকায় কাল এক। যদি বল, যুগপদাদি-প্রত্যয়-ভেদই কাল-ভেদ-প্রতিপাদক, তবে আমরা বলিব, না, যুগপদাদি-প্রত্যয়-ভেদ

কাল-ভেদ-প্রতিপাদক হইতে পারে না। কারণ, কালের ভেদ স্বীকার না করিয়াও, সহকারিভেদ-হেতু প্রত্যয়-ভেদ উপপন্ন হইতে পারে।

এই কালের একত্বানুবিধান-বশে কালের পৃথক্ত্বগুণও সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ একত্বের পৃথক্ত্বের সহিত অনুবিধান বা সাহচর্য্য-নিয়ম-দ্বারা একত্বপ্রযুক্ত কালে এক-পৃথক্ত্বসিদ্ধি নিতরাং ভাগিনী। যুগপদাদি-প্রত্যয়-সকলের অথবা উৎপত্তিশীলবস্তু-মাত্রেরই কারণে পারিভাষিকী কালাখ্যা কালসংজ্ঞা, এইরূপ সূত্রার্থাবলম্বনে "নিত্যেষ্বভাবাদ-নিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালখ্যাতিঃ," এই উদ্ধৃত-সূত্রস্থ "কারণে কালঃ", এই বচন-বলে কালে পরম-মহৎপরিমাণ সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ যেহেতু নিত্য আকাশাদি পদার্থে "যুগপৎ জাতঃ"; "চিরং জাতঃ", "ক্ষিপ্রং জাতঃ", "ইদানীং জাতঃ","দিবা জাতঃ", "রাত্রৌ জাতঃ" ইত্যাদি-প্রত্যয়ের সদ্ভাব দেখা যায় না, তথা যেহেতু অনিত্য-ঘট-পটাদি-পদার্থেই যৌগপদ্যাদি-প্রত্যয়-সকলের সদ্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকবশে "সর্ব্বোৎপত্তিমতাং কারণং কালঃ" ইহা নিশ্চিত হইতেছে। কিঞ্চ,কেবলই যে যৌগপদ্যাদি-প্রত্যয়-বলেই উৎপত্তি-শীল-বস্তু-মাত্রের উৎপত্তির অধিকরণ-রূপে কাল নিমিত্তকারণ, তাহা নহে; পরন্তু পুষ্প-ফলাদির হৈমন্তিক-বাসন্তিক-প্রবৃষেণ্যাদি-সংজ্ঞাবলেও কালের সর্ব্বোৎপত্তিমন্নিমিত্ত-কারণত্ব অধ্যবসিত হইয়া থাকে। উপরি-বিবৃত-সূত্রার্থাভিপ্রায়ে যুগপদাদি-প্রত্যয়-সকলের সর্ব্বত্র সদ্ভাব প্রযুক্ত কালের ব্যাপকত্বও অবগত হওয়া যাইতে পারে। তথা কারণ-পরত্বাদি-বচন অর্থাৎ "কারণ-পরত্বাৎ কারণাপরত্বাচ্চ পরত্বা-পরত্বে", এই সূত্রে কারণ-পরত্ব-শব্দ-দ্বারা কাল-পিণ্ড-সংযোগ অভিহিত হইয়াছে। অতএব তদ্দ্বারা কালের সংযোগ-গুণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ তদ্বিনাশকত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-সংযোগের কৃতকত্বপ্রযুক্ত অবশ্যই বিনাশ স্বীকার্য্য; পরন্তু সর্ব্বত্র আশ্রয়বিনাশ সম্ভবপর নহে। অতএব সংযোগ-বিনাশকরূপে কালে বিভাগসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। কারণ, কালে বিভাগ স্বীকার না করিলে, ব্যধিকরণ-বিভাগের সংযোগ-বিনাশকত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। অপিচ, আকাশের যেমন দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব

পূর্ব্বগ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ গুণবত্ত্ব ও অনাশ্রিতত্ব প্রযুক্ত আকাশ যেমন দ্রব্য, সেইরূপ কালও গুণবত্ত্ব ও অনাশ্রিতত্ব হেতু দ্রব্য এবং সমান ও অসমান জাতীয় কারণবিরহ-বশতঃ আকাশ যেমন নিত্য, সেইরূপ কালও নিত্য।

অধুনা প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি কাল একই হয়, তবে কালে অনেকত্বব্যপদেশ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, কাল-লিঙ্গ-পরাপরাদি-প্রত্যয়-সকলের সর্ব্বত্র অবিশেষ অর্থাৎ ভেদাপ্রতিপাদকত্ব-নিবন্ধন আঞ্জস্য অর্থাৎ মুখ্য-বৃত্তি-সাহায্যে কালের একত্ব সিদ্ধ হইলেও, নানাত্বোপচার-বশে নানাত্ব-ব্যপদেশ অব্যাহত। যদি বল, কেমন করিয়া? তবে উত্তর এই যে, সর্ব্ববিধ-কার্য্যের আরম্ভ অর্থাৎ উপক্রম, ক্রিয়াভিনির্ব্বৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি, স্থিতি অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান এবং নিরোধ বা বিনাশ, এই সকল উপাধির ভেদ-বশতঃ নানাত্বব্যপদেশ অবিরুদ্ধ। যেমন একই স্ফটিকাদি-মণি নীলাদি-উপাধি-ভেদ-নিবন্ধন "নীল ইতি," "পীত ইতি", ইত্যাদি-নানা-রূপে ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কালও এক হইয়াও, উপাধি-ভেদ-হেতু আরম্ভ-কাল, ক্রিয়াভিব্যক্তি-কাল, স্থিতিকাল, নিরোধ-কাল ইত্যাদিরূপে ব্যপদিষ্ট হইতে পারে। যদিচ স্ফটিক-মণির উপাধি-সম্বন্ধ বাস্তব নহে, তথাপি পাচক-দৃষ্টান্তে কালের ক্রিয়াসম্বন্ধ বাস্তব স্বীকার করিতে হইবে। যেমন একই পুরুষের পচনাদি-ক্রিয়া-যোগ-প্রযুক্ত পাচক, পাঠক, দাহক, ভেদক, ছেদক ইত্যাদি নানা-ব্যপদেশ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কালও এক হইয়াও, ক্রিয়োপাধিভেদে বহুধা বিভিন্ন। পরন্তু বিলক্ষণ-বুদ্ধি-বেদ্যত্ব-প্রযুক্ত কাল প্রারম্ভাদিক্রিয়া-মাত্র নহে। গ্রন্থ-বিস্তৃতি-ভয়ে এতদতিরিক্ত কাল-পরিচয়-প্রদানে বিরত হইয়া, কাল-নিরূপণ-প্রকরণের উপসংহার করিতেছি। কুতূহলী পাঠক আত্ম-প্রবৃত্তির অধিকতর-চরিতার্থতা-সম্পাদনে ইচ্ছুক হইলে, আকরান্তর-প্রদর্শিত-পথে আংশিকভাবে অগ্রসর হইতে পারেন।

গত-গ্রন্থে কালের যেমন যুগপদাদি-প্রত্যয় লিঙ্গত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণে দিগ্-দ্রব্যের ইতর-দ্রব্য-সকল হইতে বৈধর্ম্ম্যরূপে

পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়-লিঙ্গত্ব বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্ব, অপর ইত্যাদি প্রত্যয় যাহার লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু, তাদৃশ-দিক্-দ্রব্যের স্বরূপ-পরিচয়-প্রদান করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, যেহেতু অমূর্ত্ত দ্রব্যের অনবচ্ছিন্ন-পরিমাণত্ব-প্রযুক্ত অবধিত্ব, অথবা পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়-বিষয়ত্ব নাই, অতএব মূর্ত্ত-দ্রব্যকে অবধি করিয়া, মূর্ত্ত-দ্রব্য-সমূহেই "এতস্মাদিদং পূর্ব্বং, দক্ষিণং", ইত্যাদিরূপ অর্থে "ইদমস্মাৎ পূর্ব্বেণ, দক্ষিণেন, পশ্চিমেন, উত্তরেণ, পূর্ব্বদক্ষিণেন, দক্ষিণাপরেণ, অপরোত্তরেণ, উত্তরপূর্ব্বেণ, অধস্তাৎ, এবং উপরিষ্টাৎ", এই দশবিধ-প্রত্যয় যাহা হইতে আত্মলাভ করে, তাহা, দিগ্-দ্রব্যরূপে নিশ্চিত হইয়াছে। যদি বল, পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়-সকলের কার্য্যত্ব-প্রযুক্ত তদ্দ্বারা কারণ অনুমিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু সেই কারণ যে দিক্, ইহা কিরূপে নিশ্চিত হইতে পারে ? তবে উত্তর এই যে, পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়োৎপত্তির প্রতি একমাত্র দিগ্-দ্রব্যাতিরিক্ত অন্য নিমিত্ত নিতান্ত অসম্ভব। পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়োৎপত্তির প্রতি যদি দ্রব্য-মাত্রই নিমিত্তরূপে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, যথাকথঞ্চিৎ অবস্থিত দ্রব্যে পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয় উৎপন্ন হইতে পারে। আর যদি বল, পরস্পরাপেক্ষাবশে দ্রব্য-দ্বয়ের পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়োৎপত্তির প্রতি নিমিত্তত্ব স্বীকার করিব, তবে পূর্ব্বোক্ত দোষেরই পুনঃ প্রসঙ্গ হইতে পারে। কিঞ্চ, পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়োৎপত্তির প্রতি ক্রিয়া, বা গুণাদির নিমিত্তত্ব স্বীকৃত হইলে, সমান গুণ বা সমান ক্রিয়াদিস্থলে প্রত্যয়-বিশেষের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব এই সকল পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়ের যেটী নিমিত্ত, সেইটীই দিগ্-দ্রব্যরূপে অবগত হইতে হইবে, যে দ্রব্যাভিপ্রায়ে "এতস্মাদিদং", এই পঞ্চমী প্রযুক্তা হইয়া থাকে। অন্যথা "এতস্মাৎ", এই পঞ্চমীর নির্ব্বিষয়ত্বা-পত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। যদি বল, অবধি অভিপ্রায়ে এই পঞ্চমী প্রযুক্তা হইয়াছে, তবে আমরা বলিব, সত্য ; "অবধাবিয়ং পঞ্চমী," কিন্তু অবধিত্ব দিগপেক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে ; পরন্তু দ্রব্য-মাত্রাপেক্ষ নহে, কারণ, সর্ব্বত্র অবিশেষ প্রসঙ্গ। উক্তরূপে সমর্থিত দিগ্-দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হইলেও, দিগ্-দ্রব্যের কালবৎ বিশিষ্টপ্রত্যয়-হেতুত্ব অবশ্য কথন করিতে হইবে।

গুণবত্ত্ব দ্রব্যের লক্ষণ, উক্তলক্ষণ দিগ্-দ্রব্যেও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, দিগ্-দ্রব্যের গুণকীর্ত্তন আবশ্যক। দিগ্-দ্রব্যের গুণ যথা—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। কালবৎ এই গুণ-পঞ্চক দিগ্-দ্রব্যেও সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন কাল-লিঙ্গের অবিশেষ-প্রযুক্ত কালের একত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ দিক্‌লিঙ্গেরও অবিশেষ বশতঃ দিগ্-দ্রব্যেরও একত্ব অবগত হইতে হইবে। এইরূপ যেমন একত্বানুবিধানবশে কালে পৃথক্ত্বের সিদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ দিগ্-দ্রব্যেও এক-পৃথক্ত্বের সিদ্ধি অবগত হইতে হইবে। পুনশ্চ, যেমন "কারণে কালঃ", এই বচন-বলে কালে পরম-মহৎ-পরিমাণ সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ "কারণে দিগ্" এই বচন-বলে দিগ্-দ্রব্যেরও পরম-মহৎ-পরিমাণ সিদ্ধ হইতেছে। দিগ্ যে পরম-মহৎ-পরিমাণবতী এ বিষয়ে যুক্তি এই যে, সর্ব্বত্র তৎকার্য্য অর্থাৎ দিগ্-দ্রব্য-কার্য্য পূর্ব্বাপরাদিপ্রত্যয়ের সদ্ভাব দেখা যায়। দিক্ যদি সর্ব্বব্যাপিনী না হয়, তাহা হইলে, সর্ব্বত্র তৎকার্য্যপূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না। তথা "কারণপরত্বাচ্চ", এই বচনবলে যেমন কালের সংযোগগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেইরূপ দিগ্-দ্রব্যেরও সংযোগ-গুণের সিদ্ধি জানিতে হইবে। অপিচ, যেমন সংযোগ-বিনাশকত্ব-প্রযুক্ত কালে বিভাগ সিদ্ধ হইয়াছে, তদ্বৎ সংযোগ-বিনাশকত্ব-নিবন্ধন দিগ্-দ্রব্যেও বিভাগসিদ্ধি অবগত হওয়া উচিত। পাঠক-মহোদয়-গণ এইরূপে "কালবদেতে সিদ্ধাঃ" এই অতিদেশের তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবেন। যদি আশঙ্কা হয় যে, দিক্‌লিঙ্গের অবিশেষ সিদ্ধ নহে, কারণ, তৎকার্য্য-পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়-সকলের পরস্পরতঃ প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, অতএব প্রত্যয়-ভেদ-বশতঃ দিগ্-দ্রব্যের ভেদ প্রতিপন্ন হইলে, "একা দিগ্", এইরূপ নির্দ্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত, তবে এই আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা বলিব, "একা দিক্", এই নির্দ্দেশ কোনরূপে অসঙ্গত নহে। কারণ, একই অর্থে বা বিষয়ে যুগপৎ বস্ত্বন্তরাপেক্ষাবশতঃ পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যদি দিগ্-ভেদ বাস্তব হয়, তাহা হইলে, "যৎ পূর্ব্বং ন তত্র

পশ্চিম-প্রত্যয়ো ভবেৎ”, অথচ পূর্ব্বদিকেও বস্ত্বন্তর অপেক্ষা পশ্চিম-প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, অতএব দিক্ ভিন্না নহে। যদি বল, পূর্ব্বদিকে সর্ব্ব-দিক্-সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, পশ্চিম-প্রত্যয় হইতে কোন বাধা নাই, তবে আমরা বলিব, যদি প্রত্যেক দিকেই সর্ব্ব-দিক্-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, “সর্ব্বার্থেষু সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বেষাং সর্ব্বে প্রত্যয়াঃ প্রসজ্যে-রন্।” অর্থাৎ সকলেরই সকল-বিষয়ে অন্যান্যবস্তু-সকলের অপেক্ষাবশে সর্ব্ববিধ-প্রত্যয়ের প্রসঞ্জন হইতে পারে। পরন্তু কুত্রাপি ঐরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব শাস্ত্রে “একা নিত্যা দিগ্” উক্তা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উপাধি-ভেদ-বশতঃ “একাপি দিক্” প্রাচ্যাদি-ব্যপদেশ-ভজনে নিতরাং অসমর্থা নহে।

শ্রীশিব-মহিমার বিকাশনের সঙ্গে সঙ্গে সাধ্য বা প্রসঙ্গানুমত-শাস্ত্রার্থবিকাশ ও উদ্দেশ্যবহির্ভূত না হওয়ায়, মহর্ষি-কণাদ-কৃত-বৈশে-ষিক-সূত্রের উপস্কার-কর্ত্তা শ্রীশঙ্কর-মিশ্র-প্রদর্শিত-পন্থানুসরণে উপরি-তন-গ্রন্থে বিবৃত-দিগ্-দ্রব্যের বিস্পষ্টীকরণাভিপ্রায়ে আরও কিছু বিবরণ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্প্রতি আমি অধ্যেতৃ-বৃন্দের ধৈর্য্য-প্রার্থনা করিতেছি। “ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গং”, অর্থাৎ ইদানীং তদানীং যুগপৎ ইত্যাদি-প্রত্যয় যেমন কালের অনুমাপক লিঙ্গ, সেইরূপ এই বস্তু ইহা হইতে দূর বা নিকটে অবস্থিত, ইত্যাদিরূপ ব্যবহার যাহা হইতে সম্পন্ন হয়, তাহাই “দিশ ইদং দিশ্যং” অর্থাৎ দিগনুমাপক লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, দূরত্ব-নিকটত্ব দ্বারাই ইহা দূরে, ইহা নিকটে, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব দূরত্ব-নিকটত্বই দিগ্-দ্রব্যের অনুমাপক লিঙ্গ। কারণ, দিক্ না থাকিলে, দূরত্ব-নিকটত্ব আত্মলাভে কদাপি সমর্থ হইত না। কেন না, দূরত্ব ও নিকটত্ব-লক্ষণ-গুণের অসমবায়িকারণ দিক্ ও তত্তৎবস্তুর সংযোগ। অসমবায়িকারণ ভিন্ন ভাব-কার্য্য-দ্রব্য, গুণ, বা কর্ম্মের উৎপত্তি সম্ভবপরা নহে, ইহা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম; সুতরাং দূরত্ব, কিম্বা নিকটত্ব, অর্থাৎ দৈশিকপরত্ব ও অপরত্বেরও অসমবায়িকারণ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। উক্ত অসমবায়িকারণ দিক্-সংযোগ-ব্যতীত অন্য কেহ হইতে

পারে না। দিক্ স্বীয় সংযোগকে অবলম্বন করিয়া, দূরস্থ এক-বস্তুর সহিত অপর-বস্তুর সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। যে বস্তু যে বস্তু হইতে যত দূরে অবস্থিত হইবে, সেই বস্তুর সেই বস্তুর সহিত দিক্ তত পরিমাণে সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। অর্থাৎ অধিক দূর হইলে, অধিক বস্তুর সংযোগ এবং অল্প দূর হইলে, অল্পবস্তুর সংযোগ ঘটাইয়া থাকে।

উক্ত অভিপ্রায় অবলম্বনে, কাল-লিঙ্গ-প্রকরণ পরিসমাপ্ত করিয়া, দিক্-লিঙ্গ-প্রকরণারম্ভে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন, "ইতঃ" অর্থাৎ অল্পতর-সংযুক্ত-সংযোগাশ্রয় হইতে "ইদং" অর্থাৎ এই বস্তু বহুতর-সংযুক্ত-সংযোগের অধিকরণ হওয়ায়, "পরং" এবং "ইতশ্চ" অর্থাৎ সংযুক্ত-সংযোগভূয়স্ত্বাধিকরণ হইতে "ইদং" অর্থাৎ এই বস্তু সংযুক্ত-সংযোগা-ল্পীয়স্ত্বের অধিকরণ হওয়ায়, "অপরং" এইরূপ প্রত্যয়, নিয়ত-দিগ্-দেশ অথচ সমান-কালীন পিণ্ডদ্বয়ে যে দ্রব্য হইতে হইয়া থাকে, সেই দ্রব্যই দিক্। তাদৃশ-দিক্-দ্রব্য-ব্যতীত নিয়ত-দিগ্-দেশ অথচ সমান-কালীন-পিণ্ড-দ্বয়ে বহুতর-সংযুক্ত-সংযোগ, অথবা অল্পতর-সংযুক্ত-সংযোগ-সকলের উপনায়ক অন্য কেহ নাই। অথচ বহুতর বা অল্পতর-সংযুক্ত-সংযোগের উপনয়ন-বিনা তত্তদ্বিশিষ্ট-বুদ্ধি হইতে পারে না। কিঞ্চ তত্তদ্বিশিষ্ট-বুদ্ধি-ব্যতীত পরত্ব ও অপরত্বের উৎপত্তি সম্ভবপরা নহে। অপিচ, পরত্ব ও অপরত্বের উৎপত্তি-বিনা তত্তদ্বিশিষ্ট-প্রত্যয় এবং ব্যবহারের অসম্ভবনীয়তা নিতান্ত অপরিহার্য্যা। কাল-দ্রব্যই তাদৃশ-সংযোগের উপনায়ক হইতে পারে, অতএব দ্রব্যান্তর-কল্পনার আবশ্যক কি? এ কথাও বলা চলে না। কারণ, কাল নিয়ত-ক্রিয়োপনায়করূপেই সিদ্ধ হইয়াছে। যদি কালের অনিয়ত-পর-ধর্ম্মোপনায়কত্ব কল্পিত হয়, তবে কাশ্মীর-কুঙ্কুম-পঙ্ক-রাগ কর্ণাট-কামিনী-কুচ-কলস-যুগলের প্রতিও উপনীত হইতে পারে। আকাশ ও আত্মার তথাবিধ-পর-ধর্ম্মোপসংক্রামকত্ব স্বীকৃত হইলেও, উপরি-উক্ত-দোষ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। কিঞ্চ, দিগ্-দ্রব্যের নিয়ত-পরধর্ম্মোপসংক্রাম-কত্বরূপেই সিদ্ধত্ব-প্রযুক্ত উক্তরূপা অতিপ্রসঙ্গসম্ভাবনা সুদূরপরাহতা। এবঞ্চ ক্রিয়োপনায়ক-কাল হইতে সংযোগোপনায়িকা দিগ্ পৃথক্‌রূপেই জানিতে হইবে।

কিঞ্চ “অস্মাৎ পূর্ব্বমিদং” “অস্মাৎ দক্ষিণমিদং,” “অস্মাৎ পশ্চিমমিদং,” “অস্মাদুত্তরমিদং,” “অস্মাদ্দক্ষিণ-পূর্ব্বমিদং,” “অস্মাদ্দক্ষিণ-পশ্চিমমিদং,” “অস্মাৎ পশ্চিমোত্তরমিদং,” “অস্মাদুত্তর-পূর্ব্বমিদং,” “অস্মাদধস্তাদিদং,” অস্মাদুপরিষ্টাদিদং,” ইত্যেবংরূপ এই সকল প্রত্যয় উদ্ধৃত-সূত্রস্থ “ইতইদমিতি,” ,এই অংশ দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল প্রত্যয়ের একমাত্র-দিগ্-দ্রব্য-ব্যতীত নিমিত্তান্তরের সম্ভাবনা নাই। কিঞ্চ, কাল নিয়তোপাধির উন্নায়ক এবং দিক্ অনিয়তোপাধির উন্নায়িকা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে। এই বিষয়ে উদাহরণোপন্যাস-চ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, যে বস্তু যাহাকে অপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমান, সেই বস্তু তদপেক্ষা বর্ত্তমানই হইয়া থাকে, পরন্তু অতীত বা ভবিষ্যন্ হয় না। পক্ষান্তরে দিগুপাধিবিষয়ে ঐরূপ কোন নিয়ম নাই। কারণ, যাহার প্রতি যে দিক্ একবার প্রাচীরূপে পরিচিতা হইয়াছে, কদাচিৎ স্থানান্তরিত হইলে, সেই বস্তুর প্রতি প্রাচীরূপে পরিচিতা সেই দিক্ প্রতীচীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদীচ্যাদি দিক্-সকলেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। যাহাকে অপেক্ষা করিয়া, সূর্য্যোদয়াচল-সন্নিহিতা যে দিক্, সেই দিক্ তাহাকে অপেক্ষা করিয়া প্রাচী, এবং যাহাকে অপেক্ষা করিয়া, সূর্য্যাস্তাচলসন্নিহিতা যে দিক্, সেই দিক্ তাহাকে অপেক্ষা করিয়া প্রতীচী। সন্নিধান অর্থে সংযুক্ত-সংযোগের অল্পীয়স্ত্ব বুঝিতে হইবে। ঐ সকল সূর্য্য-সংযোগ অল্পই হউক, অথবা বহু হউক, দিগুপনেয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপ প্রাচ্যভিমুখ-পুরুষের বাম-প্রদেশাবচ্ছিন্না দিগ্ উদীচী এবং তাদৃশ পুরুষের দক্ষিণ-ভাগাবচ্ছিন্না দিক্ দক্ষিণা, এই বামত্ব ও দক্ষিণত্ব শরীরাবয়ববৃত্তি-জাতি-বিশেষ-স্বরূপ জানিতে হইবে। গুরুত্বাসমবায়ি-কারণক-পতন-ক্রিয়া-জন্য-সংযোগাশ্রয়া দিগ্ অধঃ এবং অদৃষ্টবদাত্ম-সংযোগ-জন্যা অগ্নি-ক্রিয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধ-জ্বলন-জন্য-সংযোগাশ্রয়া দিগ্ ঊর্দ্ধ-নামে প্রসিদ্ধা।

উক্তরূপে শাঙ্করমতাবলম্বনে নিরুপাধিক-এক-মাত্র-দিগ্-দ্রব্যে উপাধি-ভেদ-বশতঃ প্রতীতি-ভেদ প্রদর্শিত হইলেও, যাঁহারা পূর্ব্ব-দক্ষিণাদি-ব্যবহার

উপপাদনার্থ পূর্ব্বাপরাদি-প্রত্যয়ের আদিত্য-সংযোগ-মাত্র-নিবন্ধনত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত ভগবদাদিত্য-দেবের মূর্ত্ত-দ্রব্য-সংযোগাভাব-বশতঃ এবং অসম্বন্ধের-প্রত্যয়-হেতুত্বাসম্ভবত্ব-প্রযুক্ত অঙ্গীকৃত না হওয়ায়, প্রতীতি-ভেদ উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব দিক্-লিঙ্গের অবিশেষহেতু অঞ্জসা দিক্-দ্রব্যের একত্ব নিশ্চিত হইলেও শ্রুতি, স্মৃতি ও লোক-সংব্যবহার-সাধনার্থ পরম-মহর্ষি-গণ-কর্ত্তৃক প্রাচ্যাদি-ভেদে যে দশবিধ-দিক্-সংজ্ঞা অবধৃতা হইয়াছে, তাহাদের অর্থ অনুগত হওয়ায়, ঐ সকল অন্বর্থা ঔপাধিকী সংজ্ঞা অবশ্য আদরণীয়া। বর্ষ-সমুদায়ের উত্তরতঃ অবস্থিত-সুমেরু-পর্ব্বতের প্রদক্ষিণক্রমে আবর্ত্তমান অর্থাৎ পরি-ভ্রমণশীল ভগবান্ সবিতৃদেবের যে সংযোগ বা বিভাগ-বিশেষ, ঐ সকল সংযোগ-বিভাগ-বিশেষের আনুগত্য-নিবন্ধন ইন্দ্রাদিলোকপাল-পরিগৃহীত-দিক্-প্রদেশ-সমূহের অন্বর্থত্ব নিঃসন্দিগ্ধ ; সুতরাং ভক্তি, বা গৌণী-বৃত্তি বা উপচার-সাহায্যে দশদিক্ সুসিদ্ধা হইতেছে। সংজ্ঞা-সকলের অন্বর্থতা-সমর্থন-কল্পে "প্রথমমস্যামঞ্চতি সবিতা, ইতি প্রাচী, অবাগঞ্চতি, ইতি অবাচী, প্রত্যগঞ্চতি, ইতি প্রতীচী, উদগঞ্চতীতি উদীচী" এইরূপ নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও লোক-ব্যবহারসম্পাদনার্থ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রৌত-ব্যবহার যথা—"ন প্রতীচী-শিরাঃ শয়ীত ইত্যাদিঃ", স্মার্ত্ত-ব্যবহার যথা—"আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে ইত্যাদিঃ", লোকব্যবহার যথা—"পূর্ব্বং গচ্ছ", "দক্ষিণমবলোকয়" ইত্যাদিঃ"। এই সকল শ্রৌতাদিসম্যগ্-ব্যবহার যেহেতু সংজ্ঞা-কল্পনা-ব্যতীত উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব দিক্ একা হইলেও, উপচার-বশে কল্পিত-দশ-সংজ্ঞা-বলে দশদিক্ সিদ্ধা বা ব্যবস্থিতা হইয়াছে, জানিতে হইবে। অপিচ, উক্ত-দশ-দিকের দেবতা-কর্ত্তৃক-পরিগ্রহ বা স্বীকার-লক্ষণ-নিমিত্তান্তর-বশে মাহেন্দ্রী, বৈশ্বানরী, যাম্যা, নৈঋর্তী, বারুণী, বায়ব্যা, কৌবেরী, ঐশানী, ব্রাহ্মী ও নাগী এই দশবিধা অনর্থান্তর-বিষয়িণী সংজ্ঞা পুনরপি প্রবৃত্তা হইয়াছে। "মহেন্দ্রস্যেয়ং, ইতি মাহেন্দ্রী, বৈশ্বানরস্যেয়ং, ইতি বৈশ্বানরী," ইত্যাদি নির্ব্বচনও সর্ব্বত্র অর্থাৎ উক্ত নাম-দশকে অবগত হইতে হইবে।

দিক্-নিরূপণ-প্রসঙ্গের উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, দিক্ গুণবত্ত্ব-প্রযুক্ত দ্রব্য, অনাশ্রিতত্বনিবন্ধন নিত্যা এবং লাঘব বশতঃ একা; পরন্তু কার্য্য-বিশেষ দ্বারা নানাত্ব ঔপচারিক মাত্র।

দিক্-নিরূপণ-প্রসঙ্গ অবসিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রম-প্রাপ্ত আত্ম-নিরূপণ-প্রসঙ্গ সমাগত হওয়ায়, যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়স-সম্পাদনে সম্পূর্ণ সুঘটিত বা সমর্থ এবং যদ্বিষয়ক-বিপর্য্যয়জ্ঞান সংসার-অনর্থের একমাত্র হেতু বা মূল কারণ, অপিচ যাঁহার প্রয়োজন-সাধনে ভূত-সকল সতত উদ্যুক্ত, তাদৃশ পরম অন্বেষ্টব্য আত্মান্বেষণে বা তৎপ্রতি-পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া পাঠক-গণের প্রণিধান প্রার্থনা বোধ করি অসঙ্গতা হইবে না। ইতর-দ্রব্য-সকল হইতে আত্মার বৈধর্ম্ম্য-সূচক আত্মত্ব-লক্ষণ অপর-সামান্যের অভিসম্বন্ধ-বশে আত্মা এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। দৃশ্যমাত্রেরই সত্ত্ব দৃশ্যাকার-সম্বেদন-দ্বারা ব্যাপ্ত; পরন্তু বিজ্ঞ, বা অজ্ঞ কোন ব্যক্তিরই আত্মাকার-সম্বেদনের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। অতএব আকার-সম্বেদন-রূপ-ব্যাপকের অনুপলব্ধি-প্রযুক্ত ব্যাপ্যভূত সত্ত্বই যদি আত্মার নিরাকৃত হয়, তবে ধর্ম্মী আত্মার অসত্ত্ব প্রসক্ত হইলে, আত্মত্ব-লক্ষণ-ধর্ম্মনিরূপণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার সমুদয়ে তন্নিরসন-কল্পে প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি-যোগ্যতা-বিরহ-লক্ষণ-সৌক্ষ্ম্য-প্রযুক্ত প্রত্যক্ষানুপলব্ধির অন্যথাসিদ্ধত্ব-নিব-ন্ধন আত্ম-সদ্ভাবে বাধক-প্রমাণ না থাকিলেও, আত্মার অস্তিত্ব-সাধক অনুমান-প্রমাণের সদ্ভাব প্রতিপাদিত হইতে পারে। ছিদি-ক্রিয়া-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে ক্রিয়াত্ব-হেতু-বশে শব্দাদ্যুপলব্ধি-সকলের করণ-সাধ্যত্ব নিশ্চিত হইলে, অনুমিত-শ্রোত্রাদি-করণ-গ্রাম-দ্বারা অপ্রত্যক্ষ হইলেও, প্রযোজক আত্মার সমধিগম সুখকর বিবেচিত হইতেছে। যদি হেতু-বিষয়ে প্রশ্ন হয় কুতঃ? তবে প্রশ্ন-পরিহারার্থ করণ-সকলের কর্তৃ-প্রযোজ্যত্ব-দর্শন হেতুরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে। অর্থাৎ যেটী করণ-রূপে পরিচিত, সেইটী কোন একজন কর্তৃ-পুরুষ-দ্বারা কার্য্যে অবশ্যই প্রযুক্ত, বা ব্যাপারিত হইয়া থাকে। যেমন বাস্যাদি-করণসকল বর্ধকি অর্থাৎ ত্বষ্টৃ-পুরুষ-কর্তৃক স্বকার্য্যে ব্যাপারিত হয়, সেইরূপ

শ্রোত্রাদিও করণ-মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, অবশ্যই "কেনচিৎ প্রযোক্তব্যং"। অতএব যিনি এই সকল শ্রোত্রাদিকরণের প্রযোক্তা, তিনিই আত্মা।

যদ্যপি বিভু আকাশাত্মক শ্রোত্র এবং আত্মাও বিভু-দ্রব্য-পদার্থ: সুতরাং বিভু-দ্রব্যের পরস্পর-সম্বন্ধের অনঙ্গীকারবশতঃ আত্মার সহিত বিভুত্ব-প্রযুক্ত শ্রোত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সুঘটিত নহে, তথাপি আত্ম-কর্তৃক অন্তঃকরণাধিষ্ঠান-দ্বারা শ্রোত্রের প্রযোজ্যত্ব অনুপপন্ন হইতে পারে না। যেমন বহ্নির সহিত একত্র-বাস-জনিত-দৃঢ়-তাদাত্ম্য-বশতঃ অগ্নিবর্ণ অয়ঃ-পিণ্ড হস্তদ্বারা স্পর্শনযোগ্য না হইলেও, সন্দংশ-যোগী হস্তের সহিত সন্দংশ-সংযুক্ত অয়ঃ-পিণ্ডের সংযোগে কোন বাধা নাই, সেইরূপ আত্মা বিভু হইলেও, অন্তঃকরণাধিষ্ঠান-দ্বারা বিভু আকাশাত্মক-শ্রোত্রের সহিত পরম্পরা-বশে সম্বদ্ধ হইতে পারেন। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামের করণত্বও অপ্রসিদ্ধ নহে; পরন্তু প্রদীপ-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে নিয়তার্থ-গ্রাহকত্ব-প্রযুক্ত শ্রোত্রাদির করণত্ব পরিস্ফুট জানিতে হইবে। যদ্যপি আত্মা "অহং", "মম", এইরূপ অহঙ্কার-মমকার-বশে স্ব-কর্ম্মোপার্জ্জিত-কায়-করণ-সম্বন্ধ-লক্ষণ উপাধি-কৃত-কর্তৃত্ব বা স্বামিত্ব-রূপে সম্ভিন্ন অর্থাৎ মিলিত হইয়া, মানস-সাহায্যে সম্বেদ্য হইতেছেন, তথাপি পূর্ব্বত্র আত্ম-বিষয়ে যে "অপ্রত্যক্ষত্ব-বাচোযুক্তিঃ" প্রদর্শিতা হইয়াছে, তাহা বাহ্যেন্দ্রিয়াভিপ্রায়েই অবগত হওয়া উচিত। তথা "শব্দাদিষু প্রসিদ্ধ্যা চ প্রসাধকোঽনুমীয়তে"। অর্থাৎ শব্দাদি-বিষয়-সকলে যে প্রসিদ্ধি-লক্ষণ-জ্ঞান, তদ্দ্বারাও প্রসাধক বা জ্ঞাতা অনুমিত হইতে পারেন। তাৎপর্য্য এই যে, ছিদি-ক্রিয়া-দৃষ্টান্তা-বলম্বনে ক্রিয়াত্বহেতু-বশে জ্ঞান-মাত্রই ক্বচিৎ অধিকরণে আশ্রিত অবগত হওয়া যায়। অতএব যে অধিকরণে এই জ্ঞান আশ্রিত, সেই জ্ঞানাধিকরণভূত-দ্রব্যই আত্মপদার্থরূপে পরিচিত।

যদি বল, জ্ঞান স্বয়ংই সকল বিষয় জানিতে সমর্থ, সুতরাং পরাশ্রিত স্বীকার করিব কেন? তবে এইরূপ বিকল্প অবতীর্ণ হইতে পারে যে, এই জ্ঞান নিত্য? অথবা প্রতিক্ষণ বিনাশী? যদি প্রথমকল্প

অর্থাৎ নিত্যপক্ষ অভিপ্রেত হয়, তবে জ্ঞান ও জ্ঞানাধিকরণ এইরূপ সংজ্ঞা-ভেদ-মাত্র আপতিত হইতেছে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ ক্ষণিককল্প অভিমত হয়, তবে প্রতিপত্তৃ-ভেদ-বশতঃ চিরানুভূত-বস্তুর স্মরণ সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বল, পূর্ব্বক্ষণানুভূত-পদার্থের উত্তরক্ষণ-দ্বারা স্মরণ সম্ভবপর, কারণ, পূর্ব্বোত্তরক্ষণ পরস্পরে কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন, তবে আপত্তি হইতে পারে যে, পিত্রানুভূত-পদার্থও পুত্র-কর্তৃক স্মৃত হউক, কারণ, পিতা ও পুত্র পরস্পরে কার্য্য-কারণ-ভাবাপন্ন। ইহার উত্তরে যদি বল, পিত্রানুভূত-পদার্থের পুত্র-কর্তৃক অস্মরণই যুক্তি-যুক্ত, কারণ, পিতৃ-পুত্র-জ্ঞানের কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকৃত হয় নাই এবং যদিচ পিতৃ-পুত্র-শরীর-দ্বয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব যুক্তি-সম্মত, তথাপি তথাভূত শরীর-দ্বয়ের অচেতনত্ব-প্রযুক্ত পিত্রানুভূত-পদার্থের পুত্র-কর্তৃক স্মরণ অসম্ভব, তবে ইহার উত্তরে আমরা বলিব, ঐরূপ সম্ভাষণ সর্ব্বথা অযুক্ত। কারণ, স্থির অনুযায়ী আত্মার অভাবে কার্য্য-কারণ-ভাবেরই নিশ্চয় হইতে পারে না। যেহেতু কারণ-বিজ্ঞান-কালে কার্য্য-জ্ঞান অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত, এবং কার্য্য-বিজ্ঞান-কালে কারণ অতীত, অথচ উক্ত-কার্য্য-কারণ হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন একজন দ্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না, অতএব ক্রমভাবী কার্য্য ও কারণের পরস্পরে কার্য্য-কারণ-ভাব কে অবগত হইবে? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ স্বরূপলাভ করিতেছে।

"অথমতং" স্বাত্ম-গ্রাহিণী পূর্ব্ববুদ্ধি স্বস্বরূপ হইতে অব্যতিরিক্ত নিজেরই অতিরূপ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বা নির্ব্বিশেষ-কারণত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে এবং "উত্তরাপি বুদ্ধিঃ স্বরূপবিষয়া" স্বরূপ হইতে অব্যতিরিক্ত আত্মীয়-কার্য্যত্বও গ্রহণ করে। এইরূপে পূর্ব্বোত্তর-বুদ্ধি-দ্বারা প্রত্যেকশঃ উপাত্ত অর্থাৎ গৃহীত কারণত্ব এবং কার্য্যত্ব, তদুভয়-জনিত এক-বাসনা-বল-জাত-বিকল্প কর্তৃক অধ্যবসিত হইতে পারে, সুতরাং ক্রম-ভাবী কার্য্য ও কারণের পরস্পরে কার্য্য-কারণ-ভাব কে অবগত হইবে? এইরূপ প্রশ্ন নিতান্তই নিরবকাশ প্রতীত হইতেছে। ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদী বৌদ্ধের উক্তরূপ-প্রশ্ন-পরিহার-বচন-শ্রবণ করিয়া, আমাদিগকে

আশ্চর্য্যের সহিত বলিতে হইতেছে যে, "অহো কুস্থষ্টিকল্পনা"। কুস্থষ্টি-কল্পনা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোত্তর-বুদ্ধি যদি স্বাত্ম-মাত্র-নিয়তাই হয়, তবে পূর্ব্ব-বুদ্ধির আমি উত্তর-বুদ্ধির কারণ এবং উত্তর-বুদ্ধির আমি পূর্ব্ব-বুদ্ধির কার্য্য, এইরূপ প্রতীতি হইবে কেমন করিয়া? যদি কারণরূপা পূর্ব্ববুদ্ধির উপস্থিতি কালে কার্য্য-জ্ঞান অনাগত হয়, এবং কার্য্য-রূপা উত্তরবুদ্ধির উপস্থিতি কালে কারণ-বিজ্ঞান অতীত হয়, তবে পরস্পর-বার্ত্তানভিজ্ঞত্ব প্রযুক্ত একে অপরের "কারণং বা কার্য্যং বা অহমস্যাশ্চাস্মি," এইরূপ প্রতীতি করিতেই সমর্থ হইতে পারে না। কিঞ্চ পূর্ব্বোত্তর-বুদ্ধি কর্ত্তৃক যদি পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাব অগৃহীতই হয়, তবে তদুভয়-জনিতৈকবাসনা-বল-জাত বিকল্প কর্ত্তৃক কারণত্ব বা কার্য্যত্ব কিরূপে অধ্যবসিত হইবে? পরন্তু কোনরূপেই অধ্যবসিত হইতে পারে না। কারণ, বিকল্প অনুভবানুসারী।

উক্তরূপে জ্ঞান স্বয়ংই সকল বিষয় জানিতে সমর্থ, অতএব পরাশ্রিত নহে, এই মত খণ্ডিত হইলে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্যবাদী বলিতে পারেন, "ভবতু জ্ঞানং পরাশ্রিতং" পরন্তু জ্ঞানের অধিকরণ শরীর, ইন্দ্রিয়, অথবা মানসই হইবে, অন্য কেহ নহে। উপন্যস্ত এই মতের নিরসনার্থ বলিতে হইবে যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য হইতে পারে না। যদি বল, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য হইতে পারে না কেন? তবে উত্তর, অজ্ঞত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি শরীর ইন্দ্রিয় ও মনের সমবায়িকারণত্বাভাব। এই অজ্ঞত্ব-হেতুর সাধ্যাবিশিষ্টত্ব, অর্থাৎ সাধ্যের সহিত তুল্যতা আশঙ্কিতা হইলে, প্রথমতঃ বলিতে হইবে যে, শরীরের চৈতন্য সম্ভবপর নহে। কারণ, শরীর ঘটাদিবৎ ভূত-কার্য্য-মাত্র। যেটী ভূতকার্য্য, সেটী চেতন নহে, যেমন ঘট। এই শরীরও ভূতকার্য্য, অতএব এই শরীরও অচেতন। এ বিষয়ে যুক্ত্যন্তর এই যে, মৃত-শরীরে চৈতন্যের অসম্ভব। মৃত-শরীরে চৈতন্যের সম্ভাবনা নাই, এই যুক্তি দ্বারা অযাবদ্-দ্রব্যভাবিত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ চৈতন্য যে শরীরের বিশেষ গুণ নহে, তৎপ্রতি সংযোগ-দৃষ্টান্তের অনুসরণে অযাবদ্-দ্রব্য-ভাবিত্বই হেতু। অতএব শরীরের কারণ সকলও অচেতন। অন্যথা

শরীর-কারণ ভূতসকলের চৈতন্য অঙ্গীকৃত হইলে, তৎকার্য্য শরীরেও চৈতন্য সম্ভবপর হইত ; পরন্তু মৃত-শরীরে চৈতন্যের সমাবেশ দৃষ্ট না হওয়ায়, ব্যভিচার অপরিহরণীয়। কিঞ্চ, যদি শরীর-কারণ ভূতসকলের চৈতন্য স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, একমাত্র শরীরে বহু জ্ঞাতার সমাবেশ স্বীকার করিতে হয় এবং একমাত্র শরীরে জ্ঞাতৃ-বহুত্ব অনুমত হইলে, একাভিপ্রায়ে প্রবৃত্তি-নিয়মাভাবাদি দোষ-প্রসক্তি অনিবার্য্য।

এইরূপ ইন্দ্রিয় সকলেরও চৈতন্য সিদ্ধান্তসম্মত নহে। কারণ, ইন্দ্রিয় সকলের করণত্ব শাস্ত্রে সমর্থিত হইয়াছে। অতএব করণত্ব-প্রযুক্ত দণ্ড যেমন অচেতন, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলও অচেতন। অপিচ ইন্দ্রিয় সকলের অচেতনত্ব-সমর্থন-কল্পে হেত্বন্তর-সমুচ্চয়নাবসরে ইহাও বক্তব্য যে, ইন্দ্রিয় উপহত অর্থাৎ বিনষ্ট হইলেও, পূর্ব্বানুভূত অর্থ স্মৃত হইয়া থাকে। অথচ অনুভবিতা বিনষ্ট হইলে, স্মরণ যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সকলের গুণ হইতে পারে না। কিঞ্চ, পূর্ব্বানুভূত বিষয় সন্নিহিত না হইলেও, অনুস্মৃতি দৃষ্টা হইয়া থাকে। পরন্তু, বাহ্যেন্দ্রিয়-সকলের অসন্নিহিত বিষয়ে স্মৃতি সম্ভবপরা নহে। কারণ, ইন্দ্রিয়-সকলের বিষয়-প্রাপ্তির অনন্তর গ্রহণ, বা স্মরণকারিত্ব নিয়ম-সিদ্ধ। অতএব প্রাপ্যকারিত্ব-নিবন্ধন বাহ্যেন্দ্রিয়-নিচয়ের অসন্নিহিত বিষয়ে স্মৃতি কখনও আত্মলাভে সমর্থা নহে। উক্তরূপে ইন্দ্রিয়গণের স্মৃত্যভাব সমর্থিত হইলে, স্মৃত্যভাব-প্রযুক্ত অনুভব ও নিতরাং অনুপপন্ন। কারণ, অনুভবিতারই স্মর্ত্তৃত্ব প্রসিদ্ধ ; ইন্দ্রিয়গণের স্মর্ত্তৃত্ব প্রতিষিদ্ধ হইলে, অনুভবিতৃত্বও সুতরাং প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ অন্যের অনুভবে অন্যের স্মরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই কারণে বিষয়েরও চৈতন্য স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, বিষয় বিনষ্ট হইলে, বিষয়-স্মরণ সর্ব্বথা অসম্ভব। পুনশ্চ, বিষয় সকল অচেতন, যে হেতু বিষয়ের বিষয়-দেশ-জ্ঞান বা বিষয়জন্য-সুখাদির অনুভব হয় না। এইরূপ বুদ্ধি-পূর্ব্বক চেষ্টা বিশেষের অভাব প্রযুক্ত ও বিষয়-সকলের অচেতনত্ব অবধৃত হইতে পারে। অপিচ, যদি ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে,

ইন্দ্রিয়-চৈতন্যে ও বিষয়-চৈতন্যে "রূপমদ্রাক্ষং রসমন্বভবং স্পর্শং স্পৃশামি গন্ধং ঘ্রাস্যামি" এইরূপে রূপাদি-প্রত্যয়-সকলের একৈকরূপত্ব-প্রতিপত্তি কখনই সম্ভবপরা হইতে পারে না। যেহেতু রূপাদির ও চক্ষুরাদির ভেদ স্বতঃসিদ্ধ।

যদি বল, মনের সর্ব্ব-বিষয়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, প্রতিসন্ধানাদির উপপত্তিবশতঃ জ্ঞান মনের গুণ হউক, তবে আমরা বলিব, জ্ঞান মনের গুণ হইতে পারে না। কারণ, চক্ষুরাদিকরণ হইতে বিবিক্ত, অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত করণান্তরকে অপেক্ষা করিয়া, মনঃ যদি "রূপাদীন্ প্রত্যেতি," অর্থাৎ রূপাদি অবগত হইতে সমর্থ হয়, তবে সংজ্ঞাভেদমাত্রে আমাদিগের বিবাদ পরিসমাপ্ত হইতেছে। যেহেতু যেটী অপেক্ষণীয় সেইটীই মনঃ আর যেটী জ্ঞানাধিকরণ মনঃ, সেইটীই আমাদিগের অভিপ্রেত আত্মা। আর যদি মনঃ চক্ষুরাদি-বিবিক্ত করণান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, রূপাদি অবগত হইতে সমর্থ হয়, তবে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-রূপ-রসাদি বিষয়ে করণ-যৌগপদ্য-নিবন্ধন যুগপদ্ বহু আলোচন প্রসক্ত হইতে পারে। পরন্তু করণাপেক্ষা অভিপ্রেতা হইলে এবং অভিপ্রেত করণের অণুত্ব অনুমত হইলে, অণুত্ব-প্রযুক্ত অপেক্ষিত করণের যুগপৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-সান্নিধ্য-সম্ভবপর না হওয়ায়, যুগপদালোচন-প্রসক্তি পরিহৃতা হইতেছে। এইরূপ অন্তঃকরণের অভাবে অপেক্ষণীয়ের অভাব-বশতঃ যুগপৎ বহু বিষয়ের স্মরণ-প্রসক্তি অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে অন্তঃকরণ অপেক্ষিত হইলে, অন্তঃকরণের অণুত্ব-প্রযুক্ত অন্তঃকরণ-সংযোগের যুগপৎ অসামর্থ্য-নিবন্ধন ক্রমিক-স্মৃত্যুপপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। পুনশ্চ বক্ষ্যমাণ কারণ-বশতঃও জ্ঞান মনো-গুণ হইতে পারে না; যেহেতু মনঃ স্বয়ং করণভাবাপন্ন। কর্ত্তার অপেক্ষিত-জলাহরণাদি-ব্যাপারে করণ-ভাবাপন্ন ঘটাদি যেমন চেতন নহে, সেইরূপ স্বয়ং করণভাবাপন্ন মনঃও চেতন নহে। যদি বল, বাদি-বিশেষ দ্বারা মানসের কর্তৃত্ব অভ্যুপগত হওয়ায়, করণত্ব অসিদ্ধ হইতেছে, তবে উত্তরে আমরা বলিব, মনঃকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইলে, রূপাদি-প্রতীতি-জননে যেমন চক্ষুরাদি-সাধন অপেক্ষিত, সেইরূপ

সুখাদি-প্রতীতি-জননার্থ করণান্তর অবশ্যই অন্বেষণীয়। কারণ, মৃগ্য-করণান্তর ব্যতীত সুখাদি-প্রতীতি-লক্ষণ-ক্রিয়ার উপজনন নিতান্ত অসম্ভব। উক্ত যুক্তিবলে যদি করণান্তরের মৃগ্যতা সমর্থিতা হয়, তাহা হইলে, কর্ত্তা ও করণ এতদুভয়েরই সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব কর্ত্তা ও করণের সিদ্ধত্ব-প্রযুক্ত আমাদিগের সংজ্ঞাভেদ মাত্রে বিবাদ পর্য্যবসন্ন হইতেছে। পরন্তু বাস্তবিক অর্থভেদ কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে না। পুনশ্চ লোষ্টাদির ন্যায় মূর্ত্তত্ব-প্রযুক্তও মনঃ অচেতন জানিতে হইবে।

যদি বল, জ্ঞান শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ না হয়, না হউক, তথাপি আত্ম-সিদ্ধি-বিষয়ে কি ফল-লাভ হইল? শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের চৈতন্য-নিরসন দ্বারা আত্ম-সিদ্ধি-বিষয়ে কোনরূপ ফল সমাগত না হইলেই বা, আত্মসিদ্ধি সম্ভাবিতা হইতে পারে কিরূপে? তবে উত্তরে আমরা বলিব, জ্ঞান শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের গুণ না হইলেও, পরিশেষে কার্য্যত্ব-প্রযুক্ত কোন একটী সমবায়ি-কারণের কার্য্য, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় এবং বক্ষ্যমাণ-ন্যায়-বলে জ্ঞান-কারণত্বের প্রতি অন্য কোন দ্রব্যে শক্তি না থাকায়, পরিশেষ-বশে আত্মকার্য্যত্ব-হেতু-বলে জ্ঞান আত্ম-কার্য্য নিশ্চিত হইতেছে। অতএব উক্ত জ্ঞান দ্বারা আত্মা সমধিগত হইয়া থাকেন, এইরূপ উপসংহার করিতে হইবে। আত্ম-সিদ্ধি-বিষয়ে প্রমাণান্তরের কীর্ত্তনাবসরে বলিতে হইবে যে, শরীর-সমবায়িনী হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহার-যোগ্যা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দ্বারাও বিগ্রহ অর্থাৎ শরীরের অধিষ্ঠাতা প্রযত্নবান্ আত্মা অনুমিত হইতে পারেন। যদিচ লতাবৃক্ষাদিরও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দেখা যায়, পরন্তু তদ্দ্বারা আত্মা অনুমিত হন না; সুতরাং সমাগত-ব্যভিচার-পরিহারার্থ অর্থাৎ লতাদি-প্রবৃত্তি-ব্যবচ্ছেদার্থ "শরীর-সমবায়িনী" এই বিশেষণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তথাপি লতাবৃক্ষাদিরও পাপ-কর্ম্ম-ফল-ভোগায়তনত্ব-প্রযুক্ত শরীরত্বাঙ্গীকার-পক্ষে বৃক্ষাদি-শরীরে এবং স্রোতস্বতী-স্রোতঃ-পতিত-মৃত-শরীরে সমবেতা প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি দৃষ্টা হইলেও, আত্মানুমান সম্ভবপর না হওয়ায়, পুনরপি সম্প্রাপ্ত উক্ত দোষ-বারণার্থ হিত, অর্থাৎ সুখ এবং অহিত, অর্থাৎ দুঃখ, এতদুভয়ের যথাক্রমে

প্রাপ্তি ও পরিহার, অর্থাৎ হিতের প্রাপ্তি এবং অহিতের পরিহার-বিষয়ে যোগ্য বা সমর্থ, এইরূপ অর্থাবলম্বনে আত্মানুমানে কুশলিনী শরীর-সমবায়িনী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির "হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহারযোগ্যা" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইলে, উক্ত-বিশেষণ-ফলে বুদ্ধি-পূর্ব্বক-চেষ্টা পরিগৃহীতা হওয়ায়, দৃষ্টান্ত-কথন-কল্পে রথ-কর্ম্ম-সাহায্যে সারথির ন্যায়, অর্থাৎ সাধনের উপাদান, অথবা পরিবর্জ্জন-দ্বারা বিশিষ্ট-ক্রিয়াত্ব-হেতু-বশে হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহার-পূর্ব্বিকা চেষ্টা অবশ্যই রথ-ক্রিয়ানুকরণে প্রযত্ন-পূর্ব্বিকা হইতে পারে। অথবা এই শরীর বিশিষ্ট-ক্রিয়াত্ব-প্রযুক্ত রথবৎ নিশ্চিতই প্রযত্নবান্ পুরুষ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জানিতে হইবে।

উপরিতন-গ্রন্থে শরীর-সমবায়িনী হিতাহিত-প্রাপ্তি-পরিহার-যোগ্যা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-দ্বারা "রথকর্ম্মণা সারথিবৎ" বিগ্রহাধিষ্ঠাতা প্রযত্নবান্ আত্মার যেরূপ অনুমান-প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে দৃঢ়তররূপে আত্মার অস্তিত্ব-প্রতিপাদনের জন্য সেইরূপ আরও কতকগুলি অনুমান-প্রকারের অবতারণা করিতে হইবে। মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত "প্রাণাপান-নিমেষোন্মেষ-জীবন-মনোগতীন্দ্রিয়-বিকারাঃ সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি," এই সূত্রোক্ত-সমস্ত-লিঙ্গ-পরিগ্রহাভিপ্রায়ে ভাষ্যকার-প্রশস্তপাদাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রাণাদি-লিঙ্গ-সাহায্যেও প্রযত্নবান্ বিগ্রহাধিষ্ঠাতা আত্মা অনুমিত হইতে পারেন। "কথমিতি প্রশ্নপূর্ব্বকং" প্রাণ ও অপানের লিঙ্গত্ব-প্রদর্শন করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, শরীর-পরিগৃহীত-প্রাণ ও অপান-লক্ষণ-বায়ু অধিকরণে বিকৃত-কর্ম্ম-দর্শন-হেতুবলে ভস্ত্রাধ্মাপয়িতার ন্যায় আত্মা অনুমিত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, বায়ুর স্বভাব তির্য্যগ্‌গমন; পরন্তু শরীর-পরিগৃহীত-প্রাণাপানাখ্য-বায়ুর বিকৃত অর্থাৎ স্বভাব-বিপরীত ঊর্দ্ধগমন ও অধোগমন-লক্ষণ কর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। স্বভাবতঃ বক্র-গতি-সম্পন্ন-বায়ুর এই যে স্বভাব-বিপর্য্যয়, ইহা বিনা প্রযত্নাবলম্বন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যদিচ উক্ত প্রযত্ন আমরা প্রত্যক্ষতঃ অবগত নহি, তথাপি প্রযত্ন যে আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা এইরূপ স্বভাব-বিপর্য্যয় সম্ভবপর নহে। বোধ করি, ইহা আমাদের সকলেরই জানা আছে:

যে, বায়ু যখন স্বয়ং প্রবাহিত হন, তখন বক্রভাবেই প্রবাহিত হইয়া থাকেন। পরন্তু আমরা যেমন মুষলাদিস্থলে বিনা প্রযত্নে অনুৎপদ্যমান উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ প্রযত্ন-সাহায্যে সম্পাদন করিতে সমর্থ, অথবা আমরা যেমন তাল-বৃন্ত-সঞ্চালন-লক্ষণ-প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বভাবতঃ বক্রগতি-বায়ুরও ঊর্দ্ধাধোগতি ইচ্ছাধীন সম্পাদন করিয়া থাকি, সেইরূপ প্রাণাদি-ক্রিয়া-স্থলেও স্বভাবতঃ তির্য্যগ্‌গমন-স্বভাব-বায়ুরও এইরূপ স্বভাব-বিপর্য্যয় অর্থাৎ ঊর্দ্ধগমন, বা অধোগমন যাঁহার প্রযত্ন-সাপেক্ষ, নিশ্চিতই সেই প্রযত্ন-সম্পন্ন বস্তুই আত্মা। তির্য্যগ্‌-গমন-স্বভাব-বায়ুর উক্তরূপ স্বভাব-বিপর্য্যয় বিনা-প্রযত্ন হইতে পারে না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যদি বল, বিরুদ্ধ-দিক্-ক্রিয়, সমান-বেগ-বিশিষ্ট, সলিল-প্রবাহ-দ্বয়ের সম্মূর্চ্ছন অর্থাৎ সন্নিপাতবশে যেমন ঊর্দ্ধগতি দেখা যায়, সেইরূপ সমান-জব-বিশিষ্ট, বিরুদ্ধ-দিক্-ক্রিয় দ্বিবায়ুক-স্থলে পরস্পরসম্মূর্চ্ছন-বশে অবশ্যই ঊর্দ্ধ-গতি সম্পাদিতা হইতে পারে, ইহার উত্তরে আমরা বলিব, ঐরূপ অনৈকান্তিকত্ব-প্রদর্শন যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে, ঊর্দ্ধগমন-মাত্রই হইতে পারে, কিন্তু অধোগমন, অথবা ফুৎকারাদি-স্থলে তির্য্যগ্‌-গমন হইতে পারে না। অতএব শরীরান্তশ্চ-রণ-শীল-প্রাণাপান-লক্ষণ-সমীরণের ইচ্ছা-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধাধোগতিসম্পাদনে সমর্থ, এরূপ কোন একজন আছেন, যিনি ইচ্ছামত প্রযত্ন-সাহায্যে বায়ুকে ঊর্দ্ধাধো-ভাগে প্রেরণ করিতেছেন। আশঙ্কা হইতে পারে যে, শরীর-পরিগৃহীত-বায়ুর যিনি প্রেরয়িতা, সুষুপ্তি-দশায় তিনি সুপ্ত, তমোঽভিভূত, বা সুখরূপতা-প্রাপ্ত হইলে, প্রাণ ও অপান-বায়ুর ঊর্দ্ধ এবং অধোগতি কিরূপে সম্ভবপরা হইবে? এবম্বিধা আশঙ্কার পরিহার এই যে, সুষুপ্তি-কালে প্রাণাপানাখ্য-বায়ুর প্রেরণে যোগ্য-প্রযত্নের অভাব হইলেও, প্রযত্নান্তরসদ্ভাব অস্বীকৃত নহে। অতএব সুষুপ্তি-কালে প্রাণাপান-প্রেরকরূপে অঙ্গীকৃত-প্রযত্ন জীবন-যোনি নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। উক্তরূপে সমর্থিতপ্রযত্ন-সাহায্যে অগ্নিদীপক-চর্ম্ম-নির্ম্মিত-যন্ত্র-বিশেষ-লক্ষণ ভস্ত্রা, বা চর্ম্ম-প্রসেবিকার

আধ্মাপন-কর্ত্তৃ-দৃষ্টান্তে "প্রযত্নবান্ বিগ্রহস্য অধিষ্ঠাতা অনুমীয়তে, যস্তথা বায়ুং প্রেরয়তি"। অর্থাৎ এই শরীর ভস্ত্রাবৎ ইচ্ছা-পূর্ব্বক-বিকৃত-বায়্বাশ্রয়ত্ব-প্রযুক্ত প্রযত্নবান্ পুরুষ-কর্ত্তৃক নিশ্চিতই অধিষ্ঠিত জানিতে হইবে। অন্যথা শরীরে বিকৃত-বায়ুর সম্ভাবনা সুদূর-পরাহতা।

এইরূপ নিয়ত-নিমেষোন্মেষ-কর্ম্ম-সাহায্যেও দারুযন্ত্র-প্রযোক্তার ন্যায় প্রযত্নবান্ বিগ্রহাধিষ্ঠাতা আত্মা অনুমিত হইতে পারেন। অর্থাৎ অক্ষি-পক্ষ্ম-দ্বয়ের সংযোগ-জনক-কর্ম্ম নিমেষ-নামে পরিচিত এবং নিম্ন ও ঊর্দ্ধতন-নেত্র-রোমাবলীর বিভাগজনক-কর্ম্ম উন্মেষ-নামে পরিচিত। এই নিমেষ ও উন্মেষ শরীরের অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষের অনুমান করিতে সমর্থ। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত-নিমেষোন্মেষ-কর্ম্ম নোদন, অথবা অভি-ঘাতাদি-দৃষ্ট-কারণ-ব্যতীত নিরন্তর উৎপদ্যমান হইতেছে, ইহা আমাদিগের সততপ্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। পরন্তু কারণ বিনা কার্য্য হইতে পারে না, এই যুক্তি-বলে অক্ষি-পক্ষ্ম-দ্বয়ের সংযোগ-বিভাগ-জনক-কর্ম্ম অবশ্যই প্রযত্ন-সাপেক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বিনাপ্রযত্ন অনুৎপদ্যমান দারু-পুত্রক-নর্ত্তন যেমন কোন একজন নর্ত্তয়িতার প্রযত্ন অপেক্ষা করে, সেইরূপ অক্ষি-পক্ষ্ম-নর্ত্তনও কোন একজন নর্ত্তয়িতার প্রযত্ন-সাপেক্ষ। যদি বল, কাষ্ঠ-পুত্তলিকাখ্য-দারু-যন্ত্রের নিমেষোন্মেষ বায়ু-বশেও সম্পন্ন হইতে পারে, তবে আমরা উক্তরূপা আপত্তির নিবৃত্ত্যর্থ বলিব, বায়ু-বশেও দারু-যন্ত্রের নিমেষোন্মেষ-কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে সত্য, পরন্তু কেবল বায়ু-বশে নিয়ত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন-নিমেষোন্মেষ-ক্রিয়া কখনও পরিনিষ্পন্না হইতে পারে না। সুতরাং দারু-যন্ত্র-দৃষ্টান্তে ইচ্ছাধীন নিমেষ ও উন্মেষবিশিষ্ট অবয়ব-যোগিত্ব-হেতুবশে এই শরীর নিশ্চিতই প্রযত্ন-বিশিষ্ট পুরুষ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জানিতে হইবে।

এইরূপ জীবন-লিঙ্গক অনুমান-সাহায্যেও আত্মার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। জীবন-পদ-দ্বারা লক্ষণা-বশে জীবন-কার্য্য-বৃদ্ধি-ক্ষত-ভগ্ন-সংরোহণাদি লক্ষিত হইয়া থাকে। অভিমত আহারাদির দ্বারা দেহের উপচয়-লক্ষণা বৃদ্ধি সুপ্রসিদ্ধা। এইরূপ ক্ষত ও ভগ্ন-কর-চরণাদির ভেষজাদি-সাহায্যে সংরোহণ প্ররোহণ অর্থাৎ পুনঃ সঙ্ঘট্টন বুঝিতে

হইবে। বৃদ্ধি এবং ক্ষত ও ভগ্নের সংরোহণ-নিমিত্তত্ব-প্রযুক্ত "গৃহপতিরিব" প্রযত্নবান্ অধিষ্ঠাতা আত্মা অনুমিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ গৃহপতি যেমন ভগ্নগৃহের নির্ম্মাণ করে এবং অল্পায়তন-গৃহের বৃদ্ধি-সাধন করে, সেইরূপ গৃহপতি-স্থানীয় আত্মা দ্বিস্তুণ-কামগ-রম্য-নবদ্বার-বিভূষিত-দেহ-গৃহের আহারাদিযোগে উপচয় ও ভেষজ-প্রয়োগ-সাহায্যে ভগ্ন-কর-চরণাদির পুনঃ সংরোহণ সম্পাদন করিয়া, গৃহপতির ন্যায় দেহের অধিষ্ঠাতৃরূপে সিদ্ধ হইতেছেন। অতএব গৃহ-বৃদ্ধি-ক্ষত-ভগ্ন-সংরোহণ-দৃষ্টান্ত অবলম্বনে বৃদ্ধি-ক্ষত-ভগ্ন-সংরোহণত্ব-হেতু-বশে এই শরীরেরও বৃদ্ধি-ক্ষত-সংরোহণ প্রযত্ন-বিশিষ্ট-পুরুষ-কর্ত্তৃক কৃত বা সম্পাদিত অবগত হওয়া যায়। যদি বল, বৃক্ষাদি-গত-বৃদ্ধ্যাদি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়; পরন্তু বৃক্ষাদি-গত বৃদ্ধ্যাদি, প্রযত্নবান্-পুরুষ-সম্পাদিত নহে; সুতরাং ব্যভিচার দুষ্পরিহরণীয়, তবে উত্তরে আমরা বলিব, না, ব্যভিচার দুষ্পরিহরণীয় নহে। কারণ, যদিচ বুদ্ধ্যাদ্যুৎপাদন-সমর্থ-বিশিষ্টাত্মসম্বন্ধের অভাব-প্রযুক্ত বৃক্ষাদি সাত্মক নহে, তথাপি বৃক্ষাদিগত-বৃদ্ধ্যাদিও যে ঈশ্বরকৃত, ইহা সুনিশ্চিত।

এইরূপ মনো-গতি-লিঙ্গক অনুমান-সাহায্যেও আত্মার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। মনো-গতিও যে আত্ম-লিঙ্গ, তাহা অবগত হইতে হইলে, বৈশেষিক তন্ত্রে যে মনের মূর্ত্তত্ব ও অণুত্ব সাধিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। এই মনের অভিমত অর্থ অর্থাৎ জিঘৃক্ষিত-বিষয়-সকলের গ্রাহক-চক্ষুরাদি-করণ-নিচয়ের সহিত যোগ বা সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ অন্য-মনস্ক-ব্যক্তির বিষয়-গ্রহণ সম্ভবপর নহে। অতএব "অভিমত-বিষয়-গ্রাহিণি ইন্দ্রিয়ে" মনের বিনিবেশ-লক্ষণ যে মনঃ-সম্বন্ধ, তাহা ইচ্ছা ও প্রণিধানাধীন, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। অভিমত-বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সহিত ইচ্ছা ও প্রণিধানাপেক্ষ মনঃ-সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলে, যাঁহার ইচ্ছা বা প্রণিধানবশে মনঃ প্রেরিত হয়, তিনিই আত্মা, এইরূপ অনুমান অসমীচীন বিবেচিত হইতে পারে না। অভিমত-বিষয়-গ্রাহক-করণ-কলাপের সহিত মনঃ-সম্বন্ধের নিমিত্ত-ভূত মনঃ-কর্ম্ম-সাহায্যে আত্মানুমানে এইরূপ দৃষ্টান্ত

প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—গৃহে, গৃহ-কোণে, গৃহ-মধ্যে, অন্যত্র বা ভূমি-দেশে রোপিত আরোপিত অৰ্দ্ধ-প্রোথিত পেলক কন্দুক অর্থাৎ লাক্ষা-গুটকের প্রতি লক্ষ্য-স্থিরীকরণার্থ অভ্যসন-শীল দারকের হস্ত-স্থিত পেলকের প্রেরণ অর্থাৎ নিক্ষেপণ যেমন গৃহকোণাবস্থিত বালকের প্রযত্নসাপেক্ষ, সেইরূপ অভিমত-বিষয়-গ্রহণার্থ উদ্যত ইন্দ্রিয়াধিকরণে মনের সন্নিবেশন প্রযত্নবান্ মনঃ-প্রেরকের প্রযত্ন-সাপেক্ষ। এতদ্দ্বারা গৃহ-কোণাবস্থিত ইতস্ততঃ কন্দুক-প্রেরণ-কর্ত্তা বালকের ন্যায় প্রযত্নবান্ মনঃ-প্রেরক আত্মা অনুমিত হইতেছেন। অর্থাৎ প্রযত্ন-বিশিষ্ট-পুরুষ-কর্ত্তৃক মনঃ অবশ্যই প্রের্য্য স্বীকার করিতে হইবে, এ বিষয়ে হেতু অভিমত-বিষয়-সম্বন্ধ-নিমিত্ত-ক্রিয়াশ্রয়ত্ব এবং দৃষ্টান্ত দারক-হস্তগত পেলক। তাৎপর্য্য এই যে, দারক-হস্তগত-পেলক যেমন গৃহ-মধ্যে অৰ্দ্ধ-প্রোথিত অভিমত-বিষয়-স্থানীয়-পেলকের সহিত সম্বন্ধের নিমিত্তী-ভূত-প্রেরণ ক্রিয়ার আশ্রয় হওয়ায়, প্রযত্নবান্-বালক-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহ-গৃহের কোণ বা কোষ্ঠদেশে অবস্থিত ইন্দ্রিয়-রূপ-লাক্ষা-গোলকের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের নিমিত্তীভূত-প্রেরণ-ক্রিয়ার আশ্রয়-স্বরূপ দারক-হস্তগত-পেলক-স্থানীয় মনঃ-কন্দুক অবশ্যই প্রযত্নবতা প্রের্য্য। অতএব প্রযত্ন-বিশিষ্ট হৃদয়-সরসিজাসনে সন্নিবিষ্ট কন্দুক-ক্রীড়া-পরায়ণ যে পুরুষের ইচ্ছাও প্রণিধানাধীন মনঃ প্রেরিত হইয়া থাকে, তিনিই আত্মা। যদিচ বায়্বাদি-প্রেরিত-কন্দুকাদির কদাচিৎ অভিমত-বিষয়-সম্বন্ধ সম্ভাবিত হইতে পারে সত্য, তথাপি অনভিমত-বিষয়-সম্বন্ধের অধিকতর-সম্ভাবনা থাকায়, তদ্দ্বারা ব্যভিচার-শঙ্কা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরী।

অপিচ, নয়ন-বিষয়-রূপের আলোচনা পূর্ব্বক গ্রহণের অনন্তর রসের অনুস্মরণ-ক্রমে রসনেন্দ্রিয়ান্তর-বিকার দৃষ্ট হওয়ায়, তথাবিধ ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকার-দর্শন-প্রযুক্ত ও গৃহ-প্রাচীর-সংলগ্ন-গবাক্ষ-দ্বয়-সাহায্যে গবাক্ষ-দ্বয়ের মধ্য-স্থানে অবস্থিত অন্তঃ-প্রেক্ষকের ন্যায় দেহ-গৃহ-সংলগ্ন ইন্দ্রিয়-লক্ষণ-গবাক্ষ-দ্বয়-সাহায্যে রূপ ও রসের দর্শী অর্থাৎ দ্রষ্টা কোন একজন অবশ্যই অনুমিত হইতে পারেন। যদি বল, এতাবতা প্রবন্ধ-সাহায্যে কি

যে উক্ত হইল, তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি না, তবে ইন্দ্রিয়ান্তর-বিকার-লক্ষণ আত্ম-লিঙ্গের বিশদ-বিবরণ অবসরে আমরা বলিব, নাগরঙ্গ, অথবা চির-বিল্বাদি-জাতীয় অম্ল-রস-পূর্ণ কোন ইষ্ট-ফলের রূপ-বিশেষ-সহচরিত-রস-বিশেষ অনুভব করিয়া, কালান্তরে পুনরপি তাদৃশ-ফল লব্ধ হইলে, লব্ধ-ফল-পুরুষের পূর্ব্বানুভূত-রসগৰ্দ্ধি-প্রবর্ত্তিত-দন্তোদক-সংপ্লব দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু উক্ত দন্তোদক-সংপ্লব অম্ল-রসানুমিতি বিনা কখনই আত্মলাভে সমর্থ নহে। এইরূপ অম্ল-রসানুমিতিও ব্যাপ্তি-স্মরণ বিনা, ব্যাপ্তিস্মরণ সংস্কার বিনা, সংস্কার ব্যাপ্ত্যনুভব বিনা, এবং ব্যাপ্ত্যনুভবও ভূয়োদর্শন ব্যতীত কদাপি স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। কিঞ্চ কার্য্য-কারণ-ভূত এই জ্ঞান-পরম্পরা এক-স্থির অনুযায়ী কর্ত্তা ভিন্ন নিতান্ত অনুপপন্ন। এইরূপে অভিলষিত-ফলের রূপ-দর্শনের অনন্তর তৎসহচরিত-পূর্ব্বানুভূত-রসের স্মরণ সমর্থিত হইলে, ইষ্ট-ফল-বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-প্রভৃতি-মানব-নিবহের অন্তরে ইচ্ছার সমুদয় হইয়া থাকে। অনন্তর আত্ম-মনঃ-সংযোগাপেক্ষ ইচ্ছা-সমুদ্ভূত প্রযত্ন রসনেন্দ্রিয়ের বিক্রিয়া-সম্পাদন করে। পরন্তু দন্তোদক-সংপ্লবানুমিতা উক্ত রসনেন্দ্রিয়-বিক্রিয়া ইন্দ্রিয়-চৈতন্য স্বীকারে কদাপি প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারে না। কারণ, "নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যঃ" এই প্রমাণা-নুসারে প্রত্যেকে অর্থাৎ স্ব-স্ব-বিষয়ে নিয়ত চক্ষুঃ এবং রসনেন্দ্রিয়-সাহায্যে রূপ ও রসের সাহচর্য্য-প্রতীতি না হইলে, রূপ-দর্শন দ্বারা রস-স্মৃতির সমুদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব। রূপ-নিয়ত-চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা রূপ-দর্শন-কালে রস-স্মৃতির অভাব প্রযুক্ত রসনেন্দ্রিয়-বিক্রিয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। পরন্তু দন্তোদক-সংপ্লবানুমিত-রসনেন্দ্রিয়-বিক্রিয়ার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব ইন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত কোন একজন উভয়-দর্শী পুরুষ আছেন। যিনি রূপ-দর্শন করিয়া, রসের স্মরণ করিয়া থাকেন।

যদি বল, আমাদিগের এই শরীরই উভয়দর্শী হইতে পারে, তবে আমরা বলিব, না, শরীর উভয়দর্শী হইতে পারে না, কারণ, বাল ও বৃদ্ধ শরীরের পরিমাণ-ভেদ-বশতঃ চৈত্র-মৈত্রবৎ অন্যত্ব, বা ভিন্নত্ব সিদ্ধ হইলে

বাল্যাবস্থানুভূত-বিষয়ের কৌমারে, যৌবনে, বা বৃদ্ধাবস্থায় অস্মরণ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। যদি পুনরপি শঙ্কা হয় যে, অন্যানুভূত বিষয় অন্যে স্মরণ করিতে সমর্থ নহে, এই ন্যায়বশে চৈত্র ও মৈত্রের ভিন্ন-সন্তানত্ব-প্রযুক্ত প্রতিসন্ধান না হয়, না হউক, পরন্তু বাল্য, কৌমার ও বার্দ্ধক্য-ভেদ সত্ত্বেও শরীর-সন্তানৈকত্ব হেতু কার্য্য-কারণ-ভাবে প্রতিসন্ধান উপপন্ন হইতে পারে, তবে উত্তর এই যে, তথাপি কার্য্য-কারণ-ভাব বশতঃ পিত্রানুভূত বিষয়ও পুত্রের স্মৃতি-পটে আরূঢ় হইতে পারে। যদি বল, পুত্রের স্মৃতিপটে পিত্রানুভূত-বিষয়ের আরোহণে পিতা ও পুত্রের শরীর-ভেদ-গ্রহ বাধক-স্থানীয়, তবে কি এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না যে, বৃদ্ধ-কর্ত্তৃক স্বীয় বাল্য, বা কৌমার-শরীর হইতে ভিন্নরূপে স্বশরীরের পরিগ্রহ হওয়ায়, প্রতি-সন্ধানের উপপত্তি হইতে পারে কিরূপে? কিঞ্চ, যে বালকের জ্ঞানো-দয়ের পূর্ব্বে পিতা মৃত বা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাদৃশ অনুপলব্ধ-পিতৃক বালকের পিতৃ-শরীর হইতে স্বশরীরের ভেদগ্রহ না থাকা প্রযুক্ত, পিত্রা-নুভূত-বিষয় পুত্র-কর্ত্তৃক স্মৃত হইবে না কেন? অতএব যাহারা "মম শরীরং," এইরূপে মমকার-সামান্যের সহিত অহঙ্কারের ভান এবং "গৌরোঽহং," "স্থূলোঽহং," "কৃশোঽহং," ইত্যাদি অহঙ্কার-সামানা-ধিকরণ্য-প্রত্যয়বলে অহঙ্কারাস্পদত্ব-প্রযুক্ত শরীর-মাত্রই চৈতন্যাশ্রয় এবং উভয়দর্শী আত্মা স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদিগের মত নিতান্ত ভ্রান্ত। সুতরাং "দারুপুত্র নর্ত্তয়িতা, গৃহপতি, অথবা দারক, ইহারা শরীর হইতে অন্য নহে। যদি ভিন্ন হইত, দৃষ্টান্ত-পদবী অধিকারে সমর্থ হইত, পরন্তু শরীর হইতে ভিন্ন না হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত দারু-পুত্রক-নর্ত্তয়িতা প্রভৃতির উদাহরণরূপে উপন্যাস অসঙ্গত", এইরূপ বচনব্যক্তি অসাধ্বী। কারণ, "প্রভোঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে মমাত্মায়ং ভদ্রসেনঃ", এই স্থলে মমকারসামান্যের সহিত অহঙ্কার-সামানাধিকরণ্য-প্রত্যয় হইলেও, প্রভু-শরীর হইতে ভৃত্য ভদ্রসেনের শঙ্কিত-সম্প্রাপ্ত-ভেদ-দৃষ্টান্তবারণার্থ উক্ত স্থলে ধন-দানাদি-দ্বারা উপার্জ্জিত স্বামিভৃত্য-সম্বন্ধাধীন মমকারের ঔপচারিকত্ব কল্পনা পুরঃসর, যদি "মম শরীরং", এই স্থলে "রাহোঃ শির ইতিবৎ" অভেদে ষষ্ঠীর উপপত্তি সমর্থন পূর্ব্বক,

শরীরমাত্রই উভয়দর্শী আত্মরূপে স্বীকার কর, তাহা হইলে, স্বর্গ-সাধন-ধর্ম্ম এবং নরকাদির হেতু নিন্দিত-কর্ম্মজ অধর্ম্মাখ্য-পাতক অভিলাষী ত্বৎসদৃশ ভূতচৈতনিকের মতে শরীরের অন্যান্যত্ব অর্থাৎ ভিন্নভিন্নত্ব প্রযুক্ত উৎপাদ-বিনাশশালিনানাত্মস্বীকারে হননেচ্ছা, তৎফলক-জ্ঞান, তদনুকূল প্রযত্ন ও তজ্জন্য-সুখাদির বৈয়ধিকরণ্য সম্ভব-পর হইলে, হিংসাদি-ফল অর্থাৎ শত্রু-ঘাত-জন্য-সুখ-সন্তোষাদি কর্ত্তৃভূত-শরীর অধিকরণে উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব কৃত-কর্ম্মের হান এবং অকৃতকর্ম্মের অভ্যাগম-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য।

পুনশ্চ, কেবলই যে পূর্ব্বোক্ত-হেতু-সমূহ-দ্বারা আত্মা বিজ্ঞাত হইতেছেন, এমন নহে, পরন্তু সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন-গুণ-দ্বারাও গুণী আত্মা অনুমিত হইয়া থাকেন। উক্তসুখাদি-গুণ-সকল শরীর বা ইন্দ্রিয়ের গুণ হইতে পারে না। যদি বল, "কস্মাৎ?" তবে আমরা বলিব, "অহঙ্কারেণ" অর্থাৎ "অহং", এই প্রত্যয়ের সহিত একাধিকরণত্ব-লক্ষণ ঐকবাক্যত্ব যেহেতু সুখ-দুঃখাদির অবগত হওয়া যায়, অতএব "অহং সুখী", "অহং দুঃখী", ইত্যাদিরূপে সুখাদ্য-বচ্ছেদ্য অহঙ্কার-প্রত্যয়-বিষয়ের প্রতীতিই সুখ-দুঃখাদির শরীরেন্দ্রিয়-গুণত্বাভাবে প্রকৃষ্ট-প্রমাণ-স্বরূপ। কিঞ্চ, অহংপ্রত্যয়ও শরীরাবলম্বন নহে। কারণ, পর-শরীরে অহং-প্রত্যয়ের অভাব সর্ব্ব-প্রাণি-কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, অহং-প্রত্যয় স্ব-শরীরাবলম্বন মাত্র; পরন্তু পর-শরীরাবলম্বন নহে, তবে আমরা বলিব, উক্তরূপ বচন-বিন্যাস সমীচীন নহে। কারণ, স্ব-শরীর, অথবা পর-শরীরে শরীরত্বের কোন বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। যদি পুনরাশঙ্কা হয় যে, শরীরাবলম্বন অহং-প্রত্যয় স্ব-শরীরবৎ পর-শরীরকেও আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে আমরা পরিহারার্থ বলিব, সত্য; প্রত্যক্ষতঃ যেমন স্বশরীরে স্থূল, কৃশ, গৌর, কৃষ্ণাদি-প্রত্যয় হইয়া থাকে, সেইরূপ পরশরীরেও স্থূলাদি-প্রত্যয় হইয়া থাকে; পরন্তু এইরূপ "অহমিতি"-প্রত্যয়োঽপি স্ব-শরীরবৎ পর-শরীরেঽপি স্যাৎ।" কারণ, শরীরাবলম্বন-স্থূলাদি-প্রত্যয়ের ন্যায় শরীরাবলম্বন অহংপ্রত্যয়-স্বরূপেরও উভয়ত্র অর্থাৎ স্ব-পর-শরীরে কোন

বিশেষ দৃষ্ট হয় না। যদি স্ব-সম্বন্ধিতা-কৃত-বিশেষাবলম্বনে বল, অহং-মিতি-প্রত্যয় স্বশরীরেই হইবে, কিন্তু পর-শরীরে হইবে না, তবে আমরা অবশ্যই বলিতে সমর্থ যে, স্ব-সম্বন্ধিতা-মাত্র-কৃতই এই অহং-প্রত্যয় ; পরন্তু শরীরাবলম্বন নহে। কারণ, অহং-প্রত্যয়ের শরীরাবলম্বনত্ব স্বীকৃত হইলে, অন্তর্মুখতা সম্ভবপরা হইতে পারে না। এই কারণ-বশতই এই অহংপ্রত্যয় ইন্দ্রিয়ালম্বনও হইতে পারে না। যেহেতু ইন্দ্রিয়-সকলের অতীন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্তসম্মত। অথচ লিঙ্গ বা শব্দানপেক্ষ অহংপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ-প্রত্যয়ত্ব শাস্ত্রেই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব ইহাও জানিতে হইবে যে, সুখ-দুঃখাদিও শরীর, বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। কিঞ্চ, যিনি অনুভবিতা, তাঁহারই স্মরণ, অভিলাষ, সুখ-সাধন-পরিগ্রহ, সুখোৎপত্তি ও দুঃখ-প্রদ্বেষ হইয়া থাকে, অন্যের নহে, ইহা শরীরিমাত্রেরই প্রত্যাত্মবেদনীয়। এতদ্দ্বারা অনুভব, বা স্মরণ যে শরীর, অথবা ইন্দ্রিয়ের সম্ভবপর নহে, তাহা কথিত হইতেছে। অতএব সুখ-দুঃখাদি শরীর, বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না।

অপিচ, যুক্ত্যন্তর-কীর্ত্তনাবসরে বলিতে হইবে যে, "পাদে মে সুখং," "শিরসি মে দুঃখং," ইত্যাদি-প্রত্যয়-বশে সুখাদির প্রদেশ-বৃত্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। অতএব প্রদেশ-বৃত্তিত্বাবগতি-প্রযুক্ত সুখ-দুঃখাদির শরীরেন্দ্রিয়-গুণত্বাভাব অবধৃত হইতেছে। যদি সুখ-দুঃখাদির শরীরেন্দ্রিয়-বিশেষ-গুণত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, শরীরেন্দ্রিয়-বিশেষ-গুণ-সকলের ব্যাপ্য-বৃত্তি-ব্যভিচার-প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য। পক্ষান্তরে সুখাদি কখনও শরীর, অথবা ইন্দ্রিয়ের বিশেষ-গুণ হইতে পারে না। কারণ, সুখাদির অব্যাপ্য-বৃত্তিত্ব পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথচ শরীরেন্দ্রিয়-বিশেষ-গুণ-সকল নিয়তই ব্যাপ্যবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে, যেমন রূপাদি। পরন্তু সুখাদি কখনও ব্যাপ্যবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, অতএব সুখাদি শরীরেন্দ্রিয়-বিশেষ-গুণ নহে। কর্ণ-শষ্কুল্যবচ্ছিন্ন-শ্রোত্রেন্দ্রিয়-ভাবাপন্ন-নভঃ-প্রদেশের যে শব্দ গুণ, তাহা কর্ণ-বিবর-ব্যাপী হওয়ায়, ব্যভি-চারসম্ভাবনা নিরস্তা হইতেছে। পুনশ্চ, অযাবদ্-দ্রব্য-ভাবিত্ব-হেতুবশে

ব্যতিরেকে রূপাদি-নিদর্শনাবলম্বনেও সুখাদি শরীরেন্দ্রিয়-গুণ হইতে পারে না। এইরূপ বাহেন্দ্রিয়-সাহায্যেও অপ্রত্যক্ষত্ব-নিবন্ধন সুখাদির শরীরেন্দ্রিয়-গুণত্ব সম্ভবপর নহে। কারণ, শরীরেন্দ্রিয়-গুণ সকলের দ্বয়ী গতি, প্রথম গুরুত্বাদির অপ্রত্যক্ষতা, দ্বিতীয় রূপাদির বাহেন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা, পরন্তু সুখাদি-প্রত্যক্ষে বিধান্তর নিরূপিত হইয়াছে। অতএব সুখাদি শরীরেন্দ্রিয়-গুণ নহে। উক্তরূপে শরীরেন্দ্রিয়-গুণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইলে, সুখ-দুঃখ আদি গুণ-সমূহের সাহায্যে পরিশেষে আত্মা অনুমিত হইতেছেন। সুখ-দুঃখাদির শরীরেন্দ্রিয়-গুণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইলে, পরি-শেষে সুখ-দুঃখাদি-গুণ-নিচয় দ্বারা গুণী আত্মা অনুমিত হইয়া থাকেন।

বৈশেষিক-তন্ত্রের এইরূপ স্থিতি, বা সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য ; পরন্তু উক্তরূপ-সিদ্ধান্ত-বিঘটনাভিলাষে কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, সুখ বা দুঃখ ইহারা বিকার-মধ্যে পরিগণিত, যদি সুখ বা দুঃখ বিকারই হয়, তবে অবিকৃত নিত্য আত্মার বিকার-ভূত সুখ-দুঃখ সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে ? আর যদি অবিকৃত-নিত্য-আত্মার সুখ-দুঃখ-বিকার সম্ভবপরই হয়, তবে চর্ম্মাদির ন্যায় বিকার-সম্পন্ন আত্মা অনিত্য না হই-বেন কেন ? এবম্বিধা আশঙ্কার পরিহারার্থ আমরা বলিব, না, আত্মা চর্ম্মবৎ অনিত্য হইতে পারেন না। কারণ, সুখ-দুঃখের উৎপাদ, অথবা বিনাশ-দ্বারা সুখ-দুঃখ হইতে অন্য বা ভিন্নভূত আত্মার স্বরূপ-প্রচ্যুতির অত্যন্ত অভাব। নিশ্চিতই নিত্য আত্মার স্বরূপ-বিনাশ, কিম্বা স্বরূপা-ন্তরোৎপাদ-লক্ষণ-বিকার অভিলষিত নহে ; পরন্তু গুণ-নিবৃত্তি, অথবা গুণান্তরোৎ-পাদ অবিরুদ্ধই অবগত হওয়া যায়। যদি বল, এই নিত্য আত্মার সুখ-দুঃখ-দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয় ? তবে উত্তরে আমরা বলিব, সুখ-দুঃখ-দ্বারা নিত্য অবিকৃত আত্মার স্ববিষয় অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-বিষয়ক অনুভব সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদি পুনঃ প্রশ্ন হয় যে, সুখ-দুঃখ অনুভব সম্পাদিত হইলেও, অতিশয়, অথবা অনতিশয়-রহিত আত্মার তদ্দ্বারা কি উপকার হইবে ? তবে উত্তরে আমরা বলিব, "অয়মেব তস্যো-পকারোঽয়মেব চাতিশয়ো যস্মিন্ সতি সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বং", অর্থাৎ আত্মার এইমাত্র উপকার এবং এইমাত্র অতিশয় যে, যাদৃশ উপকার, বা

অতিশয় আবির্ভূত হইলে, আত্মা সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃ-ভাবাপন্ন হইতে সমর্থ হন।

উপরিতন গ্রন্থে সুখাদির দ্বারা যেমন আত্মার অনুমানপ্রণালী প্রদর্শিতা হইল, সেইরূপ অহং-শব্দ-সাহায্যেও আত্মা অনুমিত হইয়া থাকেন। এই অহং শব্দ লোকে এবং বেদে অভিযুক্ততর-অভিযুক্ততম-পুরুষ-গণ-কর্ত্তৃক প্রযুজ্যমান হওয়ায়, কখনই নিরভিধেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কিঞ্চ, "স্বাত্মনি" ক্রিয়াবিরোধ-প্রযুক্ত, স্বরূপ-মাত্রই অভিধেয়, এ কথাও বলা যায় না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কোন শব্দই কোন কালেই নিশ্চিতই স্বরূপের অভিধান করে না। অতএব এই অহং শব্দের অভিধেয়রূপে যেটী অবগত হওয়া যায়, সেই অহং-শব্দাভিধেয়-ভূতপদার্থই আত্মা। যদি বল, এই অহংশব্দ পৃথিব্যাদিরই বাচক হইবে, আত্ম-বাচক স্বীকার করিব কেন? তবে উত্তরে আমরা বলিব, পৃথিব্যাদি-বাচক শব্দের সহিত অহং-শব্দের ব্যতিরেক দৃষ্ট হওয়ায়, অহংশব্দ পৃথিব্যাদি-বাচক হইতে পারে না। অর্থাৎ যে শব্দ যাদৃশ অর্থের বাচক, সেই শব্দ তাদৃশ অর্থ-বাচক শব্দের সহিত সমানাধিকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা "দ্রব্যং পৃথিবী" ইতি। পরন্তু অহংশব্দের পৃথিব্যাদি-বাচক শব্দের সহিত ব্যতিরেক, অর্থাৎ সমানাধিকরণত্বাভাব "অহং পৃথিবী", "অহমুদকং", "অহং তেজঃ", "অহং বায়ুঃ", "অহমাকাশং", "অহং কালঃ", "অহং দিক্", "অহং মনঃ" এতাদৃশ ব্যপদেশ, বা প্রয়োগাভাব বশতই সমর্থিত হইতেছে। অতএব এই অহংশব্দ কখনও পৃথিব্যাদি-বিষয়ক হইতে পারে না। যদি বল, "অহং স্থূলঃ", "অহং কৃশঃ", "অহং গৌরঃ", ইত্যাদিসমানাধিকরণ-প্রত্যয়-বলে "শরীরবিষয়-এবায়মহংশব্দো দৃশ্যতে", তবে আমরা বলিব, না, অহংশব্দ শরীর-বিষয়ক হইতে পারে না। কারণ, "অহং জানামি", "অহং স্মরামি", ইত্যাদি প্রয়োগ সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং শরীর বা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অথবা স্মৃত্যধিকরণত্ব পূর্ব্বেই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব আত্মার উপকারকত্ব-রূপে লক্ষণা-সাহায্যে শরীরে অহং-শব্দের প্রয়োগ জানিতে হইবে, যথা "ভৃত্যে অহমেবায়মিতি ব্যপদেশঃ"।

উক্তরূপে আত্মা ব্যবস্থিত হইলে, তাঁহার গুণ-কথন আবশ্যক হওয়ায়, আত্মার চতুর্দ্দশ-গুণ কীর্ত্তন করিতেছি। আত্মার চতুর্দ্দশ গুণ যথা—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংস্কার, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। উক্ত আত্ম-গুণ-চতুর্দ্দশকের মধ্যে বুদ্ধি আদি প্রযত্ন পর্য্যন্ত ছয়টী গুণ আত্ম-লিঙ্গাধিকার-সাহায্যে সিদ্ধ হইয়াছে, জানিতে হইবে। আত্ম-লিঙ্গাধিকার অর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রাণাপানাদি সূত্র লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ আত্মান্তরগুণ-সকলের অকারণত্ব-বচন-বলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সিদ্ধি অবগতা হওয়া যায়। তাৎপর্য্য এই যে, দাতৃ-লক্ষণ অধিকরণে বর্ত্তমান দানধর্ম্ম—প্রতিগ্রহীতৃ-লক্ষণ অধিকরণে ধর্ম্ম উৎপাদন করে, এইরূপ যাঁহাদিগের মত, তাঁহাদিগের মত-নিষেধার্থ—সূত্রকার-মহর্ষি-কণাদ বলিয়াছেন, "আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তরগুণেষ্বকারণত্বাদিতি"। উক্তসূত্রের অর্থ এই যে, আত্মান্তরগুণভূত-সুখাদির আত্মান্তর-গুণভূত-সুখাদি-কার্য্যে কারণত্বাভাব-বশতঃ অন্যত্র আত্মান্তরে বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অন্যত্র আত্মান্তরে বর্ত্তমান গুণ-ভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আরম্ভকত্ব যুক্তি-সঙ্গত নহে। এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আত্ম-গুণত্ব নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত হইতেছে। অন্যথা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সুখাদিসাধর্ম্ম্য-কথন-পূর্ব্বক অনারম্ভকত্ব-সমর্থন উপপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ স্মৃত্যুৎপত্তি-কার্য্যে কারণ-বচন-বলে সংস্কার সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ "আত্ম-মনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ, সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ", এই স্মৃতি-সূত্রে স্মৃতির উৎপত্তির প্রতি সংস্কারের কারণতা উক্তা হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বানুভূত অর্থই স্মৃত হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বানুভূত অর্থের স্মরণে অনুভব কারণ নহে, যেহেতু অনুভব চির-বিনষ্ট। অনুভবের অভাবও কারণ নহে, যেহেতু অভাবের নিরতিশয়ত্ব-প্রযুক্ত পটু-মন্দাদি-স্মরণ-ভেদ উপপন্ন হইতে পারে না এবং অনুভূত অর্থের স্মরণার্থ আত্ম-মনঃ-সংযোগের অভ্যাস ও আদরের বৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। অতএব অর্থানুভব-কালে অনুভবকর্ত্তৃক আত্মাধি-করণে কোন একটী অতিশয় উৎপাদিত হয়, যদ্দ্বারা স্মরণ আত্মলাভে

সমর্থ হয়, সুতরাং প্রণিধানাদি-সন্নিধান-লক্ষণ আত্ম-মনঃ-সংযোগ-বিশেষ-রূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণ-ভূত আত্মদ্রব্যে বিদ্যা-বিশেষ-রূপা যে স্মৃতি উৎপন্না হয়, তৎপ্রতি নিমিত্ত-কারণ-রূপে অবশ্যই সংস্কার-কল্পনা করিতে হইবে। যাঁহারা বিনষ্ট হইলেও, অনুভবকেই স্মৃতির কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করিতে আগ্রহপরায়ণ, তাঁহাদিগের মতে "বিনষ্ট-মেব জ্যোতিষ্টোমাদিকং" স্বর্গাদিফলের সাধন হইতে পারে; সুতরাং অপূর্ব্ব কিম্বা অদৃষ্ট-কল্পনার উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। কিঞ্চ আমরা অনুভবের স্মৃতিকারণতা একেবারে দূরে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। পক্ষান্তরে সংস্কারকে স্মৃতির হেতু-রূপে স্বীকার করিলেই, সংস্কার-হেতু অনুভবও স্মৃতিকারণমধ্যে পরিগণিত হইতেছে। বস্তুগত্যা অনু-ভবই স্মৃতির কারণ। পরন্তু অনুভব বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হইলে, বর্ত্তমানে স্মৃতি-কারণ হইবে কিরূপে? কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে বৃত্তি-সম্পন্ন না হইলে ত আর কারণ হইতে পারে না। অতএব অনুভবে স্মৃতিকারণত্ব সমর্থন করিতে হইলে, অবশ্যই সংস্কার-স্বীকার করিতে হইবে। অনুভব সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্মৃতির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে বর্ত্তমান না থাকিলেও, সংস্কার-দ্বারা স্মৃতি-কারণ হইতে পারে। অতএব স্মৃতি-কারণ-রূপে আত্মার সংস্কার-লক্ষণ-গুণ সিদ্ধ হইতেছে।

পুনশ্চ, ব্যবস্থা-বচন-বলে আত্ম-দ্রব্যাধিকরণে সংখ্যা-গুণের সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত "নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ," এই সূত্রে আত্মার নানাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মার নানাত্ব স্বীকার করিতে হইবে কেন? সমুত্থিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, "ব্যবস্থাতঃ"। ব্যবস্থা অর্থে প্রতিনিয়ম বুঝিতে হইবে, যেমন কেহ আঢ্য বা ধনবান্, কেহ রঙ্ক বা দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ উচ্চাভিজনসম্পন্ন, কেহ বা নীচাভিজন, কেহ বিদ্বান্, কেহ জাল্ম বা মূর্খ, এইরূপ বিবিধ-ব্যবস্থা আত্ম-ভেদ-ব্যতীত কোনরূপে উপপন্না হইতে পারে না। অতএব অনুপপদ্যমানা উক্তরূপা ব্যবস্থার বলে আত্মার ভেদ প্রসাধিত হওয়ায় আত্মার বহুত্ব-সংখ্যাবত্ত্ব সিদ্ধ হই-তেছে। অথবা "কেয়ং ব্যবস্থা"? এই প্রশ্নের উত্তরে নানা-ভেদ-ভাবী

জ্ঞান-সুখাদির অপ্রতিসন্ধান উপন্যস্ত হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, ঐকাত্ম্য-পক্ষে যেমন বাল্য অবস্থায় অনুভূত সুখ-দুঃখাদির বৃদ্ধ অবস্থায় "মম সুখমাসীৎ", "মম দুঃখমাসীৎ", এইরূপে অনুসন্ধান হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহান্তরে অর্থাৎ বিষ্ণু-দত্তশরীরে অনুভূত সুখ-দুঃখাদিও যজ্ঞ-দত্ত-কর্ত্তৃক অনুসন্ধিত হইতে পারে। কারণ, বিষ্ণুদত্ত ও যজ্ঞ-দত্ত-শরীরাধিষ্ঠিত অনুভবিতা আত্মা এক। পরন্তু একের অনুভূত-সুখ-দুঃখাদি অপরের অনুভবারূঢ় হইতে দেখা যায় না। অতএব প্রতিশরীরে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, সর্ব্বত্র একরূপ আকাশের শ্রোত্রত্ব অঙ্গীকৃত হইলেও, কর্ণশষ্কুলীরূপ উপাধি-ভেদ-বশতঃ যেমন শব্দোপলব্ধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে, সেই-রূপ আত্মার একত্বপক্ষেও দেহ-ভেদ-প্রযুক্ত অনুভবাদি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তবে আমরা বলিব, বিষম-দৃষ্টান্তের উপন্যাস করা হইতেছে। কারণ, প্রতিপুরুষে ব্যবস্থিত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-দ্বারা উপগৃহীত-শব্দোপলব্ধি-হেতু-ভূত-কর্ণ-শষ্কুলী-সকলের ব্যবস্থান-প্রযুক্ত কর্ণশষ্কুল্য-ধিষ্ঠান-নিয়মবশে শব্দোপলব্ধি-ব্যবস্থা যুক্তিযুক্তা হইতে পারে, পরন্তু ঐকাত্ম্য-পক্ষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অব্যবস্থান-প্রযুক্ত শরীরব্যবস্থার অভাব প্রসক্ত হইলে, "কিং কৃতা সুখ-দুঃখোৎপত্তি-ব্যবস্থা ?" এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই অবসর লাভ করিতে সমর্থ।

যদি বল, মনঃ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত সুখ-দুঃখোৎপত্তি-ব্যবস্থা সম্ভাবিতা হইতে পারে, তবে আমরা বলিব, মনঃ-সম্বন্ধেরও সাধারণত্ব-বশতঃ তৎকৃত-সুখ-দুঃখোৎপত্তি-ব্যবস্থা প্রীতিপ্রদা নহে। যাঁহাদিগের মতে আত্মা প্রতি-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে সকল আত্মার সর্ব্বগতত্ব-হেতু সর্ব্ব-শরীর-সম্বন্ধ আপাদিত হইলেও, ভোগ সর্ব্ব-সাধারণ হইতে পারে না। কারণ, যাহার কর্ম্মদ্বারা যে শরীর আরব্ধ হইয়াছে, সেই পুরুষেরই তাদৃশ-শরীর উপভোগায়তন হইতে পারে। পরন্তু সকলের উপভোগায়তন হইতে পারে না। এইরূপ কর্ম্মও যাহার শরীর দ্বারা কৃত হইয়াছে, সেই পুরুষেরই তথা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভোগ-প্রদ হইতে পারে, কিন্তু অপরের নহে। অতএব কর্ম্মান্তর-নিয়ম-বশে অনাদি-কাল

হইতে প্রবৃত্ত শরীরান্তর-নিয়ম সর্ব্বথা অনপলপনীয়। "অথ মতং" পরমাত্মার একত্ব অভ্যুপগত হইলেও, জীবাত্ম-সকলের পরস্পর-ভেদ-বশতঃ সুখ-দুঃখাদি-ব্যবস্থা উপপন্না হইতে পারে, তবে আমরা বলিব, উক্তরূপা কল্পনা অত্যন্ত অসাধ্বী। কারণ, যদি পরমাত্মা হইতে জীবাত্ম-গণের তাত্ত্বিক-ভেদ অবলম্বিত হয়, তবে অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-ক্ষতি সর্ব্বথা অপরিহরণীয়া।

কিঞ্চ, "আমি এই জীবাত্ম-স্বরূপে শরীর-মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নাম ও রূপের ব্যাকরণ করিব," এইরূপ জীব ও পরমাত্মার তাদাত্ম্য-প্রতি-পাদক-শ্রুতিবাক্য-বিরোধও অনিবার্য্য। যদি বল, জীব ও পরমাত্মার ভেদ অবিদ্যাকৃত, কিন্তু বাস্তবিক নহে, তবে প্রশ্ন হইতেছে, "কস্যেয়ং অবিদ্যা? কিং ব্রহ্মণঃ? কিমুত জীবানাম্?" যদি বল, ব্রহ্মেরই অবিদ্যা স্বীকার করিব, তবে আমরা বলিব, ঘোর-দৃষ্টি-সাহায্যে দিবান্ধ-পেচকের দিনকর-করে শার্ব্বর-তমঃ-কল্পনার ন্যায় ব্রহ্মের অবিদ্যা-যোগ-কল্পনা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপনকরী; সুতরাং মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলে অন্ধকারের প্রবেশ যেমন অসম্ভব-গ্রস্ত, সেইরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাবত্ব-প্রযুক্ত পরমেশ্বরে অবিদ্যা-যোগ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। যদি বল, অবিদ্যা জীবের আশ্রিতা, তাহা হইলেও, অবিদ্যা-কৃত-জীব-ভেদ এবং জীবাশ্রয়া অবিদ্যা, এইরূপে অবিদ্যার জীবাশ্রিতত্ব-কল্পনা অন্যোন্যাশ্রয়দোষপরাহতা হইতেছে। কিঞ্চ, বীজাঙ্কুরবৎ অবিদ্যা ও জীব-প্রভেদ অনাদি স্বীকৃত হইলে, অন্যো-ন্যাশ্রয় দোষের কারণ নহে; এ কথাও বলা যায় না। কারণ, বীজ ও অঙ্কুর-ব্যক্তির ভেদ যেমন পারমার্থিক, সেইরূপ অবিদ্যা ও জীবের পার-মার্থিকত্বাভাব-প্রযুক্ত বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি অবিদ্যা-জীব-প্রভেদ-কল্পনা অনু-পপন্না। কিঞ্চ, ব্যক্তি-ভেদ-বশতঃ বীজ ও অঙ্কুরের অন্যোন্য-কারণতা উপপন্না হইতে পারে; পরন্তু "জীবস্তু সর্ব্বাসু ভবকোটিষু এক এব", যেহেতু মানুষ-পশু-পক্ষ্যাদি-যোনি-প্রত্যগ্রজাত-শিশুর জাতি-সাম্য-নিবন্ধন আহার-বিশেষাভিলাষ-দ্বারা "তাসু তাসু জাতিষু" জন্মান্তর-কৃত-তত্তৎ আহার-বিশেষের অনুমান-পরম্পরা-সাহায্যে জীবের অনাদি শরীরযোগ প্রতীত হইতেছে। অতএব "অবিদ্যাকৃতো জীবভেদঃ জীবভেদাচ্চ অবিদ্যা ইত্যসঙ্গতিঃ সুষ্ঠুতরা"।

পুনশ্চ, যদি বল, ব্রহ্মবৎ জীবেরও অনাদি-নিধনত্ব-প্রযুক্ত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বতা স্বীকার করা যাইতে পারে, অতএব একমাত্র প্রকাশমান সেই পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, অনন্তর "সর্ব্বং অনুভাতি," এবং তাঁহারই দীপ্তি-সাহায্যে এই সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডল বিভাত হইতেছে, এইরূপ শ্রুত্যর্থ-প্রামাণ্য-বলে অনাদি-নিধন একমাত্র এই ব্রহ্ম-তত্ত্ব সর্ব্ব-দেহে প্রতিভাসিত, তবে আমরা বলিব, এইরূপ কথাও বলা উচিত নহে। কারণ, ঐরূপ স্বীকার করিলেও, উপক্রান্ত-ব্যবস্থার অনুপপত্তি অপরিহার্য্য। অতএব মহর্ষি-কণাদ-প্রণীত "নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ," এই সূত্র সুন্দররূপে সমর্থিত হইতেছে। যেহেতু অভেদ-শ্রুতি-সকল গৌণার্থ-পর, কিন্তু কদাপি মুখ্যার্থপর নহে। অতএব উক্তরূপে নানাত্ম-পক্ষ-সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, যদি কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, নানাত্ম-পক্ষে জীব-সকলের ক্রমে ক্রমে মুক্তি হইলে, অবসানে সংসারের উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী, তবে পরিহারার্থ আমরা বলিব, অপরিমিত-বস্তু-স্বরূপে অন্ত্য-ন্যূনাতিরিক্তত্বের যোগ বা সম্বন্ধ নিতান্ত অসম্ভব। এ বিষয়ে বার্ত্তিক-কার-মিশ্রের সম্মতি এইরূপ যে, পদার্থ-ষট্‌কের সাধারণ ও অসাধারণ-ধর্ম্মরূপ সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-লক্ষণ-তত্ত্বের জ্ঞান নিঃশ্রেয়স-হেতু-ভূত হওয়ায়, তথাবিধ-জ্ঞান-লাভের অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন জীবগণ সন্তত মুচ্যমান হইলেও, ব্রহ্মাণ্ড-লোকে জীব-সকলের অনন্তত্ব-প্রযুক্ত শূন্যতা কখনই সম্ভবপরা নহে। যে স্থলে অন্ত্য-ন্যূনাতিরিক্ততা সম্ভবপরা, নিশ্চিতই তাদৃশ-বস্তু পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ-বিশিষ্ট; পরন্তু অপরিমেয়-বস্তু-স্বরূপে অন্ত্য-ন্যূনাতিরিক্ততা কদাপি আত্মলাভ করিতে পারে না; সুতরাং সর্ব্ব-সংসারোচ্ছেদ-প্রসঙ্গের সম্ভাবনা সুদূরপরাহতা।

গত গ্রন্থে আত্মার বহুত্বসংখ্যাযোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতিতন-গ্রন্থে অবশিষ্ট-গুণ-যোগ-প্রদর্শন-কল্পে সংখ্যানুসারী পৃথক্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, অতএব অর্থাৎ "নানাত্মানো ব্যবস্থাতঃ," এই সূত্র-বচন-বলেই আত্মার পৃথক্ত্ব-গুণ-যোগও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, পৃথক্ত্ব সংখ্যানুবিধায়ী; সুতরাং যেখানে সংখ্যা-গুণের সদ্ভাব, সেইখানেই পৃথক্ত্বের অবশ্যম্ভাব অনিবার্য্য।

এইরূপ "তথা চাত্মা," এই বচন-বলে আত্মার পরম-মহৎ পরিমাণেরও সিদ্ধি জানিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, "বিভবান্মহানাকাশস্তথা চাত্মা," এই সূত্রকার-বচন-বশতঃ আকাশের ন্যায় আত্মারও বিভুত্ব-প্রযুক্ত পরম-মহৎ-পরিমাণ-যোগ অনিবার্য্য। যদি বল, আত্মা যদি বিভু হন, তবে আকাশবৎ আত্মারও পরম-মহৎ-পরিমাণ সিদ্ধ হইতে পারে, পরন্তু আত্মা যে বিভু, তাহা কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তবে ইহার উত্তরে আমরা বলিব, বহ্নির ঊর্দ্ধ-জ্বলন এবং বায়ুর তির্য্যক্-পবন হইতেই আত্মার বিভুত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, ঊর্দ্ধ-জ্বলন, বা তির্য্যক্-পবন এই দুইটীই অদৃষ্টকারিত; পরন্তু আশ্রয়-সম্বন্ধ-ব্যতীত উক্ত অদৃষ্ট ঊর্দ্ধ-জ্বলন, বা তির্য্যক্-পবনের কারণ হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, আশ্রয়ের সহিত অসম্বদ্ধ অদৃষ্টের ঊর্দ্ধজ্বলন, বা তির্য্যক্-পবনের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে, অন্যত্র অতিপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মাধর্ম্ম-লক্ষণ অদৃষ্ট আত্মার গুণ, এ কথা পূর্ব্বগ্রন্থে বলিয়াছি। অতএব আত্ম-সমবেত অদৃষ্টের সাক্ষাৎ-দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। একারণ স্বাশ্রয়-সম্বন্ধ-দ্বারা অদৃষ্টের দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। অদৃষ্টাশ্রয় আত্ম-সম্বন্ধ-দ্বারা অদৃষ্টের দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ সমাগত হইলে, অনন্তর সমস্ত-মূর্ত্ত-দ্রব্য-সম্বন্ধ-লক্ষণ আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

যদি বল, স্বভাবতই বহ্নির ঊর্দ্ধ-জ্বলন স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু অদৃষ্ট হইতে নহে, তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "কোহয়ং স্বভাবো নাম?" যদি বহ্নিত্ব, কিম্বা দাহকত্ব, অথবা রূপ-বিশেষই স্বভাব অর্থে গৃহীত হয়, তবে তপ্ত অয়ঃ-পিণ্ডে তাদৃশ-স্বভাবের সদ্ভাব-প্রযুক্ত বহ্নির ঊর্দ্ধ-জ্বলন হওয়া আবশ্যক; পরন্তু তাহা ত দৃষ্ট হয় না। যদি বল, ইন্ধন-বিশেষ-প্রভবত্বই স্বভাবার্থ, তাহা হইলে, অনিন্ধন-প্রভব, অথবা বিদ্যুদাদি-প্রভব বহ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন না হওয়াই উচিত, পরন্তু উক্ত স্থলে ঊর্দ্ধ-জ্বলন দৃষ্ট হইতেছে। যদি বল, অতীন্দ্রিয় কোন একটী অনির্দ্দিষ্ট স্বভাব কোন কোন ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থিত

রহিয়াছে, যাহাদিগের ঊর্দ্ধ-জ্বলন দৃষ্ট হইতেছে, তবে কি আমরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে, তুমি যথেচ্ছ বহুস্বভাব কল্পনা করিতেছ, যদ্দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে না, অথচ তোমার পুরুষ-গুণে এত প্রদ্বেষ কেন? গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও বেগ যে কর্ম্মের কারণ নহে, আত্ম-বিশেষ-গুণ হইতেই তাদৃশ কর্ম্মের উৎপাদ অবশ্য স্বীকার্য্য। যেমন পাণি-কর্ম্ম গুরুত্ব, দ্রবত্ব, অথবা বেগ-কারণক নহে, অথচ পুরুষ-প্রযত্ন হইতে উৎপন্ন, এইরূপ ঊর্দ্ধ-জ্বলন অথবা তির্য্যক্-পবনাদি-কর্ম্ম-সকলের গুরুত্ব, দ্রবত্ব, কিম্বা বেগ কারণ নহে, যেহেতু ঊর্দ্ধ-জ্বলনাদি-কার্য্যে গুরুত্বাদির অভাব, অথবা তৎকার্য্য-বৈপরীত্য অবগত হওয়া যায়, অতএব এই ঊর্দ্ধ-জ্বলন-তির্য্যক্-পবনাদি-কার্য্যেরও আত্ম-বিশেষ গুণ হইতেই উৎপাদ ন্যায্য। এ কারণ গুরুত্বাদি-কারণের অভাব-সত্ত্বে কর্ম্মত্ব-হেতু-বশে পুরুষ-প্রযত্ন-জাত পাণি-কর্ম্ম-দৃষ্টান্তে ঊর্দ্ধ-জ্বলন-তির্য্যক্-পবনাদি আত্ম-বিশেষ-গুণ-কৃত জানিতে হইবে। এইরূপ সুখাদির সন্নিকর্ষজত্ব প্রযুক্ত আত্মাধিকরণে সংযোগ-গুণের অস্তিত্ব অবগত হইতে হইবে। অর্থাৎ অসমবায়ি-কারণ কার্য্য-সমানাধিকরণই হইয়া থাকে; সুতরাং ব্যধিকরণের অসমবায়ি-কারণত্বাভাব-বশতঃ আত্ম-গুণ-সুখাদির মনঃ-সংযোগ-জন্যত্ব-নিবন্ধন আত্ম-দ্রব্যে সংযোগ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ "তদ্বিনাশকত্বাৎ," অর্থাৎ অনন্তর প্রতিপাদিত-সংযোগের বিনাশকত্ব-নিবন্ধন "আত্মনি বিভাগঃ সিদ্ধঃ"। যদিচ আশ্রয়-বিনাশ-বশে সংযোগ বিনষ্ট হইতে পারে সত্য; কিন্তু আত্মা ও মনের নিত্যত্ব-প্রযুক্ত আত্ম-মনঃ-সংযোগের বিনাশ-হেতু আশ্রয়-বিনাশের সম্ভাবনা না থাকায়, সংযোগ-বিনাশক-রূপে বিভাগ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে, নিত্য আত্মা স্থিত হইলে, নিত্যাত্ম-দর্শী পুরুষ-প্রবর আত্ম-সাক্ষাৎকার-সঞ্জাত, বাক্য-কলাপ-সাহায্যে অবর্ণনীয়, আত্মনিবেশিত সুতরাং সমাধি-সাধনাভ্যাসে নির্ধূত-মল-চিত্তে সমাস্বাদনীয় সুখের তৃষ্ণায় পরিপ্লুত হইলে, তাঁহার সুখ-সাধন-সমূহে রাগ এবং দুঃখ-সাধন-নিকরে প্রদ্বেষ উপস্থিত হইতে পারে এবং উক্তরূপে

সমুদিত-রাগ ও দ্বেষ হইতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পুনঃ সংসার-দুঃখ-দুর্দ্দশার আবির্ভাবে অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গ সর্ব্বথা অপরিহরণীয়। অপিচ উক্ত প্রক্রমানুসারে অনির্ম্মোক্ষ প্রসক্ত হইলে, "গৌরোঽহং," "কৃষ্ণোঽহং," "স্থূলোঽহং," "কৃশোঽহং," ইত্যাদি-মিথ্যা-জ্ঞানের অপায়ে রাগ-দ্বেষ-মোহাদি-দোষ-সকলের নাশ, দোষাপায়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম-স্বরূপা প্রবৃত্তির অপায়, প্রবৃত্তির অপায়ে পুনর্দ্দেহ-প্রাপ্তি-রূপ জন্মের অপায়, এইরূপ পাঠক্রম অনুসারে উত্তরোত্তরের হেতুনাশাধীন নাশ হইলে, তৎপদ-পরিগৃহীত প্রবৃত্তিরূপ হেতুর অনন্তর ভূত জন্মরূপ কার্য্যের অপায় বশতঃ দুঃখপ্রধ্বংসরূপ অপবর্গ হইয়া থাকে," এতদর্থক আচার্য্য গৌতম-প্রণীত ন্যায়োপ-বৃংহিত "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়া-দপবর্গঃ" এই সূত্রের প্রামাণ্য কোনরূপেই দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। কিঞ্চ উক্তরূপ-দোষ-পরিজিহীর্ষা-বশে নৈরাত্ম্য-পক্ষ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইলে, নৈরাত্ম্যপক্ষে যখন "অহমেব নাস্মি," তখন কাহার সুখ-তৃষ্ণা বা দুঃখ? এইরূপে অনাস্থা সমাগতা হইলে, সর্ব্বত্র রাগ-দ্বেষ-রহিত পুরুষ-প্রবর-ধৌরেয়ের প্রবৃত্ত্যাদির অভাব আগত হওয়ায়, অপবর্গ সুঘটিত হইতে পারে। অতএব নৈরাত্ম্য-পক্ষাশ্রয়ণই সর্ব্বথা সুপ্রশস্ত। উক্তরূপে বিবৃতা আশঙ্কার অপাকরণার্থ আমরা বলিব, না, প্রাগুক্ত অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গ-পরিহারার্থ নৈরাত্ম্য-পক্ষাবলম্বন প্রশস্ত নহে। কারণ, নিত্যাত্মদর্শী সাধকশ্রেষ্ঠেরও বিষয়-দোষ-দর্শন-প্রযুক্ত বৈরাগ্যোৎপত্তি-দ্বারা মোক্ষোপপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, বিষয়-দোষ-প্রদর্শন-পুরঃসর বৈরাগ্যোৎপত্তি-প্রকার-প্রদর্শন করিতে হইলে, অকাণ্ডে প্রকাণ্ড-বৈরাগ্য-কাণ্ডের অবতারণা করিতে হইবে; পরন্তু এ স্থলে ঐরূপ বৈরাগ্য-প্রকরণের প্রারম্ভ অনেকের মতে অসঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে। অতএব মূলতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৈরাগ্য-তত্ত্বাধিগমেচ্ছু বিদ্যারসিক শাস্ত্রার্থ-কুশল পাঠক-গণ মৎ-প্রণীত-পদ্যাত্মক-বৈরাগ্য-শতকানুবাদ ও গদ্যাত্মক বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভ পাঠ করিলে, পরম-পরিতৃপ্তি-লাভে সমর্থ হইবেন,

এতাবন্মাত্র কথন করিয়া, আত্ম-নিরূপণ-প্রকরণের পরিসমাপ্তি করিতেছি, ইত্যলম্।

শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-প্রবন্ধে "অভ্যর্হিতং পূর্ব্বং", এই ন্যায়াবলম্বনে প্রধানত্ব-প্রযুক্ত প্রথমতঃ আত্ম-স্বরূপ কথন করিয়া, আত্ম-নিরূপণের অনন্তর মনো-নিরূপণের অবসর উপস্থিত হওয়ায়, আমি এক্ষণে মনঃস্বরূপ-নির্ণয়-বিষয়ে যত্ন-পরায়ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া, পাঠকগণের প্রণিধান ও ধৈর্য্য প্রার্থনা করিতেছি। মনের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বলিতে হইবে যে, মনস্ত্ব-যোগ বা মনস্ত্বাভিসম্বন্ধ-বশেই মনের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ মনঃ এইরূপ ব্যবহার-সাধনার্থ ইতর-দ্রব্য-আদি সকলকে অপেক্ষা করিয়া, বৈধর্ম্ম্য অথচ সাধর্ম্ম্যকল্পে মনস্ত্ব-লক্ষণ মনের অসাধারণ ধর্ম্ম কথিত হওয়ায়, তৎসাহায্যেই মনের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে। উক্ত মনস্ত্ব-রূপ-সম্ভাবিত-সামান্য মনো-ব্যক্তি-সকলের ভেদ স্থিত হইলে, অনুমান দ্বারা বিজ্ঞেয়। যে সকল ব্যক্তি সমানগুণকার্য্য, তাদৃশ-ব্যক্তি-সমূহেই পর-সামান্যের যোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যেমন ঘটাদি-ব্যক্তি সমান-গুণ-কার্য্যত্ব-প্রযুক্ত পর-সামান্যশালিনী, সেইরূপ মনো-ব্যক্তি-সকলও সমান-গুণ-কার্য্যত্ব-নিবন্ধন পর-সামান্য-যোগী জানিতে হইবে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, মনঃ যদি সিদ্ধ হয়, তবে মনের ধর্ম্ম-নিরূপণ ন্যায্য হইতে পারে; পরন্তু "অসিদ্ধে মনসি" মনের ধর্ম্ম-নিরূপণ সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে? অনেকেই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তর-প্রদান করিতে হইলে, মনের সদ্ভাবে প্রমাণ-প্রদর্শন করিতে হইবে। মনের সদ্ভাবে প্রমাণ যথা—আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সান্নিধ্য-সত্বেও জ্ঞান ও সুখদুঃখাদির অভূত্বা উৎপত্তি-দর্শন হেতু কারণান্তর অনুমিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মার বিভুত্ব-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত যুগপৎ-সম্বন্ধ সিদ্ধই রহিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়-সকলেরও সন্নিহিত অর্থ বা বিষয়-সমূহের সহিত সন্নিকর্ষ হইতেছে। পরন্তু প্রত্যক্ষের প্রতি অত্যাবশ্যক আত্মেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ও ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকা সত্বেও, একটী বিষয় যখন প্রতীয়মান হইতেছে,

তৎকালে বিষয়ান্তরে জ্ঞান-সুখাদির উৎপত্তি দেখা যায় না, অথচ পূর্ব্বে যে বিষয় প্রতীত হইতেছিল, তাহার উপরম হইলে, বিষয়ান্তরে জ্ঞান-সুখাদির উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। অতএব উক্ত-রূপে আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকা সত্ত্বেও, জ্ঞানের ভাব এবং অভাব যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন তথাবিধ-দর্শন-বশতই আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষাতিরিক্ত কারণান্তর অবশ্যই অনুমিত হইতে পারে, যাহার সন্নিধান-হেতু জ্ঞান-সুখাদির উৎপত্তি এবং অসন্নিধান-বশতঃ জ্ঞান-সুখাদির অনুৎপত্তি সম্ভবপরা হয়।

এই বিষয়টী আমি আর একটু বিশদ করিয়া বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। মনে কর, এই শ্রীশিব-মহিম-বিকাশগ্রন্থের ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদে অর্ব্বাচীন-পদ-প্রদর্শিত পার্ব্বতী-পরিশোভিত পরমেশ্বরের বিশ্ববিমোহন-যুগল-রূপে তোমার মনটী পড়িয়া রহিয়াছে। তুমি কোন একটী নির্জ্জন-গৃহে অথবা কোন নিবিড়-বন-প্রদেশে তরুতলে সমাসীন, তোমার নেত্র-যুগল প্রেমাশ্রুভারে ভাসমান অথচ বিস্ময়-বিস্ফারিত, তুমি রোমাঞ্চিত-কলেবরে এক-প্রাণে এক-ধ্যানে নিমগ্ন, ঐরূপ অবস্থায় তুমি বন-দেবীর অপূর্ব্ব-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছ না, অশেষবিধ-পাদপের প্রস্ফুটিত-সুগন্ধপূর্ণ অশেষবিধ-পুষ্পের সৌরভ তোমার মনঃ ও প্রাণকে মাতাইতে পারিতেছে না, কোকিলকুলের কলতান, অথবা শ্বেত-পারাবত-নিঃস্বন, কিম্বা শুক-বাক্য-কলারাব তোমার কর্ণকুহরে অমৃত-মধুর-সুধা-ধারা-বর্ষণ করিতেছে না, বনমৃগগণ তোমার গাত্রে গাত্র-ঘর্ষণ করিয়া, কণ্ডূয়ন-সুখ অনুভব করিতেছে; অথচ তুমি জানিতে পারিতেছ না; তুমি চাহিয়া আছ; কিন্তু রূপ-দর্শন নাই, তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে, গন্ধগ্রহণ নাই, কর্ণ আছে, শব্দ-শ্রবণ নাই, এক কথায় এই সংসার-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা তোমার সম্মুখে সম্পূর্ণ-রূপে উন্মুক্তা, অথচ তোমার অভিনয়-দর্শন ঘটিতেছে না। বল দেখি ভক্ত সাধক! তোমার উক্তরূপা অবস্থা কখনও ঘটিয়াছে কি না? যদি বহু-জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে কখনও তোমার ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তবে তোমাকে প্রশ্ন করিব, বল দেখি, কেন এমন ঘটে?

যদি বল, আমি আমার ইষ্টদেবতার চরণ-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, সেই জন্য ঐ সকল সম্মুখস্থ বস্তুও আমার প্রত্যক্ষ-গোচর হয় নাই, তবে আমি বলিব, যখন প্রত্যক্ষের প্রতি অত্যাবশ্যক আত্মেন্দ্রিয়সম্বন্ধ অথবা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ থাকা সত্ত্বেও, তোমার সম্মুখস্থ-বস্তু প্রত্যক্ষ-গোচর হইতেছে না, বা তোমার অভিনয়-দর্শন ঘটিতেছে না, তখন আত্মেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বা ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ হইতে অতিরিক্ত আর একটী এমন বস্তু প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক, যাহার অভাবে বিষয়ান্তর-প্রতীতিকালে তোমার সম্মুখস্থ বিষয়ান্তরের প্রত্যক্ষ হয় না এবং পূর্ব্ব-প্রতীয়মান-বিষয়ের উপরম হইলে, যাহার সদ্ভাব-প্রযুক্ত পুনরপি বিষয়ান্তরে জ্ঞান-সুখাদির উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব এইরূপ অনুমান অবতীর্ণ হইতে পারে যে, কেবল আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষমাত্রই কার্য্যোৎপত্তিবিষয়ে কারণ নহে, কিন্তু কারণান্তর-সাপেক্ষ আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই কার্য্যোৎপত্তির প্রতি কারণ, যেহেতু কেবল আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ স্বয়ং সদ্ভাবসম্পন্ন হইলেও তন্ত্বাদি দৃষ্টান্তে কার্য্যের অনুৎপাদক দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ তন্ত্বাদিকারণ সকল যেমন স্বয়ং সদ্ভাবসম্পন্ন হইলেও তুরীবেমাদি কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া বস্ত্রাদিকার্য্যোৎপাদে সমর্থ নহে, সেইরূপ কারণান্তরনিরপেক্ষ আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষও কার্য্যানুৎপাদকত্ব প্রযুক্ত অবশ্যই কারণান্তরের অপেক্ষা করিয়া থাকে। অতএব আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ স্বয়ং সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়াও যে অপেক্ষণীয়বস্তুর অভাবে কার্য্যোৎপাদে সমর্থ হইতেছে না, সেই অপেক্ষণীয় মনের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

যদি প্রশ্ন হয় যে, আত্মার বিভুত্বপ্রযুক্ত যুগপৎ ইন্দ্রিয় সকলের সহিত সম্বন্ধ ও সন্নিহিত অর্থসমূহের সহিত ইন্দ্রিয়সকলের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের প্রতি এই দুইটী প্রধান কারণ থাকিলেও, একটী বিষয়ের প্রতীয়মানতাবস্থায় বিষয়ান্তরে জ্ঞান-সুখাদির অনুদয় এবং প্রথম-প্রতীত-বিষয়ের উপরমে জ্ঞানসুখাদির সমুদয়-দর্শন-হেতুক আত্মেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষাতিরিক্ত তথাবিধ কারণান্তর-কল্পনা করিবার আবশ্যক কি আছে? যাহার সন্নিধান, বা অসন্নিধান-বশে জ্ঞান-সুখাদির

উৎপত্তি, কিম্বা অনুৎপত্তি অবধৃতা হইতে পারে, ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সহিত ব্যাপকত্ব-নিবন্ধন আত্ম-সম্বন্ধ-স্বীকার করিলেও যে বিষয়ান্তরে জ্ঞান-সুখাদির উৎপত্তি দৃষ্টা হইতেছে না, তাদৃশ-বিষয়ের সহিত তৎকালে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই, এইরূপ স্বীকার করিলে ত আর কারণান্তর-কল্পনা করিবার আবশ্যক হয় না; সুতরাং পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, একার্থোপলব্ধিকালে অর্থাৎ একটী বিষয়ের প্রতীয়মানতাবস্থায় অনুপলভ্যমান-অর্থান্তরের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? তবে উত্তরে আমরা বলিব, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান-সন্নিধিই একমাত্র প্রমাণ। অর্থাৎ উপলভ্যমান-গন্ধাদি যেমন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূত-নাসিকাদির সন্নিহিতত্ব-প্রযুক্ত ঘ্রাণাদি-কর্তৃক সন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সুবর্ণ-বর্ণ-বিকসিত-চম্পকাদি-কুসুমের রূপোপলব্ধিকালে "গন্ধাদয়োঽপি ঘ্রাণাদিভিঃ সন্নিকৃষ্যন্তে"। কারণ, গন্ধাদি ঘ্রাণাদি-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-সন্নিহিত। অতএব একার্থোপলব্ধিকালে অনুপলভ্যমান অর্থান্তরের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ নাই, এইরূপ বাক্য নিতান্ত নিরর্থক।

পুনশ্চ, প্রমাণান্তর-কীর্ত্তনাবসরে আমরা বলিব, শ্রোত্রাদির অব্যাপার-কালে স্মৃতির উৎপত্তি-দর্শন-হেতুক বাহ্যেন্দ্রিয়াতিরিক্ত-করণান্তর অনুমিত হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধাদি-জ্ঞান-দৃষ্টান্ত অবলম্বনে জ্ঞানত্ব-হেতুবশে স্মৃতি যে ইন্দ্রিয়জন্যা, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায়; পরন্তু শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়গণ এই স্মৃতির করণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ, বধিরাদিরও শ্রোত্রাদিব্যাপারের অভাব সত্ত্বেও, স্মৃতির উৎপত্তি দৃষ্টা হইতেছে। অতএব এই স্মৃতির ইন্দ্রিয়রূপ যে করণ, তাহা-কেই মনোরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অপিচ, কেবলই যে পূর্ব্বোক্ত কারণ-বশতই কারণান্তরের অনুমান করিতে হইবে, এমন নহে, কিন্তু চক্ষুরাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা অগৃহীত অথচ রূপাদি অপেক্ষাবশে সুখাদি-গ্রাহ্যান্তরের সদ্ভাব-প্রযুক্তও কারণান্তরের অনুমান করিতে হইবে। অত্রাপি তাৎপর্য্য এই যে, রূপাদি-প্রতীতি যেমন অপরোক্ষ-প্রতীতিত্ব-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়জন্যা, সেইরূপ অপরোক্ষ-প্রতীতিত্ব-হেতু-বশে সুখাদি-প্রতীতিরও ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব

বাহ্য-চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-সাহায্যে অগৃহীত অথচ গ্রাহ্যান্তর-ভাবাপন্ন-সুখাদির অপরোক্ষ-প্রতীতি যে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে স্বরূপ-লাভ করে, সেই ইন্দ্রিয়ই অবশ্যই মনোরূপে অঙ্গীকরণীয়। কারণ, সুখাদির অপরোক্ষ-প্রতীতি-জননে চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-নিচয়ের ব্যাপারাভাব সর্ব্বজন-সম্মত।

উক্তরূপে মনো-লক্ষণ অন্তঃকরণ সিদ্ধ হইলে, এক্ষণে মনের গুণ-প্রতিপাদন আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। মনের গুণ যথা ঃ- —সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার। এই সংখ্যাদি অষ্ট-গুণ-যোগও ইতর-দ্রব্যাপেক্ষা মনের বৈধর্ম্ম্য জানিতে হইবে। সংখ্যা-সদ্ভাব কথন করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, প্রযত্ন ও জ্ঞানের অযৌগপদ্য-বচন-বলে প্রতি শরীর মনের একত্ব সিদ্ধ হই-তেছে। অর্থাৎ প্রতি শরীর মনঃ এক, অথবা অনেক, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, সূত্রকার-মহর্ষি-কণাদ বলিয়াছেন যে, "প্রযত্নাযৌগ-পদ্যাৎ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চ প্রতিশরীরমেকং মনঃ"। অতএব উক্ত মহর্ষি-প্রণীত-সূত্র-বচন-বশেই প্রতিশরীর মনের একত্ব অবগত হওয়া যাই-তেছে। যাদ প্রতি শরীর মনের বহুত্বই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, নিশ্চিতই আত্ম-মনঃ-সংযোগ-সকলের বহুত্ব-প্রযুক্ত যুগপৎ বহুজ্ঞান ও বহুপ্রযত্ন সম্ভবপর হইতে পারে। পরন্তু একোপলম্ভ-ব্যাসক্তপুরুষ দ্বারা তৎকালে বিষয়ান্তরের উপলম্ভ না হওয়ায় এবং নিবৃত্ত-ব্যাসঙ্গ-পুরুষ-কর্ত্তৃক কালান্তরে বিষয়ান্তরের উপলম্ভ সাধিত হওয়ায়, জ্ঞান-সকলের ক্রমই দৃষ্ট হইতেছে, এ কথা আমি মনোনিরূপণোপক্রমে পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এইরূপ একত্র প্রযতমান পুরুষের অন্যত্র ব্যাপারাভাব এবং সেই পুরুষেরই পূর্ব্বক্রিয়া সমাপ্তা হইলে, অপরত্র ব্যাপার-সদ্ভাব দৃষ্ট হওয়ায়, প্রযত্ন-সকলেরও ক্রমোৎপাদই অবশ্য স্বীকরণীয়। অতএব প্রযত্ন ও জ্ঞানের অযৌগপদ্য-নিবন্ধন মনঃ যদি এক হয়, তাহা হইলেই, মনের একত্ব-প্রযুক্ত নিশ্চিত একদা একমাত্র সংযোগ-বশতঃ একমাত্র-জ্ঞান ও একমাত্র-প্রযত্ন উপপন্ন হইতে পারে। অন্যথা যদি প্রত্যেক শরীরে বহু মনঃ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, জ্ঞান ও প্রযত্ন-সকলের যৌপপদ্য-হেতুক এককালে

নানাবিধ-প্রযত্ন ও নানাবিধ-জ্ঞান উৎপন্ন হইত এবং যেমন নানা-ব্যক্তির মনো-ভেদে মত-ভেদ উপস্থিত হয়, সেইরূপ একই ব্যক্তির এককালে মনো-ভেদ-বশতঃ মত-ভেদ হইতে পারিত, কিম্বা একদা একমাত্র বিষয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আত্ম-প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইত; পরন্তু তাহা কখনও দৃষ্টচর নহে।

যদি বল, ক্বচিৎ অর্থাৎ নর্ত্তকীর কর-চরণ ও অঙ্গুলী আদি অবয়বে যুগপৎ কর্ম্ম-দর্শন প্রযুক্ত যুগপৎ বহুবিধ-প্রযত্ন উৎপন্ন হইতে পারে, তবে আমরা বলিব, ঐরূপ যুগপদভিমান অন্যথাও উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। অর্থাৎ অলাত-চক্রবৎ আশুভাব বা শীঘ্র-সঞ্চার বশতই উক্তরূপ যৌগপদ্য অভিমান সুসঙ্গত; পরন্তু তথাবিধ-স্থলে যৌগপদ্য কোনরূপে তাত্ত্বিক বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, একত্র যাদৃশ কার্য্য-ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্থলান্তরেও তথাবিধ-কারণের পূর্ব্বানুরূপ-সামর্থ্যেরই অনুমান করা যুক্তিযুক্ত। মনের একত্ব-নিবন্ধন যদি একদা একমাত্র আত্ম-মনঃসংযোগে এক-মাত্র জ্ঞান ও এক-মাত্র প্রযত্ন স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, "দ্বাবিমাবর্থৌ," "পুষ্পিতাস্তরবঃ," ইত্যাদি স্থলে অনেকার্থ-প্রতিভাস কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? এবং কেমন করিয়াই বা স্বীয় শরীরের সহ প্রেরণ ও ধারণ সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, "দ্বাবিমাবর্থৌ", "পুষ্পিতাস্তরবঃ", ইত্যাদি-স্থলে অনেকার্থ-প্রতিভাস সর্ব্বথা উপপন্ন। কারণ, অর্থ-সমূহালম্বন-এক-জ্ঞানের প্রতিষেধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধিভেদ হইলেই, এক-জ্ঞানে অনেকার্থ-প্রতিভাস নিষিদ্ধ-মধ্যে গণ্য হইতে পারে। যেহেতু বুদ্ধি-সকলের একৈকার্থ-নিয়তত্ব সিদ্ধান্ত-সম্মত। অতএব যেমন অনেক-বিষয়ক এক-জ্ঞান উপপাদিত হইল, সেইরূপ শরীরের প্রেরণ ও ধারণ এক-মাত্র-প্রযত্ন-বিশেষ হইতেই উপপন্ন হইতে পারে; সুতরাং শরীরের প্রেরণ এবং ধারণ-কারণীভূতা ইচ্ছা ও প্রযত্ন যে একমাত্র, এ বিষয়ে কিছুই দুরুপপাদনীয় নহে।

উপরিতন-গ্রন্থে প্রযত্ন ও জ্ঞানের অযৌগপদ্য-বচন-বশে প্রতি শরীর মনের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উক্ত একত্ব-সিদ্ধি-নিবন্ধন

সংখ্যানুবিধানবশেই মনের পৃথকৃত্ব-গুণও সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ তদভাব-বচন-বলে মনের অণু-পরিমাণ অবগত হইতে হইবে। অর্থাৎ "বিভবান্মহানাকাশস্তথা চাত্মা" এই সূত্রে আকাশ ও আত্মার পরম-মহত্ত্ব-বিনা অনুপপদ্যমান-সর্ব্ব-মূর্ত্ত-সংযোগিত্ব-লক্ষণ বিভুত্ব-কথন করিয়া, অনন্তর মহর্ষি-কণাদ "তদভাবাদণু মনঃ" এইরূপ কথন করিয়াছেন। অতএব সর্ব্ব-মূর্ত্তসংযোগিত্ব-রূপ-বিভুত্বের অভাব-বচন-বশেই মনের অণু-পরিমাণ সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, নিত্য-দ্রব্য-গত-বিভবাভাবের অণু-পরিমাণত্বাব্যভিচার সর্ব্ব-তীর্থ-কার-সম্মত। কিঞ্চ, মনের বিভবাভাব অর্থাৎ বিভুত্বাভাব যুগপৎ জ্ঞানের অনুৎপত্তি-সমর্থন-দ্বারা পূর্ব্বে সমধিগত হইয়াছে। পুনশ্চ, মনঃ যদি বিভু হইত, তাহা হইলে, যুগপৎ সমস্ত-ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ-প্রযুক্ত সমকালে চক্ষুরাদি-সন্নিকৃষ্ট-রূপাদি-বিষয় সকলে জ্ঞানযৌগপদ্য অবশ্যম্ভাবী হইত। একেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-ঘটাদি-বিষয় সকল মনোঽধিষ্ঠিত চক্ষুরিন্দ্রিয়-সাহায্যে যুগপৎ সন্নিকৃষ্ট হইলে, ঐ সকল-বিষয়ে যুগপৎ বহুজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় যে, আত্মার ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিহিতার্থে জায়মানসন্নিকর্ষ-সমূহের যৌগপদ্য-নিবন্ধনও পূর্ব্বোক্ত-রীতি অনুসারে যুগপৎ বহুজ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ায়, তৎ-প্রযুক্তই একটীমাত্র আত্ম-মনঃ-সংযোগের যুগপৎ অনেক-জ্ঞানোৎপাদনে সামর্থ্যের অভাব কল্পনা করিব, সুতরাং মনোঽধিষ্ঠিত চক্ষুরিন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট একেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-ঘটাদিবিষয়-সমূহে যুগপৎ বহুজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা হইলেও, অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইতেছে। কেন না, একটীমাত্র আত্মমনঃ-সংযোগের যুগপৎ অনেক-জ্ঞানের উৎপাদনে যদি সামর্থ্যাভাব উত্তরবচনরূপে অঙ্গীকৃত হয়, তবে মনের বিভুত্ব-পক্ষেও উক্তরূপ-পরিহার সমানভাবে পরিগৃহীত হইতে পারে; সুতরাং মনের অণুত্ব-স্বীকারে কোনরূপ আবশ্যক পরিলক্ষিত হইতেছে না; অথচ সূত্রকার বলিয়াছেন, "তদভাবাদণু মন ইতি"।

অতএব মনের অবিভুত্ব-সমর্থন-কল্পে অবশ্যই যুক্ত্যন্তর-কীর্ত্তন করা উচিত বিবেচনায় যুক্ত্যন্তর কীর্ত্তন করিতেছি। মনঃ অবশ্যই অণু

স্বীকার্য্য। কারণ, অণুত্ব-বৈপরীত্যে মনের যদি বিভুত্বই অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে, আত্মা ও মনের বিভুত্ব-প্রযুক্ত পরস্পরসংযোগের অভাব হইলে, অসমবায়ি-কারণের অভাব বশতঃ, আত্ম-গুণ জ্ঞানসুখাদির অনুৎপত্তি-প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। যদি আত্মার্থ-সংযোগের অসমবায়িকারণত্ব স্বীকার করা হয়, তবে অর্থদেশেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, অসমবায়ি-কারণের অব্যবধানেই প্রদেশবৃত্তি গুণ সকলের উৎপাদ হইয়া থাকে। আর যদি আত্মেন্দ্রিয়-সংযোগের অসমবায়ি-কারণত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও, শব্দজ্ঞানের অনুৎপত্তিপ্রসঙ্গ কে নিবারণ করিবে? কারণ, বিভু আকাশাত্মক শ্রোত্রের সহিত বিভু আত্মার সংযোগ ত হইতে পারে না। অথচ প্রত্যয়ের বহির্দ্দেশ-বৃত্তিতা, অথবা শব্দ-জ্ঞানের অনুৎপাদ অভিলষণীয় নহে। অতএব আত্মার্থ-সংযোগ, কিম্বা আত্মেন্দ্রিয়-সংযোগের অসমবায়িকারণত্ব প্রতিষিদ্ধ হইলে, পরিশেষে আত্ম-মনঃ-সংযোগেরই অসমবায়ি-কারণতা ব্যবস্থিতা হইতেছে। কিন্তু, উক্ত অসমবায়ি-কারণত্ব মনের ব্যাপকত্বাঙ্গীকারে সম্ভবপর নহে; একারণ জ্ঞান-সুখাদির অনুৎপত্তিই অবধৃতা হইতেছে। অথচ জ্ঞান-সুখাদির উৎপত্তি নিবর্ত্তন-যোগ্যা নহে। অতএব জ্ঞান-সুখাদির অস্তিত্ব-সম্পন্ন উৎপাদই মনের বিভুত্ব নিবর্ত্তন করিতেছে।

প্রাক্তন-গ্রন্থে মনের সংখ্যা, পরিমাণ ও পৃথক্ত্ব-লক্ষণ-গুণযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্প্রতিতন-গ্রন্থে অবশিষ্ট সংযোগ-বিভাগাদি-গুণ-পঞ্চকের যোগ-প্রদর্শনে চেষ্টা করিব। তন্মধ্যে অপসর্পণ এবং উপসর্পণ-বচন-বশে মনের সংযোগ-বিভাগ-গুণ সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ প্রাণ ও মনের কর্ম্ম যদি প্রযত্ন-নিমিত্তক হয়, তাহা হইলে, প্রাণ ও মনঃ যখন মরণাবস্থায় উপস্থিত হইয়া, অপসর্পণ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তর হইতে বহির্গমন এবং দেহান্তরোৎপত্তি-সময়ে নব-দেহে পুনঃ উপসর্পণ অর্থাৎ প্রবেশ করে, তৎকালে প্রযত্নাভাব-প্রযুক্ত উক্ত অপসর্পণ ও উপসর্পণ এতদুভয়ই অনুপপন্ন হইতেছে। তথা অশিত, ভুক্ত ও পীত পানীয়াদির ও শরীরাবয়বোপচয়-হেতু সংযোগের জনক যে কর্ম্ম, অথবা গর্ভবাস-দশায় সংযোগ-বিভাগ-জনক যে কর্ম্ম, ঐ সকল কর্ম্মেরই বা উৎপত্তি হইবে

কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ মহর্ষি-কণাদ সূত্র-প্রণয়ন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন, "অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তর-সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি ইতি"। তাৎপর্য্য এই যে, দেহারম্ভক-কর্ম্ম-ক্ষয়ে দেহ হইতেই প্রাণ ও মনের উৎক্রমণ এবং উপসর্পণ অর্থে দেহান্তরোৎপত্তি-কালে নব-কলেবরে প্রাণ বা মনের প্রবেশন, তথা অশিত-পীতাদি-সংযোগ-হেতুভূত কর্ম্ম, তথা কার্য্যান্তর অর্থাৎ গর্ভ-শরীর-সংযোগ-হেতু-ভূত কর্ম্ম এবং "ইতিকার-"সংসূচিত-ধাতু-মল-কর্ম্ম, এই সমস্ত কর্ম্মই অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাসমবায়িকারণক জানিতে হইবে, পরন্তু প্রযত্নকারণক নহে। যেহেতু উক্ত সূত্র-সাহায্যে মনের পূর্ব্বশরীর হইতে অপসর্পণ এবং উত্তরকালে শরীরান্তরে উপসর্পণাদি অদৃষ্ট-কারিত উক্ত হইয়াছে, অতএব অপসর্পণ-উপসর্পণ-বচন-বশেই মনের সংযোগ-বিভাগ-গুণ সিদ্ধ হইতেছে।

এইরূপ মূর্ত্তত্ব-প্রযুক্ত পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কারের সিদ্ধি জানিতে হইবে। অর্থাৎ বিভবাভাব প্রযুক্ত মনের যদি মূর্ত্তত্ব সিদ্ধ হয়, তবে লব্ধাবসর-মূর্ত্তত্ব হইতেই ঘটাদির ন্যায় মনেরও পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ অর্থাৎ বেগাখ্য-সংস্কার-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। অপিচ "দ্রব্যারম্ভশ্চ-তুর্ষু স্যাৎ"; পরন্তু এই মনঃ অস্পর্শবত্ত্ব প্রযুক্ত কোন দ্রব্যের আরম্ভক নহে। আত্মা যেমন শরীর হইতে অন্য হইয়া, সর্ব্ব-বিষয়-জ্ঞানোৎ-পাদকত্ব-হেতুবশে অস্পর্শবান্ সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন, সেইরূপ মনঃও শরীর হইতে অন্যত্ব-সম্পন্ন হইয়া, সর্ব্ববিষয়-জ্ঞানোৎপাদকত্ব-প্রযুক্ত নিশ্চিতই অস্পর্শবৎ সিদ্ধ হইতেছে। অতএব অস্পর্শবত্ত্বনিবন্ধন আত্মা যেমন সজাতীয়-দ্রব্যের অনারম্ভক, সেইরূপ মনঃও নিশ্চিতই সজাতীয়-দ্রব্যের আরম্ভক হইতে পারে না। কিঞ্চ, ক্রিয়াবত্ত্ব-নিমিত্ত-বশতঃও মনের মূর্ত্তত্ব অবগত হওয়া যায়। যদিচ অণুত্ব-প্রতিপাদন-বশেই মনের মূর্ত্তত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি বিস্পষ্টার্থ পুনরপি মনের মূর্ত্তত্ব প্রতি-পাদিত হইলে, দোষের কারণ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। এই যে অষ্টবিধ গুণ-সমন্বিত মনঃ নিরূপিত হইল, এই মনঃ স্বয়ং অজ্ঞ অর্থাৎ অচেতন। কারণ, মনের অজ্ঞত্ব যদি স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে,

সাধারণ-বিগ্রহবত্ত্ব-প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। অর্থাৎ মনঃ যদি জ্ঞাতা হয়, তবে জ্ঞাতা জীবাত্মা ও মনঃ এতদুভয়েরই এই শরীর সাধারণ উপভোগায়তন হইতে পারে, পরন্তু এইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ, একাভি-প্রায়ানুরোধে এই শরীরের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সর্ব্বদা পরিদৃষ্টা হইতেছে, অতএব মনঃ অজ্ঞ। মনশ্চৈতন্য পূর্ব্ববতন গ্রন্থে নিষিদ্ধ হইলেও প্রক্রম-বশে পুনরপি এই মনের অজ্ঞত্ব কীর্ত্তিত হইল। উক্তরূপে মনের অজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইলে, করণ-ভাব-প্রযুক্ত মনঃ যে পরার্থ অর্থাৎ পরকীয় উপভোগের সাধন মাত্র, তাহা বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। পুনশ্চ, এই মনঃ গুণবত্ত্ব-প্রযুক্ত পৃথিব্যাদিবৎ দ্রব্য-পদার্থমধ্যে পরি-গণিত। কিঞ্চ, এই মনঃ প্রযত্ন ও অদৃষ্ট-পরিগ্রহবশে আশু-সঞ্চরণশীল, ইহাও অবশ্য দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য্য এই যে, ইচ্ছা-দ্বেষ পূর্ব্বক অথবা জীবন-পূর্ব্বক প্রযত্ন দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া, মনঃ একস্থান হইতে স্থানান্তরে আশু-সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তথা অদৃষ্ট-কর্ত্তৃক-পরিগৃহীত হইয়াও এই মনঃ মরণের অনন্তর শরীরান্তরের প্রতি আশুসঞ্চরণ করিতে সর্ব্বথা সমর্থ বা সুকৌশলসম্পন্ন, ইহাও অবশ্য দ্রষ্টব্য। উপসংহারে বৈশেষিক প্রক্রিয়া অনুসারে মনঃ যে নিত্য, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র।

বিবেক-বিকশিত-চেতঃ শাস্ত্রার্থারবিন্দ-মকরন্দ-পানামোদিন্ মহোদয় পাঠকগণ! বোধ করি, আপনারা বিস্মৃত হন নাই যে, "ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং", এই নবমশ্লোকীয় আদিমাংশ-ব্যাখ্যানের অনন্তর "সকলমপর-স্ত্বধ্রুবমিদং", এই দ্বিতীয়াংশের তাৎপর্য্য যথামতি বিবৃত করিয়া, কেবলমাত্র শ্রীশ্রীবিশ্বনাথদেবের শ্রীপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্ব আশ্রয়ে "পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে, সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্", এই দুরবগাহ্য বৃহদ্-বৈশেষিক-বাদাবলম্বনে প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বচরাচর-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ধ্রৌব্য অর্থাৎ নিত্যত্ব এবং অধ্রৌব্য অর্থাৎ অনিত্যত্বের ব্যস্তবিষয়তা বা বিভিন্ন-বিষয়ত্ব-প্রদর্শনে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মকজগদণ্ডকোটরে কোন্টী নিত্য, অথবা কোন্টী অনিত্য, বিভাগশঃ তন্নিরূপণই আমার মুখ্যতঃ উদ্দেশ্য-বিষয়ীভূত। উক্ত অভি-প্রায়ের পূর্ণতা-সম্পাদনার্থ আমি ষট্পদার্থ-বাদী বৈশেষিক অর্থাৎ

যাঁহারা "জগতি" নিত্যত্বানিত্যত্ব বিভাগশঃ কীৰ্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে প্রথমতঃ সংহার-প্রক্রিয়া-প্রদর্শন করিয়া, অনন্তর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-প্রতিপাদন-পূর্ব্বক প্রাধান্য, অথবা উদ্দেশ-প্রকরণে প্রথম-প্রাপ্তি-নিবন্ধন দ্রব্য-পদার্থমাত্রে নিত্যত্বানিত্যত্ব-বিবেচনে যত্ন করিয়াছি। বৈশেষিক-সিদ্ধান্তে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ উৎপন্ন এই মহাভূত-চতুষ্টয় নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পরমাণু-লক্ষণ-পৃথিবী-সলিল-অনল ও অনিল নিত্যরূপে কথিত হইয়াছে। আর শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধকাৰ্য্যরূপ ধরণি, জল, পাবক ও বায়ু অনিত্য-মধ্যে পরিগণিত জানিতে হইবে। দ্রব্যনবকের মধ্যে অবশিষ্ট আকাশ, কাল, দিক্, দেহী ও মনঃ, এই দ্রব্য-পঞ্চক কেবল-নিত্যরূপ। সূত্রকার-মহর্ষি-কণাদ শেষোক্ত দ্রব্য-পঞ্চকের প্রত্যেকটীর নিরূপণ-প্রস্তাবে "দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে", "তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" এইরূপ সূত্র-প্রণয়ন-পূর্ব্বক দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

উপলভ্যমান-স্পর্শাশ্রয়-সাবয়ব-স্থূল-মহাবায়ু পূর্ব্বগ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। এই মহাবায়ু আকাশের ন্যায় পরম-মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট না হওয়ায়, ইহার ন্যূনতা, অথবা আধিক্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। সাবয়ব বায়ুর অবয়ব-সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম-চরম অংশই বায়ু-পরমাণু নামে পরিচিত। এই বায়ু-পরমাণুর যখন আর অবয়ব নাই, তখন নিরবয়ব-বায়ু-পরমাণু কখনই দ্রব্যাশ্রিত বা দ্রব্য-সমবেত হইতে পারে না। যাহা দ্রব্য-সমবেত নহে, তাহা দ্রব্যও নহে, দৃষ্টান্ত যেমন গুণত্বাদি। এইরূপে বায়ু-পরমাণু যদি অদ্রব্য প্রতিপন্ন হয়, তবে বায়ু-পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদি-প্রক্রমে উৎপন্ন মহাবায়ুও দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব বায়ু যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে বায়ুকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিতে হইবে। উক্তরূপা আপত্তি উপস্থিতা হইলে, তৎপরিহারার্থ "অদ্রব্যবত্বেন দ্রব্যং", এই উত্তর-সূত্র অবতীর্ণ হইয়াছে। সূত্রার্থ এই যে, দ্রব্য অর্থাৎ আশ্রয়ভূত-সমবায়ি-কারণ যাহার আছে, তাহাকে দ্রব্যবৎ বলা যায়, এবং যাহা দ্রব্যবৎ নহে, তাহা অদ্রব্যবৎ বা দ্রব্যের অনাশ্রিত। এক নিত্য-দ্রব্য-ভিন্ন

যাবতীয়-পদার্থই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। পরন্তু সাবয়ব-স্থূল-বায়ুর চরমসূক্ষ্ম-শেষ অংশ নিরবয়বত্ব-প্রযুক্ত দ্রব্যাশ্রিত নহে; সুতরাং নিরবয়ব আকাশ দ্রব্যাশ্রিত, বা দ্রব্যসমবেত না হইয়াও, যেমন দ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত, সেইরূপ পরমাণু-লক্ষণ বায়ুও অবশ্যই দ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। অতএব যাহা দ্রব্য-সমবেত নহে, তাহা দ্রব্য নহে, এরূপ অনুমান দুষ্ট, এবং যাহা অদ্রব্যাশ্রিত, তাহা দ্রব্য, এইরূপ অনুমানই নির্দ্দোষ। দৃষ্টান্ত যেমন আকাশ, আত্মা ইত্যাদি। অন্য-পদার্থ-সকলের আশ্রিতত্ব স্বীকৃত হইলেও, নিত্যদ্রব্য-সমূহ হইতে অন্যত্র আশ্রিতত্ব অভিহিত হওয়ায় এবং বায়ু-পরমাণু-দ্বয় হইতে দ্ব্যণুকারম্ভ ও দ্ব্যণুকাদি-প্রক্রমে অবয়বী মহাবায়ুর আরম্ভের উপপাদনীয়ত্ব-প্রযুক্ত অদ্রব্যবত্ব অর্থাৎ দ্রব্যানাশ্রিতত্ব-হেতুবশে পরমাণু-লক্ষণ বায়ু অবশ্যই দ্রব্য-রূপে সমর্থিত হইতেছে। পুনশ্চ পরমাণু-দ্বয়ের ক্রিয়া-ব্যতীত সংযোগ এবং সংযোগ-ব্যতীত দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইতে পারে না। উক্তরূপে দ্ব্যণুক উৎপন্ন না হইলে, ক্রমে মহান্ বায়ুও উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণীভূত বায়ু-পরমাণু অধিকরণে গুণ না থাকিলে, কার্য্য-ভূত বৃহৎ বায়ু অধিকরণে গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। অতএব যখন কার্য্য-ভূত বৃহৎবায়ু উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন মহাবায়ু যখন উপলভ্যমান-স্পর্শাদি-গুণ-বিশিষ্ট, তখন কার্য্য-বায়ুর মূলীভূত সূক্ষ্ম-বায়ু অধিকরণেও ক্রিয়া ও সংযোগাদি-গুণ আছে, জানিতে হইবে। এই গুণ-ক্রিয়ার অস্তিত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াবত্ব ও গুণবত্ব-প্রযুক্ত বায়বীয়-পরমাণু নিশ্চিতই দ্রব্য-পদার্থ।

উক্ত-প্রণালী অনুসরণে বায়বীয়-পরমাণুর দ্রব্যত্ব সাধিত হইলেও, পুনরপি বায়ু-পরমাণুর অনিত্যত্ব আশঙ্কা সমুদিতা হইতেছে। অর্থাৎ ঘটাদিদ্রব্য-পদার্থ যেমন ক্রিয়াবত্ব এবং গুণবত্ত্ব-নিবন্ধন সর্ব্ব-লোক-সমক্ষে অনিত্য-রূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেইরূপ বায়বীয়-পরমাণু যদি ক্রিয়া ও রূপবান্ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে বায়ুপরমাণুরও অনিত্যত্ব আপতিত হইবে না কেন? এইরূপ আশঙ্কার নিরসন-কল্পে সূত্রকার বলিয়াছেন, "অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তমিতি।" উক্তসূত্রের

বিবরণ এইরূপ যে, বায়ু-পরমাণু অদ্রব্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রিত নহে বলিয়া, নিত্য রূপে কথিত হইয়াছে। সাবয়ব-দ্রব্য-মাত্রই সমবায়ি-কারণ ও অসমবায়িকারণ, এতদুভয়ের অন্যতরের নাশ-নিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু পরমাণুর নিরবয়বত্ব-প্রযুক্ত উক্তসমবায়ি-কারণ ও অসমবায়িকারণের একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছে। অতএব বায়বীয়-পরমাণুর ক্রিয়াবত্ত্ব বা গুণবত্ত্ব অবধৃত হইলেও, নিরবয়বত্ব-বশতঃ দ্বিবিধ-বিনাশকেরই অভাব হেতুক বায়ু-পরমাণু কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। ক্রিয়াবত্ত্ব বা গুণবত্ত্ব-নিবন্ধন ঘট-পটাদি-সাবয়ব-দ্রব্যই বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব দ্রব্যানাশ্রিতত্ব-নিবন্ধন নিরবয়ব আকাশ ও আত্মাদি যেমন নিত্য বলিয়া কথিত, সেইরূপ নিরবয়ব-বায়ু-পরমাণুও অবশ্যই নিত্যরূপে বিবেচিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; উক্তরূপে সমর্থিত-বায়ু-পরমাণুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব-দৃষ্টান্ত-সাহায্যে বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণ অবশ্যই স্ব-স্ববুদ্ধি-প্রতিভা-বলে আকাশাদি-পঞ্চকেরও দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। যদিচ বৈশেষিক-দর্শনে সামান্য বিশেষ এবং সমবায়াদিরও নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে প্রাধান্য-প্রযুক্ত কেবল দ্রব্য-পদার্থমাত্রে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিভাগ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল তার্কিক সৎকার্য্য-বাদ ও সর্ব্বক্ষণিকতা-বাদ-লক্ষণ সিদ্ধান্ত-বাক্য-শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া, এই সমগ্র-জগন্মণ্ডলে ধ্রৌব্যাধ্রৌব্য অর্থাৎ নিত্যত্বানিত্যত্বের ব্যস্ত-বিষয়তা বা ভিন্নধর্ম্মবর্ত্তিতা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাদিগের মতে শ্রীপরমেশ্বরদেব কেবলমাত্র অনিত্য-কার্য্য-দ্রব্যেরই উৎপত্তি ও বিনাশ--বিষয়ে নিয়মন করিয়া থাকেন; কিন্তু নিখিল-নিত্য-পদার্থের প্রতি শ্রীপরমেশ্বরদেবের কোনরূপ নিয়ন্তৃত্ব বা প্রভুত্ব নাই। বৈশেষিকাভিপ্রেত এই তৃতীয়-পক্ষ বা স্তুতি-প্রকার-প্রদর্শন-কল্পে আমি যে বিশুদ্ধ-বিবিধ-ন্যায়-মৌক্তিক-প্রকরাকর-দ্রব্য-জলধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিদ্যা-বিনোদী যে কোন বিচক্ষণ-পাঠক এই দ্রব্য-জলধির সেবা করিলে, অবশ্যই পরিস্ফুট-সিদ্ধান্ত-লক্ষণ-বিদ্রুম প্রবাল বা রত্ন-বৃক্ষ-লাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বতন-গ্রন্থে সমানতন্ত্র-সাংখ্য-পাতঞ্জলের সৎকার্য্য-বাদ, সৌগত-দর্শনের সর্ব্বক্ষণিকতা-বাদ এবং ন্যায়-বৈশেষিকের আরম্ভ-বাদ, পরমাণু-কারণ-বাদ, অথবা ধ্রৌব্যাধ্রৌব্য-বাদ যথামতি বিবৃত করিয়াছি। সাংখ্য-পাতঞ্জল-মতানুসারিগণ, সুগত-মতানুবর্ত্তী বৌদ্ধ-গণ এবং ন্যায়-বৈশেষিক-মতানুগ-তার্কিক-গণ তত্তদ্বাদাবলম্বনে স্ব-স্ব-মতানুমত-পরমেশ্বরদেবের স্তুতি করিয়া, আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। স্তুতি অর্থে স্ব-স্ব-প্রিয়-জনের, অভীষ্ট-দেবতার, কিম্বা শ্রীপরমেশ্বরের প্রশংসা-বাক্যে গুণ-কথন, স্বরূপ-বর্ণন, অথবা অলৌকিক, অমানুষিক বীর্য্য-গণনা বুঝিতে হইবে। এই স্তুতি ও নাম-জপ শ্রীপরমেশ্বরানুগ্রহলাভে তৃতীয় সাধন-রূপে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয়-সাধন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সচ্চিদানন্দময়রূপে সত্যজ্ঞান ও অনন্তরূপে, সত্তামাত্র, চিন্মাত্র, আনন্দ-মাত্র, অথবা সর্ব্বাবভাসক-জ্যোতির্ম্ময়রূপে, অনন্তাকারে, অর্থাৎ তৃণ-লতা-পল্লবাদি-বিরহিত-বিপুলায়তন-মরু-প্রান্তরের মধ্যদেশে দণ্ডায়মান মরু-তাপ-সন্তপ্ত পথিক আশ্রয়-লাভের আশায় ব্যাকুল-প্রাণে আকুল-নয়নে পূর্ব্বাদিদিক্-চতুষ্টয়ে অথবা ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে, অনন্ত ঊর্দ্ধে যদি চঞ্চল-দৃষ্টির সঞ্চালন করে, তবে এক অসীম অনন্ত আকাশ-মণ্ডলের আভোগ-ব্যতীত যেমন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, পরন্তু কেবলমাত্র নিঃসীম নীল অনন্ত আকাশমণ্ডল অখণ্ড অনন্ত আকারে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, অথবা উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল-সাগর-তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, যদি তরঙ্গ-সঙ্কুলসমুদ্রের তীরদেশ অতিক্রম করিয়া, সাগরের বিশাল-বক্ষঃস্থলে নয়ন নিপাতিত করে, তবে নিস্তরঙ্গ এক অসীম অনন্ত অপার নীলাম্বুরাশি ভিন্ন অপর কিছুই যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না; পরন্তু কেবলমাত্র নিঃসীম সাগরের বিশাল-বক্ষঃ অখণ্ড অনন্ত আকারে দ্রষ্টার হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ অস্তি ভাতি ও প্রিয়রূপতা-নিবন্ধন সর্ব্বত্র স্থির-চর-সুর-নর নিকরে বিরাজমান, অবাঙ্মনসগোচর-নির্ব্বি-শেষ-পরমব্রহ্মভূত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব-প্রত্যক্-চৈতন্যস্বরূপ, নীরূপ, অখণ্ড, অনন্ত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, আত্মাই আমার স্বরূপ এবং তথাভূত-নিরবয়ব-নিষ্কল আত্ম-স্বরূপ হইতে আমি

অতিরিক্ত নহি, এতাদৃশ অখণ্ডাকার-বৃত্তি-সম্পাদন-রূপ-মানস-ব্যাপার-লক্ষণ-নির্গুণোপাসন-সাহায্যে সাক্ষাৎকারাবসরে নিরন্তরনির্বিবশেষ-ব্রহ্ম-সত্তাবোদ্দীপনে যাঁহারা অসমর্থ, তথাবিধ মন্দাধিকারী মানব-নিবহের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি বহুবিধ-সবিশেষ-ব্রহ্ম-নিরূপণ অর্থাৎ উপনিষৎপ্রসিদ্ধানেকবিধসগুণব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত সগুণ উপাসনার অনুষ্ঠানে, কিম্বা প্রত্যয়ৈকতানতা-লক্ষণ-ধ্যানের আবর্ত্তনেও যাঁহারা অসমর্থ, সেই সকল তৃতীয় শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের জন্য স্তুতি ও নাম-জপের বিধান শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে।

যদিচ বিবেকাদিপ্রধান সাংখ্যাদি-শাস্ত্রে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারে, অথবা নিঃশ্রেয়সাধিগমে অন্য উপায় বিহিত হইয়াছে সত্য; তথাপি সকল-সম্প্রদায়ের সাধক-সত্তম-গণ তত্ত্ব-জ্ঞানের সরসতাসম্পাদনার্থ প্রেম-ভক্তির সমাশ্রয়ে পরমেশ্বর-দেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল শুষ্ক-জ্ঞান-সাহায্যে "বয়ং বিমুক্তাঃ", এইরূপ অভিমান-পরবশ হইয়া, শ্রীপরমেশ্বর-দেবের শ্রীচরণারবিন্দ-বিষয়িণী প্রেমানুরাগ-রূপা ভক্তির অন্তভাব ইচ্ছা করেন, সেই সকল অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি জ্ঞানী অতিকষ্টে পরমপদে আরূঢ় হইয়াও শ্রীভগবচ্চরণাদর-বিরহ-প্রযুক্ত অধঃ-পতিত হইয়া থাকেন। অতএব যতদূর সম্ভব, এমন কি, ভগবতী ভাগীরথীর তীর-দেশে নীর-মাত্র আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বথা সংযতেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণে বিগত-বিষয়-তৃষ্ণ-পুরুষ-কর্ত্তৃক উপগীয়মান, ভব-রোগে ঔষধ-স্থানীয়, অথচ শ্রোতৃ-জনের শ্রবণ-পুট-পেয় এবং মনোঽভিরাম উত্তম-শ্লোক-শ্রীমন্মহেশ্বর-গুণানুবাদ হইতে পশুঘ্ন-ব্যতীত বিবেক-বিচার-কুশল কোন সচেতন-পুরুষের বিরত হওয়া উচিত নহে। কিঞ্চ, ধ্যান-সাধন-সাহায্যে রূপ-চিন্তা এবং স্তবনে গুণানুবর্ণন করিতে হইলে, দ্বৈতবাদাঙ্গী-কার ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই। সুতরাং বেদপ্রতিপাদিত-পরম অদ্বৈত-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ নিম্নস্তরে অবতীর্ণ হইয়া, বিশ্ব-বিমোহিনী-মায়া-দেবীর দুর্জ্ঞেয়লীলা-সংস্কারাঙ্কিত অন্তঃকরণে স্ব-স্ব-মত-প্রবর্ত্তন-বাসনার প্রবল তাড়নায় কিম্বা জীবনিবহের বহু-বিচিত্র-নিজ-নিজ-কর্ম্ম-ফল-

ভোগানুসারিণী-বুদ্ধি-বৃত্তির সংগ্রহার্থ ধ্রুব, অধ্রুব বা ধ্রুবাধ্রুবদ্বৈত-প্রপঞ্চ অবলম্বনে কেহ জন্ম-নিধন-রহিত-সদ্‌ভূত-জগৎ স্বীকার পূর্ব্বক অসতের উৎপত্তি ও সতের বিনাশ সম্ভবপর না হওয়ায়, উৎপত্তি ও বিনাশ-শব্দ দ্বারা আবির্ভাব ও তিরোভাব অভিলক্ষিত করিয়া, সমগ্র-ধ্রুব-জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবে শ্রীপরমেশ্বর-দেবের নিয়মনকর্ত্তৃত্ব বা প্রভুত্ব-কীর্ত্তন-পুরঃসর স্তুতি করিয়াছেন। কেহ বা অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্বলক্ষণ সত্ত্বাঙ্গীকারপক্ষে বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় সমর্থ-ভাবের ক্ষেপাযোগ-নিবন্ধন তথাবিধ সত্ত্ব বিলম্বে উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়া, এক-ক্ষণে সর্ব্বার্থক্রিয়া পরিসমাপ্তা হইলে, উত্তরক্ষণে অসত্ত্বাপাত অনিবার্য্য হওয়ায় এবং উক্তরূপে সতের স্থিরত্ব সম্ভবপর না হওয়ায়, শ্রীপরমেশ্বরেরও ক্ষণিক-বিজ্ঞান-সন্তান-রূপত্ব-প্রযুক্ত শ্রীপরমেশ্বর-দেব সতের স্থিরত্ব-সম্পাদনে নিয়মন-কর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন না হইলেও, অসতের উৎপত্তির জন্য তাঁহার নিয়মনকর্ত্তৃত্ব বা প্রভুতাকীর্ত্তন-পূর্ব্বক স্তুতি করিয়াছেন। এইরূপ কেহ বা সমস্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে বিভাগশঃ অর্থাৎ আকাশাদি-পঞ্চক ও পৃথিব্যাদি-পরমাণু-চতুষ্কে নিত্যত্ব ও অনিত্য-কার্য্য-পদার্থে অনিত্যত্ব কথন করিয়া, অনিত্য-কার্য্য-পদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশের প্রতি শ্রীপরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব কীর্ত্তন-পূর্ব্বক স্তুতি করিয়াছেন।

হে পুরমথন! হে দেব! দ্বৈত-বাদি-গণের অভিমত উক্তরূপ-পক্ষত্রয়, অথবা সর্ব্ব-দর্শন-শিরোমণি-ভূত-পরমাদ্বৈত-প্রতিপাদন-পর-বেদান্ত-দর্শন-ব্যতীত অপর-পঞ্চদশ-বিধ-দর্শনের সিদ্ধান্ত-বাদ-শ্রবণ ও স্তুতি-প্রকার অবলোকন করিয়া, আমি "যৎপরোনাস্তি" বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু, হে মহেশ্বর! যেমন কোন ব্যক্তি অদ্ভুত কোন কিছু দর্শনের অনন্তর বিস্ময়-সাগরে ভাসমান হইয়া, নিরতিশয়-চমৎকৃত-চিত্তে বিস্ময়-পরবশত্ব-প্রযুক্ত লোকোপহাস-গণনা না করিয়াই, যথেচ্ছ বিচেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও জাত-চমৎকারতা-প্রযুক্ত "দেখ দেখ, এই ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্রও স্তুতি করিতে জানে না, অথবা স্তুতি করিতে সমর্থ নহে, অথচ কেমন সঙ্কোচশূন্য হইয়া, সপ্রতিভ-ভাবে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে", এইরূপে লোকে আমার প্রতি উপহাস

করিবে, অথবা লোকোপহাস-জনিত-লজ্জাবশতঃ আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে, এতাদৃশী বিবেচনা না করিয়া, পূর্ব্বোক্ত-স্তুতি-প্রকার অবলম্বনে তোমার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেছি না। পরন্তু হে দেব! পূর্ব্বোক্ত-পক্ষ-ত্রিতয়ে, অথবা বেদান্তাতিরিক্ত দর্শন-নিচয়ে দ্বৈতাঙ্গীকারবশতঃ অদ্বিতীয় সন্মাত্ররূপ-পরমেশ্বরের স্পর্শ-পর্য্যন্তও না থাকায়, সোপাধিক-সঙ্কুচিত সাতিশয়ৈশ্বর্য্য-বিশিষ্টরূপে তোমার স্তুতি যে সর্ব্বথা লজ্জাকরী, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যদিচ লজ্জিত না হওয়ার প্রতি কারণস্বরূপে বিস্ময়ের উপন্যাস প্রথমতঃ করা হইয়াছে সত্য; তথাপি প্রশ্ন-প্রিয় কোন ব্যক্তি যদি পুনঃ প্রশ্ন করেন যে, সোপাধিক-সঙ্কুচিত ঐশ্বর্য্যের সহায়তায় শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি যদি সর্ব্বথা লজ্জাকরীই হয়, তবে সোপাধিক ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়ে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি লজ্জিত হইতেছ না কেন? তাহা হইলে, কারণান্তর প্রদর্শনকল্পে আশ্চর্য্যের সহিত অবশ্যই এতাবন্মাত্র বক্তব্য হইতেছে যে, একমাত্র ধৃষ্টা নির্লজ্জা মুখরতা বাচালতাই সোপাধিক-সঙ্কুচিতৈশ্বর্য্যবিশিষ্টরূপে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের স্তুতি-করণার্থ আমাকে প্রবৃত্ত করিয়া, নিশ্চিতই অপরাধিনী হইয়াছে। অর্থাৎ ধৃষ্টা বাচালতা যদি আমার লজ্জা অপহরণ না করিত, তবে আমি কখনই সোপাধিক-সঙ্কুচিত ঐশ্বর্য্য-সাহায্যে শ্রীপর-মেশ্বরদেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না।

তাৎপর্য্য এই যে, চতুর-চূড়ামণি গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীমান্ পুষ্পদন্ত স্বয়ং নিরতিশয়-বিপন্ন অবস্থায় শীঘ্র শ্রীবিশ্বনাথদেবের প্রসন্নতা-লাভ-বাসনায়, দীর্ঘকালাদর-নৈরন্তর্য্যাদি-সাপেক্ষ-নির্গুণোপাসনা, অথবা নির্ব্বিকল্পক-সমাধি-সাধন-পরিহার-পূর্ব্বক উপনিষৎ-প্রমাণ-নিশ্চিত বাক্য ও মানস-পথের অতীত অদ্বিতীয়-পরমাত্ম-তত্ত্ব হইতে কথঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, প্রিয়-নাম-গ্রহণে, অথবা স্বেষ্টদেবাভিলষিত-গুণানুবর্ণনে ঝটিতি লৌকিক-প্রসন্নতার আবির্ভাব-লক্ষণ-দৃষ্টান্তানুসরণে, জ্ঞানি-প্রবর হইয়াও, ভক্তপ্রবররূপে "পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ", অর্থাৎ ভক্তানুগ্রহার্থ লীলা-পরিগৃহীত-বৃষভ-পিনাক-পার্ব্বত্যাদি-পরিশোভিত-

বিশিষ্টতরার্ব্বাচীন-নবীন-রূপে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিরই মনঃ ও বাক্যের পতন বা আবেশন সম্ভবপর হওয়ায়, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নয়ন-মনো-রঞ্জন-সাকার-রূপের স্তুতি করিয়া, একদিকে যেমন নিজ অহৈতুকী অব্যভিচারিণী পরা-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে পূর্ব্বপ্রদর্শিত-সর্ব্ব-প্রকার-প্রবাদক-বাদাদিরও আভাসত্ব কথন করিয়া, স্বাভিপ্রেত অদ্বিতীয়-পরমাত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে একমাত্র অদ্বিতীয়ব্রহ্মবাদেরই লজ্জানাস্পদত্ব-প্রযুক্ত সত্যত্ব বিদ্বজ্জন-গণ-কর্ত্তৃক অবশ্য অবধারণীয়, আলোচনীয় ও অবলোকনীয়-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি স্তুতি-প্রকার-নিরূপণাখ্য-চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদের উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, যদিচ উক্ত পরিচ্ছেদের উপক্রমে সংক্ষেপতঃ প্রকারচতুষ্টয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু বর্ণিত প্রকারত্রয়াতিরিক্ত অদ্বিতীয়সন্মাত্র-বাদাখ্য চতুর্থ-স্তুতি-প্রকার নিরূপিত হয় নাই, তথাপি উপরিষ্টাৎ অর্থাৎ "ত্বমর্কস্ত্বং সোমঃ" ইত্যাদি ষড়্বিংশ-শ্লোকে যখন অদ্বিতীয়-সন্মাত্রবাদ অবশ্য উপপাদনীয়রূপে উপন্যস্ত হইবে, তখন বর্ত্তমান-পরিচ্ছেদের বর্দ্ধিত-কলেবরে অদ্বিতীয়-সন্মাত্র-বাদের উপন্যাস করিয়া, পুনরপি তৎ-সমর্থন-কল্পে অকারণ-কলেবর-বৃদ্ধি না করিলেও, পাঠক-গণের তাৎপর্য্যাধিগমে কোনরূপ অনুপপত্তির সম্ভাবনা না থাকায়, আমি অদ্বিতীয় সন্মাত্র-বাদের উল্লেখমাত্র করিয়া বিরত হইতেছি।

ইতি ব্রহ্মচারি-শ্রীবিপিনবিহারি-বেদান্তভূষণ-বিরচিত
শ্রীশিব-মহিম-বিকাশান্তর্গতস্তুতিসামগ্রীনিরূপণ-
পরদর্শনখণ্ড সমাপ্ত।